
A decorative border with repeating floral and scrollwork patterns surrounds the entire page. The title is enclosed in a central, cloud-like frame.

তাফসীরে
ইবনে কাছীর

A decorative border with repeating floral and scrollwork patterns surrounds the entire page. The author's name is enclosed in a central, cloud-like frame.

আল্লামা ইবনে কাছীর (রহ.)

তাত্ফসীরে ইবনে কাছীর

দশম খণ্ড

মূল : ইমাম আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাছীর (র)

অনুবাদ : অধ্যাপক আখতার ফারুক



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তাফসীরে ইবনে কাছীর (দশম খণ্ড),

[উন্নয়ন প্রকল্প]

মূল : ইমাম আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাছীর (র)

অনুবাদ : অধ্যাপক আখতার ফারুক

প্রকাশকাল

চৈত্র ১৪০৯

মুহাৱরম ১৪২৩

মার্চ ২০০৩

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ২০৪

ইফাবা প্রকাশনা : ২০৭২

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭, ১২২৭

ISBN : 984 - 06 - 0709 - 0

প্রকাশক

মুহাম্মদ নুরুল আমিন

পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর ঢাকা-১২০৭

কম্পিউটার কম্পোজ

নিউ হাইটেক কম্পিউটার

জি. পি. ক-৩৮, মহাশালী, ঢাকা

মুদ্রণ ও বান্ধাই

আল-আমিন প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স

৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২৮০.০০ (দুইশত আশি) টাকা মাত্র

TAFSIRE IBN KASIR (Commentary on the Holy Quran) (10th Volume) : Written by Imam Abul Fida Isma'il ibne Kasir (Rh.) in Arabic, translated by Prof Akhter Farooq into Bengali and published by Director, Translation and Compilation Dept. Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka—1207.

March- 2003

Price : Tk. 280-00

US Dollar : 10-00

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেখ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিয়াপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নারিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাসুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবত জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হয়নি। বহুত আন-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ শ্রুত নির্দেশনাগ্রন্থ, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ রাসুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যকভাবে অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোন বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনভঙ্গী ও বাণী বিন্যাস চৌধক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও বাঞ্ছনাময় বিধায় সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশবাহী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমন কি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। বহুত এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ-সক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাসসির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

এ তাফসীর গ্রন্থের অধিকাংশই প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এ তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষায় মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারে, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাষার রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইবনে কাছীর প্রণীত 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' মৌলিকতা, স্বচ্ছতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ নৈপুণ্যে তাহর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইবনে কাছীর তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন-ব্যাখ্যায় ধীরে ধীরে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আর কোন গ্রন্থই তাফসীরে ইবনে কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত করেনি। ফলে তাঁর এই গ্রন্থখানি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুহূতী বলেছেন, "এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেননি।" আল্লামা শাওকানী এই গ্রন্থটিকে 'সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম' বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লামা আব্দুল আজীজ মাহেরবানীতে এই তাফসীর গ্রন্থের ৯টি খণ্ডের বাংলা অনুবাদ আমরা বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। এবার এর দশম খণ্ড প্রকাশ করা হলো। এজন্য আমরা আল্লামা আব্দুল আজীজের নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে সঠিকভাবে কুরআন উপলব্ধি করার এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিন। آمীন

সৈয়দ আশরাফ আলী

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

আল্লামা আব্দুল আজীজের ওপর অনুগ্রহে আমরা আরবী ভাষার প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' (তাফসীরুল কুরআনিল আযীম)-এর ৯টি খণ্ড বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। এজন্য পরম কল্পনাময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

তাফসীর হলে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, তা'র বাস্তবায়ন সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বেধেণমা করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী পাঠকদের পক্ষে কুরআনের মর্মার্থ শিক্ষা ও মর্মদর্শী অনুধাবন করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, অলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর অন্যতম।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থখানির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়-এমন অনন্য ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইবনে কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্রাজেড়া খ্যাতি।

আমরা এই বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থের দশম খণ্ডের অনুবাদ বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে পবিত্র আনন্দ অনুভব করছি। আমরা অশা করি, পূর্বের ৯টি খণ্ডের ন্যায় দশম খণ্ডটিও বাপও পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে।

গ্রন্থখানি সম্পাদনা করেছেন বিশিষ্ট আলেম মাওলানা ইমদাদুল হক এবং প্রাথমিক দোয়ার শ্রমস্বার্থে কাজ আনুজাম দিয়েছেন জনাব মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী। আমরা এই গ্রন্থের অনুবাদ নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালায়েছি। তৎসঙ্গেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি করণ চোখে ধরা পড়ে, তা অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। آمীন :

মুহাম্মদ নূরুল আমিন

পরিচালক

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

সূরা শূরা

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	২০
৭-৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	২৪
৯-১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	২৮
১৩-১৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৩০
১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৩৩
১৬-১৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৩৫
১৯-২২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৩৮
২৩-২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৪২
২৫-২৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৫১
২৯-৩১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৫৬
৩২-৩৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৬০
৩৬-৩৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৬২
৪০-৪৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৬৬
৪৪-৪৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৭২
৪৭-৪৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৭৪
৪৯-৫০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৭৭
৫১-৫৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৭৯

সূরা যুখরুফ

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮২
৯-১৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮৭
১৫-২০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৯২
২১-২৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৯৬
২৬-৩৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১০০
৩৬-৪৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১০৬
৪৬-৫০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১১০
৫১-৫৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১১৫
৫৭-৬৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১১৯
৬৬-৭৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১২৬
৭৪-৮৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩১
৮১-৮৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩৪

সূরা দুখান

১-৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩৮
৯-১৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৪১
১৭-৩৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫০
৩৪-৩৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫৯
৩৮-৪২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬৪
৪৩-৫০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬৬
৫১-৫৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬৯

সূরা জাহিয়া

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭৪
৬-১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭৭
১২-১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭৯
১৬-২০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮২
২১-২৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮৪
২৪-২৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮৭
২৭-২৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৯১
৩০-৩৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৯৪

সূরা আহুকাফ

১-৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০০
৭-৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০৪
১০-১৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০৯
১৫-১৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২১৩
১৭-২০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২২০
২১-২৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২২৫
২৬-২৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৩২
২৯-৩২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৩৪
৩৩-৩৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৪৮

সূরা মুহাম্মদ

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬২
৪-৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬৫
১০-১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭৩
১৪-১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭৬
১৬-১৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮০
২০-২৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮৫
২৪-২৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯০
২৯-৩১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৩
৩২-৩৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৫
৩৬-৩৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৮

সূরা ফাত্হ

১-৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০১
৪-৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০৭
৮-১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০৯
১১-১৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২০
১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২২
১৬-১৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২৪
১৮-১৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২৭
২০-২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২৯
২৫-২৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬৬

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
২৭-২৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬০
২৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬৮

সূরা হুজুরাত

১-৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৭৪
৪-৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৭৯
৬-৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮১
৯-১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮৭
১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৯০
১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৯২
১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪০১
১৪-১৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪০৫

সূরা কাফ

১-৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪১২
৬-১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪১৬
১২-১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪১৮
১৬-২২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪২১
২৩-২৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪২৮
৩০-৩৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৩২
৩৬-৪০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৪০
৪১-৪৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৪৫

[বার]

সূরা মারিয়াত

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-১৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৪৫০
১৫-২৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৪৫৫
২৪-৩০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৪৬৩
৩১-৩৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৪৬৬
৩৮-৪৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৪৬৮
৪৭-৫১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৪৭২
৫২-৬০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৪৭৪

সূরা ত্বুর

১-১৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৪৭৮
১৭-২০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৪৮৫
২১-২৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৪৮৭
২৯-৩৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৪৯৩
৩৫-৪৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৪৯৬
৪৪-৪৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৪৯৯

সূরা নাজম

১-৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৫০৫
৫-১৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৫০৮
১৯-২৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৫২৪
২৭-৩৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৫২৯

[তের]

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৩১-৩২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৫৩১
৩৩-৪১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৫৩৭
৪২-৫৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৫৪২
৫৬-৬২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৫৪৭

সূরা কামার

১-৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৫৫০
৬-৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৫৫৭
৯-১৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৫৫৯
১৮-২২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৫৬৩
২৩-৩২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৫৬৪
৩৩-৪০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৫৬৭
৪১-৪৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৫৭০
৪৭-৫৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৫৭২

সূরা রাহমান

১-১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৫৮১
১৪-২৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৫৮৭
২৬-৩০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৫৯১
৩১-৩৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৫৯৫
৩৭-৪৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৫৯৮
৪৬-৫৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৬০৩

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৫৪-৬১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৬০৭
৬২-৭৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৬১৩

সূরা শুয়াবিয্যা

১-১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৬২২
১৩-২৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৬২৯
২৭-৪০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৬৩৮
৪১-৫৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৬৫৪
৫৭-৬২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৬৫৮
৬৩-৭৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৬৬০
৭৫-৮২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৬৬৫
৮৩-৮৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৬৭১
৮৮-৯৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৬৭৩

সূরা হাদীদ

১-৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৬৭৮
৪-৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৬৮২
৭-১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৬৮৭
১২-১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৬৯৫
১৬-১৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৭০০
১৮-১৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৭০৩
২০-২১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৭০৬

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
২২-২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৭১০
২৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৭১২
২৬-২৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৭১৪
২৮-২৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৭১৯

সূরা মুহাদ্দালা

১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৭২২
২-৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৭২৪
৫-৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৭৩৩
৮-১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৭৩৬
১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৭৪০
১২-১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৭৪৪
১৪-১৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৭৪৭
২০-২২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.....	৭৫১

তায়সীরে ইব্বন কাছীর

দশম খণ্ড

সূরা শূরা

৫৩ আয়াত, ৫ বক্ব, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
দয়াময়, পরম দয়ালু আত্মাহর নামে

(১) هَمَّ

(২) عَسَقَ

(৩) كَذٰلِكَ يُوحِیْ اٰیٰتِكَ وَاٰیٰتِ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ اللّٰهُ الْعَزِیْزُ

الْحَكِیْمُ

(৪) لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَلِیُّ

الْعَظِیْمُ

(৫) تَكَادُ السَّمٰوٰتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَٰئِكَةُ

یَسْبَحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِنَّ ۗ وَیَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِی الْاَرْضِ ۗ الْاٰرَافُ

اللّٰهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ

(৬) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝

১. হা-মীম।

২. 'আঈন. সীন. কাফ,

৩. পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ এইভাবেই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন।

৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই। তিনি সমুন্নত, মহান।

৫. আকাশমণ্ডলী উর্ধ্বদেশ হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয় এবং ফেরেশতাগণ তাহাদিগের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং মর্ত্যবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জানিয়া রাখ, আল্লাহ তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬. যাহারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাহাদিগের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখেন। তুমি তাহাদিগের কর্মবিধায়ক নহ।

তাফসীর : হরুফে মুকাত্তা'আতের উপর ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। ইব্ন জারীর (র) অগ্রহণযোগ্য আশ্চর্যজনক ও দুর্বল একটি রিওয়ায়েত আরতাত ইব্ন মুনযির (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আরতাত ইব্ন মুনযির (র) বলেন, জটনক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিয়া **حم عسق**-এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করে। তখন হুয়াইফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ইব্ন আব্বাস (রা) আগতুক প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাবে নিরবতা অবলম্বন করেন। দ্বিতীয়বার আবার জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তিনি উত্তর দানে অনীহা প্রকাশ করেন। তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করার পরও তিনি উত্তর না দিলে হুয়াইফা (রা) লোকটিকে বলেন, ইহার ব্যাখ্যা তোমাকে আমি বলিব। আমি এই কথাও জানি যে, ইব্ন আব্বাস (রা) কেন তোমার প্রশ্নের জবাব দিতেছেন না। এর কারণ হইল, ইহা এক কুরাইশী ব্যক্তি সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। যাহার নাম হইল আদে ইলাহ এবং আব্দুল্লাহ। সে পূর্বের কোন নদীর তীরে অবতরণ করিবে। সেখানে সে দুইটি শহর আবাদ করিবে। বরং নদী খনন করিয়া শহর দুইটির মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করিবে। কিন্তু আল্লাহ যখন উহার রাজত্ব ও সম্পদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করিবেন তখন তিনি রাত্রি একটি শহরে আগুন দিয়া ধ্বংস করিয়া দিবেন। সকালে উঠিয়া সকলে ছাই-ভস্ম দেখিতে পাইবে। সকলে আশ্চর্যবোধ করিবে। কিভাবে

রাত্রের মধ্যে শহরটি জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া গেল? সকালের আলো উজ্জ্বল হইয়া ওঠার পর শহরের অহংকারী ও দাঙ্কিকেরা যখন একস্থানে একত্রিত হইবে তখন আল্লাহ তাহাদিগকে মৃত্তিকা ধাসে নিক্ষেপ করিয়া ধ্বংস করিয়া দিবেন। এই কথাই **حم عسق**-এর মধ্যে বলা হইয়াছে।

অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হইতে এমন একটি কঠিন শাস্তির খুবই প্রয়োজন ছিল। উপরন্তু এমন একটি দুর্ঘটনা ঘটানোর পরিকল্পনা আল্লাহ তা'আলার পূর্ব হইতে ছিল। যে পরিকল্পনা তিনি আগামীতে বাস্তবায়িত করিবেন মাত্র। **حم**-এর ব্যাখ্যা হইল নবী। **وَأَقِمْ بِهِاتَيْنِ** অর্থ **ق** আর **سَيَكُونُ** অর্থ **سِين** - **عَدْلًا** **مِّنْهُ** অর্থ **عَيْن** আর **الْمَدِينَتَيْنِ** অর্থাৎ, শহর দুইটির একটির উপর অতি নিকটকালে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করা হইবে।

হাফিজ আবু ইয়াল্লা মুহেলী (র) ইহার চেয়েও দুর্বল একটি রিওয়ায়েত আবু যর (রা)-এর সনদে হাদীসটি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। একাংশের মধ্যে উল্লেখিত হইয়াছে যে, উমর ইব্ন খাতাব (রা) একদা মিসরের উপর উঠিয়া বলেন, হে লোক সকল! তোমরা কেহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে **حم عسق** ইহার ব্যাখ্যা শুনিয়াছ কি? তখন ইব্ন আব্বাস (রা) দাঁড়াইয়া বলেন, হাঁ, আমি শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, **حم** আল্লাহর নামসমূহের একটি। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করেন, **عين**-এর অর্থ? তিনি বলিলেন **عَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ عَذَابَ يَوْمَ بَدْرٍ** অর্থাৎ বদরের দিন পরাজিত বাহিনীর অবস্থা কি তাহা প্রদর্শন করিয়াছে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, **سِين**-এর ব্যাখ্যায় তিনি কি বলিয়াছেন? বলিলেন, **الَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنْقَلَبٍ** অর্থাৎ এই জালিমরা সত্বর অবহিত হইবে যে, উহাদিগের পরিণাম কত ভয়াবহ হইবে! কিন্তু **قاف**-এর অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জবাব না দিয়া নিশ্চুপ থাকেন। এই সময় আবু যর (রা) উঠিয়া ইব্ন আব্বাসের অনুরূপ ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন, **قاف** অর্থ **تَغْشَى النَّاسَ قَارِعَةٌ** অর্থাৎ উহাদিগের উপর আসমানী আঘাব আপতিত হইবে যাহা উহাদিগকে দশ দিক দিয়া অবরোধ করিবে।

অতঃপর বলা হইয়াছে : **كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ** : পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ এইভাবে তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিতেছেন এবং এইভাবেই তিনি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি। অর্থাৎ যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন সেইভাবে তোমার পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি নাযিল করা হইয়াছিল কিতাব ও সহিফা।

الْعَزِيزُ অর্থাৎ আল্লাহ প্রতিশোধ গ্রহণে পরাক্রমশালী এবং **الْحَكِيمُ** অর্থ তিনি স্বীয় কাজ ও কথায় প্রজ্ঞাময়।

ইমাম মালিক (র)আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, হারিছ ইবন হিশাম (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি কিভাবে ওহী আসে? জবাবে তিনি বলেন, কখনো ঘন্টা-ধ্বনির মত শব্দ করিয়া আসে, যাহা আমার নিকট ভীষণ ভারি অনুভূত হয়। ওহী নাযিল শেষ হইয়া গেলে উহা আমার মানসপটে গ্রথিত হয়। আবার কখনো কোন ফেরেশতা মানব আকৃতিতে আসিয়া ওহী জানাইয়া যান। উহাও আমার স্মরণে উপস্থিত থাকে। আয়িশা (রা) বলেন, কখনো ওহী ভীষণ শীতের সময় নাযিল হইলে তিনি ঘামে ভিজিয়া যাইতেন। তাঁহার ললাট বাহিয়া ঘামের ফোঁটা টপ টপ করিয়া পড়িতে থাকিত। সহীহদ্বয় ইহা বর্ণনা করিয়াছে। তবে এখানে হুবহু বুখারীর বর্ণনা উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

তাবারানী (র)হারিছ ইবন হিশাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হারিছ ইবন হিশাম (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কিভাবে তাঁহার উপর ওহী নাযিল হয় এই প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, “ঘন্টা-ধ্বনির মত শব্দ করিয়া ওহী নাযিল হয়। উহা আমার নিকট ভীষণ ভারি মালুম হয়। আর উহা আমার স্মরণে বদ্ধমূল থাকে। তবে কখনো কোন ফেরেশতা মানব আকৃতিতেও ওহী লইয়া আসেন। তিনি যাহা নাযিল করেন তাহা সব আমার স্মরণ থাকে। আহমদ (র) ...আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, হে আল্লাহর রাসূল! ওহীর অনুভূতি কেমন? তিনি বলিলেন, জিজ্ঞিরের ঝিন ঝিন শব্দ শুনিতে পাওয়ার পর আমি নীরব হইয়া থাকি। এই অবস্থায় ওহী অবতীর্ণ হয়। ওহী যখন নাযিল হয় তখন আমি ভীষণ এক ওজনের চাপ অনুভব করি। আমার মনে হয় হয়ত এখন আমার আত্মা নির্গত হইয়া যাইবে। একমাত্র আহমদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন কাছীর বলেন, বুখারীর শরহ গ্রন্থের প্রথম দিকে এই বিষয়ের উপর আমি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্পয়োজন। (সমস্ত প্রশংসা ও স্তুতি একমাত্র আল্লাহর।)

অতঃপর বলা হইয়াছে : **مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ** আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই। অর্থাৎ সকল সৃষ্টি আল্লাহর ইবাদতে বাধ্য এবং মহাবিশ্বময় একমাত্র তাঁহারই রাজত্ব। সবকিছু তাঁহারই আদেশে পরিচালিত হয়।

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ - তিনি সমুন্নত ও মহান। যথা অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে, **وَهُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ** অর্থাৎ তিনি মহান ও সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। আরো বলা হইয়াছে : **وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ** অর্থাৎ তিনিই তো সমুচ্চ, মহান। এই ধরনের বহু আয়াত রহিয়াছে।

ইহার পর বলা হইয়াছে যে, **تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ** অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী উর্ধ্বদেশ হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয়।

ইবন আব্বাস (রা) যাহ্বাক, কাতাদা, সুদী ও কা'ব আহবর (র) প্রমুখ বলেন, ইহার অর্থ হইল, আল্লাহর 'আজমাত ও অপরিসীম শক্তির প্রকাশে সমস্ত কিছু কাঁপিতে থাকে।

অর্থাৎ **وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ** ফেরেশতারা তাহাদিগের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং মর্ত্যবাসীদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আসিয়াছে যে,

الَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا -

অর্থাৎ যাহারা আরশ ধারণ করিয়া আছে এবং যাহারা ইহার চতুর্পার্শ্ব ঘিরিয়া আছে তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সহিত এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্ববাসীদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী: (অতএব যাহারা তাওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাহাদিগের ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা কর।

অর্থাৎ **اَلَا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ** : আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে বলা হইয়াছে : আল্লাহই তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

পরবর্তী আয়াতে বলেন, **وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَآءَ** অর্থাৎ মুশরিক—যাহারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে।

আল্লাহ তাহাদিগের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। অর্থাৎ মুশরিকদিগের কার্যকলাপ আমি অবলোকন করিতেছি এবং তাহাদিগের কার্যকলাপের হিসাব রাখা হইতেছে। আমি স্বয়ং উহাদিগের পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করিব।

তুমি তাহাদিগের কর্মবিধায়ক নহ। অর্থাৎ তুমি কেবল ভয় প্রদানের অধিকারী। প্রতিশোধ ও প্রতিফল আল্লাহ গ্রহণ করিবেন এবং সকলের কর্মবিধায়ক আল্লাহ।

(۷) **وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ اُمَّ الْقُرٰى**

وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ

وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ

(১) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ
فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَكِيلٍ وَلَا نُصِيرُ ۝

৭. এইভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায়; যাহাতে তুমি সতর্ক করিতে পার মক্কা ও উহার চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতর্ক করিতে পার কিয়ামত দিবস সম্পর্কে যাহাতে কোন সন্দেহ নাই; সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

৮. আল্লাহ ইচ্ছা করিলে মানুষকে একই উম্মত করিতে পারিতেন; বস্তুত তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন। জালিমদিগের কোন অভিভাবক নাই, কোন সাহায্যকারী নাই।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি যেভাবে তোমার পূর্ববর্তী নবীদিগের উপর ওহী নাযিল করিয়াছিলাম সেইভাবে আমি তোমার উপর কুরআন নাযিল করিয়াছি আরবী ভাষায়। অর্থাৎ স্পষ্ট ও সাবলীল রচনা ভঙ্গিমায়।

وَمَنْ حَوْلَهَا وَمَنْ حَوْلَهَا يَا هَذِهِ تُنذِرُ أُمَّ الْقُرَىٰ
এবং সতর্ক করিতে পার মক্কার আশেপাশের লোকদিগকে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে। অর্থাৎ মক্কার পূর্ব-পশ্চিমসহ সকলদিকের লোকদিগকে। এই আয়াতে মক্কাকে 'উম্মুল কুরা' বলা হইয়াছে। কেননা মক্কা ভূমি পৃথিবীর অন্যান্য সকল শহর ও ভূমি হইতে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। এই বিষয়ের প্রমাণে বহু দলীল রহিয়াছে যাহা যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। তবুও ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হওয়ার জন্য এইস্থানে ছোট একটি হাদীস উল্লেখ করা হইল।

ইমাম আহমদ (র) আবু সালমাহ ইব্ন আব্দুর রহমান (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবু সালমাহ ইব্ন আব্দুর রহমান (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন আদী ইব্ন হামরা যুহরী (রা) তাঁহাকে বলিয়াছেন, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মক্কার হাযওয়রাত নামক বাজারে বসিয়া বলিতে শুনিয়াছেন যে, তিনি বলেন : "আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই তুমি পৃথিবীর সমস্ত ভূমি হইতে উত্তম। সমস্ত ভূমি হইতে তুমি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয়। যদি আমাকে এই ভূমি হইতে বাহির করিয়া না দেওয়া হইত তাহা হইলে কখনও আমি এই ভূমি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতাম না।" যুহরীর হাদীসে ইব্ন মাজাহ, নাসায়ী ও তিরমিযী (র)-ও এইরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

وَتُنذِرُ يَوْمَ الْجَمْعِ অর্থাৎ এবং সতর্ক করিতে পার কিয়ামত দিবস সম্পর্কে। সেই দিন মানব জন্মের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সকল লোককে এক ময়দানে জমায়েত করা হইবে।

لَارِيْبٍ فِيهِ অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। আর কিয়ামত সংঘটিত করা আল্লাহর জন্য কঠিন কোন কাজ নহে।

فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيرِ অর্থাৎ সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে :

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ يَوْمَ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ অর্থাৎ স্মরণ কর, কিয়ামতের দিনে তিনি তোমাদিগকে সমবেত করিবেন সেদিন হইবে লাভ-লোকসান নির্ধারণের দিন।

অন্য আয়াতে আরো বলিয়াছেন :

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ
مُّشْهُودٌ - وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعْتَدٍ - يَوْمَ يَأْتِلَ تَتَكَلَّمُ نَفْسٌ الْبَاطِنَةَ - فَمِنْهُمْ
شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ -

অর্থাৎ যে পরকালের শাস্তিকে ভয় করে ইহাতে তো তাহার জন্য নিদর্শন আছে; ইহা সেইদিন যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হইবে; ইহা সেই দিন যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হইবে; এবং আমি নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য উহা স্থগিত রাখিব। যখন সেদিন আসিবে তখন আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেহ বাক্যলাপ করিতে পারিবে না; উহাদিগের মধ্যে অনেকে হইবে হতভাগ্য ও অনেকে হইবে ভাগ্যবান।

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) হাতে করিয়া দুইখানা কিতাব লইয়া আমাদিগের নিকট আসেন এবং আমাদিগকে বলেন, "তোমরা জান কি এই দুইখানা কি কিতাব?" আমরা বলিলাম, জানি না। আপনি বলিয়া দিন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি তাহার ডান হাতের কিতাবখানা সম্পর্কে বলিলেন, "এই কিতাবখানা আল্লাহর নিকট হইতে আনীত হইয়াছে। ইহাতে রহিয়াছে জান্নাতবাসীদের পিতা, পিতামহ ও বংশ উল্লেখসহ বিস্তারিত পরিচয়। প্রত্যেকের নামের শেষে উহাদিগের আমলের যোগফলও সন্নিবেশিত করা হইয়াছে ইহার মধ্যে। ইহার মধ্যে আর কখনো হ্রাস-বৃদ্ধি পাওয়ার কোন সুযোগ নাই।" অতঃপর তিনি তাহার বাম হাতের কিতাবখানার প্রতি ইশারা করিয়া বলেন, "এই কিতাবখানার মধ্যে রহিয়াছে জাহান্নামবাসীদের পিতা, পিতামহ ও বংশ উল্লেখসহ পরিচয়। আর নামের শেষে রহিয়াছে আমলনামার যোগফল। ইহার মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি করার কোন সুযোগ নাই।" ইহার পরিপ্রেক্ষিতে সাহাবাগণ বলিলেন, 'সব যদি নির্দিষ্ট করিয়া লিখিত হইয়া থাকে তাহা হইলে

আমাদিগের আমল করার আর কি অর্থ হইতে পারে ?' তিনি জবাবে বলিলেন, "সতর্কতার সহিত পুণ্যের পথে থাক। কেননা যাহারা জান্নাতী হইবে জীবনের শেষ কর্মটি তাহাদিগের জান্নাতিসুলভ হইবে—বাকী জীবন সে যেমনই অতিবাহিত করুক না কেন। আর যাহারা জাহান্নামী হইবে জীবনের শেষ কর্মটি তাহাদিগের জাহান্নামীসুলভ হইবে—জীবনে সে যত ভাল আমলই করিয়া থাকুক না কেন।" অতঃপর তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করেন এবং বলেন, তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের বিচার নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিয়াছেন। এই সময় তিনি এমন ভঙ্গি করেন যে, যেন তাঁহার ডান হাত হইতে কিছু একটা ফিকিয়া ফেলিয়া দিলেন। আর বলিলেন, তাঁহার ডান হাতের কিতাবটি ফিকিয়া দেন এবং বলেন, একদল জান্নাতে প্রবেশ করিবে। ইহার পর তিনি তাঁহার বাম হইতেও উহা ফিকিয়া দিলেন। আর বলিলেন, একদল জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।"

তিরমিযী ও নাসায়ী (র) এই হাদীসটি রেওয়ায়েত করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ-গরীব। আর আল্লামা বাগাতী (র) স্বীয় তাফসীরের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন হাতিম লাইছ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইব্ন জারীর জনৈক সাহাবী হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁহার সকল সন্তানকে তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত করিলে উহারা পাখীর মত ময়দানে ছড়াইয়া পড়ে। তখন আল্লাহ তা'আলা উহাদিগকে দুই মুষ্টির মধ্যে লইয়া বলেন, ইহাদিগের একাংশ নেককার এবং অন্য অংশ বদকার। এই কথা বলিয়া তিনি সকলকে ছাড়িয়া দিয়া আবার সকলকে দুই মুষ্টিতে ধারণপূর্বক বলেন, ইহাদিগের একাংশ জান্নাতী হইবে এবং অন্য অংশ প্রবেশ করিবে জাহান্নামে। এই হাদীসটি মওকুফ, সহীহের কাছাকাছি। (আল্লাহই ভাল জানেন।)

ইমাম আহমদ (র) আবু নযরাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু নযরাহ (রা) বলেন, আবু আব্দুল্লাহ নামক এক সাহাবীকে তাহার বন্ধুরা রোগের সময় শুশ্রূষা করিতে যাইয়া দেখেন যে, তিনি কাঁদিতেছেন। বন্ধুরা তাহাকে বলিল, তুমি কাঁদিতেছ কেন ? তোমাকে তো রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়া গিয়াছেন যে, গোঁফ ছোট রাখিবে এবং সেই অবস্থায় আমার সহিত মিলিত হইবে। এই কথার প্রেক্ষিতে সাহাবী তাঁহার বন্ধুদিগকে বলিল, কথা তো ঠিক কিন্তু আমাকে কাঁদাইতেছে যে বিষয়টি তাহা হইল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আমি গুনিয়াছি : "আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে সৃষ্টি করার পর স্বয়ং মুষ্টিদ্বয়ে উহাদিগকে ধারণপূর্বক ডান মুষ্টির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলেন, ইহারা উহার জন্য (অর্থাৎ ইহারা জান্নাতী) এবং বাম মুষ্টির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলেন, ইহারা উহার জন্য (অর্থাৎ ইহারা জাহান্নামী)। আর আমি কাহারো পরোয়া করি না।" অতএব আমি এই কথা ভাবিয়া কাঁদিতেছি যে, জানি না আল্লাহর মুষ্টিদ্বয়ের কোন মুষ্টিতে আমি ছিলাম।

তাকদীরের উপর এই ধরনের সহীহ, সুনান ও মুসনাদ ইত্যাদি গ্রন্থে বহু হাদীস রহিয়াছে। হযরত আলী (রা), হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) ও হযরত আয়িশা (রা) প্রমুখ হইতেও এই বিষয়ের উপর বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে যে, **وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً** 'আল্লাহ ইচ্ছা করিলে মানুষকে একই মতাদর্শের অনুসারী করিতে পারিতেন।'

অর্থাৎ আল্লাহ ইচ্ছা করিলে সকল মানুষকে হিদায়াতের উপর পরিচালিত করিতে পারিতেন অথবা তিনি ইচ্ছা করিলে সকল মানুষকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া কতককে সত্যের পথে পরিচালিত করিয়াছেন এবং কতককে পরিচালিত করিয়াছেন ভ্রান্তপথে। ইহার মধ্যে নিহিত রাখিয়াছেন তিনি তাঁহার প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

তাই তিনি আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী বাক্যে বলিয়াছেন :

وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

অর্থাৎ বস্তুত তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন: সীমালংঘনকারীদিগের কোন অভিভাবক নাই, কোন সাহায্যকারীও নাই।

ইব্ন জারীর (র) ইব্ন হুজাইরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন হুজাইরা (রা) বলেন, মূসা (আ) বলিয়াছিলেন, হে পরোয়ারদিগার! আপনি মানুষ সৃষ্টি করিয়া তাহার একাংশকে জান্নাতী করিলেন এবং অন্য অংশকে জাহান্নামী করিলেন, কেন—সকলকে সমানভাবে জান্নাতী করিলে ভাল হইত না ? মূসা (আ)-এর এই জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে বলিলেন, হে মূসা! তুমি তোমার পরিধেয় বস্ত্র উঁচু কর, তিনি উঁচু করিলেন। আল্লাহ বলিলেন, আরো উঁচু কর, তিনি আরো উঁচু করিলেন। আল্লাহ তা'আলা আবার বলিলেন, হে মূসা! আরো উঁচু কর, তিনি শরীরের প্রায় সর্বাংশ হইতে কাপড় উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, হে প্রতিপালক! সম্ভবত সকল অঙ্গ হইতে কাপড় তুলিয়া ফেলিয়াছি। এখন বাকী অঙ্গ হইতে কাপড় তুলিয়া ফেলার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, 'অতএব সকল মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর মধ্যেও কোন কল্যাণ নাই।'

(৯) **أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ أَوْلِيَاءٍ، قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي**

الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(১০) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذُكِرْتُمْ اللَّهُ

رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝

(১১) فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ

شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

(১২) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ

وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

৯. উহারা কি আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ, অভিভাবক তো তিনিই, এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১০. তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন— উহার মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট। বল, ইনিই আল্লাহ— আমার প্রতিপালক; আমি নির্ভর করি তাঁহার উপর এবং আমি তাঁহারই অভিমুখী।

১১. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি তোমাদিগের মধ্য হইতে তোমাদিগের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আনআমের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন আনআমের জোড়া। এইভাবে তিনি তোমাদিগের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাহার সদৃশ নহে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

১২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁহারই নিকট। তিনি যাহার প্রতি ইচ্ছা তাহার রিয়ক বর্ধিত করেন অথবা সংকুচিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বিশেষ অবহিত।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদিগের শিরকের সমালোচনা করিয়া বলেন, বান্দাদিগের নিকট হইতে একমাত্র তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্তা উপাস্যের উপযোগী ও অধিকারী নহে। কেননা জীবন মৃত্যুর মালিক তিনি, তাই ইবাদতের একমাত্র উপযুক্তও তিনি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ

أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذُكِرْتُمْ اللَّهُ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ذَلِكَ اللَّهُ ۝ (আলা বলিয়াছেন : فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ذَلِكَ اللَّهُ ۝) অর্থাৎ যদি তোমাদিগের মধ্যে কোন ব্যাপারে বিবাদ সৃষ্টি হয় তাহা হইলে উহার মীমাংসার জন্য তোমরা আল্লাহর ও তাঁহার রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও। (আর বল) ইনিই আল্লাহ—আমার প্রতিপালক।

আমি নির্ভর করি তাঁহার উপর এবং আমি তাঁহারই অভিমুখী। অর্থাৎ আমি আমার সব ব্যাপারে তাহার শরণাপন্ন হই।

অর্থাৎ তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তন্মধ্যস্থ সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা।

তিনি তোমাদিগের মধ্য হইতে তোমাদিগের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ, তিনি এত অনুগ্রহশীল যে, তিনি তোমাদিগের জন্য তোমাদিগের আকৃতি ও জাতের মধ্য হইতে ভিন্ন লিঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছেন। আর তিনি পশুদিগের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন পশুদিগের জোড়া। অর্থাৎ তিনি পশুদিগের মধ্যে আট ধরনের জোড়ার সৃষ্টি করিয়াছেন।

এইভাবে তিনি তোমাদিগের বংশ বিস্তার করেন। অর্থাৎ নিরন্তর তোমাদিগের স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের মাধ্যমে আরো স্ত্রী ও পুরুষ জন্মলাভ করিবে। এইভাবে মানব ও পশুদিগের বংশ বিস্তার ঘটিতে থাকিবে।

বাগাভী (র) বলেন, অর্থ এই তিনি জ্ঞানের মধ্যে বংশ বিস্তার করেন। কেহ বলিয়াছেন যে, এই ধারায় তিনি বংশ বিস্তার ঘটাইয়া থাকেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, অর্থ স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের মাধ্যমে মানব ও পশুর বংশ ও সৃষ্টির ধারা তিনি অবশিষ্ট রাখেন।

কেহ বলিয়াছেন অর্থ এইভাবে তিনি পুরুষ ও স্ত্রী জোড়ার মাধ্যমে মানব সৃষ্টি করেন।

কোন কিছুই তাহার সদৃশ নহে। অর্থাৎ জোড়া সৃষ্টিকারী আল্লাহর সদৃশ কিছু নাই। কেননা তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তাহার অনুরূপ কোন সত্তা নাই। অর্থাৎ তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর চাবি তাঁহারই হাতে।

تِسْبُطُ الرِّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ তিনি যাহার প্রতি ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন অথবা সংকুচিত করেন। অর্থাৎ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করিয়া দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা রিযিক কমাইয়া দেন। ইহা তিনি প্রজ্ঞা ও ইনসাফের ভিত্তিতে সমাধা করেন। اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ অর্থাৎ, তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

(১২) شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّ بِهِ نُوحًا وَالدِّيَّ اَوْحَيْنَا
اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى اَنْ اَقِيْمُوا
الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوهُمْ
اِلَيْهِ ۗ اللهُ يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَن يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ اِلَيْهِ مَن يُّنْتَبِئُ ۝
(১৪) وَمَا تَفَرَّقُوا اِلَّا مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اِلَّا اَجَلَ مُّسَمًّى لَّفُضِّتْ بَيْنَهُمْ
وَلِاِنَّ الدِّينَ اُوْرَثُوْا الْكِتَابِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُّرِيْبٌ ۝

১৩. তিনি তোমাদিগের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন দীন, যাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি নূহকে—আর যাহা আমি ওহী করিয়াছি তোমাকে এবং যাহার নির্দেশ দিয়াছিলাম ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসাকে, এই বলিয়া যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতভেদ করিও না। তুমি মুশরিকদেরকে যাহার প্রতি আহ্বান করিতেছ তাহা উহাদিগের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁহার অভিমুখী তাহাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন।

১৪. উহাদিগের নিকট জ্ঞান আসিবার পর কেবলমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষবশত উহারা নিজদিগের মধ্যে মতভেদ ঘটায় এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত; অব্যাহতি সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদিগের বিষয়ে ফয়সালা হইয়া যাইত। উহাদিগের পর যাহারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছে তাহারা কুরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছে।

তাকসীর : এই উম্মতকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন : شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالدِّيَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ অর্থাৎ, তোমাদিগের জন্য নির্ধারিত করিয়াছি দীন যাহার নির্দেশ দিয়াছিলাম নূহকে— যাহা আমি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম তোমাকে।

এই স্থানে আল্লাহ তা'আলা প্রথম নবী আদম (আ)-এর পরবর্তী নবী নূহ (আ)-এর উল্লেখ করিয়া সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পর এই নবীদ্বয়ের মধ্যবর্তী সময়ের বিশিষ্ট নবী ইবরাহীম, মুসা ও ঈসা ইবন মাইয়ামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। (অতএব বুঝা যায়, প্রথম নবী হইতে শেষ নবী পর্যন্ত প্রত্যেকের শরীআতের সহিত প্রত্যেকের রহিয়াছে এক নিবিড় সম্পর্ক।) সূরা আহযাবের মধ্যে এই পঞ্চ নবীকে এক আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে! আয়াতটি হইল এই যে,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّْنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيْمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
অর্থাৎ, স্বরণ কর, আমি নবীদিগের নিকট হইতে, তোমার নিকট হইতে এবং নূহ ইবরাহীম, মুসা ও ঈসা ইবন মারিয়ামের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম অঙ্গীকার।

উল্লেখ্য যে, এই সকল নবীগণের প্রত্যেকেরই দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁহার একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান করা।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رَسُولًا اِلَّا نُوحِيْ اِلَيْهِ اِنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِيْ
করি নাই তাহার প্রতি এই প্রত্যাদেশ ব্যতীত, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর।

نَحْنُ مَعْشَرُ الْاَنْبِيَاءِ اَوْلَادُ عَلَاتٍ رَيْنُنَا وَاَحَدُ
অর্থাৎ, আমরা সকল নবী সম্পর্কে সৎভাই সমতুল্য এবং আমাদের দীন এক।

মূলত সকল নবীর দাওয়াতের লক্ষ্য ছিল আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁহারা একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদানের বেলায় অভিন্ন। যদিও সকলের দাওয়াতের পদ্ধতি ও শরীয়ত-বিধান ভিন্ন ভিন্ন ছিল।

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رَسُولًا اِلَّا نُوحِيْ اِلَيْهِ اِنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِيْ
অর্থাৎ, তোমাদিগের প্রত্যেকের জন্য আইন ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করিয়াছি।

তাই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বলিয়াছেন :

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رَسُولًا اِلَّا نُوحِيْ اِلَيْهِ اِنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِيْ
তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতভেদ করিও না। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে ঐক্য ও দলবদ্ধ থাকার আদেশ করিয়াছেন এবং নিষেধ করিয়াছেন মতভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করিতে।

ইহার পর বলিয়াছেন :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الَّذِينَ أُكْفِرُوا بِآيَاتِكُمْ فَلَمْ يَكُونُوا أَجِلًا بِهَا فَذُكِّرُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ قُلْ لِيُحْكَمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا نَحْنُ بِعِنْدَ اللَّهِ ۗ قُلْ لِيُحْكَمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا نَحْنُ بِعِنْدَ اللَّهِ ۗ

তুমি অংশীবাদীদেরকে যাহার প্রতি আহ্বান করিতেছ তাহা উহাদিগের নিকট দুর্বহ মনে হয়। অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ! মুশরিকদিগকে তুমি যে তাওহীদের দাওয়াত দিতেছ, তাহা তাহাদিগের নিকট অসহ্য ও অহেতুক উৎপাত স্বরূপ মনে হইতেছে।

অতঃপর বলিয়াছেন :

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يُنِيبُ ۗ قُلْ لِيُحْكَمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا نَحْنُ بِعِنْدَ اللَّهِ ۗ

আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াতের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাহার অভিমুখী তাহাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন। অর্থাৎ যে হিদায়াতের উপযুক্ত তাহাকে আল্লাহ্ তাআলা হিদায়াত দান করেন এবং যে ভ্রান্তপথে চলিতে সচেষ্ট হয়, তাহাকে গোমরাহ পথে পরিচালিত করেন।

তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে :

وَمَا اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۗ قُلْ لِيُحْكَمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا نَحْنُ بِعِنْدَ اللَّهِ ۗ

উহাদিগের নিকট জ্ঞান আসিবার পর কেবলমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষবশত উহারা নিজদিগের মধ্যে মতভেদ ঘটায়। অর্থাৎ, সত্যের উপর মযবুত যুক্তি ও প্রমাণ প্রতিষ্ঠা পাবার পর মুহূর্তে তাহারা কেবল বিদ্বেষ ও গোঁড়াবশত সত্যের বিরোধীতা করিতে থাকে।

অতঃপর বলিয়াছেন :

وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ قُلْ لِيُحْكَمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا نَحْنُ بِعِنْدَ اللَّهِ ۗ

এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অব্যাহতি সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকিলে উহাদিগের বিষয়ে ফয়সালা হইয়া যাইত। অর্থাৎ, প্রত্যেকের আমলের হিসাব গ্রহণ করার জন্য যে দিনটির ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা যদি না করা হইত তবে প্রত্যেকের প্রতিটি কাজের শাস্তি তৎক্ষণাৎ প্রদান করা হইত।

পরিশেষে আল্লাহ্ তাআলা বলেন যে,

وَأَنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۗ قُلْ لِيُحْكَمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا نَحْنُ بِعِنْدَ اللَّهِ ۗ

উহাদিগের পর যাহারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছে তাহারা কেবল অন্ধের মত যুক্তিহীনভাবে পূর্বসূরীদের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَرِيبٌ ۗ قُلْ لِيُحْكَمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا نَحْنُ بِعِنْدَ اللَّهِ ۗ

অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে উহারা বিভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে। আর উহারা যে বিষয়ের অনুসরণ করিতেছে তাহার উপরও উহাদিগের বিশ্বাস নাই। কেবল অন্ধ ও অযৌক্তিকভাবে উহারা ইহাদিগের পূর্বসূরীদের ধারা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে। ফলে কুরআনের সত্যতা সম্পর্কেও উহারা সন্দেহ পোষণ করে।

(১০) فَلِذَا لِكَ فَادَعُ ۗ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۗ وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۗ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ إِنَّا أَعْمَالُنَا وَلكُمْ عَمَّا لَكُمْ ۗ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۗ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۗ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۗ

১৫. সূতরাং তুমি উহার দিকে আহ্বান কর এবং উহাতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক যেইভাবে তুমি আদিষ্ট হইয়াছ এবং উহাদিগের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না। বল, ‘আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন আমি তাহাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি তোমাদিগের মধ্যে ন্যায় বিচার করিতে। আল্লাহ্ই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদিগেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদিগের কর্ম তোমাদিগের। আমাদের ও তোমাদিগের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নাই। আল্লাহ্ই আমাদের একত্র করিবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাহারই নিকট।’

তাফসীর : এই আয়াতটির মধ্যে তিন তিন দশটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। একটির আলোচ্য বিষয় অপরটি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আয়াতুল কুরসীর মত সমগ্র কুরআনের মধ্যে এক আয়াতে এতটি আলোচিত বিষয় অন্য কোন আয়াতে নাই। নিম্নে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হইল।

فَلِذَا لِكَ فَادَعُ ۗ অর্থাৎ, তোমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করা হইয়াছে। আর এই রকম ওহী তোমার পূর্ববর্তী সকল নবীগণের উপরও অবতীর্ণ করা হইয়াছিল। যে বিধান তোমাকে প্রদান করা হইয়াছে, তুমি সকলের নিকট তাহার দাওয়াত পৌছাও এবং সকলকে উহা মান্য করার জন্য চেষ্টা চালাও।

وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۗ অর্থাৎ, তোমাকে যেভাবে আল্লাহ্র একত্ববাদ ও ইবাদতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে বলা হইয়াছে, সেইভাবে তুমি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক এবং যাহারা তোমার অনুসরণ করে তাহাদিগকেও ইহা মানিতে উদ্বুদ্ধ কর।

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۗ অর্থাৎ, মিথ্যা ও অপবাদ প্রদানে অভ্যস্ত ধারাক্রমে যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে পূজা করিয়া আসিতেছে— এই সকল মুশরিকদিগের খেয়াল-খুশীর তুমি অনুসরণ করিও না।

অর্থাৎ, নবীগণের উপর অবতীর্ণ সকল আসমানী কিতাব আমি বিশ্বাস করি। আর পূর্বের অবতীর্ণ কিতাবসমূহের মধ্যে তারতম্য সৃষ্টি করা এবং একটি বিশ্বাস করা ও অন্যটিকে অবিশ্বাস করার আমি পক্ষপাতি নহি।

وَأْمُرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ অর্থাৎ আমি তোমাদিগের মধ্যে সেই আদেশ বা বিধান জারি করিতে চাই, যাহা আল্লাহর পক্ষ হইতে আমার নিকট পৌছান হইয়াছে। যে আদেশ সম্পূর্ণ ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক।

اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ একমাত্র উপাস্য। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তাহার ইবাদত না করার ইচ্ছার স্বাধীনতা আমাদিগের সকলের রহিয়াছে। তবে নৈতিকভাবে সকলে একমাত্র তাহারই ইবাদত করিতে বাধ্য। কেননা ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন মানব জাতি ব্যতীত অন্য সকল জাতি তাহারই ইবাদতে রত রহিয়াছে।

لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ অর্থাৎ আমাদিগের আমলের পরিণাম আমরাই ভোগ করিব এবং তোমাদিগের আমলের পরিণাম তোমরাই ভোগ করিবে। একের আমল অপরের কোন উপকারে আসিবে না। আমলের ফলাফলের ব্যাপারে তোমাদিগের সহিত আমাদিগের কোন যোগাযোগ নাই।

যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ-

অর্থাৎ, তাহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যারোপ করে তবে তুমি বলিও আমার কর্মের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদিগের কর্মের দায়িত্ব তোমাদিগের। আমি যাহা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়ী নহ এবং তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে আমিও দায়ী নহি।

لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ অর্থাৎ, আমাদিগের এবং তোমাদিগের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নাই। মুজাহিদ (র) বলেন, لَا حُجَّةَ অর্থ নাই বিবাদ-বিসম্বাদ।

সুদী (র) বলেন, এই আয়াতটি জিহাদের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বের। অতএব আলোচ্য আয়াতের এই অংশটুকু রহিত। কেননা তর্কাতীতভাবে এই আয়াতটি মক্কী এবং জিহাদের আয়াত হিজরত পরবর্তীকালে মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহই আমাদিগকে একত্রিত করিবেন। যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে যে,

فَلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَاتِحُ الْعَلِيمُ-

অর্থাৎ, বল আমাদিগের প্রতিপালক আমাদিগের সকলকে একত্রিত করিবেন, অতঃপর তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক, সর্বজ্ঞ।

وَالْيَوْمِ الْمُنْتَهَى অর্থাৎ, হিসাব-নিকাশের দিন তাহারই নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

(১৬) وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ

حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

(১৭) اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِ

يُكَفَعَلُ السَّاعَةَ قَرِيبٌ

(১৮) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ

مِنْهَا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ إِلَّا إِنْ الَّذِينَ يَبَارُونَ فِي

السَّاعَةِ لِنَفْسٍ ضَالَّةٍ بَعِيدَةٍ

১৬. আল্লাহকে স্বীকার করিবার পর যাহারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে তাহাদিগের যুক্তি-তর্ক তাহাদিগের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অসার এবং উহারা তাহার ক্রোধের পাত্র এবং উহাদিগের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি।

১৭. আল্লাহই অবতীর্ণ করিয়াছেন সত্যসহ কিতাব এবং তুলাদণ্ড। তুমি কি জান—সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন?

১৮. যাহারা ইহা বিশ্বাস করে না তাহারা ইহা তুরান্বিত করিতে চাহে। আর যাহারা বিশ্বাসী তাহারা উহাকে ভয় করে এবং জানে উহা সত্য। জানিয়া রাখ, কিয়ামত সম্পর্কে যাহারা বাক-বিতণ্ডা করে তাহারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

তাফসীর : এইস্থানে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের সহিত বেঈমানদের তর্ক করিয়া বিভ্রান্ত করা সম্পর্কে সতর্ক করিয়া বলেন, وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ অর্থাৎ, রাসূল ও আল্লাহতে বিশ্বাসী মু'মিনদিগের সহিত তর্ক-বিতর্ক

করিয়া যাহারা উহাদিগকে হিদায়াতের পথ হইতে অপসারিত করিয়া ভ্রান্তির মধ্যে নিষ্ক্ষেপ করিতে চাহে-

حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ অর্থাৎ, তাহাদিগের যুক্তি-তর্ক তাহাদিগের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অসার ও বাতিল হিসাবে গণ্য। وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ এবং উহারা তাহার ক্রোধের পাত্র وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ এবং কিয়ামাতের দিন উহাদিগের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি।

ইবন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ ও রাসূলের বিশ্বাসী মু'মিনদিগকে যাহারা বিভ্রান্ত করিয়া হিদায়াতের পথ হইতে বর্বরতা ও জাহিলিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করার অপপ্রয়াস চালায় তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই অভিসম্পাত ও হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হইয়াছে।

কাতাদা (র) বলেন, ইহা দ্বারা ইয়াহুদ ও নাসারাдиগকে বুঝান হইয়াছে- যাহারা বলে, আমাদিগের ধর্ম তোমাদিগের ধর্ম হইতে উত্তম, আমাদিগের নবী তোমাদিগের নবী হইতে পূর্বতম। সর্বোপরি আমরাই উত্তম, আমরাই আল্লাহর প্রিয় পাত্র। অথচ তাহাদিগের এই দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বাজে বকবকানী মাত্র।

অতঃপর বলা হইয়াছে : أَلَمْ يَأْتِكُمْ بِالْكِتَابِ بِالْحَقِّ অর্থাৎ, আল্লাহ পাক তাহার নবীপুত্রের উপর সত্যসহ কিতাব নাযিল করিয়াছেন এবং وَالْمِيزَانَ دিয়াছেন মীযান অর্থাৎ, ন্যায-নীতি। মুজাহিদ ও কাতাদা (র) এই অর্থ করিয়াছেন।

যেমন- অন্যত্র বলা হইয়াছে : لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাহাদিগের সংগে দিয়াছি কিতাব ও ন্যায-নীতি, যাহাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করে। আরো বলিয়াছেন :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ- الْأَنْتَظِفُوا فِي الْمِيزَانِ- وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ-

অর্থাৎ, তিনি আকাশকে করিয়াছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করিয়াছেন তুলাদণ্ড। যাহাতে তোমরা সীমালংঘন না কর। তুলাদণ্ডে তোমরা ন্যায্য ওজনকারী হও এবং ওজনে কম দিও না।

অতঃপর বলেন وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ অর্থাৎ, তুমি কি জান- সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন?

এই আয়াতংশের মধ্যে লোভ ও ভীতি উভয়ই প্রকাশিত হইয়াছে। সাথে সাথে পার্থিব আকর্ষণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ারও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে : يَا هَٰذَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا যাহারা

ইহা বিশ্বাস করে না তাহারাই কামনা করে যে, ইহা ত্বরান্বিত হউক। অর্থাৎ, কাফিরেরা বলে যে, যদি আল্লাহর ওয়াদা সত্য হইত তাহা হইলে কিয়ামত এত দিনে সংঘটিত হইত। নতুবা উহা এখন কেন সংঘটিত হইতেছে না? এই কথা কাফির ভ্রাতৃহীন অস্বীকারকারী ও মিথ্যাবাদীরা বলিয়া থাকে। কেননা কিয়ামতের ব্যাপারে উহারা উদাসীন।

আর وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالثَّابِتِينَ مِنْهَا যাহারা বিশ্বাসী তাহারা উহাকে ভয় করে। কিয়ামতের ব্যাপারে মু'মিনরা ভীত এবং আশংকাক্ষণ। কেননা وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ তাহারা জানে যে, উহা সত্য। অর্থাৎ, তাহারা বিশ্বাস করে, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হইবে। ফলে তাহারা সেই দিনের জন্য প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকে। সেই দিনে কোন বিপদ ঘটর আশংকায় তাহারা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে।

সহীহ, হাসান, সুনান ও মুসনাদের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত প্রায় একটি মুতাওয়াতিহ হাদীসে আসিয়াছে যে, কোন এক সফরে জনৈক লোক একটু দূর হইতে উচ্চস্বরে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, 'হে মুহাম্মদ! কিয়ামত কখন সংঘটিত হইবে?' তাহার ডাকের শব্দ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "লোকটি পাগলের মত চীৎকার করছে।" অতঃপর তাহার জিজ্ঞাসার জবাবে বলেন, "হাঁ, হাঁ, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিতব্য। বল, "এই ব্যাপারে তুমি কতটুকু প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছ?" লোকটি বলিল, "আল্লাহ ও তাহার রাসূলকে আমি ভালবাসি।" রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "তুমি সেইদিন তাহার সংগী হইবে যাহাকে তুমি ভালবাসিবে।"

অন্য হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : "মানুষ পৃথিবীতে যাহাকে ভালবাসিবে তাহার হাশর তাহার সহিত হইবে।"

উপরোক্ত হাদীসটি মুতাওয়াতিহ হওয়ার বিষয়টি সন্দেহাতীত। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) লোকটির কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়-ক্ষণের প্রশ্নে নীরব থাকিয়া কেবল তাহাকে কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। অতঃপর বুঝা গেল যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর রহিয়াছে।

অতঃপর বলা হইয়াছে, إِلَّا أَنْ الَّذِينَ يَمَارُونَ فِي السَّاعَةِ অর্থাৎ, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে যাহারা বাক-বিতণ্ডা করে এবং উহা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব বলিয়া ধারণা করে لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ তাহারা যোর বিভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে।

অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে যাহারা সন্দেহ পোষণ করে তাহারা অজ্ঞ। কেননা তাহাদিগের জানা থাকা উচিত যে, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, মৃতকে যিনি জীবন দান করিতে পারেন এবং অস্তিত্বহীন কোন বস্তুকে যিনি

অস্তিত্বে আনয়ন করিতে পারেন, তাঁহার জন্য কিয়ামত সংঘটিত করা কোন ব্যাপার নহে। অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে. **وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ**। অর্থাৎ, তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি ইহাকে সৃষ্টি করিবেন পুনর্বার এবং উহা তাঁহার জন্য সহজতর ব্যাপার।

(১৯) **اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ، وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ** ○

(২০) **مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، وَمَنْ كَانَ**

يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ○

(২১) **أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ اشْرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذُنْ بِهِ**

اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

(২২) **تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ**

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ

مَا يَشَاءُونَ وَعِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ○

১৯. আল্লাহ তাঁহার বান্দাদিগের প্রতি অতি দয়ালু; তিনি যাহাকে ইচ্ছা রিয়ক দান করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।

২০. যে কেহ আখিরাতের ফসল কামনা করে তাহার জন্য আমি তাহার ফসল বর্ধিত করিয়া দেই এবং যে কেহ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাহাকে উহার কিছু দিই, আখিরাতে তাহার জন্য কিছুই থাকিবে না।

২১. ইহাদিগের কি এমন কতগুলি দেবতা আছে, যাহারা ইহাদিগের জন্য বিধান দিয়াছে এমন দীনের যাহার অনুমতি আল্লাহ ইহাদিগকে দেন নাই ফয়সালার ঘোষণা না থাকিলে ইহাদিগের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হইয়াই যাইত নিশ্চয়ই জালিমদিগের জন্য রহিয়াছে মর্মভুদ শাস্তি।

২২. তুমি জালিমদিগকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখিবে উহাদিগের কৃতকর্মের জন্য; আর ইহাই আপতিত হইবে উহাদিগের উপর। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারা থাকিবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। তাহারা যাহা কিছু চাহিবে তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট তাহাই পাইবে। ইহাই তো মহা অনুগ্রহ।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণা ও দয়ার উল্লেখ করিয়া বলেন, তিনি তাঁহার ফরমানদার ও নাফরমান কোন বান্দাকেই ভুলেন না। সবাইকে তিনি দয়াবশত সমানভাবে রিয়ক দান করিয়া থাকেন। এক আয়াতে তিনি বলিয়াছেন :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرَمًا وَمُسْتَوْدَعًا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ -

অর্থাৎ, 'পৃথিবীর প্রত্যেক জীবের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই; তিনি উহাদিগের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত। সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।'

এই বিষয়ের উপর এই ধরনের বহু আয়াত পবিত্র কুরআনের মধ্যে আসিয়াছে। তাই এইস্থানেও বলিয়াছেন : **يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ** অর্থাৎ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা জীবনোপকরণ বৃদ্ধি করিয়া দেন। কেননা- **الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ** তিনি প্রবল পরাক্রমশালী। অর্থাৎ কোন কাজে তিনি অপারগ বা অক্ষম নহেন।

অতঃপর বলিয়াছেন **مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ** যে কেহ পরকালের নেক আমল বা সুফসল সঞ্চয়ের জন্য সচেতন হয় তাহাকে তিনি শক্তি ও সহযোগিতা দান করেন এবং তাহার সঞ্চয়ের ভাণ্ডার তিনি সমৃদ্ধ করিয়া দেন। তাহার একটি নেকির বদলায় তাহাকে দশ হইতে সাতশত অথবা ততোধিক নেকী লিখিয়া দেন।

وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ -

'যে কেহ ইহকালের ফসল কামনা করে আমি তাহাকে তাহারই কিছু দেই, পরকালে ইহাদিগের জন্য কিছুই থাকিবে না।'

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কেবল পার্থিব সম্পদ লাভের আশায় চেষ্টা করিবে, সে পরকালে কিছুই পাইবে না। পরকালের সুখ তাহার জন্য নিষিদ্ধ থাকিবে। তবে আল্লাহ ইচ্ছা করিলে ইহকালে তাহাকে কিছু দিবেন এবং না দেওয়ার ইচ্ছা করিলে তাহাই তিনি করিবেন। কেবল ইহকালীন সুখ সঞ্চয়ের নিয়্যতের কারণে ইহকাল ও পরকাল উভয়কালে সে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। যাহা পূরণ হইবার নহে।

এই কথার প্রমাণে অন্য সূরার কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা যাইতে পারে। তথায় আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا - وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا - كَلَّا يُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءُ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ - وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا - أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا -

অর্থাৎ 'কেহ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করিলে আমি যাহাকে ইচ্ছা সত্বর দিয়া থাকি। পরে উহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি, যেথায় সে প্রবেশ করিবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হইতে দূরীকৃত অবস্থায়। যাহারা মু'মিন হইয়া পরকাল কামনা করে এবং উহার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাহাদিগেরই চেষ্টা স্বীকৃত হইয়া থাকে। তোমার প্রতিপালক তাহার দান দ্বারা ইহাদিগকে ও উহাদিগকে সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অব্যাহত রাখিবে, আমি কিভাবে উহাদিগের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম; পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর।'

ছাওরী (র) উবাই ইবন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইবন কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : "এই উম্মতের জন্য সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব, সাহায্য ও রাজত্ব লাভের সুসংবাদ রহিয়াছে। তবে এই উম্মতের যে ব্যক্তি আখিরাতের কাজ দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত করিবে তাহার জন্য পরকালে কোন অংশ থাকিবে না।" ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَلَمَ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ -

'ইহাদিগের কি এমন কতগুলি দেবতা আছে, যাহারা ইহাদিগের জন্য বিধান দিয়াছে এমন দীনের যাহার অনুমতি আল্লাহ ইহাদিগের দেন নাই।' অর্থাৎ, ইহারা সঠিক দীনের শরীআতের অনুসরণ করে না, বরং জিন ও মানুষ শয়তানেরা ইহাদিগের জন্য যে বিধান প্রণয়ন করিয়াছে ইহারা তাহার অনুসরণ করে। ফলে প্রতিমার উদ্দেশ্যে বহীরাহ (উৎসর্গিত কানছেঁড়া উষ্ট্রী), সয়িবা (প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত সাধারণ উষ্ট্রী), ওসীলা (একত্রে একাধিকবার নর ও মাদী বাচ্চা প্রসবকারীণী ছাগী) এবং হস (পর পর দশটি বাচ্চা প্রসবকারীণী উষ্ট্রীকে) উহারা নিজেদের জন্য হারাম করিয়া নিয়াছিল। আর নিজেদের জন্য হালাল করিয়াছিল মৃত জানোয়ারের গোশত, রক্ত ও জুয়া খেলা। এইভাবে ইহারা অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির বশবর্তী হইয়া হালাল-হারাম ও ইবাদত অনুশীলনে নিজেদের মনগড়া নিয়মের অনুসরণ করিত।

সহীহ হাদীসের মধ্যে আসিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : "আমি দেখিয়াছি যে, আমার ইবন লুহাইয়া ইবন কামআহ জাহান্নামের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্ন ভূঁড়ি ছিঁড়িয়া ছিন-ভিন করিতেছে।"

কেননা প্রথম এই ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে জন্তু উৎসর্গ করার নিয়মের প্রচলন করে। লোকটি খোখাআ দেশের একজন বাদশাহ ছিল। আর কুরাইশদিগকে প্রতিমা পূজায় উৎসাহিত করার পিছনে ইহারই চেষ্টা ছিল সবচেয়ে বেশী।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : وَكَلِمَةُ الْفَصْلِ لِقَضَىٰ بَيْنَهُمْ : অর্থাৎ কিয়ামতের ময়দানে বিচারের ঘোষণা যদি না দেওয়া হইত, তাহা হইলে এইখানেই উহাদিগের ফয়সালা হইয়া যাইত।

وَأَنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ এবং নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী জালিমদিগের জন্য রহিয়াছে নিকৃষ্ট বাসস্থান ও মর্মভুদ শাস্তি।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا : তুমি কিয়ামতের ময়দানে জালিমদিগকে উহাদিগের কৃতকর্মের জন্য ভীত সন্ত্রস্ত দেখিবে।

وَهُوَ وَقَعَ بِهِمْ : উহাদিগের উপর আপতিত হইবে সেই ভীতিপ্রদ শাস্তি। যে শাস্তি ছিল উহাদিগের জন্য অবধারিত।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ

অর্থাৎ, জালিমদিগের অবস্থান এবং ঈমানদারদিগের অবস্থানের তারতম্যের কথা চিন্তা করা যায় কি? জালিমরা জাহান্নামের মধ্যে মর্মভুদ শাস্তি, ভীতি ও অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে কালাতিপাত করিবে। পক্ষান্তরে যাহারা মুমিন তাহারা জান্নাতের বিশাল পরিসরে অক্ষরন্ত খাদ্য-পানীয়, পরিচ্ছদ, অট্টালিকা গুল্ম-বাগিচা ও স্ত্রীসমূহ ব্যবহার করিবে। এই সকল দ্রব্য, পণ্য ও বস্তুর মান এত উন্নত থাকিবে যে, উহার উন্নত মান কেহ কল্পনা করিতে পারে না। ইহার সমমানের বস্তু কেহ কোন দিন দেখেও নাই এবং শুনেও নাই।

হাসান ইবন আরফা (র) আবু তাইবা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু তাইবা (র) বলেন, 'জান্নাতবাসীদিগের উপরে মেঘ আসিয়া বলিবে, আমি তোমাদিগের জন্য কি বর্ষণ করিব? ইহার পরিপেক্ষিতে জান্নাতী যাহা দাবী করিবে তাহাই সে তাহাদিগের জন্য বর্ষণ করিবে। এমনকি কোন জান্নাতী বলিবে যে, তাহার জন্য সুউচ্চ বক্ষ সম্পন্ন কুমারী তস্বী নারী বর্ষণ কর। ফলে মেঘ তাহাও বর্ষণ করিবে।' হাসান ইবন উরওয়ার সূত্রে ইবন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : ذَلِكَ مُوَالْفَضْلِ الْكَبِيرِ : অর্থাৎ ইহাই তো মহা অনুগ্রহ, মহা বিজয় ও নিয়ামাতের পরিপূর্ণতা।

(২৩) ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْتَرِفْ
 حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ○
 (২৪) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشِئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ
 قَلْبِكَ ۖ وَيَبْغُرِ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ
 عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

২৩. এই সুসংবাদই আল্লাহ দেন তাঁহার বান্দাদিগকে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। বল, আমি ইহার বিনিময়ে তোমাদিগের নিকট হইতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না। যে উত্তম কাজ করে আমি তাহার জন্য ইহাতে কল্যাণ বর্ষিত করি, আল্লাহ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

২৪. উহারা কি বলে যে, সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে, যদি তাহাই হইত তবে আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তোমার হৃদয় মোহর করিয়া দিতেন। আল্লাহ মিথ্যাকে মুছিয়া দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যাহা আছে সে বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর : ইহার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের ব্যাপারে আলোচনা করিয়াছেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াতে মু'মিন ও নেককার বান্দাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলেনঃ اذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ এই সুসংবাদই আল্লাহ দেন তাহার বান্দাদিগকে যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে। আর আল্লাহর সুসংবাদ ও অংগীকারের ফলে মু'মিন বান্দারা অবশ্যই জান্নাত লাভ করিবে।

অতঃপর বলেন : قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ বল, 'আমি আমার আহবানের জন্য তোমাদিগের নিকট হইতে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না।'

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! কুরাইশের কাফির ও মুশরিকদিগকে বল যে, সত্যের প্রচার ও কল্যাণ প্রচেষ্টার বদলায় আমি তোমাদিগের নিকট কিছু চাই না। আমি তোমাদিগের নিকট এতটুকু চাই যে, তোমরা আমার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করিবে না এবং

সূরা শূরা

রিসালাতের দাওয়াত প্রচারে আমাকে তোমরা বাধা দান করিবে না। তোমরা যদি আমার সহযোগিতা নাও কর, তবুও আমি আশা করি তোমরা আমার কোন অসুবিধা করিবে না। আমার সাথে তোমাদিগের যে আত্মীয়তা রহিয়াছে সে আত্মীয়তার দাবী তোমরা অবশ্যই রক্ষা করিবে। তোমাদিগের কাছে একটি আমার শেষ দাবী।

ইমাম বুখারী (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি ইবন আব্বাস (রা)-কে اَلْأَمْوَدَةَ فِي الْقُرْبَىٰ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিল, তখন (সেখানে উপস্থিত) সাঈদ ইবন জারীর (র) বলেন, قُرْبَىٰ অর্থ আলে মুহাম্মদ। তখন ইবন আব্বাস (রা) তাহাকে বলেন, তুমি উত্তরে তাড়াহুড়া করিয়াছ। মূলত কুরাইশের প্রতিটি কবিলার সহিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আত্মীয়তা ছিল। তাই তিনি সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোমাদিগের সহিত আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক তোমরা বজায় রাখিবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবহার আমি তোমাদিগের নিকট পাইব বলিয়া আশা করি।'

এই সূত্রে একমাত্র ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) শুবা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ আমির আশশা'বী, যাহ্বাক, আলী ইবন আবু তালহা, আওফী ও ইউসুফ ইবন মিহরান প্রমুখও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা, সুদী, আবু মালিক ও আব্দুর রহমান ইবন য়ায়দ ইবন আসলাম (র) প্রমুখ রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে বলেন, "আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, আমি তোমাদিগের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমি আশা করি তোমরা আমার সহিত আত্মীয়ের সৌহার্দ্যতা বজায় রাখিবে এবং বজায় রাখিবে আত্মীয়তার সুসম্পর্ক।"

ইমাম আহমদ (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আমি তোমাদিগের নিকট দীনের প্রচার ও সিদ্ধান্তের প্রতি আহবানের জন্য কোন পারিশ্রমিক চাই না। বরং আমি চাই যে, তোমরা আল্লাহর সহিত সম্পর্কিত হইবে এবং তাঁহার অনুসরণের মাধ্যমে তাঁহার নৈকট্য লাভ করিবে। হাসান বসরী (র) হইতে কাতাদা (র)-ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

এই হইল আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যার দ্বিতীয় মত। অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর অনুসরণের মাধ্যমে তাঁহার নৈকট্য লাভ কর। আর তৃতীয় মত হইল, উহা যাহা বুখারী (র) প্রভৃতি সাঈদ ইবন জুবাইরের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করিয়াছেন। যাহাতে বলা

হইয়াছে যে, তোমরা আমার সহিত আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আমার সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ সং ব্যবহার কর।

সুন্দী (র) আবু দাইলাম (র) হইতে বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন (রা)-কে বন্দী করিয়া দামেস্কে নিয়া যাওয়া হইলে সিরিয়ার এক ব্যক্তি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, এই লোকটির জন্য যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে, পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ছেদ পড়িয়াছে। তবে সুখের কথা, একটি ফিৎনার পরিসমাপ্তি ঘটিল। তখন আলী ইব্ন হুসাইন (রা) তাহাকে বলেন, 'তুমি কুরআন পড়িয়াছ?' লোকটি বলিল, 'আমি কুরআন পড়িয়াছি বটে কিন্তু 'হা-মীম' সূরাটি পড়ি নাই।' অতঃপর আলী ইব্ন হুসাইন (রা) তাহাকে বলিলেন, 'তুমি কি قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى এই আয়াতটি পড় নাই? যাহারা মধ্যে কোন পারিশ্রমিক চাওয়া হয় নাই বরং দাবী করা হইয়াছে আত্মীয়ের সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহারের। তোমরা কি আমার সহিত এই আয়াত অনুযায়ী ব্যবহার করিবে না?' লোকটি বলিল, 'হাঁ।'

আবু ইসহাক সাবিয়ী (র) বলেন, আমার ইবনে শুআইব (রা)-কে قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى এই আয়াতের মর্মার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, ইহাতে নবী (সা)-এর আত্মীয়তার কথা বলা হইয়াছে। এই উভয় রেওয়াজে ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর ইব্ন জারীর (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আনসাররা নিজদিগকে ইসলামের খাদিম বলিয়া গর্ব করিতে থাকিলে এক পর্যায়ে আব্বাস অথবা ইব্ন আব্বাসের সহিত তাহাদিগের তর্ক হয় এবং উভয়ে উভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে থাকে। এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি সেই স্থানে যাইয়া আনসারদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, 'হে আনসারগণ! তোমরা কি অপমানকর অবস্থায় নিষ্কিণ্ড ছিলে না এবং আমার মাধ্যমেই কি তোমরা সেই অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সম্মানজনক আসনে প্রতিষ্ঠা পাও নাই?' তাহারা বলিল, 'হাঁ, বাস্তব হে আল্লাহর রাসূল!' তিনি বলেন, 'তোমরা কি গোমরাহ ছিলে না এবং আমার মাধ্যমেই কি তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হও নাই?' সত্য হে আল্লাহর রাসূল! অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া আরো বলিলেন, 'উত্তর দাও।' তাহারা বলিল, 'কিসের উত্তর দিব হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলিলেন, 'তোমরা কি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বল নাই যে, আপনাকে কি আপনার স্বগোত্রীয়রা দেশ হইতে বহিস্কার করিয়া ছিল না এবং আমরাই কি তখন আপনাকে সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিয়াছিলাম না, আপনাকে কি আপনার স্বগোত্রীয়রা অস্বীকার করিয়াছিল না এবং আমরাই কি আপনাকে তখন সত্য বলিয়া বরণ করিয়াছিলাম না? আপনাকে

আমাদের স্বদেশী স্বগোত্রীয়রা অবরোধের শিকার করিয়াছিল না এবং আমরাই কি তখন আপনার সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিয়াছিলাম না?' রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে এইভাবে বলিতে থাকিলে আনসাররা লজ্জায় নত হইয়া যায়। পরিশেষে আনসাররা তাহাকে বলিলেন, আমাদিগের অর্থ-সম্পদ যাহা আছে সব আল্লাহর ও তাহার রাসূলের পদে নিবেদন করিলাম। আর তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন :

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى-

অর্থ : বল, 'আমি আমার আহবানের জন্য তোমাদিগের নিকট হইতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না।'

অনুরূপ ইব্ন হাতিম (র) ইয়াযিদ ইব্ন আবু যিয়াদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সনদটি দুর্বল। হাদীসদ্বয়ের মধ্যে হুসাইন যুদ্ধের গনীমাত সম্পর্কীয় বর্ণনার মধ্যেও প্রায় এইরূপ একটি হাদীস উল্লেখিত হইয়াছে। তবে তার মধ্যে আয়াতটি নাযিল হওয়া সম্পর্কীয় কোন আলোচনা নাই।

যাহারা বলেন, আয়াতটি মদীনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদিগের কথা গ্রহণ করিতে প্রশ্ন রহিয়াছে। কেননা সূরাটি মক্কী এবং তাহা হইলে আয়াতের ভাষ্য ও পটভূমির মধ্যেও অসামঞ্জস্যতার সৃষ্টি হয়। আর মক্কী হিসাবে ধরা হইলে সব দিক রক্ষা পায় এবং প্রশ্ন উত্থাপনেরও কোন সুযোগ থাকে না। (আল্লাহ ভাল জানেন।)

ইব্ন আবু হাতিম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : যখন قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى এই আয়াতটি নাযিল হয় তখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই আয়াতটির المودة-এর দ্বারা কাহাদিগকে বুঝানো হইয়াছে? তিনি বলিলেন : 'ফাতিমা ও তাহার সন্তান-সন্ততিরা।'

এই রেওয়াজটির সনদ দুর্বল। আর এই সনদটির একজন রাবী সন্দেহভাজন। দ্বিতীয়ত সেই রাবীর ওস্তাদ ছিল একজন শিয়া মতাবলম্বী। যাহার নাম হুসাইন আল আশকার। অতএব কোন মতেই রাবীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

এই আয়াতটি মাদানী বলিয়া যাহারা বলে তাহাদিগের অভিমত যুক্তিগ্রাহ্য নহে। কেননা আয়াতটি মক্কী হিসাবে মযবূত দলীলে প্রমাণিত এবং মক্কী জীবনে ফাতিমা (রা)-এর সন্তান তো দূরের কথা বরং তখন তাহার বিবাহও হইয়াছিল না। ফাতিমা (রা)-এর বিবাহ হইয়াছে হিজরী দ্বিতীয় সনে। বস্তুত এই ব্যাপারে কুরআনের ভাষ্যকার আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর যে ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সঠিক। যাহা বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

তবে আমরা অস্বীকার করি না যে, আহলে বাইতকে সম্মান করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) আদেশ করিয়াছেন। বরং আমরা মানি যে, আহলে বাইত সম্মান, শ্রদ্ধা ও অনুকম্পার পাত্র। কেননা তাঁহারা পৃথিবীর সর্বোত্তম বংশধারায় সর্বোত্তম ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা সম্মান ও শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য। নবীর অনুসারী মাত্র প্রত্যেকের উচিত তাঁহাদিগকে সম্মান করা। তাই আমাদিগের পূর্বসূরী বুয়র্গগণ আব্বাস (রা) ও আলে আব্বাস এবং আলী (রা) ও তাঁহার বংশধর সকলকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেন। (আল্লাহ ইহাদিগের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।)

সহীহ হাদীসের মধ্যে উল্লেখিত হইয়াছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) গদীরে খুম নামক স্থানে খুব্বার মধ্যে বলিয়াছেন : “আমি তোমাদিগের জন্য দুইটি বিষয় রাখিয়া যাইতেছি, যাহা হইল আল্লাহর কিতাব এবং আমার আহলে বায়ত। হাওযে হাওসার না পৌঁছা পর্যন্ত এই দুইটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবে না।”

ইমাম আহমদ (র) আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব (রা) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! কুরাইশগণ পরস্পরে যখন মিলিত হয় তখন তাহারা কত সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করে। হাসি মুখে তাহারা একে অপরকে আলিঙ্গন করে। কিন্তু আমাদিগকে দেখিলে এমন ব্যবহার করে যে, যেন তাহারা আমাদিগকে চিনেই না। এই কথা শুনিয়া ভীষণ ক্ষোভের সহিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ‘যাঁহার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ! কোন লোকের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করিতে পারিবে না, যদি না তাহার অন্তরে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের ভালবাসার কারণে তোমাদের ভালবাসা না থাকিবে।’

ইমাম আহমদ আব্দুল মুত্তালিব ইবন রাবী‘আ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যাইয়া বলেন, আমরা দেখি যে, কুরাইশরা পরস্পরে আলাপ করিতেছে। কিন্তু উহারা আমাদিগকে দেখিলেই আলাপ বন্ধ করিয়া নিশ্চুপ হইয়া যায়। (অর্থাৎ, উহারা আমাদিগের সহিত আলাপ করিতে অনীহা দেখায়।) এই কথা শনার পর রাসূলুল্লাহ (সা) ভীষণ রাগান্বিত হন এবং তাঁহার কপাল বহিয়া দরদর করিয়া ঘাম পড়িতে থাকে। এই অবস্থায় তিনি বলেন : “কোন মুসলিমের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করিতে পারিবে না, যদি না তাহার অন্তরে আল্লাহ ও আমার (কারাবাত) আত্মীয়তার কারণে তোমাদিগের প্রতি ভালবাসা না থাকিবে।”

ইমাম বুখারী (র) আবু বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলিয়াছেন : তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর মত তাঁহার আহলে বাইতকেও সম্মান, শ্রদ্ধা ও সমীহ কর।”

সহীহ হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, আবু বকর সিদ্দীক (রা) আলী (রা)-কে বলিলেন, ‘আমি আমার আত্মীয়দিগের চেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আত্মীয়দিগকে অধিক ভালবাসি।’

উমর ইবন খাত্তাব (রা) আব্বাস (রা)-কে বলিয়াছিলেন, ‘তোমার ইসলাম গ্রহণ করা আমার নিকট আমার পিতা খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ করার চেয়েও প্রিয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ করার চেয়ে তোমার ইসলাম গ্রহণ করা অধিক প্রিয় ছিল।’

অতএব প্রত্যেকের উচিত আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর মত রাসূল (সা)-এর আত্মীয়-স্বজনকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসা ও শ্রদ্ধা করা। যেমন- তাঁহারা করিতেন এই জন্যই তাঁহারা নবী ও রাসূলগণের পরে সকল সাহাবা ও মুমিনদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ।

ইমাম আহমদ (র) ইয়াযিদ ইবন হাইয়ান (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইয়াযিদ ইবন হাইয়ান ও উমর ইবন মুসলিম (র) হযরত যায়দ ইবন আরকম (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমাদিগের সংগী হুযাইন (র) হযরত যায়দ ইবন আরকম (রা)-কে বলিলেন, ‘হে যায়দ! আপনি ভাগ্যবান। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আপনি আর স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহার কথা আপনি শুনিয়াছেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত সালাত আদায় করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। হে যায়দ! আপনি অনেক কল্যাণই অর্জন করিয়াছেন। আপনি আমাদিগকে রাসূল (সা) হইতে শ্রবণকৃত কোন হাদীস বলিবেন কি?’ অতঃপর তিনি বলিয়াছেন, হে ভ্রাতৃপুত্র! বয়স আমার অনেক হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা)-ও বহুদিন হয় ইন্তেকাল করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে শুনা কিছু হাদীস এখন ভুলিয়া গিয়াছি। তবে আমি যাহা বলিব তাহা তোমরা মান্য করার ইচ্ছা নিয়া শুনিবে। নতুবা কেবল শুনিয়া যাওয়ার ইচ্ছায় শুনিয়া আমাকে কষ্ট দিবে না। এই কথা বলিয়া তিনি বলিলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী ‘খুম’ নাম উপত্যকায় দাঁড়াইয়া আমাদিগের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। আল্লাহর সানা ও প্রশংসা এবং নসীহত বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন : “হে লোক সকল! আমি একজন মানুষ বটে। কিন্তু এই মুহূর্তে আল্লাহর কোন দূত আসিয়া আমাকে আদেশ করিলে উহা আমি গ্রহণ করিয়া নিব। আমি তোমাদিগের নিকট দুইটি জিনিস রাখিয়া যাইতেছি, যাহার একটি হইল আল্লাহর কিতাব। যাহাতে রহিয়াছে হিদায়াতের নূর। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে মযবূতভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে।” এই ব্যাপারে তিনি উৎসাহমূলক আরো অনেক কথা বলার পর বলিলেন, দ্বিতীয়টি হইল আমার আহলে বাইত। আমার আহলে বাইতের সহিত ব্যবহারের ব্যাপারে আমি তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ করাইতেছি। (তোমরা তাহাদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধার নজরে দেখিবে।)”

ইহার পর হুসাইন (র) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যায়দ! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আহলে বাইত কাহারো? রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীগণ কি তাঁহার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নয়? তিনি বলিলেন, হাঁ, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীগণও তাঁহার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। তবে আহলে বাইত হইলেন তাঁহারা যাহাদিগের উপর 'সাদকা' গ্রহণ করা হারাম করা হইয়াছে। তাঁহাদের সকলে আহলে বাইতের মধ্যে গণ্য। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা কাহারো? তিনি বলিলেন, উহারা হইলেন আলে আলী, আলে আকীল, আলে জা'ফর ও আলে আব্বাস (রা) প্রমুখ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদিগের সকলের উপর 'সাদকা' গ্রহণ করা হারাম করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ। মুসলিম ও নাসায়ী...ইয়াযীদ ইবন হাব্বানের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী (র)যায়দ ইবন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইবন আরকাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : "আমি তোমাদিগের মধ্যে এমন জিনিস রাখিয়া যাইতেছি তাহা যদি তোমরা মযবূতভাবে আঁকড়াইয়া ধর, তবে আমার অর্ন্তমানেও তোমরা পথভ্রষ্ট হইবে না। ইহার প্রথমটি দ্বিতীয়টির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ কিতাবুল্লাহ—তথা একটি খোদায়ী রশি, যাহা আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত দীর্ঘ সূত্রে ঝুলন্ত গ্রথিত। আর দ্বিতীয়টি হইল, আমার আহলে বাইত। এই দুইটি পরস্পরে কখনো পৃথক হইবে না যতদিন না উভয়ে হাওয়ে কাওছারের তীরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। অতঃপর লক্ষণীয় বিষয় হইবে, আমার অবর্তমানে এই দুইটি বিষয়ের কতটুকু আমল কর।" এই রেওয়াজেতটি একমাত্র তিরমিযীই বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অতঃপর তিরমিযী (র)জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বিদায় হজ্জের দিন আরাফাত ময়দানে স্বীয় উষ্ট্রী 'কসওয়া'র পিঠে বসিয়ে ভাষণ দিতে আমি শুনিয়াছি। তিনি বলিতেছিলেন : "হে লোক সকল! আমি তোমাদিগের মধ্যে দুইটি জিনিস রাখিয়া যাইতেছি; যদি তোমরা উহা আঁকড়াইয়া ধর তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হইবে না। যাহার একটি হইল কিতাবুল্লাহ এবং অপরটি হইল আমার আহলে বাইতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন।" এই হাদীসটি একমাত্র তিরমিযী (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, হাদীসটি হাসান ও গরীব। এই বিষয়ের উপর এই ধরনের হাদীস আবু যর, আবু সান্দ, যায়দ ইবন আরকাম ও হুয়াইফা ইবন আসাদ (রা) হইতেও রেওয়াজেত করা হইয়াছে।

অতঃপর তিরমিযী (র)আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : "আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ভোগ করিয়া তোমরা তাহাকে ভালবাস এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসার জন্য তোমরা আমাকেও ভালবাস। আর আমাকে ভালবাসার দাবীতে তোমরা আমার

আহলে বাইতকে ভালবাস।" অতঃপর তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটিও হাসান ও গরীব। এই ধরনের আরো বহু হাদীস রহিয়াছে যাহা **أَمَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا** আয়াতটির ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। (সকল প্রশংসা ও করুণা আল্লাহর।)

হাফিজ আবু ইয়াল্লা (র)হানাশ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হানাশ (র) বলেন, হযরত আবু যর (রা)-কে একবার বাইতুল্লাহ শরীফের দরওয়াজার শিকল ধরিয়া বলিতে আমি শুনিয়াছি, তিনি বলিতেছিলেন : হে লোক সকল! তোমরা যাহারা আমাকে চিন তাহারা তো চিন, আর যাহারা আমাকে চিন না তাহারা শুন, আমি হইলাম আবু যর। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি বলিতে শুনিয়াছি, তিনি একদা বলিতেছিলেন : "আমার আহলে বাইত তোমাদিগের জন্য নূহ (আ)-এর কিস্তিস্বরূপ। যে সেই কিস্তিতে উঠিয়াছিল সে মুক্তি পাইয়াছিল এবং যে সেই কিস্তিতে উঠে নাই সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।" উপরোক্ত সনদে দুর্বলরূপে বর্ণিত।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَمَنْ يُفْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا** অর্থাৎ যে উত্তম কাজ করে আমি তাহার জন্য ইহাতে কল্যাণ বর্ধিত করি এবং বর্ধিত করি বিনিময় ও সওয়াব।

যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে যে,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

অর্থাৎ আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না এবং অণু পরিমাণ পুণ্যকার্য হইলেও আল্লাহ উহাকে দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ তাঁহার নিকট হইতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন।

পূর্ববর্তীদিগের কেহ বলিয়াছেন যে, নেক কার্যের বদলা হইল উহা সম্পাদন পরবর্তী নেককর্ম করা এবং পাপের বদলা হইল উহা সম্পাদন পরবর্তী পাপ কর্ম করা।

ইহার পর বলা হইয়াছে : **إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ** আল্লাহ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পাপ বেশী হইলেও ক্ষমা করেন এবং পাপ গোপন করেন এবং পুণ্য কম হইলেও বৃদ্ধি করেন। আর তিনি পাপ গোপন করেন এবং পুণ্য বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়া দেন এবং তাহার মূল্য দান করেন।

ইহার পরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ

অর্থাৎ উহারা কি বলিতে চায় যে, মুহাম্মদ আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে—জালিমদের ধারণা মতে সত্যই যদি তুমি মিথ্যা উদ্ভাবন করিতে

عَلَى قَلْبِكَ—তাহা হইলে তিনি তোমার হৃদয় মোহর করিয়া দিতেন এবং তোমার নিকট অবতারিত কুরআনের সকল কিছু দূর করিয়া দিতাম।

যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে যে,

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ - ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ - فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ -

অর্থাৎ সে যদি কিছু রচনা করিয়া আমার নামে চালাইতে চেষ্টা করিত, আমি তাহাকে কঠোর হস্তে দমন করিতাম এবং কাটিয়া দিতাম তাহার কণ্ঠ শিরা; তোমাদিগের কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিতে না।

يَخْتِمُ অর্থাৎ মিথ্যাকে মুছিয়া দেন। উল্লেখ্য যে, এই বাক্যটি وَعَمَّ اللَّهُ الْبَاطِلَ -এর মত عطف হইত হয় নাই। অন্যথায় ইহা يَخْتِمُ এর মত جزم হইত। বরং নতুন বাক্য আরম্ভ হওয়ার কারণে مَرْفُوع হইত।

কে-এর واو -এর يَمْحُو -এর নিয়ম অনুযায়ী উহা উহ্য করা হইয়াছে। যেমন এই সকল আয়াতাংশে واو উহ্য করা হইয়াছে।

(وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاؤُهُ) এবং (سَنَدَعُ الزَّيَّاتِةَ وَيَمْحُ اللَّهُ) ইত্যাদি এবং وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ بِالْخَيْرِ এই বাক্যটি معطوف হইয়াছে। এই আয়াতাংশের স্বীয় ভাষণের মাধ্যমে সত্যকে দলীল ও প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত ও স্পষ্ট করেন।

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ অর্থাৎ অন্তরে যাহা লুকায়িত আছে সে বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবহিত।

(٢٥) وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ

السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝

(٢٦) وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ

فَضْلِهِ عَ الْكُفْرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝

(٢٧) وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ

بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝

(٢٨) وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ

رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۝

২৫. তিনিই তাঁহার বান্দাদিগের তওবা কবুল করেন এবং পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যাহা কর তিনি তাহা জানেন।

২৬. তিনি মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণদিগের আস্থানে সাড়া দেন এবং তাহাদিগের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ বর্ধিত করেন; কাফিরদিগের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি।

২৭. আল্লাহ তাঁহার সকল বান্দাকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তাহারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করিত; কিন্তু তিনি তাঁহার ইচ্ছা মত পরিমাণই দিয়া থাকেন। তিনি তাঁহার বান্দাদিগকে সম্যক জানেন ও দেখেন।

২৮. উহারা যখন হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে তখন তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং তাঁহার করুণা বিস্তার করেন। তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসার।

তাফসীর : এইস্থানে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত দয়াদ্রতার সহিত বান্দার তাওবা কবুল করার প্রসংগে আলোচনা করিয়াছেন। তাই যখন কোন বান্দা অত্যন্ত লজ্জাবনত হইয়া আল্লাহর নিকট স্বীয় পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ তা'আলা করুণা ও দৈর্ঘ্যশীলতার সহিত তাহার পাপ ক্ষমা করিয়া দেন এবং তাহার অপরাধ আবৃত করিয়া দেন।

যথা অন্য আয়াতে তিনি বলিয়াছেন :

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

অর্থাৎ কেহ কোন মন্দ কার্য করিয়া অথবা নিজের প্রতি জুলুম করিয়া পরে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহকে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাইবে।

সহীহ মুসলিম শরীফে ইমাম মুসলিম (র)আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কোন বান্দা আল্লাহর নিকট তাওবা করিলে তিনি এত খুশী হন, যেমন যদি কোন মরুভূমির

পথচারীর বাহন উষ্ট্রটি মরুভূমিতে হারাইয়া যায় এবং সেই উষ্ট্রের সাথে থাকে তাহার খাদ্য পানীয়সহ সকল জীবনোপকরণ সামগ্রী। আর খুঁজিয়া খুঁজিয়া উহা পাইতে নিরাশ হইয়া যায়।

পরিশেষে, নিরাশ হইয়া একটি বৃক্ষের ছায়াতলে শুইয়া পড়ে। আর এই সময় যদি সে চোখ খুলিয়া উষ্ট্রটি তাহার পাশে দাঁড়ান অবস্থায় দেখে তাৎক্ষণিক সে উহার লাগাম ধরিয়া লইবে এবং সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়। অতঃপর বলেন : হে আল্লাহ্! তুমি আমার বান্দা এবং আমি তোমার প্রভু। অতি আনন্দে ভুল করিয়া সে এমন কথা বলিয়া ফেলে। (বান্দা তাওবা করিলে আল্লাহ্ও এইরূপ খুশী হন)। সহীহ হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হইতেও অনুরূপ উল্লেখিত রহিয়াছে।

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবদুর রাযযাক (র) আমর এর মাধ্যমে যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “কোন বান্দা তাওবা করিলে আল্লাহ্ তা’আলা এত খুশী হন যত খুশী না হয় সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি মরুপথে পিপাসার্ত অবস্থায় স্বীয় একমাত্র বাহন উটটি হারাইয়া ফেলে এবং যদি কোথাও পানির সন্ধান না পাইয়া জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকে আর এই মুহূর্তে যদি দৈবাৎ সে তাহার উটটি পাইয়া যায়।”

হাম্মাম ইবন হারিছ (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবন মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, কোন ব্যক্তি কোন মহিলার সহিত অপকর্ম করার পর সে তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে কি? তিনি জবাবে বলেন, ‘বিবাহ করার মধ্যে কোন দোষ বা পাপ নাই।’ অতঃপর তিনি পাঠ করেন :

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ তিনি তাহার বান্দাদিগের তাওবা কবুল করেন।

ইবন আবু হাতিম (র) ইবন জারীর (র) হাম্মাম (র) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর বলা হইয়াছে যে, وَيَعْفُو عَنْ السَّيِّئَاتِ তিনি তাহার বান্দাদিগের পাপ মোচন করিয়া দেন। অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য তিনি বান্দাদিগের তাওবা কবুল করেন এবং বিগত জীবনের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দেন।

وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ - এবং তোমরা যাহা কর তিনি তাহা জানেন। অর্থাৎ তোমরা যাহা কর, যাহা সম্পাদন কর এবং যাহা বল সবকিছু জানেন এবং যে তাওবা করে তাহার তাওবা কবুল করেন।

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ এবং তিনি বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদিগের ডাকে সাড়া দেন।

এই আয়াতাংশের অর্থে সুদী (র) বলেন, তিনি বিশ্বাসী ও নেককারদিগের সকল ধরনের নেক দু’আ কবুল করেন।

ইবন জারীর ইহার অর্থে বলেন যে, তিনি উহাদিগের ব্যক্তিগত, পরিবার-পরিজন ও ভ্রাতৃদিগের সম্বন্ধীয় সকল ধরনের দু’আ কবুল করেন। এবং তিনি কোন কোন আরবী ব্যাকরণবিদ হইতেও ইহার অর্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি ইহার অর্থ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ এই আয়াতাংশের সমর্থক বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি ও ইবন আবু হাতিম (র)সালমাহ ইবন সাবুরাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, মুআয (রা) সিরিয়ায় অবস্থানকালীন সময়ে তাঁহার মুজাহিদ সৈন্য বাহিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা ঈমানদার এবং তোমরাই হইবে জান্নাতের অধিবাসী। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি জোর আশাবাদী যে, তোমরা পারস্য ও রোমের যে সকল সৈনিকদিগকে বন্দী করিয়াছ তাহারাও জান্নাতে যাইবে। কেননা তাহারা যদি তোমাদিগের কোন কাজ করিয়া দেয় তবে খুশী হইয়া তোমরা বল, তুমি ভাল করিয়াছ। আল্লাহ্ তোমার কল্যাণ করুন এবং তোমরা বল, ভাল করিয়াই আল্লাহ্ তোমার প্রতি করুণা করুন। অতএব তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন যে,

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ

অর্থাৎ তিনি বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদিগের আস্থানে সাড়া দেন এবং তাহাদিগের প্রতি তাহার অনুগ্রহ বর্ধিত করেন।

ইবন জারীর (র) কোন আরবী বিশারদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যে, الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ অর্থাৎ যাহারা সত্যের আস্থানে সাড়া দেন এবং যাহারা হককে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া উহার অনুসরণ করেন তাহাদিগের প্রতি আল্লাহ্ তাহার অনুগ্রহ বর্ধিত করিয়া দেন।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা’আলা বলিয়াছেন :

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ

অর্থাৎ যাহারা শ্রবণ করে শুধু তাহারা ডাকে সাড়া দেয় আর মৃতকে আল্লাহ্ পুনর্জীবিত করিবেন।

وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ - তাহাদিগের প্রতি তাহার অনুগ্রহ বর্ধিত করিবেন। অর্থাৎ তিনি তাহাদিগের দু’আ কবুল করিবেন এবং তাহাদিগের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।

ইবন আবু হাতিম (র) ইহার সমর্থনে আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ - এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ্

(সা) বলিয়াছেন : “তাহাদিগের প্রতি বর্ধিত অনুগ্রহ করা অর্থ তাহাদিগের সুপারিশে নির্ঘাত জাহান্নামী এমন লোকদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করান হইবে, যাহাদিগের পক্ষ হইতে তাহারা সামান্যতম উপকার বা সহযোগিতা পাইয়াছিল।”

কাতাদা (র) ইবরাহীম নাখঈ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, **وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** -ইহার অর্থ হইল, তাহারা তাহাদিগের ভাইদিগের জন্য সুপারিশ করিবে এবং **وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ** -এর অর্থ হইল তাহারা তাহাদিগের ভাইদিগের ভাইদিগকে সুপারিশ করার জন্য অধিকার প্রাপ্ত হইবে।

ইহার পূর্ব আয়াতাংশ পর্যন্ত মু'মিনদিগের সৎকর্মপরায়ণতা ও তাহাদিগের জন্য বর্ধিত সুযোগ ও ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করার পর কাফিরদিগের জন্য অপেক্ষমান কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ** সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফিরদিগের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ যদি তাঁহার বান্দাদিগকে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণের অতিরিক্ত প্রাচুর্য দান করিতেন তবে তাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিত এবং পরস্পরে হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হইত। অনিষ্টকর কাজে তাহারা পরস্পরে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইত।

কাতাদা (র) বলেন, প্রচলিত বাক্য আছে, ‘জীবনোপকরণের সামগ্রী এই পরিমাণে থাকা উত্তম যেই পরিমাণ সামগ্রী তাহাকে বেপরোয়া ও অহংকারী করিয়া তুলিবে না।’

এই প্রসঙ্গে কাতাদা (র) উদ্ধৃতি পেশ করেন একটি হাদীস, যাহাতে বলা হইয়াছে, “আমি তোমাদিগের জন্য সবচেয়ে বেশী ভয় করি তোমাদিগের পার্শ্ববর্তী জীবনের ভোগ-বিলাস দ্রব্য, যাহা আল্লাহ দান করিবেন এবং আরও একটি হাদীস যাহাতে মঙ্গলের পর অমঙ্গল আশংকার কথা উল্লেখ রহিয়াছে।”

وَلَكِنْ يُنَزَّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ أَنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ অর্থাৎ যাহার যে পরিমাণ সমৃদ্ধি সহ্য করিবার শক্তি আছে তাহাকে তিনি এমনই পরিমাণ সমৃদ্ধি দান করেন। তিনি এই বিষয়ে অবগত রহিয়াছেন যে, কে কত পরিমাণ প্রাচুর্য পাইবার হকদার। তাই যে দারিদ্রতার উপযুক্ত তাহাকে তিনি দারিদ্রতা দান করেন এবং যে প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির উপযুক্ত তাহাকে তিনি প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি দান করেন।

যথা হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আমার বান্দাদিগের মধ্যে কতক এমন আছে যে প্রাচুর্য পাওয়ার উপযুক্ত তাহাকে আমি প্রাচুর্য দান করি। যদি তাহাকে দারিদ্রতা দান করা হইত তবে সে দীন হারাইয়া ফেলিত। আর

কতক এমন আছে, যে দারিদ্রতার উপযুক্ত, তাহাকে দারিদ্রতা দান করিয়াছি। যদি সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য দান করা হইত তবে সে প্রাচুর্যের অবগাহনে গা ভাসাইয়া দীন হারাইয়া ফেলিত।”

ইহার পরের আয়াতে বলা হইয়াছে যে, **وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِّنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا** অর্থাৎ মানুষ বৃষ্টির অপেক্ষা করিয়া যখন নিরাশ হইয়া পড়ে তখন এই তীব্র প্রয়োজন ও ঘনঘটার মুহূর্তে আমি বারি বর্ষণ করি। যাহার দ্বারা মানুষের মনে নিরাশা ভাব এবং দুর্বোপ দূরীভূত হইয়া যায়।

যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, **وَأَن كَانُوا مِن قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّن قَبْلِهِ** অর্থাৎ অবশ্যই উহারা উহাদিগের প্রতি বৃষ্টি প্রেরিত হইবার পূর্বে নিরাশ থাকে।

وَيُنشُرُ رَحْمَتَهُ এবং তিনি তাঁহার করুণা বিস্তার করেন। অর্থাৎ এই অবস্থার পরে বারি বর্ষণ করেন সে সকল অঞ্চল ও সকল বসবাসকারীর জন্য।

কাতাদা (র) বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) -এর খিলাফতের সময় তাঁহাকে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! বৃষ্টি মোটেই হইতেছে না। মানুষ বৃষ্টি হইতে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। উমর (রা) বলেন, বৃষ্টি হইবে। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِّنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيُنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

অর্থাৎ ‘উহারা যখন হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে তখন তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং তাঁহার করুণা বিস্তার করেন। তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসার।’

অভিভাবক ও প্রশংসার অর্থ— কি করিলে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত সুখের হইবে তাহা সবচেয়ে তিনি বেশী জানেন। তাই তাঁহার প্রত্যেকটি কাজ ও পদক্ষেপ প্রশংসার দাবীদার। তাঁহার কোন কাজ বান্দার কল্যাণ কামনা বহির্ভূত নহে। বান্দার কল্যাণই তাঁহার কাম্য। অতএব তিনি অভিভাবক ও প্রশংসার।

(২৭) **وَمِن آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا**

مِّن دَابَّةٍ، وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ

(৩০) وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا

عَنْ كَثِيرٍ ۝

(৩১) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

২৯. তাঁহার অন্যতম নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এই দুইয়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীব-জন্তু ছড়াইয়া দিয়াছেন সেইগুলি; তিনি যখন ইচ্ছা তখনই উহাদিগকে সমবেত করিতে সক্ষম।

৩০. তোমাদিগের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাহা তো তোমাদিগের কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদিগের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।

৩১. তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদিগের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলেন. وَمِنْ آيَاتِهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বড়ত্ব, মহত্ব ও তাঁহার অপরাজেয় ক্ষমতার নিদর্শনসমূহের উল্লেখ করিয়া বলেন : তাহার একটি হইল : خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এই দুইয়ের মধ্যে যাহা ছড়াইয়া দিয়াছেন যথা ফেরেশতা, মানব, জিন এবং সকল রং ও আকৃতির জন্তু-জানোয়ার, পশু-পক্ষী, যাহা আকাশ ও পৃথিবীর সর্বত্র ছাড়িয়া দিয়াছেন। وَمِنْ অর্থাৎ এই সকল সহ।

তিনি কিয়ামতের দিবসে উহাদিগকে সমবেত করিতে সক্ষম। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম হইতে এই পর্যন্ত যত জীব জন্ম নিয়াছে উহাদিগের সকলকে তিনি কিয়ামতের দিন এমন এক ময়দানে সমবেত করিবেন, যেখানে একই সময় আহ্বানকারীর ডাক সকলকে গুনাইতে পারিবেন এবং দৃষ্টি সকলকে দেখিতে পাইবে। অতঃপর তাঁহার আদেশে সকলের ব্যাপারে ইনসাফ ভিত্তিক বিচার সমাধা করা হইবে।

পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে :

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ অর্থাৎ হে লোক সকল! তোমাদিগের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাহা তো তোমাদিগের পূর্ববর্তী সময়ের কৃতকর্মের ফল।

وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ অর্থাৎ তিনি তোমাদিগের অনেক অপরাধের শাস্তি না দিয়া তাহা তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।

যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে যে,

وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে তাহাদিগের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না।

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে : “যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ! মু'মিন এমন কোন বিপদ, কষ্ট ও পেরেশানীতে পতিত হয় না, যাহার বদলায় আল্লাহ তাহার পাপ ক্ষমা না করেন। এমনকি সামান্য একটি কাঁটা বিদ্ধ হইলে সেই কষ্টের বদলায়ও আল্লাহ মু'মিনের পাপ ক্ষমা করিয়া দেন।”

ইবন জারীর (র) ...আইযুব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আইযুব (র) বলেন : আমি আবু কিলাবা (রা) লিখিত কিতাবের একটি পাণ্ডুলিপি পাঠ করিতেছিলাম। উহাতে তিনি উল্লেখ করেন,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ -

এই আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন আবু বকর সিদ্দীক (রা) আহ্বান করিতেছিলেন। তিনি আহ্বান হইতে বিরত হইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে কোন পাপ ও পুণ্যের বিষয় যাহা আমি করিব তাহার কি প্রতিফল প্রদান করা হইবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : তুমি কি জান না যে, অপছন্দনীয় কোন কাজ করিলে তাহাও পাপের সামান্যতম অংশ হিসাবে গণ্য হইবে এবং নেক কর্মের সামান্যতম অংশও জমা রাখা হইবে? পরিশেষে তোমাকে ঐ সব কার্যের বিনিময় প্রদান করা হইবে কিয়ামতের দিন।

আবু ইদরীস (র) বলেন, এই হাদীসটি কুরআনের এই আয়াতেরই অন্তর্ভুক্ত।

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ -

অর্থাৎ তোমাদিগের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাহা তো তোমাদিগের কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদিগের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করিয়া দেন। ইবন জারীর (র) বলেন, অন্য সূত্রে আবু কালাবা (র), আমাশ (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে পূর্বোক্ত সূত্রটিই অধিক বিশ্বস্ত।

ইবন আবু হাতিম (র)আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা আলী (রা) সমবেত সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, আমি তোমাদিগকে বলিব কি কুরআনের

সর্বোত্তম আয়াতটি এবং সেই আয়াতটির ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (সা) কি ভাষ্য প্রদান করিয়াছিলেন তাহা? অতঃপর তিনি আয়াতটি পাঠ করেন :

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ-

আলী (রা) বলেন, আয়াতটি পাঠ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেন, হে আলী! আমি ইহার ব্যাখ্যা তোমাকে বলিব? শুন, যত রোগ, বিপদ ও ভোগান্তি তোমাদিগের উপর আপতিত হয় তাহা তোমাদিগেরই হাতের কামাই বৈ কি? আল্লাহ্ অত্যন্ত ধৈর্যশীল। তিনি এই সব শাস্তি পরকালে দিবেন। আর তিনি যে পাপ দুনিয়াতে মাফ করিয়া দিয়াছেন, সেই মাফকৃত পাপের জন্য বান্দাকে পুনরায় শাস্তি ভোগ করানো, ইহা করুণাময় আল্লাহর পক্ষে সম্ভব নহে।

ইমাম আহমদ (র) আলী (রা) হইতে মওকুফরূপে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ একটি মওকুফ সূত্রে ইবন আবু হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আবু হাতিম (র) আবু জুহাইফা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু জুহাইফা (র) বলেন, একদা আমি হযরত আলী (রা)-এর নিকট প্রবেশ করিলে তিনি আমাকে বলেন, আমি তোমাদিগকে এমন একটি হাদীস শুনাইব কি যাহা প্রত্যেকের জানা থাকা একান্ত জরুরী। তাহার এই জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে আমরা তাহাকে তাহা বলিতে অনুরোধ করিলে তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন যে,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ-

অতঃপর বলেন, প্রত্যেককে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার কৃতকর্মের জন্য বিপদ-আপদ দিয়া থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ধৈর্যশীল। তিনি কিয়ামতের দিন এই সব পাপের জন্য আবার শাস্তি দিবেন না। তবে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অনেক পাপ ক্ষমা করিয়া দেন। আর এই সব ক্ষমাকৃত পাপের পুনরুল্লেখ করিয়া কিয়ামতের দিন বান্দাকে শাস্তি দেওয়া হইতে আল্লাহ্ অতি মহান।

ইমাম আহমদ (র) ইবন আবু সুফিয়ান ওরফে মুআবিয়া (রা) বর্ণনা করেন যে, ইবন আবু সুফিয়ান ওরফে মুআবিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন : “মু'মিন ব্যক্তি শরীরে এমন কোন অসুস্থতা ভোগ করে না যাহার বদলায় আল্লাহ্ তাহার পাপমোচন করিয়া না দেন।”

ইমাম আহমদ (র) আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “যখন ঈমানদার ব্যক্তির পাপ বৃদ্ধি পায় এবং যদি উহার কাফফারার কোন পস্থা না থাকে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দুঃখ ও চিন্তার মধ্যে নিষ্কিঞ্চ করেন। আর ইহা তাহার পাপের কাফফারা হিসাবে পরিগণিত হয়।”

ইবন আবু হাতিম (র) হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী

(র) বলেন,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ-

যখন এই আয়াতটি নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : “যে সত্তার হাতে আমি মুহাম্মদের প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ! লাঠির সামান্য খোঁচা, পাথরের সামান্য আঘাত এবং চলার পথে হোঁচট খাইয়া পড়া কোন না কোন পাপের কারণেই হইয়া থাকে। আর এই ধরনের ছোট ছোট আঘাত পাওয়ার কারণে বহু পাপ আল্লাহ্ ক্ষমাও করিয়া দেন।”

তিনি ইমরান ইবন হুসাইন (রা) হইতেও বর্ণনা করেন যে, ইমরান ইবন হুসাইন (রা) বলেন, তিনি অসুস্থ থাকা অবস্থায় কয়েকজন সাহাবী তাহার রোগ দর্শন করিতে আসিলে তাহাদিগের কেহ বলেন, আপনার রোগ যন্ত্রণা দৃষ্টে আমরা ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছি। হামদরদীপূর্ণ কথার জবাবে তিনি বলেন, না না, তোমরা চিন্তিত হইও না। এ আর কিছু না। ইহা হইল পাপের কারণে। আর অনেক গুনাহই আল্লাহ্ ক্ষমা করিয়া দেন। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন :

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ-

অর্থাৎ তোমাদিগের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাহা তো তোমাদিগের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদিগের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।

তিনি আবুল বিলাদ (র) হইতেও বর্ণনা করেন। আবুল বিলাদ (র) বলেন, আমি আলা ইবন বদরকে এই আয়াতটি—وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ- পাঠ করিয়া শুনাইয়া বলিলাম, হযরত! আমি তো অপ্রাণবয়স্ক। তবুও কেন আমি অন্ধ হইয়া গেলাম? তিনি বলিলেন, ইহা তোমার পিতা মাতার কৃতকর্মের ফল।

তিনি যাহ্‌হাক (র) হইতেও বর্ণনা করেন যে, যাহ্‌হাক (র) বলেন, কুরআন হিফজ করার পর কেবল পাপের কারণে তাহা ভুলিয়া যায়। এই সম্পর্কে ইহা ব্যতীত আমার আর কোন কারণ জানা নাই। এই কথা বলিয়া এই আয়াতটি পাঠ করেন :

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ-

অতঃপর বলেন, হিফজ করার পর কুরআন ভুলিয়া যাওয়ার চেয়ে বড় বিপদ আর কি হইতে পারে?

(২২) وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝

(২৩) إِنْ يَشَاءْ يُسَكِّنِ الرَّابِئَةَ فِي الْبَحْرِ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

(২৪) أَوْ يُوقِفُهُنَّ بِمَا كَسَبْنَ ۝

(২৫) وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّجِيصٍ ۝

৩২. তাহার অন্যতম নিদর্শন পর্বত সদৃশ সমুদ্রে চলমান নৌযান।

৩৩. তিনি ইচ্ছা করিলে বায়ুকে স্তব্ধ করিয়া দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হইয়া পড়িবে সমুদ্র পৃষ্ঠে। নিশ্চয়ই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

৩৪. অথবা তিনি তাহাদিগের কৃতকর্মের জন্য সেইগুলিকে বিক্ষান্ত করিয়া দিতে পারেন এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন।

৩৫. আর আমার নিদর্শন সম্পর্কে যাহারা বিতর্ক করে তাহারা জানিতে পারে যে, তাহাদিগের কোন নিষ্কৃতি নাই।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাঁহার নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হইল, সমুদ্রগামী পর্বত সদৃশ পোতসমূহ। তিনি সমুদ্রে বায়ু প্রবাহকে সচল রাখেন, যাহাতে জলযানসমূহ নিশ্চল না হইয়া পড়ে। আর বড় বড় জলযানসমূহ সমুদ্রবক্ষে পর্বতসদৃশ মনে হয়।

আর اَعْلَامُ অর্থ পর্বত। ইহা বলিয়াছেন মুজাহিদ, হাসান, সুদী ও যাহ্যাক (র)। অর্থাৎ সমুদ্রগামী পোতসমূহ পর্বতসমূহ মনে হওয়া তাঁহার নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি নিদর্শন।

اِنْ يَشَاءْ يُسَكِّنِ الرَّابِئَةَ فِي الْبَحْرِ عَلَى ظَهْرِهِ অর্থাৎ তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে সমুদ্রবক্ষে, চলমান পোতসমূহকে নিস্তব্ধ করিয়া দিতে সক্ষম। পোতসমূহ সমুদ্রবক্ষে স্তব্ধ হইয়া থাকিবে—পোতসমূহ একটুও অগ্রসর হইতে পারিবে না বরং মূর্তির মত দাঁড়াইয়া থাকিবে।

ان-নিশ্চয়ই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে ধৈর্যশীলদিগের জন্য, অর্থাৎ বিপদ ও ঘনঘটার মুহূর্তে যাহারা ধৈর্যধারণ করিতে অভ্যস্ত তাহাদিগের জন্য ইহাতে শিক্ষণীয় জিনিস রহিয়াছে।

اَوْ يُوقِفُهُنَّ بِمَا كَسَبْنَ অর্থাৎ বায়ু প্রবাহ স্তব্ধ করিয়া দিয়া তিনি জলযানসমূহ বন্ধ করিয়া দিতে পারেন—তাঁহার। ই শক্তিতে যাহারা বিশ্বাসী এবং যাহারা তাঁহার নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে সেই সব লোকদিগের জন্য ইহাতে শিক্ষার অনেক কিছু রহিয়াছে।

اَوْ يُوقِفُهُنَّ بِمَا كَسَبْنَ অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলে সমুদ্রবক্ষে চলমান জলযানসমূহ এবং উহার আরোহীদিগকে উহাদিগের পাপকর্মের কারণে সলীল সমাহিত করিতে পারেন।

وَيَغْفِرُ عَنْ كَثِيرٍ অর্থাৎ এবং অনেককে তিনি ক্ষমা করিয়াছেন। তবে তিনি যদি প্রত্যেকের প্রতিটি পাপের উপর পাকড়াও করিতেন তবে সমুদ্রগামী প্রত্যেকটি আরোহীকে সলীলে সমাহিত করিয়া ধ্বংস করিয়া দিতেন।

اَوْ يُوقِفُهُنَّ بِمَا كَسَبْنَ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কোন মুফাসসির এইভাবে করিয়াছেন যে, তিনি যদি সর্বক্ষণের জন্য বায়ু প্রবাহকে তীব্র, দমকা ও ঘূর্ণায়মান করিতেন তবে সমুদ্রবক্ষে চলমান একটি জলযানও নিজ উদ্দিষ্ট পথে পৌঁছিতে পারিত না। হাওয়ার এবড়ো-থেবড়ো আঘাতে যানগুলি এইদিক সেইদিক চলিয়া যাইত এবং এইভাবে যানসহ আরোহীগণ সমুদ্রবক্ষে ধ্বংস হইয়া যাইত। তবে এই ব্যাখ্যাও উপরোক্ত ব্যাখ্যাটির প্রায়ই কাছাকাছি।

মোটকথা, তিনি ইচ্ছা করিলে সমুদ্রবক্ষে চলমান যানসমূহ বন্ধ করিয়া দিতে পারেন এবং তিনি পারেন সমুদ্রের বায়ু প্রবাহকে বেগবান করিয়া জলযানসহ আরোহীদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতে। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া স্বীয় দয়ায় আবহাওয়াকে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থায় রাখেন যাহাতে সমুদ্রারোহীরা বিপাকে না পড়ে। যথা-তিনি বৃষ্টিতে নিয়ন্ত্রিতভাবে বর্ষণ করেন। যদি অতিরিক্ত হারে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করিতেন তাহা হইলে আবাদসমূহ নষ্ট হইয়া যাইত। তাই তিনি যে অঞ্চলে যতটুকু প্রয়োজন সে অঞ্চলে ততটুকু বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّجِيصٍ অর্থাৎ যাহারা তাহাদের নিদর্শন সম্পর্কে যাহারা বিতর্ক করে তাহারা জানিতে পারে যে, তাহাদিগের কোন নিষ্কৃতি নাই।

(২৬) فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ

خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

(২৭) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝

(২৮) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَقْرٰهُمْ شٰوَرٰى

بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

(২৯) وَالَّذِينَ اِذَا صَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَحِرُونَ ۝

৩৬. বস্তুত তোমাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহর নিকট যাহা আছে তাহা উত্তম ও স্থায়ী, তাহাদিগের জন্য যাহারা ঈমান আনে ও তাহাদিগের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

৩৭. যাহারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল পথ হইতে বাঁচিয়া থাকে বরং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্ষমা করিয়া দেয়,

৩৮. যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজদিগের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজদিগের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাহাদিগকে আমি যে রিয্ক দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে।

৩৯. এবং যাহারা অত্যাচারিত হইলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

তাফসীর : পৃথিবীর অস্থায়ী সৌন্দর্য ও উহার ধ্বংসশীল সম্পদের মোহে না পড়ার জন্য সতর্ক করিয়া দিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا তোমাদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা পার্থিব জীবনের ভোগ অর্থাৎ তাই তোমরা ইহা সঞ্চয় করিও না এবং ব্যাকুল হইও না ইহা সঞ্চয় করিয়া রাখার জন্য। কেননা ইহার স্থায়ীত্ব খুবই স্বল্পদিন এবং এই পৃথিবী ও ইহার অভ্যন্তরস্ত সবকিছু অপসারমান ধ্বংসশীল وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ কিন্তু আল্লাহর নিকট যাহা আছে তাহা উত্তম ও স্থায়ী। অর্থাৎ, দুনিয়ার পিছনে ব্যাকুল হইয়া ছুটার চেয়ে সওয়াব কামাই

করা অনেক বেশী উত্তম ও বুদ্ধিমানের কাজ। কেননা পরকাল একটি স্থায়ী জগত আর এইকাল অস্থায়ী জগত। অতএব স্থায়ী জগতের উপর অস্থায়ী জগতকে প্রাধান্য দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে কি?

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : لِلَّذِينَ آمَنُوا অর্থাৎ তাহারা দুনিয়ার সহিত তাহাদিগকে মধুর সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত সেই বিরহ ব্যথা সহ্য করিয়াছে এবং وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ অর্থাৎ এই ধৈর্যটুকু গ্রহণ করার জন্য তাহাদিগকে তিনি সাহায্য করিবেন ওয়াজিব পালনে এবং হারাম হইতে নিবৃত্ত থাকিতে।

অতঃপর বলিয়াছেন : وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ অর্থাৎ, যাহারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হইতে বাঁচিয়া থাকে। এই বিষয়ের উপর ইতিপূর্বে সূরা আরাফের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

এবং যাহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়াও ক্ষমা করিয়া দেয়। অর্থাৎ, ক্রোধাবিষ্ট হওয়ার প্রাক্কালেও অন্যায়মূলক ব্যবহার করা হইতে নিবৃত্ত থাকা এবং চরিত্রের সততা অটুট রাখা ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কাহারো উপর প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত না হওয়া।

সহীহ হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হইয়া যে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজস্ব কোন ব্যাপারে কখনো কাহারো প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন না। তবে তাহার সামনে যদি তিনি খৌদার আহকাম লাঞ্চিত ও অবদমিত হইতে দেখিতেন তবে তাহার প্রতিশোধ নেয়া, প্রতিবাদ করা অন্য কথা।

অন্য একটি হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ভীষণ ক্রোধের সময়ও কাউকে গালমন্দ তিরস্কার করিতেন না। বরং কেবল এই বাক্যটি তিনি বলিতেন : লোকটির অবস্থা কি? তাহার হস্ত মৃত্তিকায় মলিন হোক। ইবন আবু হাতিম (র)... ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (র) বলেন, 'মু'মিনরা পরাজয় ও অপমানিত হওয়া পছন্দ করে না এবং তাহারা বিজয়ী হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করার ইচ্ছাও পোষণ করে না। বরং তাহারা পরাজিত অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া দেয়।'

আর যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়।

অর্থাৎ, তাহারা আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ করে, তাহার আদেশ-নিষেধ মান্য করে এবং তাহারা তাহার শান্তির পথ এড়াইয়া চলে।

আর সালাত কায়েম করে। যাহা ইবাদাতসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ইবাদত এবং যাহা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ আর নিজদিগের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজদিগের কর্ম সম্পাদন করে।

অর্থাৎ, পরামর্শ ব্যতীত তাহারা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিত না। যুদ্ধসহ সকল বিষয়ে তাহারা পারস্পারিক পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছিত।

যেমন- অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন- وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ অর্থাৎ, (আল্লাহ দয়ায় তুমি তাহাদিগের প্রতি কোমল হৃদয় হইয়াছিলে। যদি তুমি রুঢ় ও কঠোর চিত্ত হইতে তবে তাহারা তোমার আশপাশ হইতে সরিয়া পড়িত। সুতরাং তাহাদিগকে ক্ষমা কর এবং তাহাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর) এবং কাজে-কর্মে তাহাদিগের সহিত পরামর্শ কর। (এবং তুমি কোন সংকল্প করিলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর করিবে। যাহারা নির্ভর করে আল্লাহ তাহাদিগকে পছন্দ করেন।)

তাই রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধসহ সকল বিষয়ে তাহাদিগের (সাহাবাদিগের) সহিত পরামর্শ করিতেন। যাহাতে সাহাবাগণও তাঁহার কর্ম ও সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকেন।

এই বিধানের আলোকেই হযরত উমর (রা) আহত হওয়ার পর অবস্থা আশংকাজনক পর্যায়ে পৌঁছিলে মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার পরে কাহাকে আমীরুল মু'মিনীন নির্বাচিত করা হইবে সেই জন্য ব্যাপারটি নিষ্পত্তি করার জন্য বিশিষ্ট ছয়জন সাহাবীকে দায়িত্ব দিয়া যান। যাহারা হইলেন, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবাইর, হযরত সা'আদ ও হযরত আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)। হযরত উমর (রা) মৃত্যুবরণ করিলে এই সাহাবী ছয়জন পরামর্শের মাধ্যমে পরবর্তী আমীরুল মু'মিনীন হিসাবে হযরত উসমান (রা)-কে নির্বাচিত করেন।

যাহারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং তাঁহার উপর নির্ভর করে তাহাদিগের আর একটি গুণ হইল رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ এবং তাহাদিগকে আমি যে জীবনোপকরণ দিয়াছি তাহা হইতে তাহারা ব্যয় করে। অর্থাৎ, সহনশীলতা ও সহমর্মিতাবোধে উজ্জীবিত হইয়া নৈতিক দাবীতে অভাবী মানুষকে তাহারা সাহায্য করে।

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

এবং যাহারা অত্যাচারিত হইলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অর্থাৎ অত্যাচার করিলে অত্যাচারীর প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা তাহারা রাখে। মজলুমকে জালিমের কবল হইতে তাহারা মুক্ত করিতে পারে। শুধু তাহাই নহে জালিমকে কঠোর শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা তাহারা রাখে এবং প্রয়োজনে তাহারা জালিমের শিক্ষা দিয়াও থাকে। কিন্তু তাহাদিগের সবচেয়ে বড় গুণ হইল প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা তাহাদিগের থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারা পরাজিত জালিমকে ক্ষমা করিয়া দেয়।

যথা হযরত ইউসুফ (আ) তাঁহার ভাইদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :

لَا تَتْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ অর্থাৎ, সে বলিল, আজ তোমাদিগের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন। তাঁহার ভাইদিগের কৃতকর্মের প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা হযরত ইউসুফ (আ)-এর ছিল। কিন্তু তিনি তাহার ক্ষমাহীন অপরাধের অপরাধী ভাইদিগকে বলিলেন, তোমাদিগের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি এবং আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন। যথা হৃদয়বিয়ার দিন মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়া যে আশিজন কাফিরকে গুপ্তচর বৃত্তির দায়ে বন্দী করা হইয়াছিল তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা) ক্ষমাপূর্বক বন্দীমুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। যদিও তাহারা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত ছিল এবং যদিও তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাসূলুল্লাহ (সা) -এর ছিল। কিন্তু মহানুভব নবী তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন।

অনুরূপভাবে গাওরাছ ইব্ন হারিছকে তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বনের মধ্য একটি বৃক্ষের শাখায় স্বীয় তরবারি ঝুলাইয়া রাখিয়া তথায় শয়ন করিলে এই মুহূর্তে সে তাঁহার ঝুলন্ত তরবারিখানা নিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করার জন্য উদ্যত হইলে তিনি তাহাকে ধমক দেন এবং এক পর্যায়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তরবারিখানা তাহার হাত হইতে পড়িয়া যায়। পরে রাসূলুল্লাহ (সা) উঠিয়া তরবারিখানা হাতে নেন এবং অপরাধী স্বীয় গরদান ঝুঁকাইয়া দিলে দয়ার নবী তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার নিকটবর্তী সাহাবাদিগকেও ডাকিয়া এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন।

লবীদ ইব্ন আইস নামক যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যাদু করিয়াছিল এবং প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তিনি যাদুকরের সন্ধান পাওয়ার পর তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার অপকর্মের স্বীকার করার পরও রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে কোন শাস্তি দিলেন না বরং তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন।

অনুরূপভাবে সেই ইয়াহুদী মহিলাকে তিনি ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন, যে মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া হত্যা করিতে চাহিয়াছিল। যাহার নাম ছিল যয়নব এবং সে খয়বারের ইয়াহুদী পরিবারের মুরাহাব নামক ইয়াহুদীর বোন ছিল। যে ব্যক্তি খয়বারের যুদ্ধে মাহমূদ ইব্ন সালমাহ (রা)-এর হাতে নিহত হইয়াছিল। সেই মহিলা বকরীর কাঁধের গোস্তের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে পরিবেশন করিয়াছিল। সেই গোস্ত রাসূলুল্লাহ (সা) মুখে দিলে তাহাতে বিষ মিশ্রিত রহিয়াছে বলিয়া গোস্ত নিজে তাঁহাকে জানাইয়া দেয়। পরে তিনি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার অপকর্মের কথা স্বীকার করে। অতঃপর

রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি কেন ইহা করিলে? মহিলা বলিল, আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকে পরীক্ষা করা। তুমি যদি সত্যিকার নবী হইয়া থাক তবে ইহা তোমাকে কোন ক্রিয়া করিবে না এবং তুমি যদি মিথ্যা নবী হইয়া থাক তবে ইহা তোমাকে ক্রিয়া করিবে। মহিলা স্বীয় অপকর্ম স্বীকার করার পরও তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। কিন্তু সেই গোস্ত খাইয়া সাহাবী বিশর ইবন বাররী (রা) নিহত হওয়ার জন্য কুচক্রী যয়নবকে মৃত্যদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। এই ধরনের বহু ঘটনার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মহানুভবতার জ্বলন্ত প্রমাণ রহিয়াছে। আল্লাহ ভাল জানেন।

(৪০) وَجَزَا سَيِّئَةً مِّثْلَهَا، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ

عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ○

(৪১) وَلَكِنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ○

(৪২) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ

بِعَيبِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

(৪৩) وَلَكِنْ صَبْرٌ وَعَقْرَانِ ذَلِكَ لِمَنْ عَزَمَ الْأُمُورَ ○

৪০. মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে ক্ষমা করিয়া দেয় ও আপোষ-নিষ্পত্তি করে তাহার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে। আল্লাহ জালিমদিগকে পছন্দ করেন না।

৪১. তবে অত্যাচারিত হইবার পর যাহারা প্রতিবিধান করে তাহাদিগের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

৪২. কেবল তাহাদিগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে যাহারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায় বিদ্রোহাচরণ করিয়া বেড়ায়, তাহাদিগের জন্য মর্মভূদ শাস্তি।

৪৩. অবশ্য যে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করিয়া দেয় তাহা তো হইবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَجَزَا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلَهَا মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ পাক বলিয়াছেন : فَمَنْ اعْتَدَىٰ فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ, সুতরাং যে কেহ তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে তোমরাও তাহাকে অনুরূপ আক্রমণ করিবে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক আরো বলিয়াছেন-

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ

অর্থাৎ, যদি তোমরা শাস্তি দাওই তবে ঠিক ততখানি দিবে যতখানি অন্যায় তোমাদিগের প্রতি করা হয়।

এই সব আয়াতের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আর উহা হইল কিসাস গ্রহণ করা। তবে ফযীলতের বর্ণনা করিয়া ক্ষমা করিয়া দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে।

যেমন- অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে যে,

وَالْجُورُوحَ قِصَاصٌ - فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ

অর্থাৎ, এবং যখনই বদল অনুরূপ যখন। অতঃপর কেহ উহা ক্ষমা করিলে উহাতে তাহারই পাপ মোচন হইবে।

তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে, فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ অর্থাৎ, এবং যে ক্ষমা করিয়া দেয় ও আপোষ-নিষ্পত্তি করে তাহার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে।

যথা সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, “অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া দিলে ক্ষমাকারীর ইচ্ছাপূর্ণ হয় না বটে, কিন্তু ক্ষমা করিয়া দেওয়ার ফলে আল্লাহ তাহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দেন।”

অর্থাৎ, যাহারা অন্যায়ের পথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং যাহারা সীমালংঘন করে আল্লাহ তাহাদিগকে পছন্দ করেন না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ

অর্থাৎ, তবে অত্যাচারিত হইবার পর যাহারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাহাদিগের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না এবং ইহাতে তাহাদিগের কোন পাপ হইবে

ইব্বন জারীর (র) ইব্বন আউন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্বন আউন (র) এই **إِنَّمَا أَوْلَانَا الَّذِينَ آمَنُوا** আয়াতের অর্থ সম্পর্কে অলী ইব্বন যয়দ ইব্বন জুদআনকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার মাতা উম্মে মুহাম্মাদ-এর বরাতে বলেন যে, তিনি প্রায়শই হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট আসা-মাওয়া করিতেন। তাহাকে উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা) বলিয়াছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার নিকট যান, তখন হযরত যয়নবও তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু যয়নব বিগভে জাহশ (রা) খে তথায় আছেন তাহা রাসূলুল্লাহ (সা) খেয়াল করেন নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) হাত বাড়াইয়া আয়িশা (রা)-কে আহ্বান করিলে তখন ইশারায় যয়নবের উপস্থিতি তিনি তাহাকে জানাইয়া দেন। এই ব্যাপারটি যয়নব (রা) বুঝিতে পারিলে হযরত আয়িশা (রা)-এর উপর চটিয়া দান এবং তাহাকে গালমন্দ করিতে থাকেন। হযর (সা) তাঁহাকে গালমন্দ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার আবেদন উপেক্ষা করিয়া অনর্গল আয়িশা (রা)-কে বকাবকি করিতে থাকেন। পরে হযর (সা) এই অবস্থা দেখিয়া আয়িশা (রা)-কে তাহার কথা জবাব দেওয়ার জন্য অনুমতি দেন। ফলে আয়িশা (রা)-ও তাঁহাকে ভাল-মন্দ দুই চার কথা বলিয়া দেন এবং হযরত যয়নব (রা) কবু হইয়া যান। কিন্তু তিনি সোজা হযরত আলী (রা)-এর নিকট যাইয়া শালিশ করেন এবং বলেন যে, আয়িশা (রা) তোমার সম্বন্ধে এই এই কথা বলিয়াছেন। হযরত ফাতিমা (রা)-এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আসিয়া বলেন, কা'বার প্রভুর শপথ! আমি আয়িশাকে শ্রদ্ধা করি (কিন্তু তিনি এই সব কথা কিভাবে বলিলেন?)। হযরত ফাতিমা (রা) আর কথা না বাড়াইয়া তখন চলিয়া গেলেন। তিনি বড়ী ফাইয়া সমস্ত ঘটনা হযরত আলী (রা)-কে বলিলেন। পরে হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া এই ব্যাপারে আলোচনা করেন।

উল্লেখ্য যে, এই হাদীসটির বর্ণনাকারী আলী ইব্বন যয়দ ইব্বন জুদআন নির্ভরযোগ্য রাবী নন। তাহার উপর মউযু হাদীস বর্ণনা করার অভিযোগ রহিয়াছে। অতএব তাহার বর্ণিত এই হাদীসটি প্রমাণাত্মকভাবে গ্রহণ করা হইতে পারে না।

তবে উক্ত বর্ণনার বিপরীত বর্ণনার হাদীসটি বিস্তৃত যাহা নাসায়ী ও ইব্বন মাজ্জাহ (র) উরওয়া (র) হইতে ইমাম নাসায়ী ও ইব্বন মাজ্জাহ বর্ণনা করেন। উরওয়া (র) বলেন, হযরত আয়িশা (রা) তাহাকে বলিয়াছেন যে, একবার হযরত যয়নব (রা) রাগত অবস্থায় অনুমতি ব্যতীত হযরত আয়িশা (রা)-এর ঘরে ঢুকিয়া হযর (সা)-এর নিকট তাহার সম্পর্কে অভিযোগ করেন এবং তাহাকে যথেষ্ট গাল-মন্দ করেন। অনুমতি ছাড়া তাহার এইভাবে ঢুকিয়া বকাবকি করাতে হযর (সা) অস্বস্তিবোধ করিতেছিলেন। কিন্তু হযরত আয়িশা (রা)-কে ও কোন প্রত্যুত্তর করিতে দিলেন না। আর যয়নবের অনর্গল বকাবকানীও ধামিতেছিল না। তাই হযর (সা) আয়িশা (রা)-কে বলিলেন,

تُؤْمِنُ بِهَا প্রতিশোধ গ্রহণ কর। ফলে আয়িশা (রা) প্রত্যুত্তর করিতে শুরু করিলে হযরত যয়নব (রা) নিরুক্ত হইয়া যান এবং তাঁহার মুখে ধুধু শুকাইয়া যায়। ফলে হযর (সা)-এর চেহারা হইতে অস্বস্তি বোধের ভাবটিও কাটিয়া যায়। এই বর্ণনাটি নাসায়ী শরীফ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

বায্যার (র) আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অত্যাচারিত হওয়ার পর জানিমকে প্রত্যুত্তর করিল সে জানিমের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিল।"

সাইমূন ওরফে আবু হামযাহ হইতে আবুল আছওয়াসের হাদীসে তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিরমিযী (র) বলেন, এই রেওয়াজে ব্যতীত অন্য কোন রেওয়াজে আবু হামযাহ হইতে বর্ণিত হয় নাই। আর এই ব্যক্তির স্বরণ শক্তির ব্যাপারেও অনেকে সমালোচনা করা হইয়াছে।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, **إِنَّمَا السَّبِيلُ** অর্থাৎ প্রতিশোধ ও পাপ তাহাদিগের উপর বর্তাবে **وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ** অর্থাৎ কেবল তাহাদিগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে যাহার মনুষ্যের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অহেতুক বিদ্রোহচরণ করিয়া বেড়াই।

যথা সহীহ হাদীসের মধ্যে অসিয়াছে যে, পরস্পর দুইজন মন্দ বকাবকীর মধ্যে যে প্রথম বকাবকী শুরু করিবে উভয়ের পাপ তাহার উপর বর্তাইবে। যতক্ষণ না দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিশোধের সীমা অতিক্রম করিবে।

أَوْلَانَا অর্থাৎ, তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে মর্মভুদ শাস্তি। আবু বকর ইব্বন আবু শাইবা (র) মুহাম্মদ ইব্বন ওয়াসি (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্বন ওয়াসি (র) বলেন, একবার মক্কার দিকে যাইতেছিলাম, তখন পশ্চিমদিকে দেখি যে, খন্দকের উপর পুল নির্মাণ করা হইতেছে। আমি দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছিলাম। এমন সময় আমাকে বন্দী করা হইল এবং বন্দীর আর্মীর মারওয়ান ইব্বন মুহাম্মাদের নিকট গিয়া আমাকে উপস্থিত করা হইল। সে আমাকে বলিল, আবু আব্দুল্লাহ! তুমি আমার নিকট কি চাও? আমি তাহাকে বলিলাম, যদি পার তবে আমার বনী আদীব ভাইয়ের মত তুমি হইয়া যাও। সে বলিল, কে তোমার বনী আদী গোত্রের ভাই? অতঃপর আমি তাহাকে বলিলাম, সে হইল আলী ইব্বন যয়দ। সে একবার তাহার এক বন্ধুকে কোন একটি জেলার প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ দান করিয়া একটি পত্রে তোমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিল যে, যথাসম্ভব মথার বোঝা হাক্ক রাখিবে। তোমার হাত মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হওয়া হইতে এবং মুসলমানদের সম্পদ তদ্রূপ করা হইতে তুমি নিবৃত্ত থাকিবে। এই সব যদি তুমি যথাযথভাবে পালন কর

চারটি উত্তর দেন। আবু বকর (রা) তাহার কথায় মৃদু প্রতিবাদ করিয়া দুই চারটি কথা বলার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) রাগান্বিত হন এবং সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। এই অবস্থা দেখিয়া আবু বকর (রা)-ও তাহার অনসুরণ করেন এবং নিকটে গিয়া তাঁহাকে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! লোকটি আমাকে গালাগালি করিতেছিল আমি তাহা চূপ করিয়া গুনিতেছিলাম। আপনি তথ্য উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু যখন আমি তাহার কথার জবাবে দুই চার কথা বলিলাম, তখন কেন আপনি রাগান্বিত হইয়া ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "তুমি যতক্ষণ কোন উত্তর দিতেছিলে না ততক্ষণ তোমার পক্ষ হইতে ফেরেশতারা তাহার জবাব দিতেছিল। কিন্তু যখন তুমি নিজে তাহার কথার উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলে, তখন ফেরেশতারা চলিয়া যায় এবং তাহাদিগের স্থান শয়তান দখল করিয়া নেয়। তাই তুমি বল, যে স্থানে শয়তান উপস্থিত হয় সে স্থানে আমি কি করিয়া থাকিতে পারি?"

অতঃপর তিনি বলেন, হে আবু বকর! প্রমাণিত তিনটি সত্য কথা মনে রাখিবে। এক, যাহার উপর অত্যাচার করা হয় এবং সে যদি উহা হইতে চশমপুশী করে তবে অবশ্যই আল্লাহ তাহাদের সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দিবেন এবং তিনি তাহাকে সঠিক সহযোগিতা ও সাহায্য দান করিবেন। দুই, যে ব্যক্তি সম্পর্ক ও সংযোগ বৃদ্ধি করিবে, এবং আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সাহায্য-সহযোগিতা করিবে, আল্লাহ তাহার সকল জিনিসে বরকত দান করিবেন। তিন, আর যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে অন্যের নিকট ভিক্ষার হাত প্রস্তুত করিবে, তাহার সকল জিনিসগুলোতে আল্লাহ তা'আলা বরকত তুলিয়া নিবেন এবং আজীবন সে তাহার যুগ্মপক্ষী হইয়া থাকিবে।

সুকরান ইবন উ'আইনার সূত্রে আব্দুল আ'লা ইবন হাম্মাদ হইতে আবু দাউদ ও ইব্রাহীম বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সাফওয়ান ইবন ছুস ও আবু দাউদ উভয়ে মুহাম্মদ ইবন আফ্ফানের রেওয়ায়েতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। একটি মুরসাল সূত্রে সাঈদ ইবন মুবায়্যযাব ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, অর্থের দিক দিয়া হাদীসটি খুবই চমৎকার। আর আবু বকর সিদ্দীক (রা) উপদেশগুলির উপর আমল করিয়া গিয়াছেন। এই ব্যাপারে তিনি খুবই সতর্ক ছিলেন।

(৬৬) وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَاسِعَةٍ ۗ وَتَرَى

الظَّالِمِينَ كَتَابًا وَآلَا الْعَذَابَ يَفْقَهُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ

سَبِيلٍ ۗ

তবে তুমি দেখিবে যে, তোমার জন্য তোমার সপ্তুখের পাপের সকল দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে! এই ব্যাপারে তাহাদিগের বেশী সচেতন হওয়া উচিত যাহারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং যাহারা অকারণে দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করে। আল্লাহ ভালো জানেন। লোকটির উপদেশগুলি মূল্যবান বটে। অতঃপর সে বলিল, আবু আব্দুল্লাহ! এইবার বল তুমি কি চাও? আমি বলিলাম যে, "আমি চাই আমাকে আমার পরিবারের নিকট পৌঁছাইয়া দাও।" সে বলিল, 'আম্বা তাহাই হইবে।' ইবন আবু হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্ববর্তী আয়াতনমূহে আল্লাহ তা'আলা জুলুম ও জুলুমকারীদের সমালোচনা করিয়াছেন এবং কিসাস জারি করিয়া তাহা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। অতঃপর ধৈর্য-ধারণ ও কমা প্রদর্শন করার প্রশংসা করিয়া বলেন :

وَلَمَّا صَبَرَ وَغَفَرَ ۗ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۗ অর্থাৎ, যে বিপদে ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করিবে এবং অত্যাচারীকে ক্ষমা করিয়া দিবে। উহা হইবে বীরত্বের কাজ। আলোচ্য আয়াতটির ব্যাখ্যায় সাঈদ ইবন যুবাইর বলেন, আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত পরিমাণ অত্যাচারের বদলা গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকা খুবই প্রশংসিত একটি পদক্ষেপ। যাহার দ্বারা পুণ্য লাভ হয় এবং লাভ হই প্রশংসা ও শ্রদ্ধা।

ইবন আবু হাতিম (র) ফুয়াইল ইবন ইয়্যায়ের খাদিম মাসমাদ ইবন ইয়্যাবিদ হইতে বর্ণনা করেন। ফুয়াইল ইবন ইয়্যায় (র) বলেন, যদি কোন ফরিয়াদী আসিয়া তোমার বিচার প্রার্থনা করে, তবে তুমি তাহাকে বল, তাই! তুমি তাহাকে কমা করিয়া দাও। কেননা ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল তাকওয়ার অতি নিকটবর্তী। আর সে যদি ক্ষমা করিয়া দিতে অস্বীকার করে এবং বদলা গ্রহণ করার জন্য যদি সে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। তবে তাহাকে বল, আম্বা, তুমি বদলা গ্রহণ কর। কিন্তু এইরূপ কোন ঘটনায় তুমি আর জড়িত হইবে না। তবুও তোমাকে আমরা ক্ষমা করিয়া দিতে অনুরোধ করিতেছি। আর বলিতেছি যে, ক্ষমার দ্বার অনেক প্রশস্ত। পক্ষান্তরে বদলা গ্রহণ করার পরিণতি খুবই বিপদসংকুল ও প্রতিশোধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে। লক্ষ্য কর, বদলা গ্রহণ না করিয়া ক্ষমা প্রদর্শনকারী সুখের নিদ্রায় রাত্রি কাটায় এবং যে বদলা গ্রহণ করে সে সর্বক্ষণ পাল্টা আক্রমণের আশংকায় শংকিত থাকে। আর সর্বক্ষণ সে দুশ্চিন্তায় অনুগ্রস্ত হইয়া থাকে।

ইমাম আহমদ (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি আসিয়া হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে বকাবকি করিতে থাকে। তথায় হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-ও উপস্থিত ছিলেন। অনাকাঙ্ক্ষিত এই ব্যাপারটায় রাসূলুল্লাহ (সা) আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং এক পর্যায়ে মৃদু হাসিলেন। কিন্তু লোকটির বকাবকি যখন সীমা অতিক্রম করিয়া যায় তখন আবু বকর (রা) তাহার দুই

(৪৫) وَتَرَاهُمْ يَعْزُضُونَ عَلَيْهَا خَشَعِينَ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ

طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا

أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دَاكِرًا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ

مُقِيمٍ ۝

(৪৬) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يَتَّبِعُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ۝

৪৪. আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তৎপর তাহার জন্য কোন অভিভাবক নাই। জালিমরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন তুমি উহাদিগকে বলিতে শুনিবে, 'প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি?'

৪৫. তুমি উহাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, উহাদিগকে জাহান্নামের সম্মুখে উপস্থিত করা হইতেছে; তাহারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধনির্মীলিত নেত্রে তাকাইতেছে। মু'মিনরা কিয়ামতের দিন বলিবে, 'ক্ষতিগ্রস্ত তাহারাই যাহারা নিজদিগকে ও নিজদিগের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করিয়াছে।' জানিয়া রাখ, জালিমরা ভোগ করিবে স্থায়ী শাস্তি।

৪৬. আল্লাহ্ ব্যতীত উহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য উহাদিগের কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করিবেন তাহার কোন গতি নাই।

তাহসীর : আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই নিজের ক্ষমতার কথা অভিব্যক্ত করিয়া বলেন, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা সম্পাদিত করেন, তাহার ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কাহারো নাই! তিনি যাহা চাহেন না তাহা কখনো অস্তিত্বে আসে না। ইহার মুকাবিলা করার শক্তিও কাহারো নাই। তাই তিনি যাহাকে হিদায়েত দান করেন তাহাকে কেহ পথভ্রষ্ট করিতে পারে না এবং যাহাকে তিনি পথভ্রষ্ট করিবেন তাহাকে কেহ হিদায়েত দান করিতে পারিবে না। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন :

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ۝ অর্থাৎ তিনি যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তাহার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাইবে না।

ইহার পর তিনি জালিম মুশরিকদিগের সম্বন্ধে বলেন : لَمَّا أُرِيَ الْعَذَابَ ۝ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন উহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন উহারা পৃথিবীতে পুনঃ প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিবে এবং বলিবে : يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ۝ অর্থাৎ, তখন উহাদিগকে বলিতে শুনিবে, আমাদিগের প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি?

যেমন- অন্য আয়াতে উল্লেখিত হইয়াছে যে,

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ وَقُفُوا عَلَى النَّارِ فَمَا كَانَ يَأْتِيهِمْ لِقَاءُ رَبِّنَا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ وَقُفُوا عَلَى النَّارِ فَمَا كَانَ يَأْتِيهِمْ لِقَاءُ رَبِّنَا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ وَقُفُوا عَلَى النَّارِ فَمَا كَانَ يَأْتِيهِمْ لِقَاءُ رَبِّنَا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ وَقُفُوا عَلَى النَّارِ فَمَا كَانَ يَأْتِيهِمْ لِقَاءُ رَبِّنَا

অর্থাৎ তুমি যদি দেখিতে পাইতে যখন তাহাদিগকে অগ্নির পার্শ্বে দাঁড় করান হইবে এবং তাহারা বলিবে, 'হায়! যদি আমাদিগের প্রতিপালকের নির্দেশনকে মিথ্যা বলিতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।' না, পূর্বে তাহারা যাহা গোপন করিত তাহা এখন তাহাদিগের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাহারা প্রত্যাবর্তিত হইলেও যাহা করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল পুনরায় তাহারা তাহাই করিত এবং তাহারা ই মিথ্যাবাদী। পরবর্তী আয়াতে বলেন :

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ۝ অর্থাৎ, উহাদিগের জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হইলে তুমি উহাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, خَاسِعِينَ مِنَ الذَّلِيلِ অর্থাৎ, পার্শ্বিক জীবনের পাপের কথা স্মরণ করিয়া লজ্জার মস্তক অবনত করিয়া থাকিবে এবং يَنْظُرُونَ ভাবে উহারা অর্ধ নির্মীলিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিবে।

মুজাহিদ (র) বলেন, ذَلِيلٌ অর্থ উহারা দৃষ্টি চুরি করিয়া দেখিতে থাকিবে। অথচ উহারা যে শাস্তিকে ভয় করিতেছে তাহা অদৃশ্যই আপতিত হইবে। বরং উহারা অন্তরে যাহা ভাবিতেছে ইহার চেয়েও কঠিন শাস্তি আপতিত হইবে। (জাহান্নামের সেই শাস্তি হইতে আমাদিগকে আল্লাহ্ নিরাপদ রাখুন।)

وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا ۝ অর্থাৎ, বিশ্বাসীরা কিয়ামতের দিন বলিবে, الَّذِينَ خَسِرُوا ۝ অর্থাৎ, যাহারা নিজদিগের ও নিজদিগের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করিয়াছে। অর্থাৎ, উহাদিগকে শাস্তির আকর জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে এবং অনাদিকাল তাহারা তথায় শাস্তির স্বাদ আন্বাদন করিতে থাকিবে। নিজেদের কর্মদোষের জন্য এই শাস্তি উহারা

ভোগ করিবে। ফলে উহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে নিজ পরিজনবর্গ, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট হইতে। অবশ্য উহার জন্য উহার পরিজনবর্গ, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরাও কম ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না।

অর্থাৎ, জানিয়া রাখ, সীমালংঘনকারীরা অন্যদিকাল তথায় শাস্তিভোগ করিবে, কোন অবস্থায় উহারা তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না এবং তাহা হইতে উহাদিগের মুক্ত করার ক্ষমতাও কাহারো থাকিবে না। উহাদিগের ব্যাপারে সুপারিশ করার কোন সুযোগ দেওয়া হইবে না।

তাই পরবর্তী অয়াতে বলা হইয়াছে যে,

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

অর্থাৎ, আল্লাহর শাস্তির বিরুদ্ধে উহাদিগের সাহায্য করিবার জন্য উহাদিগের কোন অভিভাবক থাকিবে না।

আর وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ আত্মাহু কাহাকেও পথভ্রষ্ট করিলে তাহার কোন গতি নাই। অর্থাৎ, তাহার সংপথে চলার সব পথ বন্ধ হইয়া যায়।

(৪৭) اِسْتَجِيبُوا الْمَرْيُومَ مِمَّنْ قَبْلُ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ

الْاٰثْمٰتِكُمْ مِّنْ مَّلٰجِئٍ يُّؤْمِنُوْنَ وَمَا لَكُمْ مِّنْ تٰكِيْرٍ ۝

(৪৮) فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا اِلَّا

الْبَلٰغُ ۝ وَاِنَّا اِذَا اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِثْلًا رَّحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۝ وَاِنْ تُصِبْهُمْ

سَيَْۡٔةٌ مِّمَّا قَدَّمْتْ اَيْدِيَهُمْ وَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ۝

৪৭. সে দিবস আসিবার পূর্বে তোমাদিগের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দাও, যাহা আল্লাহর বিধানে অপ্ৰতিরুদ্ধ, যেদিন তোমাদিগের কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না এবং তোমাদিগের জন্য উহা নিরোধ করিবার কেহ থাকিবে না।

৪৮. উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তোমাকে তো আমি ইহাদিগের রক্ষক করিয়া পাঠাই নাই। তোমার কাজ তো কেবল প্রচার করিয়া যাওয়া। আমি মানুষকে

যখন অনুগ্রহ আবাদন করাই তখন সে ইহাতে উৎফুল্ল হয় এবং যখন উহাদিগের কৃতকর্মের জন্য উহাদিগের বিপদ-আপদ ঘটে তখন মানুষ হইয়া পড়ে অকৃতজ্ঞ।

তাফসীর : ইতিপূর্বে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের ভয়াবহ শাস্তির প্রতি ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃপর তিনি সেই দিনের অচিন্তনীয় শাস্তি হইতে পরিত্রাণের লক্ষ্যে স্বীয় বান্দাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন :

اِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلُ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ

অর্থাৎ, অকস্মাৎ সেই দিনটি আসিবার পূর্বে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দাও। সেই দিনটির আগমন অবশ্যগ্ৰাবী এবং উহা প্রতিরোধ করিবার শক্তি কাহারো নাই। উহার আগমন কেহই ঠেকাইতে পারিবে না।

مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلٰجِئٍ يُّؤْمِنُوْنَ وَمَا لَكُمْ مِّنْ تٰكِيْرٍ সেদিন তোমাদিগের কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না এবং তোমাদিগের জন্য উহা নিরোধ করিবার কেহ থাকিবে না। অর্থাৎ যখন সেই দিনটির আগমন ঘটিবে তখন তোমাদিগকে পালাইবার কোন জায়গা থাকিবে না। আত্মগোপন করিয়া থাকার কোন সুযোগ তোমাদিগের থাকিবে না এবং আল্লাহ চোখে ধুলি দিয়া পাল্গাবার সব বন্ধ পথ তখন খুঁজিয়া পাইবে না। কেননা আল্লাহর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অপারিসীম এবং তাহার দৃষ্টি ও শক্তি সর্বব্যাপী। তাই সকলকে তাহারই দ্বারে উপস্থিত হইতে হইবে এবং সকলের সর্বশেষ প্রত্যাবর্তন তাহারই নিকট।

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলিয়াছেন :

يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اِنَّ الْمَفْرُ- كَلًا لَّوْزَرَ- اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقْرُّ

অর্থাৎ, সেদিন মানুষ বলিবে, আজ পাল্গাইবার স্থান কোথায়? না কোন আশ্রয়স্থল নাই। সেদিন ঠাই হইবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।

অতঃপর বলেন, اَعْرَضُوْا فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا وَمَا لَكُمْ مِّنْ تٰكِيْرٍ অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ! মুশরিকরা যদি তোমার আহ্বান হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, অর্থাৎ, তবে উহাদিগকে হিদায়েতের উপর জবরদস্তি করিতে তোমাকে পাঠাই নাই। এবং نِسْرٌ عَلَيْكَ هٰذَا وَمَا لَكُمْ مِّنْ تٰكِيْرٍ অর্থাৎ, তোমার দায়িত্ব হইল কেবল প্রচার করা— মানুষের নিকট দীনের দাওয়াত পৌছাইয়া দেওয়া এবং শাসন ও হিনাব গ্রহণ করার দায়িত্ব আমার।

আর এই স্থানেও সেই কথা বলা হইয়াছে যে, **أَنْ عَلَّمَكَ بِمَا** তোমার কাজ তো কেবল প্রচার করা। অর্থাৎ, মানুষের নিকট দীনের দাওয়াত পৌছাইয়া দেওয়া এতটুকু তোমার দায়িত্ব।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَإِنَّا إِذَا أَنْزَلْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ مَّا رَحْمَةً فَفَرِحَ بِهَا** : জামি মানুষকে যখন অনুগ্রহ অস্বাদন করাই তখন সে ইহাতে উৎফুল্ল হয়। **وَإِنَّا إِذَا أَنْزَلْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ مَّا رَحْمَةً فَفَرِحَ بِهَا** যখন মানুষদিগের কৃতকর্মের জন্য মানুষদিগের **سَيِّئَاتٍ** বিপদ-আপদ ঘটে তখন মানুষ ইহা পড়ে অকৃতজ্ঞ। অর্থাৎ, মানুষকে যখন সুখ স্পর্শ করে তখন সে সব ব্যাপারে সীমা ছাড়াইয়া আনন্দের আতিশয্যে গা ভাসাইয়া দেয় এবং যখন দুঃখ ও দৈন্য মানুষকে বেড়াইয়া ধরে, তখন সে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। পূর্বের সকল সুখ ও নিয়ামতের কথা সে ভুলিয়া যায়— জীবনে কোন সুখ যেন তাহাকে স্পর্শ করে নাই— এমনভাবে সে প্রত্যাশ করে। এক পর্যায়ে পূর্বের সকল নিয়ামত সে অস্বীকার করিয়া বসে।

যেমন মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “হে মহিলা সম্প্রদায়! তোমরা বেশী পরিমাণে দান কর। কেননা অধিক সংখ্যক মহিলাকে আদি জাহান্নামে জ্বলিতে দেখিয়াছি।” এই কথা শুনিয়া জনৈক মহিলা জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহার কারণ কি? জবাবে তিনি বলেন, “তোমরা বেশি অনুযোগ কর, স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও এবং দীর্ঘ একঘণ্টা যুগও যদি তোমাদিগের কেহ তাহার প্রতি ইহসান করে। আর এক পর্যায়ে যদি তোমরা একদিনের জন্য ইহসান বাদ দিয়া দাও, তবে সে তোমরা পূর্বকার সকল ইহসান অস্বীকার করিয়া বলে— তোমার দ্বারা জীবনে কখনো কোন কল্যাণ দেখি নাই।”

এই অভ্যাস প্রায় সকল মহিলার। তবে ফাহাকে আল্লাহ সঠিক বুঝ দান করেন, যাহাকে হিদায়াতের উপর পরিচালিত করেন এবং যাহাকে আল্লাহ সঠিক পথের দিশা দান করেন সেই কেবল ইহা ইহাতে নিবৃত্ত থাকেন। যাহার দাত্যকার মু'মিন কেবল তাহারা এই সব ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকে।

যথা রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, (যাহারা সত্যিকার মু'মিন) তাহারা সকল বুঝে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যখন তাহাদিগকে দুঃখ স্পর্শ করে তখন তাহারা ধৈর্য অবলম্বন করে, যাহা তাহাদিগের জন্য কল্যাণকর হইয়া থাকে। আর এই বৈশিষ্ট্য কেবল মু'মিনদিগের মধ্যে থাকিয়া থাকে।

(৬৭) **لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْاَرْضِ يُخَلِّقُ مَا يَشَآءُ ۗ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ**
ءِزَآءًا وَّيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُوْرَ ۗ

(৫০) **أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَ إُنثٰنًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيْبًا ۗ إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝**

৪৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।

৫০. অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে করিয়া দেন বন্ধ্যা। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং এই দুইয়ের মালিকও তিনি। আর এই দুইয়ের অধিকর্তা একমাত্র তিনি। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা হয়, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন না, তাহা হয় না। তিনি যাহাকে ইচ্ছা দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা দেন না। তিনি কাহাকেও দেওয়ার ইচ্ছা করিলে তাহার ঠেকাবার শক্তি কাহারো নাই এবং তিনি কেহকে দেওয়ার ইচ্ছা না করিলে কোন শক্তি তাহা দিতে সমর্থ হয় না। আর তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন সৃষ্টি করেন। তাই তিনি যাহাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন। **لِنٰثًا** অর্থাৎ, ‘কেহকে তিনি কেবল কন্যা সন্তানের জনক করেন।’ বাগভী (র) বলেন, যেমন হযরত লূত (আ)।

وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُوْرَ অর্থাৎ ‘যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি কেবল পুত্র সন্তান দান করেন।’ বাগভী (র) বলেন। যেমন— হযরত ইব্রাহীম (আ)। তাহার কোন কন্যা সন্তান ছিল না।

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَ إُنثٰنًا অর্থাৎ, ‘অথবা তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পুত্র ও কন্যা উভয় লিঙ্গের সন্তান দান করেন।’ বাগভী (র) বলেন, যেমন হযরত মুহাম্মদ (সা)।

وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيْبًا অর্থাৎ, ‘যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি বন্ধ্যা করিয়া দেন।’ বাগভী (র) বলেন, যেমন ইয়াহিয়া ও ইসা (আ)।

অতএব প্রকার ইহল চারটি। এক প্রকার লোকের কেবল কন্যা সন্তান হয়, এক প্রকার লোকের কেবল পুত্র সন্তান হয়। এক প্রকার লোকের কন্যা ও পুত্র উভয় লিঙ্গের সন্তান হয়। আর এক প্রকার নিঃসন্তান থাকে। তাহাদিগের কোন সন্তান হয় না। যাহাদিগকে বলা হয় বন্ধ্যা।

أَنْ عَلِيمٌ অর্থাৎ, উপরোক্ত চার প্রকারের মধ্যে কাহাকে কোন ধরনের সত্ত্বানের জনক করিবেন তাহা কেবল তিনিই জানেন। এই ব্যাপারে তিনিই সর্বজ্ঞ।

قَدِيرٌ অর্থাৎ, তিনি স্বীয় শক্তি বনে এইভাবে মানুষকে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত করিয়া থাকেন।

এই আয়াতটি ঈসা (আ) সম্পর্কে আলোচিত সেই আয়াতটির অনুরূপ মর্মার্থপূর্ণ, যাহাতে বলা হইয়াছে যে, وَنَجَعْنَا آيَةَ لِلنَّاسِ আমি উহাকে এই জন্য সৃষ্টি করিব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন। অর্থাৎ, যাহার দ্বারা আমার কুদরতের প্রকাশ ঘটে। এইভাবে আল্লাহ তা'আলা মানবকে চার ধরনের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন- আদম (আ)-কে নিরা মাটির দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন পুরুষ ও স্ত্রীর মাধ্যমে তাঁহাকে সৃষ্টি করেন নাই। দ্বিতীয়ত, হাওয়া (আ)-কে কেবল পুরুষের মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে স্ত্রীর কোন ভূমিকা নাই। তৃতীয়ত, একমাত্র ঈসা (আ) ব্যতীত সকল মানুষকে স্ত্রী ও পুরুষের যৌথ মিলনের মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছেন। চতুর্থ ঈসা (আ)-কে কেবল মহিলার মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে পুরুষের কোন ভূমিকা নাই। মানব প্রজন্মের চারটি ধারা ঈসা (আ)-এর জন্মের মাধ্যমে পূর্ণ হইল। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : وَنَجَعْنَا آيَةَ لِلنَّاسِ অর্থাৎ, আমি উহাকে এই জন্য সৃষ্টি করিব যেন সে হয় মানুষের এক নিদর্শন।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে, জনক ও জননী চার প্রকারের এবং সেই প্রসঙ্গে এই কথাও আলোচনা করা হইল যে, জননও চার প্রকারের। তাই বুঝা গেল যে, জনক ও জননীও চার প্রকারের এবং জন্মও চার প্রকারের। পবিত্রতম সত্ত্বা আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।

(৫১) وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِهِ
حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بآذَانِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

(৫২) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا

الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ

عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

(৫২) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

إِلَّا إِلَى اللَّهِ تُصِيبُ الْأُمُورُ ۝

৫১. মানুষের এমন মর্যাদা নাই যে, আল্লাহ তাহার সহিত কথা বলিবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে যে দূত তাহার অনুমতিক্রমে তিনি যাহা চাহেন তাহা ব্যক্ত করেন। তিনি সমুদ্রত, প্রজ্ঞাময়।

৫২. এইভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; তুমি তো জানিতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি ইহাকে করিয়াছি আলো বাহা দ্বারা আমি আমার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি; তুমি তো প্রদর্শন কর কেবল সরল পথ—

৫৩. সেই আল্লাহর পথ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাহার মালিক। জানিয়া রাখ, সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

তাফসীর : এই স্থানে ওহীর সুর, মরতবা ও উহার ধরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। কখনো ওহী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মনের মধ্যে ঢালা হইত। তবে তাহা যে সত্যই ওহী সেই সম্পর্কে তাঁহার মনে কোন প্রকারের সন্দেহ থাকিত না।

যেমন সহীহ ইবন হাঙ্ক্বানের একটি হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : "রুহুল কুদুস আমার মধ্যে এই কথা প্রবেশ করাইয়াছেন যে, কোন আত্মা স্মৃত্যবরণ করিবে না, যতক্ষণ না সে তাহার রিযিক ও বন্স পূর্ণ না করিবে। অতএব তোমরা ডাকওয়া অবলম্বন কর এবং সৎ পন্থায় রিযিক অনুসন্ধান কর।"

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : أَوْ مِنْ وَرَائِهِ حِجَابٍ 'অথবা কোন অন্তরাল ব্যতিরেকে।' যেমন এই প্রসঙ্গে আল্লাহর সহিত মুসা (আ)-এর কথোপকথনের কথা

উল্লেখ করা হইতে পারে। মুসা (আ) আলাহর সহিত কথোপকথনের এক পর্যায়ে তাঁহাকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখনো একটি খবনিকার অন্তরালে থাকিয়া আবরণ হইয়া যায়।

সইহ হাদীসের মধ্যে অসিয়াছে, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, "কোন অন্তরান ব্যতীত সরাসরি কারো সহিত আলাহ তা'আলা কথা বলেন নাই। একমাত্র তোমার পিতার সহিত তিনি সরাসরি কথা বলিয়াছিলেন।"

উল্লেখ্য যে, তাহার পিতা উহদের যুগে শাহাদাতবরণ করিয়াছিলেন। আলাহর সহিত তাহার কথা হইয়াছিল 'আলমে বরখাথে' বদিয়া। আর এই আয়াতে ইহজীবনের কথোপকথনের কথা বলা হইয়াছে।

وَأَرْسِلْ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآيَاتِهِ عَائِشَةً ۖ অর্থাৎ, অথবা জিবরাঈল প্রেরণ দ্বারা আলাহ তাহা চাহেন তাহা তিনি ব্যক্ত করেন তাহার অনুমতিক্রমে। যেমন- জিবরাঈল সহ অন্যান্য ফেরেশতাকে নবীদিগের নিকট প্রেরণ করা হইত।

وَأَنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۖ অর্থাৎ, তিনি সমুন্নত, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও প্রজ্ঞাময়।

ইহর পর বলিয়াছেন : وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا نَنْفِرْنَا

অর্থাৎ এইভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি কিতাব তথা আমার নির্দেশ অর্থাৎ আল কুরআন।

مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِنشَانُ ۖ অর্থাৎ তুমিতো জানিতো না কিতাব কি এবং ইমান কি। তাহা আমি কুরআনের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি তোমার অবগতির জন্য।

وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نُّهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۖ অর্থাৎ, পক্ষান্তরে আমি কুরআনকে করিয়াছি আলো-যাহা দ্বারা আমি আমার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করি।

যেমন কুরআনের অন্য স্থানে আলাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَنُورٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ

অর্থাৎ বল, বিশ্বাসীদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসী তাহাদিগের কর্ণে রহিয়াছে বধিরতা এবং কুরআন হইবে ইহাদিগের জন্য অন্ধকার স্বরূপ।

وَأَنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۖ অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ! তুমি তো কেবল সরল পথই প্রদর্শন কর"- অতঃপর ইহার ব্যাখ্যা করিয়া আলাহ তা'আলা বলেন, صِرَاطٍ

আলাহর পথ। অর্থাৎ সংবিধান প্রণয়ন করার অধিকার একমাত্র আলাহই সংরক্ষিত। এই পথে তুমি মানুষকে আহ্বান কর এবং এই সংবিধান মানিতে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ কর।

وَأَرْسِلْ نَهْمًا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ অর্থাৎ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক তিনি, ইহার মালিক তিনি এবং ইহার অধিকর্তাও তিনি। তাহার হুকুমে ইহা পরিচালিত হয় এবং তাহার হুকুম অমান্য করার অধিকার কাহারো নাই।

إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ۖ অর্থাৎ সকল বিষয়ের পরিণাম আলাহর নিকট। অর্থাৎ সকল কর্মের বিচার তিনি করেন এবং আদেশ নিষেধ ও বিধান প্রণয়ন করার অধিকার কেবল তাহারই আছে। জালিম ও অস্বীকারকারীরা তাহার প্রতি যে সব অপবাদ আরোপ করে তাহা হইতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি সমুন্নত, তাহার আসন সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত।

সূরা যুখরুফ

৮৯ আয়াত, ৭ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) هَمِّ ۝

(২) وَالْكِتَابِ الْبَيِّنِ ۝

(৩) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

(৪) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَىٰ حَكِيمٍ ۝

(৫) أَفَتَضْرَبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۝

(৬) وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ۝

(৭) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

(৮) فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَ مَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ۝

১. হা-মী-ম,

২. শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের।

সূরা যুখরুফ

৮৩

৩. আমি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় কুরআনরূপে, যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

৪. ইহা রহিয়াছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে; ইহা মহান জ্ঞানগর্ভ।

৫. আমি কি তোমাদিগ হইতে এই উপদেশবাণী সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করিয়া লইব এই কারণে যে, তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়?

৬. পূর্ববর্তীদিগের নিকট আমি বহু নবী প্রেরণ করিয়াছিলাম।

৭. এবং যখনই উহাদিগের নিকট কোন নবী আসিয়াছে উহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছে।

৮. উহাদিগের মধ্যে যাহারা ইহাদিগের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল তাহাদিগকে আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম; আর এইভাবে চলিয়া আসিয়াছে পূর্ববর্তীদিগের অনুরূপ দৃষ্টান্ত।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالْكِتَابِ الْبَيِّنِ অর্থাৎ, কুরআনের শপথ, যাহার রচনাভঙ্গি সাবলীল, যাহার অর্থ বোধগম্য, সুস্পষ্ট এবং যাহার চমৎকৃত শব্দগুলি চমৎকার, যাহা রচিত হইয়াছে আরবী ভাষায়, যাহাতে ইহার মুখ্য শ্রোতারা ইহার অর্থ সহজে আশ্রয় করিতে পারে; তাই বলিয়াছেন : إِنَّا جَعَلْنَاهُ : আমি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি কুরআনরূপে আরবী ভাষায়; অর্থাৎ যাহার অর্থ বলিষ্ঠ এবং যাহা রচিত হইয়াছে আরবী ভাষায়।

অর্থাৎ, যাহাতে ইহার অর্থ তোমরা হৃদয়গ্রহণ করিতে পার এবং সক্ষম হও এই ব্যাপারে গবেষণা করিতে।

এই কিতাব মহান, সারগর্ভ-আমার নিকট আছে সংরক্ষিত ফলকে। এই কথা বলিয়া কুরআনের মহত্ব ও অপারিসীম গুরুত্বের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। যাহাতে পৃথিবীর অধিবাসী মানবকুলও ইহার গুরুত্ব ও মহত্ব বুঝিতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ وَإِنَّهُ অর্থ আল কুরআন الْكِتَابِ الْبَيِّنِ অর্থ লাওহে মাহফুজ। এই অর্থ করিয়াছেন ইবন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র)। لَدَيْنَا অর্থ আমার নিকট। ইহা বলিয়াছেন কাতাদা (র) প্রমুখ। وَإِنَّهُ অর্থ এমন একটি স্থান যাহা পবিত্র সম্মানিত ও মর্যাদাবান। এই অর্থও করিয়াছেন কাতাদা (র)। الْحَكِيمِ অর্থ এমনভাবে সংরক্ষিত যাহা বাতিল ও মিথ্যা সংযোজিত হওয়ার আশংকা হইতে মুক্ত। এই সব কথা উল্লেখ করা হইয়াছে কুরআনের গুরুত্ব ও মহত্ব বুঝাইবার জন্য। যথা অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে :

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ - فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ - لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ - ইহা সম্মানিত কুরআন যাহা আছে সুরক্ষিত কিতাবে যাহারা পূত-পবিত্র তাহারো ব্যতীত

অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করিবে না। ইহা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ।

অন্য একস্থানে অরো বলা হইয়াছে :

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۚ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۖ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۚ
بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۖ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۚ

অর্থাৎ, এই প্রকার আচরণ অনুচিত, ইহা উপদেশ বাণী; যে ইচ্ছা করিবে সে ইহা স্মরণ রাখিবে। উহা আছে মহান উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন পবিত্র গ্রন্থে, মহান পুস্ত-পবিত্র লিপিকর হস্তে লিপিবদ্ধ।

উল্লেখ্য যে, এই সকল আয়াতের আনোকে বিস্তৃত আলিমাগণ উদ্ভাবন করিয়াছেন যে, অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা নিষিদ্ধ; এই ধরনের আদেশ সম্বলিত একটি হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে।

কওহে মাহফুজে সংরক্ষিত কুরআনকে ফেরেশতারা যথোচিত সম্মান করেন, তাই পৃথিবীর অধিবাসী মানুষের উচিত উহার আরো বেশী সম্মান করা। মানুষের উচিত ফেরেশতাদিগের চেয়ে কুরআনের সম্মান তাহাদিগের আরো পত্তীর্ণভাবে অনুধাবন করা। কেননা, উহা মানুষের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে—তাহাদিগেরই কল্যাণের উদ্দেশ্যে। পৃথিবীর মনব জাতিই কুরআনের মুখ্য শ্রেণী। তাই কুরআন মানবজাতির নিকটই বেশী সম্মান পাওয়ার দাবী রাখে এবং তাহাদিগের উচিত জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআনের অনুসরণ করা। তাই কুরআনকে সম্মান প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে পরোক্ষভাবে আত্মা তা'আলা বলিয়াছেন : وَأَنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَّكُمْ تَحْكُمُونَ এই কিতাব মহান সরগর্ভ আমার নিকট আছে সংরক্ষিত ফলকে।

ইহার পরের আয়াতে তিনি বলিয়াছেন : أَفَتَضْرِبُونَ عُنُقَ الذُّكْرِ صَفْحًا ۚ

অর্থৎ তোমরা সীমানলঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় বলিয়া কি আমি তোমাদিগের হইতে কুরআন প্রত্যাহার করিয়া তোমাদিগকে অব্যাহতি দিব?

এই আয়াতের অর্থে মুফাসসিরগণ মতবিরোধ করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল, তোমরা কি ইহা ধারণা করিয়াছ যে, তোমরা কুরআন সমর্থন না করিলে এবং তোমরা উহার অনুসরণ না করিলে তোমাদিগকে উহার অনুসরণ করা হইতে অব্যাহতি দান করিব এবং এইজন্য তোমাদিগকে কোন শাস্তি দিব না? এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইবন আব্বাস (রা), আবু সালিহ, মুজাহিদ ও সুদী (র) এবং ইহা পছন্দ করিয়াছেন ইবন জারীর (র)।

আর কাভাদা (র) বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল, এই উম্মতের গুরুর লোকেরা যখন কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল তখন যদি কুরআনকে প্রত্যাহার করিয়া

সূরা যুখরুফ

নিত, তাহা হইলে তাহার সাথে পৃথিবীকেও ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু সীমাহীন করুণাময় আল্লাহ তাহা করা পছন্দ করেন নাই। বরং এই পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি দীর্ঘ বিশটি বৎসর ধারাবাহিকভাবে কুরআনের অবতরণ অব্যাহত রাখিয়াছেন।

কাভাদা (র)-এর ব্যাখ্যাটি খুবই সুন্দর ও তাৎপর্যবহ। কেননা এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝান হইয়াছে যে, দয়াময় করুণাশীল আল্লাহ কুরআন অস্বীকারকারীদের তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া এক ঘরে করিয়া রাখেন না বরং অব্যাহতভাবে উহাদিগকেও নসীহত-খয়রাত করিতে থাকেন। ফলে ইহার দ্বারা উপকৃত হয় নেককার বান্দারাও। পশ্চাত্তরে অস্বীকারকারীদের প্রতি তাহার সত্যতার প্রমাণাদিও এক পর্যায়ে পূর্ণতায় পৌঁছিয়া যায়।

পরবর্তী আয়াতে কাফিরদিগের অস্বীকারের মুখে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সাবুনা দিয়া বলেন : وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ۖ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۚ তাই কানুওঁয়া বাহু রাশুল শেরণ করিয়াছিলাম। তাই ইস্তেহুয়ুনুওঁয়া যখনই উহাদিগের নিকট কোন নবী আসিয়াছে উহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছে। অথচ فَأَمَّا كُنَّا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا ۚ উহাদিগের মধ্যে যাহারা ইহাদিগের চেয়ে শক্তিতে প্রবল ছিল তাহাদিগকে আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম।

অর্থাৎ, পূর্বকালের নবীগণকে যাহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল তাহাদিগকে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলাম। হে মুহাম্মদ! তোমাকে যাহারা মিথ্যাবাদী বলে তাহারা তো উহাদিগের চেয়ে শক্তিতে অনেক দুর্বল।

যেমন কুরআনের অন্য একস্থানে বলা হইয়াছে :

أَقَلَّمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ ۚ

অর্থাৎ 'উহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই ও দেখে নাই উহাদিগের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হইয়াছিল। পৃথিবীতে তাহারা ছিল ইহাদিগের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল।' এই ধরনের একাধিক আয়াত কুরআনের মধ্যে আছে। অতঃপর বলা হইয়াছে مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَمَثَلُ الْآخِرِينَ এইপ্রকার ঘটনা পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রেও ঘটিয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেন, مَثَلُ ۚ অর্থ এই ধরনের পরিস্থিতির মুকাব্বলা পূর্ববর্তীগণও করিয়াছেন। ইহা পূর্ববর্তী নবীগণের একটি সুল্লাতও বটে।

কাভাদা (র) বলেন, পূর্ববর্তী নবীগণের সহিত তাহার উদ্ভাৱন এই ধরনের ব্যবহার করার জন্য তাহাদিগকে চরম মূল্য দিতে হইয়াছে।

কেহ বলিয়াছেন যে, مثل অর্থ শিক্ষণীয়। অর্থাৎ, পূর্ববর্তীকালীন নবীগণকে অস্বীকার করার জন্য সে কালের লোকেরা যে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে; সেই সব ঘটনা বর্তমান লোকদিগের জন্য অবশ্যই একটি শিক্ষণীয় বিষয়। বর্তমানের লোকেরা যদি সেই ধরনের কোন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করে তবে তাহাদিগকেও উহাদিগের ন্যায় করুণ পরিণতি ভোগ করিতে হইবে।

এই সূরার শেষের দিকে আল্লাহ তা'আলা তাই বলিয়াছেন : فَجَعَلْنَاكُمْ سُلْفًا ۖ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ অর্থাৎ পরবর্তীদিগের জন্য আমি উহাদিগকে করিয়া রাখিলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।

অন্য আয়াতে তিনি আরো বলিয়াছেন :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ

এই আয়াতের পরবর্তী অংশে তাই তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলিয়াছেন :

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا إِبْرَاهِيمَ إِذْ كَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَوْثَرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْهُ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۚ

(৯) وَلَكِنَّ سَاءَ لِقَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝

(১০) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

(১১) وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا

كَذَلِكَ نُخْرِجُوكَ ۝

(১২) وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْهَا

وَالْأَنْعَامَ مَا تَرْكَبُونَ ۝

(১৩) لِنَسْتَوَاعِلَ ظُهُورِهِمْ ۖ ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ

عَلَيْهِمْ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِبِينَ ۝

(১৪) وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۝

৯. তুমি যদি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে?' উহারা অবশ্যই বলিবে, 'এইগুলি তো সৃষ্টি করিয়াছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ।'

১০. যিনি তোমাদিগের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন শয্যা এবং উহাতে করিয়াছেন তোমাদিগের চলিবার পথ, যাহাতে তোমরা সঠিক পথ পাইতে পার।

১১. এবং যিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে এবং আমি তাহারা সঞ্জীবিত করি নিজেই ভুৎগকে। এইভাবেই তোমাদিগকে পুনঃস্থিত করা হইবে।

১২. এবং তিনি যুগলসমূহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদিগের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও আনআম (চতুষ্পদ জন্তু) যাহাতে তোমরা আরোহণ কর।

১৩. যাহাতে তোমরা উহাদিগের পৃষ্ঠে স্থির হইয়া বসিতে পার, তারপর তোমাদিগের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তোমরা উহার উপর স্থির হইয়া বস; এবং বল, 'পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি ইহাদিগকে আমাদিগের বশীভূত করিয়া দিয়াছেন। যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না ইহাদিগকে বশীভূত করিতে।'

১৪. আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিব।

তাকসীরে : আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ ! যাহারা আল্লাহর সহিত অংশীদার নির্ধারণপূর্বক তাহার ইবাদাত করে— সেই সকল মুশরিকদিগকে যদি জিজ্ঞাসা কর যে, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে?' উহারা অবশ্যই বলিবে, এইগুলি তো; সৃষ্টি করিয়াছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ। অর্থাৎ তাহারা বুঝে এবং এক বাক্যে স্বীকার করে যে, এইগুলি আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি একক ও অংশীদার বিহীন। কিন্তু তাহাদিগের আমল তাহাদিগের বিশ্বাসের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। কেননা ইবাদতের বেলায় তাহারা আল্লাহর সহিত আরো অনেক দেব-দেবতাকে শরীক করে।

অতঃপর আলাহু তা'আলা বলেন, **وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَسَدًا** যিনি তোমাদিগের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন শয্যা। অর্থাৎ, যিনি পৃথিবীকে শয্যা করিয়াছেন, যাহা স্থির ও অনড়, যাহার পৃষ্ঠের উপর তোমরা বিচরণ কর এবং যাহার পৃষ্ঠের উপর তোমরা নিদ্রিত হও এবং জাহ্নত হও। কিন্তু এই পৃথিবী পানির উপর ভাসমান। তাই এই ভাসমান পৃথিবীর উপর পাহাড় সৃষ্টি করিয়া তিনি উহাকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। যাহাতে উহা হেলিতে-দুলিতে না পারে।

وَجَعَلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا অর্থাৎ তিনি পৃথিবীর পাহাড় ও জনপদগুলোর মধ্য দিয়া তোমাদিগের জন্য জনপথ সৃষ্টি করিয়াছেন।

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ অর্থাৎ যাহাতে তোমরা এক শহর হইতে অন্য শহরে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে, এবং এক মহাদেশ হইতে অন্য মহাদেশের স্বীয় গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পার।

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ অর্থাৎ, তিনি আকাশ হইতে ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা ও পশুকুলের জন্য এবং পান করার জন্য পরিমিত পরিমাণ বারি বর্ষণ করেন।

فَانشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا অর্থাৎ, বারি বর্ষণের কারণে নিজেই বর্ষা সঞ্জীবিত হইয়া উঠে এবং বরা বিদূরীত হয়। আর বাগ-বাগিচা সবুজ হইয়া উঠে এবং বৃক্ষরাশি ফুলে-ফলে ভরিয়া যায়।

অতঃপর তিনি সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন, বারি বর্ষণের দ্বারা তিনি যেভাবে নিজেই বর্ষা সঞ্জীবিত করিয়া তোলেন, মৃত্যুর পরে কিয়ামতের দিনও তিনি মানবকুলকে সেইভাবে পুনর্জীবিত করিয়া তুলিবেন। তাই আনোচ্য আয়াতের শেষাংশে তিনি বলিয়াছেন : **كَذَلِكَ نُخْرِجُوكَ** অর্থাৎ, এইভাবেই তোমাদিগকে পুরুষিত করা হইবে।

ইহুর পর বলেন : **وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا** তিনিই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেন যুগলরূপে। অর্থাৎ, মাটি হইতে উৎপাদিত সকল প্রকারের তরিতরকারী, শস্য, পুষ্প ও ফল এবং যত প্রকারের জন্তু-জানোয়ার রহিয়াছে সকলকে তিনি যুগলরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ الْفُلْكِ এবং তিনি তোমাদিগের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন জলযান।

وَالْأَنْعَامَ حَاتِرَكِبُونَ এবং সৃষ্টি করিয়াছেন চতুষ্পদ জন্তু যাহাতে তোমরা আরোহণ কর। অনেক চতুষ্পদ জন্তুর গোস্তু তোমরা ভক্ষণ কর এবং উহার দুধ তোমরা পান কর। আর কিছু সংখ্যক জন্তুর পিঠে তোমরা আরোহণ কর। তাই তিনি বলিয়াছেন :

لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِمْ অর্থাৎ যাহাতে তোমরা উহাদিগের পৃষ্ঠে স্থির হইয়া বসিতে পার এবং মালামাল বহন করিতে পার।

عَلَى ظُهُورِهِمْ এর অর্থ সেই সকল জন্তু জানোয়ার যেইগুলি পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ 'উহাদিগের পৃষ্ঠে বসিয়া তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর।'

إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا لَنَا مَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ আর বল; 'পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উহাদিগকে আমাদিগের বশীভূত করিয়া দিয়াছেন— যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না ইহাদিগকে বশীভূত করিতে।'

ইব্বন আক্বাস (রা), কাতাদা, সুদী ও ইব্বন খায়দ (র) বলেন, **مُقْرِنِينَ** অর্থ 'আমরা উহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিলাম না।'

وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ 'আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিব।' অর্থাৎ মৃত্যুর পর সকলকে তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইতে হইবে। আর তাহাই হইল আমাদিগের মহাপ্রত্যাবর্তন। এই কথা বলিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, পরকালের সফর ইহকালের সফরের চেয়ে ঢের কঠিন। যথা অন্য একস্থানে বলা হইয়াছে যে, পাথের মঞ্জুর কর আর পরকালের পাথের ইহকালের পাথের চেয়ে অনেক মূল্যবান।

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ অর্থাৎ 'তোমরা পাথের ব্যবস্থা করিও। তাকওয়া অবলম্বন করাই শ্রেষ্ঠ পাথের।'

আর পার্থিব পরিচ্ছদের চেয়ে অপার্থিব পরিচ্ছদকে প্রাধান্য দিয়া বলিয়াছেন :

وَرَيْشًا وَكِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ অর্থাৎ 'লজ্জাস্থান ঢাকিবার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদিগকে পরিচ্ছদ দিয়াছি। তবে তাকওয়া অবলম্বন করার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ।'

চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহণ করার দোমা সম্বন্ধীয় হাদীসসমূহ

আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্বন আব্দু আলিব (রা)-এর হাদীস

ইমাম আহমদ (র) আলী ইব্বন রবীআ (র) বর্ণনা করেন, আলী (রা)-কে আমি দেখিয়াছি সওয়ারীর রেকাবের উপর পা রাখিয়া বলিয়াছেন, বিস্মিল্লাহ। অতঃপর সওয়ারীর পিঠে স্থির হইয়া বসার পর বলেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا لَنَا مَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ- وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ-

অতঃপর তিনবার আলহামদুলিল্লাহ বলিয়া আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং তিনবার আল্লাহ আকবর বলেন। ইহার পর বলেন: سُبْحَانَكَ يَا إِلَهَ الْأَنْبِيَاءِ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي

অতঃপর তিনি মুচকি হানেন। তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি হাসলেন কেন? তিনি বলিলেন, এই অবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হাসিতে দেখিয়াছি। তোমার মত আমিও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি হাসলেন কেন? জবাবে তিনি বলিয়াছিলেন: "যখন কোন বান্দাকে আল্লাহ তা'আনা বলিতে শুনে, 'হে আমার প্রভু! আমাকে কমা করিয়া নাও।' তখন তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং বলিতে থাকেন, 'আমার বান্দা জানে যে, আমি স্বাক্ষরিত তাহার অন্য কেহ পাপ ক্ষমা করিয়া দিবার নাই।'

এই হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিযী (র) ও আবুল আহওয়ালের হাদীসে নাসায়ী (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর হাদীস

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে স্বীয় সওয়ারীর পিছনে উঠাইয়া বসান। তিনি স্থির হইয়া বসিয়া প্রথমে তিনবার আল্লাহ আকবর বলেন, তিনবার আলহামদুলিল্লাহ বলেন, তিনবার সুবহানুল্লাহ বলেন এবং একবার বলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' অতঃপর তিনি উহা পিছনের দিকে ঝুঁকিয়া মুচকি হানেন এবং আমার নিক্তে মুখ ঘুরাইয়া বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন চতুর্দিক জন্তুর উপর আরোহণপূর্বক এইরূপ করিবে যাহা আমি করিলাম, তবে আল্লাহও তাহার দিকে তাকাইয়া এইরূপ মুচকি হানিবেন। যেইরূপ আমি তোমার দিকে তাকাইয়া হাসিলাম। এই হাদীসটি একমাত্র ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর হাদীস

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো স্বীয় সওয়ারীর উপর আরোহণ করিলে তিনি প্রথমে তিনবার আল্লাহ আকবর বলিতেন। অতঃপর বলিতেন,

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبِينَ

অতঃপর বলিতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا الْبِرَّ وَالْتِقَى- وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَأَطْوِلْنَا الْبَعِيدَ- اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَمْرِ- اللَّهُمَّ أَمْحِبْنَا فِي سَفَرِنَا وَأَخْلِفْنَا فِي أَهْلِنَا-

আর সফর হইতে তিনি স্বীয় পরিজনবর্গের নিকট পৌছিয়া বলিতেন:

إِنِّي أَنُوبُ تَائِبُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ইবন জুরাইজের হাদীসে ইহা নাসায়ী, আবু দাউদ ও মুসলিম প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন হাম্বাদ ইবন সালযার হাদীসে। তবে এই উভয় রেওয়াজাতের মূল রাবী হইলেন আবু যুবাইর।

অপর এক হাদীসে ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন: আবু লাস খুযায়ী (রা) বলেন, যাকাতের উট হইতে একটি উট রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে হজ্জে যাতায়াতের জন্য দান করেন। আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কখনো কাউকে এই উটটির উপর সওয়ার হইতে দেখি নাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "এমন কোন উট নাই যাহার কুঁজের উপর শয়তান না থাকে। তাই আমার আদেশ মত উহার পিঠে আরোহণকালে বিসমিল্লাহ বলিয়া নিবে। এইভাবে সেই উটকে নিজের আরোহণ উপযোগী করিয়া নিবে। কেননা আরোহণ করানোর মাসিক আল্লাহ।" উল্লেখ্য যে, আবু লাসের পূর্ণ নাম হল মুহাম্মদ ইবন আল আসওয়াদ ইবন খলফ (রা)।

অপর এক হাদীস

ইমাম আহমদ (র) .. হামযাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হামযাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, "প্রত্যেক উস্তের পৃষ্ঠে শয়তান থাকে। অতএব তোমরা যখন উহার উপর আরোহণ করিবে তখন বিসমিল্লাহ পাঠ করিয়া নিবে। অতঃপর তোমরা উহা হইতে উপকৃত হইতে কমা করিবে না।

(১০) وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۝

(১১) أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَدَنًا وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ۝

(১২) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا صَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ

مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝

(১৩) أَوْ مِمَّنْ يَنْشَوْنَ فِي الْإِحْلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ۝

(১৪) وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا

خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ۝

(২) وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِنُذُرِكُمْ مِنْ عَلِيمٍ إِنَّ

هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝

১৫. উহারা তাঁহার বান্দাদিগের মধ্য হইতে তাঁহার অংশ সাব্যস্ত করিয়াছে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।

১৬. তিনি কি তাঁহার সৃষ্টি হইতে নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে বিশিষ্ট করিয়াছেন পুত্র সন্তান দ্বারা?

১৭. দয়াময় আল্লাহর প্রতি উহারা যাহা আরোপ করে উহাদিগের কাহাকেও সেই সন্তানের সংবাদ দেওয়া হইলে তাহার মুখমণ্ডল কালো হইয়া যায় এবং সে দুঃসহ মর্ম যাতনায় ক্লিষ্ট হয়।

১৮. উহারা কি আল্লাহর প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান, যে অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া লালিত-পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক কালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ?

১৯. উহারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা ফেরেশতাদিগকে নারী গণ্য করিয়াছে; ইহাদিগের সৃষ্টি কি উহারা প্রত্যাশ করিয়াছিল? উহাদিগের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

২০. উহারা বলে, 'দয়াময় আল্লাহ ইচ্ছা করিলে আমরা ইহাদিগের পূজা করিতাম না।' এ বিষয়ে উহাদিগের কোন জ্ঞান নাই; উহারা তো কেবল মিথ্যাই বলিতেছে।

তাফসীর : মুশরিকগণ চতুর্দশ জন্তুগণের কিয়দংশ তথাকথিত দেব-দেবীর বলিয়া এবং কিয়দংশ আল্লাহর বলিয়া যে ভিত্তিহীন বিষয়ে বিশ্বাস করে সেই সম্পর্কে এই স্থানে সামান্য অলঙ্কারপাত করিয়াছেন। তবে এই সম্পর্কে সূরা আনআমের মধ্যে বলা হইয়াছিল যে,

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِزْقِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.

অর্থাৎ আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করিয়াছেন তন্মধ্যে হইতে তাহার আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজদিগের ধারণা অনুযায়ী বলে, 'ইহা আল্লাহর জন্য এবং ইহা আমাদের দেবতাদিগের জন্য।' যাহা তাহাদিগের

দেবতাদিগের অংশ তাহা আল্লাহর কাছে পৌছায় না এবং যাহা আল্লাহর অংশ তাহা তাহাদিগের দেবতাদিগের কাছে পৌছায়; তাহার যাহা মীমাংসা করে তাহা নিকট।

এইভাবে তাহারা কন্যা সন্তান ও পুত্র সন্তানের মধ্যে অংশ নির্দিষ্ট করে এবং সম্মানজনক পুত্র সন্তানসমূহ তাহাদিগের এবং যত কন্যা সন্তান জন্ম নেয় তাহা সকল আল্লাহর।

যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে যে, الْكُفْرُ وَاللَّذِكْرُ وَاللَّاتُ وَاللَّاتُ إِذَا قَسَمْتَ بِهِ, অর্থাৎ তোমরা কি মনে কর পুত্র সন্তান তোমাদিগের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহর জন্য? এই প্রকার বস্তু অসংগত বস্তু।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : وَالْإِنْسَانُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ অর্থাৎ অংশীবাদীগণ তাঁহার বান্দাদিগের মধ্য হইতে কাহাকেও কাহাকেও তাঁহার সন্তান অংশ গণ্য করে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।

অতঃপর বলেন, অর্থাৎ তিনি কি তাঁহার সৃষ্টি হইতে নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমাদিগের জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন পুত্র সন্তান?

এই কথা বলিয়া আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদিগের উপহাস অপবাদে জোর প্রতিবাদ করিয়াছেন : অতঃপর পরবর্তী আয়াতে চরম দিব্বতি দিয়া তাহাদিগকে বলেন,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا حَرَّمَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.

উহারা দয়াময় আল্লাহর প্রতি যে কন্যা আরোপ করে তাহাদিগের কাহাকেও সেই কন্যা সন্তানের সংবাদ দেওয়া হইলে তাহার মুখমণ্ডল কাল হইয়া যায় ও সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।

অর্থাৎ তোমাদিগের কাহাকেও কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তো তোমরা মুখ বিকৃত করিয়া এক প্রকার সম্মানবোধে নিজেকে অপরাধী মনে কর এবং অন্যের নিকট নিজের কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ার সংবাদটা দিতে পর্যন্ত লজ্জাবোধ কর। আর কি দুঃসাহস, সেই কন্যা সন্তানগুলি সব তোমরা আল্লাহর মাড়ে চাপাইয়া দেওয়ার অপচেষ্টার মত রহিয়াছ। ষিকার তোমাদিগের বুদ্ধিমত্তার উপর।

অতঃপর বলেন, أَوْ مَنْ يُنَشِّئُوا فِي الْحُلِيِّهِ وَهُوَ فِي الْغَيْبِ غَيْرُ مُبِينٍ, উহারা কি আল্লাহর প্রতি আরোপ করে কন্যা সন্তান, যে অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া লালিত-পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক কালে স্পষ্ট যুক্তিদানে অসমর্থ?

অর্থাৎ স্ত্রী জাতি যাহাদিগকে কম বুদ্ধির বলিয়া অভিহিত করা হয়, যাহাদিগের দোষ ও ত্রুটিগুলি অলঙ্কার দিয়া আড়াল করার চেষ্টা করা হয়। আজন্ম যাহাদিগকে

অবলা মনে করা হয়, তর্ক-বিতর্কে যাহারা যুক্তির অবতারণা করিতে পারে না। ওছাইয়া কথায় বলিতে যাহারা প্রায়ই অসমর্থ থাকে এবং জীবনের প্রায় কেত্রেই যে স্ত্রী জাতি পুরুষ জাতির নিকট পরাজয় বরণ করে, সে অবলা স্ত্রী জাতিকে কোন জানে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করিতে পারে?

যেমন এক আরব কবি বলিয়াছেন :

وما الحلى الا زينة من نقيصة

يتم من حسن اذا الحسن قصرا

واما اذا كان الجمال موفرا

كحسبك لم يحتج الى ان يزودا

অর্থাৎ অলংকার অল্প সুন্দরকে সুন্দর করে। কিন্তু যদি সৌন্দর্যে কোন কম না থাকে তবে অলংকারের প্রয়োজন কি?

আর মাননিকভাবেও স্ত্রী জাতি পুরুষের চেয়ে দুর্বল। প্রতিশোধ নিতে বা প্রতিবাদ করতে তাহারা ভয় পায়। তাই স্ত্রী জাতি সম্পর্কে আরবীরা বলিয়া থাকে, কন্যা সন্তানের উত্তম সন্তান নয়। তাহারা শারীরিকভাবে সহযোগিতা করতে অক্ষম; কিন্তু পারে অশ্রু প্রবাহিত করতে আর ভালো যাহা করে তাহাও করে গোপনীয়তার সাথে।

ইহর পর বলা হইয়াছে যে,

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاءً অর্থাৎ তাহারা নারী গণ্য করে দয়াময় আল্লাহর দাস ফেরেশতাদিগকে।

অংশীবাদীদের এই বিশ্বাসের জোর প্রতিবাদ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ অর্থাৎ ফেরেশতাদিগের সৃষ্টি কি তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল?

উহাদিগের এই উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে, وَسُئِلُونَ এবং কিয়ামতের দিন এই সম্পর্কে উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। অর্থাৎ এই কথাটি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অংশীবাদীদেরকে তাহাদিগের অমূলক বিশ্বাস সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

উহারা বলে, وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ عَابِدُنَا فَمَا كَرِهْنَا أَمْرًا إِيَّاهُ جَعَلْنَا لَكُمْ آيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ অর্থাৎ আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে ফেরেশতাদিগের প্রতিকৃতি যাহা তাহারা পূজা করে তাহা করিতে তিনি প্রতিশোধ সৃষ্টি করিতেন, যে ফেরেশতাদিগকে তাহারা আল্লাহর কন্যা জ্ঞান করে। কেননা তিনি সকলের সব ধরনের তৎপরতা সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তাই

তাহারা বলিতে চায় যে, তাহাদিগের ফেরেশতা পূজা অন্যায়ে নহে বরং আল্লাহই তাহাদিগকে ইহা করার জন্য অনুমতি দান করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, মুশরিকদিগের উপরোক্ত বিশ্বাস ও আকীদা-আমলের মধ্যে কয়েকটি ভ্রান্তি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় :

এক. তাহারা আল্লাহর জন্য সন্তান নির্ধারণ করিয়াছে। অথচ ইহা হইতে আল্লাহ পবিত্র ও পূত-পবিত্র।

দুই. কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তানকে প্রাধান্য দানপূর্বক তাহারা ফেরেশতাদিগকে আল্লাহর কন্যা সন্তান বলিয়া দাবী করিয়াছে। অথচ উহাদিগের নারী গণ্য করা— ফেরেশতাসমূহ আল্লাহরই বান্দা বৈ নহে।

তিন. তাহারা যে ফেরেশতাদিগের পূজা করে এবং কেন করে সেই ব্যাপারে তাহাদিগের নিকট প্রামাণ্য কোন দলীল নাই। ইহা করার জন্য কোন প্রকারের অনুমোদন আল্লাহর নাই। বরং শ্রেফ স্রিপুর তাড়নায় গোঁড়াই ও পূর্বপুরুষদিগের অনুসরণই তাহাদিগকে এই বিপদজনক পাপের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে। জাহেলের মত তাহারা জাহেলদিগের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। ইহা করার কোন যুক্তি তাহাদিগের নিকট নাই।

চার. আর তাহারা বলে যে, ইহা যদি পাপ হইত তাহা হইলে আল্লাহ তাহাদিগকে ইহা করিতে বাধা দিতেন। এই কথা দ্বারা তাহাদিগের অজ্ঞতার মুখোশ উন্মোচিত হইয়া গিয়াছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা যুগে-যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়া তাহাদের বান্দাদিগকে কেবল তাহাদের ইবাদত করার জন্য তর্কিত দিয়াছেন। নবীগণের মাধ্যমে তিনি মানুষকে এই কথা বুঝানোর চেষ্টা করিয়াছেন যে, আল্লাহর কোন অংশীদার নাই। তিনি একক, তাহারা কোন সন্তান নাই এবং তিনিও কাহারো সন্তান নন। আর তিনি ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্যের উপযুক্ত নহে।

যথা কুরআনের মধ্যেও আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا لِيُنذِرُوا اللَّهَ وَاللَّهُ وَاجِتَنُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ

অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত করিবার ও তাওতকে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি; অতঃপর উহাদিগের কতককে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহাদিগের কতকের পথভ্রান্তি হইয়াছিল সংগতভাবেই। সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহাদিগের পরিণাম কি হইয়াছে?

অতঃপর আলাহ তা'আলা মুশরিকদিগের ভ্রাতৃ বিশ্বাস ও অন্যায় অভিযোগের বিরুদ্ধে কঠিন যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক বলেন :

مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ এই বিষয়ে উহাদিগের কোন জ্ঞান নাই। অর্থাৎ, এই বিষয়ে উহারা যাহা বলে তাহা ভুল এবং উহাদিগের যুক্তিগুলির ভিত্তি খুবই দুর্বল, যাহা একান্তই মিথ্যা ও ভ্রাতৃ।

إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ অর্থাৎ, উহারা যাহা বলে তাহা সবই মিথ্যা। উহাদিগের নিকট সত্যের আশ্রয় নাই।

مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ এই আয়াতাত্বয়ের মর্মার্থে মুজাহিদ (র) বলেন যে, আলাহর কুদরত সম্পর্কে উহারা একেবারেই অজ্ঞ এবং উহারা যাহা বলে সবই মিথ্যা।

(২১) أَمْ تَتَّبِعُهُمْ كَتَبًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مَسْمُوكُونَ ○

(২২) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ

مُهْتَدُونَ ○

(২৩) وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ تَذْيِيرٍ إِلَّا قَالُوا

مُتَرَفُّوهُمْ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ○

(২৪) قُلْ أُولَٰئِكَ جَاهِلُونَ بِمَا يُوقِنُونَ أَفَأَسْمَاءُ بَدَتْ لَهُمْ سَمِيًّا وَلِأَخِي أَهْلٌ مِّنْ عِلْمِهِمْ وَلِأَخِي أَهْلٌ مِّنْ عِلْمِهِمْ وَلِأَخِي أَهْلٌ مِّنْ عِلْمِهِمْ

إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَاذِبُونَ ○

(২৫) فَاتَّبَعْنَاهُمْ مَا ظَنَرْنَا بِهِنَّ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ○

২১. আমি কি উহাদিগকে কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব দান করিয়াছি যাহা উহারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া আছে?

২২. বরং উহারা বলে, 'আমরা তো আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদিগেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি।'

২৩. এইভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি, তখনই উহার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তির বলিত, 'আমরা তো আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদিগেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি।'

২৪. সেই সতর্ককারী বলিত, 'তোমরা তোমাদিগের পূর্বপুরুষগণকে যে পথে পাইয়াছ, আমি যদি তোমাদিগের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা তাহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে?' তাহারা বলিত, 'তোমরা যাহাসহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি।'

২৫. অতঃপর আমি উহাদিগকে উহাদিগের কর্মের প্রতিফল দিলাম; দেখ, মিথ্যাচারীদিগের পরিণাম কি হইয়াছে!

তাকসীর : যাহারা ইবাদতের মধ্যে আলাহর সহিত আরো অনেক দেব-দেবীকে দলীল-প্রমাণ ছাড়া শরীক করে তাহাদিগের এই ইবাদতের জোর প্রতিবাদ জানাইয়া আলাহ তা'আলা বলেন,

উহাদিগের এই ধরনের শিরকী করার পূর্বে আমি কি উহাদিগকে কোন কিতাব দান করি নাই? فَهُمْ بِهِ مُسْتَسْكِنُونَ যাহা উহারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে? অর্থাৎ ইহার পূর্বে উহাদিগকে যে সব আসমানী কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে এমন কথা ছিল না, যাহা উহারা শিরকের সমর্থনে সনদ হিসাবে পেশ করছে। বরং উহাতেও ইহা না করার জন্য আহ্বান জানান হইয়াছিল।

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে, أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَسْمُوكُمْ بِمَا كَانُوا مِنْ قَبْلِهِ يَكْفُرُونَ অর্থাৎ আমি কি উহাদিগের নিকট এমন কোন দলীল অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহা উহাদিগকে আমার কোন শরীক করিতে বলে?

অতঃপর বলেন : بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ না, উহারা বলে, 'আমরা তো আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদিগেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি।'

অর্থাৎ শিরকের ব্যাপারে উহারা উহাদিগের পূর্বপুরুষের অনুসরণ করে। উহাদিগের পূর্বপুরুষ শিরক করিত বলিয়া উহারা শিরক করে। উহা ছাড়া কোন দলীল উহাদিগের নিকট নাই। আর কোন আদর্শের অনুসরণ করার ব্যাপারে পূর্বপুরুষদিগের কর্মকাণ্ড কোন দলীল বা আদর্শরূপে পরিগণিত হইতে পারে না।

আর এই আয়াতে هُمْ দ্বারা, দীন উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। যথা অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে যে, إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً অর্থাৎ, এই যে তোমাদিগের দীন তাহা তো পূর্বের সেই একই দীন।

আর তাহারা বলে, وَإِنَّا عَلَىٰ أَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ অর্থাৎ আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদিগেরই পদাংক অনুসরণ করিতেছি। মূলত তাহাদিগের এই উত্থাপিত আদর্শিক দাবীর সপক্ষে কোন দলীল নাই। যাহাকে হাওয়াই দাবী বলা যাইতে পারে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, ইহাদিগের পূর্বপুরুষেরাও তৎকালীন নবীকে অস্বীকার করিত। নবীকে তাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়া অপপ্রচার করিত। যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে :

كَذَٰلِكَ مَا أَنَىٰ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ. أَتَوَحَّوْنَ بِبَلِّ بَلِّ قَوْمٍ ظَالِمُونَ.

অর্থাৎ এইভাবে ইহাদিগের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল আসিয়াছে উহারা তাহাকে বলিয়াছে, তুমি তো এক যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ। মনে হয়, উহারা একে অপরকে এই মন্ত্রণাই দিয়া আসিয়াছে। বস্তুত উহারা এক সীমানাঘনকারী সম্প্রদায়।

আলোচ্য আয়াতেও এইরূপ বলা হইয়াছে যে,

كَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ.

অর্থাৎ এইভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি তখন উহাদিগের মধ্যে যাহারা সম্বন্ধিশালী ছিল তাহারা বলিত, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদিগেরই পদাংক অনুসরণ করিতেছি।'

অতঃপর বলেন, قُلْ অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ! এই সকল মুশরিকদিগকে আপনি বলুন, প্রত্যেক নবী এই কথা বলিয়াছেন যে :

أَلَوْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ. قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ

তোমরা তোহাদিগের পূর্বপুরুষগণকে যাহার অনুসারী পাইয়াছ, আমি যদি তোমাদিগের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ নির্দেশ আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা তাহাদিগের অনুসরণ করিবে? প্রত্যুত্তরে তাহারা বলিত, 'তোমরা যাহাসহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি।'

অর্থাৎ নবীগণ যাহাসহ প্রেরিত হইত তাহা তাহারা সত্য বলিয়া জানা সত্ত্বেও তাহারা তাহাদিগের গোড়ামী ও হঠকারিতার জন্য সত্য সমর্থন করিতে কখনো সমর্থ হইত না। তাহাদিগের পূর্বপুরুষদিগের ধর্ম মিথ্যা ও বিকৃত জানা সত্ত্বেও উহাই তাহারা আঁকড়াইয়া থাকিত।

অতএব পরিশেষে উহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَانظُرْنَا 'অতঃপর আমি উহাদিগকে উহাদিগের কর্মের প্রতিফল দিলাম।' অর্থাৎ পূর্বমুগের অস্বীকারকারী মুশরিকদিগকে বিভিন্ন আযাব দেওয়া হয়েছিল, সে সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আঙ্গিকে আলোচনা করা হইয়াছে।

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْفِرِينَ 'দেখ, মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কি হইয়াছে!' অর্থাৎ যুগে যুগে কিভাবে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর যাহারা ইমান আনিয়াছিল তাহাদিগের সেই ধ্বংসের মধ্য দিয়াও কিভাবে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছিল।

(২৬) وَإِذْ قَالَ لِأَبْرَاهِيمَ لِإِيْبِهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۝

(২৭) إِلَّا الذِّمَىٰ فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيِّئُ الدِّينِ ۝

(২৮) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَُرْجِعُونَ ۝

(২৯) بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ۝

(৩০) وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ۝

(৩১) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۝

(৩২) أَهْمٌ يَقْسُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ لَنَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ

بَعْضًا سُرْحَانًا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝

(৩৩) وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً أَلْجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ

بِالرَّحْمَنِ لِيُؤْتِيَهُم سُقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۝

(২৪) وَلَبِئُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُّرَاعَلَيْهَا يَتَكُونُونَ ۝

(২৫) وَرُحْرُقَاءُ وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاءُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ۝
عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۝

২৬. স্মরণ কর, ইবরাহীম তাহার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা যাহাদিগের পূজা কর তাহাদিগের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই;

২৭. সম্পর্ক আছে শুধু তাহারই সহিত, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে সংপথে পরিচালিত করিবেন।'

২৮. এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণীরূপে রাখিয়া গিয়াছে তাহার পরবর্তীদিগের জন্য, যাহাতে উহারা সংপথে প্রত্যাবর্তন করে।

২৯. বরঞ্চ আমিই উহাদিগকে এবং উহাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে সুযোগ দিয়াছিলাম ভোগের; অবশেষে উহাদিগের নিকট আসিল সত্য ও স্পষ্ট প্রচারক রাসূল।

৩০. যখন উহাদিগের নিকট সত্য আসিল উহারা বলিল, 'ইহা তো যাদু এবং আমরা ইহা প্রত্যাখ্যান করি।'

৩১. এবং ইহারা বলে, 'এই কুরআন কেন অবতীর্ণ হইল না দুই জনপদের কোন প্রতিগতিশালী ব্যক্তির উপর?'

৩২. ইহারা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বন্টন করে? আমিই উহাদিগের মধ্যে জীবিকা বন্টন কবি উহাদিগের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাহাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতে পারে এবং উহারা যাহা জমা করে তাহা হইতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।

৩৩. সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হইয়া পড়িবে, এই আংশকা না থাকিলে দয়াময় আল্লাহকে যাহারা অস্বীকার করে, উহাদিগকে আমি দিতাম উহাদিগের গৃহের জন্য রৌপ্য-নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি— যাহাতে উহারা আরোহণ করে।

৩৪. এবং উহাদের গৃহের জন্য দিতাম রৌপ্য-নির্মিত দরজা, বিশ্বামের জন্য পালংক;

৩৫. এবং স্বর্ণের নির্মিতও। আর এই সবই শুধু পার্থিব জীবনের ভোগসজ্জার। মুস্বাকীগণের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে আখিরাতের কল্যাণ।

তাফসীর : কুরাইশদিগের ধর্ম ও বংশধারার সহিত যে ইবরাহীম (আ) সম্পর্কিত, যিনি ছিলেন একাধারে আল্লাহর রাসূল ও বিশিষ্ট বন্ধু এবং যিনি তাহার পরবর্তী সকল নবীগণের পিতৃত্বলা, তিনি তাহার পিতা ও স্বীয় কওমকে দেব-দেবীর পূজা করা হইতে নিবৃত্ত থাকার উপদেশ দিয়া বলেন :

إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ - وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي مَقِيلِي -

অর্থাৎ 'তোমরা যাহাদিগের পূজা কর তাহাদিগের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই; সম্পর্ক আছে শুধু তাহারই সহিত যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে সংপথে পরিচালিত করিবেন; এই ঘোষণাকে সে চিরন্তন বাণীরূপে রাখিয়া গিয়াছে তাহার পরবর্তীদিগের জন্য।'

অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত করা, তাহার সহিত অন্য যে কেহকে শরীক করা, না করা এবং সকল দেব-দেবীর পূজা করা হইতে নিবৃত্ত থাকা—স্বীয় কওমকে তিনি এই উপদেশবাণী করিয়াছিলেন।

হযরত ইবরাহীম (আ) যে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাওহীদের প্রাণে তিনি অনড় ভূমিকা নিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাহার বংশের মধ্যে তাওহীদের মর্মবাণী যুগ যুগ ধরিয়া সংরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আওলাদগণ কোন যুগেই তাওহীদেরকে পরিত্যাগ করেন নাই। উপরন্তু হযরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন তাওহীদের একজন অপোমহীন সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব। যমুঘের নিকট তাওহীদের বাণী পৌঁছানই ছিল তাহার একমাত্র ব্রত। তাই বলা হইয়াছে যে, এই ঘোষণাকে সে চিরন্তন বাণীরূপে রাখিয়া গিয়াছে তাহার পরবর্তীদিগের জন্য। لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ যাহাতে উহারা সংপথে প্রত্যাবর্তন করে। অর্থাৎ যাহাতে পরবর্তীযুগের লোকেরাও হিদায়েতের পথে চলিতে পারে।

ইকরীমা, মুজাহিদ, যাহ্‌হাক, কাতাদাহ ও সুদী (র) প্রমুখ বলেন, وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي مَقِيلِي এই আয়াতাত্মকের মর্মার্থ হইল এই যে, তাহার বংশের যাহারা গাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলিবে তাহারা কখনো পথভ্রষ্ট হইবে না। ইবন আব্বাস (রা) হইতেও এইরূপ মর্মার্থ বর্ণিত হয়েছে।

ইবন মাযাদ ইহার মর্মার্থে বলেন যে, উহা হইল ইসনামের আদর্শ, যে জাতি ইহা নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহারাই ইসনামের রক্ষক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَمْ يَلْمِزُوكَ لِأَنَّكَ تَدْعُ إِلَىٰ تَرْكِ الْعِبَادَةِ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُمْ يُرِيدُونَ ۚ أَلَمْ يَكُن لَكُمْ آيَاتُ يَسْرَأُونَ بِهَا ۚ فَكَيْفَ يُؤْمِنُونَ ۚ أَلَمْ يَكُن لَكُمْ آيَاتُ يَسْرَأُونَ بِهَا ۚ فَكَيْفَ يُؤْمِنُونَ ۚ

অর্থঃ আমি মুশরিকদিগকে এবং উহাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে ভ্রষ্টময় জীবন দীর্ঘায়িত করিয়াছিলাম। অবশেষে উহাদিগের নিকট আসিল সত্য ও স্পষ্ট ভীতিদানকারী রানুল।

وَأَمْ يَلْمِزُوكَ لِأَنَّكَ تَدْعُ إِلَىٰ تَرْكِ الْعِبَادَةِ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُمْ يُرِيدُونَ ۚ অর্থঃ যখন উহাদিগের নিকট সত্য আসিল তখন উহার অগ্রহা করিল এবং বিবেচ ও বিদ্রোহাত্মকভাবে উহার তাহা প্রত্যাখ্যান করিল। وَقَالُوا ۚ এবং উহারা বলিল, ইহা তো যাদু এবং আমরা ইহা প্রত্যাখ্যানে করি।

আর কঠোর ভাষায় তাহারা অভিযোগ আনিয়া যে,

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

অর্থঃ কুরআন যদি সত্য হইত তাহা হইলে কেন ইহা মক্কা ও তায়েফের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হইল না?

এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইবন আব্বাস (রা), ইকরিমা, মুহাম্মদ ইবন কাআব কুরযী, কাতাদাহ, সুদী ও ইবন যায়দ (র) প্রমুখ।

তানেকে বলিয়াছেন যে, قَرْيَتَيْنِ দুই গোত্রের নেতা অলীদ ইবন মুগীরা ও উরওয়া ইবন মাসউদ ছাকফীকে বুঝানো হইয়াছিল।

যায়দ ইবন আসলাম (র) হইতে মালিক, যাহ্‌হাক ও সুদী (র) বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা অলীদ ইবন মুগীরা এবং মাসউদ ইবন আমর ছাকফীকে বুঝানো হইয়াছিল।

মুজাহিদ (র) বলেন যে, ইহা দ্বারা উমাইয়া ইবন আফর ইবন মাসউদ ছাকফী ও উতবাহ ইবন রবীয়া-কে উদ্দেশ্য করা হইয়াছিল।

ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, ইহা দ্বারা অলীদ ইবন মুগীরা ও হাবীব ইবন আমর ইবন উমাইর ছাকফীকে বুঝানো হইয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেন, ইহা দ্বারা মক্কার উতবাহ ইবন রবীআহ এবং তায়েফের ইবন আদে ইয়ালিলকে বুঝানো হয়েছিল।

সুদী (র) বলেন, ইহা দ্বারা বুঝানো হইয়াছিল অলীদ ইবন মুগীরা ও কিনানা ইবন আমর ইবন উমাইর ছাকফীকে।

মোম্বাক্বা, এই কথা বলিয়া কাফিররা যে কোন দুই জনপদের দুইজন বিজ্ঞ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে বুঝাইয়াছে।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল কাফিরদিগের অভিযোগের জবাবে বলেন, أَمْ يَلْمِزُوكَ لِأَنَّكَ تَدْعُ إِلَىٰ تَرْكِ الْعِبَادَةِ ۚ অর্থঃ উহারা যে নিজেরাই করুণা বন্টন করে, বন্টন করা তাহাদের কাজ নহে। উহার মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি ভালোভাবেই জানেন যে, তাহার রিসালত প্রাপ্তির জন্য কে উপযুক্ত। এই রিসালত তাঁহাকেই প্রদান করা হয়; যিনি সর্বাপেক্ষা বেশী পবিত্র আশ্রয় অধিকারী, যিনি সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান বংশের উত্তরাধিকারী এবং যাহার রক্তের ধারা সর্বাপেক্ষা পবিত্র। অতঃপর বলেন, অনুগ্রহ বন্টন করার অধিকার কাহার আছে? তিনি তাহার বান্দাগণের মধ্যে ধন-সম্পদ-রিয়ক, জ্ঞান-বুদ্ধি এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল শক্তি বিভিন্ন প্রকারের ব্যবধানসহ প্রদান করিয়াছেন। ইহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :

نَحْنُ قَسَمْنَا لَبِئْسَ مَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

অর্থঃ আমিই উহাদিগের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি উহাদিগের পার্থিব জীবনে! (এবং একে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি।)

لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ سَخِرِيًّا ۖ অর্থঃ যাহাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতে পারে। এই আয়াতংশের ব্যাখ্যায় কেহ বলিয়াছেন যে, কাজের ব্যাপারে একের উপর অপরকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। কেননা একজন এক বস্তুর প্রতি মুখাপেক্ষী এবং অন্যজন অপর এক বস্তুর মুখাপেক্ষী। ইহাতে একে অপরের দ্বারা কাজ লওয়া সহজ হইবে। এই ব্যাখ্যা সুদী (র) করিয়াছেন। কাতাদা ও যাহ্‌হাক (র) বলেন যে, ইহার মর্মার্থ হইল, একের উপর অপরকে কর্তৃত্ব দান করা। এই অর্থটিও প্রথম অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর বলা হইয়াছে যে, وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۚ অর্থঃ তাহা হইতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।

অর্থঃ পার্থিব জীবনে অর্থ-সম্পদের মধ্যে তোমরা যাহা সঞ্চয় কর তাহার চেয়ে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ তোমাদের জন্য বহুলাংশে কল্যাণকর ও উৎকৃষ্টতর। পরবর্তী আয়াতে বলেন, وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ سত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হইয়া পড়িবে এই আশংকা যদি না থাকিত।

অর্থঃ অর্থ-সম্পদ প্রদানকে যদি মানুষ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর অনুগ্রহসিদ্ধি বলিয়া ধারণা করার আশংকা না থাকিত, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদিগকে কল্পনাভীত পরিমাণে সম্পদ দান করিতেন। এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইবন আব্বাস (রা), হাসান, কাতাদা ও সুদী (র) প্রমুখ।

তাই আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হইয়াছে যে, لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُؤْتِيَهُمْ سُقُوطًا مِّن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ

করে তাহাদিগকে তিনি দিতেন উহাদিগের গৃহের জন্য রৌপ্য-নির্মিত সিঁড়ি। এই অর্থ করিয়াছেন ইবন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাভাদা, সুদ্দী ও ইবন যায়দ (র) প্রমুখ।

يَطَهَّرُونَ اর্থاًঃ উহাদিগের গৃহের ছাদই নহে বরং উহাদিগের গৃহের কক্ষসমূহের সোপানসমূহও রৌপ্য দ্বারা নির্মাণ করিয়া দিতেন। উপরন্তু উহাদের গৃহের দরজাসমূহ এবং উপবেসন করার কেন্দারাসমূহ রৌপ্য ও স্বর্ণ দ্বারা তৈরী করিয়া দিতেন।

তাই বলা হইয়াছে : وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونُونَ দিতেন রৌপ্য নির্মিত দরজা ও বিশ্রামের জন্য পালংক। অর্থঃ উহাদিগের ব্যবহার্য সকল জিনিস স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা নির্মিত হইত।

وَرُحْرُفًا এবং সর্পালংকার। অর্থঃ উহাদিগের এই সব জিনিস নির্মাণ করিতে রৌপ্যের সহিত স্বর্ণও সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইত। এর অর্থ করিয়াছেন ইবন আব্বাস (রা), কাভাদা সুদ্দী ও ইবনে যায়দ (র) প্রমুখ।

অতঃপর বলেন যে, وَإِنْ كُنْ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا কিন্তু এইসব তো পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার। অর্থঃ আল্লাহর নিকট পৃথিবী তুচ্ছ একটি জিনিস বলিয়া গণ্য এবং এই পৃথিবীর স্থায়িত্ব ক্ষণকালীন- যাহা অবশ্যই একদিন ধ্বংস হইয়া যাইবে।

তাই যাহারা সত্যকে অস্বীকার করে তাহারা তাহাদিগের নগণ্য পুণ্যগুলির বদলায় পৃথিবীর জীবনে যথেষ্ট সুখ ভোগ করেন। তাহাদিগের খাদ্য পানীয় ও জীবনমান আল্লাহ তাআলা উন্নত করিয়া দেন। কেমন পরকালে তাহাদিগের ভাগ্য দুঃখ ছাড় ভোগের জন্য কিছু নাই। পরকালে তাহাদিগের এতটুকু পুণ্য থাকিবে না। যাহা ওজন করিয়া উহাদিগকে কোন উত্তম প্রতিদান দেওয়া যাইতে পারে। এই বিষয়ের উপর বহু সহীহ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

একটি হাদীসে আসিয়াছে যে, “যদি আল্লাহর নিকট পৃথিবীর মূল্য মাছির একটি ভানার পরিমাণও হইত তাহা হইলে তিনি কোন কাফিরকে এক ঢোক পানিও পান করিতে দিতেন না।”

বাগাতী (র) সাহল ইবন সা'আদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারানী সাহল ইবন সাআ'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাহল ইবন সা'আদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “যদি আল্লাহর নিকট পৃথিবীর মাছির একটি পাখার পরিমাণ মূল্যও থাকিত, তাহা হইলে তিনি কোন কাফিরকে পৃথিবীর কিছু ভোগ করিতে দিতেন না।”

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী অংশে বলেন, وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ মুত্তাকীণের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে পরলোকের

কল্যাণ। অর্থাৎ পরলোকের কল্যাণ কেবল মুত্তাকীদিগের জন্যই নির্ধারিত। মুত্তাকীণ ব্যতীত অন্য কেহ সেই কল্যাণ ও সুখ ভোগ করিবার ছাড়পত্র পাইবে না।

তাই একদা উমর (রা) হযরত (সা)-এর বাসগৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন হযুর (সা) স্বীয় বিবিগণের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। তিনি দেখেন যে, হযুর (সা) একটি চাটাইয়ের উপর শুইয়া আছেন এবং চাটাইয়ের দাগ কাটা তাঁহার পিঠের উপর স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। এই অবস্থা দেখিয়া উমর (রা) কাঁদেন এবং বলেন, হে আল্লাহর রানুল! কয়ানার ও কিসরা কত শান-শওকতের সহিত থাকে এবং জীবন-মান তাহাদিগের কত উন্নত আর আপনি আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হওয়া সত্ত্বেও কেন এত কষ্ট করেন? এই সময় হযুর (সা) ঠেস দিয়া বসা হইতে উঠিয়া সোজা হইয়া বসেন এবং বলেন, “হে ইবন খাত্বাব! এই ব্যাপারে কি তোমার সন্দেহ রহিয়াছে?” অতঃপর বলেন, “এই সকল লোকেরা তাহাদিগের ভাল কাজের প্রতিদান ইহলোকে প্রাপ্ত হইয়াছে।” অন্য একটি রেওয়াজে আসিয়াছে যে, এই কথার পর উমর (রা)-কে তিনি জিজ্ঞাসার সুরে বলিয়াছিলেন, হে উমর! “তুমি কি ইহাতে খুশী নহে যে, উহাদিগের জন্য ইহকাল এবং আহাদিগের জন্য পরকাল?”

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পান পাত্রে পান করিও না এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত খলায় খাদ্য রাখিয়া অহার করিও না। কেননা ইহা দুনিয়াদারদিগের জন্য ইহলোকে এবং আমরা ইহা ব্যবহার করিব পরকালে।”

মূলত দুনিয়া আল্লাহর নিকট খুবই তুচ্ছ একটি জিনিস এবং দুনিয়ার জীবন খুবই স্বল্পকালীন। যথা সাহল ইবন সা'আদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “যদি দুনিয়া আল্লাহ তা'আলার নিকট মাছির একটি পাখার সমান মূল্যও রাখিত, তাহা হইলে তিনি কোন কাফিরকে এক ঢোক পানিও পান করিতে দিতেন না।” তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ।

(২৬) وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۝

(২৭) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَجْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُهُتَدُونَ ۝

(৩৮) حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الشَّرْقَيْنِ

○ قَبَسَ الْقَرِينِ

(৩৯) وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ

○ مُشْتَرِكُونَ

(৪০) أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصَّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُصَىٰ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ

○ مُبِينٍ

(৪১) فَإِنَّمَا نَذْرُكَ بِكَ فَإِنَّمَا مِنْهُمْ مَنْتَقِبُونَ

○ (৪২) أَوْ تُرِيَّتِكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ

(৪৩) فَاسْتَمِعْ بِالَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّنتَقِبِينَ

○ (৪৪) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ

(৪৫) وَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ

○ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ

৩৬. যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্বরণে বিমুখ হয় তিনি তাহার জন্য নিয়োজিত করেন এক শয়তানকে, অতঃপর সেই হয় তাহার সহচর।

৩৭. শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ হইতে বিবর্ত রাখে। অথচ মানুষ মনে করে তাহার সৎপথে পরিচালিত হইতেছে।

৩৮. অবশেষে যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হইবে তখন সে শয়তানকে বলিবে, 'হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকিত।' কত নিকট সহচর সে!

৩৯. আর আজ তোহাদিগের এই অনুতাপ তোমাদিগের কোন কাজে আসিবে না। যেহেতু তোমরা সীমালম্বন করিয়াছিলে; তোমরা তো সকলেই শাস্তিতে শরীক।

৪০. তুমি কি শুনাইতে পারিবে বধিরকে? অথবা যে অন্ধ ও যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিজ্ঞাপিত আছে, তাহাকে কি পারিবে সৎপথে পরিচালিত করিতে?

৪১. আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই, তবে আমি উহাদিগকে শাস্তি দিব;

৪২. অথবা আমি উহাদিগকে যে শাস্তির জীতি প্রদর্শন করিয়াছি যদি আমি তোমাকে তাহা প্রত্যক্ষ করাই, তবে উহাদিগের উপর আমার তো পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে।

৪৩. সুতরাং তোমার প্রতি যাহা ওহী করা হইয়াছে তাহা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। তুমি তো সরল পথেই রহিয়াছ।

৪৪. কুরআন তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু; তোমাদিগকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হইবে।

৪৫. তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদিগকে তুমি জিজ্ঞাসা কর, আমি কি আল্লাহ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করিয়াছিলাম যাহার ইবাদত করা যায়?

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يُعِشْ অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিমুখ হয়, বিবর্ত হয় এবং গাফিল হয় عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ دয়াময় আল্লাহর স্বরণ হইতে। اَلْعَصَىٰ অর্থ চোখের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা। এই স্থানে عَصَىٰ দ্বারা বুঝানো হইয়াছে অস্তর্দৃষ্টির দুর্বলতাকে।

نُفِضْنَا لَهُ شَيْطَانًا فَيُؤَلِّهُ قَرِينٌ অর্থাৎ তিনি তাহার জন্য নিয়োজিত করেন এক শয়তানকে। অতঃপর সেই হয় তাহার সহচর।

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مِنْ رُشْدِ رَبِّهِ فَقُلُوبُهُ أَلْفُ يَوْمٍ يَكْفُرًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مِنْ رُشْدِ رَبِّهِ فَقُلُوبُهُ أَلْفُ يَوْمٍ يَكْفُرًا অর্থাৎ কাহারও নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে তবে যেকোন সে ফিরিয়া যায় সেদিকেই তাহাকে ফিরাইয়া দিব।

অন্য আয়াতে আরও বলা হইয়াছে : فَأَوْفُوا بِاللَّهِ فَالْوَيْتُمْ : অর্থাৎ 'অতঃপর উহারা যখন বক্রপথ অবলম্বন করিল তখন আল্লাহ উহাদিগের হৃদয়কে বক্র করিয়া দিলেন।' অন্যত্র আরও বলিয়াছেন :

وَقَدْ خُضْنَا لَهُمْ قُرْبَانًا فَرِيئُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ অর্থাৎ 'আমি উহাদিগকে দিয়াছিলাম সঙ্গী যাহারা উহাদিগের অতীত ও ভবিষ্যতকে উহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়া দেখাইয়াছিল।'

তাই আল্লাহু তা'আলা বলিয়াছেন :

وَأَنْتُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ

অর্থাৎ 'শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথে হইতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে তাহারা সৎপথে পরিচালিত হইতেছে।' তারপর যখন সে কিয়ামতের দিন আল্লাহু তা'আলার নিকট উপস্থিত হইবে— قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ অর্থাৎ তখন সে শয়তানকে বলিবে, হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকিত। কত নিকট সহচর সে!

উল্লেখ্য যে, কেহ حَتَّىٰ إِنْ جَاءَنَا কে-রূপে পাঠ করিয়াছে। যাহার অর্থ দাঁড়ায়, সে ও শয়তান উভয়ে যখন আমার (আল্লাহুর) নিকট উপস্থিত হইবে।

আম্বুর রায়বাক (র)সাইদ জুরাইবী (র) হইতে বর্ণনা করেন। সাইদ জুরাইবী (র) বলেন, কিয়ামতের দিন কাফির যখন কবর হইতে উত্থিত হইবে তখন শয়তান পিয়া তাহার সহিত একত্রিত হইবে এবং যখন তাহাদের উভয়কে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে তখনো তাহারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হইবে না। আর তখন সে শয়তানকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে :

يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ

অর্থাৎ হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকিত। কত নিকট সহচর সে!

এই আয়াতে الْمَشْرِقَيْنِ দ্বারা পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত ব্যবধানকে বুঝানো হইয়াছে। তবে অতিরিক্ত অর্থ বুঝাইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা আরবী সাহিত্যে قَمْرَانِ-ও عَمْرَانِ-কে অতিরিক্ত অর্থে ব্যবহার করা হয়।

অতঃপর আল্লাহু তা'আলা বলেন :

وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ

তোমরা সীমালংঘন করিয়াছিলে; আজ তোমাদিগের এই অনুতাপ তোমাদিগের কোন কাজে আসিবে না, কারণ তোমাদিগের উভয়েই তো একত্রে শাস্তি ভোগ করিতেছ।

অর্থাৎ আজ দোষের মধ্যে তোমাদিগের একত্রিত হওয়া এবং শাস্তির মধ্যে সবাইকে একত্রে বাস করা তোমাদিগের জন্য কোন কাজে আনিবে না। কেননা তোমরা সীমালংঘন করিয়াছিলে। সীমালংঘনের অপরাধে তোমরা সকলে সমানভাবে অভিযুক্ত।

ইহার পর আল্লাহু তা'আলা হীয রাসূলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন :

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمَْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ-

তুমি কি ওনাইতে পারিবে বধিরকে? অথবা যে অন্ধ ও যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে তাহাকে কি পারিবে সৎপথে পরিচালিত করিতে?

অর্থাৎ বধিরদিগের নিকট হিদায়াতের দাওয়াত দিয়া তাহাদিগের মনে তুমি কোন আবেদন সৃষ্টি করিতে পারিবে না। হিদায়াত দান করার দায়িত্ব তোমার নহে, তোমার দায়িত্ব হইল তাহাদিগের নিকট হিদায়াতের দাওয়াত পৌছান মাত্র। কেননা হিদায়াত দান করার দায়িত্ব ও অধিকার একমাত্র আল্লাহুর। তিনি যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা ভ্রান্তপথে পরিচালিত করেন। যে হিদায়াতের উপযুক্ত তাহাকেই হিদায়াত দেন।

অতঃপর বলেন, فَأَمَّا نَذَهَبِينَ بِكَ فَأَنَا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ অর্থাৎ আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই তবুও আমি উহাদিগের প্রতিশোধ গ্রহণ করিব এবং উহাদিগকে আঙ্গাদন করাইব মর্মভুদ শাস্তির কঠিন সাদ।

أَوْ نُؤَيِّنُكَ الَّذِي وَعَدْنَا هُمْ فَأَنَا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ অথবা আমি উহাদিগকে যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি যদি আমি তোমাকে তাহা দেখাই, তবে উহাদিগের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে।

অর্থাৎ তোমার তিরোহিত হওয়ার পর এবং তোমার জীবিতাবস্থায় উভয়ভাবে আমি উহাদিগকে শাস্তি দিতে পারি, কিন্তু এই দুইটি প্রস্তাবের যেটি তোমার ভাল লাগে, যেটি দিলে তোমার মর্যাদা রক্ষা হয় ও বুদ্ধি পায় সেইটি আমি কার্যকর করিব। তাই রাসূলুল্লাহু (সা)-এর ইতিকালের পূর্বে তাহার দুশমনদিগকে তাহার নিকট চরমভাবে পরাজিত করেন এবং উহাদিগের সম্মান রক্ষা ও উহাদিগের সম্পদের মালিকানা তাহার অধিকারে আনিয়া দেন। এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন সুদী। আর ইবন জারীরের পছন্দনীয় ব্যাখ্যাও এইটি।

ইবন জারীর (র)মা'মার (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) এই আয়াতটি এইভাবে পাঠ করিয়াছেন :

إِذَا ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ অর্থাৎ তোমরা সীমালংঘন করিয়াছিলে; আজ তোমাদিগের এই অনুতাপ তোমাদিগের কোন কাজে আসিবে না, কারণ তোমাদিগের উভয়েই তো একত্রে শাস্তি ভোগ করিতেছ।

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অবহিত করান হয় যে, তাঁহার ইত্তিকালের পর তাঁহার উম্মতদিগের উপর কি কি আযাব আপতিত হইবে, ইহার পর হইতে তাঁহার মুখে কখনো আর হাসি দেখা যায় নাই।

কাভাদা (র) হইতে সাঈদ ইবন আরুবার রেওয়াজেতেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। হাসান হইতে ইবন জারীরও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি হাদীসে অসিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “নক্ষত্র যেমন আকাশকে রক্ষা করে এবং নক্ষত্রের পতন ঘটিলে যেমন আকাশও পতন উনুখ হইয়া পড়ে, তেমনিভাবে আমিও আমার সাহাবীদিগের জন্য রক্ষকস্বরূপ। যখন আমি তাহাদিগের নিকট হইতে তিরোহিত হইয়া যাইব, তখন তাহাদিগের উপর আপতিত হইবে প্রতিশ্রুত আযাবসমূহ।”

ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

সুতরাং তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করা হইয়াছে তাহা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। তুমি তো সরল পথেই রহিয়াছ। অর্থাৎ তোমার প্রতি নাখিলকৃত কুরআনকে তুমি মনবৃত্ববোধে আঁকড়াইয়া ধর। কেননা কুরআনে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সর্বাংশে সত্য। কুরআন সত্যের দিকে আহ্বান করে এবং কুরআন মানুষকে সুন্দর, সরল পথেই পরিচালিত করে। ফলে সে জ্ঞানাতের অধিকারী হয় এবং সে ভোগ করে অফুরন্ত নিয়ামতরাজি।

অতঃপর বলেন, إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ অর্থাৎ কুরআন তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু।

এই অর্থ করিয়াছেন ইবন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, সুফী ও ইবন যায়দ (র) এবং ইবন জারীরের পছন্দনীয় অর্থও ইহা।

তিরমিযী (র) মুজাবিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাবিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “ইহা (খিলাফত ও ইমামাত) কুরাইশদিগের মধ্যেই থাকিবে। যাহারা কুরাইশদিগের হাত হইতে খিলাফতের দায়িত্ব ছিনাইয়া নিবে, তাহারা আল্লাহর ক্রোধের মধ্যে থাকিবে। যতদিন তাহার দীন প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকিবে।” বুখারী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলামে কুরাইশদের জন্য আলাদা এক মর্যাদা রহিয়াছে। কারণ হইল, কুরআন কুরাইশদিগের পরিভাষার উপর নাখিল হইয়াছে। ফলে

কুরআনকে তাহারাই সবচেয়ে ভালভাবে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে। আর ইসলামের জন্য কুরাইশদিগের হইতে সবচেয়ে বেশী কুরবানী নেওয়া হইয়াছে। ইসলাম রক্ষায় ও ইসলাম প্রতিষ্ঠায় কুরাইশদিগের ভূমিকা ছিল অভিভাবকসুলভ। আর ইসলামের আদর্শে তাহারাই ছিল সর্বাপেক্ষা নিবেদিত প্রাণ মুসলমান। এই ধারাটি প্রথমদিকে যাহারা হিজরত করিয়াছিলেন, পরবর্তীতে তাহাদিগকে যাহারা অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং আরো পরে ইহাদিগকে যাহারা অনুসরণ করিয়াছিলেন— এইভাবে বিকশিত হইয়াছে।

কেহ বলিয়াছেন إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ—ইহার অর্থ হইল, কুরআন তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশের বিষয়।

মরণ রাশিতে হইবে যে, এই অর্থ দ্বারা যদিও কুরআন কুরাইশদিগের উপদেশ বাণী হিসাবে বুঝা যায়, কিন্তু এই কথা বুঝা যায় না যে, কুরআন অন্যান্যদিগের জন্য উপদেশ স্বরূপ নহে।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ অর্থাৎ আমি তো তোমাদিগের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি কিতাব, যাহাতে আছে তোমাদিগের জন্য উপদেশ। তবুও কি তোমরা বুঝিবে না?

অন্য এক আয়াতে আরো বলিয়াছেন : وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ অর্থাৎ তোমার স্বজনবর্গকে তুমি সতর্ক করিয়া দাও।

وَسَوْفَ تَسْأَلُونَ عَنْهُ أَرْبَابَهُمْ أَمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمْ لَا يَعْلَمُونَ অর্থাৎ এই কুরআনকে তোমরা আমলে আনিয়াছ এবং জীবনকে এই মতে কতটুকু পরিচালিত করিয়াছ সেই ব্যাপারেও অতি নিকটকালে অবশ্যই তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنَ الرُّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদিগের বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসা কর, দয়াময় আল্লাহ কি তিনি ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করিয়াছিলেন উহাদিগের জন্য, যাহার ইবাদত করা হইত?

অর্থাৎ মানুষকে তুমি যে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, তাহার সহিত অন্য কেহকে শরীক না করার জন্য এবং দেব-দেবী ও প্রতীমার পূজা করা হইতে তাহাদিগকে বিরত থাকার জন্য আহ্বান কর, পূর্ববর্তী সকল নবীও তাহাদিগের উম্মতদিগকে এই দাওয়াত দিয়াছিলেন। যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থাৎ 'আল্লাহর ইবাদত করিবার ও তাওতকে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি।'

মুজাহিদ (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্বন মাসউদ (রা)-এর কিরাআতে এই আয়াতটি এইভাবেও পড়া হইয়াছে :
وَسُئِلَ الَّذِينَ أُرْسِلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ رَسُولًا

উল্লেখ্য যে, তাকসীরের বেলায় এইরূপ পড়া যাইতে পারে ; মূলত নাধারণভাবে পাঠ করার বেলায় এই পঠন গ্রহণযোগ্য নহে। ইব্বন মাসউদ (রা) হইতে সুন্দী, যাহুহাক ও কাতাদা (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আব্দুর রহমান ইব্বন যাদদ ইব্বন আসলাম (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াতটির মর্মার্থ হইল এই যে, হে মুহাম্মদ! মি'রাজের রাত সম্বন্ধে অন্যান্য নবীগণকে তুমি জিজ্ঞাসা কর। সেই রাতে সকল নবী তোমার সামনে উপস্থিত ছিল। প্রত্যেক নবীকে তাহার উম্মতদিগকে তাওহীদ গ্রহণ ও শিরক বর্জন করার দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাহারা একে একে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তবে ইব্বন জারীর (র) প্রথমোক্ত মর্মেটি গ্রহণ করিয়াছেন। (আল্লাহই ভাল জানেন।)

(৪৬) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي

رَسُولٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

(৪৭) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ○

(৪৮) وَمَا نُؤْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ○

(৪৯) وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الشُّجْرَاءُ إِنَّا رَبُّكَ بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ إِنَّا

لَمُهْتَدُونَ ○

(৫০) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ○

৪৬. মুসাকে তো আমি আমার নিদর্শনসহ ফিরাউন ও তাহার পরিবারবর্গের নিকট পাঠাইয়াছিলাম; সে বলিয়াছিল, 'আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রেরিত।'

৪৭. সে উহাদিগের নিকট আমার নিদর্শনসহ আসিবা মাত্র উহারা তাহা লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিতে লাগিল।

৪৮. আমি উহাদিগকে এমন কোন নিদর্শন দেখাই নাই যাহা উহার অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম যাহাতে উহারা প্রত্যাবর্তন করে।

৪৯. উহারা বলিয়াছিল, হে যাদুকার! তোমার প্রতিপালকের নিকট তুমি আমাদের জন্য তাহা প্রার্থনা কর যাহা তিনি তোমার সহিত অস্বীকার করিয়াছেন; তাহা হইলে আমরা অবশ্যই সম্পথ অবলম্বন করিব।'

৫০. অতঃপর যখন আমি উহাদিগের উপর শাস্তি বিদূরিত করিলাম তখনই উহারা অস্বীকার ভঙ্গ করিয়া বসিল।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনি হযরত মুসা (আ)-কে রাসূল হিসাবে ফিরাউন, তাহার পরিষদবর্গ ও তাহার কিব্তী ও বনী ইসরাঈলী প্রজাবর্গের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, যেন তিনি তাহাদিগকে তাওহীদের শিক্ষা দান করেন এবং তাহাদিগকে যেন শিরক করা হইতে বিরত রাখেন। তাহাকে তিনি বড় বড় মুজিয়াও দান করিয়াছিলেন। যেমন, পাজা আলোকময় হইয়া যাওয়া এবং ক্ষুদ্র লাঠি অজগর সাপে রূপান্তরিত হওয়া ইত্যাদি। আর তিনি তাহাকে দিয়াছিলেন বন্যা, শৈত্য, ছারপোকা, বেঙ ও রক্ত দ্বারা শাস্তি দেওয়ার শক্তি। ইহার সাথে সাথে ফিরাউনের রাজ্যে আরো আনিয়াছিল মহামারি, কল ও শস্যহানির প্রাকৃতিক দুর্যোগ ; কিন্তু এইসব সত্ত্বেও ফিরাউন ও তাহার প্রজা-পরিষদবর্গ মুসা (আ)-এর আস্থানে সাড়া দেয় নাই। বরং তাহারা তাহাকে ও তাহার দাওয়াতের বিষয় লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا

আমি উহাদিগকে যে নিদর্শন দেখাইয়াছি তাহার প্রত্যেকটি ছিল পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

হযরত মুসা (আ)-এর মাধ্যমে তাহাদিগকে এইসব মু'জিয়া প্রদর্শন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ আপতিত করণের উদ্দেশ্য ইহা ছিল যে, যেন উহারা গোমরাহী, গোঁড়ামী পরিত্যাগ করিয়া হিদায়াতের সঠিক-সরল পথে ফিরিয়া আসে। আর ফিরাউনের সামনে সে একেবারেই নগণ্য একটি মানুষ বৈ বেশী কিছু নহে। কিন্তু তাহারা মুসা (আ)-কে

রাসূল হিসাবে গ্রহণ করিল না। বরং তাহারা এই ব্যাপারটিকে মামুলী ভাবিয়া তাঁহাকে বলিল, **يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ** অর্থাৎ (হে যাদুকর!) হে আলিম-পণ্ডিত! এই অর্থ করিয়াছেন ইবন জারীর (র)। কেননা সেকালে যাহারা খাদু বিদ্যায় পারদর্শী ছিল তাহাদিগকে 'আলিম' বলা হইত। সেকালে যাদু কোন দোষনীয় বিষয় ছিল না। ইহা অসম্মানজনক কোন সম্বোধনও ছিল না। বরং খুবই নম্মানজনক একটি উপাধি ছিল। মুসা (আ)-কে তাহারা এই উপাধিতে সম্বোধন করিত মূলত তাহাদিগের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। কেননা মুসা (আ)-এর দাওয়ায় তাহারা বারবার অস্বীকার করার ফলে বারবার তাহাদিগের উপর জাযাব অর্পিত হইত। আর সেই আঘাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তাহারা তাঁহাকে এইরূপ সম্বোধনের মাধ্যমে তোমামোদ করিয়া এবং অস্বীকার ভঙ্গ করিয়া তাহাদের আঘাত হইতে নিষ্কৃতি হাসিল করিত।

যেমন অন্যত্র আল্লাহু তা'আলা বলিয়াছেন :

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالنَّمَّ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا غَرَمِينَ- وَلَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزَ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لِنَكْفِيَ عَنْكَ الرِّجْزَ لِنُؤْمِنَ لَكَ وَلِنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى آجَلٍ هُمْ بِالْعُوقُوبَةِ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ-

অর্থাৎ অতঃপর আমি তাহাদিগকে প্লাবন, পক্ষপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এইগুলি স্পষ্ট নিদর্শন; কিন্তু তাহারা দাণ্ডিকই রহিয়া গেল। আর তাহারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়। এবং যখন তাহাদিগের উপর শাস্তি আসিত তাহারা বলিত, হে মুসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, তোমার সহিত তাঁহার যে অস্বীকার রহিয়াছে তদনুযায়ী যদি তুমি আমাদের হইতে শাস্তি অপসারিত কর, তবে আমরা তো-তেম্মাতে বিশ্বাস করিবই এবং স্বামী ইসরাঈলকেও তোমার সহিত যাইতে দিব। যখনই তাহাদিগের উপর হইতে শাস্তি অপসারিত করিতাম এক নির্দিষ্ট কালের জন্য, বাহা তাহাদিগের জন্য নির্ধারিত ছিল, তাহারা তখনই তাহাদিগের অস্বীকার ভঙ্গ করিত।

(৫১) وَنَادَى قِرْعُونَ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ

وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝

(৫২) أَمْ أَرَأَيْتَ خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مِثْلُ مَا يُكَادُ يُبِينُ ۝

(৫২) فَلَوْلَا أَلْقَى عَلَيْهِ اسُورَةُ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَكُ

مُقْتَرِبِينَ ۝

(৫৩) فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَتِيهِينَ ۝

(৫৪) فَلَمَّا اسْفُوتُوا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

(৫৫) فَجَعَلْنَاهُمْ سَفَافًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ۝

৫১. ফিরাউন তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলিয়া ঘোষণা করিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! মিশর রাজ্য কি আমার নহে? এই নদীগুলি আমার পাদদেশে প্রবাহিত, তোমরা ইহা দেখ না?

৫২. 'আমি তো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি হইতে, যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলিতে অক্ষম?

৫৩. 'মুসাকে কেন দেওয়া হইল না স্বর্ণ-বলয় অথবা তাহার সংগে কেন আসিল না ফেরেশতাগণ দলবদ্ধভাবে?'

৫৪. এইভাবে সে তাহার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করিয়া দিল, ফলে উহারা তাহার কথা মানিয়া লইল। উহারা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

৫৫. যখন উহারা আমাকে জেখান্বিত করিল আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করিলাম উহাদিগের সকলকে।

৫৬. তৎপর পরবর্তীদিগের জন্য আমি উহাদিগকে করিয়া রাখিলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।

তাফসীর : ফিরাউন তাহার সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া বলিল : **يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي** অর্থাৎ মিশরের রাজ্য কি আমার নহে?

কাতাদা (র) বলেন, মিশরের ভূমিতে তখন অনেক বাগান, প্রস্রবণধারা ও নদী প্রবাহিত ছিল। তাই ফিরাউন তাহার সম্প্রদায়কে এই সবের প্রতি ইংগিত দিয়া বলিয়াছিল, **يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي** তোমরা কি এই সব দেখ না? আমার একটি সুন্দর দেশ আছে। আমি এত এত সংখ্যার জনগণের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক। আর মুসা অনাথ, দুর্বল ও কত দরিদ্র!

যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে :

فَحَشِرَ فَنَادَى - فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى - فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخْرَةِ وَالْأُولَى -

অর্থাৎ সে সকলকে সমবেত করিল এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করিল, আমি তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক। অতঃপর আল্লাহ্ উহাকে পরকালে ও ইহকালে কঠিন শাস্তি দেন।

ইহার পর সে আরো বলে :
أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ
অর্থাৎ আমি তো শ্রেষ্ঠ, এই হীন ব্যক্তি তো স্পষ্ট কথা বলিতে পারে না।

সুন্দী (র) বলেন, ফিরাউন মূলত বলিয়াছিল যে, বরং আমি উহার অপেক্ষা বড় ও সম্মানিত, সে বিত্তহীন ও হীন এক লোক।

আরবী ব্যাকরণবিদদেরও অনেকে আলোচ্য আয়াতটির -أَمْ-এর অর্থ করিয়াছেন এম দ্বারা অর্থাৎ 'বরং'। আয়াতটি অনেকে এইরূপও পাঠ করিয়াছেন যে,

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ

এই পঠনরীতি সম্পর্কে ইবন জারীর বর্ণনা করেন যে, এইভাবে পাঠ করিলে যদিও অর্থ স্পষ্টতর হয় তবুও ইহা সাধারণ পঠন রীতি অনুযায়ী নহে বলিয়া তদ্রূপযোগ্য কেননা সাধারণ পাঠ রীতিতে -أَمْ-কে প্রশ্নবোধক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কেননা অভিশপ্ত ফিরাউন বলিতে চাহিয়াছিল যে, আমি কি মুসা-এর চেয়ে বড় নহি? (আল্লাহ তাহার প্রতি অভিসম্পাত করুন)।

সুফিয়ান (র) বলেন, -أَمْ-এর অর্থ হইল হীন।

কাতাদা ও সুন্দী (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল দুর্বল।

ইবন জারীর (র) বলেন, -مَهِينٌ- বলিয়া ফিরাউন বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে, তাহার রাজত্ব নাই, রাজ সিংহাসন নাই এবং নাই তাহার অর্থ সম্পদ।

উপরত্ব -وَلَا يَكَادُ يُبِينُ- সে স্পষ্ট কথা বলিতে অক্ষম।

সুন্দী (র) বলেন, অর্থাৎ সে কথা বলিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না।

কাতাদা, সুন্দী ও ইবন জারীর (র) বলেন, সে তো তোতলা।

সুফিয়ান (র) বলেন, শৈশবকালে সে মুখে আগুন নিয়াছিল বলিয়া তাহার বাক্য অস্পষ্ট হইত।

মুসা (আ)-এর যবানে দেখা দেয়ার মূলেও ছিল অভিশপ্ত ফিরাউনের কারসাজি। সে আগুন দ্বারা মুসা (আ)-এর বিবেক পরীক্ষা করার চেষ্টা করিয়াছিল।

দ্বারা ফিরাউন জাজুল্য একটা মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। মূলত চরিত্র, দীনদারী ও সম্মানের দিক দিয়া ফিরাউনের চেয়ে মুসা (আ)-ই শ্রেষ্ঠ ছিল। ফিরাউন ছিল নাস্তিক ও দাস্তিক। এইটিও ফিরাউনের বানানো মিথ্যা কথা। কেননা মুসা (আ) তাহার যবানের অস্পষ্টতার জন্য আল্লাহর নিকট দেয়া করিলে আল্লাহ তাহার যবানের অস্পষ্টতা দূর করিয়া দেন; ফলে সকলে তাহার কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারে।

ফিরাউনের এই দাস্তিকতাপূর্ণ কথার উল্লেখ করিয়া হাসান বসরী (র) বলেন, সৃষ্টির ব্যাপারে কাহারো কোন হাত নাই। তাই মুসা (আ) যদি তোতলাও থাকেন তবুও দোষ হিসাবে উল্লেখ করার মত কোন ব্যাপার না।

ফিরাউন আরো বলিয়াছিল যে, فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْرُهُ مِمَّنْ نَّهَبَ, অর্থাৎ সে যদি নবী হইত তবে তাহাকে কেন স্বর্ণ-বলয় দেওয়া হইল না?

এই অর্থ করিয়াছেন ইবন আক্বাস (রা) ও কাতাদা (র) প্রমুখ।

অর্থাৎ 'কেন তাহার সংগে আসিল না ফেরেশতাপন্ন দলবদ্ধভাবে?' উহারা তাহার খেদমত করিত এবং উহারা তাহার সত্যবাদীতার স্বীকৃতি প্রদান করিত। কেন তাহার সহিত কোন ফেরেশতাই আসিল না? সে যদি সত্য নবী হইত তবে অবশ্যই তাহার সহিত সহযোগী একদল ফেরেশতা থাকিত; এই ধোঁকা দিয়া জনগণকে ফিরাউন হতভম্ব করিয়া ফেলে।

তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاسْتَخَفُّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ

অর্থাৎ এইভাবে সে তাহার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করিয়া দিল। পরবর্তী পর্যায়ে সকলকে সে তাহার আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করিলে সকলে তাহাদের আহ্বানে সাড়া দেয়। ফলে উহারা তাহার কথা মানিয়া লইল।

অর্থাৎ উহারা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন : -

فَلَمَّا أَسْفَوْا أَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ

অর্থাৎ যখন উহারা আমাদের ক্রোধান্বিত করিল আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করিলাম উহাদিগের সকলকে।

আলী ইবন আবু তালহা (র) ইবন আক্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তাহাদিগের পিঠের উপর চাবুক আঘাত করিয়া জর্জরিত করিয়াছিলাম।

আলোচ্য আয়াতাংশের মর্মার্থে ইবন আক্বাস (রা) হইতে যাহ্বাক (র) বলেন, আমি তাহাদিগের উপর ক্রোধান্বিত বর্ষণ করিলাম।

মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন যুবাইর, মুহাম্মদ ইব্ন কা'আব, কুবায়ী, কাভাদা ও সুদী (র) সহ একদল মুফাসসিরও এই অর্থ করিয়াছেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র) উকবা ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন : (অর্থাৎ প্রথমে এই আয়াতটি পাঠ করেন)

إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَّى بَعْطِشَ الْعَبْدِ مَا يَشَاءُ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعْاصِيهِ
فَأِنَّمَا ذَلِكَ اسْتِذْرَاجٌ مِنْهُ لَكَ۔

অর্থাৎ যখন তুমি দেখিবে যে কোন বান্দা ওনাহের উপর মযবুত রহিয়াছে এবং তাহার ইচ্ছা মাকিফ আল্লাহ তাহাকে দান করিতেছেন, তখন তুমি বুঝিবে যে, ইহা মূলত আল্লাহর পক্ষ হইতে একটি অবকাশ দেওয়া মাত্র।

অতঃপর এই আয়াতটি পাঠ করেন :

فَلَمَّا اسْفَرْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ

অর্থাৎ যখন উহারা আমাকে ক্রোধান্বিত করিল, আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করিলাম উহাদিগের সকলকে।

ইব্ন আবু হাতিম (র) তারিক ইব্ন শিহাব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তারিক ইব্ন শিহাব (র) বলেন, একদা আমার উপস্থিতিতে আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সামনে মৃত্যুর আলোচনা হইলে তিনি বলেন, মু'মিনদিগের জন্য মৃত্যু যন্ত্রণাদায়ক নহে বরং সহজ, কিন্তু কাফিরদিগের জন্য মৃত্যু যন্ত্রণাদায়ক ও কঠিন। এই কথা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন,

فَلَمَّا اسْفَرْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ

অর্থাৎ যখন উহারা আমাকে ক্রোধান্বিত করিল আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করিলাম উহাদিগের সকলকে।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ : অর্থাৎ পরবর্তীদিগের জন্য আমি উহাদিগকে করিয়া রাখিয়াছিলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।

আবু মুসলিম (র) বলেন, অর্থাৎ উহাদিগের জন্য ইতিহাস তাহাদিগের জন্য দৃষ্টান্ত করিয়া রাখা হইয়াছে, যাহারা পরবর্তীতে এইরূপ কাজ করার ধৃষ্টতা দেখাইবে তাহারা যেন কাজ করার পূর্বে এই ইতিহাসের দিকে একবার দৃষ্টি দেয়। আল্লাহ সকলকে সৎ পথে চলার তাওফীক দান করুন।

(৫৭) وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ

(৫৮) وَقَالُوا آءِ إِلَهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ

(৫৯) إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ

(৬০) وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلَفُونَ

(৬১) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلْعَاةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ

مُسْتَقِيمٌ

(৬২) وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

(৬৩) وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَابَيِّنَاتٍ

لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

(৬৪) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

(৬৫) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوْلًا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ

بِعَذَابِ يَوْمِ الْيَوْمِ

৫৭. যখন মারিয়াম-তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করিয়া দেয়,

৫৮. এবং বলে, 'আমাদিগের দেবতাজলি শ্রেষ্ঠ, না ইসা?' ইহারা কেবল বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এই কথা বলে। বক্তৃত ইহারা তো এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়।

৫৯. সে তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাহাকে আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম এবং করিয়াছিলাম বনী ইসরাইলের জন্য দৃষ্টান্ত।

৬০. আমি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের মধ্যে হইতে ফেরেশতা সৃষ্টি করিতে পারিতাম, যাহারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হইত।

৬১. ঈসা তো কিয়ামতের নিদর্শন; সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ পোষণ করিও না এবং আমাকে অনুসরণ কর। ইহাই সরল পথ।

৬২. শয়তান যেন তোমাদিগকে কিছুতেই নিবৃত্ত না করে, সে তো তোমাদিগের প্রকাশ্য শত্রু।

৬৩. ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিল, সে বলিয়াছিল, 'আমি তো তোমাদিগের নিকট আসিয়াছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছ, তাহা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।

৬৪. 'আল্লাহই তো আমার প্রতিপালক এবং তোমাদিগেরও প্রতিপালক! অতএব তাহার ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ।'

৬৫. অতঃপর উহাদিগের কতিপয় দল মতানৈক্য সৃষ্টি করিল। সুতরাং জালিমদের জন্য দুর্ভোগ মর্মান্বিত দিবসের শাস্তির!

তাফসীর : এইখানে আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের কুফরী, সত্যদ্রোহীতা ও ঝানানুবাদের বিবরণ প্রদান করিয়া বলিতেছেন :

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْثَمٍ مَثَلًا إِذْ أَعْيُنُهُمْ يَصْدُونَ

অর্থাৎ যখন মারয়াম-তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন (হে মুহাম্মদ!) তোমার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করিয়া দেয়।

ইবন অন্বান (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, সুদ্দী ও যুহহাক (র) হইতে একাধিক রাবী বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতে يَصْدُونَ অর্থ يَضْحَكُونَ অর্থাৎ তাহারা অবাধ হইয়া হাসি-তামাশা শুরু করিয়া দের। কতক (র) বলেন, তাহারা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে ও হাসি-তামাশা শুরু করে। ইবরাহীম নাখরী (র) বলেন, يَصْدُونَ অর্থ يُعْرِضُونَ অর্থাৎ তাহারা মুখ ফিরাইয়া দেয়।

মুহাম্মদ ইবন ইনহাক (র) সীরাতে গ্রন্থে লিখেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন অলীদ ইবন মুগীরা সঙ্গ মসজিদে বসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পর নযর ইবন হারিছ আসিয়া তথায় উপস্থিত হয়। মজলিসে তখন কুরাইশদের আরো কিছু লোক উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের উদ্দেশ্যে মূর্তিপূজা সম্পর্কে কথা বলেন এবং যুক্তি দিয়া নযর ইবন হারিছকে নিরস্তুর করিয়া দেন। অতঃপর وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া সকলকে শুনান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) উঠিয়া চলিয়া যান।

ইত্যধসরে আব্দুল্লাহ ইবন যাবআরী তামীমী তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখিয়া অলীদ ইবন মুগীরা তাহাকে বলিল, আব্দুল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, নযর ইবন হারিছ আব্দুল মুত্তলিবের বেটার কাছে তর্কে হারিয়া গিয়াছে। মুহাম্মদের ধারণা হইল, আমরা এবং আমাদের এইসব দেবতার জাহান্নামে জুলিব। গুনিয়া আব্দুল্লাহ ইবন যাবআরী বলিল, আল্লাহর শপথ, আমি তাহাকে পাইলে তাহার সংগে বুঝাপড়া করিতাম; মুহাম্মদকে জিজ্ঞাসা কর, আল্লাহ ব্যতীত যাহাদের উপাসনা করা হয় তাহারা সকলেই কি উপাসকদের সংগে জাহান্নামে যাইবে? আমরা ফেরেশতাদের, ইহুদীরা উযায়র (আ)-এর এবং খৃষ্টানেরা তো ঈসা ইবন মারয়ামের উপাসনা করিয়া থাকে! আব্দুল্লাহ ইবন যাবআরীর এই কথা শুনিয়া অলীদ ইবন মুগীরাও মজলিসের অন্য সকলে অবাধ হইয়া গেল এবং ধারণা করিল যে, মুহাম্মদ এই কথার কোন উত্তর দিতে পারিবে না। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার এহেন উক্তি শুনিতে পাইয়া বলিলেন, আল্লাহর পরিবর্তে নিজের উপাসনা করার ব্যাপারে যাহাদের সমর্থন ছিল তাহারা উপাসকদের সংগে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে—সকলে নহে; কারণ, উপাসকদের ন্যায় তাহারাও শয়তানের পূজারী। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা শাসিল করেন :

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ

অর্থাৎ যাহাদিগের জন্য আমার নিকট হইতে পূর্ব হইতে কল্যাণ নির্ধারিত রহিয়াছে তাহাদিগকে উহা হইতে দূরে রাখা হইবে।

অর্থাৎ ঈসা ও উযায়র (আ) সহ যাহারা আল্লাহর বিধানমত চলিয়া মৃত্যুবরণ করার পর তাহাদিগকে ভ্রান্ত ধরনের লোকেরা উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে জাহান্নাম হইতে দূরে রাখা হইবে। আর যাহারা ফেরেশতাদের পূজা করে ও বলে তামার আল্লাহর কন্যা সন্তান; তাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে : وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَ اللَّهِ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ অর্থাৎ তাহারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। না, বরং তাহারা সম্মানিত বান্দা।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ) সম্পর্কে বলেন :

إِنَّ هُوَ الْأَعْبُدُ الْأَعْمَىٰ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَا مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ آلًا وَجَعَلْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ آلَ اللَّهِ الْبَارِئِينَ وَأَنَّ لِيُكْفَىٰ فِي الْأَرْضِ الْخَالِفِينَ - وَإِنَّ لِي لَعِلْمَ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَتَبِعُون - هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ -

অর্থাৎ 'ঈসা তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাহাকে আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম এবং করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত। আমি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের মধ্য কাছীর-১৬

হইতে ফেরেশতা সৃষ্টি করিতে পারিতাম, বাহারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হইতে পারিত। অর সে তো কিয়ামতের নিদর্শন; অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-কে যেসব মু'জিয়া দান করা হইয়াছিল কিয়ামতের নিদর্শন প্রমাণের জন্য তাহাই যথেষ্ট। যেমন মৃতপ্রাণীকে জীবিত করা ও অসুস্থকে সুস্থ করা ইত্যাদি। সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সম্মেহ পোষণ করিও না এবং আমাকে অনুসরণ করিয়া চল; ইহাই সরল পথ।”

ইবন জারীর (র) আওফী কর্তৃক বর্ণনায় ইবন আব্বাস (রা)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, وَلَمَّا ضُرِبَ الْحَجُّ এই আয়াতে কুরাইশদের কথা বলা হইয়াছে: اِنْكُم مَّا تَعْبُدُونَ الْحَجُّ আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া শুনাইবার পর তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তবে মারয়ামের পুত্র সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “তিনি তো আল্লাহর বান্দা ও তাহার রাসূল ছিলেন।” অনিয়া কুরাইশরা বলিল, “আল্লাহর শপথ করিয়ে বলিতে পারি, এই লোকটি চায় যে, আমরা তাঁহাকে রব বলিয়া মানিয়া লই, যেমন খৃষ্টানেরা ঈসাকে রব বানাইয়াছিল। ইহার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ

অর্থাৎ ইহারা কেবল বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এ কথা বলে; কিন্তু ইহারা এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়।

ইমাম আহমদ (র)ইবন আকীল আনসারী এর গোলাম আবু ইয়াহইয়া (র) হইতে বর্ণিত; আবু ইয়াহইয়া (র) বলেন, ইবন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, আমার জানা মতে কুরআনের একটি আয়াত এমন আছে যে, কেহই কখনো আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করল না। জানা থাকার কারণেই লোকেরা জিজ্ঞাসা করা হইতে বিরত রহিল, নাকি সে সম্পর্কে তাহাদের কোন খবরই নাই, তাহা আমি জানি না।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি আমাদের সংগে হাদীস শুনাইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি চলিয়া গেলে আমরা একে অপরকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলাম যে, কেন সেই আয়াতটি সম্পর্কে আমরা তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। আমি বলিলাম, আগামীকাল আমি তাঁহাকে একথা জিজ্ঞাসা করিব; পরদিন সাফাৎ হইলে আমি বলিলাম, ভাই ইবন আব্বাস! গতকাল আপনি যে আয়াতটির কথা বলিয়াছিলেন তাহা কি? ইবন আব্বাস (রা) বলিলেন, শোন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন কুরাইশদেরকে বলিলেন, “হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাহাদের উপাসনা কর; তাহাদের কাহারো মধ্যেই কোন মঙ্গল নাই;” উত্তরে তাহারা বলিল, ‘মুহাম্মদ! তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, ঈসা (আ) নবী ও আল্লাহর নেক বান্দা ছিলেন? তোমার কথা যদি সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারাও তো উপাসনা করা হইত।’

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা وَلَمَّا ضُرِبَ এই আয়াতটি নাযিল করেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাই يَصِفُونَ অর্থ কি? ইবন আব্বাস (রা) বলিলেন, يَصِفُونَ অর্থ يَضْحَكُونَ অর্থাৎ তাহারা হাসি-ভাষা করিতে শুরু করে।

وَإِنَّهُ لَعَلُّمٌ لِّلسَّاعَةِ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) হইলেন কিয়ামতের নিদর্শন। ইবন আব্বাস (রা)-এর মতে এই আয়াতে কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর দুনিয়াতে আগমনকে নিদর্শন বলা হইয়াছে।

ইবন আবু হাতিম (র)ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন: হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাহাদের উপাসনা কর তাহাদের কাহারো মধ্যে কোনই মঙ্গল নাই। অনিয়া তাহারা বলিল, ‘আল্লাহ, তুমি কি বিশ্বাস করা না যে, ঈসা (আ) নবী ও আল্লাহর নেক বান্দা ছিলেন? তাহারাও তো উপাসনা করা হইত?’ তখন আল্লাহ তা'আলা وَلَمَّا ضُرِبَ الْحَجُّ আয়াতটি নাযিল করেন।

আলোকচাঁ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, কুরাইশরা বলিত, মুহাম্মদ চায় না যে, আমরা তাহর পূজা করি, যেমন ঈসা (আ)-এর অনুসারীরা ঈসা (আ)-এর পূজা করিত। কাতাদা (র) এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكُمْ مَّا تَعْبُدُونَ وَمَا تَعْبُدُونَ إِلَّا الْإِنْسَانَ خَيْرٌ أَمْ هُوَ কাতাদা (র) বলেন, কুরাইশরা বলিত, আমাদের দেবতাগুলি ঈসা (আ) হইতে শ্রেষ্ঠ। তিনি আরো বলেন, ইবন মাসউদ (রা) هَذَا الْإِنْسَانُ خَيْرٌ أَمْ هَذَا অর্থাৎ আমাদের দেবতাগুলি শ্রেষ্ঠ না এই লোকটি, অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)।

অর্থাৎ তাহারা কেবল বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই ঈসা (আ)-এর প্রসঙ্গ টেনে তোমাকে এই কথা বলে; প্রকৃতপক্ষে তাহাদের এই কথা ভালো করিয়াই জানা আছে যে, এখানে ঈসা (আ)-কে টানিয়া আনা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক; তদুপরি তাহারা নিজেরা হইল মূর্তি পূজারী। তাহারা ঈসা (আ)-এর উপাসনা করে না। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তাহাদের এইসব কথার উদ্দেশ্য কেবল একটি ঝগড়ার সূত্রপাত হটানো; মূলত উহার প্রতি তাহাদের আস্থা নাই।

ইমাম আহমদ (র)আবু উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন: “হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার পর কেহ পথভ্রষ্ট হয় না। তবে বিতণ্ডার মনোভাব থাকিলে হইতে পারে।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। ইমাম তিরমিযী, ইবন মাজাহ ও ইবন জারীর (র) হাজ্জাজ ইবন দীনার (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান-সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইবন আবু হাতিম (র) আবু উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু উমামা (রা) বলেন, নবীর তিরোধানের পর কোন উমতের সর্বপ্রথম গোমরাহী শুরু হয় তাকদীর অস্বীকার দ্বারা আর নবীর তিরোধানের পর উম্মতের বিভ্রান্তি তখনই আসে যখন তাহারা অহেতুক বাক-বিতণ্ডা শুরু করিয়া দেয়। অতঃপর তিনি مَاضِرْبُوهُ لَكَ الْخِ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

ইবন জারীর (র) আবু উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন ধর হইতে বাহির হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, কিছু লোক কুরআন সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করিতেছে। দেখিয়া তিনি রাগে ফাটিয়া পড়িলেন। এমনকি রাগে-স্ফোতে তাহার মুখমণ্ডল এমন রূপ ধারণ করে যেন তাতে সিরকা ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলিলেন : আল্লাহর কিতাবে এক অংশ দ্বারা এক অংশকে আঘাত করিও না। কারণ এইরূপ বিতণ্ডায় লিপ্ত হইয়াই অনেক জাতি বিভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে। তারপর তিনি مَاضِرْبُوهُ لَكَ الْخِ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

অর্থাৎ হযরত ইসা (আ) আমারই এক বান্দা ছিলেন। আমি তাহাকে নবুওত ও রিসালাতের নিয়ামত দান করিয়াছিলাম। আর তাকে দনী ইসরাইলের জন্য আমার কুদরত ও শক্তির প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত বানাইয়াছিলাম।

অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করিলে তোমাদের পরিবর্তে পৃথিবীতে ফেরেশতা সৃষ্টি করিতে পারিতাম, তাহারা তোমাদের উত্তরাধিকারী হইত। আলোচ্য আয়াতে بِدَلِكُمْ مِنْكُمْ مَلَائِكَةٌ فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ

অর্থ তাহারা তথায় তোমাদের উত্তরাধিকারী হইত। ইবন আব্বাস (রা) ও কাভাদা (র) বলেন, يَخْلُقُونَ অর্থ তাহারা একে অপরের উত্তরাধিকারী হইত। যেমন তোমরা একে অপরের উত্তরাধিকারী হও। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিতে প্রথমটিও অন্তর্ভুক্ত। মুজাহিদ (র) বলেন, يَخْلُقُونَ অর্থ তোমাদের পরিবর্তে তাহারা পৃথিবী আবাদ করিত।

নিশ্চয় তিনি কিয়ামতের নিদর্শন।

উপরে ইবন ইসহাকের তাফসীরে বলা হইয়াছে যে, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, ইসা (আ)-কে প্রদত্ত মুজিয়া। যেমন, মৃত প্রাণী জীবিত করা, অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগ, অন্যান্য ব্যাধি ভাল করিয়া দেওয়া। কিন্তু ইহাতে আপত্তি রহিয়াছে। কাভাদা (র) হাসান বসরী ও সাঈদ ইবন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, وَآيَاتُ سَرَفِهَا প্রতি ফিরিয়াছে। অর্থাৎ এই কুরআন কিয়ামতের নিদর্শন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি প্রথমটি অপেক্ষা বেশী অযৌক্তিক। وَآيَاتُ -এর সর্বনামটি ইসা (আ)-এর প্রতি

আরোপ হওয়াই সঠিক। কারণ পূর্বে ইসা (আ) সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। আর এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, ইসা (আ)-এর কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়াতে নাযিল হওয়া। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ আ'আলা বলেন :

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَلْيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا .

অর্থাৎ আহলে কিতাবদের কিছু লোক ইসা (আ)-এর মৃত্যুর পূর্বে তাহার প্রতি ঈমান আনিবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাহাদের জন্য সাক্ষী হইবেন।

মুজাহিদ (র) বলেন : وَآيَاتُ لَعَلَّكُمْ تَلْمِزُونَ অর্থ কিয়ামতের পূর্বে ইসা (আ)-এর আশ্চর্যকর কিয়ামতের একটি নিদর্শন। আবু হুরায়রা, ইবন আব্বাস (রা), আব্দুল আলিয়া, আবু মালিক, ইফরিমা, হাসান, কাভাদা ও যাহ্বাক (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণিত আছে। বলা বাহুল্য যে, কিয়ামতের পূর্বে ন্যায়পরায়ণ শালকরূপে ইসা (আ)-এর দুনিয়াতে নাযিল হওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে একাধিক সূত্রে অনাংখ্য হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

অর্থাৎ এমতাবস্থায় কিয়ামত সংঘটনের ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করিও না। এ ব্যাপারে আমি তোমাদিগকে যে সংবাদ প্রদান করি উহাতে আমার অনুসরণ কর। ইহাই তোমাদের জন্য সঠিক, সরল পথ। আর সতর্ক থাকিও, যেন শয়তান তোমাদিগকে সত্য পথ হইতে কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে না পারে। স্মরণ রাখিও, শয়তান তোমাদের স্পষ্ট শত্রু।

অর্থাৎ ইসা (আ) স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিয়া বলিয়াছিল, আমি তোমদিগের নিকট হিকমত তথা নবুওত লইয়া এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছ তাহা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য আসিয়াছি।

ইবন জারীর (র) বলেন, এই মতভেদ দ্বারা দুনিয়ারী মতভেদ নয়, বরং দীনি মতভেদ উদ্দেশ্য।

অর্থাৎ অতএব আমি তোমাদিগকে যে আদেশ করি সে বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করিয়া চল আর আমি তোমাদের কাছে যে আদর্শ লইয়া আসিয়াছি তাহাতে আমার অনুসরণ কর।

وَإِنَّ اللَّهَ فَوْقَ رَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ فِذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। অতএব তাহার ইবাদত কর। ইহাই সরল পথ।

অর্থাৎ আমি আর তোমরা সকলেই এক আল্লাহর দাস। তাহার মুখাপেক্ষী এবং তাহার দাসত্বের বেলায় সমান। তিনি এক, তাহার কোন শরীক নাই। আমি

তোমাদিগের কাছে যে পথ লইয়া আসিয়াছি তাহাই সরল পথ। তাহার ইবাদত করাই আমাদের কাজ।

অতঃপর এই ঘোষণার পর উহাদিগের কিছু দল মতানৈক্য সৃষ্টি করে। কেহ তাহাকে আল্লাহর বান্দা ও তাহার সত্য রাসূল বলিয়া মানিয়া লয়। কেহ তাহাকে আল্লাহর সন্তান বলিয়া দাবী করে আবার কেহ বলে তিনিই আল্লাহ। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, **فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْيَوْمِ** অর্থাৎ জালিমদের জন্য দুর্ভোগ মর্মভূদ দিবসের শাস্তির!

(৬৬) **هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ**

(৬৭) **الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ**

(৬৮) **يَعْبُدُونَ إِلَّا هُوَ يُعْبَدُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَافِظًا**

(৬৯) **الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ**

(৭০) **أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ**

(৭১) **يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا**

مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(৭২) **وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ**

(৭৩) **لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ**

৬৬. উহারা তো উহাদিগের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কিয়ামত আসিবারই অপেক্ষা করিতেছে।

৬৭. বন্ধুরা সেইদিন হইয়া পড়িবে একে অপরের শত্রু, তবে মুত্তাকীরা ব্যতীত।

৬৮. হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদিগের কোন ভয় নাই এবং দুঃখিতও হইবে না তোমরা—

৬৯. যাহারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করিয়াছিল এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছিল—

৭০. তোমরা এবং তোমাদিগের সহধর্মীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।

৭১. স্বর্ণের থালা ও পান-পাত্র লইয়া তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করা হইবে; সেখায় রহিয়াছে সমস্ত কিছু অন্তর যাহা চাহে এবং নয়ন যাহাতে তৃপ্ত হয়। সেখায় তোমরা স্থায়ী হইবে।

৭২. ইহাই জান্নাত, তোমাদিগকে যাহার অধিকারী করা হইয়াছে, তোমাদিগের কর্মের ফলস্বরূপ।

৭৩. সেখায় তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে প্রচুর ফলমূল, তোমরা আহার করিবে উহা হইতে।

তাকসীর : এইখানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, রাসূল অস্বীকারকারী এই মুশফিরা উহাদিগের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কিয়ামত আসিবারই অপেক্ষা করিতেছে। কারণ, কিয়ামত একদিন সংঘটিত হইবেই। অথচ ইহারা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ও অপ্রত্নত। সুতরাং ইহাদের অজ্ঞাতসারেই একদিন কিয়ামত আসিয়া পড়িবে আর তখন ইহাদের লজ্জার সীমা থাকিবে না; কারণ উহাদের তখন কোন উপায়ত্তর থাকিবে না।

অর্থাৎ যেসব বন্ধুত্ব আল্লাহর জন্য নয় তাহা কিয়ামতের দিন শত্রুতার পরিণত হইয়া থাকিবে। পক্ষান্তরে যে বন্ধুত্ব আল্লাহর জন্য হইয়া থাকে, তাহা চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ) তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল : **إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مَا يَكْفُرُونَ بِهِ** অর্থাৎ পার্থিব জীবনের পারস্পরিক ভালবাসার ভিত্তিতে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়া অন্য দেবতা গ্রহণ করিয়াছ। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করিবে ও একে অপরকে অভিশাপ বর্ষণ করিবে আর তোমাদের ঠিকানা হইবে জাহান্নাম। তোমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।

আব্দুর রায্বাক (র) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) **الْأَخْلَاءُ** এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, দুই ইমানদার বন্ধু, দুই কাফির বন্ধু। ইমানদার দুই বন্ধুর একজনের মৃত্যু হইল ও জান্নাতের নুসংবাদ লাভ করিল। তখন সে দুনিয়ায় রহিয়া যাওয়া বন্ধুর কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আখার বন্ধু। সে আমাকে তোমার ও তোমার রাসূল (সা)-এর আনুগত্যের উপদেশ দিত, সং

কাজের আদেশ করিত ও অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করিত আর আমাদের এই সংবাদ দিত যে, আমাদের একদিন তোমার সহিত সাক্ষাত করিতে হইবে। সুতরাং আমার অনুপস্থিতিতে তুমি তাহাকে বিভ্রান্ত হইতে দিও না। তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যাও। যেমন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছ। তখন তাহাকে বলা হইবে যে, যাও, তুমি যদি জানিতে যে, আমার নিকট তাহার জন্য কি রহিয়াছে তাহা হইলে তুমি বেশী হাসিতে ও কম কাঁদিত। অতঃপর দ্বিতীয় বন্ধুর মৃত্যু হইয়া গেলে দুইজনের আত্মা একত্রিত হয়। বলা হইবে, একজন অপরজনের প্রশংসা বর্ণনা কর। তখন প্রত্যেকেই তাহার বন্ধু সম্পর্কে বলিতে থাকিবে, তুমি আমার উত্তম ভাই, আমার উত্তম সঙ্গী ও উত্তম বন্ধু।

পক্ষান্তরে, যখন কাছীর বন্ধু একজনের মৃত্যু হয় এবং জাহান্নামের সংবাদ লাভ করে, তখন সে দুনিয়ার বন্ধুর কথা স্মরণ করিয়া বলে, হে আল্লাহ! আমার অমুক বন্ধু আমাকে তোমার ও তোমার রাসুলের ন্যায়মানীয় পরামর্শ দিত, আমাকে মন্দ কাজের আদেশ করিত ও নেক কাজ করিতে নিষেধ করিত আর এই সংবাদ দিত যে, তোমার সঙ্গে আমার কখনো সাক্ষাৎ হইবে না; অতএব আমার পরে যেন সে হিদায়াত না পায়; তবে প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট হইয়া যাও, যেমন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছ। অতঃপর দ্বিতীয়জনের মৃত্যু হইয়া গেলে দুইজনের আত্মা একত্রিত হয় ও একে অপরকে বলিতে শুরু করে যে, তুমি আমার নিকট ভাই, নিকট বন্ধু ও নিকট সঙ্গী; ইব্বন আবু হাতিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্বন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন, মুজাহিদ ব্যতীত সকল বন্ধুই কিয়ামতের দিন শত্রুতায় পরিণত হইয়া যাইবে।

হাকিম ইব্বন আসাকির (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “যদি দুই ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালবাসে, তাহাদের একজন পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে আর অপরজন পশ্চিম প্রান্তে থাকিলেও কিয়ামতের দিন এই দুইজনকে একত্র করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, এই সেই ব্যক্তি, আমার জন্য তুমি যাহাকে ভালবাসিয়াছিলে।”

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদ প্রদান করিয়া বলেন :

يَا عِبَادِ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الْح

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করিবেন, হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোন ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিত হইবে না। যাহারা আমার নিদর্শন সমূহের উপর ঈমান আনিয়াছে ও মুসলমান হইয়াছে অর্থাৎ যাহাদের অন্তরসমূহ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও অস-প্রত্যয় আল্লাহর শরীয়াতের অনুগত হইয়াছে।

মু'তামির ইব্বন নুলাইমান (র) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন হাশর ময়দানে উখিত হওয়ার পর প্রত্যেক মানুষই ভীত-নন্দিত হইয়া পড়িবে। তখন কোন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, “হে বান্দারা! আজ তোমাদের কোন ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিতও হইবে না।” এই ঘোষণা শুনিয়া সকলেই আশান্ত হইয়া পড়িবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলা হইবে, اَلَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ অর্থাৎ “ভয় ও দুঃখ-কষ্ট হইতে তাহারাই মুক্ত থাকিবে ঈমান আনিয়াছে ও মুসলমান হইয়াছে।” এই ঘোষণা শুনিয়া ঈমানদাররা ব্যতীত বাকীরা নিরাশ হইয়া যাইবে।

اَلَّذِينَ آمَنُوا وَآزَوْا جُحُومًا اَلْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزَّوْا جُحُومًا تُحْبَبُونَ অর্থাৎ “তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মীগণ সান্নিধ্যে জান্নাতে প্রবেশ কর।” সূরা রুহে এই আয়াতের ব্যাখ্যা চলিয়া গিয়াছে।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهُ بِهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ

অর্থাৎ স্বর্ণের খালা ও হাতলবিহীন সোনার পানপাত্র লইয়া জান্নাতীদের চতুর্দিক ঘুরাফেরা করা হইবে। মনে যাহা চায়, ও নয়ন যাহাতে ভুগু হয় অর্থাৎ সুন্দর, সুগন্ধ ও সুদর্শন খাদ্য দ্রব্য সবই সেথায় রহিয়াছে।

আব্দুর রাযযাক (র) ইসমাইল ইব্বন আবু সাঈদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইসমাইল (র) বলেন, ইব্বন আব্বাস (রা)-এর গোলাম ইকরিমা তাহাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : সর্বশেষ প্রবেশকারী সর্বনিম্ন মান ও নিম্নস্তরের একজন জান্নাতীকে এক শত বছরের দূরত্ব সমান সোনার প্রাসাদ ও হীরার তাঁবু দান করা হইবে। উহার আধা হাত পরিমাণ স্থানও অনাবাদ থাকিবে না। প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যা সত্তর হাজার সোনার পাত্র লইয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করা হইবে। প্রত্যেক পাত্রের এক-এক বর্ণের খাদ্য থাকিবে এবং সর্বপ্রথম পাত্রের খাদ্যের স্বাদ আর সর্বশেষ পাত্রের খাদ্যের স্বাদের মধ্যে কোন তারতম্য থাকিবে না।

ইব্বন আবু হাতিম (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আবু উমামা (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন জান্নাতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : মুহাম্মদের জীবন যাহার হাতে তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি, জান্নাতে কখনো এমন হইবে যে, তোমাদের কেহ খাইতে বসিয়া লোকমা উঠাইয়া মুখে দিবে। অতঃপর তাহার মনে অন্য খাদ্য খাওয়ার স্পৃহা জন্মিত হইবে : তখন সঙ্গে সঙ্গে মুখের খাদ্য তাহার কাণ্ডিক খাদ্যে পরিণত হইয়া যাইবে।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) اَلَّذِينَ آمَنُوا وَفِيهَا مَا تَشْتَهُ بِهِ الْح আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

ইমাম আহমদ (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : সর্বনিম্ন একজন জান্নাতীকে সাততলা বিশিষ্ট প্রাসাদ দেওয়া হইবে। তাহার তিন শত সেবক থাকিবে। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা তিনশত খালা খাদ্য দ্বারা তাহাকে আপ্যায়িত করা হইবে। এক খালায় যে রং এর খাদ্য থাকিবে তাহা অন্য খালায় থাকিবে না। প্রথম খালায় খাদ্যের স্বাদ যেমন হইবে সর্বশেষ খালায় খাদ্যের স্বাদও তেমনই হইবে। আবার তাহাকে তিনশত পাত্র পানীয় পরিবেশন করা হইবে। প্রত্যেক পাত্রে এমন রং থাকিবে যাহা অন্য পাত্রে থাকিবে না এবং প্রথম পাত্রে স্বাদ যেমন হইবে শেষ পাত্রে তেমন স্বাদ পাওয়া যাইবে। দুনিয়ার স্ত্রীদের ছাড়াও তাহাকে ডাগর চোখা বাহাত্তর জন ছর দেওয়া হইবে। উহার এক একজন বসিলে এক মাইল পথ জুড়িয়া যাইবে।

وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدِينَ অর্থাৎ চিরকাল তোমরা জান্নাতে থাকিবে, কখনো উহা হইতে তোমাদের বাহির হইতে হইবে না।

অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইবে :

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ অর্থাৎ তোমাদের নেক আমলের ফলেই তোমরা জান্নাত লাভে সমর্থ হইয়াছ। ফলে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদিগকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন। কেননা নিজের আমলের উপর ভিত্তি করিয়া কেহ জান্নাতে যাইতে পারিবে না ; আল্লাহ পাক অনুগ্রহ ও দয়া করিয়া ঈমানদারদেরকে জান্নাত দান করিবেন। তবে আমল অনুপাতে মর্যাদার ও স্তরের ভারতম্য হইবে।

ইবন আবু হাতিম (র)... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “জাহান্নামীরা জান্নাতে আসন দেখিতে পাইয়া আফসোস করিয়া বলিবে, হায়! যদি আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দিতেন তো আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিতাম আর জান্নাতীরা জাহান্নামে তাহাদের আসন দেখিতে পাইয়া বলিবে, আল্লাহ আমাদের হিদায়াত না দিলে আমরা হিদায়াত পাইতাম না। ফলে সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।” আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলিয়াছেন : প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি ও জাহান্নামে একটি আসন বরাদ্দ রহিয়াছে। কাফিররা ঈমানদারদের জাহান্নামের আসনের উত্তরাধিকারী হয় আর ঈমানদাররা কাফিরদের জান্নাতের আসনের উত্তরাধিকারী হয়। وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا الخ এই আয়াতে এই কথাটিই বলা হইয়াছে।

لَكُمْ فِيهَا نِكَاحٌ كَثِيرٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ অর্থাৎ জান্নাতে তোমাদের জন্য অনেক রকমের ফল-ফলাদি রহিয়াছে। তোমরা উহা হইতে তোমাদের ইচ্ছা ও রুচি মত আহার করিতে পারিবে।

(٧٤) إِنَّ السُّجْرَمِينَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ ۝

(٧٥) لَا يُقَاتِرُهُمْ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْسُتُونَ ۝

(٧٦) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ۝

(٧٧) وَنَادَوْا يُمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَرْكُتُونَ ۝

(٧٨) لَقَدْ جِئْتُمْكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ۝

(٧٩) أَمْ أَرْبُوهُمْ أَمْ أَنْتَ فَأَنَا مُمِرُّونَ ۝

(٨٠) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سُرُسَهُمْ وَنَحْجُرُهُمْ رَبِّي وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ

يَكْتُبُونَ ۝

৭৪. নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে থাকিবে স্থায়ী—

৭৫. উহাদিগের শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং উহারা হতাশ হইয়া পড়িবে।

৭৬. আমি উহাদিগের প্রতি জুলুম করি নাই, বরং উহারা নিজেরাই ছিল জালিম।

৭৭. উহারা চীৎকার করিয়া বলিবে, ‘হে মালিক! তোমার প্রতিপালক আমাদের নিঃশেষ করিয়া দিন।’ সে বলিবে, ‘তোমরা তো এইভাবেই থাকিবে।’

৭৮. আল্লাহ বলিবেন, ‘আমি তো-তোমাদিগের নিকট সত্য পৌছাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমাদিগের অধিকাংশই ছিল নত্যাভিমুখ।’

৭৯. উহারা কি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে? আমিই তো সিদ্ধান্তকারী।

৮০. উহারা কি মনে করে যে, আমি উহাদিগের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না? অবশ্যই রাখি। আমার ফেরেশতাগণ তো উহাদিগের নিকট থাকিয়া সবকিছু লিপিবদ্ধ করে।

তাকসীর : সৌভাগ্যশীলদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা শেষ করিয়া এইবার আল্লাহ তা'আলা হতভাগ্যদের ব্যাপারে বলেন :

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ

অর্থাৎ নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে চিরকাল থাকিবে। এক মুহূর্তের জন্যও উহাদের শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং সকল কল্যাণ হইতে উহারা নিরাশ হইয়া পড়িবে।

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا فِي الظَّالِمِينَ جُورًا ۝ অর্থাৎ আমি তাহাদের উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করি নাই; রাসূল প্রেরণ করিয়া প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করার পরও অসৎ কর্ম করিয়া তাহারা নিজেরাই নিজদের উপর জুলুম করিয়াছে। সুতরাং জাহান্নামের এই শাস্তি তাহাদের কর্মের উপযুক্ত প্রতিফল।

وَمَا نُوَدِّعُكَ بِمَا لَكَ لِيَقْضَىٰ عَلَيْنَا رِزْقًا ۝ قَالَ إِنَّكُمْ مُّكْتَبُونَ ۝ অর্থাৎ জাহান্নামে নিষ্কিণ্ড হওয়ার পর অপরাধীরা চীৎকার করিয়া জাহান্নামের দ্বার রক্ষীকে ডাকিয়া বলিবে, 'হে মালিক! তোমার প্রতিপালক যেন মৃত্যু দান করিয়া অত্যাচারীদের এই দুর্দশা হইতে উদ্ধার করেন।'

ইমাম বুখারী (র) ... ইয়লা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইয়লা (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মিসরে বসিয়া আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি। তিনি আয়াতটির অর্থ করেন, তোমার প্রতিপালক যেন আমাদের আত্মা রক্ষা করিয়া এই দুর্দশা হইতে আমাদের রক্ষা করেন। যেমন এক আয়াতে বলা হইয়াছে : لَا يَقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۝ অর্থাৎ উহাদের ব্যাপারে কোন ফরসাল করা হইবে না যে, তাহারা মৃত্যুবরণ করিবে আর তাহাদের শাস্তিও লাঘব করা হইবে না।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيَجْتَنِبُهَا النَّارُ الَّتِي يُصَلِّي النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا

অর্থাৎ উহা উপেক্ষা করিবে যাহারা নিতান্ত হতভাগ্য, যে মহাঅগ্নিতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না।

জাহান্নামীদের মৃত্যু কামনার জবাবে মালিক বলিবে, إِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ ۝ অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু নাই। এইখানেই তোমাদের চিরকাল পড়িয়া থাকিতে হইবে। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, জাহান্নামীদের মৃত্যুর আবেদনের এক হাজার বছর পর এই জবাব দেওয়া হইবে। অর্থাৎ এই জাহান্নাম হইতে তোমরা বাহির হইতে পারিবে না এবং ইহা হইতে কোন প্রকারে নিষ্কৃতিও পাইবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উহাদের এহেন দুর্ভাগ্যের কারণ সম্পর্কে বলেন :

لَقَدْ جِئْنَا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ۝ অর্থাৎ আমি তো তোমাদিগের নিকট অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে সত্য পৌছাইয়া দিয়াছি। কিন্তু তোমাদের স্বভাব হইল, তোমরা উহা গ্রহণ করার পরিবর্তে বাতিলের কাছে মাথা নত কর ও সত্যের পতাকাবাহীদের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ কর। সুতরাং তোমরা নিজেরাই নিজদেরকে ভিন্ন করার কর ও অন্তত হও। মোটকথা, সত্যের বিরোধীতাই হইল জাহান্নামীদের এই দুর্ভাগ্যের কারণ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُّبْرِمُونَ ۝ অর্থাৎ উহারা কি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে? আমিই তো সিদ্ধান্তকারী।

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল উহারা কি কোন চক্রান্তের ইচ্ছা করিয়াছে? তবে আমিও তাহাদিগের ব্যাপারে কৌশল অবলম্বন করিব। মুজাহিদের এই ব্যাখ্যাটি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। আয়াতটি হইল :

وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

অর্থাৎ তাহারা এক ধরনের চক্রান্ত করিয়াছে, আমিও কৌশল অবলম্বন করিয়াছি। কিন্তু উহারা টের পায় না।

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سُرْمَتَهُمْ وَأَنَّا لَا نَبْصُرُهُمْ ۝ অর্থাৎ তাহারা কি মনে করে যে, আমি উহাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না?

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سُرْمَتَهُمْ وَأَنَّا لَا نَبْصُرُهُمْ ۝ অর্থাৎ উহাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডই আমার জানা। তদুপরি আমার ফেরেশতাগণও উহাদের ছোট-বড় যাবতীয় আমল লিপিবদ্ধ করিয়া রেকর্ড করিয়া রাখে।

(১) قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَكَدَّةٌ فَإِنَّا أَوْلَىٰ الْعَالَمِينَ

(২) سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

(৩) قَدْ رَهْمُ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا هُمْ يَقُولُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي

يُوعَدُونَ

(৪) وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ

الْعَلِيمُ

(১৫) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۗ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

(১৬) وَلَا يَسْئَلُكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ ۗ اِلَّا مَنْ

شَهِدَ بِالْحَقِّ ۗ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

(১৭) وَلِيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ فَاَنَّى يُؤْفَكُوْنَ ۝

(১৮) وَقَبْلَهُ يَرْبِّ اِنْ هُوَ اِلَّا قَوْمٌ لَا يُوْمِنُوْنَ ۝

(১৯) فَاَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلِّمْ ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝

৮১. বল, 'দয়াময় আল্লাহর কোন সন্তান থাকিলে আমি হইতাম তাঁহার উপাসকগণের অগ্রণী;

৮২. 'উহারা যাহা আরোপ করে তাহা হইতে পবিত্র ও মহান, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরাশের অধিকারী।'

৮৩. অতএব, উহাদিগকে যে দিবনের কথা বলা হইয়াছে তাহার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উহাদিগকে বাক-নিত্যতা ও ক্রীড়া-কৌতুক করিতে দাও।

৮৪. তিনিই ইলাহ নতোমগলে, তিনিই ইলাহ ভূতলে এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

৮৫. কত মহান তিনি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর সার্বভৌম অধিপতি। কিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁহারই আছে এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

৮৬. আল্লাহর পরিবর্তে উহারা যাহাদিগকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাহাদিগের নাই। তবে যাহারা সত্য উপাসকি করিয়া উহার সাক্ষ্য দেয় তাহারা ব্যতীত।

৮৭. যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কে উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে; উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ।' তবুও উহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে?

৮৮. আমি অবগত আছি রাসূলের এই উক্তি— হে আমার প্রতিপালক! এই সম্প্রদায় তো ঈমান আনিবে না।

৮৯. সুতরাং তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং বল, 'সালাম'; উহারা শীঘ্রই জানিতে পারিবে।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা বলেন : **اَوَّلُ** অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনি বলিয়া দিন যে, যদি মানিয়া জওয়া হয় যে, দয়াময় আল্লাহর সন্তান আছে, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাহার ইবাদত করিতাম; কারণ আমি আল্লাহ পাকের একজন বান্দা এবং তাঁহার প্রতিটি আদেশ মানিয়া চলি। কিন্তু সন্তানের পিতা হওয়া আল্লাহর পক্ষে অবাস্তব ও অকল্পনীয়। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন :

لَوْ اَرَادَ اللهُ اَنْ يَّخْلُقَ وِلْدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحٰنَهُ مَوْالٰهُ
الرَّاحِدُ الْقَهَّارُ

অর্থাৎ আল্লাহ যদি সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্ট জীবের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা নির্বাচন করিতেন। তিনি পবিত্র। তিনি আল্লাহ এক ও পরাক্রমশালী।

কোন কোন মুফাস্সির বলেন : **اَوَّلُ** **الْعٰبِدِيْنَ** অর্থ আল্লাহর সন্তান থাকিলে আমি সর্বপ্রথম তাহাকে অপছন্দ করিতাম। ইহা সুফিয়ান ছাওয়ারী মত বলিয়া ইমাম বুখারী (র) উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন জারীর (র) এই মতের পক্ষে অনেক প্রমাণাদি বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার এই মত প্রশস্তীত নয়। আলী ইবন আবু তালহা (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অর্থ হইল, দয়াময় আল্লাহর কোন সন্তান নাই। আমি ইহার প্রথম সাক্ষী।

আবু সাঈর (র) বলেন, **اَوَّلُ** **الْعٰبِدِيْنَ** অর্থ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম এই ঘোষণা করিতেছি যে, তাঁহার কোন সন্তান নাই আর আমিই সর্বপ্রথম তাঁহার একচেঁহে বিশ্বাস স্থাপনকারী। আব্দুর রহমান ইবন হামদ ইবন আসলাম (র)-ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন **اَوَّلُ** **الْعٰبِدِيْنَ** অর্থ যাহারা আল্লাহর ইবাদত করে, তাহাকে এক বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তোমাদিগকে অস্বীকার করে, আমি তাহাদের অগ্রণী।

দুদ্বী (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহর সন্তান থাকিলে সর্বপ্রথম আমিই মানিয়া নিতাম যে, তাঁহার সন্তান আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কোন সন্তান নাই।

আর এই জন্যই পরবর্তী আয়াতে বলিয়াছেন :

سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই তিনি সন্তানের পিতা হওয়া হইতে পবিত্র। তিনি এক, অমুখাপেক্ষী, বে-মজীর। সুতরাং তাঁহার কোন সন্তান থাকিতে পারে না।

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يَوْمَعُونَ অতএব এই কাফির মুশরিকদিগকে কিয়ামত দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত তাহাদের অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তিতে মগ্ন থাকিতে ও পার্থিব জীবনে ক্রীড়া-কৌতুক করিবার জন্য ছাড়িয়া দাও। অচিরেই তাহারা বুদ্ধিতে পারিবে যে, তাহাদের দশা কি হয়, পরিণামে কি ঘটে।

অর্থাৎ আকাশে هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ যাহারা আছে ও পৃথিবীতে যাহারা আছে আল্লাহ তাহাদের সকলেরই ইলাহ। এই দুইয়ের অধিবাসীরা তাঁহার দাসত্ব মানিয়া চলে এবং সকলেরই তাঁহার অনুগত। তিনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ অর্থাৎ তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আল্লাহ। তোমাদের গোপন-প্রকাশ্য সবই তাঁহার জানা। তোমরা যাহা উপার্জন কর তাহাও তাঁহার অগোচর নহে।

অর্থাৎ মহান সেই সত্তা যিনি تَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহার মধ্যকার যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক এবং উহার একমাত্র নিয়ন্তা। অতএব এমন মহান সত্তা সন্তান গ্রহণ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র ও সকল দোষ-ত্রুটি হইতে নিরূপদ।

অর্থাৎ কিয়ামত কখন সংঘটিত হইবে তাহা وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَالْيَوْمِ تُرْجَعُونَ আল্লাহ ছাড়া কাহারো জানা নাই। সকলের তাঁহারই নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে। তখন তিনি প্রত্যেককে আপন আপন কর্মের প্রতিফল দিবেন। ভাল কর্মের ভাল ফল আর মন্দ কর্মের মন্দ ফল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ অর্থাৎ মুশরিকরা আল্লাহর পরিবর্তে যেসব দেব-দেবীদিগকে ভাকে তাহারা তাহাদিগের জন্য সুপারিশ করিবার কোনই ক্ষমতা রাখে না। তবে যাহারা সত্য উপলব্ধি করিয়া উহার সাক্ষ্য দেয় আল্লাহর নিকট তাঁহার অনুমতিক্রমে তাহাদের সাক্ষ্য উপকারে আসিতে পারে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ الخ অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে শরীক স্থাপনকারী ও তাঁহার সঙ্গে অন্যদের উপাসনাকারী এই মুশরিকদিগকে যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহাদিগকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? তাহারা অকপটে স্বীকার

করিয়া নিবে যে, আল্লাহই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাহারা আল্লাহর সহিত এমন সব দেব-দেবীর পূজা করে যাহারা ভাল-মন্দ কোনই ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং এক্ষেত্রে তাহারা চরম অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা ও বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ অর্থাৎ উহার কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে?

অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ (সা) নিজের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট অভিযোগ করিয়া বলেন যে, হে আমার প্রতিপালক! আমার এই সম্প্রদায় তো ঈমান আনিবে না। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا অর্থাৎ রাসূল বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় কুরআনকে পরিত্যক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের আমরা এই যে অর্থ করিনাম তাহা ইবন মাসউদ (রা), মুজাহিদ ও কাতাদা (র)-এর মতবা। ইবন জারীর (র)-এর তাকসীরেও ইহাই। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন : এইখানে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-এর বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়াছেন। কাতাদা (র) বলেন, ইহা তোমাদের নবী মুহাম্মদ (সা)-এর উক্তি। তিনি আল্লাহর কাছে স্বীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

ইমাম ইবন জারীর (র) وَقِيلَ يَا رَبِّ -এর মধ্যে দুইটি কিরাআতের কথা বর্ণনা করেন। অর্থাৎ قِيلَ শব্দটিতে লাম এর হরকত নসব ও জর হইতে পারে। নসব হইবে দুইভাবে। প্রথমত শব্দটি سِرٌّ نَسَمِعُ سِرُّكُمْ وَنَجْوَائِكُمْ وَنَجْوَى এর উপর 'আতফ হবে। দ্বিতীয়ত ওকতে একটি فعل উহা ধরা হইবে। অর্থাৎ قِيلَ وَقَالَ পক্ষান্তরে শব্দটিকে وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ এর উপর 'আতফ ধরিয়া পড়া যায়। অর্থাৎ وَعِنْدَهُ عِلْمُ قِيلَ

অর্থাৎ এমতাবস্থায় তুমি মুশরিকদিগকে উপেক্ষা করিয়া চল এবং তাহাদের মন্দ কথা উত্তর মন্দ দ্বারা না দিয়া শান্তিময় অবস্থা বজায় রাখিও। তাহাদের সঙ্গে সন্তাব বজায় রাখিয়া চল। তাহাদের এইসব কর্মকাণ্ড ও ধ্যান-ধারণার পরিণাম তাহারা অচিরেই জানিতে পারিবে। বলা বাহুল্য যে, মহানবী (সা) আল্লাহ পাকের এই নির্দেশ অনুযায়ী চলিতে থাকেন। পরিশেষে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার দীনকে বিজয়ী করেন ও জিহাদের বিধান প্রদান করেন। ফলে মানুষ দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করে ও পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম বিস্তার লাভ করে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

৩. আমি তো ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি এক সুবরক রজনীতে; আমি তো সতর্ককারী।

৪. এই রজনীতে প্রত্যেক স্তম্ভত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়;

৫. আমার আদেশক্রমে, আমি তো রাসূল প্রেরণ করিয়া থাকি,

৬. তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহস্বরূপ; তিনি তো সর্বশোভা, সর্বজ্ঞ।

৭. যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক—যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।

৮. তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনি তোমাদিগের প্রতিপালক এবং তোমাদিগের পূর্বপুরুষদিগেরও প্রতিপালক।

তাফসীর : মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন অবতরণ প্রসঙ্গে বলেন : নিশ্চয় উহা এক পবিত্র রজনীতে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং উহা কদরের রাত্রি। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন : **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** অর্থাৎ নিশ্চয় আমি উহা কদর রাত্রিতে নামিল করিয়াছি। সেই রাত্রিটি হইল পবিত্র রমযানের এক রাত্রি। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন : **شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ** "অর রমযান হইল সেই মাস যাহাতে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।"

সূরা বাকারার তাফসীরে ইহার সমর্থনে বহু হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে। তাই এখানে উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। ইকরামার বর্ণনার ভিত্তিতে যাহারা বলেন, পনেরই শা'বানের রাত্রিতে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের অভিমতের সম্ভাব্যতা সুদূর পরাহত। কারণ রমযানের সপক্ষে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত রহিয়াছে।

একটি হাদীস যাহা আবদুল্লাহ ইবন সালিম (র) উসমান ইবন মুহাম্মদ ইবনুল মুগীরা ইবন আখনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন—'এক শা'বান হইতে অন্য শা'বান পর্যন্ত ভাগ্য বণ্টিত হয়। এখনকি অমুক ব্যক্তি বিবাহ করিবে ও তাহার একটি ছেলে হইবে (তায়াগ নির্ধারিত হয়) এবং তাহার নাম মৃতের তালিকায় পরিদৃষ্ট হইবে।' সেই হাদীসটি মুরসাল ও অনুরূপ পর্যায়ের বর্ণনা সুস্পষ্ট আয়াতের অন্তরায় হইতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা আবার বলেন : **إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ** অর্থাৎ শরীআতের দৃষ্টিতে মানুষের জন্যে কোন্টি কল্যাণকর ও কোন্টি ক্ষতিকর তা তিনি শিক্ষা দেন, বাসনার উপর আল্লাহর জন্যে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন : **فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ** অর্থাৎ কদরের রাত্রিতে লাগুহে মাহফুজ হইতে প্রত্যেকের বার্ষিক ভাগ্যালিপিতে সবিস্তারে আয়, রিযিক ও অন্য

সূরা দুখান

৫৯ আয়াত, ৩ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়ানয়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) هَمَزٌ

(২) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ

(৩) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ

(৪) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

(৫) أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

(৬) رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(৭) رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُتُمْ مُوقِنِينَ

(৮) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ الْآبَائِكُمُ الْأُولِينَ

১. হা-মী-য।

২. শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের;

সবকিছু সন্নিবেশিত হয়। ইবন উমর, মুজাহিদ, আবু মালিক, যাহ্‌হাকসহ বহু পূর্বসূরী অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

أَمْثَلُ অর্থাৎ সুস্থির, অপরিবর্তনীয়; তাই আল্লাহ্ বলেন : أَمْثَلُ مِنْ عَيْنِنَا অর্থাৎ যাহা কিছু ঘণ্টে ও ঘণ্টার জন্য নির্ধারিত হয় আর যত কিছু প্রত্যাদেশ আসে সব কিছুই আল্লাহুর নির্দেশ ও অনুমোদনক্রমে তাহার জ্ঞাতসারেই হয়।

إِنَّا كُنَّا مُرْسَلِينَ অর্থাৎ আমিই মানুষের কাছে রাসূল পাঠাই। তাহারা মানুষের নিকট আল্লাহুর কালাম তিলাওয়াত করে যাহা তাহার সুস্পষ্ট দলীল। কারণ, তাহারা যেন কল্যাণের পথ পায়।

তাই আল্লাহ্ পাক বলেন :

رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ - إِنَّهُ فَو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

অর্থাৎ যিনি কুরআন নামিল করিয়াছেন তিনি নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা এবং তাহাদের ও উহাদের মধ্যবর্তী সকল কিছুর মালিক।

إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ অর্থাৎ তোমরা যদি অনুসন্ধানপূর্বক নিশ্চিত হইতে পার।

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ : অতঃপর তিনি বলেন :

অর্থাৎ তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই। তিনিই বাঁচান ও মারেন। তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও প্রতিপালক।

উপরোক্ত আয়াতগুলি নিম্নোক্ত আয়াতের অনুরূপ :

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ -

বল, “হে মানব! আমি অবশ্যই তোমাদের সকলের নিকট সেই আল্লাহুর রাসূল হইয়া আসিয়াছি যিনি নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর স্বত্বাধিকারী। তিনি ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই। তিনিই বাঁচান এবং মারেন।”

(৯) بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ

(১০) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ

(১১) يُفِثُ النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

(১২) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ

(১৩) أَتَى لَهُمُ الذِّكْرُ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ

(১৪) ثُمَّ تَوَلَّوْا عُنُقَهُ وَآلَوْا مُعَلَّمًا مَجْنُونًا

(১৫) إِنَّا كَا تَشْفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ

(১৬) يَوْمَ تَبِطُّشُ الْبَطِشَةَ الْكُبْرَى - إِنَّا مُنْتَقِمُونَ

৯. বহুত উহারা সন্দেহের বশবর্তী হইয়া হাসি-ঠাট্টা করিতেছে।

১০. অতএব, তুমি অপেক্ষা কর সেইদিনের যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হইবে আকাশ,

১১. এবং উহা আবৃত করিয়া ফেলিবে মানব জাতিকে। ইহা হইবে মর্মভূত শাস্তি।

১২. তখন উহারা বলিবে, ‘হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগকে এই শাস্তি হইতে মুক্তি দাও, আমরা ইমান আনিব।’

১৩. উহারা কি করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিবে? উহাদিগের নিকট তো আসিয়াছে স্পষ্ট ব্যাখ্যাতা এক রাসূল;

১৪. অতঃপর উহারা তাহাকে অমান্য করিয়া বলে, ‘সে তো শিখানো বুলি বলিতেছে, সে তো এক পাগল!’

১৫. আমি তোমাদিগের শাস্তি কিছুকালের জন্য রহিত করিতেছি— তোমরা তো তোমাদিগের পূর্বাভয় ফিরিয়া যাইবে।

১৬. যেদিন আমি তোমাদিগকে প্রবলভাবে পাকড়াও করিব, সেদিন আমি তোমাদিগকে শাস্তি দিবই।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক বলেন : পক্ষান্তরে সেই সকল মুশরিকরা সংশয়ের আবর্তে মুরপাক খাইয়া ঠাট্টা-তামাশায় মগ্ন রহিয়াছে। তাহদের নিকট নিশ্চিত সত্য পৌছিয়াছে, অথচ তাহারা উহাতে সংশয় ও দ্বিধাঘনুর শিকার হইয়া উহার সত্যতা মানিয়া লইতেছে না। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন : فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ “অনন্তর অপেক্ষায় থাক সেইদিনের যেদিন আসমান হইতে সুস্পষ্ট ধূম্র নির্গত হইবে।”

মুলায়মান ইবন মিহরান আল আ’মাশ (র) মামরুক (রা) হইতে বর্ণনা করেন : আমরা কুফা মসজিদে প্রবেশ করিলাম। দরজার কাছেই ছিলাম। দেখিলাম, এক ব্যক্তি

তাহার সঙ্গীদের নিকট উক্ত আয়াত পড়িয়া প্রশ্ন করিলেন, এই দুখান (ধোঁয়া) কি কী তাহা তোমরা কি জান? এই ধোঁয়া কিয়ামতের মুহুর্তে নির্গত হইবে। অতঃপর উক্ত যুনাফিকদের শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় আচ্ছন্ন করিবে এবং মু'মিনদের জন্য উহা ঠাণ্ড হাওয়ার মত হইবে।

অতঃপর আমাদের সামনে ইবন মাসউদ (রা) উপস্থিত হইলেন। আমরা তাহার কাছে উক্ত বর্ণনা পেশ করিলাম। তিনি এতক্ষণে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। এই বর্ণনা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন ও নড়াচড়া করিয়া স্থির হইয়া বসিলেন। তিনি বলিলেন, নিশ্চয়, আল্লাহ্ পাক তোমাদের নবী (সা)-কে বলিয়াছেন :

“بَلِّغُوا النَّاسَ مَا نَلَّوْا مِنْ آيَاتِنَا وَلَوْ كَرِهَتْ أَعْيُنُهُمْ وَعَفْوُهُمْ وَأَلْسِنُهُمْ وَظُلُفُهُمْ ۚ سَوَاءٌ لَكُمْ أَعْيُنُهُمْ أَصَابَكُمْ أَمْ آذَانُهُمْ أَسْمَعَتْكُمْ أَمْ لَبِّسَتْكُمْ أَبْصَارًا ۚ سَاءَ الَّذِي بَدَّلَ عَنْ يَدِهِ آيَاتِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ”

নিশ্চয় মানুষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন কথাও বলে যাহা তাহাদের জানা নাই। আল্লাহই নব্বাধিক জ্ঞাত। উক্ত ব্যাপারে আমি এক্ষুণি তোমাদিগকে বলিতেছি।

কুরআনেশরার যখন ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করিতেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাজে নানারূপ বাধা সৃষ্টি করিতেছিল। তখন তিনি হযরত ইউসুফ (আ)-এর দুগের দুর্ঘোষণা বহুরঙলির মতই তাহাদের জন্য শিক্ষামূলক আযাবের জন্য বদদোয়া করেন। ফলে তাহারা এইরূপ অনাবুটি ও দুর্ভিক্ষের শিকার হইল যে, তাহারা এমনকি হাড়গোড় ও মরা জীব খাইতে লাগিল। এইরূপ চরম দুর্দিনে তাহারা আকাশের দিকে তাকাইত। তখন তাহারা ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইত না। অন্য বর্ণনায় আছে, মানুষ তখন আকাশের দিকে তাকাইবে এবং কুখালিষ্ট গেছে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে ধোঁয়া ছাড়া কিছুই দেখিবে না। তাই আল্লাহ বলেন :

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

অতঃপর রাসূল (সা)-এর সমীপে আরণ্য করা হইল — হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মুসিবতের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন, তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। তখন রাসূল (সা) বৃষ্টির দোয়া করিলেন এবং বর্ষণ শুরু হইল। তখনই নাখিল হইল : لَا تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ “নিশ্চয় আমি শক্তি অপলোদনকারী; তোমাদের কষ্ট লোকই সুপথে প্রভাববর্তনকারী।” ইবন মাসউদ (রা) বলেন : অতঃপর তাহাদিগকে কিয়ামতের আযাব হইতে মুক্তি দেয়া হইল। যখন তাহারা আযাব হইতে মুক্ত হইল, আবার পূর্বাভাসয় ফিরিয়া গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা নাখিল করিলেন :

يَوْمَ نَبْطِئُ الْبَطُنَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ

পাকড়াও করিব, আমি নিশ্চয় প্রতিবিধায়ক।

অর্থাৎ বদরের দিবসে। অতঃপর ইবন মাসউদ (রা) বলেন, পাঁচটি এইরূপ দিন অতিক্রান্ত হইয়াছে : দুখান, রুম, কামার, লিয়াম ও বাতশাহ। এই হাদীসটি সহীহদ্বয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) তাহার মসনাদেও উদ্ধৃত করেন। ইমাম তিরমিধী ও ইমাম নাসায়ী (র) তাহাদের তাফসীর অধ্যায়ে ইহা উদ্ধৃত করেন। আ'মাশ (র) হইতে বিভিন্ন সূত্রে ইবন জারীর ও ইবন আবু হাতিম (র) হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইবন মাসউদ (রা) আয়াতটির এই ব্যাখ্যাই বলিয়াছেন, সে দুখান বা ধোঁয়া নির্গত হবার দিনটি অতিক্রান্ত হইয়াছে। তাহার এই মতের সহিত ঐক্যমত পোষণ করেন মুজাহিদ, আবুল আলিয়া, ইবরাহীম নখরী, যাহুহাক, আতিয়া, আউফ (র) প্রমুখ। ইবন জারীর (র) এই মত পছন্দ করিয়াছেন।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইবন আবু হাতিম (র) আবদুর রহমান অল আরাঙ্গ (র) হইতে বর্ণনা করেন। সেই দিনটি হইল মক্কা বিজয়ের দিন। বর্ণনাটি খুবই গরীব; বরং মুনকার।

অন্যদের মতে 'দুখান' অতিক্রান্ত হয় নাই; বরং উহা কিয়ামতের অন্যতম নির্দশন। আবু যুরায়হর হাদীসে ইহা অংশেই বর্ণিত হইয়াছে।

হুয়ায়ফা ইবন উসায়দ গিফারী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট আরাফাত হইতে তাশরীফ আনিলেন। আমাদের ভিতর তখন কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন— যতক্ষণ পর্যন্ত দশটি নির্দশন না দেখিবে ততক্ষণ কিয়ামত হইবে না। পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয়, ধোঁয়া নির্গত হওয়া, দাঙ্গাতুল আরদের আবির্ভাব, ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন, ঈসা ইবন মরিয়মের প্রত্যাবর্তন, দাজ্জালের অভ্যুদয়, তিনটি সূর্যগ্রহণ— পাশ্চাত্যে চন্দ্র সূর্য গ্রহণ, প্রাচ্যে চন্দ্র সূর্য গ্রহণ ও মধ্যপ্রাচ্যে চন্দ্র সূর্য গ্রহণ, এডেন হইতে আগুন বাহির হইয়া মানুষকে বিভাঙন ও সমবেতকরণ এবং মানুষের যেখানে নিশিাপন হইবে, সেখানে নিশিাপন ও মানুষ যেখানে বিশ্রাম নিবে সেখানে তাহাদের সংগে অবস্থান।

ইমাম মুসলিম (র) এই বর্ণনাটি এককভাবে তাহার সহীহ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সহীহদ্বয়ে বর্ণিত আছে,

রাসূলুল্লাহ (সা) ইবন সাইয়্যাদের উদ্দেশ্যে বলেন : আমি একটি বিষয় গোপন রাখিয়াছি বল, নেইটি কি? সে বলিল, দুখ, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, লাঞ্ছিত হও, তুই তোর স্থান হইতে অতিক্রম করিতে পারিবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি আমার অন্তরে গোপন রাখিয়া দিলাম।

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ

আয়াতটিতে উহাই ইংগিত প্রদান করা হইয়াছে। অর্থাৎ উহা ঘটে নাই, ঘটিবে এবং উহার অপেক্ষায় থাকিতে হইবে।

ইবন সাইয়্যাদ গণকদের মতই জিনের ভাবায় সব কিছুর তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করে। গণকরা এইভাবে শ্রুত বাফ্যগুলো কাটছাট করিয়া বলিতে থাকে। এই জন্যই ইবন সাইয়্যাদ 'দুখ' বলিয়াছে অর্থাৎ, দুখান হইতে কাটছাট করিয়া দুখ বলিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হইলেন যে, সে এক শয়তান। তাই বলেন, দাফ্বিত হও, তুই ভোর অবস্থান হইতে অতিক্রম করিতে পারিবে না।

ইবন জারীর (র) রবঈ ইবন হিরাশ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযায়ফ ইবন ইয়ামান (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন—কিয়ামতের পয়লা নির্দশন হইল দাঙ্গালের আবির্ভাব, ঈসা (আ)-এর অবতরণ, এডেনের ওহা হইতে অগ্নি বাধির হইয়া মানুষকে নির্দিষ্ট সমাবেশ স্থলে নিয়া যাইবে এবং সেখানে মানুষ রাত্রিযাপন করিবে। সেখানে উহাও অপেক্ষা করিবে আর যেখানে মানুষ বিশ্রাম নিবে উহাও বিশ্রাম নিবে। আর দুখান (ধূম্রজাল) আচ্ছন্ন করিবে। হযায়ফ (রা) প্রশ্ন করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দুখান কি বস্তু? তখন রাসূল (সা) অলোচ্য অয়াতটি তিলাওয়াত করেন :

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يُغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ-

উহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমতল দেশ আচ্ছন্ন করিবে এবং চল্লিশ দিন ও রাত উহা অবস্থান ধরিবে, মু'মিনের জন্যে উহা ঠাণ্ডা হাওয়ার মত হইবে আর কাফিরের জন্যে উহা মাকল হাওয়া হইয়া প্রত্যেকের নাক, কান, গলা ও মলদ্বারে প্রবিষ্ট হইবে।

ইবন জারীর (র) বলেন, এই বর্ণনা বিস্ময় হইলে তাহা স্পষ্ট পার্থক্যকারী হইত কিন্তু আমি ইহাকে বিস্ময় বর্ণনা বলি না। কারণ মুহাম্মদ ইবন খলফ আসকালানী (র) আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, তিনি এই হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন— আপনি কি ইহা মুফিয়ান (র) হইতে শুনিয়াছেন? তদন্তের রওয়াক বলেন, না। প্রশ্ন করিলাম, আপনি কি এই বর্ণনা শুনাইয়া স্বীকৃতি নিয়াছেন? তিনি বলিলেন, না। আবার প্রশ্ন করিলেন, আপনার উপস্থিতিতে কেহ কি ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, আপনার স্বীকৃতি নিয়াছে? তিনি বলিলেন না। আমি বলিলাম, তাহা হইলে আপনার নামে ইহা চাহ হইল কি করিয়া? তখন তিনি বলিলেন— একদল লোক আসিয়া আমার কাছে এই বর্ণনা পেশ করিয়া বলিল, ইহা আমাদের বরাতে শুনিয়াছে, তাহারা বর্ণনাটি আমাদের শুনাইয়া চলিয়া গেল এবং উহা আমাদের সূত্রে বর্ণনা করিয়া চলিল।

ইবন জারীর (র) হাদীসটি সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, ঠিকই বলিয়াছেন। হাদীসটি মওজু (ভিত্তিহীন) এই ননদে। 'আস ইবন জারীর বিভিন্ন আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে এই হাদীসের রাবী হইতে বিভিন্ন স্থানে উদ্ধৃত করেন। উহাতে মুনকার বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। উহার বেশীর ভাগ সূরা বনী ইসরাইলের শুরুতে মসজিদুল আকসার ব্যাপারে উদ্ধৃত হইয়াছে। আল্লাহুই ভাল জানেন। দ্বিতীয়ত, দাব্বাতুল আরদু ও তৃতীয়ত, দাঙ্গাল।

ইবন জারীর (র) আবু মালিক আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন— নিশ্চয় তোমাদের শত্রু তোমাদিগকে তিনটি ব্যাপারে সতর্ক করেন। তাহা হইল, আদু দুখান যাহা মু'মিনের জন্য ঠাণ্ডার ন্যায় হইবে ও কাফিরের নাকে কানে ঢুকিয়া অস্থির করিয়া তোলে।

তাবরানী মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন আইয়াশ (র) হইতে ইহা বর্ণনা করেন : এই সনদটি উত্তম। ইবন আবু হাতিম (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : মানুষের উপর দিয়া ধূম্র প্রবাহিত হইবে মু'মিনগণ উহার ফলে ঠাণ্ডা হইবে ও কাফিরগণের কানে ঢুকিয়া এফোঁড় ওফোঁড় করিবে। সাঈদ ইবন আবদা (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে মওকুফ হাদীসরূপে ইহা বর্ণনা করেন। সাঈদ ইবন আওফ (র) হাসান (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইবন আবু হাতিম (র) হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : দুখান-এর আয়াতটি—মু'মিনগণকে ঠাণ্ডা হইবে এবং কাফিরগণকে ধোঁয়াচ্ছন্ন করিয়া শরীর ঝলসাইয়া দিবে। ইবন জারীর (র) ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ধোঁয়া নির্গত হইয়া মু'মিনগণকে সর্নিহন্ত করিবে এবং কাফির ও মুনাফিকগণকে কানে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে অস্থির করিবে। এমনকি তাহারা ঝলসানো মাংসপিণ্ডে পরিণত হইবে। ইবন জারীর (র) আবদুল্লাহ ইবন আবু মুলায়কা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : একদিন সকালে আমি হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি বলিলেন, আমি রাত্রিতে নিদ্রা যাই নাই। আমি বলিলাম, কেন? তিনি বলিলেন, সকলেই বলিয়াছে যে, লেজুড় বিশিষ্ট নক্ষত্রের উদয় ঘটিয়াছে। তাই আমি শংকিত যে, উহাই হয়ত সেই দুখান যাহা আশ্চর্য প্রকাশ করিয়াছে। এই দূর্ভাবনায় সারারাত আমার ঘুম হয় নাই।

ইবন আবু হাতিম (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) সম্পর্কিত এই বর্ণনাটি বিস্ময়। তিনি কুরআনের অন্যতম ব্যাখ্যাভা ও উম্মতের মুখপাত্র। এই অভিমতের সামনে বহু সাহাবা ও তাবেঈ বেশ কিছু সহীহ ও হাসান, মারফু হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। সেই সব বর্ণনা নিশ্চিত ও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ধূম্র নির্গমনের ব্যাপারটি ঘটিত হয় নাই, বরং ঘটিতব্য। কুরআনের প্রকাশ্য অর্থও তাহাই বলে। যেমন : "فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ" অনন্তর সেই দিনের অপেক্ষা কর যেদিন আকাশের বুক হইতে সুস্পষ্ট ধূম্র নির্গত হইবে।

এই বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার এবং সকলে ইহা বুঝিতে পারে। পক্ষান্তরে ইবন মাসউদ (রা) যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, উহা তাহার নিজস্ব ধারণা সৃষ্ট ব্যাখ্যা। অভাব ও অনাহারের কারণে চক্ষুর সামনে যে ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার ব্যাখ্যায় উহারই প্রতিফলন ঘটিয়াছে।

আল্লাহ পাকের পরবর্তী বক্তব্যও উক্ত ব্যাখ্যার সমর্থন মিলে। যেমন :

يُغْفِي النَّاسَ অর্থাৎ উহা মানবকুলকে বেটন করিবে। যদি ইহা ধারণা সৃষ্ট বস্তু হইত এবং মল্লার মুশারিকদের জন্য হইত তাহা হইলে মানবকুল না বলিয়া 'কুরায়েশকুল' বলা হইত।

অতঃপর আল্লাহ বলেন : هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ অর্থাৎ "ইহা বড়ই কষ্টদায়ক শাস্তি।" বস্তুত মানবকুলকে সতর্ক করিয়া সেই দিন সম্পর্কে সচেতন রাখার জন্যে ইহা বলা হইয়াছে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكْفَرُونَ

অর্থাৎ সেদিন তাহাদিগকে চূড়ান্তভাবে জাহান্নামের আগুনের দিকে ডাকা হইবে, সেদিন বলা হইবে, এই সেই জাহান্নামের আগুন যাহা তোমরা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছিলে। কিংবা তাহারা একে অপরকে অনুরূপ বলিয়া বেড়াইবে।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন : رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ অর্থাৎ কাফিরগণ সচক্ষে আল্লাহর আযাব ও শাস্তি দেখার পর প্রার্থনা করিবে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর হইতে আযাব প্রত্যাহার করুন, আমরা অবশ্যই ঈমানদার।

যেমন আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يُقْفَرُونَ عَلَىٰ النَّارِ فَيُقَالُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ وَلَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُل�

"যদি তুমি দেখিতে পাইতে যখন তাহারা উপস্থিত হইবে জাহান্নামের কাছে, তখন তাহারা বলিবে, হায়! আমরা যদি প্রত্যাবর্তিত হইতাম, আমরা আমাদের প্রভুর নির্দেশাবলীকে অস্বীকার করিতাম না এবং আমরা ঈমানদার হইতাম!"

তেমনি আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন :

وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِتْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نَّجِبْ نَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ-

অর্থাৎ মানুষকে সেই আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক কর, যেদিন জালিমগণ বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অত্যাচারকালের জন্যে অবকাশ দাও। আমরা তোমার দীনের আঙ্গানে সাজা দিব ও তোমার রাসূলগণের অনুসারী হইব। তোমরা কি পূর্বেও এইরূপ শপথ কর নাই যে, তোমাদের কোন পতন নাই ?

এখানেও আল্লাহ তা'আলা অঙ্গুপ বলিতেছেন :

أَتَىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ- ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَّجْنُونٌ-

অর্থাৎ কোথায় এখন তাহাদের হিদায়াত প্রাপ্তির সুযোগ ? অথচ তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল আসিয়াছিলেন। অতঃপর তাহারা তাহদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, সে এক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাগল :

এভাবে আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন : يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ অর্থাৎ আজ মানুষ হিদায়াত গ্রহণের কথা বলিতেছে এবং কি করিয়া সে হিদায়াত গ্রহণ করিবে ?

অনুরূপ তিনি অন্যত্র বলেন :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُرِعُوا فَلَأْفَوْتُمْ وَأُخِدُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ- وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَادُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ- إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ

উপরোক্ত আয়াতসমূহেও বলা হইয়াছে যে, স্থায়ী যন্ত্রণার ক্ষেত্রে উপস্থিতির পর তাহাদের ঈমান আনা বা সেই ব্যাপারে অবকাশের জন্য বাদানুবাদ তোলার ব্যাপারটি যদি তুমি সচক্ষে দেখিতে। অথচ তাহাদের সেই মুহূর্তের ঈমান গ্রহণ তো কোনই কাজে আসিবে না।

এখানে আল্লাহ পাক বলেন : إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ এই আয়াতের দুই ধরনের তাৎপর্য হইতে পারে। এক, আল্লাহ পাক বলেন, যদি আমি তাহাদিগকে শাস্তি হইতে অব্যাহতি দিয়া পুনরায় পৃথিবীতে পাঠাই তোমরা তাহা হইলে অবশ্যই সেই কাজ আবার শুরু করিবে যাহা হইল কুফরী ও সত্যকে অস্বীকারের কাজ। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّنْ ضُرٍّ لَّلْجُوفِ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ-

অর্থাৎ আমি যদি দয়া করিয়া তাহাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দূর করি তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা তাহাদের নাফরমানীর আবারে প্রত্যাবর্তিত হইবে।

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন : وَلَوْ رُتُوا لَعَانُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ অর্থাৎ যদি তাহারা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তিত হয় তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা তাহাই করিবে যাহা তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে এবং নিশ্চয়ই তাহারা মিথ্যাবাদী।

দুই, তোমাদের পার্শ্ব জীবনে আমি আযাবের সকল কার্যকরণ ও নীতি-নীতি সম্পন্ন হওয়ার পরেও নাফরিকভাবে তোমাদিগকে অবকাশ দান করিয়া দেখিরাছি যে,

তোমরা সেই নাফরমানী ও বিজ্ঞাপিত পথেই সর্বদা চলিয়াছ। উহাই যখন তোমাদের স্বভাব, তখন চিরন্তন আযাব হইতে অবকাশ দানের আবশ্যকতা থাকে না। যেমন আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন :

الْأَقْوَمُ يُؤْتَسَلَمًا أَمْثَلُ كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَدَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَثَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ-

অর্থাৎ ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় যখন ঈমান আনিল তখন তাহাদের উপর হইতে পার্থিব লাঞ্ছনার শাস্তি প্রত্যাহার করিলাম এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাহাদিগকে পার্থিব সুখ সামগ্রী ভোগ করিতে দিলাম। ফলে আমার আযাব তাহাদের নিত্য সাথী হয় নাই; অথচ উহার সকল কার্যকরণ সম্পন্ন হইয়াছিল।

তেমনি যাহারা কুফরী হইতে সরিয়া আসিয়া আবার উহাতে ফিরিয়া গিয়াছে তাহাদের উপর হইতেও অযাব প্রত্যাহার অনাবশ্যক। আল্লাহ পাক ওয়াইব (আ)-এর জ্ঞাতিকে তিনি যাহা জবাব দিয়াছিলেন তাহার সংবাদ জ্ঞাপন করিতে গিয়া বলেন :

لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُدُنَّ فِي مِلَّتِنَا - قَالَ
لَوْ كُنَّا كَارِهِينَ - قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ جِئْنَا
اللَّهَ مِنْهَا -

অর্থাৎ তাহার বলিল, হে ওয়াইব! তোমাকে ও যাহারা তোমার উপর ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের গ্রাম হইতে বহিষ্কার করিবই অথবা তোমাদিগকে আমাদের ধর্মমতে ফিরিয়া আসিতেই হইবে। সে উত্তর দিল, আমরা উহা অপছন্দ করা নহেও? নিঃসন্দেহে তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করিয়াছ। আল্লাহ পাক উহা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করার পর আমরা যদি তোমাদের ধর্মমতে প্রত্যাবর্তন করি ... কাতাদা (র) বলেন : মূলত ওয়াইব (আ) কখনও তাহাদের জাতি ধর্ম ও ভাষা পথের অনুসারী ছিলেন না।

إِنَّكُمْ عَائِدُونَ অর্থাৎ নিশ্চয় তোমরা আল্লাহর আযাবের দিকে ফিরিয়া যাইবে।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন : يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন : আয়াতে আলোচ্য দিনটি সম্পর্কে ইবন মাসউদ (রা) বলেন, ইহা বদর যুদ্ধের দিন। ইবন মাসউদ (রা)-এর এই মতের সহিত একমত পোষণকারী দলটি 'দুখান' শব্দের অর্থও ইহার ভিত্তিতে প্রদান করেন। পূর্বে উহা আলোচিত হইয়াছে। আওফীর সূত্রে বর্ণিত, ইবন আব্বাস (রা)-এর একটি বর্ণনায় উহার সমর্থন রহিয়াছে। উবায় ইবন কা'ব (রা) বলেন : ব্যাখ্যাটি সংশয়পূর্ণ। আয়াতে প্রকাশ পায় যে, উহা হইল

কিয়ামতের দিন। যদি বাতশা'কে বদরের দিন ধরা হয়, তথাপি 'ইয়াওমে দুখান' কিয়ামতের সহিত সংশ্লিষ্ট :

ইবন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, খালিদ আল হিযাব, ইবন উলিয়া, ইয়াকুব ও ইবন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন : ইবন মাসউদ (রা) 'বাতশাতুল কুবরার' অর্থ করিয়াছে বদর দিবস। আমি বলিতেছি, উহা কিয়ামতের দিন।

এই বর্ণনাটি বিস্তৃত : হানান বসরী ও ইকরামা (র) তাহার নিকট হইতে বিস্তৃত সনেদে অনুরূপ দুইটি বর্ণনা শুনান। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(১৭) وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ۝

(১৮) أَنْ أَذِّنَا لَكَ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝

(১৯) وَإِنْ لَا تَعْلَمُوا عِلْمَ اللَّهِ فَإِنَّي لَأَنبِيءُكُمْ بِسُلْطِينَ مَبِينٌ ۝

(২০) وَإِنَّي لَأَعْلَمُ بَدْرِي وَأَنْبِيءُكُمْ أَنْ تَرْجُبُون ۝

(২১) وَإِنْ لَمْ تَتُوبُوا لِي فَأَعْتَزِلُون ۝

(২২) قَدْ عَارَبْنَا أَنْ هَلْؤَلَاءِ قَوْمٌ مُّخِرْمُونَ ۝

(২৩) فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ۝

(২৪) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ۝

(২৫) كَمْ تَرَكُوا مِنْ جِذَّتٍ وَعُيُونٍ ۝

(২৬) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝

(২৭) وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكَاهِينَ ۝

(২৮) كَذَلِكَ تَسَاءَلُونَ قَوْمًا آخَرِينَ ۝

(২৭) فَمَا يَكْتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ۝

(২০) وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۝

(২১) مِنْ فِرْعَوْنَ إِذْ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُرْفِقِينَ ۝

(২২) وَلَقَدْ اخْتَرْتَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَنَّا الْعُلَمَاءِ ۝

(২৩) وَأَتَيْنَهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهَا بَلَاؤٌ مُبِينٌ ۝

১৭. ইহাদিগের পূর্বে আমি তো ফিরআউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করিয়াছিলাম এবং উহাদিগের নিকটও আসিয়াছিল এক মহান রাসূল,

১৮. সে বলিল, 'আল্লাহর বান্দাদিগকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ কর। আমি তোমাদিগের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

১৯. 'এবং তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে উদ্ধত হইও না, আমি তোমাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি স্পষ্ট প্রমাণ।

২০. 'তোমরা যাহাতে আগাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিতে না পার, তজ্জন্য আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদিগের প্রতিপালকের শরণ লইতেছি।

২১. 'যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে তোমরা আমা হইতে দূরে থাক।'

২২. অতঃপর মুসা তাহার প্রতিপালকের নিকট আবেদন করিল, 'ইহারা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়।'

২৩. আমি বলিয়াছিলাম, 'তুমি আমার বান্দাদিগকে লইয়া রজনী যোগে বাহির হইয়া গড়, তোমাদিগের পশ্চাৎকাবন করা হইবে।'

২৪. 'সমুদ্রকে স্থির থাকিতে দাও, উহারা এমন এক বাহিনী যাহা নিমজ্জিত হইবে।'

২৫. উহারা পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ,

২৬. কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ,

২৭. কত বিলাস উপকরণ, যাহা উহাদিগকে আনন্দ দিত।

২৮. এইরূপই ঘটিয়াছিল এবং আমি এই সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে।

২৯. আকাশ এবং পৃথিবী কেহই উহাদিগের জন্যে অশ্রুপাত করে নাই এবং উহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হয় নাই।

৩০. আমি তো উদ্ধার করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হইতে

৩১. ফিরআউনের; সে তো ছিল পরাক্রান্ত সীমানলংঘনকারীদিগের মধ্যে।

৩২. আমি জানিয়া গনিয়াই উহাদিগকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম,

৩৩. এবং উহাদিগকে দিয়াছিলাম, নিদর্শনাবলী, যাহাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা বলেন : এই মুশরিকদের পূর্বে আমি ফিরআউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করিয়াছি। তাহার ছিল মিসরের কিবতী সম্প্রদায়।

অর্থাৎ তাহাদের নিকট মুসা কলিমুল্লাহ (আ) আসিয়াছিলেন।

অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাগণকে আমার হাতে নোপদ কর। অনুরূপ আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন

فَأَرْسَلْنَا نُعْنَآ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعْذِبُهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ-

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলগণকে আমার সঙ্গে হইতে দাও এবং তাহাদিগকে নির্ধাতন করিও না। আমরা তোমার নিকট তোমার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী লইয়া আসিয়াছি। যাহারা হিদায়াত অনুসরণ করিল তাহাদের উপর শাস্তি বর্ষিত হউক।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন : অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকট যাহা প্রচার করিতেছি সেই ব্যাপারে আমি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলী মানিয়া লওয়ার ক্ষেত্রে দার্ভিকতা অনুসরণ করিও না। তাহার যুক্তি ও প্রমাণসমূহ মানিয়া তাহার উপর ঈমান আন ও তাহার অনুগত হও।

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي ۝ أَرْثَاهُ مَا هَارَا دَجَّزْرَةَ آآمَارَ إِهْبَادَتَ هইতে বিরত রহিল তাহার শীত্রই নাঞ্ছনাকর অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

অর্থাৎ আমি প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহ তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। উহা হইল আল্লাহ পাকের প্রেরিত বিভিন্ন নিদর্শন ও অকাট্য দলীল-প্রমাণ।

وَأَتَى عَذَّتْ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ অর্থাৎ অবশ্যই আমি তোমাদের প্রস্তরাঘাত হইতে পরিত্রাণের জন্য আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।

ইবন আব্বাস (রা) ও আবু সালেহ (র) বলেন : এখানে প্রস্তরাঘাত অর্থ বাক্যবান বা গালিগালাজ।

কাতাদা (র) বলেন : تَرْجُمُونَ শব্দ দ্বারা এখানে পাথর নিক্ষেপের কথাই বলা হইয়াছে। আয়তের তাৎপর্য হইল এই : আমি সেই আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি যিনি আমাকে ও তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, বাহাতে তোমরা কথা বা কাজ দ্বারা আমার কোন ক্ষতি করিতে না পার।

وَأَنْ لَمْ تُوْمِنُوا لِي فَاَعْتَرَلُونَ অর্থাৎ যদি তোমরা আমার উপর আস্থাশীল না হও তাহা হইলে আমার উপর অত্যাচার চালাইও না। আমার ও তোমাদের ব্যাপারটি শান্তিপূর্ণভাবে আল্লাহর হাতে ছাড়িয়া দাও। তিনিই আমাদের ব্যাপারে যথাযথ ফয়সালা প্রদান করিবেন। অতঃপর যখন মুসা (আ) কিছুকাল তাহাদের মাঝে অবস্থান করিলেন এবং তাহার সত্যতা প্রকাশ ও আল্লাহ পাকের দলীল-প্রমাণ তাহাদের নিকট সুপ্রমাণিত হইল, তখন তাহাদের কুফরী ও দুঃমনী চরম আকার ধারণ করিল। অগত্যা মুসা (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে ইহাঙ্গ মীমাংসার জন্য ঐকান্তিক আবেদন জানাইলেন। তাই আল্লাহ পাক বলেন :

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ أُنْتِيتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَآءَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ - قَالَ قَدْ أُجِيبَتِ تَعَوْتُكُمْ فَاسْتَقْبِمَا -

"অনন্তর মুসা বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ফিরআউন ও তাহার সভাসদকে পার্থিব ধন-সম্পদ ও শান-শওকত প্রদান করিয়াছ, উহার ফলে তাহারা বিভ্রান্ত হইয়াছে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাহাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস কর এবং তাহাদের অন্তরকে কঠিন কর যেন তাহারা কঠোর শাস্তি স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনিতে ব্যর্থ হয়। আল্লাহ বলিলেন, তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হইল, তাই তোমরা ন্যায় পথে সুস্থিরভাবে অবস্থান কর।"

সেভাবেই এখানে আল্লাহ পাক বলেন : فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ طَوْلَاهُ قَوْمَ مَجْرِمُونَ অর্থাৎ অতঃপর মুসা (আ) তাহার প্রতিপালকের নিকট আবেদন জানাইল, এই লোকগুলি এক পাপিষ্ঠ শ্রেণী।

এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা মুসা (আ)-কে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি ফিরআউনকে না জানাইয়া তাহার বিনা অনুমতিতে ও তাহাদের অজ্ঞাতসারে বনী ইসরাঈলগণকে নিয়া মিসর হইতে বাহির হইয়া আসে।

যেমন তিনি বলেন : فَاسْرِعْ بَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ "অনন্তর তুমি আমার বান্দাগণকে লইয়া রাত্রিবেনায় নিক্রান্ত হও, নিশ্চয় তোমরা পশ্চাৎকাবিত হইবে।"

যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :

وَلَقَدْ لَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِعْ بَادِي فَأَضْرِبْ لَنْفُ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَاتَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَى -

"এবং আমি নিঃসন্দেহে মুসাকে ওহী দাখিল করিয়াছি যে, আমাদের বান্দাগণকে সঙ্গে লইয়া রাত্রিযোগে বহির্গত হও এবং তাহাদের জন্য নদীর বুকে যষ্টিঘাত করিয়া শুষ্ক রাস্তা তৈরী কর এবং উহা অতিক্রম করিতে ভয়-ভীতির শিকার হইও না।"

এখানেও আল্লাহ পাক বলেন : وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُفْرَقُونَ এবং তোমরা বিভক্ত নদীপথে অতিক্রম করিয়া যাও; তাহারা অবশ্যই নিমজ্জিত হইবে।"

মুসা (আ) ও বনী ইসরাঈলগণ যখন নদী অতিক্রম করিয়া ওপারে উপস্থিত হইলেন, তখন মুসা (আ) ইচ্ছা করিলেন ব্যাঠি দ্বারা পুনরায় উহাতে আঘাত করিতে যেন নদী পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যায় এবং ফিরআউন ও তাহাদের মাঝে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। তখন আল্লাহ পাক তাহাকে নির্দেশ দিলেন উহাকে যথা অবস্থায় ছাড়িয়া যাইতে এবং তাহাকে সুসংবাদ দিলেন যে, তাহারা অবশ্যই নদীতে ডুবিয়া মরিবে। তাই তাহাদের ভয়-ভাবনার কোন কারণ নাই।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا অর্থাৎ উহা যথা অবস্থায় প্রবহমান রাখিয়াই তোমরা চলিয়া যাও।

মুজাহিদ (র) বলেন, رَهْوًا অর্থাৎ নদীর মধ্যে সৃষ্ট শুকনো পথ যথা অবস্থায় রাখিয়া চলিয়া যাও। উহাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে নির্দেশ দিও না, যতক্ষণ না পরবর্তী দল উহাতে প্রবেশ করে। ইকরামা, রবী ইবন আনাস, যাহ্‌হাক, কাতাদা, ইবন যায়দ, কা'ব আল আহবার, সিমাক ইবন হারব (র) প্রমুখও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন : كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ

وَعِيُونٍ مُدْرَعٍ অর্থাৎ নহর-প্রস্রবণ ও ক্ষেত-খামারসমূহ।

وَمَقَامٍ كَرِيمٍ অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন শহর-লোকালয় ও সুন্দর-সুন্দর সৌধমালা।

মুজাহিদ ও সাজিদ ইবন জুবাইর (র) বলেন : مَقَامُ كَرِيمٍ অর্থাৎ সুউচ্চ সৌধরাজি।

ইবন লাহীআ (র) আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন : মিসরের নীল নদ হইল সকল নহর-নালার কেন্দ্রবিন্দু। আব্দুল্লাহ পাক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহের সকল নহর-নালার সংযোগেই উহা সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন আব্দুল্লাহ পাক নীল নদকে প্রবহমান করান তখন অন্যান্য নহরকে নির্দেশ দিলেন উহাকে সহায়তা দানের জন্য। ফলে উহাদের সহায়তায় নীল নদের নাব্যতা এইরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, নম্র মিসরসহ আব্দুল্লাহ তা'আলা যত এলাকা ইচ্ছা করিলেন নহরময় করিলেন। অবশেষে আব্দুল্লাহ পাক অন্যান্য নহরকে নিজ নিজ উৎসস্থলে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন। আব্দুল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَوُدُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَانكِسُوا-

“অতঃপর আমি তাহাদিগকে উদ্যানসমূহ ও নহরমালা হইতে বহিস্কার করিলাম এবং ক্ষেত-খামার ও সুউচ্চ সৌধরাজি হইতে আর অঙ্গুল ফলমূলরূপ নিয়ামত ভোগের সুযোগ হইতে।”

নীল নদের দুই তীর ছুড়িয়া আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত অঙ্গুল সুন্দর সুন্দর উদ্যান সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত ছিল। আসোয়ান হইতে আর রশীদ এলাকা পর্যন্ত উহার বিস্তৃতি ছিল। নীল নদ হইতে নয়টি নহর প্রবাহিত হইতেছিল। নহরে ইক্সান্দারিয়া, নহরে দেফিয়াত, নহরে সারদুস, নহরে মুনাফ, নহর আল ফিউস, নহর আল মুত্তাহা ইত্যাদি। নহরগুলি পরস্পর সংযুক্ত ছিল এবং উদ্যানসমূহ ঘিরিয়া রাখিত। ফলে কোন উদ্যানই উহার অবনান হইতে বঞ্চিত ছিল না। এমনকি মিসরের বিভিন্ন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ক্ষেত-খামারও উহার দ্বারা সজীবতা লাভ করিত। নম্র মিসর ভূখণ্ড ষোলটি সুবিশাল শস্য-শ্যামল ক্ষেতে বিভক্ত ছিল। অঙ্গুল পুল ও বাঁধ দ্বারা সেইগুলি পরস্পর সম্পৃক্ত ছিল।

এখানেও আব্দুল্লাহ পাক বলেন : وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَانكِسُوا অর্থাৎ তাহাদের বড়ই আয়েশ-আরামের জিন্দেগী ছিল। ফল-মূল ও শস্যাদির প্রাচুর্য ছিল। যাহা ইচ্ছা খাইতে পাইত ও যেইরূপ ইচ্ছা পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত। তাহাদের ধন-নস্পদ ও ঐশ্বর্যের অভাব ছিল না। সকল শহরেই তাহাদের শাসন চালু ছিল। নহসা এক সকালে দেখা গেল তাহাদের সকল কিছুই বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহারা দুনিয়া ছাড়িয়া জাহান্নামে পৌছিয়া গিয়াছে। কতই জঘন্য সেই প্রত্যাবর্তন ছিল। তারপর মিসরের ফিরআউন গোষ্ঠীর সেই সব শহর ও কিবতীদের জনপদগুলির উত্তরাধিকারী হইল বনী ইসরাঈলগণ।

যেমন আব্দুল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন : وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ “এবং আমি বনী ইসরাঈলগণকে উহার উত্তরাধিকারী বানাইয়াছিলাম।”

অপর এক আয়াতে তিনি বলেন :

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ-

“আর আমি উহার উত্তরাধিকারী বানাইলাম সেই সম্প্রদায়কে যাহারা ভূখণ্ডের সর্বত্র ছিল নির্ধারিত। আমি সেই সম্প্রদায়কে ধন্য করিলাম এবং বনী ইসরাঈলের ক্ষেত্রে তোমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইল, যেহেতু তাহারা ধৈর্যধারণ করিয়াছিল আর আমি ফিরআউন ও তাহার সম্প্রদায়ের সকল চক্রান্ত ধ্বংস করিলাম এবং তাহাদের অস্তিত্ব রহিল না।”

এখানে আব্দুল্লাহ পাক বলেন : كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا قَوْمًا آخَرِينَ “এভাবেই আমি অপর এক সম্প্রদায়কে উহার উত্তরাধিকারী বানাইলাম।” অর্থাৎ বনী ইসরাঈলগণকে : কিছু আগেই ইহা বলা হইয়াছে :

অতঃপর আব্দুল্লাহ পাক বলেন : فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ “অতঃপর তাহাদের জন্য না নভোমণ্ডল ক্রন্দন করিল, না ভূমণ্ডল।”

অর্থাৎ তাহারা এমন কোন ভাল কাজ করে নাই যাহা আকাশের দ্বার অতিক্রান্ত করিয়া উপরে যাইত যাহা বন্ধ হইবার ফলে আকাশ আক্ষেপ করিবে। তেমনি পৃথিবীতেও এমন কোন ভূখণ্ড নাই যেখানে তাহারা আব্দুল্লাহর ইবাদত করিত এবং উহা এখন হয় না বলিয়া সেই ভূখণ্ডটি আক্ষেপ করিবে। সুতরাং তাহাদের কুফরী, নাফরমানী ও পাপচারণের ব্যাপারে আরও অবকাশ লাভের তাহাদের কোন অধিকার ছিল না।

হাফিজ আবু ইয়লা মুছেলী (র) আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রানুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “প্রত্যেক বান্দার জন্য আকাশে দুইটি দরজা রহিয়াছে। একটি দরজা দিয়া তাহার রিমিক নির্গত হয় ও অপর দরজা দিয়া তাহার কথা ও কাজ প্রবিষ্ট হয়। যখন সে মারা যায় তখন সেই ব্যাপার দুইটি বন্ধ হইয়া যায়। ফলে উক্ত দরজা দুইটি তাহার জন্য ক্রন্দন করে।” অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন, فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ অবশেষে বলেন, ফিরআউন সম্প্রদায় পৃথিবীর বুকে এমন কোন নেক কাজ করে নাই যাহা বন্ধ হওয়ায় পৃথিবী কাঁদিবে এবং তাহাদের এমন কোন নেক কাজ বা পুণ্যকর্ম ছিল না যাহা আকাশে আরোহন করিবে আর উহা বন্ধ হওয়ার ফলে আকাশ কাঁদিবে।

মুসা ইবন উবায়দা আর বারজীর সূত্রে ইবন আবু হাতিম (র) ও উহা বর্ণনা করেন।

ইবন জারীর (র) গুরাইহ ইবন উবাইদ হাযরামী (র) হইতে বর্ণনা করেন :
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "নিশ্চয় অসহায় অবস্থায় ইসলামের যাত্রা শুরু এবং শীঘ্রই উহা
অসহায় অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিবে। তবে জানিয়া রাখ, মু'মিন কখনো অসহায় হয় না।
এমন কোন মু'মিন নাই যে অসহায় অবস্থায় মারা যায় এবং তাহার জন্য কেহ কাঁদিবার
থাকে না। জানিয়া রাখ, পৃথিবী ও আকাশ তাহার জন্য কাঁদে।" অতঃপর তিনি
আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, পরিশেষে তিনি বলেন, আকাশ ও পৃথিবী কোন
কাহিন্যের জন্য কাঁদে না।

ইবন আবু হাতিম (র) উনায়দ ইবন আবদুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন :
এক ব্যক্তি হযরত আলী (ক)-কে প্রশ্ন করিল, আকাশ ও পৃথিবী কি কারো জন্য কাঁদে?
তদন্তরে তিনি বলেন, তুমি এমন একটি প্রশ্ন করিয়াছ যাহা ইতিপূর্বে আমাকে আর
কেহ করে নাই। নিশ্চয় সেই ব্যক্তির জন্য কাঁদে যে পৃথিবীকে মুসাল্লা বানাইয়াছে আর
যাহার আমল আকাশে পৌঁছাইয়াছে। অথচ ফিরআউন গোষ্ঠী না পৃথিবীর বুকে কোন
নেক কাজ করিয়াছে, না আকাশে তাহাদের কোন নেক আমল উত্তীর্ণ হইয়াছে।
অতঃপর আলী (রা) আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন।

ইবন জারীর (র) সায়ীদ ইবন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তি
হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, হে আবুল আব্বাস!
আপনি কি আল্লাহ পাকের *فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ* পাকের
আয়াতটি দেখিয়াছেন? আকাশ ও পৃথিবী কি কাহারো জন্য কাঁদে? তিনি জবাবে
বলিলেন, হাঁ, এমন কোন লোক নাই যাহার জন্য আকাশে দরজা রাখা হয় নাই। এক
দরজা দিয়া তাহার রিযিক আসে ও এক দরজা দিয়া তাহার আমল প্রবেশ করিবে।
যখন কোন মু'মিন মারা যায় তখন তাহার জন্য নির্ধারিত রিযিক ও আমলের দরজা
দুইটি বন্ধ হইয়া যায়। তখন আকাশ উহা হারাইবার শোকে কাঁদে। তেমনি পৃথিবীকে
মুসাল্লা বানাইয়া সে সানাত আদয় করিয়াছে ও যিকির আযকার করিয়াছে। তাহার
মৃত্যুতে উহা বন্ধ হওয়ার পৃথিবী কাঁদে। পক্ষান্তরে ফিরআউন গোষ্ঠীর না পৃথিবীতে কোন
ভাল কাজের চিহ্ন আছে, না আকাশে তাহাদের কোন ভাল কাজ পৌঁছিয়াছে। ফলে
আকাশ ও পৃথিবী তাহাদের জন্য কাঁদে নাই।

ইবন আব্বাস (রা) হইতে আওফী ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। নুফিয়ান ছাওরী (রা)
ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : এইরূপ বলা হইত যে, পৃথিবী কোন
মু'মিনের জন্য চল্লিশ সকাল কাঁদে।

মুজাহিদ ও সায়ীদ ইবন জুবাইর (র) প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

মুজাহিদ (র) আরও বলেন : এমন কোন মৃত মু'মিন নাই যাহার জন্য আকাশ ও
পৃথিবী চল্লিশ সকাল কাঁদে না। আমি প্রশ্ন করিলাম, পৃথিবী কি কাঁদে? তিনি জবাব
দিলেন, তুমি কি অর্থাৎ হইতেছ? কেন পৃথিবী আল্লাহর সেই বান্দার জন্য কাঁদিবে না,
যে লোক রুকু-সিজদা দ্বারা পৃথিবীর বুকে আবাদ করিল? কেনই বা আকাশ তাহার জন্য
কাঁদিবে না, যে লোক আল্লাহর তাকবীর ও তাসবীহ দ্বারা আকাশকে সেভাবেই গুঞ্জরিত
করিল যেভাবে মধুমক্ষিকা পৃথিবীকে গুঞ্জরিত করে।

কাভাদা (র) বলেন, যাহাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী কাঁদে আল্লাহ পাকের দরবারে
তাহারা সহজতাহা : ইবন আবু হাতিম (র) ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন :
পৃথিবীর জন্মলগ্ন হইতে আকাশ দুইজন ব্যতীত কাহারো জন্য কাঁদে নাই। আমি
উবায়দকে প্রশ্ন করিলাম, আকাশ ও পৃথিবী কি মু'মিনের জন্য কাঁদে না? তিনি জবাব
দিলেন, উহাতে শুধু আকাশের সেই দরজাটি যাহা দ্বারা আমল প্রতিষ্ঠ হয়। অতঃপর
বলিলেন, তুমি কি জ্ঞান আকাশের কান্না কিরূপ? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন,
উহা লাল হয় এবং পক্ষ পত্রের ন্যায় শব্দে বর্ণ ধারণ করে। যখন ইয়াহিয়া ইবন
যাকারিয়া (আ) শহীদ হইলেন তখন আকাশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল এবং লোহিত
কণিকা বর্ষণ করিল। তেমনি ইমাম হুসাইন ইবন আলী (রা) যখন শহীদ হইলেন,
তখনও আকাশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করিয়াছিল।

আলী ইবন হুসাইন (র) ইয়াযীদ ইবন আবু যিয়াদ (র) হইতে বর্ণনা করেন :
যখন হুসাইন ইবন আলী (রা) শহীদ হইলেন, তখন হইতে চার মাস অবধি আকাশের
প্রান্তদেশ রক্তিম বর্ণ ছিল। ইয়াযীদ বলেন, উহার রক্তিম বর্ণ হওয়াই উহার ক্রন্দন
করা। সুদী (র) কবীর এয়েই হা বলিয়াছেন।

আত খুরাসানী (ক) বলেন, আকাশের প্রান্তদেশ লাল রঙ হওয়াই আকাশের কান্না।

ইমাম হুসাইন (রা)-এর হত্যার ব্যাপারে এইরূপ আলোচনাও রহিয়াছে যে, এমন
কোন পায়াল হৃদয় বন্ধ নাই যাহার নীচে রক্ত পাওয়া যায় নাই। সেই মুহূর্তে সূর্যগ্রহণ
দেখা দেয়। আকাশের প্রান্তভাগ রক্তে রঞ্জিত হল এবং পাথর খসিয়া খসিয়া পড়ে।
অধশ্য এই ধরনের বর্ণনা প্রশ্ন সাপেক্ষ।

এই কথা স্পষ্ট যে, এইগুলি হইল শিয়াদের উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত মিথ্যা কাহিনী।
ব্যাপারটিকে অত্যন্ত বড় করিয়া দেখানোর জন্য ইহা করা হইয়াছে। ইমাম হুসাইন
(রা) যে অনেক বড় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি উপরোক্ত বানোয়াট
কাহিনীগুলি আদৌ সত্য নয়। হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের চাইতেও বড় ঘটনা ইহার
আগে ঘটিয়াছে। তাহার পিতা হযরত আলী (রা)-ও শহীদ হইয়াছিলেন। তিনি
সর্বসম্মতভাবেই তাহার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অথচ তাহার বেলায় অনুরূপ কিছু ঘটে

সর্বসম্মতভাবেই তাঁহার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অথচ তাঁহার বেলায় অনুরূপ কিছু ঘটে নাই। উসমান ইব্বন আফফান (রা)-ও অবরুদ্ধ থাকিয়া মজলুম অবস্থায় শাহাদাত বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বেলায়ও কিছু ঘটে নাই। উমর ইব্বনুল খাত্তাব (রা) মসজিদের মিহরাবে ফজরের নামাযের সময়ে শহীদ হইয়াছেন। মুসলমানদের উপর এত বড় মুসিবত ইহার আগে দেখা দেয় নাই। তখনও সেরূপ কিছু ঘটে নাই। এমনকি গোটা মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বত্রই শ্রেষ্ঠতমরূপে বিবেচিত, তাঁহার ইত্তিকালেও উক্ত ঘটনাবলীর একটিও ঘটে নাই; তদুপরি যেদিন রাসূল (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম মারা গেলেন সেদিন সূর্যগ্রহণ হইল; সকলে বলাবলি করিতেছিল যে, রাসূল-তনয়ের মৃত্যুর কারণে ইহা ঘটিয়াছে। রাসূল (সা) সালাতিল কসূফ পড়াইলেন; অতঃপর সমবেত জনগোষ্ঠীর উদ্দেশে বলিলেন, চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ কোন লোকের জন্ম বা মৃত্যু উপলক্ষে হয় না।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন :

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ - مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُرْفِقِينَ

অর্থাৎ এখানে অল্পেই তা'আলা বনী ইসরাঈলগণের উপর তাঁহার অশেষ ইহসানের কথা বলিতেছেন : যেমন তিনি তাহাদিগকে ফিরআউনের হাতে বন্দীদশায় নাশ্বনাকর ও চরম নির্যাতিত জীবন যাপন হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন; বিশেষত ফিরআউন তাহাদিগকে চরম অবমাননাকর ও কষ্টদায়ক কাজে নিয়োজিত রাখিত। আল্লাহ পাক তাহা হইতে তাহাদিগকে রেহাই দিলেন। তারপর আল্লাহ পাক বলেন :

অর্থাৎ সেই ফিরআউনের হাত হইতে তিনি তাহাদিগকে মুক্তি দিলেন যে ছিল অত্যন্ত দাঙ্কিত ও চরম অত্যাচারী।

আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন : اِنْ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ فَاسْتَكْبَرُوا; অর্থাৎ নিশ্চয় ফিরআউন পৃথিবীর বুকে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আল্লাহ পাক আরও বলেন : وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ - "অতঃপর তাহারা দাঙ্কিতা দেখাইল এবং অত্যাচারী নস্পদায়ে পরিণত হইল।" অর্থাৎ শাসনের ক্ষেত্রে ঝড়ঝড়ির আশ্রয় নিল এবং নিজের ক্ষেত্রে লাগামছাড়া হইল।

অতঃপর এখানে আল্লাহ পাক বলেন : وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلِيِّ الْعَالَمِينَ -

"আর নিঃসন্দেহে আমি জ্ঞানের ক্ষেত্রে বনী ইসরাঈলগণকে সকল সৃষ্টির উপর প্রাধান্য দান করিয়াছিলাম।"

মুজাহিদ (র) বলেন, অর্থাৎ তখন পর্যন্ত সৃষ্ট সকল মানবকুলের উপর।

কাতাদা (র) বলেন, অর্থাৎ তৎকালীন মানবকুলের উপর। যেমন আল্লাহ পাক হযরত মরিয়ম (আ)-কে বলেন :

وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ : "তোমাকে আমি সমগ্র নারীকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিলাম।"

অর্থাৎ তাঁহার যুগের নারীকুলের উপর। কারণ, হযরত খাদীজা (সা) মর্যাদার ক্ষেত্রে হয় তাঁহার উপরে অথবা সমমর্যাদার। তেমনি ফিরআউনের স্ত্রী অ্যসিয়া বিন্তে মুহাম্মিদ হয় তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ অথবা সমমর্যাদার। সকল খাদ্যের উপর ছারীদের যে মর্যাদা তেমনি মর্যাদা হইল নারীকুলের উপর হযরত আয়িশা (রা)-এর।

ইহা এইরূপ যেমন বলা হয়, অমুক হইলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম বা জ্ঞানী এবং প্রত্যেক যুগেই উহা থাকে। যেমন আল্লাহ পাক বলেন : قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَىٰ النَّاسِ شَرِيفًا مَّنْعَانِي : "তিনি বলিলেন, হে মুসা! আমি তোমাকে মানবকুলের শ্রেষ্ঠরূপে মনোনীত করিলাম।"

অর্থাৎ তৎকালীন মানবকুলের শ্রেষ্ঠ। পরিশেষে আল্লাহ পাক বলেন : وَآتَيْنَاهُمْ مِّنَ الْاٰيَاتِ অর্থাৎ নিদর্শনাবলী ও দলীল-প্রমাণ এবং অলৌকিক ক্ষমতা।

অর্থাৎ ইহা ছিল সুস্পষ্ট নির্বাচনী পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় কাহারা পাশ করে তাহাই হইল দেখার বিষয়।

(২৪) اِنَّ هٰؤُلَاءِ لَيَقُولُوْنَ ۝

(২৫) اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتُنَا الْاُولٰٓئِ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِيْنَ ۝

(২৬) فَاتُّوْا بِاٰبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

(২৭) اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ رَبِّيَّ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ اَهْلٰكُنْهُمْ اِنْ هُمْ كٰنُوْا مُخْرِمِيْنَ ۝

○

৩৪. উহারা বলিয়াই থাকে,

৩৫. 'আমাদিগের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং আমরা আর পুনরুত্থিত হইব না।

৩৬. 'অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে উপস্থিত কর।'

৩৭. শ্রেষ্ঠ কি উহারা, না তুক্রা সম্প্রদায় ও ইহাদিগের পূর্ববর্তীরা? আমি ইহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছিলাম, অবশ্যই উহারা ছিল অপরাধী।

তাকসীর : আল্লাহ্ পাক মুশরিকদের ভ্রাতৃ ধারণার প্রতিবাদস্বরূপ বলেন : তাহারা পুনরুত্থান ও পরকালকে অস্বীকার করে এবং তাহারা ভাবে, এই পার্থিব জীবনই শেষ জীবন এবং এই মৃত্যুর পর আর কোন জীবন নাই, পুনরুত্থান ও হাশর-নশর বলিতে কিছুই নাই। তাহারা প্রমাণস্বরূপ বলে, তাহাদের মৃত পূর্ব পুরুষরা কেহই ফিরিয়া আসে নাই। যদি পুনর্জীবন সত্যই হয় তাহা হইলে :

فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
অর্থাৎ আমাদের বাপ দাদাগণকে ফিরাইয়া আন, তাহা হইলে তোমার কথা সত্যতা প্রমাণিত হইবে :

মূলত ইহা একটি ভ্রান্ত যুক্তি। ইহা একটি ভিত্তিহীন সংশয়। কারণ পুনরুত্থান বা পুনর্জীবন লাভ ইহকালে ঘটিবে না, ঘটিবে পরকালে। বরং পার্থিব জীবন ধারায় পরিসমাপ্তি, পৃথিবী ধ্বংস ও বিলুপ্ত হওয়ার পর সেই নতুন জীবনধারা শুরু হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা নতুনভাবে জগত ও জীবনের পুনর্বিন্যাস ঘটাইবেন। তখন তিনি জন্মিগণকে জাহান্নামের কাষ্ঠ বানাইবেন। সেদিন এই উন্নত মানব জাতির ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করিবে ও তাহাদের রাসূল তাহাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার ও সতর্ক করার জন্য বলেন, অতীতে যে সকল সম্প্রদায় তাহাদের মত পরকাল অস্বীকার করে ও কুফরে লিপ্ত হইয়াছে, যেমন তুক্রা সম্প্রদায় এবং তাহারা সাবিঈ ছিল : তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করিয়াছেন। তাহাদের শহর ও জনপদ উহার সৌধরাজিসহ বিধ্বস্ত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে হিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া সর্বত্র ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। সূরা সাবায় ইহা আলোচিত হইয়াছে। তাহারা এই মুশরিকদের মত পরকালকে অস্বীকার করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

তুক্রা সম্প্রদায় আরবের কাহতান গোত্রের লোক ছিল। যেরূপ ইহারা আদনান গোত্রের লোক। তারা মূলত হিময়ারী ও সাবিঈ ছিল। তাহাদের যিনি বাদশাহ হইলে তাহার উপাধি ছিল তুক্রা। যেমন পারস্য সম্রাটের উপাধি ছিল খসরু ও রোম সম্রাটদের উপাধি ছিল কায়সার এবং মিসরের কাফির অধিপতিদের উপাধি ছিল ফিরআউন। তেমনি আবিসিনিয়ার সম্রাটের উপাধি ছিল নাক্বাশী। এইগুলি ছিল বিভিন্ন অধিপতির স্বতন্ত্র পরিচয়বাহী খেতাব।

ঘটনাক্রমে কোন এক তুক্রা একবার ইয়ামান হইতে দিঘ্বিজয়ে বাহির হইলেন। এমনকি তিনি সমরকন্দ পর্যন্ত জয় করিলেন। ফলে তাহার সাম্রাজ্য শক্তিশালী হইল। সাম্রাজ্যের পরিধি সুবিস্তৃত হইল। বিশাল সৈন্য বাহিনী সৃষ্টি হইল। বহু শহর ও জনপদ

পদানত হইল। তাহার প্রজা পাহিকের সংখ্যা বহুগুণ বাড়িয়া গেল। অতঃপর তিনি হেরাত প্রত্যাবর্তনের মনস্থ করিলেন। ঘটনাক্রমে তাহাকে মদীনা অভিক্রম করিতে হইল। তখন ছিল জাহেলী যুগ। তিনি মদীনা জয়ের ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু উহার অধিবাসীরা বাধা দিল। তাহারা দিনভর যুদ্ধ করিলেন : হাতে তাহারা আত্মসমর্পণ করিল। তখন তিনি তাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করিলেন এবং যুদ্ধ বন্ধ করিলেন। মদীনার দুইজন ইয়াহুদী পাদ্রী তাহার নহচর হইলেন : তাহারা তাহাকে পরামর্শ দিলেন এবং জানাইলেন যে, এই শহর তাহার দখলে রাখা সম্ভব নহে। কারণ আখেরী যমানার নবীর হিজরতগাহ হইবে এই শহর। ইহা শুনিয়া তিনি শহর অবরোধ প্রত্যাহার করিলেন এবং ইয়াহুদী পাদ্রীদ্বয়কে তাহার সঙ্গে ইয়ামান নিয়া চলিলেন। পথিমধ্যে মজ্জা নগরী পড়িল। তিনি কা'বা ঘর ধ্বংস করার মনস্থ করিলেন। পাদ্রীদ্বয় নিষেধ করিলেন। তাহারা তাহাকে কা'বা ঘরের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব সম্পর্কে বুঝাইলেন। তাহারা তাহাকে জানাইলেন, এইসব হযরত ইবরাহীম (আ) তৈয়ার করেন : অবশেষে শীঘ্রই এই ঘর আখেরী যমানার শেষ নবীর হাতে অশেষ মর্যাদায় ভূষিত হইবে। ইহা শুনিয়া কা'বা ঘরকে সন্দ্বন্দ দেখাইলেন, উহা ভাঙয়াফ করিলেন ও সকলে মিলিয়া উহাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিলেন। অতঃপর তাহারা ইয়ামানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অতঃপর দেশবাসীকে তিনি তাহার সাথে মিলিয়া ইয়াহুদী ধর্মে দীক্ষা নেয়ার আহ্বান জানাইলেন। ইহা ছিল ইসা (আ) আগমনপূর্ব ঘটনা। তখন ইয়াহুদী ধর্মই ছিল সত্য ধর্ম। বাদশাহর আহ্বানের সম্মত ইয়ামানবাসী ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করিল।

ইমাম মুহাম্মদ ইব্বন ইসহাক (র) তাহার সীদাত হুছে উপরোক্ত ঘটনা সন্ধিত্তারে আলোচনা করিয়াছেন। উহাকে ভিত্তি করিয়া হাফিজ ইব্বন আনাকির উক্ত ঘটনার ব্যাপক বিশ্লেষণ প্রদান করেন : উহাতে আমি যথেষ্ট বলিয়াছি তাহা ছাড়াও অনেক কথা বলা হইয়াছে : তিনি বলেন, উজ্জতুনা (বাদশাহ) দামেশক ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং যখন তিনি আশ্বারহী সৈন্য নিয়া দামেশক অভিযানে যান তখন উহার লাইন ইয়ামান হইতে দামেশক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অতঃপর তিনি এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন।

আব্দুর রায়যাক (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেন, হৃদ এর শাস্তি বিধান শুনাহের কাফফারা হয় কি না তাহা আমি জানি না। ইহাও জানি না যে, তুক্রা অভিগুণ কি না। জুলকারনাইন নবী ছিলেন, না বাদশাহ ছিলেন তাহাও জানি না। তপর একজন বলেন, উযাইর নবী ছিলেন কিনা তাহাও অজ্ঞাত।

অনুরূপ ইব্বন আবু হাতিম (র) আবদুর রায়যাক (র) হইতে বর্ণনা করেন : নারে কুতনী বলেন, আবদুর রায়যাক ছাড়া উহা আর কেহই বর্ণনা করে নাই।

অতঃপর ইবন আসাকির (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন :
উযাইর নবী ছিলেন কিনা আমি জানি না এবং ইহাও জানি না যে, তুকা অভিশপ্ত
ছিল কিনা ?

অতঃপর তিনি তুকাকে গালি বা অভিশাপ দিতে নিষেধ করিয়া যেসব বর্ণনা
আসিয়াছে তিনি তাহা উদ্ধৃত করেন : শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ্ উহা আলোচিত হইবে।

মূলত ব্যাপারটি আল্লাহুই ভাল জানেন। তিনি কাফির ছিলেন। পরে ইসলাম গ্রহণ
করিয়াছেন এবং তিনি তদানীন্তন ইয়াহুদী পাদ্রীদের হাতে হযরত মুসা কনীমুল্লাহর দীন
কবুল করিয়াছেন। সেই যুগে উহাই ছিল সত্য ধর্ম। উহা ছিল প্রাক-মাসিহী যুগ।
জুরহমদের যুগে তিনি হস্তপ্রত পালন করেন এবং কা'বা ঘরকে রেশমের কালো পর্দা
দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। অতঃপর উহার সন্নিহিত স্থানে ছয় হাজার উট কুরবানী করেন।
এইভাবে তিনি কা'বা ঘরকে অত্যন্ত মর্যাদা প্রদান করেন। অতঃপর তিনি ইয়ামান
প্রত্যাবর্তন করেন।

হাফিজ ইবন আসাকির বিভিন্ন সূত্রে এই সম্পর্কে সুবিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করেন।
তিনি উবাই ইবন কা'ব, আবদুল্লাহ ইবন সালাম, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) ও
কা'ব আল আহবারের সূত্রে বর্ণনাগুলি সংগ্রহ করেন। কা'ব আল আহবার ও আবদুরাহ
ইবন সালামই এই সকল বর্ণনার মূল সূত্র। আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) অত্যন্ত
নির্ভরযোগ্য ও বিদ্ব ব্যক্তি। ওয়াদের ইবন মুনাঝাহ ও মুহাম্মদ ইবন ইসহাকও সীরাতে
গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। দীর্ঘ বহুকালের বর্ণনা পরস্পরকে পরিশেষে ইবন
আসাকিরের কাহিনীতে কিছু সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। কুরআন পাকে যে তুকার কওমের
কাহিনীর দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহাতে উক্ত তুকার কওমের সবাই সত্যধর্ম গ্রহণ
করিয়াছে। উক্ত তুকার কওম পরবর্তীকালে বিভ্রান্ত হইয়া অগ্নি পূজা ও প্রতিমা পূজায়
লিপ্ত হইয়াছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন। সূরা সাবায়
উহা বর্ণিত হইয়াছে এবং সেখানে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। (সকল প্রশংসা ও
কৃতজ্ঞতা আল্লাহর জন্য।)

সাইদ ইবন জুরাইর (র) বলেন : তুকা কা'বা ঘরকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়াছেন।
তাই সাইদ তাহাকে গালি দিতে নিষেধ করিতেন। এই তুকা হইলেন মধ্যবর্তীকালীন
তুকা। তাহার নাম ছিল আসআদ আবু কুরাইব ইবন মালদিকাবার ইয়ামানী। কথিত
আছে, তিনি তিনশত ছাব্বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। হিমযারী শাসকদের অন্য কেহই
এইরূপ দীর্ঘকাল শাসন করেন নাই। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভাবের প্রায় সাত শত
বৎসর পূর্বে তিনি মারা যান।

কথিত আছে যে, মদীনার ইয়াহুদী পাদ্রীদ্বয় যখন তুকাকে জানাইলেন যে, এই
আখেরী ফমানার নবী হিজরত করিয়া আসিয়া ঠাই নেবেন এবং তাঁহার নাম হইবে

আহমদ। তখন তিনি তাঁহার উপর কবিতা রচনা করেন এবং উহা মদীনাবাসীরা কাছে
প্রার্থিয়া যান। অতঃপর বংশপরম্পরায় মদীনাবাসী উহা সংরক্ষণ করেন। উহার সর্বশেষ
সংরক্ষক হইলেন আবু আইয়ুব খালিদ ইবন খায়দ। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার বাড়ীতে
অবতরণ করিয়াছিলেন। কবিতাটি এই :

شهدت على الصمد انه * رسول من الله يا ربي النسم

فلومد عمرى الى عمره * لكنت وزيراله وابن عم

وجاهدت بالسيف اعدائه * وفرجت عن صدره كل غم

“আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আহমদ সেই আল্লাহর রাসূল যিনি জীবন দাতা। আমি যদি
তাঁহার যুগ পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতাম তাহা হইলে তাঁহার উযীর ও ভ্রাতৃপুত্র হইতাম।
আর তাঁহার শত্রুর বিরুদ্ধে উরব্যারীর জিহাদে অবতীর্ণ হইতাম এবং তাঁহার অন্তর
হইতে সকল দুঃখ-দুর্ভাবনা অপনোদন করিতাম।

ইবন আবুদ দুনিয়্য বলেন যে, ইসলামের আগমনের পর সানআয়্য একটি কবর
খুঁড়িয়া দুইজন মহিলার অক্ষত লাশ পাওয়া গেল। তাহাদের মাথার ভাগে রৌপ্য
ফলকে স্বর্ণের অক্ষরে লেখা ছিল : ইহা হুয়াই ও লুয়াইছ এর কবর, তুকার দুহিতাদ্বয়।
তাহারা সাক্ষ্য দিত, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এবং তাহারা আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক
করিত না আর এইভাবে তাহাদের পূর্বেও নেককারগণ মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। আমি সূরা
সাবায় এই ব্যাপারে সাইদের কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছি।

কাভাদা (র) বলেন : কা'ব তুকা সম্পর্কে প্রশংসা করিয়া বলিতেন, তিনি একজন
নেককার ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার পরবর্তী পথপ্রস্ত সম্প্রদায়ের নিন্দা
করিয়াছেন, তাহাকে নিন্দা করেন নাই।

হযরত আক্বিলা (রা) বলিতেন : তুকাকে মন্দ বলিও না। তিনি একজন নেককার
লোক ছিলেন।

ইবন আবু হাতিম (হ) নাহল ইবন সা'দ আস সাইদী (রা) হইতে বর্ণনা
করেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তুকাকে গালি দিও না। নিশ্চয় সে ইসলাম গ্রহণ
করিয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র) ইবন কা'আব হইতে তাঁহার মুসনাদ সংকলনে অনুরূপ
বর্ণনা করেন।

তাবারানী (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (সা)
বলিয়াছেন, তুকাকে মন্দ বলিও না। সে নিঃসন্দেহে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।

আব্দুর রায়যাক (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তুঝা কি নবী ছিলেন, না অন্য কিছু তাহা আমার জানা নাই।

ইবন আসাকিরের উদ্ধৃত ইবন আবু হাতিমের পূর্বোক্তিত বর্ণনায়ও বলা হইয়াছে ; তুঝা অভিশপ্ত ছিলেন কিনা তাহা আমি জানি না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। ইবন আসাকির ইবন আব্বাস (রা) হইতে মাওকুফ রূপে বর্ণনা করেন।

আব্দুর রায়যাক (র) আল্লাহ ইবন আবু রুবাব হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ; তুঝাকে মন্দ বলিও না। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে গানি দিতে নিষেধ করিয়াছেন। (আল্লাহই সর্বজ্ঞ)।

(২৮) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ

(২৯) مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

(৪০) إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

(৪১) يَوْمَ لَا يَغْنَىٰ مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

(৪২) إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

৩৮. আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যে কোন কিছুই সৃষ্টি করি নাই;

৩৯. আমি এই দুইটি অর্থঃ সৃষ্টি করি নাই, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই ইহা জানে না।

৪০. সকলের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে উহাদিগের বিচার দিবস।

৪১. সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসিবে না এবং উহার সাহায্যও পাইবে না।

৪২. তবে আল্লাহ যাহার প্রতি দয়া করেন তাহার কথা স্বতন্ত্র। তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তাকসীর : এখানে আল্লাহ তা'আলা জানাইতেছেন যে, তিনি যাহা কিছু করেন সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে করেন। তাহার এই সৃষ্টি জগত নেহাত খেয়াল খুশীর খেল

তামাশার জন্য সৃষ্টি করেন নাই এবং ইহার কোনটাই অহেতুক ফলাফল বাজ হিসাবে করা হয় নাই। কারণ তিনি সেইরূপ কাজ হইতে মুক্ত ও পবিত্র।

যেমন অন্যত্র বলেন :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِإِلْهَادٍ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

অর্থাৎ আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহার মধ্যকার সকল কিছু অহেতুক সৃষ্টি করি নাই। ইহা কেবল কাফির সম্প্রদায় মনে করে। অন্যত্র সেই কাফির সম্প্রদায়ের জন্য আক্ষেপের জাহান্নাম। অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন :

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ - فَتَعَالَى اللَّهُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

অর্থাৎ তোমরা কি ভাবিয়াছ যে, আমি তোমাদিগকে নিরর্থক সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে না? অন্যত্র মহান আল্লাহ সত্যনিষ্ঠ। তিনি ভিন্ন কোন প্রভু নাই; তিনি মহামর্যাদাকর আধিপশের রব।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন : إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলের সকল ঋণ্ডার মীমাংসা করিবেন। সেদিন তিনি কাকিয়গণকে শাস্তি দিবেন এবং মু'মিনগণকে পুরস্কৃত করিবেন।

আল্লাহ পাকের বক্তব্য أَجْمَعِينَ অর্থাৎ পূর্ব ও পরের সকল মানবগোষ্ঠীকে তিনি সেদিন বিচারের জন্য সমবেত করিবেন।

يَوْمَ لَا يَغْنَىٰ مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا অর্থাৎ কোন বন্ধু অপর বন্ধুর কোন উপকারে আসিবে না।

যেমন আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন :

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا تُنصَبُ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ অর্থাৎ সেদিন শিঙায় ফুক দেওয়া হইবে, সেদিন কাহারও সহিত কাহারও সম্পর্ক থাকিবে না এবং কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবে না।

যেমন আল্লাহ পাক বলেন :

وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يَبْصُرُونَهُمْ অর্থাৎ ভাই-বন্ধুরা ভাই-বন্ধুদের খবর নেবে না, অথচ তাহারা সকলেই সকলকে দেখিতে পাইবে।

আল্লাহ পাক বলেন : **وَلَا فُئْمُ يُنْمِرُونَ** অর্থাৎ ঘনিষ্ঠরা যেমন ঘনিষ্ঠদের সাহায্যে আগাইয়া আসিবে না, তেমনি বাহির হইতেও তাহারা কোন সাহায্য পাইবে না।

অবশেষে আল্লাহ পাক বলেন : **الْأَمْرُ لِلَّهِ** অর্থাৎ সেদিন একমাত্র আল্লাহর রহমত ছাড়া অন্য কোন কিছু দ্বারা কেহ উপকৃত হইবে না। **إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ** অর্থাৎ তিনি মহা প্রতাপবান্ধিত, অনন্ত দয়াশীল।

(৪২) **إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومِ ۝**

(৪৪) **طَعَامُ الْآثِيمِ ۝**

(৪৫) **كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۝**

(৪৬) **كَغَلِي الْحَمِيمِ ۝**

(৪৭) **خُدُودُهُ قَاعِتِلْوُهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۝**

(৪৮) **ثُمَّ صَبُورًا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۝**

(৪৯) **ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۝**

(৫০) **إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ۝**

৪৩. নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হইবে—

৪৪. পানীর খাদ্য;

৪৫. গালিত তাম্বুর মত; উহা উদরে ফুটিতে থাকিবে

৪৬. ফুটন্ত পানির মত।

৪৭. উহাকে ধর ও টানিয়া লইয়া যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে;

৪৮. অতঃপর উহার মস্তকের উপর ফুটন্ত পানি ঢালিয়া শাস্তি দাও—

৪৯. এবং বলা হইবে, 'আহ্বান গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত।'

৫০. 'ইহা তো উহাই, যে বিষয়ে সন্দেহ করিতে।'

তামসীর : যেই সকল লোক আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়ার কথায় সংশয় পোষণ করিত সেইসব কাফিরের জন্য নির্ধারিত শাস্তি সম্পর্কে এখানে আল্লাহু তা'আলা আমাদিগকে অবহিত করিয়াছেন।

إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومِ طَعَامُ الْآثِيمِ অর্থাৎ যাক্কুম বৃক্ষ সেই পানীকুদের খাদ্য হইবে যাহারা কথায় ও কাজে সুস্পষ্ট কাফির। একাধিক তামসীরকার বসিয়াছেন, আবু জাহিলকে লক্ষ্য করিয়া এই আয়াত নাখিল করা হইয়াছে; সন্দেহ নাই যে, আয়াতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের তালিকায় সেও অন্তর্ভুক্ত। তবে শুধু তাহার জন্য এই আয়াত নাখিল হয় নাই।

ইব্বন জারীর (র) হাসান ইব্বন হারিছ (র) হইতে বর্ণনা করেন : আবু দারদা (রা)-এর সামনে এক ব্যক্তি পড়িতেছিল : **إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومِ طَعَامُ الْآثِيمِ**

অতঃপর সে ব্যাখ্যা করিল— **طَعَامُ الْآثِيمِ** অর্থাৎ ইয়াতীমের খাদ্য। তখন আবু দারদা (রা) বলিলেন, পড় **طَعَامُ الْفَجْرِ** অর্থাৎ পানীদের ইহা ছাড়া কোন খাদ্য নাই।

মুজাহিদ (র) বলেন, যদি যাক্কুম বৃক্ষের এক কোঁটা কশ পৃথিবীতে পড়িত তাহা হইলে পৃথিবীর পরিবেশ এরূপ দূষিত হইত যে, মানুষের জীবন ধারণ অসম্ভব হইত। মারফু ধরনের একটি বর্ণনা পূর্বেও উদ্ধৃত হইয়াছে।

كَالْمُهْلِ অর্থাৎ গরম তৈল।

يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلِي الْحَمِيمِ অর্থাৎ উহার উত্তাপ ও ব্যাপ্তি।

خُدُودُهُ অর্থাৎ কাফিরকে পাকড়াও কর। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক যখন এই নির্দেশ দিবেন তখন সমস্ত হাজার ফেরেশতা তাহাদের দিকে ছুটিয়া যাইবে।

فَاعْتَلَوْهُ অর্থাৎ তাহাকে সম্মুখ হইতে হেঁচড়াইয়া ও পিছন হইতে ধাক্কাইয়া লইয়া যাও।

خُدُودُهُ فَاعْتَلَوْهُ অর্থাৎ তাহাকে ধর ও ধাক্কাইয়া লইয়া যাও।

কবি ফারায়নাক বলেন :

ليس الكرام بنا حليك ايافم * حتى ترد الى عطية تعثل

“তাহাদের পৈত্রিক অবদানের বংশ মর্যাদা কোন মর্যাদা নয়, যদি উহার পরিণতি হয় পারলৌকিক গলা ধাক্কা।”

إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ অর্থাৎ জাহান্নামের মধ্যখানে।

ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ অর্থাৎ তারপর তাহার মাথায় শাস্তিদায়ক গরম পানি প্রবাহিত কর।

আব্রাহাম্ পাক অন্যত্র বলেন :

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ خَافِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ

অর্থাৎ তাহাদের মাথায় গরম পানি ঢলা হইবে। উহার ফলে তাহাদের পেটের নাড়িভূঁড়ি ও দেহের চামড়া খসিয়া খসিয়া পড়িবে। পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে যে, দোষে দুরোগা পাপী পোলেই লোহার হাতুড়ী দ্বারা পিটাইবে এবং তাহার মাথার উপর দিয়া এইরূপ গরম পানি প্রবাহিত করিবে যে, তাহার মগজ ও পেটের নাড়িভূঁড়ি গলিয়া পায়ের দুই টাখনু দিয়া প্রবাহিত হইবে। আব্রাহাম্ পাক আমাদিগকে এইরূপ শাস্তি হইতে আশ্রয় দান করুন।

আব্রাহাম্ পাকের বক্তব্য-**الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ** অর্থাৎ তাহাকে তোমরা দিঙ্কার ও তিরস্কার স্বরূপ বন যে, এখন মজ, কৃষ্ণ, তুমি তো মহাপ্রতিপত্তি ও মহা মর্যাদাবান ব্যক্তি :

ইবন আব্বাস (রা) হইতে যাহাক (র) বর্ণনা করেন, ইহার তাৎপর্য এই যে, তুমি না প্রতাপশালী আর না তুমি মর্যাদাবান।

উম্মু বী তাহার মাগাযী গ্রন্থে ইকরীমা (র) হইতে বর্ণনা করেন : একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আবু জেহেলের সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, আব্রাহাম্ পাক আমাকে এই কথা বলার নির্দেশ দিয়াছেন : 'আওলা লাকা ফাজাওলা, ছুমা আওলা লাকা ফাআওলা। অমনি আবু জেহেল তাহার জামা টানিয়া ধরিয়া বলিল, 'এখন তোমার আর তোমার প্রভুর কি শক্তি আছে আমার কোন কিছু করার? আর তুমি কি জান আমি মক্কাবাসীতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং আমি মহাপ্রতাপাধিত ও মহা মর্যাদাবান।' অতঃপর আব্রাহাম্ মর্যাদাতে সে বদনের যুদ্ধে অভয় লাঞ্ছনাকরভাবে নিহত হইল। তাই আব্রাহাম্ পাক তাহাকে তিরস্কার করিয়াই অমায়ত নাযিল করেন :

ثُمَّ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ "স্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো বড়ই সম্মানিত নেতা।"

অতঃপর আব্রাহাম্ বলেন : **إِنْ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ** অর্থাৎ ইহা সেই ব্যাপার যাহার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহান ছিলে। যেমন আব্রাহাম্ পাক অন্যত্র বলেন :

يَوْمَ يَدْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ نَعْمًا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ- أَلَيْسَ لَهَا أَمٌّ أَنْتُمْ لَا تَبْصِرُونَ-

"যেদিন তাহাদিগকে জাহান্নামের দিকে ডাকার মত ডাকা হইবে, (বলা হইবে) এই সেই জাহান্নাম ফস্বাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে। ইহা কি কোন খাদুকরী ব্যাপার, না তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হইয়াছে।"

এখানেও তাই আব্রাহাম্ তা'আলা বলিতেছেন : **إِنْ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ** "নিশ্চয় ইহার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করিতেছিলে।"

(৫১) **إِنَّ الشَّقِيْنَ فِي مَقَامٍ أَمِيْنٍ ۝**

(৫২) **فِي جَنَّتٍ وَعُيُُونٍ ۝**

(৫৩) **يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ۝**

(৫৪) **كَذَلِكَ سَوَّرْنَاهُمْ لِنُحُورٍ عِينٍ ۝**

(৫৫) **يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ أَمِيْنٍ ۝**

(৫৬) **لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ، وَوَقَّهُمُ عَذَابَ**

الْجَعِيمِ ۝

(৫৭) **فَضْلًا مِّن سَرِّكَ، ذَٰلِكَ هُوَ الْقَرْصُ الْعَظِيمُ ۝**

(৫৮) **فَإِنَّمَا يَسْتَرْزُهُ بِلسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝**

(৫৯) **فَازْتَقِبْ لِنَهُمْ مَّرْتَقِبُونَ ۝**

৫১. মুক্তাকীরা থাকিবে নিরাপদ স্থানে-

৫২. উদ্যান ও বর্ণার মাঝে,

৫৩. তাহারা পরিধান করিবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখামুখী হইয়া বসিবে।

৫৪. এইরূপই ঘটবে; উহাদিগকে সঙ্গিনী দিব আয়তলোচনা হুর;

৫৫. সেখায় তাহারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনিতে বসিবে।

৫৬. প্রথম মৃত্যুর পর তাহারা সেখানে আর মৃত্যু আন্বাদন করিবে না। তাহাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন—

৫৭. তোমার প্রতিপালক নিজ অনুগ্রহে। ইহাই তো মহাসাক্ষ্য।

৫৮. আমি তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করিয়া দিয়াছি, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

৫৯. সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, উহারাও তো প্রতীক্ষমান।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা পাপীদের অবস্থা বর্ণনার পাশাপাশি এখানে পুণ্য-বানদের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। এই কারণেই কুরআনকে 'মাহানী' নাম দেওয়া হইয়াছে :

إِنَّ الْمُتَّقِينَ অর্থাৎ দুনিয়ায় যাহারা খোদভীরু হয়।

فِي عَقَامٍ آمِنِينَ অর্থাৎ পরকালে তাহারা নিরাপদ নিবাস জান্নাতের অধিবাসী হয়। সেই নিবাসে না মৃত্যু আছে, না উহা হইতে তাহাদের বহিষ্কার আছে। সেখানে কোনরূপ দুচ্ছিত্তা, দুঃখ-দুর্ভাবনা, আক্ষেপ-আহাজারীর বানাই নাই। এমনকি শয়তানী ঘড়মন্ত্র ও সর্ববিধ বিপদাপদ হইতে উহা মুক্ত।

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ অর্থাৎ পাপীরা যখন যাক্কুম ফল ভক্ষণ করিবে ও তপ্ত পানিতে ঝলনিত হইবে তখন তাহারা উহার বিপরীতে ঝরণা-নহর পরিবেষ্টিত বাগ-বাগিচার বিচরণ করিবে।

يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ অর্থাৎ অতি উঁচুমানের রেশমী বস্ত্র পরিধান করিবে। যেমন জামা ইত্যাদি।

وَأَسْتَبْرَقٍ অর্থাৎ চমকদার ঝলকানো পোষাক। ইহা যেমন জামার উপর নকশীদার কোন কিছু পরিধান করা হয়।

مُتَقَلِّبِينَ অর্থাৎ জান্নাতীরা শ্রেণীবদ্ধভাবে সামনা-সামনি বসিবে এবং কেহ কাহারও দিকে পিঠ ফিরাইয়া বসিবে না।

كَذَلِكَ وَوَجَّهْنَهُمْ بِحُورٍ عِينٍ অর্থাৎ উপরোক্ত পুরস্কারের সাথে এই পুরস্কারও রহিয়াছে যে, তাহাদিগকে সেই সকল হুরদের সহিত বিবাহ দেওয়া হইবে যাহারা ভাগর চোখের অনিন্দ্য সুন্দরী নারী এবং যাহাদিগকে পূর্বে কোন জ্বিন বা মানব স্পর্শ করে নাই। তাহারা ইয়াকূত ও মারজান পাথরের মত স্বচ্ছ ও সুন্দর। ভাল কাজের প্রতিদান ভাল কিছু ছাড়া হইতে পারে ?

ইবন আবু হাতিম (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : “যদি কোন হুর গভীর সমুদ্রের উস্তাল তরঙ্গে থুথু ফেলে তাহা হইলে উহাতে পানি মিষ্টি মধুর হইয়া যাইবে।” নূহ মারফু সূত্রে ইহা বর্ণনা করেন।

يَذْعَبُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهِةٍ أَمْنِينَ অর্থাৎ সেখানে জান্নাতীরা যখন যে ফলমূল খাইতে ইচ্ছা করিবে উহা বনামাত্র তাহাদের নিকট হামির হইয়া যাইবে। উহা পাড়িয়া বা তুলিয়া অন্য কিংবা কাটিয়া, ছিড়িয়া খাওয়ার কোন ঝামেলা থাকিবে না।

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى অর্থাৎ এখানে ইস্তিছনা দ্বারা জোর দিয়া বলা হইয়াছে যে, যে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিয়া তাহারা এখানে পৌছিয়াছে উহাই তাহাদের শেষ মৃত্যু। এখানে তাহাদের আর কোন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে না। যেমন সহীহহুয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : মৃত্যুকে একটি সুন্দর সুন্দররূপে আনয়ন করিয়া জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে রাখিয়া উহা জবেহ করা হইবে এবং বলা হইবে, হে জান্নাতীবন্দ! স্থায়ীভাবে বান কর, অতঃপর কোন মৃত্যু নাই। আর হে জাহান্নামীগণ! স্থায়ীভাবে থাক, অতঃপর কোন মৃত্যু নাই।

সূরা মরিযমের তাকসীরে এতদসম্পর্কিত হাদীসগুলি বর্ণিত হইয়াছে।

আব্দুর রাযযাক (র) আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (না) বলিয়াছেন : জান্নাতীগণকে বলা হইবে, তোমাদের জন্য স্থায়ী সুস্থতা নির্ধারিত হইল, তাই কখনও রুগ্ন হইবে না। তোমাদিগকে স্থায়ী জীবন দান করা হইল, তাই কখনও মৃত্যুবরণ করিবে না, তোমাদের জন্য চির স্বাস্থ্য প্রদত্ত হইল, তাই আর কোন দুর্দিন দেখিবে না, তোমাদিগকে চির যৌবন দান করা হইল, তাই আর কখনও বার্ধক্য দেখা দিবে না।

আবদুর রাযযাক (র) হইতে আবু ইবন হুমায়েদ ও ইসহাক ইবন রাহবিয়ার সূত্রে ইমাম মুসলিম ও হাদীসটি বর্ণনা করেন।

আবু বকর ইবন আবু দাউদ সিজিস্তানী (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করিল, সে জান্নাতে প্রবেশ করিল। সেখানে চির স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইবে, কোন দুঃখ-কষ্ট থাকিবে না। সেখানে অমর হইবে। মৃত্যু দেখিবে না, সেখানে বস্ত্র জীর্ণ হইবে না ও যৌবন বিলুপ্ত হইবে না।

আবুল কাসিম তাবারানী (র) বর্ণনা করেন : রাসূল (সঃ)-কে প্রশ্ন করা হইল বেহেশতীরা কি নিদ্রা যাইবে? তিনি জবাবে বলিলেন, নিদ্রা হইল মৃত্যুর ভাই। তাই বেহেশতীরা নিদ্রাও যাইবে না।

আবু বকর ইবন মারদুওয়াই (র) জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন :
 “রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করা হইল, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতীরা কি মুমাইবে?
 তিনি জবাব দিলেন : “না, মুম হইল ঐশ্বরের ভাই।”

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন : وَوَقَّهْمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ অর্থাৎ উহা বিরাট ও ব্যাপক
 স্থায়ী নিয়ামত ও সুখ শান্তির সাথে, ইহাও আল্লাহ পাকের বিরাট রহমত যে, তিনি
 তাহাদিগকে ভয়াবহ জাহান্নাম হইতে মুক্তি দিয়াছেন এবং উহর বহুবিধ কষ্টদায়ক শাস্তি
 হইতে রক্ষা করিয়াছেন। একদিকে যেমন তাহারা কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিয়াছে,
 অপরদিকে তাহারা অনাকাঙ্ক্ষিত ভীতি হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। তাই আল্লাহ পাক
 বলেন :

فَضَلَّ مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ অর্থাৎ কঠিন শাস্তি হইতে তাহাদিগকে
 অব্যাহতি প্রদর্শনও আল্লাহ পাকের বিরাট রহমত ও ইহসান বৈ নহে। যেমন সহীহ
 হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : বেশী বেশী করিয়া আমল কর,
 যত পার নিজদিগকে সংশোধন কর এবং যতখানি সম্ভব আল্লাহর নৈকটা অর্জন কর,
 আর জানিয়া রাখ, কেহ শুধু তাহর আমল দ্বারা কখনও জাহান্নামে যাইবে না। সাহাবারা
 প্রশ্ন করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কি যাইবেন না? তিনি বলিলেন, আমিও
 যাইতে পারিব না যদি না আল্লাহ পাকের রহমত ও অনুগ্রহ আমাকে ছায়া দান করে।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন : فَأِنَّمَا يَسْتُرُهُ بِسِتْرِهِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ অর্থাৎ
 এই কুরআনকে তোমার মাতৃভাষায় সহজবোধ্য করিয়া নামিল করিয়াছি, উহাকে সুস্পষ্ট
 ও খোলামেলা বর্ণনায় লম্বন্ধ করিয়াছি, ভাষালংকার ও বাক্য বিন্যাসে অনন্য, সুমধুর ও
 সর্বোন্নত করিয়াছি।

يَتَذَكَّرُونَ অর্থাৎ যাহাতে সকলে বুঝিতে ও অনুসরণ করিতে পারে।
 অতঃপর যাহারা একপ সহজবোধ্য ও সুস্পষ্ট বর্ণনা পাইয়াও কুফরী করিল, বিরোধীতা
 করিল ও ইহার সহিত শক্রতায় লিপ্ত হইল, তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাহর
 রাসূলকে সাত্বনা ও সাহায্যের আশ্বাস প্রদান এবং বিরোধীগণকে শাস্তি ও ধ্বংসের
 দুঃসংবাদে জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বলেন : فَأَرْتَقِبْ أَرْتَقِبْ অর্থাৎ অপেক্ষা কর এবং
 اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ অর্থাৎ শীঘ্রই তাহারা জানিতে পাইবে যে, আল্লাহর মদদে দুনিয়া ও আখিরাতে বিজয় ও
 সাফল্য কাহার জন্য নির্ধারিত। হে মুহাম্মদ! উহা তোমারই জন্য এবং তোমার অন্যান্য
 নবী-রাসূল ভাইদের জন্য, আর তোমার মু'মিন অনুসারীদের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে।
 যেমন আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন : كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَا أَنَا وَرُسُلِي : অর্থাৎ আল্লাহ পাক
 তাহর এবং তাহর রাসূলগণের জন্য বিজয় নির্ধারণ করিয়া নিয়াছেন।

অন্যত্র তিনি বলেন :

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَجِّنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْإِسْهَادَةِ - يَوْمَ لَا
 يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذرتُهُمْ وَلَهُمُ الْعَذَابُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ -

অর্থাৎ আমি অবশ্যই আমার রাসূলগণকে ও যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে
 পার্থিব জীবনে ও বিচার দিবসে সাহায্য করিব। সেদিন জালিমগণের কোন অজুহাত
 তাহাদের উপকারে আসিবে না এবং তাহাদের জন্য অভিশাপ ও নিকৃষ্ট নিবাস।

সূরা জাহিয়া

৩৭ আয়াত, ৪ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) ھَمْ ۞

(২) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۞

(৩) إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞

(৪) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۞

(৫) وَاٰخِثَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞

১. হা-মীম,

২. এই কিতাব পরাজমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ।

৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিনদিগের জন্য।

৪. তোমাদিগের সৃজনে এবং জীব-জন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রহিয়াছে নিশ্চিত

বিশ্বাসীদিগের জন্য;

৫. নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, আল্লাহ আকাশ হইতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলুককে এই উপদেশ দিতেছেন যে, তাহারা যেন আল্লাহর নিয়ামতসমূহ ও তাহার মহান কুদরত লইয়া চিন্তা করে এবং এইগুলির পরিচয় লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। চিন্তা করিবে যে, আল্লাহ তা'আলা বড় শক্তিশালী। তিনি আকাশমণ্ডল, পৃথিবী এবং বিভিন্ন প্রকারের মাখলুক সৃষ্টি করিয়াছেন। ফিরিশতা, জ্বিন, পশু-পাখী ও কীট পতঙ্গ ইত্যাদি তাহারই সৃষ্টি। সমুদ্রের অসংখ্য প্রাণীর স্রষ্টাও তিনিই, রাতের পর দিবস আর দিবসের পর রাতের আগমন তাহারই কুদরত। রাতের অন্ধকার এবং দিবসের আলো তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রয়োজনের সময় আকাশ হইতে পরিমিত বৃষ্টি তিনিই বর্ষণ করেন।

আয়াতে বৃষ্টিকে রিয্ক নামকরণ করা হইয়াছে। কারণ এই বৃষ্টি হইতেই রিয্ক তথা জীবিকা উৎপন্ন হয়।

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا বৃষ্টি দ্বারা তিনি ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করিয়াছেন।

অর্থাৎ পৃথিবী গাছপালা তরলতা বিহীন অনুর্বর থাকিবার পর আল্লাহ তা'আলা বর্ষার বর্ষণ দ্বারা উহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন।

وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ এবং বায়ুর পরিবর্তনে।

অর্থাৎ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত এবং জলীয় ও শুষ্ক বায়ুতে আল্লাহর নিদর্শন রহিয়াছে। কোন কোন বায়ু বৃষ্টি বহন করে, কোন কোন বায়ু আকাশের মেঘমালাকে পানিস্বত্ত্ব করিয়া দেয়। কোন কোন বায়ু রাতের খাদ্যে পরিণত হয় আবার কোন কোন বায়ু মানুষের কোন উপকারেই আসে না।

আল্লাহ তা'আলা প্রথমে বলিয়াছেন لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ এই সবকিছু মু'মিনদিগের নিদর্শন। অতঃপর বলিয়াছেন يُوقِنُونَ (বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন) তাহার পর বলিয়াছেন يَعْقِلُونَ (জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন) এইখানে একটি সম্মানিত অবস্থা হইতে পর্যায়ক্রমে তাহার চেয়ে সমধিক আরেকটি সম্মানিত অবস্থার দিকে উন্নীত করা হইয়াছে।

এই আয়াতগুলি সূরা বাকারার নিম্ন বর্ণিত আয়াতের সাথে নাদৃশ্যপূর্ণ। ইহা হইল :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ يَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

وَبِئْتٌ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَاتٍ وَتُصْرِفُ الرِّيحَ وَالسُّحَابَ الْمُسْتَخْرِبِينَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ
لَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

অর্থাৎ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে, যাহা মানুষের হিত সাধন করে তাহা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ্ আকাশ হইতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং তাহাব মধ্যে যাবতীয় জীব-জন্তুর বিস্তরণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

চার উপাদানে মানুষ সৃষ্টি প্রসঙ্গে ইবন আবু হাতিম (র) ওহাব ইবন মুনাবিহ (র) হইতে দীর্ঘ একটি গরীব হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْزِيلًا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، قِبَايَةِ حَدِيثٍ بَعْدَ

اللَّهُ وَالْيَتِيهِ يُؤْمِنُونَ ○

(৭) وَيَلُ كُلِّ آتٍ كَاتِمٍ ○

(৮) يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُثَلَّى عَلَيْكَ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا

فَبَشِيرَةٌ لِّعَذَابِ الْيَوْمِ ○

(৯) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

مُهِينٌ ○

(১০) مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ جَهَنَّمَ، وَلَا يَغْنُ عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا

مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

(১১) هَذَا هُدًى وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَبِّهِمْ

الْيَوْمِ ○

৬. এইগুলি আল্লাহর আয়াত, যাহা আমি তোমার নিকট আবৃত্তি করিতেছি যথাযথভাবে; সুতরাং আল্লাহর এবং তাহার আয়াতের পরিবর্তে উহারা আর কোন বাণীতে বিশ্বাস করিবে?

৭. দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর,

৮. যে আল্লাহর আয়াতের আবৃত্তি শুনে অথচ ঔদ্ধত্যের সংগে অটল থাকে, যেন সে উহা শুনে নাই। উহাকে সংবাদ দাও মর্মভুদ শাস্তির।

৯. যখন আমার কোন আয়াত সে অবগত হয় সে উহা লইয়া পরিহাস করে। উহাদিগের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

১০. উহাদিগের পশ্চাতে রহিয়াছে জাহান্নাম। উহাদিগের কৃতকর্ম উহাদিগের কোন কাজে আসিবে না, উহারা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগকে অভিভাবক স্থির করিয়াছে উহারাও নহে। উহাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি।

১১. কুরআন সংপথের দিশারী, আর যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে অতিশয় মর্মভুদ শাস্তি।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ এইগুলি আল্লাহর আয়াত অর্থাৎ ইহা দলিল প্রমাণাদি সমৃদ্ধ আল-কুরআন।

وَيَلُ كُلِّ آتٍ كَاتِمٍ আমি উহা তোমার নিকট যথাযথভাবে আবৃত্তি করিতেছি অর্থাৎ এই কুরআনকে তোমার নিকট আল্লাহর পক্ষ হইতে যথাযথভাবে আবৃত্তি করা হইতেছে। অতঃপর কাফিররা যদি এই কুরআনের উপর ঈমান না আনে এবং ইহার আনুগত্য স্বীকার না করে, আল্লাহ ও তাহার আয়াতের পরিবর্তে তাহারা আর কোন বাণীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে?

দুর্ভোগ ঘোর মিথ্যাবাদী-পাপীর অর্থাৎ যাহারা কথাবার্তায় মিথ্যাবাদী, কাজে কর্মে অসৎ-পাপী এবং আন্তরিকভাবে আল্লাহর নিদর্শনসমূহে অবিশ্বাসী তাহাদিগের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

যে আল্লাহর আয়াতের আবৃত্তি শুনে অর্থাৎ তাহার সমুখে কুরআন পাঠ করা হইলে উহা শ্রবণ করে।

অতঃপর অটল থাকে অর্থাৎ পরক্ষণে অবাধ্যতা ও অহমিকাবশত কুফর ও অবিশ্বাসের উপর অটল থাকে।

যেন সে উহা শুনে নাই الْيَوْمِ উহাকে সংবাদ দাও মর্মভুদ শাস্তির।

অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি কাফিরদিগকে জানাইয়া দিন যে, কিয়ামতের দিবসে তাহারা আল্লাহর নিকট মর্মস্বদ শাস্তি ভোগ করিবে।

وَأِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَ مَا تُرَىٰ
সে উহা লইয়া পরিহাস করে।

অর্থাৎ তাহারা কুরআন সম্পর্কে কোন অবগতি লাভ করে, তখন তাহা অস্বীকার করে এবং তাহা লইয়া পরিহাস করে।

وَأِذَا نَادَىٰ جِبْرَائِيلُ إِلَىٰ نَارِ الْأَرْضِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
উহাদিগের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। অর্থাৎ কুরআন অস্বীকার করা ও কুরআন লইয়া পরিহাস করার অপরাধে তাহাদিগকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি দেওয়া হইবে।

এই প্রসঙ্গে ইমাম মুসলিম (র) স্বীয় গ্রন্থে হযরত ইবন উমর (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন উমর (রা) বলিয়াছেন, শত্রুদের হাতে লাঞ্ছিত হইতে পারে এই আশংকায় কুরআন লইয়া শত্রুর দেশে সফর করিতে হুখুর (সা) নিষেধ করিয়াছেন।

অতঃপর কিয়ামত দিবসের শাস্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :
وَأِذَا نَادَىٰ جِبْرَائِيلُ إِلَىٰ نَارِ الْأَرْضِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
উহাদিগের পশ্চাতে জাহান্নাম রহিয়াছে। অর্থাৎ যাহারা উক্ত অপরাধে অপরাধী তাহারা কিয়ামতের দিবসে দোষে প্রবেশ করিবে।

وَأِذَا نَادَىٰ جِبْرَائِيلُ إِلَىٰ نَارِ الْأَرْضِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
উহাদিগের কৃতকর্ম উহাদিগের কোন কাজে আনিবে না। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তাহাদের ধন-সম্পদ বাড়ি-ঘর, সন্তান-সন্ততি তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না।

وَأِذَا نَادَىٰ جِبْرَائِيلُ إِلَىٰ نَارِ الْأَرْضِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
আর আল্লাহ ব্যতীত তাহারা যাহাদিগকে বণ্ড বানাইয়াছে তাহারাও নয় অর্থাৎ তাহারাও কোন উপকারে আসিবে না।

وَأِذَا نَادَىٰ جِبْرَائِيلُ إِلَىٰ نَارِ الْأَرْضِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
এবং উহাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, هَذَا هُدًى এই পবিত্র কুরআন মানব জাতির জন্য হিদায়াত ও পথ প্রদর্শক।

وَأِذَا نَادَىٰ جِبْرَائِيلُ إِلَىٰ نَارِ الْأَرْضِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী প্রত্যাহ্বান করে, তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে অতিশয় মর্মস্বদ শাস্তি।

(১২) اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ الْفَلَكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ

وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

(১৩) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ وَإِنَّ

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ۝

(১৪) قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا الْذُنُوبَ لَا يُرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ

قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

(১৫) مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ

رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝

১২. আল্লাহই তো সমুদ্রকে তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন, যাহাতে তাহার আদেশে উহাতে নৌযানসমূহ চলাচল করিতে পারে এবং যাহাতে তোমরা তাহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পার ও তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

১৩. তিনি তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীলদের জন্য ইহাতে তো রহিয়াছে নিদর্শন।

১৪. মু'মিনদিগকে বল, 'তাহারা যেন ক্ষমা করে উহাদিগকে যাহারা আল্লাহর দিবসগুলির প্রত্যাশা করে না। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান দিবেন।'

১৫. যে সৎকর্ম করে সে তাহার কল্যাণের জন্যই উহা করে এবং কেহ মন্দ কর্ম করিলে উহার প্রতিফল সে-ই ভোগ করিবে, অতঃপর তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের প্রতি প্রদত্ত নিয়ামতবাজির কথা উল্লেখ করিতেছেন। اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ যাহাতে নৌযান চলাচল করিতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন যাহাতে আল্লাহর আদেশে

উহাতে নৌযান চলাচল করিতে পারে। বস্তৃত নৌযান বহন করিবার জন্য আল্লাহ সমুদ্রকে নির্দেশ দিয়াছেন। **وَلِتَبْتَئُوا مِنْ فُجُورِهِ** আর যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পার।

অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন উপার্জন ক্ষেত্রে যেন তোমরা আল্লাহর অনুসন্ধান করিতে পার, সেই জন্য আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে তোমাদিগের কল্যাণ নিয়োজিত করিয়াছেন।

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ আর যাহাতে তোমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অর্থাৎ যেন তোমরা দূর-দুরান্ত হইতে অর্জিত কল্যাণ ও অনুগ্রহের জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : **سَخَّرْنَا لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ** এবং তিনি তোমাদিগের কল্যাণে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিয়োজিত করিয়াছেন অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা ইত্যাদি যাহা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, সব কিছু অর্পণ করিয়া আল্লাহ তা'আলাই আমাদের কল্যাণ নিয়োজিত রাখিয়াছেন।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : **جَعَلْنَا مِّنْهُ** সব কিছু তাঁহারই হইতে। অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু একমাত্র আল্লাহর দেওয়া। ইহাতে অন্য কাহার অংশীদারিত্ব নাই, কেউ ইহাতে শরীক নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ تُمْ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَأَيُّ كَافِرِينَ

তোমরা যেই সব নিয়ামত ভোগ কর উহা আল্লাহর পক্ষ হইতে। আর যখন তোমাদিগকে কোন অসম্মল স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁহারই নিকট আশ্রয় গ্রহণ কর।

وَسَخَّرْنَا لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

‘তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তু।’ এই আয়াত প্রসঙ্গে ইবন জারীর (র) আতফী (র)-এর সূত্রে ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু আল্লাহ হইতে প্রাপ্ত।

ইবন আবু হাতিম (র) আবু আরাকা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু আরাক (র) বলেন, এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট বস্তুকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন : আলো, আগুন, অন্ধকার ও মাটি দ্বারা। আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলিলেন, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়া এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো। ফলে লোকটি ইবন

আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও একই উত্তর দিলেন। ইবন আব্বাস (রা) বলিলেন, তুমি আবার ইবন উমর (রা)-এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করো যে, আব্দুল্লাহ এসব কিছু কিসের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন? লোকটি আবার গিয়া জিজ্ঞাসা করার পর ইবন উমর (রা) **وَمَا فِي الْأَرْضِ** এই আয়াতটি পাঠ করিলেন। অর্থাৎ তিনি নতোমগুন ও ভূমণ্ডলের সব কিছুই তোমাদের উপকারের জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন। নিশ্চয় ইহাতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। এই হাদীসটি গরীব ইহাতে আনুকা কথা রহিয়াছে।

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ যেন ক্ষমা করে উহাদিগকে, যাহারা আল্লাহর দিবসগুলির প্রত্যাশা করে না।

অর্থাৎ হে রসূল, আপনি মু'মিনদিগকে বলিয়া দিন যে, তাহারা যেন কাফিরদিগকে ক্ষমা করিয়া দেয় এবং তাহাদিগের নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফির-মুশরিক ও আহলে কিতাবদের নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করিবার জন্য মুসলমানদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীতে যখন তাহারা অবাধ্যতা ও জুলুম-নির্যাতনে সীমালংঘন করিয়া ফেলে এবং তাহাদের ধৃষ্টতা চরমে উঠে, তখন মুসলমানদিগকে জিহাদের বিধান দেওয়া হয়। ইবন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) হইতে এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। তাহারা আল্লাহর দিবসগুলির আশা রাখে না— এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, তাহারা আল্লাহর নিয়ামত লাভ করিতে পারিবে না।

لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ আল্লাহ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহাদিগের কৃতকর্মের প্রতিদান দিবেন। অর্থাৎ মু'মিনগণ যদি কাফিরদিগকে দুনিয়াতে ক্ষমা করিয়া দেয়, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা পরকালে তাহাদিগকে তাহাদিগের অপকর্মের প্রতিদান দিবেন।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

যে সৎকর্ম করে সে তাহার কল্যাণের জন্যই উহা করে এবং কেহ মন্দ কাজ করিলে উহার প্রতিফল সে-ই ভোগ করিবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমরা আল্লাহর নিকট উপস্থিত হইবে। অতঃপর তোমাদের যাবতীয় কর্ম তাঁহার সম্মুখে পেশ করা হইবে এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ভাল-মন্দ সব ধরনের কাজের প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(১) وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ

وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

(১) وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْضِ

مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

(১) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ

الَّذِينَ لَا يَقْلُوبُونَ ۝

(১) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا دَرَارًا لَظَالِمِينَ بَعْضُهُمْ

الَّذِيَاءُ بَعْضٌ وَاللَّهُ وَعَلَى الْمُسْتَقِيمِينَ ۝

(২) هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝

১৬. আমি তো বনী ইসরাইলকে কিताব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত দান করিয়াছিলাম এবং উত্তম জীবনোপকরণ দিয়াছিলাম এবং দিয়াছিলাম শ্রেষ্ঠ বিশ্বজগতের উপর।

১৭. উহাদিগকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করিয়াছিলাম দীন সম্পর্কে। উহাদিগকে নিকট আসিবার পরও উহারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত বিরোধিতা করিয়াছি। উহারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করিত, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন বিষয়ের ফয়সালা করিয়া দিবেন।

১৮. ইহার পর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি দীনের বিশেষ বিধানের উপর; সুতরাং তুমি উহার অনুসরণ কর, অঙ্গদিগের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর না।

১৯. আল্লাহর মোকাবিলায় উহারা তোমার কোন উপকার করিতে পারিবে না। জালিমরা একে অপরের বন্ধু আর আল্লাহ তো মুতাকীদের বন্ধু।

২০. এই কুরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও রহমত।

তাফসীর : কিताব অবতীর্ণ করিয়া, রাসূল পাঠাইয়া এবং রাজত্ব দান করিয়া আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাইলদিগের প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন :

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

'আমি বনী ইসরাইলকে কিताব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত দান করিয়াছিলাম এবং উত্তম জীবনোপকরণ দিয়াছিলাম।' এই আয়াতে উত্তম জীবনোপকরণ দ্বারা রকমারী খাদ্য দ্রব্য ও পানীয়কে বুঝানো হইয়াছে। وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ এবং আমি তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম বিশ্ববাসীর উপর।

অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্ববাসীর উপর আমি তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম এবং উহাদিগকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করিয়াছিলাম দীনের সত্যতা সম্পর্কে। অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে সুস্পষ্ট ও অকাটা প্রমাণাদি দিয়াছি। ফলে তাহাদিগের মাঝে অকাটা দলীল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু সুস্পষ্ট প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরস্পর বিদ্বেষবশত তাহারা মতবিরোধ করিয়াছে।

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

উহারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করিত তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে ফয়সালা করিয়া দিবেন।

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! নিশ্চয় আপনার প্রভু কিয়ামতের দিন সত্য-মিথ্যা ও হক-বাতিলের মাঝে ন্যায় সঙ্গতভাবে সীমাংসা করিয়া দিবেন।

এই আয়াত দ্বারা উহাতে মোহাম্মদীয়াকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন তাহাদের আদর্শ ও নীতি হইতে সরিয়া ইয়াহুদ ও নাসারাদের অনুসরণ না করে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا ۝

ইহার পর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি দীনের বিশেষ বিধানের উপর। সুতরাং তুমি ইহার অনুসরণ কর।

অর্থাৎ তোমার এক অদ্বিতীয় প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হয় কেবল তাহারই অনুসরণ করিয়া চল এবং কাফির মুশরিকদিগকে উপেক্ষা করিয়া চল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ

الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۝

‘এবং তুমি অজ্ঞদিগের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না। আল্লাহর মুকাবিলায় উহারা তোমার কোন উপকার করিতে পারিবে না। জাতিমরা একে অপরের বন্ধু।’

অর্থাৎ তাহাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব তাহাদিগকে কোন উপকার করিবে না। বন্ধুত্ব তাহারা নিজেদের ক্ষতি আর ধ্বংস ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করিতেছে না। وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ আল্লাহ জে মুত্তাকীদের বন্ধু।

আল্লাহ তা’আলা তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোর পথে বাহির করিয়া আনেন আর কাফিরদের বন্ধু হইল তাওত বা শয়তান। শয়তান তাহাদিগকে আলোর পথ হইতে অন্ধকারে লইয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা বলিয়াছেন :

فَإِذَا بَصَأْتُمُ النَّاسَ إِذَا بَصَأْتُمُ النَّاسَ 'ইহা মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল।' অর্থাৎ আল-কুরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল।

وَعُدَىٰ وَوَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ এবং কুরআন বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও রহমতস্বরূপ।

(২১) أَمْرَ حَبِيبِ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشَّيْءَاتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ

أَمْوًا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَخْبِيَاهُمْ وَمَنَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

(২২) وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ

بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

(২৩) أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْمٌ وَحَقٌّ

لَهُ سَمْعُهُ وَقَلْبُهُ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ عَشْوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ

اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

২১. দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়া উহাদিগকে তাহাদিগের সমান গণ্য করিব, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। উহাদিগের সিদ্ধান্ত রুত মন্দ!

২২. আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথভাবে এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কর্মানুযায়ী ফল পাইতে পারে আর তাহাদিগের প্রতি জুলুম করা হইবে না।

২৩. তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ তাহাকে, যে তাহার বেয়াল খুশীকে নিজ ইলাহ বানাইয়া লইয়াছে? আল্লাহ জানিয়া-তনিয়াই উহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন এবং উহার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহার চক্ষুর উপর রাখিয়াছেন আবরণ। অতএব, কে তাহাকে পথ-নির্দেশ করিবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

তাকসীর : আল্লাহ তা’আলা বলেন মু’মিন ও কাফিরগণ সমান হয় না। যেমন আল্লাহ তা’আলা বলিয়াছেন :

لَا يَسْتَوِي أَسْحَابُ النَّارِ وَأَسْحَابُ الْجَنَّةِ الْأَسْحَابُ الْمُفَانِزُونَ

‘দোষবাসীগণ এবং বেহেশতবাসীগণ সমান হয় না। বেহেশতবাসীরাই সফলকাম।’ এইখানে বলিয়াছেন : أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشَّيْءَ দুষ্কৃতিকারীগণ কি মনে করে।

অর্থাৎ যাহারা দুষ্কার্য করিয়াছে এবং উহা অর্জন করিয়াছে তাহারা কি মনে করে أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَخْبِيَاهُمْ وَمَنَاتُهُمْ যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়া উহাদিগকে তাহাদিগের সমান গণ্য করিব, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। অর্থাৎ আমি দুষ্কৃতিকারী ও সৎকর্মশীলদিগকে দুনিয়া ও আখিরাতে সমান গণ্য করিব না।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ উহাদিগের সিদ্ধান্ত রুত মন্দ।’ অর্থাৎ আমার সম্পর্কে তাহারা যাহা ধারণা করিয়াছে উহা খুবই মন্দ। ইহকাল ও পরকালে সৎ ও অসৎ লোকদিগকে সমান সাবস্থ করা অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত। হাক্কিজ আবু ইয়াল (র) ইয়াযিদ ইব্বন মারছাদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, ইয়াযিদ ইব্বন মারছাদ (র) আবু যর (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা’আলা তাহার দীনকে চারটি স্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যেই ব্যক্তি উহা হইতে দূরে সরিয়া যাইবে এবং তদানুযায়ী আমল করিবে না কিয়ামতের দিন সে ফাসিকরূপে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করিবে। জিজ্ঞাসা করা হইল, আবু যর! সেই স্তর চারটি কি? বলিলেন, ‘হালালকে হালাল বলিয়া বিশ্বাস করা, আল্লাহ যাহা হারাম করিয়াছেন উহাকে হারাম জানা, আল্লাহ যাহা করিতে আদেশ করিয়াছেন যথাযথভাবে তাহা পালন করা এবং যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহা হইতে বিরত থাকা।’

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, বাবুলবৃক্ষ হইতে যেমন আশুর ফলের আশা করা যায় না, তেমনি ওনাহগার ও অসৎ লোকেরা নেককারদের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। এই হাদীসটি এই নূত্রে গরীব।

أَنْتُمْ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاةً
মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহার চকুর উপর রাখিয়াছেন আবরণ।

অর্থাৎ সে কল্যাণকর কোন কথা শুনিতে পায় না, হিদায়াতের কোন কথাই বুঝিতে পারে না, সত্যকে উপলব্ধি করিবার জন্য কোন প্রমাণ চোখে দেখে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

أَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ بَدِيلًا فَكَفَرُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَافِرُونَ
আল্লাহর পর আর কে তাহাকে হিদায়াত দান করিবে? যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন :

مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ شَافِعٍ لَهُ يَشْرِكُ فِي مَا يَكْفُرُ بِهِمْ لَبِئْسَ مَا يَكْفُرُونَ

আল্লাহ হুকুম বিদ্রান্ত করেন কেহ তাহাকে হিদায়াত দান করিতে পারে না। তিনি তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতায় ছাড়িয়া দেন এবং তাহারা উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

(২৪) وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْدِكُنَا
إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

(২৫) وَإِذَا سُئِلُوا عَلَيْهِمْ أَيْتِنَا بَيَّنَّتْ مَا كَانُوا حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ
قَالُوا اسْتَوَىٰ بَابُنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

(২৬) قُلِ اللَّهُ يُعَذِّبُكُمْ ثُمَّ يُبَيِّنُكُمْ لَكُمْ تَرَىٰ جَمْعَكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

২৪. উহারা বলে, 'একমাত্র পার্শ্ব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি, আর কাল-ই আমাদের দ্বন্দ্ব করে।' বস্তুত এই ব্যাপারে উহাদিগের কোন জ্ঞান নাই, উহারা তো কেবল মনগড়া কথা বলে।

২৫. উহাদিগের নিকট যখন আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন উহাদিগের কোন যুক্তি থাকে না, কেবল এই উক্তি ছাড়া যে, তোমরা সত্যবাদী হইলে আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে উপস্থিত কর।

সীরাতে মুহাম্মদ ইবন ইসহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বায়তুল্লাহ শরীফের ভিত্তি প্রস্তরের সময় একটি পাথর পাওয়া গিয়াছিল। তাহাতে লিখা ছিল, 'তোমরা মন্দ কাজ কর আর সওয়াবের আশা কর, ইহা ঐষ্টিক কষ্টকল্পিত বৃক্ষ হইতে আধুর পাওয়ার আশা করার নামান্তর।'

তংবারানী (র) মাসরুক (র) হইতে বর্ণনা করেন, মাসরুক (র) বলেন, তামীমদারী (র) এক রাতে সকাল পর্যন্ত তাহাজ্জদ সালাতে বারংবার এই আয়াতটি পাঠ করিতেছিলেন أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا
পাঠ করিতেছিলেন দুঃখিকারীরা মনে করে যে, আমি তাহাদিগকে উহাদের সমান গণ্য করিব, মাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎ কাজ করিয়াছে?

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : تَأْتِيهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ তাহাদিগের সিদ্ধান্ত মন্দ।
وَالْحَقُّ اللَّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ আর আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَلِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কর্মানুযায়ী ফল পাইতে পারে। আর তাহাদিগের প্রতি জুলুম করা হইবে না।
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ
ধোয়াল-খশীকে নিজ ইলাহ বানাইয়াছে?' অর্থাৎ এমন লোকও রহিয়াছে যে, যাহা মনে চায় তাহাই করিলে থাকে আর যাহা করিতে প্রবৃত্তি চায় না তাহা বর্জন করিয়া চলে।
অর্থাৎ প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলে।

যুক্তজিলাদের মতে ভাল মন্দ দুইটিই বিবেক-নির্ভর বস্তু। অর্থাৎ যুক্তি যাহা ভাল বলিয়া সিদ্ধান্ত দিবে উহাই ভাল আর যুক্তি যাহা মন্দ বলিয়া সাব্যস্ত করিবে উহাই মন্দ।
এই আয়াতটি তাহাদের মতবাদকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করে।

আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইমাম মালিক (র) বলিয়াছেন, যাহা মনে চায় তাহারা তাহারই উপাসনা শুরু করিয়া দেয়।

وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ করিয়াছেন। এই আয়াতটির দুইটি ব্যাখ্যা হইতে পারে। প্রথমত, তাহারা যে বিভ্রান্ত হওয়ার উপযুক্ত ইহা জানিয়াই আল্লাহ তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, তাহার নিকট ইলম আসার পর এবং প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় অর্থে প্রথম অর্গটিও পাওয়া যায় কিন্তু প্রথমটিতে দ্বিতীয়টি পাওয়া যায় না।

২৬. বল আল্লাহই তোমাদিগকে জীবন দান করেন ও তোমাদিগের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে কিয়ামত দিবসে একত্র করিবেন, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাহা জানে না।

তাফসীর : কাফির বহুবাদী সম্প্রদায় ও তাহাদের সম্মুখীন মুশরিকরা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন,

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا তাহারা বলে, একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি। অর্থাৎ দুনিয়াই আমাদের একমাত্র জীবন। আমরা কতক লোক মরিয়া যাই ও কতক বাঁচিয়া থাকি। পুনরুত্থান বা কিয়ামত বলিতে কিছুই নাই।

বহুবাদী দার্শনিক সম্প্রদায়ের আকীদাও ইহাই। ফালাসিফাদের মধ্যে যাহারা বহুবাদী এবং ঘূর্ণায়মান গুণের বিশ্বাসী ছিল তাহারা স্রষ্টাকেও অস্বীকার করিত। তাহাদিগের ধারণা ছিল প্রতি ছত্রিশ বছর অন্তর কালের একটি পরিক্রমা সমাপ্ত হয় এবং প্রতিটি বস্তু তার আসল অবস্থাতে ফিরিয়া আসে। মূলত ইহা মَعْقُول (যুক্তি) নইয়া অনর্থক বাড়াবাড়ি করিয়া مَقْفُول (উক্তি)-কে অস্বীকার করিত। তাই তাহারা বলিয়াছে : كَالْهَيْهَاتُ الْهَيْهَاتُ কালই আমাদের ধ্বংস করে।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ এই ব্যাপারে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই, তাহারা তো কেবল মনগড়া কথা বলে।

অর্থাৎ তাহাদের মতের সপক্ষে তাহাদের নিকট কোন প্রমাণ নাই। তাহারা কেবল ধারণা প্রসূত কথা বলে।

বুখারী, আবু দাউদ ও নাসায়ীতে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন : আল্লাহ বলেন, 'বনী আদম আমাকে কষ্ট দেয়। তাহারা কালকে গালি দেয় অথচ প্রকৃতপক্ষে আমিই কাল সৃষ্টিকর্তা, সর্বময় ক্ষমতা আমারই হাতে। রাতদিনকে আমিই পরিবর্তন করি।' অন্য বর্ণনায় আছে لَا تَسُبُّوا الدَّفْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّفْرُ 'তোমরা কালকে গালি দিও না। কারণ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই কালের সৃষ্টিকর্তা।' ইবন জারীর (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, জাহেলী যুগের লোকেরা বলিত যে, রাত আর দিবসই তো আমাদেরকে ধ্বংস করে এবং উহাই আমাদেরকে বাঁচাইয়া রাখে ও মৃত্যু দান করে। তাই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলিয়াছেন وَالْحَيَاتُنَا الدُّنْيَا আর তাহারা বলে যে, দুনিয়াই আমাদের জীবন আবার তাহারা কালকে গালি দেয়। তাই আল্লাহ বলেন يُذَيِّتُنِي ابْنُ آدَمَ بِسَبِّ الدَّفْرِ وَأَنَا الدَّفْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أَقْلِبُ

الْبَيْتِ وَالنَّهَارِ অর্থাৎ 'মানুষ আমাকে কষ্ট দেয়। সে কালকে গালি দেয়, অথচ আমিই প্রকৃত কালের সৃষ্টিকর্তা। আমার হাতেই সর্বময় ক্ষমতা। রাত-দিনকে আমিই পরিবর্তন করি।' ইবন আবু হাতিম (র) ইবন উআইনা (র) হইতে উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করেন। অতঃপর তিন আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, 'বনী আদম কালকে গালি দেয়, প্রকৃতপক্ষে আমিই কাল সৃষ্টিকর্তা। রাত-দিন আমারই হাতে। ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসায়ী (র) ইউনুস বিন ইয়াযীদের হাদীস থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : আমি আমার বামদিক নিকট কষ্ট চাহিয়াছি কিন্তু সে আমাকে তাহা দেয় নাই এবং এই কালই আমাকে গালি দিয়াছে যে, হায়রে কাল! প্রকৃতপক্ষে আমিই কাল সৃষ্টিকর্তা।'

ইমাম শাফেয়ী ও আবু উবায়দা (র) সহ আরো অনেকে لَا تَسُبُّوا الدَّفْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّفْرُ এই হাদীসের ব্যাখ্যা বলিয়াছেন, জাহেলী যুগে আরবরা বিপদগ্রস্ত হইলে 'কাল'কে গালি দিত। তাহারা মনে করিত যে, কাল-ই তাহাদিগকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছে। অথচ বিপদ দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহই মানুষকে বিপদাদ দিয়া থাকেন। সুতরাং কাল বা 'দাহর'কে গালি দেওয়া আল্লাহকে গালি দেওয়ারই নামান্তর। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা কালকে গালি দিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহা আমাদের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

ইবন হাজম ও তাহাফর অনুসারী জাহেরিয়ারদের মতে دَفْرُ আল্লাহর একটি নাম। ইহা তাহাদের ভুল ধারণা।

উহাদিগের নিকট যখন আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয়। অর্থাৎ যখন তাহাদিগের নিকট প্রমাণ পেশ করা হয় এবং তাহাদিগের সম্মুখে সত্য প্রকাশ পায় এবং বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পর নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়া দেহগুলিকে পুনরায় আকৃতি দান করিতে সক্ষম;

তোমরা সত্যবাদী হইলে আমাদের পূর্ব পুরুষদিগকে উপস্থিত কর।

অর্থাৎ তোমরা যাহা বল উহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের যেসব পূর্বপুরুষরা মরিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে জীবিত করিয়া দাও।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : وَبَلِّغْ لِلنَّاسِ مَسْرُوعَهُمْ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ مَا يَكْتُبُ اللَّهُ لِقَوْمٍ أَعْمَى বল, আল্লাহই তোমাদিগের জীবন দান করেন ও তোমাদিগের মৃত্যু ঘটান।

অর্থাৎ যেমন তোমরা প্রত্যক্ষ করিতেছ যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে অনন্তিত্ব হইতে বাহির করিয়া অস্তিত্ব দান করিয়াছেন।

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَتَوَاتًا فَاٰخِيَاطُكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

‘তোমরা কিভাবে আল্লাহর সাথে কুফরী কর। অথচ তোমরা মৃত ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন। অতঃপর আবার তোমাদিগকে তিনি জীবন দান করিবেন।’

অর্থাৎ যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন তিনি মৃত্যুর পর তোমাদিগকে পুনরায় জীবিত করিতে অনায়াসেই সক্ষম হইবেন।

‘وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ’ আর তিনিই প্রাথমিকভাবে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করিবেন। আর এই কাজ তাঁহার জন্য অধিক সহজ।’

‘ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِارْتِبِ فِيهِ’ অতঃপর তিনি তোমাদিগকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করিবেন, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই।’ অর্থাৎ তোমাদিগকে কিয়ামতের দিবসে একত্রিত করা হইবে, দুনিয়ায় পুনর্বীর প্রেরণ করা হইবে না। পূর্ণ পুরুষদিগকে উপস্থিত করিবার দাবী নিতান্তই অনর্থক। কারণ দুনিয়া হইল কর্মস্থল আর প্রতিদানের জায়গা হইল পরকাল, কিয়ামতের দিন : দুনিয়ায় প্রতিটি মানুষকেই পরকালের প্রস্তুতির জন্য সুযোগ দেওয়া হয়। সুতরাং অজ্ঞতাভরত আখিরাতকে ভুলিয়া যাওয়া দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

ফলস্বৰূপে তোমরা যে বল, ‘إِنَّا نَحْنُ وَإِٰنَّا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ’ তোমরা আমাদিগের পূর্বপুরুষদের উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’ ইহা নিতান্তই অযৌক্তিক কথা।

‘يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ’ অর্থ কর, যেদিন তিনি তোমাদিগকে সমবেত করিবেন সমাবেশ দিবসে।

‘لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْقَوْلِ?’ এই সমুদয় কোন দিবসের জন্য স্থগিত করা হইয়াছে? বিচার দিবসের জন্য’ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعْتَدٍ’ মাত্র কয়েক দিবসের জন্যই অপেক্ষা করিতেছি।

আল্লাহ্ তা‘আলা এই স্থানে বলিয়াছেন, ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِارْتِبِ فِيهِ অতঃপর তিনি তোমাদিগকে কিয়ামতের দিবসে সমবেত করিবেন যাহাতে কোন সন্দেহ নাই।’

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ’ কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাহা জানে না। অর্থাৎ এইজন্যই তাহারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে এবং নিশ্চিন্ত হইয়া যাওয়া দেহগুলি জীবিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলিয়াছেন, ‘إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَرَأَاهُمْ قَرِيبًا’ তাহারা উহাকে সুদূর মনে করে আর আমরা উহাকে নিকটে দেখিতেছি।’

(٢٧) وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ يَفْعَسُ

الْمُتَبَلِّغُونَ

(٢٨) وَ تَرٰهُ كَلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتٰبِهَا

الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

(٢٩) هٰذَا كِتٰبُنَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنبِئُكُمْ

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

২৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই; যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হইবে ক্ষতিগ্রস্ত,

২৮. এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখিবে ভয়ে নতজানু, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার আমলনামার দিকে আহ্বান করা হইবে ও বলা হইবে, আজ তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে।

২৯. ‘এই আমার লিপি, ইহা তোমাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে সত্যভাবে। তোমরা যাহা করিতে তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম।’

ভাফসীর : আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন যে, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক, ইহকাল ও পরকালে তিনিই আকাশ ও যমীনের শাসনকর্তা। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলিয়াছেন :

‘وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ’ যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন।

‘يَوْمَ يَفْعَسُ الْمُتَبَلِّغُونَ’ মিথ্যাশ্রয়ীরা হইবে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থাৎ যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও দ্ব্যর্থহীন প্রমাণাদিকে অস্বীকার করে কিয়ামতের দিন তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

ইবন আবু হাতিম (র) বলেন, সুফিয়ান ছওরী (রা) একদা মদীনা শরীফে আগমন করিয়া গনিতে পাইলেন যে, মায়াফেরী (র) এমন কথা-বার্তা বলেন যাহা গনিতা নোকেরা হাদেন : ফলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন : ওহে শায়খ! আপনি কি জানেন না যে, এমন একদিন আসিবে যেদিন বাতিলরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে? সুফিয়ান ছওরী (রা)-এর এই কথায় মায়াফেরী (র) খুবই প্রভাবিত হইলেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এই মূল্যবান উপদেশটি ভুলেন নাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ভয়ে নতজানু দেখিবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষই ভয়ে নতজানু হইয়া পড়িবে। এই অবস্থা তখন হইবে যখন জাহান্নামকে নখুখে উপস্থিত করা হইবে। এমনকি খলীলুল্লাহ ইবরাহীম (আ) ও রুহুল্লাহ ঈসা (আ) বিহ্বল চিণ্ডে নাফসী নাফসী বলিতে থাকিবেন। তাহারা স্পষ্ট বলিয়া দিবেন যে, 'হে আল্লাহ! আজ আমরা নিজের মুক্তি ছাড়া আর কিছুই চাই না।' হযরত ঈসা (আ) বলিবেন, 'আল্লাহ আমি আজ তোমার নিকট স্নেহময়ী জননী মরিয়ম (আ)-এর জন্যও কিছু চাই না, তুমি কেবল আমাকে বাঁচাও।'

وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً -এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ, কা'ব আহবায় ও হাসান বসরী (র) বলেন : "প্রতিটি মানুষ সেই দিন হাঁটু গাড়িয়া নত হইয়া থাকিবে।" ইকরিশা (রা) বলেন : "প্রতিটি উম্মত কিয়ামতের মরদানে পৃথক পৃথক অবস্থান করিবে।" প্রথম ব্যাখ্যাটিই অধিক উত্তম।

ইবন আবু হাতিম (র) আব্দুল্লাহ বিন বাবাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ ইবন বাবাহ (র) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : "আমি ফের তোমাদিগকে দেখেখের নিকট নতজানু অবস্থায় দেখিতে পাইতেছি।" ইসমাইল ইবন আবু কাফি (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন : নবী করীম (সা) একটি হাদীসাতশে বলিয়াছেন : অতঃপর নোকেরা পৃথক হইয়া যাইবে এবং প্রত্যেকে নতজানু হইয়া পড়িবে كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا এবং তুমি প্রত্যেক জাতিতে নতজানু দেখিবে এবং প্রত্যেক জাতিতে তাহার কিতাবের দিকে আহ্বান করা হইবে।' আয়াত দ্বারা এই কথাটিই বুঝানো হইয়াছে। এই হাদীসে আয়াতটির উভয় ব্যাখ্যার মিলন ঘটানো হইয়াছে। দুই ব্যাখ্যার মাঝে কোন বিরোধ নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার কিতাবের দিকে আহ্বান করা হইবে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

وَيُضَعُ الْكِتَابُ وَحِينُ الشُّبُهَاتِ এবং আমলনামা রাখা হইবে আর নবী ও সাক্ষীদাতাগণকে উপস্থিত করা হইবে।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ আজ তোমাদিগকে তোমাদিগের কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হইবে।

অর্থাৎ আজ তোমাদিগকে তোমাদিগের ভাল-মন্দ যাবতীয় কাজের প্রতিফল দেওয়া হইবে। অন্যত্র বলা হইয়াছে :

يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْفًا مَعَاذِرَةً

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হইবে সে কি অগ্রে পাঠাইয়াছে এবং কি পশ্চাতে পাঠাইয়াছে। বহুত মানুষ নিজের সম্পর্কে সম্যক অবগত, যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ بِكُمْ بِالْحَقِّ এই আমার লিপি, ইহা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে সত্যভাবে। অর্থাৎ এই আমলনামা তোমাদিগের আমলসমূহ হুবহু উপস্থিত করিবে। এতটুকুও কম-বেশি করা হইবে না।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

يُضَعُ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لَنَا مِنَ الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا

আমলনামা নখুখে রাখা হইবে। উহাতে যাহা রহিয়াছে তাহা দেখিয়া অপরাধীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে এবং বলিবে, হায় আফসোস! ইহা আমার কেমন গ্রন্থ? ছোট বড় কোন কিছুই তো না লিখিয়া ছাড়ে নাই! তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা উপস্থিত পাইবে। আর তোমার প্রভু কাহারো উপর জুলুম করেন না।

إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِجُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 'তোমরা যাহা করিতে তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিতাম।' অর্থাৎ তোমাদের সমুদয় কর্ম লিখিয়া রাখার জন্য আমি ফেরেশতাদিগকে নির্দেশ দিতাম। ইবন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলিয়াছেন : ফেরেশতারা মানুষের যাবতীয় আমল লিপিবদ্ধ করিয়া উহা নিয়া আসমায়ে আরোহণ করেন। অতঃপর আকাশে আমল বিষয়ক দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা সেই আমলনামাকে মানুষ সৃষ্টির পূর্বে লিখে লওহে মাহফুজে সংরক্ষণ করে রাখা আমলনামার সাথে মিলাইয়া নেন। দুই আমলনামার মধ্যে একটি অক্ষরও কম-বেশী হয় না। অতঃপর ইবন আব্বাস (রা) إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِجُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 'আমি তোমাদের কৃত কর্ম লিপিবদ্ধ করিতাম' পাঠ করেন।

(২) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

(৩) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ فَمَا سَتَكْبَرْتُمْ ○

(৪) وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّا نَطْمِئِنُّ أَنَّا لَأَكَلْنَا وَمَا نَحْنُ بِسَاتِفِينَ ○

(৫) وَبَدَأَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ سَاهِبِينَ ○

(৬) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِفُكُمْ كَمَا نَسِفْنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا وَكُنَّا بِمُنزِلِينَ ○

(৭) ذَلِكَ بِمَا كُنْتُمْ يَافِكُمْ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ آيَاتُ اللَّهِ تُخْرَجُونَ ○

(৮) قُلِ اللَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الَّذِي عَلَّمَ الرِّسَالَ وَاللَّيْلُ وَالنَّجْمُ وَالسَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَالنَّجْمُ وَالسَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَالنَّجْمُ ○

(৯) وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّيْلُ وَالنَّجْمُ وَالسَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَالنَّجْمُ ○

৩০. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে দাখিল করিবেন স্বীয় রহমতে। ইহাই মহাসাফল্য।

— ৩১. পক্ষান্তরে যাহারা কুফরী করে তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমাদিগের নিকট কি আমার আয়াত পাঠ করা হয় নাই? কিন্তু তোমরা ঈমান প্রকাশ করিয়াছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।'

৩২. যখন বলা হয়, 'আল্লাহর প্রতিশ্রুতি তো সত্য এবং কিয়ামত— ইহাতে কোন সন্দেহ নাই'; তখন তোমরা বলিয়া থাক, 'আমরা জানি না কিয়ামত কি; আমরা মনে করি ইহা একটি ধারণা মাত্র এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নহি।'

৩৩. তাহাদিগের মন্দ কর্মগুলি তাহাদিগের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

৩৪. আর বলা হইবে, 'আজ আমি তোমাদিগকে বিস্মৃত হইব যেমন তোমরা এই দিবসের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হইয়াছিলে। তোমাদিগের আশ্রয়স্থল হইবে জাহান্নাম এবং তোমাদিগের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।'

৩৫. 'ইহা এইজন্য যে, তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপ করিয়াছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রভাবিত করিয়াছিল।' সুতরাং সেই দিন তাহাদিগকে জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে না এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টার সুযোগ দেওয়া হইবে না।

৩৬. প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আকাশমণ্ডলীর প্রতিপালক, পৃথিবীর প্রতিপালক, জগতসমূহের প্রতিপালক।

৩৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব-পরিমা তাহারই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাকসীর : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির মাঝে যে ফয়সালা করিবেন সে সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন,

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে অর্থাৎ তাহাদিগের অন্তরসমূহ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৎকর্ম করিয়াছে অর্থাৎ শরীয়ত অনুযায়ী নেক কাজ করিয়াছে, তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে দাখিল করিবেন স্বীয় রহমতে।

এইখানে রহমত দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হইয়াছে। যেমন সহীহ হাদীসে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বলিলেন, "তুমি আমার রহমত। তোমার দ্বারা আমি যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করি।"

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ فَمَا سَتَكْبَرْتُمْ ইহাই মহাসাফল্য। অর্থাৎ ইহাই সুস্পষ্ট সাফল্য।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ فَمَا سَتَكْبَرْتُمْ

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মর্যাদা আমার ভূষণ অহংকার আমার চাদর। অতএব যে ব্যক্তি আমার চাদর লইয়া আমার সান্নিধ্য টানাইচ্ছা করিবে আমি তাহাকে আমার দোযখে স্থান দিব।"

ইমাম মুসলিম (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবু হুরায়রা (রা) ও আবু সাঈদ খুদরী (রা) মহানবী (সা) হইতে এই হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করিয়াছেন।

وَفُوَ الْعَزِيزُ এবং তিনি পরাক্রমশালী। অর্থাৎ তিনি কাহারো নিকট পরাজিত হইবে না এবং কেহ তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

الْحَكِيمُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কোন কথা, শরীয়তের কোন মাসআলা ও তফসীরের একটি বর্ণনা প্রসঙ্গান্তর্গত নহে।

২৬ শ পারা সূরা আহুকাফ

৩৫ আয়াত, ৪ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) حَمِ

(২) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

(৩) مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ

مُسَعًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُذِرُوا مُعْرِضُونَ

(৪) قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ

الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ مَا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ لَشِرْكَ

مَنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

(৫) وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ

لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفُولُونَ

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۝

১. হা-মীম,

২. এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ।

৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু কাফিররা উহাদিগকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

৪. বল, 'তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহাদিগের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? ইহারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করিয়াছে আমাকে দেখাও অথবা আকাশমণ্ডলীতে উহাদিগের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকিলে তাহা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

৫. সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাহা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও উহাকে সাড়া দিবে না? এবং এইগুলি উহাদিগের প্রার্থনা সপক্ষে অবহিতও নহে।

৬. যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্রিত করা হইবে তখন ঐগুলি হইবে উহাদিগের শত্রু এবং ঐগুলি উহাদিগের ইবাদত অস্বীকার করিবে।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে এই সংবাদ দিতেছেন যে, তিনি ঈসা বান্দা মুহাম্মদ (সা)-এর উপর কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন। এবং তিনি নিজের প্রত্যক্ষ প্রতিপত্তির কথা বর্ণনা করিতেছেন, যাহার বিরোধিতা করা কাহারও সাধ্য নহে। এবং তিনি কথা ও কাজে অত্যন্ত প্রজ্ঞাময় ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন :

مَخْلُوقَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ কোন কিছুই আমি অনর্থক বা অন্যায়ভাবে সৃষ্টি করি নাই।

وَاجَلٍ مُّسَمًّى নির্দিষ্ট কালের জন্য। অর্থাৎ এই আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী যাবতীয় বস্তুকে আমি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। উহার এক মুহূর্ত পূর্বেও উহা ধ্বংস হইবে না এবং এক মুহূর্ত পরও টিকিয়া থাকিবে না।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ এবং কাফিররা উহাদিগকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল হইতে, আল্লাহর নাখিলকৃত কিতাব হইতে, আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও যে সব বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে যাহারা বেপরোয়া ভাব প্রকাশ করে এবং মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহারা অচিরেই বুকিতে পারিবে যে, তাহারা নিজেদের জন্য কি ক্ষতি আর অকল্যাণ ডাকিয়া আনিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, كُلُّ (বল,) অর্থাৎ হে রাসূল আল্লাহর সাথে অন্যদের উপাসনাকারী এই মুশরিকদিগকে বলিয়া দিন যে,

أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا যাহাদিগকে ডাক তাহাদিগের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? ইহারা কি সৃষ্টি করিয়াছে আমাকে দেখাও।

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাহাদিগের পূজা করিতেছ যাহাদিগকে ডাকিতেছ এবং যাহাদিগের ইবাদত করিতেছ, তাহারা পৃথিবীর কোন বস্তুটা সৃষ্টি করিয়াছে? অর্থাৎ পৃথিবীর এমন একটি স্থান দেখাইয়া দাও যাহা তাহারা সৃষ্টি করিয়াছে।

أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ অথবা আকাশমণ্ডলীতে তাহাদিগের কোন অংশদারিত্ব রহিয়াছে কি?

অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোথাও তাহাদিগের অংশদারিত্ব নাই; তাহারা একটি বালুকণারও মালিক নয়। আল্লাহই সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা তিনিই ইহাও একমাত্র মালিক। রাজত্ব আর কর্তৃত্ব একমাত্র তাহারই হাতে। সুতরাং কেন তাহার সাথে শরীক স্থাপন কর? কেন অন্যদের পূজা কর? তোমাদিগকে ইহা কে শিখাইয়াছে? বস্তুত আল্লাহ তাহাদিগকে উহা করিতে বলেন নাই, উহা কোন বিবেকবানের শিক্ষাও নয়। উহা তাহাদেরই মনগড়া। তাই আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন :

إِنِّي نَسِيتُ بَيْتًا مِّنْ قَبْلِ هَذَا অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের উপর নাখিলকৃত কোন কিতাবে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো পূজা করার সপক্ষে কোন দলীল থাকে তাহা হইলে তোমরা উহা আমাদের সামনে পেশ কর।

أَوْ آثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকিলে উহাও পেশ কর।

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অর্থাৎ এই ব্যাপারে তোমাদের আকলী (যুক্তিগত) কিংবা নকলী (উক্তিগত) কোন প্রমাণ নেই।

এক কিরআতে أَوْ آثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ পড়া হইয়াছে। যাহারা অর্থ এই বিষয়ে পূর্ববর্তীদের কোন নহীহ ইলম থাকিলে উহা পেশ কর।

মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা এমন ব্যক্তিকে পেশ কর যিনি পূর্ববর্তীদের ইলমের উত্তরসূরী।

আওফী (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা এই বিষয়ে কোন একটি দলিল পেশ কর।

ইমাম আহমদ (র)..... আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ তোমরা কোন ইলমী লিপি পেশ কর।

সুফিয়ান (র) বলেন, আমার জানা মতে, হাদীসটি মারফু রূপে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা)-ই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবু বকর ইবনে আইয়াশ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ পূর্ববর্তীদের রাখিয়া যাওয়া অবশিষ্ট ইলম।

হানফান বন্দরী (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল গবেষণালব্ধ জ্ঞান যাহা বাহির করা হয়।

ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও আবু বকর ইবনে আইয়াশ (র) বলেন, আয়াত দ্বারা ইলমী লিপি উদ্দেশ্য।

কাতাদা (র)-এর মতে বিশেষ কোন ইলম উদ্দেশ্য : এই ব্যাখ্যাগুলি প্রায় একই অর্থবোধক। আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি, এই ব্যাখ্যাগুলি উহার সমর্থন করে। ইবনে জারীর (র)-ও উহাই পছন্দ করিয়াছেন।

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن لِّغَتِهِمْ غَافِلُونَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাহা কিয়ামত-দিবস পর্যন্তও উহার ডাকে সাড়া দিবে না এবং এইগুলি উহাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নহে।

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া প্রতিমাাদিগকে ডাকে এবং তাহাদিগের নিকট প্রার্থনা করে, যাহা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ডাকে সাড়া দিতে তাহারা সক্ষম হইবে না, তাহারা যা বলে তাহা সম্পর্কে উহারা উদাসীন, উহাদিগের না আছে শ্রবণশক্তি, না আছে দেখিবার শক্তি, না আছে ধরিবার শক্তি। কারণ উহারা নিজীব পাথর ও জড় পদার্থ বৈ নয়। তাহাদিগের চেয়ে বড় বিভ্রান্ত আর কেহ নাই।

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ

যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্রিত করা হইবে তখন এইগুলি হইবে উহাদিগের শত্রু। এইগুলি উহাদিগের ইবাদত অস্বীকার করিবে।

অন্যত্র বলা হইয়াছে :

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا - كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا -

তাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যাদিগকে ইলাহ বানাইয়াছে যাহাতে উহারা তাহাদের সম্মানের কারণ হয়। কখনও না, অবশ্যই উহারা তাহাদের ইবাদতকে অস্বীকার করিবে এবং তাহাদিগের বিরোধী হইয়া যাইবে। অর্থাৎ প্রয়োজনের মুহূর্তে উপাস্যরা উপাসকদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে।

হযরত ইবরাহীম (আ) তাহার উম্মতদিগকে সাক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন :

إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ

তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করিয়াছ, পার্থিব জীবনে তোমাদিগের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে, পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করিবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদিগের আবাণ হইবে জাহান্নাম এবং তোমাদিগের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।

(৭) وَإِذَا تَشَكَّلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَنَا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

(৮) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ وَقُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

(৯) قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفَعَّلُ بِي وَلَا يَكُمُ لِي إِن أَتَيْتُهُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

৭. যখন উহাদিগের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় এবং উহাদিগের নিকট সত্য উপস্থিত হয়, তখন কাফিররা বলে, 'ইহা তো সুস্পষ্ট যাদু!'

৮. উহারা কি তবে বলে যে, 'সে ইহা উদ্ভাবন করিয়াছে।' বল, 'যদি আমি ইহা উদ্ভাবন করিয়া থাকি তবে তোমরা তো আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাকে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না; তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছ, সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

৯. বল, 'আমি তো প্রথম রসূল নহি। আমি জানি না আমার ও তোমাদিগের ব্যাপারে কী করা হইবে; আমি আমার প্রতি যাহা ওহী হয় কেবল তাহারই অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

তাকসীর : মুশরিকদের অবাধ্যতা ও কুফরীর কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন যে, যখন তাহাদিগকে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতে পাঠ করিয়া শুনানো হয়, তখন তাহারা বলে, 'ইহা সুস্পষ্ট যাদু।'

অর্থাৎ মিথ্যচারিতা, অপবাদ হটতা আর কুফরী তাহাদের স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। তাই তাহারা বলে, ইহা সুস্পষ্ট যাদু! না-কি সে উহা উদ্ভাবন করিয়াছে?

অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) এই কুরআনকে নিজের থেকে উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছে বলিয়া তাহারা বলে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন :

قُلْ إِنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

তুমি বল, 'যদি আমি উহা উদ্ভাবন করিয়া থাকি তবে তোমরা তো আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।'

অর্থাৎ হে নবী, আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন যে, যদি আমি কুরআনকে নিজ হইতে উদ্ভাবন করিয়া লইয়া থাকি, আমি যদি আল্লাহর সত্য নবী না হইয়া থাকি, তাহা হইলে এই মিথ্যা ও অপবাদের জন্য আমাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন। পৃথিবীর কেহ আমাকে সেই শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমরাও না অন্য কেহও না। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলিয়াছেন,

قُلْ إِنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

বল, আল্লাহর শাস্তি হইতে কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন আশ্রয় আমি পাইব না। কেবল আল্লাহর পক্ষ হইতে পৌছান এবং তাঁহার দ্বারা প্রচারই আমাকে রক্ষা করিবে।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন :

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ

সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করিয়া নইত তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাহাকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ধরিয়া ফেলিতাম এবং কাটিয়া দিতাম তাহার জীবন ধমনী। অতঃপর তোমাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, তাহাকে রক্ষা করিতে পারে।

এই বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা এইস্থানে বলিয়াছেন :

قُلْ إِنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

আপনি বলিয়া দিন যে, 'আমি যদি উহা গড়িয়া নিয়া থাকি তাহা হইলে তো তোমরা আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমরা যেই বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত বহিয়াছ; সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত। আমার ও তোমাদিগের মাঝে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট।'

এই আয়াতে কাফিরদিগকে ধমক দেওয়া হইয়াছে ও ভয় দেখানো হইয়াছে। পরবর্তী আয়াতে তওবা করিয়া আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়া আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন :

وَقَالُوا نَسْأَلُكَ الْأَوْلِيْنَ إِنْ كُنْتُمْ بِهَا فِي شَكٍّ فَمَا نَنْزَلْنَاهُ إِلَّا كَلِمَةً وَسِيلًا قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

উহারা বলে, 'এইগুলি তো সে পূর্ববর্তীগণের কাহিনী যাহা সে লিখাইয়া লইয়াছেন, এইগুলি সকাল-সন্ধ্যা তাহার নিকট পাঠ করা হয়।' বল, 'ইহা তিনিই অবতীর্ণ

করিয়াছেন, যিনি আকাশগুলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য সম্পর্কে অবগত আছেন, তিনি ক্রমাশীল, পরম দয়ালু।

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرَّسُلِ বল, আমি তো প্রথম রাসূল নহি। অর্থাৎ হে রাসূল, আপনি বলিয়া দিন যে, আমি পৃথিবীতে প্রথম রাসূল নহি বরং আমার পূর্বেও অনেক নবী-রাসূল আগমন করিয়াছেন; আমি তোমাদিগের নিকট এমন কিছু নইয়া আনি নাই যাহার কোন নজির খুঁজিয়া পাওয়া হইবে না। অতঃপর তোমরা আমাকে কোন যুক্তিতে অস্বীকার করিতেছ? আমার পূর্বেও তো বিভিন্ন জাতির নিকট আল্লাহ অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন, مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرَّسُلِ এর অর্থ আমিই কেবল প্রথম রাসূল নই। ইবনে জারীর ও ইবন আবু হাতিম (র) ইহা ছাড়া অন্য কোন মত পেশ করেন নাই।

مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرَّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ আমি জানি না আমার এবং তোমাদিগের ব্যাপারে কী করা হইবে? আলী ইবনে আবু তালহা (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতটি নাখিল হওয়ার পর مَا تَقْدِمُ مِنْ نَذِيرِكَ وَمَا تَأْخُرُ "আল্লাহ আপনার পূর্বাঙ্গের যাবতীয় ভুল মার্গ করিয়া দিবেন" অবতীর্ণ হয়। অনুরূপ ভাবে ইকরিমা, ইনান ও কাতাদা (র) বলেন, উপরোক্ত আয়াতটি لِيَغْفِرَ اللَّهُ مَا تَقْدِمُ مِنْ نَذِيرِكَ وَمَا تَأْخُرُ দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে।

এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর জামেক সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আল্লাহ আপনার নাথে কী ব্যবহার করিবেন তাহা তো বলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তিনি আমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করিবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাখিল করেন:

لِيُنْخَلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جُنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন যাহার তলদেশে নির্ধরমালা প্রবাহিত।

সহীহ হাদীস দ্বারা এই কথাও প্রমাণিত যে, আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবীগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের জন্য কী রহিয়াছে? তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

যাহ্যাক (র) বলেন, وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ এর অর্থ ইহার পর আমাকে কি নির্দেশ দেওয়া হইবে এবং কোন জিনিস হইতে আমাকে বারণ করা হইবে আমি তাহা জানি না।

হাসান বসরী (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, পরকালে যে আমি জান্নাতে প্রবেশ করিব সে ব্যাপারে আমার নিশ্চিত জানা আছে। দুনিয়ার জীবনে ভবিষ্যতে আমাকে কোন নবীর নাম হত্যা করা হইবে, নাকি সাধারণ জীবন যাপন করে আমি আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হইতে পারিব তাহা আমার জানা নাই। অনুরূপভাবে তোমাদিগকে মাটিতে ধসিয়ে দেওয়া হইবে, নাকি পাথর মারিয়া হত্যা করা হইবে তাহাও আমার জানা নাই। ইমাম ইবনে জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটিকে অধিক নির্ভরযোগ্য মনে করেন। কিন্তু বক্তৃত ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য শোভনীয় ব্যাখ্যা। কেননা তিনি এবং তাঁহার অনুসারীরা পরকালে জান্নাতে প্রবেশ করিবেন ইহা তিনি সুনিশ্চিত জানিতেন। কিন্তু দুনিয়ার অন্যদের পরিণাম সম্পর্কে তিনি ছিলেন অনবহিত এবং তাঁহার প্রতিপক্ষ কাকিরদের অবস্থা কেমন হইবে, তাহারা কি ঈমান গ্রহণ করিবে নাকি কুফরীর উপরই অটল থাকিবে আর শাস্তি ভোগ করিবে? নাকি তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। তাহার কিছুই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জানা ছিল না।

কিন্তু ইমাম আহমদ (র) উম্মুল আলা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মুল আলা (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলেন—যখন লটারীর মাধ্যমে মুহাজিরদিগকে আনসারদের মাঝে বণ্টন করা হইতেছিল তখন উসমান ইবন মাজউন (রা)-কে আমাদের ভাগে দেওয়া হইল। আমাদের কাছে আসার পর তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং কয়েকদিন পর মারা গেলেন। আমরা তাঁহাকে কাফন পরাইলাম, ইত্যবসরে রাসূল (সা) আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন অগত্যা আমি বলিয়া ফেলিলাম যে, "হে আবু সায়েব, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ আপনাকে মর্যাদা দান করিবেন।" আমার এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন: "তুমি কিভাবে জানিয়াছ যে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাঁহাকে নমান দান করিবেন?" আমি বলিলাম, 'আপনার উপর আমার মাতা-পিতা কোরবান হউক, আমি কিছুই জানি না।' অতঃপর মহানবী (সা) বলিলেন, 'তাঁহার কাছে তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে মৃত্যু আসিয়াছে আর আমি তাঁহার জন্য মঙ্গলের আশা করি। আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানি না যে, আমার সাথে কেমন ব্যবহার করা হইবে।' উম্মে আলা (রা) বলেন: এই কথা পর আমি বলিলাম, আল্লাহর শপথ! ইহার পর আমি কাউকে নির্দোষ সাব্যস্ত করিয়া কথা বলি নাই এবং এই ঘটনা আমাকে খুবই মর্মান্বিত করিয়াছে। কিন্তু পরবর্তীতে আমি স্বপ্নে দেখি যে, উসমান ইবনে মাজউনের জন্য একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে। আমি হুযূর (সা)-এর নিকট এই স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করিলাম। তিনি বলিলেন, "উহা তাহার আমল।" এই হাদীসটি কেবল বুখারীতেই আছে মুসলিমে নেই।

অন্য বর্ণনায় আছে, হযর (সা) বলিয়াছেন, **بِمَا أُنزِلَ وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفَعَّلُ بِهِ** অর্থাৎ "আমি রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানি না যে, তাহার সাথে কি ব্যবহার করা হইবে। আমাকে উহা ব্যখিত করিয়াছে। বর্ণনাকারীর এই কথাটি প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয় বর্ণনাটিই হান অনুযায়ী অধিক উপযোগী।

এই হাদীসটি এবং ইহার সমার্থবোধক অন্যান্য হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, নিষ্কি ভাবে কোন ব্যক্তি জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান কাহারো নাই। তবে নবী করীম (সা) যাহাদের নাম উল্লেখ করিয়া জান্নাতী হওয়ার কথা ঘোষণা দিয়াছেন, কেবল তাহাদিগকেই নিশ্চিতভাবে জান্নাতী বলা যায়। যেমন আশরায়ে মুবাশ্শারাহ (সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবী) আব্দুল্লাহ বিন সানা'ম, উমাইছা, বিলাল, সুরাকা, আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম, বিরে মাউনায় শাহাদাত প্রাপ্ত সত্তর জন্য কারী, যায়দ ইবন হারিছা, জাফর ইবনে রাওয়াহা (রা) প্রমুখ ঐ প্রকারের সাহাবীগণ।

إِن آتَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الْمَالَ فَطَمَسْتُمْ আমি উহাই অনুসরণ করি যাহা আমার প্রতি ওহী হয়। অর্থাৎ আত্মাহ তা'আলা আমার প্রতি যে ওহী প্রেরণ করেন আমি কেবল উহারই অনুসরণ করি।

وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ আমি সুস্পষ্ট ভীতি প্রদর্শনকারী বৈ কিছু নই। অর্থাৎ আমি প্রতিটি মানুষকে স্পষ্টভাবে ভীতি প্রদর্শন করি ও সতর্ক করি। বিবেকবান ব্যক্তি মাত্রই আমার নায়িত্ব সম্পর্কে নচেতন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(১০) **قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانُوا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ**

مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَنْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا

يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

(১১) **وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ**

وَإِذْ كُنْتُمْ فِي قُلُوبِكُمْ كَافِرِينَ ۝

(১২) **وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَذَا كِتَابٌ**

مُصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

(১৩) **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا وَلَا هُوَ عَلَىٰ هَيْئَةٍ كَمَا يَخْتَصِمُونَ ۝**

(১৪) **أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝**

১০. বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যদি এই কুরআন আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে আর তোমরা ইহাতে অবিশ্বাস কর, উপরন্তু বনী ইসরাইলের একজন ইহার অনুরূপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়া ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিল অথচ তোমরা কর উদ্ভত্য প্রকাশ, তাহা হইলে তোমাদিগের পরিণাম কি হইবে? আল্লাহ জালিমদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

১১. মু'মিনদিগের সম্পর্কে কাফিররা বলে, 'ইহা ভাল মনে হইলে তাহারাই ইহার দিকে আমাদের অগ্রগামী হইত না।' উহারা ইহা দ্বারা পরিচালিত নহে বলিয়া বলে, 'ইহা তো এক পুরাতন মিথ্যা।'

১২. ইহার পূর্বে ছিল মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ, এই কিতাব ইহার সমর্থক, আরবী ভাষায়, যেন ইহা জালিমদিগকে সতর্ক করে এবং যাহারা সংকর্ম করে তাহাদিগকে সুসংবাদ দেয়।

১৩. যাহারা বলে, 'আমাদিগের প্রতিপালক তো আল্লাহ, এবং এই বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে, তাহাদিগের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

১৪. ইহারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেথায় ইহারা স্থায়ী হইবে, ইহাই তাহাদিগের কর্মফল।

তাকসীরে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, 'হে মুহাম্মদ, আপনি কুরআন অবতীকারকারী এই মুশরিকদিগকে বলুন :

তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি এই কুরআন যদি আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে আর তোমরা ইহাতে অবিশ্বাস কর।

অর্থাৎ তোমাদিগের নিকট পৌছাইবার জন্য যেই কিতাবটি আল্লাহ আমার উপর অবতীর্ণ করিয়াছেন। তোমরা যদি ইহাতে অবিশ্বাস কর এবং উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে একটু ভাবিয়া দেখ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগের সাথে কেমন ব্যবহার করিবেন।

وَشَهِدَ شَاهِدٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ অর্থ বনী ইসরাইলের একজন অনুরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন।

অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের উপর লিখিত কিতাবসমূহ কুরআনে সত্যতা ও বিগ্ধতার সাক্ষ্য দিয়াছে এবং কুরআনের ন্যায় সুসংবাদ প্রদান করিয়াছে ও সংবাদ দিয়াছে।

فَإِنَّ অতঃপর সে ঈমান আনিয়াছে। অর্থাৎ বনী ইসরাইলের যেই লোকটি কুরআনের সত্যতা ও বিগ্ধতার সাক্ষ্য দিয়াছিল, সে উহার যাহাওয়া ও হাকীকত উপলব্ধি করিয়া উহার উপর ঈমান আনিয়াছিল।

وَاسْتَكْبَرْتُمْ আর তোমরা অহংকার করিয়াছ। অর্থাৎ তোমরা অহংকারবশত উহার অনুগত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া নইয়াছ।

এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় মাসরুফ (র) বলেন, সাক্ষ্য দানকারী এই লোকটি তাহার নবী ও কিতাবের উপর ঈমান আনিয়াছিল আর তোমরা তোমাদের নবী ও কিতাবকে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছ।

إِنَّ آيَاتِنَا لِلْمُؤْمِنِينَ সন্দেহাত্মক সাক্ষ্যদাতাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। আয়াতে শাহদী জাতিবাচক বিশেষ্য।

আব্দুল্লাহ ইবন সালাম ও অনার ইহার অন্তর্ভুক্ত। কেননা আয়াতটি মকী আব্দুল্লাহ ইবন সালামের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছে। নিম্নের আয়াতটি এই আয়াতের সমার্থবোধক।

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَرَبَّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ

যখন তাহাদিগের নিকট কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাহারা বলে আমরা ইহার

উপর ঈমান আনিয়াছি। নিশ্চয় ইহা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সত্য, আমরা তো ইতিপূর্বেও মুসলমান ছিলাম।

আল্লাহ আরো বলিয়াছেন,

إِنَّ الَّذِينَ لَوْ تَوَّارَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا لَلَّذِينَ سَجَدًا
يَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا -

ইতিপূর্বে তাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছিল তাহাদিগের নিকট তিলাওয়াত করা হইলে তাহারা নির্বিধায় সিজদায় নুটিয়া পড়ে এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পূত-পবিত্র, আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত হইবেই।

মাসরুফ ও শাবী (র) বলেন, এই আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইবন সালাম (রা) সম্পর্কে

কুরআন কারণ আয়াতটি মকী আর আব্দুল্লাহ ইবন সালাম (রা) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন

হিজরতের পর মদীনায়া। ইবন জারীর ও ইবন আবু হাতিম (র) মাসরুফ ও শাবী (র)

হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন জারীর (র)-ও এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন।

ইমাম মালিক (র) সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, সা'দ (রা) বলেন, আমি

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আব্দুল্লাহ ইবন সালাম (রা) ব্যতীত, ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী কাউকে

জান্নাতী বলিতে শুনি নাই। সা'দ (রা) বলেন, তাহার সম্পর্কেই مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি অনুরূপ সাক্ষ্য দিয়াছে। আয়াতটি

নাখিল হয়। ইমাম বুখারী, মুসলিম ও নাসাই (র), মালিক (র)-এর দ্বারা এই

হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইবন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, যাহ্বাক,

কাতাদা ইকরিমা (র) ইউসুফ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন সালাম, হেলাল ইবন ইয়াসাক,

সুদী, হুরী, মালিক ইবন আনাস ও ইবন যয়েদ (র)-এর মতে আয়াতটি যাহার

সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে তিনি আব্দুল্লাহ ইবন সালাম (রা)।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ

মু'মিনদিগের সম্পর্কে কাফিররা বলে, ইহা ভাল হইলে তাহারা ইহার দিকে আমাদের অগ্রগামী হইত না।

অর্থাৎ কাফিরগণ কুরআনে বিশ্বাসী লোকদিগের সম্পর্কে বলে যে, কুরআন যদি

মঙ্গলজনক হইত তাহা হইলে বিলাল, আম্মার, শোহাইব, খাব্বাব (রা) ও ইহাদের

ন্যায় দুর্বল, অবহেলিত অবাঞ্ছিত দাস-দাসীরা আমাদের ন্যায় অগ্র ও মর্যাদা সম্পন্ন

লোকদিগের আগে উহা গ্রহণ করিত না। সর্বাগ্রে আমরাই তো এই কল্যাণ লাভ

করিতাম। ইহা বলার কারণ এই যে, তাহারা মনে করিত যে, আল্লাহর নিকট

তাহাদিগের বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব রহিয়াছে, তাহারা আল্লাহর একান্ত আপন। বস্তুত

তাহাদিগের এই ধারণা ঘর পর নাই, ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিমূলক। যেমন আল্লাহ তা'আলা

বলিয়াছেন : وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ أَنَّهُمْ قَوْلُوا أَمْوَالٌ مِّنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا

তেমনিভাবে আমি তাহাদিগের একের দ্বারা অন্যকে পরীক্ষা করিয়াছি। যেন তাহারা

বলে যে, আল্লাহ কি আমাদের মধ্য হইতে এই লোকগুলির উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন?

অর্থাৎ তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলে যে, আমাদের ছাড়া এই লোকগুলি কি

করিয়া হিদায়ত লাভ করিল?

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا ইহা যদি ভালই হইত তাহা হইলে তাহারা তো

আমাদিগের অগ্রগামী হইত না।

অর্থাৎ ইসলাম যদি ভাল কিছু হইত তাহা হইলে আমরাই সকলের পূর্বে জানিতাম। পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতা বলেন যে, যে কাজ বা কথা সাহাবা-ই কিরামে (রা) হইতে প্রমাণিত নয়, উহা বিদআত বলিয়া বিবেচিত। কারণ উহা কল্যাণকর হইলে আমাদের আগে উহারাই তাহা করিতেন। কোন ভাল কাজ হইতেই তাহারা পিছাইয়া থাকেন নাই।

وَأَذِّنْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ ۝ وَإِنِّي أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ ۝ وَإِنِّي أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ ۝

উহার! ইহা দ্বারা পরিচালিত নহে বলিয়া বলে, 'ইহা তো পুরাতন মিথ্যা।'

অর্থাৎ কাফিরগণ কুরআন দ্বারা পরিচালিত নহে বলিয়া বলে, 'ইহা তো পূর্ব যুগের মিথ্যা কাহিনী মাত্র।' ইহা তাহাদিগের সেই অহংকার আর দৃষ্টি যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সত্যকে চাপা দেওয়া আর মানুষকে তুচ্ছ ও হীন জ্ঞান করাকেই 'কিবর' বা অহংকার বলে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন,

وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِنَّمَا وَرَخْنَةً ۝ وَإِنِّي أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ ۝

ইহার পূর্বে ছিল মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহরূপ। অর্থাৎ ইতিপূর্বে মূসা (আ)-এর কিতাব তাওরাত জাতির জন্য আদর্শ ও অনুগ্রহ রূপ ছিল। هَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا نُنزِّلْنَا عَرَبِيًّا ۝

ইহা সমর্থনকারী গ্রন্থ আরবী ভাষায়। অর্থাৎ কুরআন সুস্পষ্ট সাবলীল আরবী ভাষায় পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের সমর্থনকারী কিতাব।

يُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُنذِرَ لِلْمُحْسِنِينَ ۝

যেন ইহা জালিমদিগকে সতর্ক করে এবং সৎকর্মশীলদিগকে সুসংবাদ দেয়। অর্থাৎ আল-কুরআন জালিমদিগের জন্য ভীতি ও ইহাদার সতর্ককারিগণের জন্য সুসংবাদ বহনিত।

وَالَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ۝

যাহারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ, এবং এই বিশ্বাসে অবিচল থাকে।' সূরা হা-মীম আস-সাজদায় এই আয়াতের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

তাহাদিগের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

অর্থাৎ ভবিষ্যতের ব্যাপারে তাহাদিগের কোন ভয় নাই এবং অতীতের জন্য তাহারা কোন প্রকার দুঃখিত হইবে না।

وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ইহারা ইজাতি সেথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে, ইহা তাহাদের কর্মফল।

অর্থাৎ কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাহারা আল্লাহর অফুরন্ত রহমত ভোগ করিতে থাকিবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(১০) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۖ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبِّتُّ لَكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

(১১) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعَدَّ الصَّدُوقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۝

১৫. আমি মানুষকে তাহার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি। তাহার জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সহিত এবং প্রসব করে কষ্টের সহিত, তাহাকে গর্ভধারণ করিতে ও তাহার স্তন্য ছাড়াইতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে যে পূর্ব শক্তিপাণ্ড হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হইবার পর বলে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি। আমার প্রতি আমার মাতা-পিতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছ, তাহারা জন্য এবং যাহাতে আমি সংকার্য করিতে পারি যাহা তুমি পছন্দ কর, আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদিগকে সংকর্ম পরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হইলাম এবং আত্মসমর্পণ করিলাম।

১৬. আমি ইহাদিগেরই সুকৃতিগুলি গ্রহণ করিয়া থাকি এবং মন্দ কর্মগুলি ক্ষমা করি, তাহারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা সত্য প্রমাণিত হইবে।

মু'আম্মার (র) বলেন আল্লাহর শপথ! একটি কাক আরেকটি কাকের সাথে, একটি ডিম আরেকটি ডিমের সাথে যতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ মহিলার এই বাচ্চাটি তার পিতার সাথে তার চেয়ে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। শিশুর পিতা তাহাকে দেখিয়া বলিল, এতো আমারই সন্তান। আল্লাহর শপথ, ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। রাবী বলেন আল্লাহ তা'আলা পিতার এহেন যন্ত্রণাদায়ক আচরণের শাস্তি স্বরূপ তাহার মুখমণ্ডলে মাংস-রক্ত রোগে বিপদগ্রস্ত করেন। যাহা তাহাকে কুরে কুরে খাইয়া ফেলে। অবশেষে এই রোগই একদিন পিতা মারা যায়। (ইবন আবু হাতিম) আমরা **أَوَّلُ الْعَابِدِينَ** আমরা 'আমি প্রথম ইবাদতকারী।' এর ব্যাখ্যায় এই বর্ণনাটি অন্য সনদে উল্লেখ করিয়াছি। ইবন আবু হাতিম (র) বর্ণনা করেন, ইবন আব্বাস (রা) বলেন : কোন মহিলা নয় যাহা সে সন্তান জন্ম দিলে একশ মাস, সাত মাসে হইলে তেইশ মাস, আর ছয় মাসে হইলে পূর্ণ দুই বছর দুধপান করানোই যথেষ্ট। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

حَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً

তাহার গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়াইবার সময় হইল ত্রিশমাস। যখন সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যখন শক্তিশালী যুবক হয় এবং পৌরুষত্ব লাভ করে এবং চল্লিশ বৎসরে উপনীত হয় অর্থাৎ যখন স্থান, বুদ্ধি, ধৈর্য ও সহনশীলতার পূর্ণতা লাভ করে। প্রবাদ আছে যে, চল্লিশ বছর বয়সে যে অভ্যাস দৃষ্টি হয় অবশিষ্ট জীবনে তাহা তেমন পরিবর্তন হয় না। আবু বকর ইবন আইয়াশ (র) কাসিম ইবন আব্দুর রহমান (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আমি মাসরুককে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মানুষকে কখন পাপের জন্য পকেড়াও করা হয়? উত্তরে তিনি বলিলেন, 'চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হইলে; অতএব তুমি তোমার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লও।'

হাকিম আবু ইয়াল মুছেলী (র) ... উসমান (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত উসমান (রা) বলেন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন, 'মুসলমান যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাহার হিসাব হালকা করিয়া দেন। ষাট বছরে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তাহাকে আল্লাহু মুখী হওয়ার তৌফিক দান করেন। যখন সত্তর বছরে উপনীত হয় তখন আকাশের অধিবাসীরা তাহাকে ভালোবাসতে শুরু করে, যখন আশি বছরে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাহার সংকর্মগুলি অটল রাখেন আর অপকর্মগুলি মুছিয়া ফেলেন। আর যখন নব্বই বছরে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তাহার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেন এবং তাহার পরিবারের লোকদের জন্য তাহাকে সুপারিশকারী নিয়োগ করেন এবং আকাশে এই কথা লিখিয়া রাখেন যে, এই ব্যক্তিটি পৃথিবীতে আল্লাহর কয়েদী।' এই হাদীসটি অন্য সনদে মসনদে আহম্মদে বর্ণিত হইয়াছে।

হাজ্জাজ ইবন আব্দুল্লাহ হালিমী দামেশ্কে বনী উমাইয়্যার গভর্নর ছিলেন, তিনি বলেন যে, আমি চল্লিশ বছরে বয়সে লোকনজ্জায় গুনাহ ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। অতঃপর আল্লাহর নজ্জায় গুনাহ ত্যাগ করিয়াছি। কবি সুন্দর বলিয়াছেন : 'শৈশবে না বুঝিয়া যাহা করার করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু বার্ধক্য যখন মুখ দেখাইলো তখন মাথার গুত্রকেশ গুনাহকে বলিয়া দিয়াছে যে, এখন তুমি চলিয়া যাও।'

قَالَ رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدِيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي

সে বলে, "হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি। তুমি আমার প্রতি এবং আমার মাতাপিতার প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছ তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সংকার্য করিতে পারি যাহা তুমি পছন্দ কর, আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদিগকে সংকর্ম পরায়ণ কর।"

অর্থাৎ মানুষ চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পর বলে যে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার প্রতি এবং আমার মাতা-পিতার প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছেন উহার জন্য আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য এবং ভবিষ্যতে যেন আমি সংকার্য করিয়া আপনার সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারি তাহার জন্য শক্তি দাও, সামর্থ্য দাও এবং আমার সন্তান-সন্ততি ও ভবিষ্যত বংশধরদিগকে সংকর্ম পরায়ণ কর।

আমি তোমারই অভিযুক্তী হইলাম এবং আত্মদমর্পণ করিলাম। এই আয়াত চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, সে যেন নতুনভাবে তওবা করিয়া আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয় এবং উহার উপর দৃঢ় থাকে।

ইমাম আবু দাউদ (র) তাহার সুনান গ্রন্থে ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুযুর (সা) সাহাবীদিগকে তাশাহুদের মধ্যে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিবার উপদেশ দিতেন। দোয়াটি এই :

اللَّهُمَّ أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَأَمِدْنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَتَجِنَّا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا وَثَبِّطْنَا عَلَيْهَا أَنْتَ الْغَوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُتَمِّينِينَ بِهَا عَلَيْكَ فَابْلِغْهَا وَأَتَمِّمْهَا عَلَيْنَا

"হে আল্লাহ আমাদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি কর, আমাদের মাঝে সংশোধন করিয়া দাও, আমাদের শক্তির পথ দেখাইয়া দাও, অন্ধকার হইতে মুক্তি দিয়া

আলোর পথে লইয়া আস, গোপন প্রকাশ্য সকল অশ্লীল কাজ হইতে আমাদিগকে দূরে রাখ, আমাদের চোখ, কান, অন্তর ও পরিবার-পরিজনে বরকত দাও, আমাদের তওবা কবুল কর, তুমি তো অবশ্যই তওবা গ্রহণকারী পরম দয়ালু। হে আল্লাহ! আমাকে তোমার অনুগ্রহ-অনুকম্পার জন্য কৃতজ্ঞ ও গুণকীর্তনকারী বানাও। সর্বোপরি দান কর, মোদের তোমার অফুরন্ত নিয়ামত।” আল্লাহ বলেন :

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ-

“আমি উহাদিগের ভাল কাজগুলি গ্রহণ করিয়া থাকি এবং মন্দ কর্মগুলি ক্ষমা করি। তাহারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত, তাহাদিগকে যে ওয়াদা দেওয়া হইত উহা সত্য।

অর্থাৎ যাহারা তওবা করিয়া আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয় এবং যে সব ভাল কর্ম ছুটিয়া গিয়াছে, তওবা ও ইসতেগ্ফার দ্বারা উহার ক্ষতিপূরণ করিয়া লয়, আমি তাহাদিগের ভাল আমলগুলি কবুল করি এবং ক্রটি-বিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করিয়া দেই এবং এই সামান্য আমলের বিনিময়ে তাহাদিগকে জান্নাত দান করি।

যে কেহ তওবা করিয়া আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয় তাহাদের প্রত্যেককে এই ধরনের পুরস্কার দান করিবেন বলিয়া আল্লাহ ওয়াদা করিয়াছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

“তাহাদিগকে যে ওয়াদা দেওয়া হইত উহা সত্য।” ইবন জারীর (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, ইবন আব্বাস (রা) মহানবী (সা) হইতে, তিনি জিবরাঈল (আ) হইতে বর্ণনা করেন যে, (কিয়ামতের দিন) মানুষের ভাল-মন্দ যাবতীয় কর্ম উপস্থিত করা হইবে এবং একটি দ্বারা আরেকটির ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। ইহার পর যদি কোন নেক অবশিষ্ট থাকে উহার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জান্নাত দান করিবেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমার ওস্তাদ ইয়াযদাদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এইভাবে যদি সমস্ত নেকই নিঃশেষ হইয়া যায় তাহা হইলে কি হইবে? উত্তরে তিনি

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ-

পাঠ করিলেন। অর্থাৎ আমি তাহাদের ভাল কাজগুলি গ্রহণ করি এবং মন্দ কাজগুলি ক্ষমা করি। তাহারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। তাহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইত উহা সত্য।

ইবন আবু হাতিম (র) মোতামির ইবন সুলাইমান (র) হইতে অনুরূপ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, জিবরাঈল (সা) আল্লাহ হইতে

বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, বান্দাকে তাহার যাবতীয় ভাল ও মন্দ আমল সহ উপস্থিত করা হইবে (শেষ পর্যন্ত)। হাদীসটি গরীব তবে সূত্র গ্রহণযোগ্য।

ইবন আবু হাতিম (র) ইউসুফ ইবন সা'দ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ইউসুফ ইবন সা'দ (র) বলেন, হযরত আলী (রা) বসরা জয় করিবার পর মুহাম্মদ ইবন হাতিব (র) আমার বাড়িতে অবস্থান করিলেন। একদা বলিলেন, আমি হযরত আলী (রা)-এর নিকট ছিলাম। তখন হযরত আমার হযরত ছা'ছাআ হযরত আশতর এবং হযরত মুহাম্মদ ইবন আবু বকরও তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিছু লোক হযরত উসমান (রা) সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপন করিল এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য করিয়া বসিল। আলী (রা) তখন সিংহাসনে উপবিষ্ট। হাতে ছিল একটি লাঠি, উপস্থিত লোকদের একজন বলিল, এই ব্যাপারে মীমাংসা করিবার লোকতো আমাদের মাঝেই আছেন। জিজ্ঞাসা করিবার পর আলী (রা) বলিলেন, উসমান (রা) তাহাদেরই একজন, যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ-

আমি তাহাদের ভাল কাজগুলি গ্রহণ করিব এবং মন্দ কাজগুলি ক্ষমা করিয়া দিব। তাহারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।

আলী (রা) বলিলেন, আল্লাহর শপথ! আয়াতে যাহাদের কথা বলা হইয়াছে তাহারা হইলেন হযরত উসমান (রা) ও তাহার সাথীবৃন্দ। এই কথাটি তিনি তিনবার বলিলেন। ইউসুফ ইবন সা'দ (র) বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবন হাতিব (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আল্লাহর শপথ করিয়া বলুন, আপনি কি এই কথা আলী (রা)-এর মুখেই শুনিয়াছেন? উত্তরে বলিলেন, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই ইহা আলী (রা)-এর মুখ হইতে শুনিয়াছি।

(১৭) وَالَّذِي قَالَ لَوَالِدَيْهِ أَتِ لَكُمْ أَنَا أَخْرَجَ وَقَدْ

خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَمَهْمَا يُسْتَعِيثُنَ اللَّهُ وَإِلَيْكَ أَمِنُ ۗ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ

حَقٌّ ۗ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

(১৮) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ

مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ○

(১৯) وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا، وَرَلْيُوقِيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ

لَا يُظْلَمُونَ ○

(২০) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي

حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا

كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمِمَّا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ○

১৭. আর এমন লোক আছে, যে তাহার মাতাপিতাকে বলে, ‘আফসোস তোমাদিগের জন্য। তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাইতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হইব যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ অতিবাহিত হইয়াছে।’ তখন তাহার মাতা-পিতা আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করিয়া বলে, দুর্ভোগ তোমার জন্য! বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে, ‘ইহা তো অতীত কালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।’

১৮. ইহাদিগের পূর্বে যে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায় গত হইয়াছে, তাহাদিগের মত ইহাদিগের প্রতিও আল্লাহর উক্তি সত্য হইয়াছে। ইহারা ই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

১৯. প্রত্যেকের মর্যাদা তাহার কর্মানুযায়ী, ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তাহাদিগের প্রতি অবিচার করা হইবে না।

২০. যে দিন কাফিরদিগকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হইবে, সেদিন উহাদিগকে বলা হইবে, ‘তোমরা তো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করিয়া নিঃশেষ করিয়াছ। সুতরাং আজ তোমাদিগকে দেওয়া হইবে অবমাননাকর শাস্তি। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী।’

তাফসীর : যাহারা মাতা-পিতার জন্য দোয়া করে এবং তাহাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে এতক্ষণ যাবত তাহাদের অবস্থা ও আল্লাহর নিকট তাহারা যেই সফলতা আর

মুক্তি লাভ করিবে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এখন সেই সব হতভাগাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে যাহারা দুর্ভাগ্যবশত মাতাপিতার সাথে নাফরমানী করে ও তাহাদিগকে কষ্ট দেয়। কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতটি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর পুত্র আব্দুর রহমান (রা) সম্পর্কে নাথিল হইয়াছে। কিন্তু তাহার এই ধারণা সঠিক নয়। কারণ তিনি এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মুসলমানদের একজন। ইবন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন যে, আয়াতটি আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর এক ছেলে সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই বর্ণনার বিশুদ্ধতায় দ্বিমত রহিয়াছে। (আল্লাহ সর্বজ্ঞ)।

মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত যে, আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইবন আবু বকর (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইবন জুরাইজ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এবং অন্যরা বলেন, আয়াতটি আব্দুর রহমান ইবন আবু বকর (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইহা সুদী (র) বলিয়াছেন। ইবন আবু হাতিম (র) আব্দুল্লাহ ইবন মাদীনী (র) হইতে বর্ণনা করেনঃ আব্দুল্লাহ ইবন মাদীনী (র) বলেন : মারওয়ান একদিন তাঁহার খোতবায় বলিয়াছেন, আল্লাহ তা‘আলা আমিরুল মু‘মিনীনকে ইয়াযিদ সম্পর্কে একটি সুন্দর মত শিখাইয়া দিয়াছেন। তিনি যদি ইয়াযিদকে খলিফা মনোনীত করিয়া যান তাহার অন্যায় হইবে না। কারণ হযরত আবু বকর (রা), উমর (রা)-কে মৃত্যুর পূর্বে খলিফা নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া হযরত আব্দুর রহমান ইবন আবু বকর (রা) বলিয়া উঠিলেন, আপনারা কি হেরাকলের আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী কাজ করিতে চাহিতেছেন? আল্লাহর শপথ! প্রথম খলিফা আবু বকর (রা) আপন ছেলে সন্তান বা পরিবারবর্গের কাউকে খলিফা নিযুক্ত করিয়া যান নাই। মুআবিয়া (রা) আপন ছেলের প্রতি সম্মান ও দয়া প্রদর্শন করিয়াই ইয়াযিদকে মনোনয়ন দিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া মারওয়ান বলিতে লাগিলেন যে, তুমি কি সেই আব্দুর রহমান নও যে তাঁহার মাতা-পিতাকে “উফ” বলিয়াছিলে? উত্তরে আব্দুর রহমান (রা) বলিলেন : আপনি কি এক অভিশপ্ত ব্যক্তির সন্তান নন? আপনার পিতার উপর কি রাসূলুল্লাহ (সা) অভিসম্পাত করেন নাই? হযরত আয়িশা (রা) শুনিয়া বলিলেন, হে মারওয়ান! আপনি আব্দুর রহমান (রা) সম্পর্কে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা মিথ্যা। এই আয়াত তাঁহার সম্পর্কে নয় বরং তাহা অমুকের পুত্র অমুকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর মারওয়ান মিসর থেকে নামিয়া আয়িশা (রা)-এর হজরার দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার সাথে কি যেন কথা বলিলেন, অতঃপর চলিয়া গেলেন। বুখারী শরীফে অন্য সন্দেহ ও অন্য শব্দে হাদীসটি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, মুসা ইবন ইসমাইল (র)

ইউসুফ ইবন যাহ্বাক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রা) মারওয়ান-কে হেজাজের গভর্ণর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একদিন তিনি ইয়াযিদ ইবন মুআবিয়া (রা) সম্পর্কে ভাষণ দিতেছিলেন যেন লোকেরা মুআবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর পর তাঁহার হাতে বায়আত করেন। তখন আব্দুর রহমান ইবন আবু বকর (রা) আপত্তি তুলিয়া কিছু বলিলেন। মারওয়ান তাঁহাকে থেফতার করিবার জন্য সিপাহীদেরকে নির্দেশ দিলেন। আব্দুর রহমান (রা) দৌড়াইয়া বোন হযরত আয়িশা (রা) হজরায় ঢুকিয়া পড়িলেন। অতঃপর মারওয়ান বলিলেন, “এই ব্যক্তি সম্পর্কেই وَالَّذِي قَالَ لَوَالِدِيهِ أَفْ لَكُمْ مَا أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي আয়াতটি অবতীর্ণ হইয়াছে। ‘আর এমন লোক আছে যে, তাহার মাতা-পিতাকে বলে ‘আফসোস’ তোমাদিগের জন্য, তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাও যে, আমি পুনরুত্থিত হইব! যদিও আমার পূর্বে কত পুরুষ অতিবাহিত হইয়াছে।’ এই কথা শুনিয়া আয়িশা (রা) পর্দার আড়াল হইতে বলিলেন, আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সম্পর্কে আমার পবিত্রতা ঘোষণার আয়াত ব্যতীত কুরআনের অন্য কোন আয়াত নাযিল করেন নাই। অপর সূত্রে নাসায়ী (র) মুহাম্মদ ইবন যিয়াদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইবন যিয়াদ (র) বলেন, মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান যখন ছেলের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেন তখন মারওয়ান বলিলেন : ইহা আবু বকর ও উমর (রা)-এর সুল্লাত। এই কথা শুনিয়া আব্দুর রহমান ইবন আবু বকর (রা) বলিলেন, ‘তাহা নয় বরং হেরক্ল ও কায়সারের সুল্লাত।’ মারওয়ান বলিলেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কেই আল্লাহ তা‘আলা وَالَّذِي قَالَ لَوَالِدِيهِ أَفْ لَكُمْ আফসোস তোমাদিগের জন্য।’ নাযিল করিয়াছেন। এই সংবাদ হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, ‘মারওয়ান মিথ্যা বলিয়াছেন।’ আল্লাহর শপথ! এই আয়াত তাঁহার সম্পর্কে নয়। তাহার সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে ইচ্ছা করিলে আমি তাহার নাম বলিয়া দিতে পারি। মারওয়ান তো তাহার পিতার মেরুদণ্ডে থাকাবস্থায়ই মহানবী (সা) তাহার পিতাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন। অতঃপর বলা যায় যে, মারওয়ান আল্লাহর অভিসম্পাতেরই ফসল।

তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাইতেছ যে, আমাকে বাহির করা হইবে? অর্থাৎ তোমরা আমাকে কি এই ভয় দেখাইতেছ যে, মৃত্যুর পর আমি পুনরুত্থিত হইব?

وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي অথচ আমার পূর্বে অনেক পুরুষ অতিবাহিত হইয়াছে। অর্থাৎ আমার পূর্বে তো অনেক লোক অতিবাহিত হইয়াছে, মৃত্যুবরণ করিয়াছে। কিন্তু কই কেহ তো পুনরায় জীবিত হইয়া পরকাল সম্পর্কে কোন সংবাদ দিল না।

“وَمَا يَسْتَفِيئَانِ اللَّهُ” আর তাহারা আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানায়।” অর্থাৎ নিরুপায় হইয়া মাতা-পিতা আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানায় এবং সন্তানের হিদায়াতের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে এবং বলে,

وَيْلَكَ أَمِنْ أَنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقَّ قَوْلِهِ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

দুর্তোগ তোমার জন্য! বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে ইহা তো অতীতকালের উপকথার ব্যতীত কিছুই নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলিতেছেন :

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ-

ইহাদিগের পূর্বে যে জিন ও মানুষ গত হইয়াছে তাহাদিগের মত ইহাদিগের প্রতিও আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য হইয়াছে। ইহারাই ক্ষতিগ্রস্ত অর্থাৎ ইহারা ইহাদের সমপর্যায়ের পূর্ববর্তী মানুষ ও জিনদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, যাহারা নিজেও ধ্বংস হইয়াছে আর আপনজনদিগকেও ধ্বংস করিয়াছে। আয়াতে وَالَّذِي قَالَ عَنِ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ مَا تَرْكَبُونَ ব্যবহার করায় বুঝা গিয়াছে যে, আয়াতের যে ব্যাখ্যা আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি উহা সঠিক। অর্থাৎ যে কেউ মাতা-পিতার সাথে বে-আদবী করিবে এবং পরকালকে অস্বীকার করিবে তাহাদের প্রত্যেকের জন্য এই বিধান। হাসান ও কাতাদা (র) বলিয়াছেন যে, আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, যাহারা কাফির-ফাজির মাতা-পিতার অবাধ্য ও পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী। হাফিজ ইবন আসাকির (র) আবু উমামা বাহেলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু উমামা বাহেলী (রা) বলেন, আরশের উপর থেকে আল্লাহ তা‘আলা চার মাজির উপর অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন এবং ফেরেশতাগণ আমীন আমীন বলিয়াছেন।

১. যে ব্যক্তি ভিক্ষুককে এই বলিয়া প্রতারিত করে যে, আস, আমি তোমাকে কিছু দান করিব। কিন্তু যখন সে কাছে আসে তখন বলে, আমার কাছে তো কিছুই নাই।

২. যে গৃহস্থালীর ছোটখাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।

৩. অমুকের বাড়ি কোনটা? জিজ্ঞাসা করা হইলে যে অন্যের বাড়ি দেখাইয়া দেয়।

৪. যে ব্যক্তি তাহার মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়। ফলে তাহারা অতিষ্ট হয়ে আহাজারী করিবে।” হাদীসটি গরীব বলিয়া বিবেচিত।

لِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا “প্রত্যেকের মর্যাদা তাহার কর্মানুযায়ী”। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ আমল অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হইবে।

“وَلِيُوقَفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ” আল্লাহ্ প্রত্যেককে তাহাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন, কাহারো প্রতি অবিচার করা হইবে না।” অর্থাৎ প্রতিফল দেওয়ার ব্যাপারে কাহারো প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হইবে না।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, জান্নাতে স্তর হইল উপরের দিকে আর দোজখের স্তর নীচের দিকে।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا
وَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

“যেদিন কাফিরদিগকে জান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হইবে সেদিন উহাদিগকে বলা হইবে, ‘তোমরা তো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করিয়া নিঃশেষ করিয়াছ।’

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কাফিরদিগকে জান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করিয়া ধমক ও তিরস্কার স্বরূপ বলা হইবে যে, তোমাদের সুখ-সম্ভার তো পার্থিব জীবনে ভোগ করিয়াই শেষ করিয়া ফেলিয়াছ।

এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর হযরত উমর (রা) অনেক আকর্ষণীয় এবং সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় বর্জন করিয়াছিলেন। আর তিনি বলিতেন, আমার ভয় হয় যে, আমিও উহাদিগের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাই কিনা তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া আল্লাহ্ তা‘আলা অহেঁতুম্ তো তোমাদিগের সুখ-সম্ভার পার্থিব জীবনেই ভোগ করিয়া নিঃশেষ করিয়াছ” বলিয়াছেন।

আবু সিজলায (র) বলেন, কিয়ামতের দিন অনেক মানুষ দুনিয়ায় করিয়া যাওয়া তাহাদিগের অনেক নেক আমল খুঁজিয়া পাইবে না। তাহাদিগকে বলা হইবে অহেঁতুম্ তোমাদিগের সুখ-সম্ভার তোমরা পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করিয়াছ।

فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا
كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ-

“সুতরাং আজ তোমাদিগকে দেওয়া হইবে অবমাননাকর শাস্তি। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী।”

অর্থাৎ কাফিরদিগকে তাহাদিগের কর্মানুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হইবে। তাহারা পার্থিব জীবনে ভোগ-বিলাসিতায় নিজদিগকে আকর্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, তাহারা আপাদ-মস্তক নাফরমানী আর খোদাদ্রোহীতায় লিপ্ত ছিল, অহংকার আর আত্মগরিভতায়

সত্যের সাথে বিদ্রোহ করিয়াছিল। তাই কিয়ামতের দিবসে তাহাদিগকে অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হইবে। আফসোস আর অনুতাপ করিতে করিতে সেই দিন তাহারা জান্নামের অতলাতে নিষ্ফিণ্ড হইবে।

(২১) وَادْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النُّذُرُ

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ

(২২) قَالُوا اجْتِنَّا لِنَأْتِيَنَا فَاتِنًا مِمَّا تَعْدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ

(২৩) قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي

أَرْسَلْتُكُمْ قَوْمًا يَبْهَلُونَ

(২৪) فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالَ لَئِن هَذَا عَارِضٌ مِّمَّنْ مَطْرُنَا

بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

(২৫) تَدْمُرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَاصْبِرْ وَلَا يِئْسَ الْأُمْسَكِينُ كَذَلِكَ

نَجِزُ الْقَوْمَ الْجَارِمِينَ

২১. স্মরণ কর, আদ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার কথা, যাহার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারীরা আসিয়াছিল; সে তাহার আহ্‌কাফবাসী সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়াছিল এই বলিয়া, ‘আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত করিও না। আমি তোমাদিগের জন্য মহাদিবসের শাস্তি আশংকা করিতেছি।’

২২. উহারা বলিয়াছিল, ‘তুমি আমাদেরকে আমাদের দেব-দেবীগুলির পূজা হইতে নিবৃত্ত করিতে আসিয়াছ? তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদেরকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর।’

২৩. সে বলিল, 'ইহার জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই নিকট আছে, আমি যা লইয়া প্রেরিত হইয়াছি কেবল তাহাই তোমাদিগের নিকট প্রচার করি, কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়।'

২৪. অতঃপর যখন উহাদিগের উপত্যকার দিকে মেঘ আসিতে দেখিল তখন উহারা বলিতে লাগিল, 'উহা তো মেঘ, আমাদিগকে বৃষ্টি দান করিবে।' তাহা বলিল, 'ইহাই তো তাহা যাহা তোমরা ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছ, ইহাতে রহিয়াছে এক ঝড়—মর্মন্তুদ শাস্তি বহনকারী।'

২৫. 'আল্লাহর নির্দেশে ইহা সমস্ত কিছু ধ্বংস করিয়া দিবে।' অতঃপর উহাদিগের পরিণাম এই হইল যে, উহাদিগের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই রহিল না। এইভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি।

তাফসীর : মুহাম্মদ (সা)-কে স্বীয় সম্প্রদায়ের যাহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল তাহাদিগের ব্যাপারে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,

أَخَا عَاد "স্মরণ কর, আদ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার কথা" আয়াতে عَاد "আদ সম্প্রদায়ের ভাই" দ্বারা হুদ (আ)-কে বুঝানো হইয়াছে। আল্লাহ পাক তাহাকে প্রথম আদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, যাহারা 'আহকাফে' বসবাস করিত।

ইবন যায়দ (র) বলেন, احقاف - حقف -এর বহুবচন। যাহার অর্থ বাসির পাহাড়।

ইকরিমা (র) বলেন, আহকাফ অর্থ পাহাড় বা গুহা।

আলী (রা) বলেন, আহকাফ হাজারা মাউতের বায়হুত নামক একটি উপত্যকা, যেখানে কাফিরদিগের আত্মা নিক্ষেপ করা হয়।

কাতাদা (র) বলেন, আহকাফ ইয়ামানে সমুদ্রের তীরে 'শাহার' নামক একটি জায়গা। আদ সম্প্রদায় সেখানেই বসবাস করিত। ইবন মাজাহ (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "আল্লাহ আমাদিগের প্রতি এবং আদ জাতির ভ্রাতার প্রতি রহম করুন।"

وَقَدْ خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ "যাহার পূর্বে ও পরে সতর্ককারীর আসিয়াছে।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইহাদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম এবং শহরগুলিতেও সতর্ককারী রাসূলগণ পাঠাইয়াছিলেন। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন :

فَجَعَلْنَا مَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا "আমি উহাকে পূর্বের ও পরের সকলের জন্য শিক্ষার বিষয় বানাইয়াছি।"

অন্যত্র বলিয়াছেন :

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَتُمُودٍ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

"যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তাহা হইলে আপনি বলিয়া দিন যে, আমি তোমাদিগকে আদ ও সামূদ সম্প্রদায়ের ন্যায় তোমাদিগকেও আযাবের ভয় দেখাইয়াছি। তাহাদিগের পূর্বে ও পরে রাসূল আসিয়াছিলেন। তাহারা এই বলিয়াছিলেন, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহারো ইবাদত করিও না। আমি তোমাদিগের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করিতেছি।" ইহার পর তাহারা হুদ (আ)-কে উত্তর দিয়াছিল যে,

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَا عَنِ الْهَيْئَةِ "তাহারা বলিল, তুমি কি আমাদিগকে দেব-দেবীগুলির পূজা হইতে নিবৃত্ত করিতে আসিয়াছ।"

فَأْتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ "তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছে উহা আনয়ন কর।"

অর্থাৎ তাহারা আযাব অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব মনে করিয়া উহার ত্বরিত আগমন কামনা করিয়াছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন,

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا "যাহারা আযাবের প্রতি ঈমান রাখে না উহারা তাহা ত্বরিত কামনা করে।"

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ "তিনি বলিলেন, ইহার জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই নিকট আছে।" অর্থাৎ তোমাদিগের ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন। তিনি যখন তোমাদিগকে শাস্তির উপযোগী মনে করিবেন কেবল তখনই শাস্তি নাযিল করিবেন। আমার দায়িত্ব তো শুধু আল্লাহর বাণী তোমাদিগের কানে পৌঁছে দেওয়া। তবে وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجَاهِلُونَ "কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়।" অর্থাৎ আমি বিলক্ষণ দেখিতেছি যে, তোমরা নিতান্ত অবুঝ-নির্বোধ।

অতঃপর যখন উহাদিগের উপত্যকার দিকে মেঘ আসিতে দেখিল, তখন তাহারা ভাবিল যে, উহা মেঘ, তাহাদিগকে বৃষ্টি দান করিবে। তাই তাহারা আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল। কারণ তাহাদিগের বৃষ্টির খুবই প্রয়োজন ছিল।

২৩. সে বলিল, 'ইহার জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই নিকট আছে, আমি যাচাই লইয়া প্রেরিত হইয়াছি কেবল তাহাই তোমাদিগের নিকট প্রচার করি, কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়।'

২৪. অতঃপর যখন উহাদিগের উপত্যকার দিকে মেঘ আসিতে দেখিল তখন উহারা বলিতে লাগিল, 'উহা তো মেঘ, আমাদের বৃষ্টি দান করিবে।' ইবন কাসীর বলিল, 'ইহাই তো তাহা যাহা তোমরা ত্বরাণ্বিত করিতে চাহিয়াছ, ইহাতে রহিয়াছে এক ঝড়—মর্মন্তুদ শাস্তি বহনকারী।'

২৫. 'আল্লাহর নির্দেশে ইহা সমস্ত কিছু ধ্বংস করিয়া দিবে।' অতঃপর উহাদিগের পরিণাম এই হইল যে, উহাদিগের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই রহিল না। এইভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি।

তাফসীর : মুহাম্মদ (সা)-কে স্বীয় সম্প্রদায়ের যাহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল, তাহাদিগের ব্যাপারে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,

“أَخَا عَادٍ” অর্থাৎ “স্মরণ কর, আদ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার কথা” আয়াতে “أَخَا عَادٍ” সম্প্রদায়ের ভাই” দ্বারা হুদ (আ)-কে বুঝানো হইয়াছে। আল্লাহ পাক তাহাকে প্রথম আদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, যাহারা 'আহকাফে' বসবাস করিত।

ইবন যায়দ (র) বলেন, حَقْف - احْقَاف -এর বহুবচন। যাহার অর্থ বালির পাহাড়।

ইকরিমা (র) বলেন, আহকাফ অর্থ পাহাড় বা গুহা।

আলী (রা) বলেন, আহকাফ হাজার মাইলের বায়হত নামক একটি উপত্যকা, যেখানে কাফিরদিগের আত্মা নিক্ষেপ করা হয়।

কাতাদা (র) বলেন, আহকাফ ইয়ামানে সমুদ্রের তীরে 'শাহার' নামক একটি জায়গা। আদ সম্প্রদায় সেখানেই বসবাস করিত। ইবন মাজাহ (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “আল্লাহ আমাদের প্রতি এবং আদ জাতির ভ্রাতার প্রতি রহম করুন।”

“وَقَدْ خَلَّتِ الشُّرُومُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ” অর্থাৎ “আল্লাহ তা'আলা ইহাদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম এবং শহরগুলিতেও সতর্ককারী রাসূলগণ পাঠাইয়াছিলেন। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন :

“فَجَعَلْنَا مَا نَكَلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا” অর্থাৎ “আমি উহাকে পূর্বের ও পরের সকলের জন্য শিক্ষার বিষয় বানাইয়াছি।”

অন্যত্র বলিয়াছেন :

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَتُمُودٍ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

“যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তাহা হইলে আপনি বলিয়া দিন যে, আমি তোমাদিগকে আদ ও সামুদ সম্প্রদায়ের ন্যায় তোমাদিগকেও আযাবের ভয় দেখাইয়াছি। তাহাদিগের পূর্বে ও পরে রাসূল আসিয়াছিলেন। তাহারা এই বলিয়াছিলেন, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহারো ইবাদত করিও না। আমি তোমাদিগের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করিতেছি।” ইহার পর তাহারা হুদ (আ)-কে উত্তর দিয়াছিল যে,

“تَاهَارَا بَلِيل، تُمِي كِي آآمَادِيغَكِي دِي-দেবীগুলির পূজা হইতে নিবৃত্ত করিতে আসিয়াছ।”

“تُمِي سَاتِي-বাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছে উহা আনয়ন কর।”

অর্থাৎ তাহারা আযাব অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব মনে করিয়া উহার ত্বরিত আগমন কামনা করিয়াছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন,

“يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا” অর্থাৎ “তাহারা আযাবের প্রতি ঈমান রাখে না উহারা তাহা ত্বরিত কামনা করে।”

“قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ” অর্থাৎ “তিনি বলিলেন, ইহার জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই নিকট আছে।” অর্থাৎ তোমাদিগের ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন। তিনি যখন তোমাদিগকে শাস্তির উপযোগী মনে করিবেন কেবল তখনই শাস্তি নাযিল করিবেন। আমার দায়িত্ব তো শুধু আল্লাহর বাণী তোমাদিগের কানে পৌঁছে দেওয়া। তবে وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ” অর্থাৎ “আমি বিলক্ষণ দেখিতেছি যে, তোমরা নিতান্ত অবুঝ-নির্বোধ।”

“فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ” অর্থাৎ “অতঃপর যখন উহাদিগের উপত্যকার দিকে মেঘ আসিতে দেখিল।” অর্থাৎ যখন তাহারা তাহাদিগের নিকট আযাব আসিতে দেখিল, তখন তাহারা ভাবিল যে, উহা মেঘ, তাহাদিগকে বৃষ্টি দান করিবে। তাই তাহারা আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল। কারণ তাহাদিগের বৃষ্টির খুবই প্রয়োজন ছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

بَلْ هُوَ مَا اسْتَفْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

“ইহাই তো তাহা তোমরা যাহা ত্বরান্বিত করিতেছিলে, ইহাতে রহিয়াছে এক ঝড় মর্মভেদ শাস্তি বহনকারী। অর্থাৎ ইহা সেই আযাব যাহার সম্পর্কে তোমরা বলিয়াছিলে, তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ উহা আনয়ন কর।

“আল্লাহর নির্দেশে ইহা প্রতিটি বস্তুকে ধ্বংস করিয়া দিবে।” অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশেই এই আযাববাহী মেঘ তাহাদিগের জনপদের সব কিছু তছনছ করিয়া ফেলিবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন,

“مَا تَذُرُّ مِنْ شَيْءٍ آتَتْ عَلَيْهِ الْأَجَلْتُهُ كَالرَّمِيمِ” “আযাব যে স্থান অতিক্রম করিত উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিত।” তাই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

“فَأَمْبَحُوا لِأَيْرَ الْأَمْسَاكِنُهُمْ” “উহাদিগের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই রহিল না।” অর্থাৎ ঝড়ে তাহারা সকলেই ধ্বংস হইয়া গেল। ধ্বংসের করাল গ্রাস থেকে কেইই রেহাই পাইল না।

“كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ” “অপরাধী সম্প্রদায়কে আমি এইভাবে প্রতিফল দিয়া থাকি।”

অর্থাৎ আমার রাসূলদিগকে যাহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং আমার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহাদিগকে আমি এইভাবে শাস্তি দিয়া ধ্বংস করি। ইহাই আমার নীতি। নিতান্ত একটি “গরীব” হাদীসে আদ জাতির যে কাহিনী বিবৃত হইয়াছে উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ইমাম আহমদ (র) হারিছ বকরী (র) হইতে বর্ণনা করেন। হারিছ বকরী (র) বলেন : আমি আলা ইবন হাজারামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যাইতেছিলাম। রাস্তায় তামীম গোত্রের এক বৃদ্ধার সাথে সাক্ষাৎ হইল, যাহার কাছে যানবাহনের কোন ব্যবস্থা ছিলো না। বৃদ্ধা আমাকে বলিল, হে আল্লাহর বান্দা! একটি বিশেষ প্রয়োজনে আমি রাসূল (সা)-এর নিকট যাইতে চাই; তুমি কি আমাকে হুযূরের নিকটে পৌঁছাইয়া দিবে? আমি সম্মত হইয়া তাহাকে আমার সওয়ারীর পিছনে বসাইয়া মদীনায়া পৌঁছিলাম। দেখিলাম, মসজিদে নববীতে অসংখ্য লোকের ভীড়। তিল ধারণের ঠাই নাই। একটি কালো পতাকা উড়িতেছে। হযরত বিলাল (রা) তবরারী হাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখে দণ্ডায়মান। ব্যাপার কি জানিতে চাইলে লোকেরা আমাকে বলিলঃ হুযূর (সা) হযরত ‘আমর ইবনুল আস (রা)-কে কোন অভিযানে পাঠানোর প্রস্তুতি নিতেছেন। আমি মসজিদের এক কোণায় চুপচাপ বসিয়া পড়িলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার ঘরে তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন। আমি

অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে ঘরে ঢুকিবার অনুমতি দিলেন। আমি সালাম বলিয়া হুযূরের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বনু তামীমের সাথে তোমার কোন মতবিরোধ ছিলো কি? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, তবে আমিই ছিলাম বিজয়ী। এই সফরে বনু তামীমের এক অসহায় বৃদ্ধার সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। আপনার কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য আবেদন করিলে তাহাকে লইয়া আপনার দরবারে আসিয়াছি। ঐ তো সে আপনার অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। হুযূর (সা) বলিলেন, তাহাকেও ভিতরে লইয়া আস। আমি তাহাকে ভিতরে লইয়া আসিলাম। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি ভালো মনে করেন তাহা হইলে বনু তামীম ও আমাদের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া দিন। আমার এই কথা বৃদ্ধার আত্মমর্যাদায় আঘাত হানিল এবং সে ক্ষিপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, হুযূর! তাহা হইলে বিপদগ্রস্ত কোথায় আশ্রয় নিবে। আমি বলিলাম, আমার উপমা হইল যাহা আদে আওয়াল বলিয়াছিল। আমার বাহন জন্তু তাহার মৃত্যুকে বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছে। আমি জানিতাম না যে, বৃদ্ধাটি আমার সাথে এমন শত্রুতা করিবে। আল্লাহ না করুন, আমি যেন আদ জাতির প্রতিনিধির ন্যায় হইয়া না যাই।

রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আদ জাতির প্রতিনিধির ঘটনা কি? অথচ তিনি এই ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক অবগত ছিলেন। আমি বলিলাম, আদ জাতির জনবসতিতে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দিলে তাহারা কায়ল নামক একজন দূতকে কোন এক স্থানে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে লোকটি মুআবিয়া ইবন বকরের কাছে অবস্থান করিয়া মদপান ও জারাদাহ নামক তাহার দুই বাঁদীর গান বাজনায় এমনভাবে মত্ত হইয়া গেল যে, এইভাবে তাহার একমাস কাটিয়া যায়। একমাস অতিবাহিত হওয়ার পর লোকটি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া জাবালে সাহারায় গিয়া উপস্থিত হয়। অতঃপর সে বলিল, হে আল্লাহ! তুমি তো জানো আমি কোন রোগীর চিকিৎসা করিতে কিংবা কোন কয়েদীর মুক্তিপণ আদায় করিতে আসি নাই। ইলাহী! তুমি আদ জাতির অভাব দূর করিয়া দাও, তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় পানি দান করো। মুহূর্ত পর আকাশে কয়েক খণ্ড কালো মেঘ দেখা দিল এবং তন্মধ্য হইতে এই আওয়াজ আসিল যে, ইহাদের মধ্য হইতে যাহা ইচ্ছা তুমি পছন্দ করিয়া নাও। লোকটি গাঢ় কালো বর্ণের মেঘ খণ্ডটি পছন্দ করিয়া লইল। অতঃপর আওয়াজ আসিল যে, এই মেঘখণ্ডকে গ্রহণ কর যাহা ছাই বানাইয়া সমূলে ধ্বংসকারী। আদ জাতির কেউ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি যতটুকু জানি তুফানের ভাঙার হইতে আমার হাতের এই আংটি পরিমাণ বাতাসই তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। আবু ওয়ায়েল বলেন : এই বর্ণনাটি যথার্থই সঠিক।

আরবে নিয়ম ছিল যে, কোন পুরুষ বা মহিলাকে দূতরূপে কোথাও পাঠানো হইলে তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইত, “খবরদার! আদ জাতির প্রতিনিধির ন্যায় করিও না।” তিরমিযী, নাসায়ী এবং ইবন মাজাহতেও এই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহা পূর্বে সূরা আ'রাফে বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আয়িশা (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কখনও দাঁত বাহির করিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে দেখি নাই। তিনি মুচকি হাস্য করিতেন। তিনি আরো বলেন, আকাশে মেঘ দেখা দিলে কিংবা বাড় প্রবাহিত হইলে তাহার চেহারা মোবারক চিন্তায়ুক্ত মনে হইত। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল, মানুষ আকাশে মেঘ দেখিলে বৃষ্টির আশায় আনন্দিত হয়। কিন্তু আপনার চেহারায় চিন্তার ছাপ দেখিতে পাই। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : আয়িশা, এই মেঘ বা বায়ু আযাব বহন করিয়া আনিবে না এই ব্যাপারে আমি কি করিয়া আশ্বস্ত হইতে পারি? পূর্ব যুগের একটি জাতিকে কেবল বায়ু দ্বারাই ধ্বংস করা হইয়াছিল। একটি জাতি আযাববাহী মেঘ দেখিয়া বলিয়াছিল : ইহা আমাদের বৃষ্টি দান করিবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এই হাদীসটি ইবন ওহব (র) সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

অপর একটি হাদীস : ইমাম আহমদ (র) আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আকাশপ্রান্তে কোন মেঘ উঠিতে দেখিলে যাবতীয় কাজ ছাড়িয়া দিতেন, এমনকি সালাতরত থাকিলেও। অতঃপর এই দোয়া পাঠ করিতেন : **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ عَافِيَتِهِ** “হে আল্লাহ ইহার অনিষ্ট হইতে আমি তোমার নিকট পানাহ চাই।” অতঃপর আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেলে তিনি আল্লাহ পাকের প্রশংসা করিতেন, আর বৃষ্টি বর্ষিত হইলে বলিতেন : **اللَّهُمَّ صَيِّبًا** “হে আল্লাহ মঙ্গলজনক বৃষ্টি দান কর।”

অপর একটি হাদীস : মুসলিম (র) স্বীয় সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, বাড়-তুফান শুরু হইলে নবী করীম (সা) বলিতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ -

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উহার, উহার মধ্যে যাহা রহিয়াছে তাহার এবং উহা যাহা বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছে তাহার মঙ্গল কামনা করিতেছি এবং উহার, উহার মধ্যে যাহা রহিয়াছে তাহার এবং উহা যাহা বহন করিয়া আনিয়াছে তাহার অনিষ্ট হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।”

আয়িশা (রা) বলেন : আকাশে মেঘ উঠিলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারার রং পরিবর্তন হইয়া যাইত এবং তিনি একবার ঘর হইতে বাহির হইতেন, সামনে অগ্রসর হইতেন আবার পিছন দিকে ফিরিয়া যাইতেন। বৃষ্টি বর্ষিত হইলে তিনি চিন্তায়ুক্ত হইতেন। হযরত আয়িশা (রা) উহা বুঝিতে পারিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আদ জাতি আযাব বহনকারী মেঘ দেখিয়া বলিয়াছিল, ইহা আমাদের বৃষ্টি দান করিবে। আমার ভয় হয় ইহা যেন তেমন হইয়া না যায়। সূরায় আ'রাফে হযরত হুদ (আ) ও আদ জাতির ধ্বংসের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। তাই পুনরায় এইখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। (সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য।)

তাবারানী (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “আদ জাতির উপর কেবল একটি আংটি পরিমাপ বায়ু প্রবাহিত করা হইয়াছিল। এই বায়ু প্রথমত গ্রামবাসীদের উপর অতঃপর শহরবাসীদের উপর প্রবাহিত হইয়াছিল। উহা দেখিয়া তাহারা বলিতে শুরু করিয়াছিল যে, এই তো মেঘ আসিতেছে, উহা আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। কিন্তু বায়ু পল্লীবাসীদের উপর বহন করিয়া শহরবাসীদের উপর নিক্ষেপ করিল। ফলে সকলেই ধ্বংস হইয়া গেল।” (আল্লাহ সর্বজ্ঞ।)

(২৬) **وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فَيَمَّانَ مَكَّنْكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا**

وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً ۖ فَمَا أَعْنَتْ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا

أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَرِي

يَسْتَهْزِئُونَ ۝

(২৭) **وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ**

يَرْجِعُونَ ۝

(২৮) **فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، بَلْ**

سَلَّوْا عَنْهُمْ ۖ وَذَلِكُمْ أَفْكَهُمُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

২৬. আমি উহাদিগকে যে, প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলাম তোমাদিগকে উহা দিই না আমি উহাদিগকে দিয়াছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু এইগুলি উহাদিগের কোঁ কাজে আসে নাই। কেননা উহারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করিয়াছিল। যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত উহাই উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল।

২৭. আমি তো ধ্বংস করিয়াছিলাম তোমাদিগের চতুর্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ আমি উহাদিগকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করিয়াছিলাম, যাহারা উহারা ফিরিয়া আসে সংপথে।

২৮. উহারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগকে ইলাহরূপে গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা উহাদিগকে সাহায্য করিল না কেন? বস্তুত উহাদিগের ইলাহগুলি উহাদিগের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িল। উহাদিগের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম এইরূপই।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, আমি পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে সম্ভান-সম্ভতি, প্রভাব-প্রতিপত্তি আর সম্পদের প্রাচুর্য দান করিয়াছিলাম; উহারা কিছু এখনও তোমাদিগকে দেওয়া হয় নাই। তাহাদিগকে চোখ, কান, অন্তর সব কিছুই দিয়াছিলাম।

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔

“কিন্তু তাহাদিগের কর্ণ, তাহাদিগের চক্ষু এবং তাহাদিগের অন্তর তাহাদিগের কোন কাজে আসে নাই। কেননা উহারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করিত। যাহা লইয়া উহারা উপহাস করিত উহাই উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল।”

অর্থাৎ যে আযাব উহারা অস্বীকার করিত এবং যাহার বাস্তবায়নকে অসম্ভব মনে করিত। অবশেষে উহাই উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া লইল। অতএব তোমরা উহাদিগের ন্যায় হইও না। অন্যথায় উহাদিগের ন্যায় তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে আযাবে নিপতিত হইবে এবং সমূলে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

আমি তোমাদের চতুর্পার্শ্বের জনপদকে ধ্বংস করিয়াছিলাম। অর্থাৎ হে মক্কার অধিবাসিগণ, তোমরা তোমাদের আশপাশে একটু তাকাইয়া দেখ যে, কত সম্পদায় ও জাতিকে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি এবং নির্মমভাবে তাহারা তাহাদের অপকর্মের প্রতিফল ভোগ করিয়াছে। মক্কার আশে-পাশের যাহারা আল্লাহর রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে অস্বীকার করিয়াছিল; আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। যেমন ইয়ামানের

নিকটে হাজারা মাউতের 'আহকাফ' নামক অঞ্চলের অধিবাসী আদ জাতির অবস্থার প্রতি একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করো। তোমাদের এবং শামের মধ্যবর্তী এলাকার 'সামূদ' জাতির পরিণাম নিয়েও চিন্তা করো। ইয়ামান ও মাদইয়ানের 'সাবা' জাতির পরিণামও দেখো। 'সাবা' ছিল মক্কাবাসীদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের যাতায়াতের পথে। লৃত সম্পদায়ের বৃহাইরাদের থেকেও তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পার। ইহারাও মক্কাবাসীদের যাতায়াতের পথে ছিল।

অর্থাৎ আমি নিদর্শনসমূহকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি, যেন তাহারা ভ্রান্ত পথ হইতে সুপথে ফিরিয়া আসে।

“উহারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগকে ইলাহ বানাইয়াছিল তাহারা উহাদিগকে সাহায্য করিল না কেন?”

অর্থাৎ মুশরিকরা আল্লাহকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে ইলাহরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, প্রয়োজনের সময় তাহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে কি? অবশ্যই নয়।

“বস্তুত তাহারা উহাদিগের হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িল।” অর্থাৎ অনুসারীদিগকে সাহায্য করা তো দূরের কথা তাহারা নিজেরাই তদপেক্ষা অধিক বিপদগ্রস্ত হইয়া কাটিয়া পড়িল।

উহা তাহাদিগের মিথ্যা উক্তি।

“উহা তাহাদিগের অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম।”

অর্থাৎ দেবতাগুলিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করা তাহাদিগের অলীক উদ্ভাবন মাত্র। ইহার কোন ভিত্তি নাই। ফলে তাহাদিগের ইবাদত করিয়া তাহাদিগের উপর ভরসা করিয়া হতভাগারা ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হইয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(২৭) وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِبِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصَبُوا، فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنتَهِرِينَ ○

(২৮) قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا

لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ○

(৩১) يَقَوْمَنَا أَحْيَبُوا دَاعِيَ اللَّهِ رَأَيْمُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ

وَيُجْزِكُمْ مِّنْ عَذَابِ آلِيمٍ ۝

(৩২) وَمَنْ لَا يَجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَالْأَرْضُ لِلَّهِ

دُونَهُ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

২৯. স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম একদল জ্বিনকে যাহারা কুরআন পাঠ শুনিতেন, যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল, উহারা একে অপরকে বলিতে লাগিল, 'চূপ করিয়া শ্রবণ কর।' যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হইল উহারা তাহাদিগের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল সতর্ককারীরূপে।

৩০. উহারা বলিয়াছিল, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করিয়াছি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে মুসার পরে ইহা উহার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।

৩১. 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদিগের পাপ ক্ষমা করিবেন এবং মর্মভুদ শাস্তি হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।'

৩২. কেহ যদি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তাহাদিগের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না। উহারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

তফসীর : الْقُرْآنُ : স্মরণ কর, যখন আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম একদল জ্বিনকে যাহারা কুরআন পাঠ শুনিতেন।

ইমাম আহমদ (র) যুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতের সাথে সম্পর্কিত ঘটনাটি 'নাখলাহ' নামক স্থানে সংঘটিত হইয়াছে। নবী করীম (সা) তখন ইশার সালাত আদায় করিতেছিলেন।

“তাহারা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল” এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় সুফিয়ান (র) বলেন, তাহারা একে অপরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিলেন।

ইবন আব্বাস (রা) এর বর্ণনানুযায়ী এরা ছিল নাসীবীনের অধিবাসী, সংখ্যায় ছিল তারা সাতজন। ইমাম আহমদ ও বায়হাকী (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, হুযুর (সা) জ্বিনদেরকে শুনাইবার উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করেননি। তিনি তাহাদিগকে দেখেনও নাই। মহানবী (সা) সাহাবাদের সাথে ওকাজ বাজারে যাইতেছিলেন। এদিকে শয়তানও আকাশের সংবাদের মাঝে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হইয়া যায় এবং তাহাদের গায়ে অগ্নিস্কুলিঙ্গ নিষ্কিপ্ত হইতে শুরু হইয়া যায়। শয়তানরা আসিয়া তাহাদের সম্প্রদায়কে এই সংবাদ জানাইলে তাহারা বলিল : নিশ্চয় নতুন কোন ঘটনা ঘটয়া থাকিবে। যাও, তোমরা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাহির কর। তাহারা ইহার তথ্য অনুসন্ধান করিবার জন্য চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহাদের যেই দলটি আরবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছিল 'নাখলাহ' নামক স্থানে আসিয়া তাহারা রাসূল (সা)-এর সাক্ষাৎ পায়। তিনি তখন ওকাজ বাজারে যাওয়ার পথে সাহাবাদিগকে লইয়া ফজরের সালাত আদায় করিতেছিলেন। কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনিয়া তাহারা থমকিয়া দাঁড়ায় এবং মনযোগ সহকারে কুরআন শুনিত থাকে। ইহার পর তাহারা পরস্পর বলাবলি করে যে, ইহাই তোমাদের ও আকাশের খবরাখবরের মাঝে প্রতিবন্ধকতার কারণ। সেখান হইতে তাহারা দ্রুত প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছিয়া বলিতে শুরু করে :

قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا الْقُرْآنَ عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَمْ نُشْرِكْ بِرَبِّنَا أَحَدًا -

“আমরা এক বিশ্বয়কর কুরআন শুনিয়াছি। যাহা সঠিক পথ নির্দেশ করে। ফলে আমরা উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি। আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করিব না।”

এইদিকে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অবহিত করেন। আল্লাহ বলেন :

“أَنتُمْ سَمِعْتُمْ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ” “আপনি বলিয়া দিন যে, একদল জ্বিন মনযোগ সহকারে কুরআন শ্রবণ করিয়াছে।”

এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমসহ তিরমিযী ও নাসায়ী ইত্যাদি হাদীসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, জ্বিনেরা ওহী শ্রবণ করিত, একটি শব্দ তাহাদের কর্ণগোচর হইলে তাহার সাথে নিজেদের থেকে আরো দশটি শব্দ যোগ করিয়া লইত। ফলে তাহারা একটি সত্য কথা বলিলে মিথ্যা বলিত দশটি। ইতিপূর্বে তাহাদের প্রতি

তারকা নিক্ষেপ করার কোন নিয়ম ছিল না। কিন্তু মহানবী (সা)-এর আগমনের পর তাহাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ হইতে শুরু করে। তাহারা তাহাদের নির্ধারিত আসনে বসার সাথে সাথেই উহা নিক্ষেপ করা হইত, ফলে তাহারা আর তথায় অবস্থান করিতে পারিত না। তাহারা ইবলিসের নিকট এই অভিযোগ জানাইলে সে বলিল যে নতুন কোন ঘটনা ঘটয়া থাকিবে। অতঃপর ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য ইবলিস তাহার সৈন্য-সামন্তকে চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 'নাখলাহ'র দুই পাহাড়ের মাঝে সালাতরত দেখিতে পাইল এবং ফিরিয়া গিয়া ইবলিসকে এই সংবাদ জানাইল। ইবলিস বলিল : হ্যাঁ এই কারণেই আকাশের সংরক্ষিত করা হইয়াছে এবং তোমাদের যাওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিরমিযী ও নাসায়ীর তাফসীর অধ্যায়েও এই বর্ণনাটি উল্লেখ করা হইয়াছে। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আইয়ুব (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। হাসান বসরী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানিতেন না ওহীর মাধ্যমে তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) মুহাম্মদ বিন কা'ব কুরযী (র) সূত্রে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। তাহাতে ইব্ন আব্বাস (সা)-এর তায়েফ সফর এবং তায়েফবাসীদিগকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান তাহাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা ইত্যাদির ঘটনা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং ইহাতে সেই উত্তম দোয়াটিও উল্লেখ করিয়াছেন যাহা মহানবী (সা) তায়েফে বিপদের মুহুর্তে পাঠ করিয়াছিলেন। দোয়াটি এই :

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُوا ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ - وَأَنْتَ رَبِّي إِلَهِي مِنْ لَدُنِّي إِلَهِي عَدُوٌّ بَعِيدٌ يَتَجَهَّمُنِي أَمْ إِلَى صَدِيقٍ قَرِيبٍ مَلَكَتْهُ أُمْرِي إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ سَبٌّ عَلَى فَلَا أْبَالِي غَيْرَ إِنْ عَافَيْتَكَ أَوْسَعُ لِي أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبِكَ أَوْ يَحُلَّ بِي عَذَابِكَ وَكَالْعُتْبِيِّ حَتَّى تَرْضَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ -

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার দুর্বলতা, নিঃসম্বলতা, ও মান্যতা চোখে আমার মর্যাদাহীনতার অভিযোগ করিতেছি; হে পরম দয়ালু! তুমি সকলের চেয়ে অধিক দয়ালু ও স্নেহশীল তুমি দুর্বল ও অসহায়দের রব। তুমি আমার রব,

আমাকে কাহার হাতে সোপর্দ করিতেছ? দূরবর্তী কোন শত্রুর হাতে যে আমাকে অক্ষম করিয়া দিবে, নাকি নিকটবর্তী কোন বন্ধুর হাতে যাহাকে তুমি আমার ব্যাপারে ক্ষমতা দান করিয়াছ? আমার প্রতি যদি তোমার ক্রোধ না থাকে তাহা হইলে এই বিপদাপদের জন্য আমার কোন পরোয়া নেই। তবে যদি তুমি আমাকে নিরাপদ রাখ তাহা হইলে উহা আমার জন্য নিতান্তই আরামদায়ক। তোমার চেহারার যেই নূরের বদৌলতে অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে এবং ইহকাল ও পরকালের সবকিছুই সংশোধিত হইয়াছে তাহার উচ্ছ্বাস পানাহ চাহিতেছি যে, তুমি আমার প্রতি তোমার ক্রোধ, অসন্তুষ্টি নিন্দা নাযিল করিও না। তোমার সন্তুষ্টি আমার একান্ত প্রয়োজন। নেককাজ করা ও বদকাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার ক্ষমতা তোমার-ই প্রদত্ত।"

রাবী বলেন, সেই সফর থেকে ফিরিবার পথে 'নাখলাহ' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রি যাপন করেন। সেই রাতেই নাসীবীনের জিনেরা তাহার কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করে। এই বর্ণনাটিই বিশুদ্ধ। তবে এই রাতে জিনদের কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণের ব্যাপারে আপত্তি রহিয়াছে। কারণ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জিনদের কুরআন শ্রবণের ঘটনাটি ওহী নাযিল হওয়ার প্রথম দিকে সংঘটিত হইয়াছে আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তায়েফ সফর ছিল চাচা আবু তালিবের ইত্তিকালের পর, হিজরতের এক বৎসর বা দুই বৎসর পূর্বের ঘটনা। ইব্ন ইসহাক (র) ও অন্যান্য এই মতই ব্যক্ত করিয়াছেন।

আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, ছয়র (সা) 'নাখলাহ' নামক স্থানে কুরআন তিলাওয়াত করিতেছিলেন। ইত্যবসরে জিন দল তথায় আগমন করে। কুরআন শুনিয়া তাহারা নিশ্চুপ হইয়া যায়। সংখ্যায় ছিল তাহারা নয়জন। তন্মধ্যে একজনের নাম যুবায়াহ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা إِلَيْكَ أَشْكُوا হইতে পর্যন্ত নাযিল করেন। সুতরাং এই বর্ণনা আর আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের পূর্বোল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, তখন জিনদের উপস্থিতি সম্পর্কে ছয়র (সা) অবগত ছিলেন না। তখন তাহারা কুরআন শ্রবণ করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের নিকট চলিয়া যায়। পরবর্তীতে প্রতিনিধিরূপে তাহারা দলে-দলে ছয়র (সা)-এর খেদমতে আসিতে থাকে। এই সম্পর্কিত হাদীস ও বিভিন্ন বর্ণনা যথাস্থানে আলোচিত হইবে ইনশাআল্লাহ।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) মা'আন ইব্ন আব্দুর রহমান (র) হইতে বর্ণনা করেন। মা'আন ইব্ন আব্দুর রহমান (র) বলেন : আমি আমার আন্ধাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি মাসরুককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি- যেই রাতে জিনেরা কুরআন শুনিয়াছে সেই রাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সেই সম্পর্কে কে সংবাদ দিয়াছিল? তিনি বলিলেন যে, তোমার পিতা ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন, একটি বৃক্ষ রাসূলুল্লাহ

(সা)-কে তাহাদের সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। হইতে পারে যে, এই সংবাদ প্রথমবারে দেওয়া হইয়াছিল আর আমরা ইতিবাচক বর্ণনাকে নেতিবাচক বর্ণনার উপর প্রাধান্য দিব। ইহাও হইতে পারে যে, যখন তাঁহারা কুরআন শ্রবণ করিতেছিল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) টের পান নাই। বৃক্ষটি তাহাদের সমবেত হওয়ার সংবাদ প্রদান করে। (আল্লাহ সর্বজ্ঞ)।

আবার ইহাও হইতে পারে যে, এই বর্ণনাটির সম্পর্ক পরবর্তীতে সংঘটিত ঘটনাসমূহের কোন একটির সাথে। হাফেজ বায়হাকী (র) বলেন, প্রথমবারে হুযূর (সা) জ্বিনদেরকে দেখিতে পান নাই এবং তাহাদিগকে শুনাইবার উদ্দেশ্যে ও কুরআন পাঠ করেন নাই। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাসের বর্ণনাটি এই প্রথম ঘটনা সম্পর্কে। তবে ইহার পর জ্বিনরা হুযূর (সা)-এর নিকট আসিলে হুযূর (সা) তাহাদিগকে কুরআন পাঠ করিয়া শুনান এবং তাহাদিগকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত প্রদান করেন। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)-ও এই ধরনের বর্ণনা দিয়াছেন।

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদের (র) বর্ণনাসমূহ

ইমাম আহমদ (র) আলকামা (র) হইতে বর্ণনা করেন। আলকামা (র) বলেন যে, আমি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের কেহ কি সেই রাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাথে ছিল? উত্তরে তিনি বলিলেন, না কেউ ছিলেন না। তবে এক রাতে আমরা হুযূর (সা)-কে মক্কার হারাইয়া ফেলিলাম। তখন আমরা ভাবিলাম যে, হয়তো তিনি শত্রুর কবলে পড়িয়াছেন, শত্রুরা হয়তো তাঁহাকে প্রভারিত করিয়াছে। আমরা সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলাম। বড়ই অশান্তিতে আমরা সেই রাতটি অতিবাহিত করি। সুবহে সাদেকের সামান্য পূর্বে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, তিনি হেরা গুহার দিক হইতে আসিতেছেন। আসার পর আমরা আমাদের রাতের অবস্থা জানাইলাম। তিনি বলিলেন, আমার নিকট জ্বিনদের একজন দূত আসিয়াছিল। তাহার সাথে গিয়া আমি জ্বিনদিগকে কুরআন পাঠ করিয়া শুনাইয়াছি। অতঃপর তিনি আমাদের লইয়া গিয়া তাহাদের চিহ্ন ও আঙনের চিহ্ন দেখাইলেন। শা'বী (র) বলেন, তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পাথের চাহিয়াছে। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : যেই হাড়ির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হইবে উহা পূর্বের তুলনায় অধিক গোশাতে পরিপূর্ণ হইয়া তোমাদের হস্তগত হইবে এবং মল ও গোবর তোমাদের পশুদের খাদ্য। অতএব হে মুসলমানগণ! তোমরা উহা দ্বারা ইন্তেজা করিও না। কারণ উহা তোমাদের ভাইদের খাদ্য।” ইমাম মুসলিম (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন জরীর (র) উবাইদুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন। উবাইদুল্লাহ (র) বলেন যে, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, “আমি হাজুন নামক স্থানে দাঁড়াইয়া জ্বিনদিগকে কুরআন শুনাইয়া রাত অতিবাহিত করিয়াছি।”

আরেক সূত্র ইবন জরীর (র) শামের অধিবাসী আবু উসমান ইবন শায়বাহ খুযায়ী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবু উসমান ইবন শায়বাহ খুযায়ী (র) বলেন : আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন মক্কার সাহাবীদিগকে বলিলেন : জ্বিনদের কার্যকলাপ দেখিবার জন্য যাহারা রাত্রে আমার সাথে যাইতে চাও চল। কিন্তু আমি ব্যতীত কেহ যায় নাই। তিনি আমাকে লইয়া মক্কার উঁচু স্থানে পৌঁছার পর নিজের পা দ্বারা একটি বৃত্ত আঁকিয়া “তুমি এইখানে বসিয়া থাক” বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন এবং এক স্থানে দাঁড়াইয়া কুরআন তিলাওয়াত করিতে শুরু করিলেন। তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনিয়া অসংখ্য জ্বিন তাঁহার চতুর্পার্শ্বে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। এমনকি আমি আর হুযূর (সা)-কে দেখিতে পাইলাম না এবং তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম না। অতঃপর আমি দেখিতে পাইলাম যে, আকাশের মেঘখণ্ডের ন্যায় তাঁহারা এদিক সেদিক ছুটিয়া যাইতে লাগিল। সেইখানে মাত্র অল্প কয়েকজন রহিয়া গেল। ফজরের সময় হুযূর (সা) অবসর হইয়া ব্যক্তিগত প্রয়োজন সারিয়া আমার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন অবশিষ্ট জ্বিনেরা কোথায়? আমি বলিলাম, ঐ তো উহারা ঐখানে। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে কিছু হাড়ি ও গোবর দিলেন। অতঃপর তিনি এই দুই বস্তু দ্বারা ইন্তেজা করিতে নিষেধ করিয়া দেন। ইমাম বায়হাকী দালায়েলে নবুওয়াতে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইসহাক ইবন রাহওয়াই (র) ইবন মাসউদ (রা) হইতে এই হাদীসটি অবিকল বর্ণনা করেন। হাফিজ আবু নু'আইম (র) ইবন মাসউদ (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(আরেক সূত্র) হাফিজ আবু নু'আইম (র) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে সাথে লইয়া এক জায়গায় উপস্থিত হন। তিনি একটি বৃত্ত আঁকিয়া আমাকে বলিলেন, ‘তুমি ঠিক এই স্থানে দাঁড়াইয়া থাক। সাবধান! এই বৃত্ত হইতে বাহির হইবে না। অন্যথায় ধ্বংস হইয়া যাইবে।’”

আরেক সূত্র : ইবন জরীর (র) আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন গায়লান সাকাফী (র) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন গায়লান (র) ইবন মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, শুনিয়াছি আপনি নাকি জ্বিন প্রতিনিধি দলের রাতে হুযূর (সা) এর সাথে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করিয়া বলেন যে, নবী (সা) একটি বৃত্ত আঁকিয়া আমাকে বলিলেন, ‘তুমি এই বৃত্ত হইতে বাহির হইও না।’ সকালে আসিয়া হুযূর (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তুমি কি ঘুমাইয়াছিলে?’ আমি বলিলাম, জ্বিন-না আল্লাহর শপথ! আমি কয়েকবারই লোকদের

থেকে সাহায্য প্রার্থনা করিতে চাইয়াছিলাম। কিন্তু আমি শুনিতে পাইয়াছিলাম যে, আপনি তাহাদিগকে লাঠি দ্বারা শাসন করিতেছেন এবং বলিতেছেন যে, বসিয়া পড়। হযূর (সা) বলিলেন, আমার আশংকা হইতেছিল যে, তুমি যদি বৃত্ত হইতে বাহির হও তাহা হইলে তাহারা তোমাকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কিছু দেখিয়াছ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, সাদা পোষাক পরিহিত কয়েকজন লোক দেখিয়াছি। হযূর (সা) বলিলেন, উহারা নাসীবীনের জ্বিন। আমার নিকট উহারা খাদ্য চাইয়াছে। আমি তাহাদিগকে হাড়ি ও গোবর দিয়াছি। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! উহাতে তাহাদের কি লাভ হইবে? বলিলেন, তাহাদের হাত লাগার সাথে সাথে প্রতিটি হাড়ি পূর্বের ন্যায় গোশ্বে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। আর খাওয়ার পূর্বে যাহা ছিল গোবরে তাহা পাওয়া যাইবে। অতএব কেহ যেন হাড়ি বা গোবর দ্বারা ইস্তিজা না করে।

(আরেক সূত্র) হাফিজ আবু বকর বায়হাকী (র) ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আমাকে সাথে করিয়া লইয়া যান। অতঃপর তিনি বলেন : পনেরজন জ্বিন যাহারা পরস্পর চাচাতো ও ফুফাতো ভাই ছিল আজ রাত আমার কাছে কুরআন শ্রবণ করিবার জন্য আসিবে। অতঃপর আমি তাঁহার সাথে এক স্থানে গিয়া পৌঁছি। তিনি একটি বৃত্ত আঁকিয়া উহার মধ্যে আমাকে বসাইয়া রাখিয়া বলিলেন : এই স্থান হইতে বাহির হইও না। আমি সারা রাত সেখানে কাটাইলাম। ফজরের সময় তিনি কিছু হাড়ি, গোবর ও কমলা হাতে লইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, এই জিনিষগুলি কখনও ইস্তিজায় ব্যবহার করিও না। রাসূলুল্লাহ (সা) যেই জায়গায় গিয়া ছিলেন সকল বেলায় আমি সেই জায়গায় যাইয়া দেখি জায়গাটি এতই প্রশস্ত যে, সেখানে ষাটটি উট অবস্থান করিতে পারিবে।

(আরেক সূত্র) ইমাম বায়হাকী (র) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, জ্বিনের রজনীতে আমি মহানবী (সা) এর সাথে গিয়াছিলাম। হাজুন নামক স্থানে যাওয়ার পর তিনি একটি বৃত্ত আঁকিয়া আমাকে সেই বৃত্তের মধ্যে রাখিয়া তিনি জ্বিনদের নিকট গমন করেন। তাহারা হযূর (সা)-এর চতুর্পার্শ্বে জড়ো হয়। তাহাদের নেতা ওয়ারদান বলিল, ইহাদিগকে এদিক সরাইয়া আমি আপনাকে কষ্টমুক্ত করিয়া দিতেছি। হযূর (সা) বলিলেন, আল্লাহর হাত হইতে কেউ আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

(আরেক সূত্র) ইমাম আহমদ (র) ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন মাসউদ (রা) বলেন : জ্বিনের রজনীতে হযূর (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কাছে কি পানি আছে? আমি বলিলাম, আমার কাছে পানি নাই বটে তবে এক

পাত্র নাবীয আছে। হযূর (সা) বলিলেন, উত্তম খেজুরও পবিত্র পানি। আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবন মাজাহ (র) ইবন যায়দের সূত্রে একই সনদে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(আরেক সূত্র) ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন মাসউদ (রা) বলেন যে, তিনি জ্বিন রজনীতে হযূর (সা)-এর সাথে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আব্দুল্লাহ! তোমার কাছে কি কোন পানি আছে? বলিলাম, আমার কাছে একটি পাত্রে কিছু নাবীয আছে। হযূর (সা) বলিলেন : উহা দ্বারা আমাকে ওয়ূ করাও। অতঃপর তিনি ওয়ূ করিলেন এবং বলিলেন : হে আব্দুল্লাহ! ইহা পানীয় ও পবিত্র বস্তু। এই সনদে শুধু আহমদ (র)-ই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। দারে কুতনী (র) হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হইতে অন্য সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

(আরেক সূত্র) ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, জ্বিন প্রতিনিধির রজনীতে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি জোরে শ্বাস টানিতেছিলেন। আমি বলিলাম : হযূর, আপনার কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, "আমার নিকট আমার ইস্তিকালের সংবাদ আসিয়াছে" হে ইবন মাসউদ! মুসনাদে আহমাদে সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় এই হাদীসটি উল্লেখ করা হইয়াছে। দালায়েলে নুবুওতে হাফিজ আবু নু'আইম (র) হাদীসটি ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন মাসউদ (রা) বলেন, জ্বিন প্রতিনিধির রজনীতে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম। ফিরিয়া আসার পর তিনি খুব জোরে শ্বাস টানিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, হযূর, আপনার কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, আমার নিকট আমার মৃত্যুর সংবাদ আসিয়াছে। আমি বলিলাম, তাহা হইলে এখন খলিফা নির্বাচন করিয়া দিন। হযূর বলিলেন, কাহাকে খলিফা নির্বাচন করিব? আমি বলিলাম আবু বকর (রা)-কে। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। আবার শ্বাস টানিতে শুরু করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতাপিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, বলুন না, আপনার কি হইয়াছে? হযূর (সা) বলিলেন, আমাকে আমার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। আমি বলিলাম হযূর তবে একজন খলিফা নির্বাচন করিয়া দিন। তিনি বলিলেন, কাহাকে? আমি বলিলাম, উমর (রা)-কে। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন ও পুনরায় শ্বাস টানিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কি হইয়াছে, একটু বলুন না। তিনি বলিলেন, আমাকে আমার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। আমি বলিলাম, হযূর, তাহা হইলে একজন খলিফা

বর্ণিত আছে যে, নাখলায় যেই জ্বিনেরা হুযূর (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করিয়াছিল তাহারা ছিল নিনওয়্যাবাসী আর মক্কায় যাহারা সাক্ষাৎ করিয়াছে তাহারা ছিল নাসীবীনের অধিবাসী।

আর বায়হাকী (র) বলেন, যেই বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, আমরা চরম অশান্তিতে সেই রাতটি অতিবাহিত করিয়াছি সেইখানে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) ব্যক্তির অন্যদের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা ঘটনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

হাফিজ আবু বকর বায়হাকী (র) আমার (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমার (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) হুযূর (সা)-এর বিশেষ প্রয়োজন ও ওযূর জন্য পানি পাত্র লইয়া হুযূর (সা)-এর সাথে যাইতেন। নিয়মানুযায়ী একদিন তিনি হুযূর (সা)-এর পিছনে পিছনে গেলেন। হুযূর (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? উত্তর দিলেন, আমি আবু হুরায়রা। হুযূর (সা) বলিলেন : ইস্তেঞ্জার জন্য টিলা লইয়া আস কিন্তু হাড়ি আর গোবর আনিও না। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, অতঃপর আমি আঁচলে করিয়া কয়েকটি পাথর আনিয়া হুযূর (সা)-এর পার্শ্বে রাখিয়া দিলাম। তিনি প্রয়োজন সারিয়া দাঁড়াইলে আমি তাহার অনুসরণ করিলাম এবং বলিলাম হে আল্লাহর রাসূল! হাড়ি আর গোবর আনিতে নিষেধ করিলেন কেন, জানিতে পারি কি? বলিলেন : নাসীবীনের একদল জ্বিন আমার নিকট আসিয়া খাদ্য প্রার্থনা করিয়াছিল। আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করিলাম যে, তাহারা যেই হাড়ি আর গোবর অতিক্রম করিবে তাহা যেন খাদ্যে পরিণত হইয়া যায়। ইমাম বুখারী স্বীয় গ্রন্থে এই ধরনের একটি হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এই হাদীস আর উপরে বর্ণিত হাদীসগুলি দ্বারা বুঝা যায় যে, জ্বিন প্রতিনিধি দল হুযূর (সা)-এর নিকট উহার পর আরো কয়েকবার আগমন করিয়াছে। এখন ঐ হাদীসগুলি উল্লেখ করিব যাহা দ্বারা হুযূর (সা)-এর নিকট জ্বিনদের একাধিকবার আগমনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইবন জারীর (র) আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) **وَأَذْ حَرْفُنَا نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ** আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাহারা নাসীবীনের অধিবাসী ছিল। সংখ্যায় ছিল তাহারা সাতজন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে নিজের পক্ষ হইতে দূতরূপে তাহাদের সম্প্রদায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

মুজাহিদ (র) বলেন : ইহারা ছিল সাতজন। তিনজন হেরানের অধিবাসী আর চারজন নাসীবীনের অধিবাসী। তাহাদের নাম হইল : (১) হাছী (২) হাছা (৩) মুনীছী (৪) শাজীর (৫) মাজির (৬) উরদুনিয়ান (৭) আহক্বাম। আবু হামজাহ ছুমালী (র) বলেন : জ্বিনদের সেই গোত্রটির নাম ছিল বনু শীছান। জ্বিনদের অন্যান্য গোত্রের তুলনায় ইহারা ছিল সংখ্যাধিক। বংশগত দিক থেকেও ছিল তাহারা সম্মানিত। ইহারা সাধারণত ইবলিসের সেনাদলভুক্ত ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

সুফিয়ান ছওরী (র) ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন মাসউদ (রা) বলেন : তাহারা ছিল নয়জন। তন্মধ্যে একজনের নাম যুবাআহ। তাহারা নাখলায় হইতে আসিয়াছিল। কাহারো কাহারো মতে সংখ্যায় তাহারা পনের জন ছিল। এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তাহারা ষাটটি উটে চড়িয়া আসিয়াছিল এবং তাহাদের নেতার নাম ছিল অরদান। কাহারো মতে তাহাদের সংখ্যা ছিল তিনশত। ইকরিমা (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহারা বার হাজার ছিল। পরস্পর বিরোধপূর্ণ এই বর্ণনাসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জ্বিনদের আগমন একাধিকবার ঘটিয়াছে। কখনো সাতজন, কখনো নয়জন, কখনো তিনশত, কখনো বার হাজার ইত্যাদি সংখ্যক আগমন করিয়াছে। বুখারী শরীফের এক হাদীসেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীসটি এই :

ইয়াহইয়া ইবন সুলাইমান (র) আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন : ইবন উমর (রা) বলেন : উমর (রা) যদি কোন ব্যাপারে বলিতেন যে, “আমার ধারণায় ব্যাপারটি এই মনে হয় তাহা হইলে বাস্তবেও উহাই ঘটিল।” একদিনের ঘটনা। হযরত উমর (রা) বসিয়া আছেন। ইত্যবসরে একজন সুদর্শন লোক কোথায় যেন যাইতেছিল। উমর (রা) লোকটিকে দেখিয়া বলিলেন, আমার ধারণা যদি ভুল না হয় তাহা হইলে লোকটি জাহেলিয়া যুগের একজন গণক ছিল। তাহাকে আমার নিকট লইয়া আস। লোকটি আসার পর উমর (রা) তাহার ধারণার কথা লোকটিকে বলিলেন। লোকটি বলিল : এমন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী কোন মুসলামান এই যাবত আমার চোখে পড়েনি। উমর (রা) বলিলেন, প্রকৃত ঘটনা বলিতে তোমাকে জোর তাগিদ দিতেছি। সে বলিল, আমি গণক ছিলাম। উমর (রা) বলিলেন, তোমার জীবনের একটি বিস্ময়কর ঘটনা আমাকে শুনাও। লোকটি বলিল : আমি একদিন বাজারে যাইতেছিলাম। যেই জ্বিনটি আমার নিকট সবচেয়ে আশ্চর্যজনক সংবাদ নিয়া আসিত পথিমধ্যে সে আমার নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে সন্ত্রস্ত ক্লান্ত মনে হইতেছিল। সে বলিতে লাগিল :

الْمَ تَرَ الْجِنَّ وَأَبْلَاسَهَا وَيَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ انْكَاسُهَا

وَأُحْزِنُهَا بِالْقَلَصِ وَمَلَأْسَهَا

অর্থাৎ আপনি কি জ্বিনদের ধ্বংস নৈরাশ্য, ছড়াইয়া পড়িবার পর সংকুচিত হওয়া ও তাহাদের দুর্গতির কথা শুনিয়াছেন? এই কথা শুনিয়া হযরত উমর (রা) বলিতে লাগিলেন, যেন সত্যই বলিয়াছে। আমি একদিন তাহাদের মূর্তিগুলির পার্শ্বে শুইয়াছিলাম। ইত্যবসরে একজন লোক একটি গো-বৎস লইয়া তথায় উপস্থিত হইল উহা যবাহ করিল। হঠাৎ আমি এমন একটি প্রচণ্ড আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। ইতিপূর্বে কোনদিন যাহা আমি শুনি নাই। কে যেন বলিতেছিল, হে জালীহ! সফলতা দানকারী

বিষয় আসিয়াছে। একজন বাকপটু লোক 'লা-ইলা ইল্লাল্লাহ'-এর দাওয়াত দিতেছেন। উমর (রা) বলেন এই আওয়াজ শুনিয়া সমস্ত মানুষ ভয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিন্তু আমি ইহার তথ্য অনুসন্ধান করিবার জন্য সেইখানে বসিয়া রইলাম। কিছুক্ষণ পর পুনরায় আওয়াজ শূন্য গেল এবং অদৃশ্য হইতে কে যেন পূর্বের কথাগুলি বলিতেছিল। কিছু দিন পরই মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াতের কথা চতুর্দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল। ইমাম বায়হাকী (র) ইব্ন ওহাবের সূত্রে এই হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, এই রেওয়াজেত দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, উমর (রা) নিজেই ঐ আওয়াজটি যবাহকৃত গো-বৎস হইতে শুনিয়াছেন। উমর (রা)-এর আরো একটি দুর্বল রেওয়াজেত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ইহাই বুঝা যায়। তবে অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, সেই গণক লোকটিই উমর (রা)-কে ঘটনাটি শুনাইয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। বায়হাকী (র)-এর এই মতটি গ্রহণযোগ্য মত। যতদূর জানা যায় যে, লোকটির নাম ছিল সাওয়াদ বিন কারিব। এই ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানিতে চাইলে আমার গ্রন্থ সীরাতে উমর (রা) দেখিয়া নিন। ইমাম বায়হাকী (র) বলেন, সজবত ইনি সেই গণক, নাম উল্লেখ না করিয়া সহীহ হাদীসে যাহার সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

ইমাম বায়হাকী (র) বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। বারা (রা) বলেন : হযরত উমর (রা) একদিন মিশরে নব্বীতে দাঁড়াইয়া খুতবা দিতেছিলেন। খুতবার মাঝে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে সাওয়াদ ইব্ন কারিব আছে কি? কিন্তু গোটা এক বৎসরের মধ্যে কেহই ইয়া বলিয়া উত্তর দেয় নাই। পরবর্তী বছর আবারো জিজ্ঞাসা করার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! সাওয়াদ ইব্ন কারিব আবার কে? উমর (রা) বলিলেন : তাহার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী খুবই চিত্তাকর্ষক ও আশ্চর্যজনক। ইত্যবসরে সাওয়াদ ইব্ন কারিব (রা) আসিয়া হাজির। হযরত উমর (রা) তাহাকে বলিলেন, সাওয়াদ, আমাদিগকে তোমার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী শনাও।

সাওয়াদ (রা) বলিলেন : আমি হিন্দুস্থান গিয়াছিলাম। এক রাতে শুইয়া আছি। ইত্যবসরে আমার সখী জ্বিন আমার কাছে আসিয়া আমাকে জাগাইয়া বলিতে লাগিল : উঠ, হাঁশ থাকিলে শোন ও ভালো করিয়া বুঝিয়া লও। লুওয়াই ইব্ন গালিবের বংশ হইতে আল্লাহ একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন।

অতঃপর কবিতা আবৃত্তি করিল :

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَنَحْسَاسِهَا * وَشَرُّهَا الْعَيْنُ بِأَخْلَاسِهَا
تَهْوَى إِلَى مَكَّةَ تَبْغِي الْهُدَى * مَاخِيرُ الْجِنِّ كَأَنَّكَ سَهَا
فَانْهَضُ إِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ * وَأَسْمُ بَعِينِكَ إِلَى رَأْسِهَا

অর্থ : আমি জ্বিনদের অনুভূতি ও তল্লীতল্লা গুটাইবার কারণে আশ্চর্যবোধ করিতেছি। তুমি যদি হিদায়াত অনুসন্ধান করিয়া থাক তাহা হইলে মক্কার দিকে রওয়ানা করো। ভালো ও মন্দ জ্বিন সমান নয়। উঠ, বনু হাশিমের সেই দিগ্ভীমান প্রিয় দর্শন চেহারার প্রতি তাকাও। ইহার পর আমি আবারো তদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ি। পুনরায় সে আমাকে জাগাইয়া বলিতে লাগিল : হে সাওয়াদ বিন কারিব! আল্লাহ একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন। তুমি তাহার খিদমতে যাও এবং হিদায়াত লাভ কর। পরবর্তী রাতে সে আবারো আমাকে জাগ্রত করিয়া কবিতা আবৃত্তি করিল :

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَتَطْلَابِهَا * وَشَدَّهَا لِلْعَبْسِ بِإِفْتَابِهَا
تَهْوَى إِلَى مَكَّةَ تَبْغِي الْهُدَى * لَيْسَ قَدَمَاهَا كَأَنَّابِهَا
فَانْهَضُ إِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ * وَأَسْمُ بَعِينِكَ إِلَى قَابِهَا

অর্থাৎ- জ্বিনদের অনুসন্ধান ও তল্লীতল্লা গুটাইতে দেখিয়া আমি আশ্চর্য হই।

হিদায়াত পাইতে হইলে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হও। তাহার পা ও লেজ সমান নয়। অতিসত্ত্বর বনী হাশিমের সেই মহান ব্যক্তির মুখ দর্শনে ধন্য হও।

তৃতীয় রাতে পুনরায় আসিয়া সে আমাকে জাগাইল এবং নিম্নোক্ত কবিতাগুলি আবৃত্তি করিল :

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَتَخْبَارِهَا * وَشَدَّهَا الْعَبْسُ بِأَكْوَارِهَا
تَهْوَى إِلَى مَكَّةَ تَبْغِي الْهُدَى * لَيْسَ نُورُ الشَّرِّ كَأَخْبَارِهَا
فَانْهَضُ إِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ * مَأْمُومِنُوا الْجِنِّ كَكْفَارِهَا

অর্থাৎ জ্বিনদের অবগতি ও তাদের কাফেলার দ্রুত প্রস্তুতির জন্য আমি অবাক হই।

হিদায়াত লাভের জন্য মক্কায় চলিয়া যাও। ভালো ব্যক্তি আর মন্দ ব্যক্তি সমান নয়। উঠ, বনী হাশিমের মহান ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হও। ঈমানদার জ্বিন আর কাফির জ্বিন সমান নয়।

উপর্যুপরি তিন রাত এই কথাগুলি শুনিবার পর মুহাম্মদ (সা) এর মর্যাদা ও ভালোবাসা আমার মনের সমুদ্রে তরঙ্গায়িত হইতে শুরু করিল। ফলে সফরের প্রস্তুতি নিয়া সোজা মক্কায় হযুর (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন মক্কা নগরীতে অবস্থান করিতেছেন। তাহার চতুর্পার্শ্বে ছিল জনতার প্রচণ্ড ভীড়। আমাকে দেখিয়া রাসূল (সা) বলিয়া উঠিলেন : মারহাবা! হে সাওয়াদ ইব্ন কারিব! হযুর (সা) বলিলেন, “তুমি কিভাবে, কেন এবং কাহার কথা শ্রবণ করিবার জন্য আসিয়াছ আমার

সবই জানা আছে।” সাওয়াদ বলিল, হযূর, অনুমতি হইলে আপনাকে কয়েকটি কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইব। হযূর বলিলেন : নির্ভাবনায় আশ্রয়ের সাথে বলিতে পার। অতঃপর আমি নিম্নোক্ত কবিতাগুলি পাঠ করিলাম :

أَتَانِي رَيْئِي بَعْدَ لَيْلٍ وَمَجْعَةٍ * وَكَمْ يَكُ فِيمَا قَدْ بَلَوْتُ بِكَأَدِبِ
ثَلَاثَ لَيَالٍ قَوْلُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ * أَتَاكَ رَسُولٌ مِنْ لُؤْيٍ بِنِ غَالِبِ
فَتَمَرَّتْ عَنْ سَأَقِي الْأَزْرُوسَطِ * بِي الدَّمَاعِ الْوَجْنَاءِ بَيْنَ السَّبَاسِبِ
فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَأَرْبٌ غَيْرُهُ * وَإِنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبِ
وَإِنَّكَ ادْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلُهُ * إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطْيَبِ
فَمُرْنَا بِمَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرُ مُرْسَلٍ * وَإِنْ كَانَ فِيمَا جَاءَ شَيْبِ الدَّوَائِبِ
وَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَذُوشْفَاعَةَ * سِوَاكَ بِمَغْنٍ عَنْ سِوَادِ ابْنِ قَارِبِ

অর্থ : আমি নিদ্রা যাওয়ার পর রাত্রিকালে আমার জ্বিন আসিয়া আমাকে একটি সত্য সংবাদ শুনায়। পর পর তিন রাত সে আমার নিকট আসিতে থাকে এবং আমাকে বলিতে থাকে যে, লুওয়াই ইবনে গালিবের বংশে আল্লাহর একজন রাসূল আগমন করিয়াছেন। আমি সফরের প্রস্তুতি নিয়া দ্রুত আপনার নিকট আসিয়াছি। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন রব নাই এবং আপনি আল্লাহর বিশ্বস্ত রাসূল। আপনার সুপারিশই সর্বাধিক নির্ভরশীল। হে মহান ও পবিত্র লোকদের সন্তান! হে মহানবী! আপনি আমাদের প্রতি যেই সব আসমানী বিধান আনয়ন করিবেন উহা যত কঠিন আর স্বভাব বিরোধীই হোক আমরা তা উপেক্ষা করিতে পারিব না। আপনি অবশ্যই কিয়ামতের দিন আমার জন্য সুপারিশ করিবেন। সেখানে তো আপনি ব্যতীত সাওয়াদ ইব্ন কারিবের কোন সুপারিশকারী থাকিবে না।

সাওয়াদ (রা) বলেন, আমার কবিতাগুলি শুনিয়া হযূর (সা) হাসিয়া উঠিলেন এবং আমাকে বলিলেন, “তুমি সফল হে সাওয়াদ!” এই ঘটনা শ্রবণ করার পর উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সেই সাথীটি কি এখনও তোমার নিকট আসে? সাওয়াদ (রা) বলিলেন : যখন আমি কুরআন পাঠ করিয়াছি তখন থেকে আর সে আসে না। তাহার পরিবর্তে আল্লাহর কিতাব লাভ করিতে পারিয়া আমি যারপর নাই আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ। ইমাম বায়হাকী (র) আরো দুইটি সূত্রে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন।

দালায়েলে নবুওয়াতে হাফেজ আবু নুআইম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস মদীনার হিজরত করার পর হযূর (সা)-এর নিকট জ্বিন প্রতিনিধি দল আসিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ করে। হাদীসটি এই :

সুলাইমান ইব্ন আহমদ (র) আমার ইব্ন গায়লান ছাকাফী (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমার ইব্ন গায়লান ছাকাফী বলেন : আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট যাইয়া বলিলাম যে, শুনিয়াছি যেই রাতে জ্বিন প্রতিনিধি দল হযূর (সা)-এর নিকট আসিয়াছিল, সেই রাতে আপনিও হযূর (সা)-এর সাথে ছিলেন। তিনি হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলেন। আমি বলিলাম, আমাকে উহার কাহিনী শুনান। তিনি বলিলেন, একদিন সুফ্ফাবাসী সাহাবীদিগকে রাতের খানা খাওয়াইবার জন্য লোকেরা সাথে করিয়া লইয়া যায়। আমাকে কেউ না নেওয়ায় আমি সেখানেই রহিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পর হযূর (সা) সেই পথ দিয়া কোথায়ও যাইতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? আমি বলিলাম, আমি ইব্ন মাসউদ। হযূর (সা) বলিলেন, কি ব্যাপার খানা খাওয়াইবার জন্য তোমাকে কি কেউ লইয়া গেল না? বলিলাম : জ্বি, না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি আমার সাথে চলো, হয়ত কোন ব্যবস্থা করিতে পারিব। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, অতঃপর আমরা উম্মে সালামার হুজরার নিকট যাই। আমাকে বাহিরে রাখিয়া হযূর (সা) ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পর হুজরার ভিতর হইতে একজন দাসী আসিয়া বলিল : হযূর (সা) ঘরে আপনার জন্য কিছুই পান নাই। আপনি আপনার জায়গায় চলিয়া যান। অতঃপর আমি মসজিদে চলিয়া গেলাম এবং কতগুলি কংকর একত্রিত করিয়া উহার উপর মাথা রাখিয়া গায়ে কাপড় জড়াইয়া শুইয়া পড়িলাম। একটু পর সেই দাসীটি আসিয়া আমাকে বলিল, চলুন, রাসূলুল্লাহ (সা) আপনাকে যাইতে বলিয়াছেন। আমি তাহার সাথে যাইতে লাগিলাম। আর মনে মনে এই আশা করিতেছিলাম যে, হয়ত খাবারের কোন ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। আমি পৌঁছার পর খেজুরের একটি তাজা ডাল হাতে লইয়া হযূর (সা) ঘর হইতে বাহির হইলেন। ডালটি আমার বুকের উপর রাখিয়া হযূর (সা) বলিলেন, আমি যেইখানে যাইতেছি তুমি কি আমার সাথে সেইখানে যাইবে? আমি বলিলাম ۞ اللَّهُ ۞ তিনি তিনবার আমাকে এই প্রশ্ন করিলেন। আর আমি ۞ اللَّهُ ۞ বলিয়া উত্তর দিলাম। অতঃপর তিনি রওয়ানা হইলেন। আর আমিও তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা ‘বাকী গারকাদ’ নামক স্থানে পৌঁছিলাম। অতঃপর একটি বৃত্ত আঁকিয়া তিনি আমাকে বলিলেন : তুমি এইখানে বসিয়া থাক। আমি আসিবার পূর্ব পর্যন্ত একটুও নড়াচড়া করিও না। অতঃপর তিনি হাঁটিতে লাগিলেন আর আমি খেজুর বৃক্ষের ফাঁক দিয়া হুজুরের প্রতি তাকাইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর যখন তিনি আড়ালে চলিয়া গেলেন। তখন আমি একটি প্রচণ্ড শোরগোলের শব্দ শুনিতো পাইয়া সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলাম। আমার মনে এই সন্দেহ জাগ্রত হইল যে, সম্ভবত হাওয়াজেন গোত্র রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করিবার জন্য তাঁহার সাথে প্রতারণা করিয়াছে। আমি কাছীর-৩২

বাড়িতে গিয়া লোকজন লইয়া আসিয়া হুযূর (সা)-এর সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলাম। কিন্তু তখন আমার স্বরণ হইল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তো এই জায়গা ত্যাগ করিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর শুনিতে পাইলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) লাঠি দ্বারা কাহাদেরকে যেন শাসন করিতেছেন এবং বলিতেছেন তোমরা বসিয়া পড়। তাহারা বসিয়া পড়িল। এইভাবে গোটা রাত কাটিয়া গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যাওয়ার পর তুমি কি ঘুমাইয়াছিলে? আমি বলিলাম, না, ঘুমাই নাই। তবে আমি খুবই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এমনকি আপনার সাহায্যার্থে বাড়িতে গিয়ে লোকজন ডাকিয়া আনিবার জন্য মনস্থ করিয়াছিলাম। আমি ধারণা করিয়াছিলাম যে, হাওয়াজেন গোত্র আপনাকে হত্যা করিবার জন্য আপনার সাথে প্রতারণা করিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি যদি এই বৃত্ত হইতে বাহির হইতে তাহা হইলে তাহারা তোমাকে ছিনাইয়া লইয়া যাইত। আচ্ছা, তুমি কি কিছু দেখিয়াছ? আমি বলিলাম, সাদা পোষাক পরিহিত কিছু কালো লোক দেখিতে পাইয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, উহারা নাসীবীনের জ্বিন প্রতিনিধি। আমার নিকট আসিয়া তাহারা খাদ্য চাহিয়াছে। ফলে প্রতিটি হাড়ি ও গোবরকে আমি তাহাদের খাদ্যরূপে নির্বাচন করিয়া দিয়াছি। আমি বলিলাম, উহা দ্বারা তাহাদের কি উপকার হইবে? হুযূর (সা) বলিলেন : তাহাদের জন্য যে কোন হাড়িই পূর্বের ন্যায় পোশতে ভরপুর হইয়া যায় এবং খাওয়ার পূর্বে ফাছা ছিল তাহারা গোবরে তাহা পাইয়া থাকে। সুতরাং কেউ যেন হাড়ি আর গোবর দ্বারা ইস্তিজা না করে। এই সনদটি খুবই গরীব। উহাতে একজন রাবী এমন রহিয়াছেন যাহার নাম উল্লেখ করা হয় নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আবু নুআইম (র) যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন মদীনার মসজিদে ফজরের সালাতের ইমামতি করিলেন। সালাত শেষে চলিয়া যাইবার সময় তিনি বলিলেন, আজ রাতে জ্বিন প্রতিনিধির কাছে যাইব। আমার সাথে তোমাদের মধ্য হইতে কে যাইবে? তিনবার বলার পরও কেউ কোন উত্তর দিল না। হুযূর (সা) আমার কাছে আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। আমি তাঁহার সাথে হাঁটিতে লাগিলাম। মদীনার পাহাড়সমূহ অতিক্রম করিয়া আরো সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আমরা একটি বালুকাময় প্রান্তরে উপনীত হইলাম। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে, দেহের নিম্নাংশে পোষাক পরিহিত কয়েকজন দীর্ঘকায় লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার দেহে প্রচণ্ড কম্পন শুরু হইয়া গেল। ঘটনার অবশিষ্টাংশ পূর্বে বর্ণিত ইব্ন মাসউদের বর্ণনার মতই। হাদীসটি গরীব বলিয়া বিবেচিত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

জ্বিন প্রতিনিধি সম্পর্কে বর্ণিত হাফিজ আবু নুআইমের বর্ণিত আরেকটি হাদীস নিম্নরূপ :

আবু মুহাম্মদ ইব্ন হাব্বান (র) ইব্রাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন : ইব্রাহীম (র) বলেন : হযরত আব্দুল্লাহর এক দল সাথী হজ্জের উদ্দেশ্যে সফরে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে তাহারা দেখিতে পাইলেন যে, সাদা বর্ণের একটি সর্প রাস্তার উপর পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা হইতে শিশুক আশ্রয়ের ঘ্রাণ ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমি সাথীদিগকে বলিলাম, তোমরা চলিয়া যাও। আমি দেখি এই সর্পের পরিণাম কি দাঁড়ায়। ইব্রাহীম (র) বলেন, আমার সাথীরা চলিয়া যাওয়ার অল্পক্ষণ পরই সাপটি মরিয়া গেল। ফলে আমি সাপটিকে ছোট টুকরা সাদা কাপড়ে পেঁচাইয়া রাস্তার পার্শ্বে দাফন করিয়া রাখিলাম। অতঃপর রাতের খাবারের সময় আমি আমার সাথীদের সাথে মিলিত হইলাম। ইব্রাহীম (র) বলেন, আমরা তখনও সেখানেই বসা। ইত্যবসরে পশ্চিম দিক হইতে চারজন মহিলা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের একজন বলিল, তোমাদের মধ্যে কে উমরকে দাফন করিয়াছে? আমরা বলিলাম : উমর কে? তাহাতো তোমাদের মধ্যে কে উমরকে দাফন করিয়াছে? ইব্রাহীম (র) জানি না। মহিলাটি বলিল, তোমাদের কে সর্পটি দাফন করিয়াছে? ইব্রাহীম (র) বলেন, আমি বলিলাম, আমিই দাফন করিয়াছি। মহিলাটি বলিল, আল্লাহর শপথ! তোমরা একজন পাক সাওম পালনকারী ও সালাত কায়মকারীকে দাফন করিয়াছ। সে তোমাদের নবীর উপর ঈমান আনিয়াছিল এবং মুহাম্মদ (সা) নবীরূপে আগমন করিবার চারশত বছর পূর্বেই আসমান হইতে তাঁহার গুণাবলী শ্রবণ করিয়াছিল। ইব্রাহীম (র) বলেন, অতঃপর আমরা আল্লাহর গুণ বর্ণনা করিলাম এবং হজ্জ সমাপনান্তে হযরত উমর (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আমি তাহাকে সাপের ঘটনাটি শুনাইলাম। হযরত উমর (রা) ঘটনাটি শুনিয়া বলিলেন, মহিলাটি ঠিকই বলিয়াছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, لَقَدْ آمَنَ بِي قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ অর্থাৎ আমি নবীরূপে প্রেরিত হওয়ার চারশত বছর পূর্বে সে আমার প্রতি ঈমান আনিয়াছে। এই হাদীসটি নিতান্ত গরীব বলিয়া বিবেচিত।

এক বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, দাফন করা লোকটি ছিল সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল। আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যেই নয়জন জ্বিন আসিয়াছিল এই দাফনকৃত জ্বিনটি তাহাদের একজন, যিনি সর্বশেষ মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

আবু নু'আইম (র) মুয়ায ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন। মুআয ইবনে আব্দুল্লাহ (র) বলেন, আমি একদিন উসমান ইব্ন আফফান (রা)-এর কাছে বসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আমিরুল মু'মিনীন! একদিন আমি এক ময়দানে গিয়া দেখিতে পাইলাম যে, দুইটি সাপ পরস্পর লড়াই করিতেছে। অতঃপর একটি অপরটিকে মারিয়া ফেলিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি

লড়াই ক্ষেত্রে যাইয়া দেখি তথায় অসংখ্য সাপ মৃত্যুবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে এবং কাহারো কাহারো দেহ হইতে ইসলামের সৌরভ ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমি এক এক করিয়া সকলের ঘ্রাণ লইতে লাগিলাম : অবশেষে হলুদ বর্ণের হালকা পাতলা একটি সাপ হইতে ইসলামের ঘ্রাণ আসিতে লাগিল। আমি আমার পাগড়ীতে পেঁচাইয়া তাহাকে দাফন করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলাম। ইত্যবসরে আমি একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। কে যেন বলিতেছেন, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দান করুন। এই সর্প দুইটি জ্বিনদের বনু শা'আয়ান ও বনু কায়েস গোত্রের ছিল। তাহাদের ঝগড়া ও হত্যাকাণ্ড সবই তুমি প্রত্যক্ষ করিয়াছ। তুমি যাহাকে দাফন করিয়াছ, সে ছিল একজন শহীদ। সে তাহাদেরই একজন ছিল যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কুরআন তিলাওয়াত শুনিয়াছিল।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উসমান (রা) অতঃপর লোকটিকে বলিলেন, তুমি যদি সত্য বলিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি একটি বিস্ময়কর ঘটনাই দেখিয়াছ। আর যদি মিথ্যা বলিয়া থাক তবে মিথ্যার পরিণাম তুমি নিজেই ভোগ করিবে।

আয়াতের বিশ্লেষণ

وَأذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ
দল জ্বিনকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম তাহারা কুরআন শুনিতেছিল।

فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا
তাহারা বলিল, চুপ কর। অর্থাৎ জ্বিনরা নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া ভদ্রতা রক্ষার্থে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, তোমরা চুপচাপ কুরআন শ্রবণ কর।

বায়হাকী (র) জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, হযূর (সা) একদিন সাহাবা-ই কিরাম (রা)-এর সম্মুখে সূরায় আরাহমান আদ্যোপান্ত তিলাওয়াত করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন : কি ব্যাপার, তোমরা যে চুপ করিয়া রহিয়াছ? জ্বিনরাই তো তোমাদের চাইতে ভালো উত্তর দিতে পারে। আমি তাহাদের সম্মুখে تَوَمَّاءُ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করিবে, পাঠ করিবার সাথে সাথে তাহারা এই বলিয়া উত্তর দিয়াছিল যে, وَلَا يَشِينِي مِنَ الْإِنِّكَ وَنِعْمَكَ رَبَّنَا نَكْذِبُ فَلَكِ الْخَمْدُ (আপনার কোন নিয়ামতকেই আমরা মিথ্যা বলিব না, যাবতীয় প্রশংসা আপনারই প্রাপ্য)। ইমাম তিরমিযী (র) আবু মুসলিম আবদুর রহমান ইবন ওয়াকিদ (র)-এর মাধ্যমে ওলীদ ইবন মুসলিম (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি গরীব। যুহাইর (র) হইতে ওলীদ

কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ব্যতীত অন্য কোথাও আমি উহা পাই নাই। ইমাম বায়হাকী (র) মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ তাতিরীর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

فَلَمَّا قُضِيَ
যখন সমাপ্ত হইল অর্থাৎ যখন তিনি কুরআন পাঠ হইতে অবসর হইলেন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন,

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ
দুই দিনে সপ্ত আকাশ সমাপ্ত করেন।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
যখন সালাত সমাপ্ত করা হইবে।

فَإِذَا أَقْبَضْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ
যখন তোমরা তোমাদিগের হজ্জ কার্য সমাপন করিবে।

وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ
তাহারা নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল সতর্ককারীরূপেই।

অর্থাৎ জ্বিনরা হযূর (সা)-এর মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছে নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গিয়া তাহারা সেই সম্পর্কে নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়াছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

لَيَتَفَقَّهُوهُ فِي الدِّينِ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
তাহারা যেন দীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং নিজ সম্প্রদায়ের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে সতর্ক করে, যাহাতে তাহারা সতর্ক হইতে পারে।

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জ্বিনদের নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হইয়াছিল কিন্তু রাসূল পাঠানো হয় নাই। রাসূল না পাঠানোর ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى
তাহারা সকলেই ছিলেন গ্রামের অধিবাসী।' অন্যত্র বলিয়াছেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ
'আপনার পূর্বে আমি যত নবী পাঠাইয়াছি তাহারা সকলেই আহাৰ করিতেন ও বাজারে হাঁটিতেন।'

ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

وَجَعَلْنَا فِي نُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
নবুওয়াত ও কিতাব রাখিয়াছি।'

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ইবরাহীম (আ)-এর পর যত নবী রাসূলের আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাহারা সকলেই ছিলেন তাহারই বংশের। সূরা আন'আমে বলা হইয়াছে : **يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ** হে জ্বিন ও মানব জাতি! তোমাদিগের নিকট কি তোমাদিগের হইতে রাসূলগণ আসেন নাই?

ইহার তাৎপর্য এই যে, আয়াতে জ্বিন ও মানবজাতি উভয়কে সম্মিলিতভাবে সম্বোধন করা হইয়াছে। অতএব রাসূল আগমনের ব্যাপারটি কোন এক জাতির সাথে সম্পৃক্ত হইবে। তাহারা হইল মানুষ। আয়াতের অর্থ এই রকম হইবে যে, হে জ্বিন ও মানুষ! তোমাদিগের দুই জাতির কোন এক জাতির মধ্য হইতে কি তাহাদিগের নিকট কোন রাসূল আসেন নাই? যেমন আল্লাহ তা'আলা এক আয়াতে বলিয়াছেন :

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ উভয় দরিয়া হইতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। এই আয়াত দ্বারা বাহ্যত উভয় দরিয়া হইতে মুক্তা ও প্রবাল নির্গত হয় বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে উভয় দরিয়া হইতে নয়, বরং দুই দরিয়ার যে কোন একটি হইতে মুক্তা ও প্রবাল উৎপন্ন হয়। অতঃপর জ্বিন সম্প্রদায় স্বজাতির নিকট যাইয়া যে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

তাহারা বলিল, 'হে আমাদিগের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করিয়াছি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে মূসার পরে।'

ঈসা (আ)-এর কথা এই জন্য উল্লেখ করা হয় নাই যে, ঈসা (আ)-এর কিতাব ইঞ্জিল মূলত তাওরাতেরই সম্পূরক ছিল। ওয়াজ নসীহতই ছিল তাহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। হালাল-হারামের মাসআলা ছিল নিতান্তই অল্প। সুতরাং তাওরাতই হইল আসল কিতাব। তাই জ্বিনরা ইন্জীলের কথা উল্লেখ না করিয়া কেবল তাওরাতের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

অনুরূপভাবে হুযূর (সা)-এর মুখে জিবরাঈল (আ)-এর প্রথম আগমনের সংবাদ শ্রবণ করিয়া ওয়ারাকা ইব্ন নওফল বলিয়াছিলেন, 'বাহ! বাহ! ইনি তো সেই দূত যিনি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আগমন করিতেন। হায়! আমি যদি আরো কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিতাম!'

ইহা ইহার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে। অর্থাৎ আল কুরআন পূর্ববর্তী নবীগণের উপর অবতীর্ণ কিতাব সমূহকে সমর্থনকারীরূপে আগমন করিয়াছে।

সত্য পথের দিকে পরিচালিত করে। অর্থাৎ কুরআন বিশ্বাস ও সংবাদের ব্যাপারে সত্যের সন্ধান দেয়। **وَالْيَ طَرِيقُ مُسْتَقِيمٌ** এবং সরল পথের দিকে অর্থাৎ কুরআন আমলের ক্ষেত্রে সরল পথের দিশা দেয়। কারণ কুরআনের প্রতিপাদ্য

বিষয় হইল দুইটি। একটি হইল খবর, অপরটি তলব। খবর সত্য আর তলব হইল ন্যায্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا তোমার প্রতিপালকের কথা সত্য ও ন্যায্যরূপে পরিপূর্ণ হইয়াছে। আল্লাহ সুবহানুহু তা'আলা আরো বলিয়াছেন :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ তিনি তাহার রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য ধর্ম লইয়া পাঠাইয়াছেন। এই আয়াতে **هُدَىٰ** অর্থ কল্যাণকর ইল্ম আর **دِينِ الْحَقِّ** এর অর্থ সৎকার্য। অনুরূপভাবে জ্বিন সম্প্রদায় বলিল **يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ** কুরআন সত্য পথের সন্ধান দেয়। **وَالْيَ طَرِيقُ مُسْتَقِيمٌ** এবং সরল সহজ পথের সন্ধান দেয় অর্থাৎ আকীদার ক্ষেত্রে সত্য পথের সন্ধান দেয় এবং আমলিয়াতের ক্ষেত্রে সহজ পথের সন্ধান দেয়।

"হে আমাদের জাতি! তোমরা আল্লাহর প্রতি আস্থানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাহার প্রতি ঈমান আন।"

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে জ্বিন ও মানুষ উভয় জাতির প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন। তাই তিনি জ্বিন জাতিতে আল্লাহর প্রতি আস্থান করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে এমন একটি সূরা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন যেখানে আল্লাহ তা'আলা উভয় জাতিতে সম্বোধন করিয়াছেন এবং উভয়ের প্রতি বিধান জারী করিয়াছেন ও ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হইল সূরা আর রাহমান। এইজন্য আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, **أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ** "তোমরা আল্লাহর প্রতি আস্থানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।"

"আল্লাহ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন।" কেহ কেহ বলেন এই আয়াতে **من** হরফটি অতিরিক্ত। তবে এই ধারণাটি আপত্তিজনক। কারণ ইতিবাচক বাক্যে এই ধরনের ব্যবহারের কোনো নিয়ম নাই।

কাহারো মতে **من** হরফটি **تَبَعِيضٍ** তথা অংশ বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের কিছু পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

"এবং তিনি তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে তাহার যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন।

কতিপয় আলিম এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, মু'মিন জ্বিনরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। সৎ কর্মশীল ঈমানদার জ্বিনদিগকে কিয়ামতের দিন দোষখের শাস্তি হইতে রক্ষা করা হইবে। ইহা তাহাদের প্রতিদান। ইহার চাইতে আরো উন্নত মর্যাদা দেওয়া হইলে এইখানে তাহাও উল্লেখ করা হইত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, “মু'মিন জ্বিনরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। কারণ উহারা ইবলিসের বংশধর আর ইবলিসের বংশ জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।”

তবে নির্ভরযোগ্য সঠিক মত এই যে, “ঈমানদার মানুষের ন্যায় ঈমানদার জ্বিনরাও জান্নাতে প্রবেশ করিবে।” এই দাবীর সপক্ষে কেহ কেহ **نَمْ يَطْمِئْتُهُنَّ اَنْسُ قَبْلَهُمْ** কেহ কেহ **وَلَا جَانُ** “ইহাদিগকে ইতিপূর্বে কোনো মানুষ বা জ্বিন স্পর্শ করে নাই” আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করিতে চাহিয়াছেন। তবে এই দলিলটি আপত্তিজনক। নিম্নোক্ত আয়াতটি ইহার উত্তম ও উপযুক্ত দলিল।

وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ رِيكْمًا تَكْذِبَانِ

“আর যে তাহার প্রতিপালকের উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে তাহার জন্য রহিয়াছে দুইটি জান্নাত। অতএব হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করিবে?”

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জ্বিন ও মানুষের প্রতি প্রদত্ত স্বীয় অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সৎকর্মশীল মানুষ ও জ্বিনদের প্রত্যেককে দুইটি করিয়া জান্নাত দেওয়া হইবে।

এই আয়াতটি শ্রবণ করিয়া মানুষের তুলনায় জ্বিনরাই অধিকতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল,

لَا يَشِينِي مِّنَ الْأَنْكَ رَبَّنَا نَكْذِبُ فَلَا الْحَمْدُ “হে প্রভু! তোমার কোনো নিয়ামতকেই আমরা অস্বীকার করিব না। সকল প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য”।

এমন তো হইতে পারে না যে, আল্লাহ তা'আলা জ্বিনদিগকে এমন নিয়ামত দান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যাহা মূলত তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না।

আরেকটি প্রমাণ ইহাও দেওয়া যাইতে পারে যে, যখন ইনসাফের দাবী অনুযায়ী কাফির জ্বিনদিগকে যখন দোষখে নিষ্ক্ষেপ করা হইবে, তাহা হইলে অনুগ্রহের দাবী অনুযায়ী মু'মিনদিগকে জান্নাত প্রদান করা হইবে, ইহাই যুক্তিসঙ্গত কথা। নিম্নোক্ত আয়াতটিও এই দাবীর প্রমাণস্বরূপ পেশ করা যাইতে পারে। আল্লাহ বলিয়াছেন :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا “যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে, জান্নাতুল ফিরদাউস তাহাদের অতিথিশালা।”

এই আয়াতের ব্যাপকতা প্রমাণ করে যে, কেবল মানুষই নয়, বরং জ্বিন জাতিকেও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করা হইবে। এই ধরনের আরো অসংখ্য আয়াত রহিয়াছে। আলহামদু লিল্লাহ! পৃথক একটি গ্রন্থে আমি এই মাসআলাটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। আরো গুনুন, সকল ঈমানদার জান্নাতে প্রবেশ করার পরও জান্নাতের অনেক

জায়গা শূন্য রহিয়া যাইবে। তাহা হইলে ঈমানদার ও নেককার জ্বিনরা তাহাতে প্রবেশ করিতে বাধা কোথায়? আরো গুনুন, আয়াতে দুইটি কথা উল্লেখ করা হইয়াছে গুনাহ্ মাফ ও দোষখ থেকে মুক্তি। এই দুই জিনিস সাব্যস্ত হওয়ার পর জান্নাত অপরিহার্য হইয়া পড়ে। কারণ আখিরাতে জান্নাত আর জাহান্নাম ছাড়া তৃতীয় কোন স্থান নাই। সুতরাং যেই ব্যক্তি জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইল সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। উপরন্তু জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাওয়া সত্ত্বেও মু'মিন জ্বিনকে জান্নাত দেওয়া হইবে না এমন কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। কেহ যদি এমন প্রমাণ পেশ করিতে পারে আমরা তাহা মানিয়া নেওয়ার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি।

দেখুন হযরত নূহ (আ) তাহার জাতিকে বলিতেছেন :

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ “আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া

দিবেন এবং তোমাদিগকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন।” এই আয়াতে জান্নাতে প্রবেশের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। তাই বলে এই কথা বলা যাইবে না যে, নূহ (আ)-এর উম্মতরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। বরং সর্বসম্মতিক্রমে তাহারা জান্নাতী। উমর ইবন আব্দুল আযীয বলিয়াছেন, জ্বিনরা জান্নাতের মধ্যভাগে স্থান পাইবে না, বরং জান্নাতের আশেপাশে অবস্থান করিবে। কেহ কেহ বলেন, তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং মানুষ তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে কিন্তু তাহারা মানুষকে দেখিতে পাইবে না। অবস্থাটা ঠিক দুনিয়ার বিপরীত হইবে। কেহ বলেন, তাহারা জান্নাতে পানাহার করিবে না বরং ফেরেশতার ন্যায় তাসবীহ তাহলীলই হইবে তাহাদের খাদ্য। কিন্তু সব ক'টি মতই আপত্তিকর ও ভিত্তিহীন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে বলিতেছেন :

وَمَنْ لَّيْجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ “কেহ যদি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করিতে পারিবে না।” বরং আল্লাহর শক্তি তাহাকে বেটন করিয়া রাখিয়াছে।

وَلَيْسَ لَهُمْ مِّنْ نُّونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءُ “আল্লাহ ব্যতীত তাহাদিগের কোন বন্ধু থাকিবে না।” অর্থাৎ তাহাদিগের কেউ তাহাকে আশ্রয় দিবে না ও আল্লাহর শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।

أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ “তাহারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।” এইখানে লক্ষণীয় যে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে যুগপৎ ভীতি প্রদর্শন ও উৎসাহ প্রদানের পথ অবলম্বন করা হইয়াছে। দীন প্রচারের জন্য এই পদ্ধতি খুবই উত্তম ও ফলপ্রদ—একদিকে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে অপরদিকে ভয় দেখানো হইয়াছে। এইজন্য তাহারা অধিকাংশই হিদায়াত লাভ করিয়াছে এবং দলে দলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া ইসলাম কবুল করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(৩৩) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَغْنَى بِخَلْقِهِنَّ بِقُدْرِهِ عَلَى أَنْ يَبْجِيَءَ الْمَوْتَةَ بَلَى إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(৩৪) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ۖ

قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

(৩৫) فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَتْهُمْ أَيَّامٌ مِّن مَّا يُوعَدُونَ ۖ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْدَىٰ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ۝

৩৩. উহারা কি অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সকলের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নাই, তিনি মৃতের জীবন দান করিতেও সক্ষম? বস্ত্ত তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩৪. যে দিন কাফিরদিগকে উপস্থিত করা হইবে জাহান্নামের নিকট, সে দিন উহাদিগকে বলা হইবে, 'ইহা কি সত্য নহে?' উহারা বলিবে, 'আমাদিগের প্রতিপালকের শপথ! ইহা সত্য।' তখন তাহাদিগকে বলা হইবে, 'শাস্তি আন্বাদন কর। কারণ তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।'

৩৫. অতএব, তুমি ধৈর্যধারণ কর যেমন ধৈর্যধারণ করিয়াছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। উহাদিগের জন্য তাড়াহুড়া করিবেন না। উহাদিগকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহা যে দিন তাহারা প্রত্যক্ষ করিবে, সেদিন উহাদিগের মনে হইবে, উহারা যেন দিবসের এক দণ্ডের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করে নাই। ইহা এক ঘোষণা, সত্য ভাগী সম্প্রদায় ব্যতীত কাহাকেও ধ্বংস করা হইবে না।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, যাহারা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করে এবং স্বশরীরে কিয়ামত দিবসে উপস্থিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে, তাহারা কি দেখে না যে, আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে সৃষ্টি করিয়াছেন?

“এবং এই সকলের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নাই।” অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলাকে ক্লান্ত করিয়া তুলে নাই বরং তিনি “হও” বলিয়াছেন, আর উহা নির্বিবাদে, নির্দিধায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে হইয়া গিয়াছে। আল্লাহর নির্দেশের ব্যত্যয় করিবে এমন সাধ্য কার? সকলেই তাঁহার সম্মুখে ভীত-সন্ত্রস্ত। এমন প্রবল প্রতাপান্বিত মহা পরাক্রমশালী শক্তিমান আল্লাহ কি মৃত মানুষগুলিকে পুনরায় সৃষ্টি করিতে পারিবেন না? যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন :

لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
“আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টি হইতে বড়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।” তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন,

“বস্ত্ত তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।” অতঃপর কাফিরদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :
“যেদিন কাফিরদিগকে জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হইবে সেই দিন তাহাদিগকে বলা হইবে, ইহা কি সত্য নহে?”

অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবার পূর্বে কাফিরদিগকে জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, কেমন! তোমাদিগকে যাহা বলা হইয়াছে উহা কি সত্যরূপে পাইয়াছে? ইহা কি যাদু? না-কি তোমরা কিছুই দেখিতেছ না?

“তাহারা বলিবে, হ্যাঁ, আমাদিগের প্রতিপালকের শপথ!” অর্থাৎ তখন তাহারা বাধ্য হইয়া স্বীকার করিবে যে, ইহা সবই সত্য।

“আল্লাহ বলিবেন, তোমরা শাস্তি আন্বাদন কর, কারণ তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।” অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদিগের নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নির্দেশ দিয়া বলিতেছেন :

“অতঃএব তুমি ধৈর্যধারণ কর যেমন ধৈর্যধারণ করিয়াছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।”

অর্থাৎ পূর্ব যুগের রাসূলদিগকে তাহাদিগের সম্প্রদায় মিথ্যা প্রতিপন্ন করায় তাহারা যেমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে ধৈর্যধারণ করিয়াছেন, আপনিও তেমন ধৈর্যধারণ করুন।

التَّعَزُّمُ তথা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রসূলের সংখ্যা কত এই ব্যাপারে উলামাদের মতবিরোধ রহিয়াছে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে, হযরত নূহ্ (আ) ইবরাহীম (আ), মুসা (আ), ঈসা ও খাতামুল আখিয়া (সা)। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আহযাব ও সূরা শূরার দুইটি আয়াতে বিশেষভাবে ইহাদিগের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। হইতে পারে আল্লাহ্ তা'আলা التَّعَزُّمُ দ্বারা সকল নবী-রাসূলকেই বুঝাইয়াছেন। এই অর্থে مِنَ الرَّسُولِ এর হরফটি জাতি বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে বলিতে হইবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

ইব্ন আবু হাতিম (র) বর্ণনা করেন, মাসরুক (র) বলেন, হযরত আয়িশা (রা) আমাকে বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন সাওম পালন করিলেন। পরদিন উপবাস কাটাইলেন, আবার সাওম পালন করিলেন। অতঃপর উপবাস কাটাইলেন, পরদিন সাওম পালন করিলেন, অতঃপর উপবাস কাটাইলেন, অতঃপর বলিলেন, হে আয়িশা! মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার বংশধরদের জন্য দুনিয়া শোভা পায় না। আয়িশা, পার্থিব জীবনের বিপদাপদে ধৈর্যধারণ ও ভোগ-বিলাস হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণকে নির্দেশ দিয়াছেন। আমাকেও অনুরূপ কষ্ট দিয়া ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন :

فَصَبِرْ كَمَا صَبَرَ أَوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُولِ 'দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ যেমন ধৈর্যধারণ করিয়াছিল তুমিও অনুরূপ ধৈর্যধারণ কর।' আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, 'আমি অবশ্যই অবশ্যই তাঁহাদিগের ন্যায় ধৈর্যধারণ করিব। শক্তি দেওয়ার মালিক আল্লাহ্।'

“আর তাঁহাদিগের জন্য তাড়াহুড়া করিবেন না।” অর্থাৎ তাঁহাদিগের নিকট আযাব আসার ব্যাপারে আপনি তাড়াহুড়া করিবেন না।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন,

فَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهْلَهُمْ قَلِيلًا 'আমাকেও বিলাস সামগ্রীর অধিকারীদিগকে ছাড়িয়া দাও, আর কিছুকালের জন্য তাঁহাদিগকে সুযোগ দাও।’

“অতএব কাফিরদিগকে অবকাশ দাও, তাঁহাদিগকে অবকাশ দাও কিছুকালের জন্য।”

“তাঁহাদিগকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহা যেদিন তাহারা প্রত্যক্ষ করিবে সেদিন তাঁহাদিগের মনে হইবে তাঁহারা যেন দিবসের একদণ্ডের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করে নাই।”

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন :

كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (কিয়ামত) প্রত্যক্ষ করিবে সেই দিন তাঁহাদিগের মনে হইবে যেন তাঁহারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা বা এক প্রভাত অবস্থান করিয়াছে।”

“এবং যেদিন তিনি তাঁহাদিগকে একত্র করিবেন সেদিন তাঁহাদিগের অবস্থিতি দিবসের মুহূর্তকাল মাত্র ছিল, তাঁহারা পরস্পরকে চিনিবে।” بَلَاغٌ (ইহা এক ঘোষণা)।

ইব্ন জারীর বলিয়াছেন, بَلَاغٌ এর দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, ইহা মূলত ছিল لُبْتُ بَلَاغٌ অর্থাৎ দুনিয়ায় অবস্থান করা ছিল কেবল দীন প্রচারের জন্য। দ্বিতীয়ত, মূল বাক্য هَذَا الْقُرْآنُ بَلَاغٌ ছিল। অর্থাৎ আল-কুরআন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে একটি ঘোষণা।

“সত্যত্যাগী সম্প্রদায় ব্যতীত কাহাকেও ধ্বংস করা হইবে না।” অর্থাৎ যে নিজের জন্য ধ্বংস ডাকিয়া আনে আল্লাহ্ কেবল তাহাকেই ধ্বংস করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা আল্লাহ্র ন্যায়-নীতির পরিচয় যে, তিনি শাস্তির উপযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া কাহাকেও ধ্বংস করেন না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন,

“ইহা এইজন্য যে, যাহারা কুফরী করে তাহারা মিথ্যার অনুসরণ করে।” অর্থাৎ আমি কাফিরদিগের আমল ব্যর্থ এবং মু'মিনদিগের অপরাধ ক্ষমা ও তাহাদিগের অবস্থা ভাল করিয়া দেই। এইজন্য যে, যাহারা কুফরী করে তাহারা সত্য পরিহার করিয়া মিথ্যার অনুসরণ করে।

“وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ سَتُؤْتُوا لَهُمْ حَتَّىٰ يُصْرَبُوا بِأَنَّهُمْ مُّكْرَمُونَ” অর্থাৎ “আর যাহারা ঈমান আনে তাহারা সত্যের অনুসরণ করে।”

“كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ لِيَتَذَكَّرُوا” এইভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য তাহাদিগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। অর্থাৎ আল্লাহ মানুষের জন্য তাহাদিগের কর্মফল ও পরিণামের কথা স্পষ্ট বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(১) فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْمَمْتُمْ

هُمْ فَشَدُّوا الوُثَاقَ ۖ فَإِمَّا مَتًّا بَعْدُ ۖ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الحَرْبُ

أُوزَارَهَا ۗ ذَٰلِكَ ذِكْرُكَ بِشَاءِ اللَّهِ لَا تَتَّصِرُ مِنْهُمْ ۖ وَلَكِنْ لِّيَبْلُؤَا

بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ۖ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ

أَعْمَالَهُمْ ۗ

(২) سَيُهْدِيهِمْ وَيُصَلِّحُ بِالْحَمِّ ۗ

(৩) وَيُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ۗ

(৪) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۗ

(৫) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمُ ۖ وَأَصَلَ أَعْمَالَهُمْ ۗ

(৬) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ۖ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۗ

৪. অতএব যখন তোমরা কাফিরদিগের সহিত যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাহাদিগের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিবে তখন উহাদিগকে কষিয়া বাঁধিবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাইবে যতক্ষণ না যুদ্ধ ইহার অস্ত্র নামাইয়া ফেলে। ইহাই বিধান। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে শাস্তি দিতে পারিতেন কিন্তু তিনি চাহেন তোমাদিগের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করিতে। যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনও তাহাদিগের কর্ম বিনষ্ট করিয়া দেন না।

৫. তিনি তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাহাদিগের অবস্থা ভাল করিয়া দেন।

৬. তিনি তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার কথা তিনি তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন।

৭. হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদিগের অবস্থান দৃঢ় করিবেন।

৮. যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাহাদিগের কর্ম ব্যর্থ করিয়া দিবেন।

৯. ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন উহারা তাহা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ উহাদিগের কর্ম নিষ্ফল করিয়া দিবেন।

তাফসীর : মুশরিকদিগের সাথে যুদ্ধ করিবার নীতি নির্ধারণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদিগকে বলিতেছেন : فَضَرْبِ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْمَمْتُمْ “যখন তোমরা কাফিরদিগের সহিত যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাহাদিগের গর্দানে আঘাত কর।” অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা কাফিরদিগের মুখোমুখি হও এবং তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ শুরু কর তখন তোমরা তরবারীর আঘাতে তাহাদিগের গর্দান উড়াইয়া দাও। فَشَدُّوا الوُثَاقَ ۖ “পরিশেষে যখন তোমরা উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিবে।” অর্থাৎ যখন তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিয়া ধ্বংস করিবে। فَتَعَسَا لَهُمُ ۖ “তোমরা উহাদিগকে কষিয়া বাঁধিবে।” অর্থাৎ তাহাদিগের যাহারা ধরা পড়িয়া বন্দীরূপে তোমাদিগের হস্তগত হইবে তাহাদিগকে মজবুতভাবে বাঁধিয়া ফেলিবে। যুদ্ধ শেষে বন্দীদিগের ব্যাপারে তোমাদের জন্য দুইটি অধিকার থাকিবে। হয়ত মুক্তিপণ লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে নতুবা কোন মুক্তিপণ ছাড়াই অনুগ্রহপূর্বক তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া দিবে।

বাহ্যত মনে হয় যে, এই আয়াতটি বদর যুদ্ধের পর অবতীর্ণ হইয়াছে। কারণ অল্প সংখ্যক লোককে হত্যা করা ও অধিক সংখ্যক লোককে বন্দী করিয়া মুক্তিপণ লইয়া

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন,

“ইহা এইজন্য যে, যাহারা কুফরী করে তাহারা মিথ্যার অনুসরণ করে।” অর্থাৎ আমি কাফিরদিগের আমল ব্যর্থ এবং মু'মিনদিগের অপরাধ ক্ষমা ও তাহাদিগের অবস্থা ভাল করিয়া দেই। এইজন্য যে, যাহারা কুফরী করে তাহারা সত্য পরিহার করিয়া মিথ্যার অনুসরণ করে।

“وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ” আর যাহারা ঈমান আনে তাহারা সত্যের অনুসরণ করে।”

“كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ” এইভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য তাহাদিগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।” অর্থাৎ আল্লাহ মানুষের জন্য তাহাদিগের কর্মফল ও পরিণামের কথা স্পষ্ট বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(৪) فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْمَنَّتُمْ

هُمْ فَتَشْتَدُّوا الْوَتَاقَ ۖ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضْمَعَ الْحَرْبُ

أُوزَارَهَا ۗ ذَٰلِكَ وَكُلُوْا بِشَاءِ اللَّهِ لَا تَنْتَصِرْ مِنْهُمْ ۗ وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَ

بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ

أَعْمَالَهُمْ ۝

(৫) سَيُهْدِيهِمْ وَيُصَلِّهِمْ بِالْحَقِّ ۝

(৬) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝

(৭) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۝

(৮) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَصْلَ أَعْمَالَهُمْ ۝

(৯) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝

৪. অতএব যখন তোমরা কাফিরদিগের সহিত যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাহাদিগের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিবে তখন উহাদিগকে কষিয়া বাঁধিবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাইবে যতক্ষণ না যুদ্ধ ইহার অস্ত্র নামাইয়া ফেলে। ইহাই বিধান। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে শাস্তি দিতে পারিতেন কিন্তু তিনি চাহেন তোমাদিগের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করিতে। যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনও তাহাদিগের কর্ম বিনষ্ট করিয়া দেন না।

৫. তিনি তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাহাদিগের অবস্থা ভাল করিয়া দেন।

৬. তিনি তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার কথা তিনি তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন।

৭. হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদিগের অবস্থান দৃঢ় করিবেন।

৮. যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাহাদিগের কর্ম ব্যর্থ করিয়া দিবেন।

৯. ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন উহারা তাহা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ উহাদিগের কর্ম নিষ্ফল করিয়া দিবেন।

তাফসীর : মুশরিকদিগের সাথে যুদ্ধ করিবার নীতি নির্ধারণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদিগকে বলিতেছেন : فَضَرْبِ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْمَنَّتُمْ “যখন তোমরা কাফিরদিগের সহিত যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাহাদিগের গর্দানে আঘাত কর।” অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা কাফিরদিগের মুখোমুখি হও এবং হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু কর তখন তোমরা তরবারীর আঘাতে তাহাদিগের গর্দান উড়াইয়া দাও। إِذَا أَثْمَنَّتُمْ “পরিশেষে যখন তোমরা উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিবে।” অর্থাৎ যখন তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিয়া ধ্বংস করিবে। فَتَشْتَدُّوا الْوَتَاقَ “তোমরা উহাদিগকে কষিয়া বাঁধিবে।” অর্থাৎ তাহাদিগের যাহারা ধরা পড়িয়া বন্দীরূপে তোমাদিগের হস্তগত হইবে তাহাদিগকে মজবুতভাবে বাঁধিয়া ফেলিবে। যুদ্ধ শেষে বন্দীদিগের ব্যাপারে তোমাদের জন্য দুইটি অধিকার থাকিবে। হয়ত মুক্তিপণ লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে নতুবা কোন মুক্তিপণ ছাড়াই অনুগ্রহপূর্বক তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া দিবে।

বাহ্যত মনে হয় যে, এই আয়াতটি বদর যুদ্ধের পর অবতীর্ণ হইয়াছে। কারণ অল্প সংখ্যক লোককে হত্যা করা ও অধিক সংখ্যক লোককে বন্দী করিয়া মুক্তিপণ লইয়া

ছাড়িয়া দেওয়ায় আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদিগকে তিরস্কার করার ঘটনাটি বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গেই ঘটিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْأَىٰ حَتَّىٰ يَتَّخِذَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ -

“দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত কোন নবীর জন্য বন্দী রাখা শোভনীয় নয়। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর আর আল্লাহ চাহেন পরকালের কল্যাণ। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। পূর্ব হইতে বিধান না থাকিলে তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ তাহার জন্য মহাশাস্তি তোমাদিগের উপর আপতিত হইত।” কোন কোন আলিমের মতে যেই আয়াতে মুক্তিপণ লওয়া আর না লওয়ার ইখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে; পরবর্তীতে উহা রহিত হইয়া গিয়াছে। রহিতকারী আয়াত হইল,

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

“নিষিদ্ধ মাসসমূহ চলিয়া গেলে তোমরা কাফিরদিগকে যেখানে পাও হত্যা কর।” আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আয়াতটি “মানসূখ” হওয়ার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। সুদী, যাহ্‌হাক, কাতাদাহ ও ইব্ন জুরাইজ (র) একই মত পোষণ করিয়াছেন। অন্যদের মতে আয়াতটি মানসূখ নয়। ইহাদের সংখ্যাই অধিক। আবার কেহ কেহ বলেন : বিনিময় ছাড়া মুক্তি দেওয়া কিংবা মুক্তিপণ লইয়া ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যাপারে ইমামের অধিকার থাকিবে, তবে হত্যা করা তাহার জন্য বৈধ নয়। অন্যরা বলেন, হত্যা করার অধিকারও ইমামের থাকিবে। তাহাদের দলিল এই যে, মহানবী (সা) বদরের বন্দী নজর ইব্ন হারিছ ও উকবা ইব্ন আবু মু'আইতকে হত্যা করিয়াছিলেন। বন্দী সুমামাহ (রা)-কে মহানবী (সা) বলিয়াছিলেন যে, সুমামাহ, তোমার মতামত কি? বলো। তখন সুমামাহ ইব্ন উসাল (রা) বলিলেন : যদি আপনি (আমাকে) হত্যা করেন তাহা হইলে একজন রক্তের অধিকারী ব্যক্তিকেই হত্যা করিবেন, আর যদি দয়া করেন তাহা হইলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে দয়া করিবেন। আর যদি মুক্তিপণ চান, তাহা হইলে আপনি যাহা চাইবেন তাহাই দেওয়া হইবে।

ইমান শাফিয়ী (র) বলিয়াছেন : হত্যা, মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি, বিনিময় ছাড়া মুক্তি ও গোলাম বানাইয়া নেওয়া এই চারটি বিষয়ে ইমামকে অধিকার দেওয়া হইবে। আল্লাহর অনুগ্রহে কিতাবুল আহকামে আমি এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

“যতক্ষণ না যুদ্ধ তাহার অস্ত্র নামাইয়া ফেলে।” এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন : যতক্ষণ না ঈসা (আ) অবতরণ করিবেন। সন্তবত মুজাহিদ (র) মহানবী (সা)-এর বাণী عَلَىٰ ظَاهِرِينَ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَىٰ الدُّجَالِ “আমার একদল উম্মত সর্বদা সত্যের উপর জয়ী থাকিবে, এমনকি তাহাদের সর্বশেষ ব্যক্তিটি দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করিবে”—হইতে এই মতটি গ্রহণ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) জুবাইর ইব্ন নুফাইর (র) হইতে বর্ণনা করেন : তিনি বলেন : সালামা ইব্ন নুফাইল (রা) বলিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন : আমি ঘোড়া ত্যাগ করিয়াছি, অস্ত্র ফেলিয়া দিয়াছি এবং যুদ্ধ তাহার অস্ত্র রাখিয়া দিয়াছে। আমি আরো বলিয়াছি যে, এখন আর যুদ্ধ নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন :

الآن جَاءَ الْقِتَالُ لَاتْرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ يَزِيغُ اللَّهُ تَعَالَى قُلُوبَ أَقْوَامٍ فَيُقَاتِلُونَهُمْ وَيَرْزُقُهُمُ اللَّهُ مِنْهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ الْإِنِّ عَقَدَ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ بِالشَّامِ وَالخَيْلُ مَعْقُودَةٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

অর্থাৎ “যুদ্ধের সময় আসিয়া গিয়াছে। আমার একদল উম্মত মানুষের উপর সর্বদা জয়ী থাকিবে। বক্র স্বভাবের লোকেরা তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে জীবিকা দান করিবেন। এই অবস্থাতেই আল্লাহর নির্দেশ আসিয়া পড়িবে। মু'মিনদের স্থান হইল শামদেশ। কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে।” ইমাম নাসায়ী (রা) জুবাইর ইব্ন নুফাইর (র)-এর সূত্রে সালামাহ ইব্ন নুফাইল আল সালবী (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবুল কাসিম বাগবী (র) নাওয়াছ ইব্ন সাম'আন (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিজ আবু ইয়লা মুছেলী (র) দাউদ ইব্ন রশীদ (র) হইতে উক্ত সনদে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে বিগত কথা এই যে, এই হাদীসটি সালামা ইব্ন নুফাইল (র) হইতে বর্ণিত। এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, আয়াতটি রহিত নয়। তাই বলা যায় যে, যুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই বিধান কার্যকর থাকিবে।

“যতক্ষণ না যুদ্ধ তাহার অস্ত্র রাখিবে” এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা বলেন, যুদ্ধ তাহার অস্ত্র রাখিয়া দেওয়ার অর্থ হইল শিরক

বিলুপ্ত হওয়া। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : فَاتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ "তাহাদিগের সাথে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হইবে এবং দীন একমাত্র আল্লাহর জন্যই থাকিবে।"

কেহ কেহ বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, যতক্ষণ পর্যন্ত মুশরিকরা আল্লাহর নিকট তাওবা করিয়া অস্ত্র ত্যাগ না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ চলাইয়া যাও।

কেহ কেহ বলেন, তাহাদিগের সর্বশক্তি আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় না করিয়া, তোমরা যুদ্ধ চলাইয়া যাও।

“আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করিলে উহাদিগের থেকে প্রতিশোধ লইতেন।” অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি প্রদান করিয়া উহাদিগের হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিতেন।

“কিন্তু তিনি চাহেন তোমাদিগের একজন দ্বারা অপরকে পরীক্ষা করিতে।”

অর্থাৎ তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য ও তোমাদিগের ভাল-মন্দ যাচাই করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে শত্রুর মোকাবিলা ও যুদ্ধের বিধান দিয়াছেন। যেমন জিহাদের তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা সূরা আলে ইমরান ও সূরা বারআতের দুইটি আয়াতে বলিয়াছেন :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الْمُنَافِقِينَ-

তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, যখন আল্লাহ তোমাদিগের মধ্যে কে জিহাদ করিয়াছে এবং কে ধৈর্যশীল তাহা এখনও জানেন না।”

সূরা তাওবায় আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন,

فَاتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ "তাহাদিগের সাথে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হইবে এবং দীন একমাত্র আল্লাহর জন্যই থাকিবে।"

“তোমরা তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিবে তোমাদিগের হস্তে আল্লাহ উহাদিগকে শাস্তি দিবেন, উহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন, উহাদিগের বিরুদ্ধে তোমাদিগকে বিজয়ী করিবেন ও মু'মিনদিগের চিত্ত প্রশান্ত করিবেন এবং উহাদিগের অন্তরের ক্ষোভ দূর করিবেন। আল্লাহ তাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।”

অতঃপর জিহাদের মূল উদ্দেশ্য কাফির-মুশরিকদিগকে দমন করা হইলেও তাহাতে মুসলমান নিহত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়, এইজন্য আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ "যাহারা আল্লাহর পথে নিহত (শহীদ) হইবে আল্লাহ তাহাদের আমল নষ্ট করিবেন না বরং উহা আরো বাড়াইয়া দিবেন। কাহারো কাহারো আমল কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকিবে। এই বিষয়ে ইমাম আহমদ (র) হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে কয়েস জুযামী (রা) হইতে বর্ণনা করেন : কয়েস জুযামী (রা) বলেন, এক সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, শহীদকে ছয়টি পুরস্কার দেওয়া হইবে :

১. রক্তের প্রথম ফোঁটাটি মাটিতে পড়ার সাথে সাথে তাহার জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

২. তাহাকে তাহার বেহেশতের স্থান দেখানো হইবে।

৩. অনিন্দ্য সুন্দরী ডাগর চোখা সুনয়না ছরদের সাথে তাহাকে বিবাহ দেওয়া হইবে।

৪. যাবতীয় বিপদাপদ হইতে তাহাকে নিরাপদ রাখা হইবে।

৫. কবর আযাব হইতে রক্ষা করা হইবে।

৬. ঈমানের অলংকার পরাইয়া তাহাকে সুসজ্জিত করা হইবে। ইমাম আহমদ (র) একাই এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(আরেকটি হাদীস) ইমাম আহমদ (র) মিকদাম ইবন মা'দীকারিব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মিকদাম ইবন মা'দীকারিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “শহীদ আল্লাহর নিকট ছয়টি পুরস্কার লাভ করিবে :

১. রক্তের প্রথম ফোঁটাটি মাটিতে পড়ার সাথে সাথে তাহার জীবনের যাবতীয় গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

২. তাহাকে তাহার জান্নাতের স্থান দেখানো হইবে।

৩. ডাগর চোখা ছরদের সাথে তাহার বিবাহ পড়াইয়া দেওয়া হইবে।

৪. কবরের আযাব হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে।

৫. মহাবিপদ হইতে তাহাকে নিরাপদ রাখা হইবে।

৬. মৃত্যু ও ইয়াকুত খচিত মর্যাদার মুকুট তাহাকে পরানো হইবে। তাহার একটি ইয়াকুত দুনিয়া ও তনুধ্যস্ত সমুদয় বস্তু হইতে উত্তম। ৭২ জন ডাগর চোখা ছরকে তিনি শ্রীরূপে লাভ করিবেন এবং তাহাকে আত্মীয়দের থেকে সত্তর জন ব্যক্তি সম্পর্কে সুপারিশ করার অধিকার দেওয়া হইবে। ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম ইবন মাজাহ হাদীসটি সহীহ বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র) আব্দুল্লাহ ইবন আমর ও আবু কাতাদাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, “ঋণ ব্যতীত শহীদের সব অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।” আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, শহীদ তাহার পরিবারের সত্তর জনের জন্য সুপারিশ করিবে। ইমাম আবু দাউদ (রা) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। শহীদের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

سَيَهْدِيهِمْ তিনি তাহাদিগকে পথ দেখান। অর্থাৎ আল্লাহ তাহাদিগকে জান্নাতের পথ দেখাইবেন।

যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ-

“যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সং কাজ করিয়াছে, তাহাদের ঈমানের বদৌলতে আল্লাহ পাক তাহাদিগকে এমন জান্নাতে দিয়া দিবেন, যাহার তলদেশে নদী-নালা প্রবাহিত হইবে এবং যা নিয়ামতরাজীতে পরিপূর্ণ থাকিবে।” অতঃপর আল্লাহ তা’আলা বলিয়াছেন : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ تَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ

“হে মু’মিনগণ, তোমরা যদি আল্লাহর (দীনের) সাহায্য কর: তাহা হইলে আল্লাহ তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করিবেন।”

যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলিয়াছেন, لِيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ (যে আল্লাহকে সাহায্য করিবে, আল্লাহ তা’আলা তাহাকে অবশ্যই সাহায্য করিবেন।) কারণ কর্ম যেমন হয় ফলাফল তেমনই হইয়া থাকে।

তাই আল্লাহ বলিয়াছেন, وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ “তিনি তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করিবেন।”

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন :

مَنْ بَلَغَ ذَا سُلْطَانٍ حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ تَعَالَى قَدَمَيْهِ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ “যেই ব্যক্তি কোন ক্ষমতাশীল ব্যক্তির নিকট এমন লোকের প্রয়োজনের কথা জানায়, যে উহা জানাইতে সক্ষম নয়; তাহা হইলে আল্লাহ তা’আলা কিয়ামতের দিন পুলসিরাতের উপর তাহার পা দৃঢ় রাখিবেন। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা বলিতেছেন, وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَكُمْ

রহিয়াছে।” অর্থাৎ কাফিরদের অবস্থা মু’মিনদের ঠিক বিপরীত। তাহারা পদে পদে হোঁচট খাইতে থাকিবে। وَيُصَلِّحُ بِالنَّمْرِ এবং তাহাদিগের অবস্থা সংশোধন করিয়া দিবেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাহাদের অবস্থা ও কাজ সংশোধন করিয়া দিবেন। وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ “এবং তিনি তাহাদিগকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন যাহার পরিচয় তিনি তাহাদিগকে দিয়াছেন” এবং তাহার প্রতি পথ দেখাইয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন : প্রতিটি মানুষ জান্নাতে তাহাদের নিজ নিজ বাসস্থান এমনভাবে চিনিতে পারিবে যেমনভাবে তাহারা দুনিয়ায় তাহাদের বাড়ি ঘর চিনিত। কেহ কোন ভুল করিবে না বা কাহাকে জিজ্ঞাসাও করিতে হইবে না। মনে হইবে যেন জন্মের শুরু হইতেই তাহারা সেখানে বসবাস করিতেছে। ইমাম মালিক (র) যায়েদ ইবন আসলাম (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুহাম্মাদ ইবন কা’ব (র) বলিয়াছেন : “জুমুআর সালাত আদায় করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তোমরা যেমন তোমাদের নিজ নিজ ঘর চিনিতে পার ঠিক তদ্রূপ বেহেশতে প্রবেশ করার পর বেহেশতবাসীরা আপন আপন বাসস্থান চিনিতে পারিবে।” মুকাতিল ইবন হাইয়ান (র) বলেন : “দুনিয়ায় যাহার সাথে তাহার আমলের যেই মুহাফিজ ফেরেশতা ছিল সেই তাহার আগে আগে হাঁটিবে। জান্নাতে পৌঁছার পর সে নিজেই তার বাসস্থান চিনিয়া লইতে পারিবে। এমনভাবে সে আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় নিয়ামতসমূহের পরিচয় লাভ করার পর ফেরেশতা ফিরিয়া যাইবে। ইবন আবু হাতিম (র) এই বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিষয়ে একটি সহীহ হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম বুখারী (র) কাতাদা (র) হইতে তিনি আবুল মুতাওয়াক্কিল নাজী হইতে তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন :

إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حَيُّوا بِسُطْرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ يَتَقَاصَمُونَ مَطَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هَدَّبُوا وَنُقُوا أُنِّنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ أَحَدَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ فِي الْجَنَّةِ أَهْدَى مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي كَانَ فِي الدُّنْيَا

অর্থাৎ “দোষ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মু’মিনদিগকে বেহেশত ও দোষখের মধ্যবর্তী একস্থানে আটক করা হইবে। সেখানে দুনিয়ায় যে সব জুলুম-অত্যাচার তাহারা করিয়াছিল পরস্পর উহার প্রতিশোধ নেওয়া হইবে। যখন তাহারা সম্পূর্ণ পবিত্র ও নিষ্কলংক হইয়া যাইবে তখন তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হইবে। যাহার হাতে আমার জীবন আমি তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমরা প্রত্যেকে দুনিয়ার ঘর-বাড়ি সম্পর্কে অবগত; বেহেশতবাসীরা বেহেশতে তাহাদের বাসস্থান সম্পর্কে ততোধিক অবগত থাকিবে।”

১৪. যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালক প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে ব্যক্তি তাহার ন্যায় যাহার নিকট নিজের মন্দ কর্মগুলি শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যাহারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে?

১৫. মুত্তাকীদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত উহাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যাহার স্বাদ অপরিবর্তনীয় আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেখায় উহাদিগের জন্য থাকিবে বিবিধ ফলমূল ও তাহাদিগের প্রতিপালকের ক্ষমা। মুত্তাকীরা কি তাহাদিগের ন্যায় যাহারা জাহান্নামে স্থায়ী হইবে এবং যাহাদিগকে পান করিতে দেওয়া হইবে ফুটন্ত পানি, যাহা উহাদিগের নাড়িভিড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে?

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, “যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।” অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রেরিত বিধান, ধর্ম, হিদায়াত ও ইলমের ব্যাপারে পূর্ণ যথাযথ বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে এবং আল্লাহর সরল-সঠিক ফিতরতের উপর অকিঞ্চিৎকর রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি কি, “তাহার ন্যায় যাহার নিকট তাহার মন্দ কর্মগুলি শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যাহারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে?” অর্থাৎ প্রথমোক্ত ব্যক্তি, শেষোক্ত ব্যক্তির ন্যায় নয়।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى

যে ব্যক্তি জানে যে, তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে উহা সত্য, সে ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অন্ধ?

অন্যত্র বলিয়াছেন,

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ

“জাহান্নামের অধিবাসীগণ আর জান্নাতের অধিবাসীগণ সমান নন। জান্নাতীরা সফলকাম।”

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : وَعَدَ الْمُتَّقُونَ “মুত্তাকীদের জন্য যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত।”

ইকরিমা (র) বলিয়াছেন, الْجَنَّةُ এর অর্থ জান্নাতের পরিচয়। وَأَنْهَارُ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ “উহাতে আছে নির্মল পানির নহর।”

ইবন আব্বাস (রা), হাসান ও কাতাদা (র) বলিয়াছেন, غَيْرُ آسِنٍ অর্থ অপরিস্ফুটনীয়।

কাতাদা, যাহ্বাক ও আতা খোরাসানী (র) বলিয়াছেন, غَيْرِ آسِنٍ অর্থ দুর্গন্ধ নয় এমন, অবিকৃত। পানির ঘ্রাণ বিকৃত হইয়া গেলে আরবরা বলিয়া থাকে آسِنُ الْمَاءِ পানি বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

ইবন আবু হাতিম (র) কর্তৃক বর্ণিত একটি মারফু' হাদীসে বলা হইয়াছে غَيْرُ آسِنٍ অর্থ পরিচ্ছন্ন নির্মল পানি।

মাসরুক (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল্লাহ ইবন মুররা, আ'মাশ, ওয়াকী, আবু সাঈদ আশাজ্জ, ও ইবন আবু হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন, মাসরুক বলেন যে, আব্দুল্লাহ (রা) বলিয়াছেন, “বেহেশতের নির্ঝর মালা মেশকের পাহাড় হইতে প্রবাহিত হয়।”

“আরো আছে দুধের নহর যাহার স্বাদ অপরিবর্তনীয়।” অর্থাৎ জান্নাতের নহরে পানি ব্যতীত আরো আছে দুধের নহর, যাহার স্বাদ কখনও পরিবর্তন হইবে না। বরং নির্মল, পরিচ্ছন্ন, সুমিষ্ট, সুস্বাদু ও যারপর নাই সাদা।

একটি মারফু' হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, “জান্নাতের দুধ পশুর স্তন হইতে নির্গত দুধ নয় (বরং সম্পূর্ণ আল্লাহ প্রদত্ত)।

“আরো আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর।” অর্থাৎ জান্নাতে সুপেয় সুরার স্বরূপ থাকিবে যাহা দুনিয়ার মদের ন্যায় বিশ্বাদ বা দুর্গন্ধযুক্ত হইবে না – বরং সুদর্শন, সুস্বাদু, সুঘ্রাণ ও সুফলদায়ক হইবে। যাহা মনকে সতেজ ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিবে।

উহাতে কোন মাতলামী নাই এবং তাহার দ্বারা জ্ঞান হারাও হইবে না।

“সেই সূরা পানে তাহাদিগের শিরঃপীড়া হইবে না এবং তাহারা জ্ঞান হারাও হইবে না।”

উহা সাদা, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, لَمْ يَعْصِرْهَا الرَّجَالُ قَدَامَهُمْ “জান্নাতের মদ্য মানুষের পা দ্বারা নিংড়ানো মদ নয়।” আরো আছে “আরো আছে পরিশোধিত মধুর নহর।” অর্থাৎ জান্নাতে যার পর নাই পরিচ্ছন্ন সুবর্ণ ও সুস্বাদু খাঁটি মধু থাকিবে।

মধু সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, **لَمْ يُخْرِجْ مِنْ بُطُونِ النَّحْلِ** 'জান্নাতের মধু মৌমাছির উদর হইতে নির্গত হয় নাই।'

ইমাম আহমদ (র) মুআবিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুআবিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, জান্নাতে দুধ, পানি ও শরাবের সমুদ্র রহিয়াছে। উহা হইতে নদী-নালা ও ঝরণারাজি প্রবাহিত হয়। ইমাম তিরমিযী (র) জান্নাতের বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবন ইয়াসার (র)..... সাযদ ইবন আবু ইয়াছ জুওয়াইযী (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আবু বকর ইবন মারদুওয়াই আব্দুল্লাহ ইবন কায়েস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন কায়েস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, "এই নহরগুলি "জান্নাতে আদন" হইতে বাহির হইয়া একটি হাউজে আসিয়া পৌছে। অতঃপর জান্নাতের সর্বত্র পৌছে যায়।" আরেকটি সহীহ হাদীসে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : "আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিলে তোমরা জান্নাতুল ফেরদৌস প্রার্থনা করিও কারণ উহা সবচেয়ে উত্তম ও উচ্চ জান্নাত। জান্নাতের নহরসমূহ সেখান হইতেই প্রবাহিত হয়। আর তার উপরেই আল্লাহর আরশ অবস্থিত।"

হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী (র) আসিম ইবন লাকীত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আসিম ইবন লাকীত (রা) বলেন যে, লাকীত ইবন আমির (রা) প্রতিনিধিরূপে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জান্নাতে আমরা কি কি পাইব? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : "পরিচ্ছন্ন খাঁটি মধুর নদী, নেশা মুক্ত শরাবের নদী, সুব্বাদু তাজা দুধের নহর, অবিকৃত ও দুর্গন্ধমুক্ত স্বচ্ছ পানির ঝরণা, রকমারি ফল-ফলাদি ও সতী-সাধ্বী স্ত্রী।" অতঃপর লাকীত ইবন আমির (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা সেখানে কি বিবিও লাভ করিব? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : "হ্যাঁ, নেককার পুরুষদিগকে জান্নাতে নেককার স্ত্রী দেওয়া হইবে। দুনিয়ার ন্যায় তোমরা তাহাদের থেকে আনন্দ উপভোগ করিবে, তাহারাও তোমাদের থেকে আনন্দ উপভোগ করিবে। তবে জান্নাতে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে না।"

ইবন আব্দু দুনিয়া (র) আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, তোমরা হয়ত ধারণা করিতেছ যে, জান্নাতের নহরসমূহ দুনিয়ার নদী-নালায় ন্যায় মাটি খুঁড়ে তৈয়ার করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপারটি মূলত এমন নয়। আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, উহা পরিচ্ছন্ন জমিনের উপর সমভাবে প্রবাহিত হইবে। উহার কিনারায় মনি-মুক্তার তাঁবুসমূহ থাকিবে। আর উহার মাটি হইবে খাঁটি মিশকের। আবু বকর ইবন মারদুওয়াই (র) মাহদী ইবন হাকীম

(১৬)-এর মাধ্যমে ইয়াযিদ ইবন হারুন (র) হইতে এই হাদীসটি মারফু' রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ অর্থাৎ "তাহাদিগের জন্য সেখানে সব রকমের ফল-ফলাদি থাকিবে"।

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে :

يَدْعُونَ فِيهَا لِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ "তাহারা সেখানে যাবতীয় ফল-মূল নিরাপদে চাহিয়া আহ্বার করিবে।"

وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ "উভয় জান্নাতে যাবতীয় ফল-ফলাদির জোড়া থাকিবে।" আরও থাকিবে তাহাদিগের প্রতিপালকের ক্ষমা।" অর্থাৎ একটুকু দেওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বেহেশতবাসীদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ "মুতাকীরা কি উহাদিগের ন্যায় যাহারা দোযখে স্থায়ী হইবে।" অর্থাৎ এতক্ষণ পর্যন্ত যাহাদের জান্নাতে প্রাপ্তব্য মর্যাদা ও সুখ-সামগ্রীর কথা আলোচনা করা হইয়াছে। তাহারা কি উহাদিগের মত হইতে পারে যাহারা আজীবন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিবে? অর্থাৎ এই দুই শ্রেণীর লোক সমান নয়। বেহেশতের সুস্বরম্য অট্টালিকায় বাস করিবে যাহারা তাহারা উহাদিগের সমান হইতে পারে না, যাহারা বাস করিবে জাহান্নামের অতলাতে।

وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا "তাহাদিগকে ফুটন্ত পানি পান করিতে দেওয়া হইবে।" অর্থাৎ জাহান্নামীদিগকে প্রচণ্ড অসহনীয় গরম পানি পান করানো হইবে।

فَقَطَّعَ أَعْيُنَهُمْ "যাহা উহাদিগের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে।" অর্থাৎ ফুটন্ত গরম পানি জাহান্নামীদিগের উদরস্থ নাড়ী-ভুঁড়ি ইত্যাদি কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। আল্লাহ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

(۱۶) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا

لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفَاتٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ○

(۱۷) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًىٰ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ○

(১৮) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنْتُمْ لَهُمْ إِذَا جَاءَ ثَمَّ ذِكْرُهُمْ ۝

(১৯) قَاعَلِمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۝

১৬. উহাদিগের মধ্যে কতক তোমার কথা শ্রবণ করে। অতঃপর তোমার নিকট হইতে বাহির হইয়া যাহারা জ্ঞানবান তাহাদিগকে বলে, 'এইমাত্র সে কী বলিল?' ইহাদিগের অন্তর আল্লাহ মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহারা নিজদিগের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে।

১৭. যাহারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাহাদিগের সৎপথে চলিবার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাহাদিগকে মুত্তাকী হইবার শক্তি দান করেন।

১৮. উহারা কি কেবল এইজন্য অপেক্ষা করিতেছে যে, কিয়ামত উহাদিগের নিকট আসিয়া পড়ুক আকস্মিকভাবে? কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো আসিয়াই পড়িয়াছে। কিয়ামত আসিয়া পড়িলে উহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে কেমন করিয়া!

১৯. সুতরাং জানিয়া রাখ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই, ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদিগের ক্রটির জন্য। আল্লাহ তোমাদিগের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।

তাফসীর : মুনাফিকদের নির্বুদ্ধিতা, বিবেকহীনতা ও জ্ঞানশূন্যতার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা শ্রবণ করা সত্ত্বেও কিছু বুঝিতে পারিতেছে না।

জ্ঞানবানদিগকে তাহারা বলে।" অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মজলিস হইতে বাহির হইয়া তাহারা সাহাবাদিগকে বলে, "তিনি এইমাত্র কী বলিলেন।" অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) যাহা বলেন উহারা তাহা বুঝে না এবং উহার প্রতি ক্রম্বেপও করে না।

আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَمْوَأَهُمْ

"ইহাদিগের অন্তর আল্লাহ মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং তাহারা তাহাদিগের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিয়াছে।"

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা উহাদিগের অন্তর মোহর করিয়া দিয়াছেন। ফলে সঠিক কিছু বুঝে না এবং তাহাদিগের উদ্দেশ্যও সঠিক নয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : "যাহারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাহাদিগকে সৎপথে চলিবার শক্তি বৃদ্ধি করেন।"

অর্থাৎ যাহারা হিদায়াত লাভ করিবার ইচ্ছা করে আল্লাহ তাহাদিগকে উহার তাওফীক দান করেন এবং উহার উপর দৃঢ় পদ রাখেন, সর্বোপরি উহাদিগের হিদায়াত আরো বৃদ্ধি করিয়া দেন।

"এবং উহাদিগকে উহাদিগের তাকওয়া দান করেন।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে অন্তরে হিদায়াত ঢালিয়া দেন।

"উহারা কি কেবল এইজন্য অপেক্ষা করিতেছে যে, কিয়ামত উহাদিগের নিকট আসিয়া পড়ুক আকস্মিকভাবে?"

কিয়ামত হঠাৎ আসিয়া পড়ার অর্থ এই যে, কিয়ামত এমনভাবে আসিয়া পড়িবে যে, পূর্ব হইতে কেহই তাহা টের পাইবে না। সেই সম্পর্কে সকলেই উদাসীন থাকিবে।

"কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো আসিয়াই পড়িয়াছে।" অর্থাৎ কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার লক্ষণসমূহ আসিয়া পড়িয়াছে।

هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِرِ الْأُولَىٰ أَرْفَتِ الْأَنْفُ ۝

"ইহা পূর্ববর্তী ভীতি প্রদর্শনকারীদিগের একটি ভীতি প্রদর্শনকারী। নিকটবর্তী হওয়ার বস্তু নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে।"

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন : "اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝" "কিয়ামত নিকটবর্তী হইয়াছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হইয়াছে।"

"আল্লাহর নির্দেশ আসিয়া গিয়াছে, অতএব তোমরা উহার জন্য তাড়াহুড়া করিও না।"

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ "মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে আর তাহারা উদাসীনতায় মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে।"

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবীরূপে দুনিয়ায় আগমন কিয়ামতের অন্যতম একটি লক্ষণ। কারণ তিনি হইলেন আখেরী নবী তাহার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা দীন পরিপূর্ণ করিয়াছেন এবং বিশ্ববাসীর জন্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মহানবী (সা) কিয়ামতের লক্ষণসমূহকে এমনভাবে বিবৃত করিয়াছেন ইতিপূর্বে কোন নবী তেমনভাবে বর্ণনা দেন নাই। এই বিষয়ে যথাস্থানে বিশদ আলোচনা রহিয়াছে।

কাছীর-৩৬

হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন, মুহাম্মদ (সা)-এর নবীরূপে আগমন কিয়ামতের একটি নিদর্শন, তাই তাহার নাম, نَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ (তাওবার নবী) যুদ্ধের নবী) الْحَاشِرُ (সমবেতকারী) যাঁহার পদ দ্বয়ের উপর সকল লোক সমবেত হইবে الْعَاقِبُ (পশ্চাতে আগমনকারী) যাঁহার পর আর কোন নবী আগমন করিবেন না।

ইমাম বুখারী (র)... সাহুল ইবন সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সাহুল ইবন সা'দ (রা) বলেন, আমি দেখিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মধ্যমা ও তদপার্শ্বস্থ অঙ্গুলীদ্বয় উঠাইয়া বলিয়াছেন, وَأَنَا بُعِثْتُ بِهَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ আমি ও কিয়ামত এই দুই অঙ্গুলির ন্যায় নিকটবর্তী প্রেরিত হইয়াছি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

“কিয়ামত আসিয়া পড়িলে উহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে কেমন করিয়া?”

অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হইয়া গেলে কাফিরগণ কেমন করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিবে? কোন উপদেশই তখন কোন উপকারে আসিবে না।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

“سَمِعْتُمْ نَذْرَ الْإِنْسَانِ وَأَتَى لَهُ الذِّكْرَى” “সেদিন মানুষ উপলক্ষি করিবে, কিন্তু এই উপলক্ষি তাহার কী কাজে আসিবে?”

এবং ইহারা বলিবে, আমরা তাহাকে বিশ্বাস করিলাম। কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হইতে উহারা নাগাল পাইবে কি করে?

“سُورَاتُ الْجَانِيَا رَاخٌ، أَلَّا يَلْمِ الْإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نَاهِي” “আয়াতে ব্যবহৃত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই।” আয়াতে ব্যবহৃত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ না থাকার জ্ঞান লাভ করিবার নির্দেশ বুঝা গেলেও মূলত ইহা একটি সংবাদ মাত্র।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

“وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ” “ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদিগের ক্ষমার জন্য।”

সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَأَسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطِيئِي وَعَمْدِي وَكُلَّ ذَلِكِ عِنْدِي-

“হে আল্লাহ! আমার ত্রুটি, আমার অজ্ঞতা, আমার বাড়াবাড়ি এবং আমার যে অপরাধের কথা তুমি আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত সবকিছু ক্ষমা করিয়া দাও। হে আল্লাহ! আমার ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত যাবতীয় অপরাধকে তুমি মাফ করিয়া দাও। আমি এই সকল অপরাধে অপরাধী।” হাদীসে আরো আছে যে, নবী করীম (সা) সালাত শেষে বলিতেন :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ-

অর্থাৎ “হে আল্লাহ আমার পূর্বাপর, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সীমা লংঘন, যাহা তুমি আমার চেয়ে ভালো জানো, সব ক্ষমা করে দাও। তুমি আমার ইলাহ, তুমি ব্যতীত আমার কোন ইলাহ নাই।” একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন— “হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের রবের নিকট তাওবা কর। কারণ আমি দৈনিক সত্তর বারেরও অধিক আল্লাহর নিকট তাওবা করি।”

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ ইবন সারখিস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে যাইয়া তাঁহার সাথে খানা খাইয়াছি। প্রসঙ্গক্রমে আমি তাঁহাকে বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তো আপনাকে ক্ষমা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তোমাকেও যেন তিনি ক্ষমা করিয়া দেন। অতঃপর আমি বলিলাম, আমি কি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব? তিনি বলিলেন, “وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ” অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন, “وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ” “ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদিগের ত্রুটির জন্য।” অতঃপর আমি তাঁহার কাঁধের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, তার একাংশ উঁচু হইয়া রহিয়াছে। আমার নিকট উহা তিলকের ন্যায় মনে হইল। এই হাদীসটি ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ইবন মাজাহ (র) এবং ইবন আবু হাতিম (র)-ও বর্ণনা করিয়াছেন।

অপর একটি হাদীস আবু ইয়াল্লা (র)..... আবু বকর (রা) হইতে বর্ণিত। হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন, “তোমাদিগের অধিক পরিমাণে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ পাঠ করা উচিত। কারণ ইবলিস বলে, আমি মানুষকে পাপ দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি আর তাহারা আমাকে ধ্বংস করিয়াছে اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ دُونَكَ” ইহা দেখিয়া আমি তাহাদিগকে প্রবৃত্তি (বিদআত) দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। এখন তাহারা মনে করে তাহারা সঠিক পথে রহিয়াছে।

আরেক হাদীসে আছে যে, ইবলীস আল্লাহ তা'আলাকে বলিয়াছে, “আমি তোমার ইজ্জত ও জালালের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, মানুষের আত্মা তাহাদিগের দেহে থাকা

পর্যন্ত আমি তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতেই থাকিব।” প্রত্যুত্তরে আল্লাহ বলিলেন, “আমি আমার ইজ্জত ও জালালের শপথ করিয়া বলিতেছি, তাহারা যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে থাকিব।” ইস্তিগফারের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

“আল্লাহ তোমাদিগের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।”

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদিগের দিবা কালের গতিবিধি চলাফেরা এবং রজনীর অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন,

هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّىٰ كُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ

“তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিবসে তোমরা যাহা কর তাহা তিনি জানেন।”

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

“ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই; তিনি উহাদিগের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত, সুস্পষ্ট কিতাবে সবই আছে।”

ইবন জুরাইজ এবং ইবন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন।

ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, **مُتَقَلِّبِكُمْ** এই দুনিয়ার ঠিকানা এবং **مُتَوَاكُم** আখিরাতের ঠিকানা।

সুদী (র)-এর মতে **مُتَقَلِّبِكُمْ** দুনিয়ার এবং **مُتَوَاكُم** কবরের ঠিকানা। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটিই উত্তম ও সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

(২০) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ

(২১) طَاعَةً وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمْتَ الْأَمْرَ فَلَا وَصَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۝

(২২) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَ مَكِّم ۝

(২৩) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاصْهِبْهُمْ وَاعْنَىٰ أَبْصَارَهُمْ ۝

২০. মু'মিনরা বলে, ‘একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন?’ অতঃপর যদি দ্ব্যর্থহীন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং উহাতে জিহাদের কোন নির্দেশ থাকে তুমি দেখিবে যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা মৃত্যুর ভয়ে বিহবল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাইতেছে। শোচনীয় পরিণাম উহাদিগের।

২১. আনুগত্য ও ন্যায়সংগত বাক্য উহাদিগের জন্য উত্তম ছিল। সুতরাং জিহাদের সিদ্ধান্ত হইলে যদি উহারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করিত তবে তাহাদিগের জন্য ইহা মঙ্গলজনক হইত।

২২. ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিবে।

২৩. আল্লাহ ইহাদিগকেই করেন অভিশপ্ত আর করেন বধির ও দৃষ্টি শক্তিহীন।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, মু'মিনগণ জিহাদের বিধান কামনা করে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জিহাদ ফরয করিয়া দেন তখন অহমিকাবশত অধিকাংশ লোকই উহা অঙ্গীকার করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ وَأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔

তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই, যাহাদিগকে বলা হইয়াছিল যে, তোমরা তোমাদের হস্তসমূহকে সংরুদ্ধ কর এবং সালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর;

ছিন্ন করার ন্যায় এমন মারাত্মক ও জঘন্য অপরাধ দ্বিতীয়টি আর নেই, যাহার শাস্তি অতিসত্ত্বুর দুনিয়ায় বাস্তবায়িত হওয়া সত্ত্বেও পরকালেও উহার উপযুক্ত সাজা ভোগ করিতে হইবে।” ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবন মাজাহ্ (র) ইসমাতুলের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটি হাসান সহীহ্ বলিয়া ইমাম তিরমিযী (র) মন্তব্য করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) সওবান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “যে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু ও আর্থিক স্বচ্ছলতা কামনা করিবে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।”

ইমাম আহমদ (র) আমার ইবন শুয়াইব (র) হইতে তিনি স্বীয় পিতা শুয়াইব (রা) হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি আমার আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখি- কিন্তু তাহারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাহারা আমার উপর জুলুম করে আর আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেই, আমি তাহাদের সাথে সদ্যবহার করি আর তাহারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আচ্ছা, আমি তাহাদের থেকে প্রতিশোধ নিব কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “না”। যদি তুমি প্রতিশোধ নাও, তাহা হইলে তাহারা সকলেই তোমাকে ত্যাগ করিবে। তুমি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিতে থাক এবং আত্মীয়তা বন্ধন বজায় রাখিয়া চল। মনে রাখিও, যতদিন পর্যন্ত তুমি তাহাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখিবে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করিতে থাকিবেন। আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) হইতে ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন, আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, “আত্মীয়তা সম্পর্ককে আরশের সাথে বুলাইয়া রাখা হইয়াছে। সদাচারের বিনিময়ে সদাচার করার নাম আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা নয় বরং আত্মীয়তা বন্ধন-রক্ষাকারী সেই ব্যক্তি, যে সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে।” ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, “কিয়ামতের দিন আত্মীয়তা সম্পর্ককে রাখা হইবে, হরিণের চরখার মত সংরক্ষিত, তাহার অনেক পাহারাদার থাকিবে। সে স্পষ্ট ভাষায় মধুর কণ্ঠে কথা বলিবে। অতঃপর তাহাকে যে ছিন্ন করিয়াছিল সে তাহার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিবে, যাহাকে সে বজায় রাখিয়াছে সে তাহার সাথে সম্পর্ক জুড়িবে।”

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, “যাহারা মানুষের প্রতি

দয়া প্রদর্শন করে, আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি দয়া পরবশ হন। তোমরা দুনিয়াবাসীদের প্রতি দয়া কর, আকাশবাসীরা তোমাদের দয়া করিবেন। আত্মীয়তা সম্পর্ক আল্লাহ্ প্রদত্ত বস্তু। যে উহা বজায় রাখিবে আমি তাহার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখিব আর যে ব্যক্তি উহা ছিন্ন করিবে, আমি তাহার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিব।” আবু দাউদ ও তিরমিযী (র) সুফিয়ান ইবন উআইনা (র)-এর মাধ্যমে আমার ইবন দীনার (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান-সহীহ্ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আব্দুল্লাহ্ ইবন ফারিজ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবন ফারিজ (র) একদিন অসুস্থ আব্দুর রহমান ইবন আউফ (রা)-এর নিকট গেলেন। আব্দুর রহমান ইবন আউফ (রা) তাহাকে বলিলেন : তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে, আল্লাহ্ তা‘আলা বলিয়াছেন, “আমি রহমান। আমার নামেই আমি رَحِمٌ (আত্মীয়তা সম্পর্ক)-এর নাম রাখিয়াছি। অতএব যে ব্যক্তি উহা রক্ষা করিবে, আমি তাহার সাথে সম্পর্ক গড়িব, আর যে উহা ছিন্ন করিবে, আমি তাহার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিব।” এই সম্বন্ধে ইমাম আহমদ (র) একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

যাহরানী (র) সুলাইমান (র) হইতে বর্ণনা করেন সুলাইমান (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “আত্মা হইল সম্মিলিত বাহিনী। “রোয়ে আযলে” যাহার সাথে যাহার মিলন হইয়াছে। দুনিয়াতে তাহাদের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হইয়াছে। আর যাহার সাথে বিমুখতা ছিল দুনিয়ায় তাহার সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইয়াছে।” এই প্রসঙ্গে মহানবী (সা) আরো বলিয়াছেন : “যখন কথা বেশী হইবে, কাজ কমিয়া যাইবে, মৌখিক সম্পর্ক সৃষ্টি হইবে, অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ জন্ম নিবে, আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করা হইবে, তখন আল্লাহ্ মানুষের উপর অভিসম্পাত করিবেন বধির ও অন্ধ করিয়া দিবেন।” এই বিষয়ে প্রচুর হাদীস রহিয়াছে।

(২৪) أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

(২৫) إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنِّي بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ

الهُدَىٰ ۗ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ذُوٰأَفْئِلَهُمْ ۝

(২৬) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنَطِيعَكُمْ فِي بَعْضِ

الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۝

(২৭) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ ۝

(২৮) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ

فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝

২৪. তবে কি তাহারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না উহাদিগের অন্তর তালাবদ্ধ?

২৫. যাহারা নিজদিগের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হইবার পর উহা পরিত্যাগ করে শয়তান উহাদিগের কাজকে শোভন করিয়া দেখায় এবং উহাদিগকে মিথ্যা আশা দেয়।

২৬. ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহারা তাহা অপছন্দ করে; তাহাদিগকে উহারা বলে, আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদিগের আনুগত্য করিব। আল্লাহ্ উহাদিগের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন।

২৭. ফেরেশতারা যখন উহাদিগের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে করিতে প্রাণ হরণ করিবে, তখন উহাদিগের দশা কেমন হইবে!

২৮. ইহা এই জন্য যে, যাহা আল্লাহ্র অসন্তোষ জন্মায় উহারা তাহার অনুসরণ করে এবং তাহার সন্তুষ্টি লাভের প্রয়াসকে অপ্রিয় গণ্য করে। তিনি ইহাদিগের কর্ম নিষ্ফল করিয়া দেন।

তাফসীর : গভীর চিন্তাভাবনা করিয়া কুরআন বুঝিবার জন্য আদেশ করিয়া এবং কুরআন হইতে বিমুখ না হইবার নির্দেশ দিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন,

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

“তবে কি উহারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না উহাদিগের অন্তর তালাবদ্ধ?”

অর্থাৎ তাহারা কুরআন বুঝিবে কি করিয়া তাহাদিগের অন্তর তো তালাবদ্ধ রহিয়াছে। ফলে কুরআনের কথা উহাতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। ইবন জারীর (র)..... উরওয়া (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, উরওয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا তবে কি তাহারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না তাহাদিগের অন্তর তালাবদ্ধ? পাঠ করিলেন। শুনিয়া ইয়ামানের একজন যুবক বলিয়া উঠিল, বরং তাহাদিগের অন্তরসমূহে তালা

রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা খুলিয়া না দেওয়া পর্যন্ত উহা অপসারিত হইবে না। কথাটি হযরত উমর (রা) এর মনে গাঁথিয়া গেল। এমনকি তিনি স্বীয় শাসনামলে তাহার নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন,

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا وَعَلَى أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ

“যাহারা নিজদিগের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হইবার পর ইহা পরিত্যাগ করে।” অর্থাৎ সৎপথ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইবার পর যাহারা ঈমান ত্যাগ করিয়া কুফরীর পথ অবলম্বন করে, الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ, “শয়তান উহাদিগের কাজকে শোভন করিয়া দেখায় এবং উহাদিগকে মিথ্যা আশা দেয়।” অর্থাৎ শয়তান তাহাদের মন্দ কাজগুলিকে তাহাদিগের নিকট শোভনীয় ও চিত্তাকর্ষক করিয়া দেখায় এবং তাহাদিগকে প্রতারিত করে ও ধোঁকা দেয়।

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنَطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ-

“ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহারা তাহা অপছন্দ করে, তাহাদিগকে উহারা বলে আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদিগের আনুগত্য করিব।”

অর্থাৎ তাহাদিগের এই কুফরী সেই কপটতারই সাজা যাহা তাহারা মনের মধ্যে গোপন রাখিত। ফলে কাফিরদিগের সাথে নিবৃত্তে মিলিত হইয়া বলিত, ভয় किसের! আমরা তো কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করিতেই প্রস্তুত আছি। বস্তুর মনের কথা গোপন করিয়া অন্য কথা প্রকাশ করাই মুনাফিকদিগের চরিত্র। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন,

وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ ۝

অর্থাৎ তাহারা যাহা গোপন রাখে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। আল্লাহ্র নিকট কিছুই গোপন থাকে না।

“রাতের وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ” অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন “আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য বস্তুতে লিখিয়া রাখেন।” অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন : فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ ۝

“ফেরেশতারা যখন উহাদিগের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে করিতে প্রাণ হরণ করিবে তখন উহাদিগের দশা কেমন হইবে!”

অর্থাৎ যখন তাহাদিগের প্রাণ হরণ করিবার জন্য ফেরেশতা আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং তাহাদিগের প্রাণগুলি দেহাভ্যন্তরে লুকাইয়া থাকিবার চেষ্টা করিবে আর ফেরেশতারা

মারিয়া পিটাইয়া রাগ-ধমক দিয়া জোরপূর্বক উহা বাহির করিয়া লইবে, তখন তাহাদিগের অবস্থা কেমন হইবে!

আল্লাহ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ-

“ফেরেশতা আসিয়া যখন কাফিরদিগের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে করিতে প্রাণ হরণ করিবে উহা যদি তুমি দেখিতে!”

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ

“জালিমরা যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকিবে এবং ফেরেশতার তাহাদিগের প্রতি (প্রহার করিতে) হাত বাড়াইবে যদি তুমি উহা দেখিতে!”

أَخْرَجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَىٰ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ

الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ-

“তোমরা তোমাদের প্রাণ বাহির কর, তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে অন্যায়ভাবে যাহা বলিতে এবং তাহার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে যে দস্ত প্রকাশ করিতে উহার কারণে আজ তোমাদিগকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হইবে।”

তাই আল্লাহ তা'আলা এইস্থানে বলিয়াছেন :

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَاحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

“ইহা এইজন্য যে, যাহা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় ইহারা তাহার অনুসরণ করে এবং তাহার সন্তুষ্টি লাভের প্রয়াসকে অপ্রিয় গণ্য করে। তিনি ইহাদিগের কর্ম-নিফল করিয়া দেন।”

(২৯) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ۝

(৩০) وَلَوْ نَشَاءُ لَارْتَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ وَلَعَرَفْتَهُمْ فِي لَحْنِ

الْقَوْلِ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۝

(২৯) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ۝

وَنَبَلُّوا أَخْبَارَكُمْ ۝

২৯. যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা কি মনে করে যে, আল্লাহ উহাদিগের বিদ্রোহপ্রকাশ প্রকাশ করিয়া দিবেন না?

৩০. আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে উহাদিগের পরিচয় দিতাম। ফলে, তুমি উহাদিগের লক্ষণ দেখিয়া উহাদিগকে চিনিতে পারিতে, তবে তুমি অবশ্যই কথার ভংগিতে উহাদিগকে চিনিতে পারিবে। আল্লাহ তোমাদিগের কর্ম সম্পর্কে অবগত।

৩১. আমি অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব, যতক্ষণ না আমি জানিয়া লই তোমাদিগের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদিগকে এবং আমি তোমাদিগের ব্যাপারে পরীক্ষা করি।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ

“যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা মনে করে যে, আল্লাহ উহাদিগের বিদ্রোহপ্রকাশ প্রকাশ করিয়া দিবেন না।”

অর্থাৎ মুনাফিকরা কি এই বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগের ধোঁকাবাজী প্রতারণা ও মনের অশুভ পরিকল্পনার কথা মু'মিনদিগের নিকট ফাঁস করিয়া দিবেন না? তাহাদের এই ধারণা নিতান্তই ভুল। বস্তুত আল্লাহ তাহাদিগের মনের কথা এমনভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন যে, বিজ্ঞজনেরা উহা বিলক্ষণ বুঝিয়া ফেলিবেন। সূরা তাওবা অবতীর্ণ করিয়া আল্লাহ তা'আলা উহাতে মুনাফিকদের নীচুতা, হীনমন্যতা ও তাহাদিগের এমন কার্যকলাপের কথা তুলিয়া ধরিয়াছেন, যাহা উহাদিগের কপটতার মুখোশ উন্মোচন করিয়া দেয়। আর এই জন্যই সূরা তাওবার আরেক নাম রাখা হইয়াছে সূরা ফাজেহাহ্ অর্থাৎ অপমানকারী সূরা।

ضَغْنٌ শব্দটি এর বহুবচন। ইসলাম মুসলমান ও এই দুইয়ের সাহায্য-সহযোগিতায় নিয়োজিত মহৎ ব্যক্তিবর্গের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করার মত অন্তরস্ত গোপন ব্যাধিকে আরবীতে ضَغْنٌ বলে।

وَلَوْ نَشَاءُ لَارْتَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ

“আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে উহাদিগের পরিচয় দিতাম। ফলে তুমি উহাদিগের লক্ষণ দেখিয়া উহাদিগকে চিনিতে পারিতে।”

“تَعْرِفْنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ” তবে তুমি কথার ভংগিতে তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে।” অর্থাৎ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাদিগের মুখ হইতে যে সব কথা নিঃসৃত হয় উহার ভাবভঙ্গি দেখিয়াই তাহাদের কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় এবং তাহারা কোন দলের তাহা বুঝিতে পারা যায়। لَحْنِ الْقَوْلِ “হযরত উসমান (রা) বলিয়াছেন, কেহ মনের মধ্যে কোন রহস্য গোপন করিলে আল্লাহ তাহার চেহারা ও জিহ্বার উপর ইহা প্রকাশ করিয়া দেন।”

হাদীস শরীফে আছে যে, কেহ কোন কথা গোপন রাখে আল্লাহ তা‘আলা উহা প্রকাশ করিয়া দেন। ভালো হইলে ভালো আর মন্দ হইলে মন্দ। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় আমি আমল ও আকীদাগত নিফাক (কপটতা) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন মনে করি না। একদল মুনাফিককে চিহ্নিত করা হইয়াছে বলিয়া হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ইমাম আহমদ (র) আবু মাসউদ, উকরা ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : আবু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এক ভাষণে আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করার পর বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কতিপয় মুনাফিক রহিয়াছে। আমি যাহার নাম বলিব সে যেন উঠিয়া দাঁড়ায়। অতঃপর তিনি বলিলেন অমুক দাঁড়াও, অমুক দাঁড়াও, অমুক দাঁড়াও। এইভাবে তিনি ছত্রিশ ব্যক্তির নাম ডাকিয়া অতঃপর বলিলেন, তোমাদের ভিতর তোমাদের মধ্যে অনেক মুনাফিক আছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হযরত উমর (রা) তাহাদের একজনের পাশ দিয়ে যাইতেছিলেন সে চাদর দিয়া মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছ কেন? তখন সে ঘটনাটি খুলিয়া বলিল। শুনিয়া উমর (রা) বলিলেন, আল্লাহ তোকে ধ্বংস করুক।

“وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ” আমি অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব।” অর্থাৎ আদেশ দিয়া, নিষেধ করিয়া আমি তোমাদিগকে উত্তমরূপে যাচাই করিব।

حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ

যতক্ষণ না আমি জানিয়া লই তোমাদিগের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমি তোমাদিগের ব্যাপারে পরীক্ষা করি।

বলাবাহুল্য যে, কোন কিছু সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা‘আলা সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। অতএব আয়াতের অর্থ হইল যতক্ষণ না আমি জনসমক্ষে উহার বাস্তবায়ন দেখিব। এইজন্যই হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) এ ধরনের ক্ষেত্রে نَعْلَمُ এর অর্থ করেন نَرَى অর্থাৎ দেখার অর্থে ব্যবহার করেন।

(৩২) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ، لَنْ يَصُورُوا اللَّهُ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ أَعْمَالُهُمْ ۝

(৩৩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝

(৩৪) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۝

(৩৫) فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامَةِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ۗ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ۝

৩২. যাহারা কুফরী করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ হইতে নিবৃত্ত করে এবং নিজদিগের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হইবার পর রাসূলের বিরোধিতা করে, উহারা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। তিনি তো তাহাদিগের কর্ম ব্যর্থ করিবেন।

৩৩. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদিগের কর্ম বিনষ্ট করিও না।

৩৪. যাহারা কুফরী করে ও আল্লাহর পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না।

৩৫. সুতরাং তোমরা হীনবল হইও না এবং সন্ধির প্রস্তাব করিও না, তোমরাই প্রবল; আল্লাহ তোমাদিগের সংগে আছেন, তিনি তোমাদিগের কর্মফল কখনও ক্ষুণ্ণ করিবেন না।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, যাহারা কুফরী করে, আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা, সৃষ্টি করে, হিদায়াত প্রকাশিত হইবার পরও রাসূল (সা)-এর বিরোধিতা করে এবং ঈমান হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তাহারা আল্লাহ তা'আলার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না বরং তাহারা নিজেরাই চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। মহাপ্রলয়ের দিন রিজ্ত হস্তেই তাহারা আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হইবে। কোন আমলের বিন্দু বিসর্গ প্রতিদানও তাহারা পাইবে না।

নেক কাজ যেমন মন্দ কাজকে মুছিয়া ফেলে, তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সমুদয় ভালো কাজকে সম্পূর্ণ বিনাশ করিয়া দিবেন।

মুহাম্মদ ইবন নাসর মাবওয়ী আবুল আলিয়া (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আবুল আলিয়া (র) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) ধারণা করিতেন যে, শিরকের সাথে যেমন কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়, তেমন لا اله الا الله বলার পর কোন গুনাহ ক্ষতিকর নয়। তাহাদের এই ভ্রম অপনোদনের নিমিত্ত لا تُبْطِلُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ “তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ কর আর তোমাদের আমলসমূহকে বরবাদ করিও না।” আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তাহারা শংকিত হইয়া পড়িল যে, গুনাহ তাহাদের আমলসমূহকে বরবাদ করিয়া দিবে। আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (র) ইবন উমর (রা)-এর সূত্রে ইমাম আহমদ ইবন নাসর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ইবন উমর (রা) বলেন, আমরা সাহাবায়ে কিরামগণ (রা) ধারণা করিতাম যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের যে কোন নেক কাজকেই কবুল করিয়া লন। আমাদের এই ভুল সংশোধনের জন্য لا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ “তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূল (সা)-এর আনুগত্য কর এবং তোমাদিগের কর্ম বিনষ্ট করিও না।” আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়াতে আমরা মনে করিলাম যে, কবীরা গুনাহ ও অশীল কার্যকলাপই আমাদের আমলসমূহকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَهُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

“আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করাকে পছন্দ করেন না, ইহা ব্যতীত অন্য গুনাহ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া দেন।” আয়াতটি নাযিল করেন ইহার পর আমরা আর কোন মন্তব্য করিলাম না। তবে কবীরা গুনাহ ও অশীল কাজে লিপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা ভয় করিতাম ও যে ব্যক্তি উহা হইতে বিরত থাকিত তাহার ব্যাপারে আশান্বিত হইতাম।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তা'আলার ঈমানদার বান্দাদিগকে তা'আলার ও তা'আলার রাসূল (সা)-এর আনুগত্য করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। যাহাতে নিহিত রহিয়াছে ইহকাল ও পরকালের সমূহ কল্যাণ, আর ধর্ম ত্যাগ করিয়া মুরতাদ হইতে বারণ করিয়াছেন।

যাহা সমুদয় সংকাজকে বরবাদ করিয়া দেয়। তিনি বলিয়াছেন, لا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ “তোমরা তোমাদিগের কর্মসমূহকে বিনষ্ট করিও না।” অর্থাৎ ধর্ম ত্যাগ করিয়া তোমরা তোমাদিগের কর্ম নষ্ট করিও না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

“যাহারা কুফরী করে ও আল্লাহর পথ হইতে নিবৃত্ত করে অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না।”

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَهُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

“আল্লাহ তা'আলা তা'আলার সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। ইহা ছাড়া অন্য অপরাধ যাহাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করিয়া দেন।”

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তা'আলার মু'মিন বান্দাদিগকে বলিয়াছেন, فَلَا تَهِنُوا “অতএব তোমরা দুর্বল হইও না।” অর্থাৎ শত্রুর মুকাবিলায় তোমরা তোমাদিগের দুর্বলতা প্রকাশ করিও না।

এবং وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ “এবং সন্ধির প্রস্তাব করিও না।” অর্থাৎ শক্তি ও সংখ্যায় তোমরা কাফিরদের তুলনায় অধিক হইলে কাফিরদের নিকট যুদ্ধ বন্ধ কিংবা সন্ধির প্রস্তাব করিও না।

“তোমরাই প্রবল।” وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ “তোমরাই প্রবল।” অর্থাৎ যখন তোমরা শক্তি ও সামর্থ্যে শত্রুর উপর প্রবল থাকিবে তখন তাহাদিগের নিকট যুদ্ধ বন্ধ কিংবা সন্ধি চুক্তির প্রস্তাব দিও না। তবে সমস্ত মুসলমানদের তুলনায় শক্তি ও সংখ্যায় কাফিররা প্রবল হইলে ইমাম যদি সন্ধি করাই কল্যাণকর মনে করেন, তাহা হইলে সন্ধি চুক্তি বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। মক্কার কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মক্কা প্রবেশ হইতে বাধা প্রদান করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগের সাথে দশ বছরের জন্য সন্ধি করেন ইসলামের ইতিহাসে যাহা হুদাইবিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত।

“আল্লাহ তা'আলার সাথে আছেন।” وَاللَّهُ مَعَكُمْ “আল্লাহ তা'আলার সাথে আছেন।” এই আয়াতংশে আল্লাহ তা'আলা শত্রুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য ও বিজয়ের মহাসংবাদ দিয়াছেন।

“তিনি তোমাদিগের কর্ম কখনও ক্ষুণ্ণ করিবেন না।” وَلَنْ يَتْرُكُمْ أَعْمَالَكُمْ “তিনি তোমাদিগের কর্মসমূহ নিষ্ফল করিয়া দিবে না বরং উহার উপযুক্ত প্রতিদান তোমাদিগকে প্রদান করিবেন, উহাতে তিনি মোটেই কার্পণ্য করিবেন না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(৩৬) إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ

أَجْرَكُمْ وَلَا يُسْئَلْكُمْ أَمْوَالِكُمْ ۝

(৩৭) إِنْ يُسْئَلْكُمْ عَنْهَا فَيُخْفِكُمْ تَبَخَّلُوا وَ يُخْرِجْ أَمْغَانَكُمْ ۝

(৩৮) هَآءِنتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ

يَبْخُلُ ۚ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ ۗ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمْ

الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ لَا تَمُرُّ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ۝

৩৬. পার্থিব জীবন তো কেবল ক্রীড়া-কৌতুক, যদি তোমরা ঈমান আন, তাকওয়া অবলম্বন কর, আল্লাহ তোমাদিগকে তোমাদিগের পুরস্কার দিবেন এবং তিনি তোমাদিগের ধন-সম্পদ চাহেন না।

৩৭. তোমাদিগের নিকট হইতে তিনি তাহা চাহিলে ও তজ্জন্য তোমাদিগের উপর চাপ দিলে তোমরা তো কার্পণ্য করিবে, এবং তিনি তোমাদিগের বিদ্রোহভাব প্রকাশ করিয়া দিবেন।

৩৮. দেখ, তোমরাই তো তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহর পথে ব্যয় করিতে বলা হইতেছে অথচ তোমাদিগের অনেকে কৃপণতা করিতেছে, যাহারা কার্পণ্য করে তাহারা তো কার্পণ্য করে নিজেদিগেরই প্রতি। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত; যদি তোমরা বিমুখ হও তিনি অন্য জাতিকে তোমাদিগের স্থলবর্তী করিবেন; তাহারা তোমাদিগের মত হইবে না।

তাফসীর : দুনিয়ার তুচ্ছতা, মূল্যহীনতা ও গুরুত্বহীনতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলিতেছেন, إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ "পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক মাত্র।" অর্থাৎ ক্রীড়া কৌতুক আর খেল-তামাশাই পার্থিব জীবনের সারকথা। শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যাহা কিছু করা হইবে উহাই কাজে আসিবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, إِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يُسْئَلْكُمْ أَمْوَالِكُمْ "তোমরা যদি ঈমান আন এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে উহার প্রতিদান দিবেন আর তিনি তোমাদের সম্পদ চান না।" অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের

মুখাপেক্ষী নন তিনি তোমাদের নিকট কিছু চাহেন না। তিনি তো কেবল তোমাদের দরিদ্র-অসহায় ভাইদের প্রতি মানবতা প্রদর্শন উদ্দেশ্যে তোমাদের উপর দান-সদকার বিধান দিয়াছেন। উপরন্তু তোমরাই পরকালে উহার সুফল ভোগ করিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

إِنْ يُسْئَلْكُمْ عَنْهَا فَيُخْفِكُمْ تَبَخَّلُوا وَ يُخْرِجْ أَمْغَانَكُمْ অর্থাৎ তিনি তোমাদিগের নিকট সম্পদ চাহিলে এবং এইজন্য তোমাদিগকে চাপ দিলে তোমরা কার্পণ্য করিবে। وَيُخْرِجْ أَمْغَانَكُمْ এবং তিনি তোমাদের বিদ্রোহভাব প্রকাশ করিয়া দিবেন।

কাতাদা (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার জন্য চাপ সৃষ্টি করিলেই তাহাদিগের মনের হিংসা-বিদ্রোহ প্রকাশিত হইয়া যাইবে। বস্তুত কাতাদা (র) যথার্থই বলিয়াছেন। কারণ সম্পদ মানুষের প্রিয় বস্তু তাই মানুষ স্বভাবত তদপেক্ষা প্রিয় পাত্র ছাড়া উহা ব্যয় করে না।

هَآءِنتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ

"তোমরা তো তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহর পথে ব্যয় করিতে বলা হইতেছে অথচ তোমাদিগের অনেকে কৃপণতা করিতেছে।" অর্থাৎ আল্লাহর পথে আহবান করা হইলে তোমাদের অনেকে আল্লাহর আহবানে সাড়া দেয় না।

وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ "যাহারা কার্পণ্য করে তাহারা তো কার্পণ্য করে নিজেদেরই প্রতি।" অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর পথে ব্যয় করিতে কার্পণ্য করে তাহারা দানের সওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবে এবং আল্লাহর ডাকে সাড়া না দেওয়ার অশুভ পরিণাম তাহারা ভোগ করিবে।

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ "আল্লাহ অভাবমুক্ত" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা গায়রুল্লাহ হইতে, মুখাপেক্ষী, অভাবমুক্ত আর প্রতিটি বস্তু সর্বকালেই তাহার দ্বারের ভিখারী মুখাপেক্ষী।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন,

وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ "আর তোমরা অভাবগ্রস্ত।" অর্থাৎ তোমরা সামগ্রিকভাবে আল্লাহর মুখাপেক্ষী। ফলকথা অমুখাপেক্ষীতা আল্লাহ তা'আলার অপরিহার্য গুণ এবং মুখাপেক্ষীতা সৃষ্টির অপরিহার্য অবিচ্ছেদ্য গুণ।

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

"যদি তোমরা বিমুখ হও তিনি অন্য জাতিকে তোমাদিগের স্থলবর্তী করিবেন তাহারা তোমাদের মত হইবে না।"

অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁহার বিধানের অনুসরণ হইতে বিমুখ হও তাহা হইলে তিনি এমন এক জাতিকে তোমাদিগের স্থলবর্তী করিবেন যাহারা তোমাদের ন্যায় অবাধ্য হইবে না এবং আল্লাহর অনুগত ও তাঁহার বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবে। ইবন আবু হাতিম (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) **وَأَنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا** (তোমরা যদি বিমুখ হও তাহা হইলে তিনি এমন জাতিকে তোমাদিগের স্থলবর্তী করিবেন যাহারা তোমাদের মত হইবে না।) আয়াতটি তিলাওয়াত করিলে সাহাবায়ে কিরাম (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা অবাধ্য হইলে আমাদের পরিবর্তে যাহাদিগকে আনা হইবে আর তাহারা আমাদের মত হইবে না; তাহারা কাহারা?" রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন, 'এই ব্যক্তি এবং তাহার সম্প্রদায়। দীন সুরাইয়া নক্ষত্রের নিকটে থাকিলেও পারস্যের লোকেরা উহা লইয়া আসিবে।'

মুসলিম ইব্ন ফয়জী এককভাবে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ মুসলিম ইব্ন খালিদেদের সমালোচনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

সূরা ফাত্হ

২৯ আয়াত, ৪ রুকু', মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফফাল (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযূর (সা) মক্কা বিজয়ের বছর সফরকালে বাহনের উপর বসিয়া সূরা ফাত্হ পাঠ করিয়াছেন। তিনি খুব থামিয়া থামিয়া সূরাটি পাঠ করিতেছিলেন। রাবী মুআবিয়া ইব্ন কুররা (র) বলেন, মানুষ আমার নিকট ভীড় করিবে এই ভয় না থাকিলে আমি তোমাদিগকে হযূর (সা)-এর ন্যায় সূরাটি তিলাওয়াত করিয়া গুনাইতাম।

(১) **إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا**

(২) **لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ**

وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

(৩) **وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيمًا** ○

১. নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়—
২. যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ক্রটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন,
৩. এবং আল্লাহ তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন।

তাফসীর : ষষ্ঠ হিজরীর জিলক্বদ মাসে উমরাহ পালন করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা ত্যাগ করিয়া মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে হুদাইবিয়া নামক স্থানে মক্কার মুশরিকরা তাঁহাকে মক্কা প্রবেশ ও বায়তুল্লাহ যিয়ারত হইতে বাধা প্রদান করে। অতঃপর তাহারা এই মর্মে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে যে, তিনি এই বৎসর ফিরিয়া যাইবেন এবং আগামী বৎসর আসিয়া উমরাহ পালন করিবেন। হযরত উমর (রা) সহ আরো অনেক বড় বড় সাহাবাদের অপছন্দ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা) এই সন্ধি প্রস্তাবে একমত হইলেন। ইহার বিস্তারিত ঘটনা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। হযূর (সা) সেখানেই হাদী কোরবানী করিয়া ফিরিয়া গেলেন। ফিরিবার পথে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই সন্ধি চুক্তিটি মুসলমানদের প্রতিকূলে মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাতে অনেক কল্যাণ নিহিত ছিল। তাই এই সন্ধিকে “বিজয়” আখ্যায়িত করা হইয়াছে। যেমন ইব্ন মাসউদ (রা) সহ অনেকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তোমরা তো ফাত্হ (বিজয়) বলিতে “ফাত্হে মক্কা” (মক্কা বিজয়) মনে কর; কিন্তু আমরা বিজয় বলিতে হুদাইবিয়ার সন্ধি বুঝে থাকি।

আ'মশ (র) আবু সুফিয়ান (রা)-এর মাধ্যমে জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, জাবির (রা) বলেন, “বিজয়” দ্বারা আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধিকেই বুঝিতাম। ইমাম বুখারী (র)..... বারা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। বারা (রা) বলেন, তোমরা “বিজয়” বলিতে মক্কা বিজয় মনে কর প্রকৃতপক্ষে উহাও একটি বিজয়। কিন্তু আমরা “বিজয়” বলিতে হুদাইবিয়ার দিবসের “বাইয়াতে রিজওয়ান”কে বুঝিয়া থাকি। সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আমরা চৌদ্দশত সাহাবী ছিলাম। তথায় হুদাইবিয়া নামক একটি কুয়া ছিল। আমরা প্রত্যেকেই সেই কুয়া হইতে পানি নিতে শুরু করি। অবশেষে উহাতে এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট রহিল না। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি আসিয়া কুয়ার এক কিনারায় বসিয়া পড়িলেন। অতঃপর এক পাত্র পানি আনাইয়া উহা দ্বারা ওষু করিলেন ও কুলি করিলেন। অতঃপর দোয়া করিয়া ওষু অবশিষ্ট পানি কুয়ায় ফেলিয়া দিলেন। মুহূর্ত পরেই কুয়াটি পানিতে কানায় কানায় ভরিয়া গেল। আমরা তৃপ্তির সাথে পানি পান করিলাম এবং আমাদের পশুপালদেরকেও পান করাইলাম।

ইমাম আহমদ (র) হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন যে, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম। একটি ব্যাপারে আমি তাঁহাকে তিনবার প্রশ্ন করিলাম। কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। মনে মনে বলিলাম, আফসোস! বারবার প্রশ্ন করিয়া আমি হযূর (সা)-কে কষ্ট দিলাম। তিনি তো কোন উত্তর দিলেন

না। উমর (রা) বলেন, এই বেআদবীর কারণে আমার ব্যাপারে কোন ওহী অবতীর্ণ হইয়া যায় কিনা এই ভাবিয়া আমি সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলাম। অবশেষে উটের পিঠে আরোহন করিয়া দ্রুত গতিতে সেই স্থান ত্যাগ করিলাম। ক্ষণকাল পরেই শুনিতে পাইলাম পিছন হইতে কে যেন আমাকে ডাকিতেছে। আমার ব্যাপারে কোন ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে ভাবিয়া আমি ফিরিয়া গেলাম। উমর (রা) বলেন, যাওয়ার পর হযূর (সা) বলিলেন : গতরাতে আমার উপর এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে যাহা আমার নিকট দুনিয়া ও তনুধাস্ত যাবতীয় বস্তু হইতে উত্তম। অতঃপর তিনি **إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا** ‘আমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দেওয়া হইয়াছে’ তিলাওয়াত করিলেন। ইমাম বুখারী, তিরমিযী এবং নাসায়ী (র) ও মালিক (র)-এর বিভিন্ন সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আলী ইবনুল মাদানী (র) বলিয়াছেন, ইহা মাদানী সনদ, তাহাদের ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট এই সনদটি পাওয়া যায় না।

ইমাম আহমদ (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, হুদাইবিয়া থেকে ফিরিবার পথে নবী করীম (সা)-এর উপর **لِيَغْفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ** ‘যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ক্রটিসমূহ মার্জনা করিয়া দেন।’ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আজ রাতে আমার উপর এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে যাহা আমার নিকট দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু হইতে উত্তম। অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম (রা) হযূর (সা)-কে মুবারকবাদ জানাইয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে কি ব্যবহার করিবেন উহাতে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন কিন্তু আমাদের কি উপায় হইবে? অতঃপর আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ **“أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِكَ”** আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ “আল্লাহ তা'আলা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। যাহার তলদেশে নির্ঝরমালা প্রবাহিত হয়, তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে এবং তিনি তাহাদিগের পাপমোচন করিবেন। আল্লাহর নিকট ইহাই মহাসাফল্য।” কাতাদা (র)-এর রিওয়ায়াত হইতে সহীহদ্বয়ে এই হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) মুজাম্মি ইব্ন হারিসা আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাম্মি ইব্ন হারিসা আনসারী যিনি প্রসিদ্ধ কারীদের একজন ছিলেন, বলেন, আমরা হুদাইবিয়ায় উপস্থিত ছিলাম। ফিরিয়া আসিবার পথে দেখিতে পাইলাম যে, লোকেরা ইতঃস্তত ছুটাছুটি করিতেছে। জিজ্ঞাসা করা হইল যে, লোকদের কি হইয়াছে? তাহারা বলিল, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে। তাই আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি। হযূর (সা) তখন “কুরাউল গামীম” নামক স্থানে

বাহনের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা সকলে তথায় সমবেত হওয়ার পর মহানবী (সা) সূরা ফাত্হ তিলাওয়াত করিয়া সকলকে শুনাইলেন।

অতঃপর একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ইহা কি বিজয়? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “হ্যাঁ, যাঁহার হাতে মুহাম্মদের জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, অবশ্যই ইহা বিজয়।”

হুদাইবিয়ায় যাহারা উপস্থিত ছিল খায়বারকে তাহাদের মাঝেই বন্টন করা হইয়াছে। খায়বরের সৈন্য সংখ্যা ছিল এক হাজার পাঁচশত। তন্মধ্যে তিনশত ছিল অশ্বারোহী। মূল সম্পদকে আঠার ভাগ করিয়া অশ্বারোহীদেরকে দুইভাগ ও পদাতিক বাহিনীকে একভাগ প্রদান করিয়াছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) জিহাদ অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইব্বন ঈসা (র) হইতে তিনি মুজাম্মি ইব্বন ইয়াকুব (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম ইব্বন জারীর (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্বন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হুদাইবিয়া হইতে ফিরিবার পথে রাত্রে এক জায়গায় আমরা অবতরণ করিয়া ঘুমাইয়া পড়ি। ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া দেখি যে, সূর্য উদয় হইয়া গিয়াছে। হুযূর (সা) তখনও ঘুমাইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে জাগ্রত করিবার জন্য আমরা বলাবলি করিতেছিলাম। ইত্যবসরে তিনি নিজেই জাগিয়া গেলেন। বলিলেন, “তোমরা যাহা করিতেছিলে করিতে থাক। যে ব্যক্তি ঘুমাইয়া পড়ে কিংবা ভুলিয়া যায় সে এমনই করিয়া থাকে।” বর্ণনাকারী বলেন, সেই সফরে হুযূর (সা)-এর উষ্ট্রী হারাইয়া গিয়াছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখিতে পাইলাম যে, উহার রশি একটি বৃক্ষের সাথে আটকাইয়া রহিয়াছে। উষ্ট্রীটি ধরিয়া সেইখান হইতে আমি হুযূর (সা)-এর নিকট লইয়া আসিলে তিনি উহাতে আরোহন করিলেন। আমরা চলিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে পশ্চিমধ্যেই হুযূর (সা)-এর নিকট ওহী অবতীর্ণ হয়। রাবী বলেন, ওহী অবতীর্ণ হইলে হুযূর (সা) খুব কষ্ট অনুভব করিতেন। ওহী অবতরণ সমাপ্ত হওয়ার পর হুযূর (সা) আমাদেরকে বলিলেন যে, এই মাত্র আমার উপর اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (নিশ্চয় আমি তোমাকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়) নাযিল হইয়াছে। ইমাম আবু দাউদ, আহমদ ও নাসায়ী (র) জামে' ইব্বন শাদ্দাদ (র) হইতে অন্য সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) মুগীরা ইব্বন শুবা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুগীরা ইব্বন শুবা (র) বলেন, তাহাজ্জুদ ও নফল সালাত পড়িতে পড়িতে হুযূর (সা)-এর পদদ্বয় ফুলিয়া যাইত। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। উত্তরে তিনি বলিলেন, اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا “আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হইব না?” (বুখারী, মুসলিম)

ইমাম আহমদ (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আয়িশা (রা) বলিয়াছেন, দাঁড়াইয়া সালাত পড়িতে পড়িতে হুযূর (সা)-এর পদদ্বয় ফুলিয়া যাইত। আয়িশা (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি এমন করিতেছেন কেন? আল্লাহ্ তা আপনার আনুপূর্বিক সমুদয় পদস্থলন মার্জনা করিয়া দিয়াছেন। উত্তরে তিনি বলিলেন: يَا عَائِشَةُ اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا “হে আয়িশা আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হইব না?” আব্দুল্লাহ্ ইব্বন ওহবে'র সূত্রে ইমাম মুসলিম (র) স্বীয় সহীহ মুসলিমে এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্বন আবু হাতিম (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আনাস (রা) বলেন, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া সালাত আদায় করিতেন বিধায় হুযূর (সা)-এর দুই পা/পায়ের গোছা ফুলিয়া গিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, আপনার পূর্বাপর যাবতীয় ক্রটি কি মাফ করিয়া দেওয়া হয় নাই? তিনি বলিলেন: আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হইব না? আয়াতে مُبِيْنٌ অর্থ সুস্পষ্ট, খোলা-মেলা। সুস্পষ্ট বিজয় দ্বারা সোলহে হুদাইবিয়া (হুদাইবিয়া সন্ধি)-র উদ্দেশ্য। কারণ এই সন্ধি দ্বারা অপরিমেয় কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। জনগণ নিরাপত্তা লাভ করিয়াছে, মুসলিম-অমুসলিম সুসম্পর্ক সৃষ্টি হইয়াছে এবং হীতকর ইল্ম আর ঈমানের প্রসার ঘটিয়াছে।

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

(আল্লাহর আপনার পূর্বাপর ক্রটি মার্জনা করিয়া দিবেন)। পূর্বের ও পরের ক্রটি সমূহকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া কেবলমাত্র মহানবী (সা)-এরই বৈশিষ্ট্য। অন্য কাউকে এইরূপ মর্যাদা দান করা হয় নাই। নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ অন্য কাহারো পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়ার কথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। ইহাতে হুযূর (সা)-এর অনুপম সম্মান ও মর্যাদার স্বীকৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। হুযূর (সা) সৎকর্ম, দৃঢ়তা ও খোদাতীকৃত্য ছিলেন অতুলনীয়। পূর্বাপর কোন ব্যক্তিত্বই এমন দৃষ্টান্ত পেশ করিতে পারে নাই। তিনি ছিলেন সামগ্রিকভাবে পূর্ণাঙ্গ মহামানব, ইহকাল ও পরকালের সকলের সরদার। তাই যখন তাঁহার উষ্ট্রী বসিয়া পড়িয়াছিল তখন তিনি বলিয়াছিলেন, “হস্তীবাহিনীর গতিরোধকারী সত্ত্বাই ইহার গতিরোধ করিয়া দিয়াছে।” অতঃপর তিনি বলিলেন, যাঁহার মুঠোয় আমার প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আল্লাহ্র মর্যাদার পরিপন্থী নয় এমন যাহা কিছুই আজ কাফিররা চাইবে আমি উহা দিতে প্রস্তুত আছি। তাই যখন তিনি আল্লাহ্র আনুগত্য করিলেন এবং সন্ধি প্রস্তাব মানিয়া লইলেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ “আমি আপনার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় দান করিয়াছি, যেন

আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় ক্রটি মাফ করিয়া দেন এবং (ইহকাল-পরকালে) আপনার প্রতি তাহার নিয়ামত পরিপূর্ণ করিয়া দেন” নাখিল করেন।

“এবং তিনি তোমাকে সরল পথের সন্ধান দিবেন।” وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে সুমহান শরীয়ত ও সঠিক ধর্মের দিশা দিবেন।

“এবং আল্লাহ্ তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করিবেন।” وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا অর্থাৎ আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি আপনার বিনয় ও নম্রতার বদৌলতে আল্লাহ্ আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করিবেন এবং শত্রুর মুকাবিলায় আপনাকে বিজয় দান করিবেন। যেমন সহীহ হাদীসে বলা হইয়াছে।

مَا زَادَ اللَّهُ بِعَفْوِ الْأَعْرَاءِ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

অর্থাৎ ক্ষমা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন আর বিনয় ও নম্রতা দ্বারা আল্লাহ্ উঁচু মাকাম দান করেন।

উমর ইব্ন খাতাব (রা) বলিয়াছেন, ‘যে ব্যক্তি তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্র নাফরমানী করে, তুমি তাহার ব্যাপারে যতটুকু আল্লাহ্র আনুগত্য কর তা তাহাকে ততটুকু শাস্তি দিও না।

(৪) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَهُ

إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

(৫) لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ قَوْلًا

عَظِيمًا ۝

(৬) وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالشُّرَكِيَّاتِ وَالشُّرَكَاتِ

الظَّالِمَاتِ ۗ بِاللَّهِ طَلَبَ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَغَضِبَ اللَّهُ

عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

(৭) وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيمًا حَكِيمًا ۝

৪. তিনিই মু'মিনদিগের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন যেন তাহারা তাহাদিগের ঈমানের সহিত ঈমান দৃঢ় করিয়া লয়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৫. ইহা এই জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে এবং তিনি তাহাদিগের পাপমোচন করিবেন, ইহাই আল্লাহ্র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য।

৬. এবং মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী, যাহারা আল্লাহ্ সন্মুখে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। অমঙ্গল চক্র উহাদিগের জন্য, আল্লাহ্ উহাদিগের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন এবং উহাদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং উহাদিগের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন, উহা কত নিকৃষ্ট আবাস!

৭. আল্লাহ্রই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ “তিনিই মু'মিনদিগের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন।” ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মতে আয়াতে سَكِينَةٌ অর্থ প্রশান্তি বা রহমত। কাতাদা (র)-এর মতে গাভীর্থ বা প্রভাব।

আয়াতে মু'মিন দ্বারা ঐ সকল সাহায্যগণকে বুঝানো হইয়াছে যাহারা হুদাইবিয়ার দিন আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের নির্দেশকে অমান্য বদনে মানিয়া লইয়াছিলেন। যখন তাহাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে এবং মনের অস্থিরতা দূর হইয়া যায়, তখন আল্লাহ্ তাহাদের ঈমান আরো বাড়াইয়া দেন।

ইমাম বুখারী (র) সহ আরো অনেকে এই আয়াত দ্বারা ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধির সপক্ষে প্রমাণ পেশ করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলে কাফিরদের প্রতিশোধ লইতে পারেন। তাই তিনি বলেন,

“আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্রই।” وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করিলে একজন মাত্র ফেরেশতা পাঠাইয়া তাহাদিগকে

আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় ত্রুটি মাফ করিয়া দেন এবং (ইহকাল-পরকালে) আপনার প্রতি তাহার নিয়ামত পরিপূর্ণ করিয়া দেন" নাযিল করেন।

“এবং তিনি তোমাকে সরল পথের সন্ধান দিবেন।”
অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে সুমহান শরীয়ত ও সঠিক ধর্মের দিশা দিবেন।

“এবং আল্লাহ্ তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করিবেন।” অর্থাৎ আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি আপনার বিনয় ও নম্রতার বদৌলতে আল্লাহ্ আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করিবেন এবং শত্রুর মুকাবিলায় আপনাকে বিজয় দান করিবেন। যেমন সহীহ হাদীসে বলা হইয়াছে।

مَا زَادَ اللَّهُ بَعْفُو الْأَعْرَاءِ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

অর্থাৎ ক্ষমা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন আর বিনয় ও নম্রতা দ্বারা আল্লাহ্ উঁচু মাকাম দান করেন।

উমর ইবন খাতাব (রা) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্র নাফরমানী করে, তুমি তাহার ব্যাপারে যতটুকু আল্লাহ্র আনুগত্য কর তা তাহাকে ততটুকু শাস্তি দিও না।

(৪) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ
إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

(৫) لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ قَوْلًا
عَظِيمًا ۝

(৬) وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ

الظَّالِمِينَ ۖ بِاللَّهِ ظَلَّتْ السُّورَةُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَعَصَبَ اللَّهُ

عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

(৭) وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

৪. তিনিই মু'মিনদিগের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন যেন তাহারা তাহাদিগের ঈমানের সহিত ঈমান দৃঢ় করিয়া লয়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৫. ইহা এই জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে এবং তিনি তাহাদিগের পাপমোচন করিবেন, ইহাই আল্লাহ্র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য।

৬. এবং মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী, যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। অমঙ্গল চক্র উহাদিগের জন্য, আল্লাহ্ উহাদিগের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন এবং উহাদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং উহাদিগের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন, উহা কত নিকৃষ্ট আবাস!

৭. আল্লাহ্রই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ "তিনিই মু'মিনদিগের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন।" ইবন আব্বাস (রা)-এর মতে আয়াতে سَكِينَةٌ অর্থ প্রশান্তি বা রহমত। কাতাদা (র)-এর মতে গাঞ্জীর্থ বা প্রভাব।

আয়াতে মু'মিন দ্বারা ঐ সকল সাহাবাগণকে বুঝানো হইয়াছে যাহারা হুদাইবিয়ার দিন আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের নির্দেশকে অমান্য বদনে মানিয়া লইয়াছিলেন। যখন তাহাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে এবং মনের অস্থিরতা দূর হইয়া যায়, তখন আল্লাহ্ তাহাদের ঈমান আরো বাড়াইয়া দেন।

ইমাম বুখারী (র) সহ আরো অনেকে এই আয়াত দ্বারা ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধির সপক্ষে প্রমাণ পেশ করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলে কাফিরদের প্রতিশোধ লইতে পারেন। তাই তিনি বলেন,

“আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্রই।”
অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করিলে একজন মাত্র ফেরেশতা পাঠাইয়া তাহাদিগকে

নিপাত করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু বিশেষ হিকমতের কারণে মু'মিনদিগের জন্য জিহাদ ও লড়াইয়ের বিধান দিয়াছেন।

“আল্লাহ্ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।” অর্থাৎ আল্লাহর কোন প্রোপ্রামই জ্ঞান-প্রজ্ঞামুক্ত নয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন,

لِيُخَلِّلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

‘ইহা এই জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত হইবে। যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে, উপরে আনাস (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) ছয়র (সা)-কে সুবারকবাদ জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ইহা তো আপনার জন্য সুসংবাদ, আল্লাহ্ আমাদিগের জন্য কি রাখিয়াছেন?’ তখন আল্লাহ্ তা'আলা لِيُخَلِّلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ‘ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে।’ অর্থাৎ চিরকালই তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে।

“এবং তিনি তাহাদিগের পাপমোচন করিবেন।” অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগের ভুল-ত্রুটি ও অপরাধ মুছিয়া ফেলিবেন, তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না। বরং তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন, তাহাদিগের দোষ গোপন করিবেন, তাহাদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবেন এবং তাহাদিগকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করিবেন।

“ইহাই আল্লাহর দৃষ্টিতে মহাসাফল্য।” যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন :

“যাহাকে জাহান্নাম হইতে দূরে রাখা হইবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হইবে, সে সফলকাম।”

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ

“এবং তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদিগকে যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন।”

অর্থাৎ যেসব মুনাফিক ও মুশরিক নারী কিংবা পুরুষ আল্লাহর বিধান সম্বন্ধে মন্দ ধারণা করে এবং রাসূলুল্লাহ্ ও সাহাবায়ে কিরামদিগের ব্যাপারে আপত্তিকর উক্তি করে এবং তাহার পতন কামনা করে— সংখ্যায় তাহারা যতই হোক, আজ হোক আর কাল

হোক আল্লাহ্ তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

“অমঙ্গল চক্র তাহাদিগের উপর, আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহাদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন।” অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিক ও মুনাফিকদিগকে রহমত হইতে দূরে রাখিয়াছেন।

“এবং তাহাদিগের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা কত নিকৃষ্ট আবাস!” অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের শত্রু কাফির ও মুনাফিকদের প্রতিশোধ নেওয়ার স্বীয় শক্তি সামর্থ্যের কথা পুনরুল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, “وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا” “আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”

(১) اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

(৯) لَتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتَعَزَّوْهُ وَتُقِرُّوْهُ وَاَنْتُمْ سِيْحُوْهُ بَكْرَةً

وَاصْيَلًا ۝

(১০) اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ۗ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ

فَمَنْ رَّكَتْ فَاِنَّمَا يَنْكُتْ عَلٰى نَفْسِهٖ ۗ وَمَنْ اَوْفٰ بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهِ

اللّٰهُ فَسِيُوْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

৮. আমি তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে,

৯. যাহাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং রাসূলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

১০. যাহারা তোমার বায়'আত গ্রহণ করে তাহারা তো আল্লাহরই বায়'আত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাহাদিগের হাতের উপর। সুতরাং যে উহা ভঙ্গ করে উহা ভঙ্গ করিবার পরিণাম তাহারই এবং যে আল্লাহর সহিত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাহাকে মহা পুরস্কার দেন।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী মুহাম্মদ (সা)-কে বলিতেছেন, **إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا** 'আমি তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে।'

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আমি আপনাকে সৃষ্টির উপর সাক্ষী স্বরূপ, ঈমানদারদিগের জন্য সুসংবাদদাতা ও কাফিরদিগের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে দুনিয়ার প্রেরণ করিয়াছি। সূরা আহযাবে ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আলোচিত হইয়াছে।

“যাহাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আন এবং রাসূলকে সাহায্য কর এবং সম্মান কর।”

ইবন আব্বাস (রা) সহ কেহ কেহ বলিয়াছেন, আয়াতে **تُعَزِّزُوهُ** অর্থ **تُعَظِّمُوهُ** অর্থাৎ যেন তোমরা তাঁহার সম্মান কর। **وَتُوقِرُوهُ** শব্দটি **التَّوَقُّيرُ** মূল হইতে গৃহীত। অর্থ সম্মান করা, ইহতিরাম করা।

যেন তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর। **بُكْرَةً وَأَصِيلًا** “সকাল সন্ধ্যায়।” অর্থাৎ দিবসের প্রথমভাগে ও শেষভাগে যেন তোমরা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মান ও তাজীম ঘোষণার্থে বলিয়াছেন, **إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ** 'যাহারা আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করে তাহার তো আল্লাহরই নিকট বায়'আত গ্রহণ করে।'

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন, **مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ** 'যে রাসূলের আনুগত্য করে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করে।' **يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ** 'আল্লাহর হাত তাহাদিগের হাতের উপর' অর্থাৎ আল্লাহ তাহাদিগের সাথে রহিয়াছেন। তিনি তাহাদের কথোপকথন শ্রবণ করেন, তাহাদের অবস্থান প্রত্যক্ষ করেন এবং তাহাদের ভিতর-বাহির সবই জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তিনি বায়'আত গ্রহণকারী। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَنْبِشُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ -

“আল্লাহ মু'মিনদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, তাহাদিগের জন্য জান্নাত আছে ইহার বিনিময়ে। তাহারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইন্জীল ও কুরআনে এই সম্পর্কে তাহাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে

আছে? তোমরা যে সওদা গ্রহণ করিয়াছ সেই সওদার জন্য আনন্দ কর এবং উহাই মহা সফল্য।”

ইবন আব্ব হাতিম (র) আব্ব হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্ব হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে তরবারী ধারণ করিল সে যেন আল্লাহর হাতে বায়'আত করিল।

তিনি ইবন আব্বাস (রা) হইতে আরো বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা উহাকে উঠাইবেন। দেখিবার জন্য উহার দুইটি চোখ থাকিবে, কথা বলিবার জন্য জিহবা থাকিবে। খাঁটি মনে যে উহাকে চুম্বন করিল সে যেন আল্লাহর হাতে বায়'আত গ্রহণ করিল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : **إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ** 'যাহারা আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করে তাহার তো আল্লাহরই নিকট বায়'আত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাহাদিগের হাতের উপর।' এই আয়াত পাঠ করিলেন। তাই এইস্থানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : **فَمَنْ نَكَتْ فَاثَمًا يَنْكُتْ** 'যে উহা ভঙ্গ করিবে উহা ভঙ্গ করিবার পরিণাম তাহারই।'

অর্থাৎ অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবার পরিণাম অঙ্গীকার ভঙ্গকারীরই ভোগ করিতে হইবে। আল্লাহ তাহার মুখাপেক্ষী নহেন।

‘আর যে আল্লাহর সহিত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাহাকে মহাপুরস্কার দেন।’ অর্থাৎ যে আল্লাহর সহিত কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে আল্লাহ তাহাকে অশেষ সওয়াব দান করিবেন। এইস্থানে যে বায়'আতের কথা আলোচিত হইয়াছে উহা ‘বায়'আতুর রিজওয়ান’ নামে অভিহিত। হুদাইবিয়ার একটি বাবুল বৃক্ষের নীচে তাহা সংঘটিত হয়। বায়'আত গ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা ছিল সেদিন মতান্তরে তেরশত, চৌদ্দশত কিংবা পনেরশত। চৌদ্দশতই অধিক নির্ভরযোগ্য। এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপঃ

ইমাম বুখারী (র) জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, ‘হুদাইবিয়ার দিন আমরা চৌদ্দশত ছিলাম।’ সুফিয়ান ইবন উআইনা এর সূত্রে ইমাম মুসলিম এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) হইতে সালাম ইবন আবুল জাবেদের সূত্রে বর্ণিত আমাশের হাদীস হইতে ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, ‘আমরা যেদিন চৌদ্দশত ছিলাম।’ হুযূর (সা) পানিতে হাত রাখার সাথে সাথে আঙ্গুল হইতে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হইতে

লাগিল। সকলেই স্বচক্ষে উহা দর্শন করে। এই হাদীসটি সংক্ষিপ্ত। ইহা অপেক্ষা বিস্তারিত বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, হুদাইবিয়ার দিন উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম (রা) পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তূনীর হইতে একটি তীর বাহির করিয়া দিলে সাহাবায়ে কিরাম (রা) হুদাইবিয়ার কূপে উহা গাড়িয়া রাখিলেন। অনতিকাল পরেই প্রবলবেগে পানি উদগত হইতে লাগিল। ইহাতে সকলের পানি সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। জাবির (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনারা সেদিন কতজন ছিলেন? বলিলেন, চৌদ্দশত। তবে সেদিন আমাদের লোক সংখ্যা ১ লাখ থাকিলেও সেই পানি সকলের জন্য যথেষ্ট হইত। সহীহ্‌দ্বয়ে জাবির (রা) বর্ণিত এক বর্ণনায় সাহাবীদের সংখ্যা পনের শত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কাতাদা (রা)-এর সূত্রে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন, কাতাদা (র) বলেন, আমি সায়ীদ ইব্বন মুসাইয়াব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি বায়'আতে রিজওয়ানে উপস্থিত সাহাবাদের সংখ্যা কত ছিল? বলিলেন, পনের শত। জিজ্ঞাসা করিলাম, জাবির (রা) তো চৌদ্দ শতের কথা বলেন? বলিলেন, আল্লাহ্ তাঁহাকে রহম করুন। তিনিই আমাদেরকে পনের শত বলিয়াছেন। বিরোধ নিরসন কল্পে বায়হাকী (র) বলেন, 'জাবির (রা) প্রথম প্রথম পনের শতের কথাই বলিতেন কিন্তু পরবর্তীতে সংশয় সৃষ্টি হওয়ার পর চৌদ্দশত বলিয়া মত পেশ করেন।' আওফী (র) ইব্বন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা ছিলেন এক হাজার পাঁচশত পঁচিশ। তবে চৌদ্দশত সংক্রান্ত বর্ণনাটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

বায়হাকী (র) আবু সায়ীদ ইব্বন মুসাইয়াব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবু সায়ীদ ইব্বন মুসাইয়াব (রা) বলেন, (বাবুল) বৃক্ষের নীচে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমরা চৌদ্দশত লোক ছিলাম। সালামা ইব্বন আকওয়া, মাকিল ইব্বন ইয়াসার ও বারা ইব্বন আযিব (রা)-এর বর্ণনায় চৌদ্দশত-এর উল্লেখই পাওয়া যায়। অনেক ঐতিহাসিকের মতও ইহাই। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) শু'বা (র)-এর সূত্রে আমরা ইব্বন মুররা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্বন আবু আওফা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, 'সেইদিন বৃক্ষবাসীরা ছিলেন চৌদ্দশত। সেদিন মুহাজিরদের এক অষ্টমাংশই ছিল আসলাম গোত্রের।'

মুহাম্মদ ইব্বন ইসহাক (র) মিসওয়াল ইব্বন মাখরামা ও শারওয়ান ইব্বন হাকাম (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মিসওয়াল ইব্বন মাখরামা ও মারওয়ান ইব্বন হাকাম (রা) বলিয়াছেন, হুদাইবিয়ার বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধ বিগ্রহের উদ্দেশ্যে বাহির হন নাই বরং বায়তুল্লাহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সাত শত লোক সাথে লইয়া বাহির হইয়াছিলেন। প্রতি দশজনের কোরবানীর জন্য সাথে একটি করে উট নিয়াছিলেন

সত্তরটি উট। জাবির (রা) বলিতেন যে, হুদাইবিয়ার দিন আমরা ছিলাম চৌদ্দ শত লোক। ইব্বন ইসহাকও এমনই বলিয়াছেন। অতএব ইহা তাঁহার ধারণা প্রসূত বলিয়া পরিগণিত হইবে। কারণ সহীহ্‌দ্বয়ে যাহা সংরক্ষিত আছে তাহাতে তাঁহাদের সংখ্যা এক হাজারের উর্ধ্বে বলিয়া জানা যায়।

এই ঐতিহাসিক বায়'আতের কারণ

মুহাম্মাদ ইব্বন ইসহাক ইব্বন ইয়াসার (র) সীরাত গ্রন্থে বলিয়াছেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উমর (রা)-কে মক্কায় পাঠানোর জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন, যেন তিনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের হেতু সম্পর্কে অবহিত করেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার মতে এই কাজের জন্য হযরত উসমান (রা)-কে প্রেরণ করিলেই অধিক ভালো হয়। কারণ মক্কায় আদি ইব্বন কাব গোত্রে কেহ নেই যে, আমার সহযোগিতা করিবে। কুরাইশদের সাথে আমার শত্রুতার কথা তো আপনার অজানা নয়। আপনি আবু সুফিয়ান ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দের নিকট উসমান ইব্বন আফফান (রা)-কে পাঠাইয়া দিন, তিনি যাইয়া তাহাদিগকে এই সংবাদ জানাইবেন যে, আমরা যুদ্ধের জন্য নয় বরং বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতের জন্য আসিয়াছি। উমর (রা)-এর এই পরামর্শ হযূর (সা)-এর খুব মনপূত হইল। তাই তিনি উসমান (রা)-কে মক্কাভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন।

মক্কা প্রবেশের পর কিংবা তাহার পূর্বেই আবান ইব্বন সাদ্দ ইব্বন আস-এর সাথে উসমান (রা)-এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি উসমান (রা)-কে নিজের সম্মুখে বাহনের উপর উপবেশন করাইয়া নিজ দায়িত্বে নিরাপত্তার সাথে মক্কায় লইয়া গেলেন। এইভাবে তিনি আবু সুফিয়ান ও বড় বড় কুরাইশ নেতাদের নিকট পৌঁছিয়া হযূর (সা)-এর পয়গাম শুনাইলেন। তাহারা উসমান (রা)-কে বলিলেন, মনে চাইলে আপনি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করিতে পারেন। উসমান (রা) বলিলেন অসম্ভব! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পূর্বে আমি আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করিতে পারি না। এই কথা বলার পর তাহারা উসমান (রা)-কে আটক করিয়া ফেলিল। এদিকে হযূর (সা) ও মুসলমানদের মধ্যে গুজব রটানো হইয়াছে যে, কুরাইশরা উসমান (রা)-কে শহীদ করিয়া ফেলিয়াছে। ইব্বন ইসহাক (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্বন আবু বকর (রা) আমাকে বলিয়াছেন যে, উসমান (রা) শহীদ হওয়ার সংবাদ শ্রবণ করার পর মহানবী (সা) বলিয়াছেন, 'ইহার প্রতিশোধ না নিয়া এই স্থান ত্যাগ করিব না।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত জনতাকে সমবেত করিয়া তাহাদের থেকে বায়'আত নিলেন। একটি বৃক্ষতলে এই বায়'আত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যাহা 'বায়'আতে রিজওয়ান' নামে খ্যাত। লোকেরা বলাবলি করিত যে, হযূর (সা) মৃত্যুর উপর বায়'আত নিয়াছিলেন। তবে জাবির (রা) বলেন, না, মৃত্যুর উপর নয় বরং এই মর্মে বায়'আত গ্রহণ করা হইয়াছিল যে, 'আমরা কেহ যুদ্ধ হইতে

পলায়ন করিব না।' উপস্থিত সকল মুসলমানই বায়'আতের মাধ্যমে যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করার অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছিলেন। একমাত্র সালামা গোত্রের জাদ ইব্ন কায়েস এই বায়'আত হইতে বিরত থাকে। জাবির (রা) বলেন, আমি হাফ করিয়া বলিতেছি যে, জাদ ইব্ন কায়েসের উটের আড়ালে লুকাইয়া থাকার দৃশ্যটি মনে হয় আমি এখন দেখিতেছি।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) জানিতে পারিলেন যে, উসমান (রা)-এর শাহাদাত সংক্রান্ত সংবাদটি সঠিক নয়। ইব্ন লাহীয়া (রা) আবুল আসওয়াদ (রা)-এর সূত্রে উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উসমান (রা)-কে আটক করিয়া কুরাইশরা সুহাইল ইব্ন আমর হুয়াইতিব ইব্ন আব্দুল ওজ্জা, ও মিকরায ইব্ন হাফসকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করে। তাহাদের উপস্থিতিতেই একদল মুসলমান ও একদল কাফিরের মাঝে বাদানুবাদ শুরু হইয়া যায়। এমনকি পরস্পর তীর এবং পাথর নিক্ষেপও করা হয়। ধীরে ধীরে সংঘাত বাড়তে থাকে। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হয় যে, জিবরাঈল (আ) অবতরণ করিয়া হুযূর (সা)-কে বায়'আত গ্রহণ করার আদেশ দিয়া গিয়াছেন। অতএব তোমরা আল্লাহর নামে বাহির হইয়া বায়'আত গ্রহণ কর। অনতিবিলম্বে মুসলিমগণ বৃক্ষের নীচে হুযূর (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া এই মর্মে বায়'আত করিল যে, তাহারা কখনও যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবে না। ইহাতে মুশরিকদের অন্তরাগ্না কাঁপিয়া উঠে এবং তাহাদের নিকট যেসব মুসলমান বা বন্দী ছিলেন তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল এবং সন্ধি চুক্তির প্রস্তাব পেশ করিল।

বায়হাকী (র).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, বায়'আতে রিজওয়ানের সময় হযরত উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দূতরূপে মক্কায় গিয়া কুরাইশদের হাতে বন্দী ছিলেন। হুযূর (সা) বলিলেন, 'ইয়া আল্লাহ! তুমি তো জানো যে, উসমান (রা) আল্লাহ তা'আলা ও আল্লাহর রাসূলের কাজে আবদ্ধ রহিয়াছে।' বলিয়া তিনি স্বীয় এক হাত অপর হাতের উপর রাখিয়া উসমান (রা)-এর পক্ষ হইতে বায়'আত করিলেন। সুতরাং উসমান (রা)-এর জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাত সর্বোত্তম হাত বলিয়া পরিগণিত হইল। ইব্ন হিশাম (র).... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের এক হাতের উপর আরেক হাত রাখিয়া উসমান (রা)-এর পক্ষ হইতে এর বায়'আত গ্রহণ করিয়াছেন।

আব্দুল মালিক ইব্ন হিশাম নাহ্বী (র) শাবী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, শাবী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদিগকে বায়'আতের জন্য আহ্বান করিলে আবু সিনান আসাদী (রা) সর্বপ্রথম হুযূর (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! হাত বাড়াইয়া দিন, আপনার হাতে আমি বায়'আত গ্রহণ করিব। হুযূর

(রা) বলিলেন, কিসের বায়'আত গ্রহণ করিবে? আবু সিনান (রা) বলিলেন, 'আপনার হাতে যাহা আছে তাহার উপরে।' ইনি হইলেন ওহবের পুত্র আবু সিনান আসাদী।

ইমাম বুখারী (র) নাফি' হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। নাফি' (র) বলেন, লোকেরা আবলি করে যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) উমর (রা)-এর আগে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাপারটি তাহা নয় বরং হুদাইবিয়ার দিন হযরত উমর (রা) তদীয় পুত্র আব্দুল্লাহ (রা)-কে এক আনসারীর নিকট হইতে তাঁহার ঘোড়া আনিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। হুযূর (সা) তখন বৃক্ষের নীচে বায়'আত করিতেছিলেন কিন্তু উমর (রা) উহা জানিতেন না। তিনি আপন মনে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন। আব্দুল্লাহ (রা) টের পাইয়া আগে বায়'আত হইয়া তবে ঘোড়া আনিতে গেলেন। ঘোড়া হইয়া হযরত উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহাকে বায়'আতের সংবাদ দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি যাইয়া হুযূর (সা)-এর হাতে বায়'আত হন। ইহাকেই বিকৃত করিয়া লোকেরা বলে যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) উমর (রা)-এর আগে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

অতঃপর বুখারী (র).... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, লোকেরা এক পৃথকভাবে বিভিন্ন বৃক্ষের নীচে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন। হঠাৎ তাহারা তর্দিক হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া হুযূর (সা)-এর নিকট জড়ো হইতে লাগিল। দেখিয়া হযরত উমর (রা) ব্যাপার কি অবগত হওয়ার জন্য পুত্র আব্দুল্লাহ (রা)-কে পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, লোকেরা হুযূর (সা)-এর হাতে বায়'আত হইতেছে। ফলে তিনিও বায়'আত হইয়া উমর (রা)-কে সংবাদ দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনিও আসিয়া বায়'আত হইলেন। লাইস (ব).... আবু যুবাইর (র)-এর সূত্রে জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, হুদাইবিয়ার দিন আমরা এক হাজার চারশত ইসলাম। আমরা হুযূর (সা)-এর হাতে বায়'আত হই। হযরত উমর (রা) তখন হুযূর (সা)-এর হাত ধরিয়া ছিলেন। আবুল বৃক্ষের নীচে এই বায়'আত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। জাবির (রা) বলেন, মৃত্যুর উপর নয় বরং যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিব না—এই মর্মে বায়'আত হইয়াছিলাম। ইমাম মুসলিম (র) কুতাইবা (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

মুসলিম (র) মাকিল ইব্ন ইয়াসার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মাকিল ইব্ন ইয়াসার (রা) বলেন, সেদিন হুযূর (সা) যখন বায়'আত গ্রহণ করিতেছিলেন আমি আমার গাছের একটি ডাল হুযূর (সা)-এর মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়াছিলাম। সংখ্যায় আমরা এক হাজার চারশত। আমরা মৃত্যুর উপর নয় বরং রণাঙ্গন হইতে পলায়ন না করার উপর বায়'আত হইয়াছিলাম। ইমাম বুখারী (র).... সালামা ইব্ন রাফওয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) বলেন, আমরা বৃক্ষের নীচে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বায়'আত হইয়াছিলাম। রাবী ইয়াযিদ বলেন, আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবু সালামা! তোমরা সেদিন কিসের উপর বায়'আত হইয়াছিলে? বলিলেন, মৃত্যুর উপর।

ইমাম বুখারী (র)... সালামা (রা)-এর সূত্রে আরো বর্ণনা করিয়াছেন। সালামা (রা) বলেন, হুদাইবিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বায়'আত হইয়া আমি একদিকে সরিয়া গিয়াছিলাম। হুযূর (সা) আমাকে বলিলেন, কি তুমি বায়'আত হইবে না? বলিলাম, আমি তো বায়'আত হইয়াছি। তিনি বলিলেন, আসো বায়'আত হও। আমি তাঁহার (সা) নিকট যাইয়া পুনরায় বায়'আত হইলাম। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে সালামা! তুমি কিসের উপর বায়'আত হইয়াছ? বলিলেন, মৃত্যুর উপর। ইমাম মুসলিম (র)... ইয়াযীদ ইব্বন আবু উবায়দ (রা) হইতে অন্য সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী (র)... আব্বাদ ইব্বন তামীম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা মৃত্যুর উপর বায়'আত হইয়াছে।

ইমাম বায়হাকী (র) সালামা ইব্বন আকওয়া (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সালামা ইব্বন আকওয়া (রা) বলেন, হুদাইবিয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আমরা এক হাজার চারশত লোক ছিলাম। তথাকার কূপে পানি এত অল্প ছিল যে, পঞ্চাশটি বকরীও তৃপ্তি সহকারে পান করিতে পারে নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) কুয়ার কিনারায় বসিয়া দোয়া করিলেন, অথবা কুয়ার মধ্যে থুথু ফেলিলেন। ফলে পানিতে কুয়াটি কানায় কানায় ভরিয়া যায়। আমরা তৃপ্তি সহকারে পান করি এবং পশুপালকে পান করাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বায়'আতের জন্য আমাদিগকে বৃক্ষের গোড়ায় আহ্বান করিলেন।

আমি সর্বাঙ্গে বায়'আত হইলাম। অতঃপর তিনি অন্যদের থেকে বায়'আত গ্রহণ করিলেন। পরিশেষে তিনি বলিলেন : সালামা বায়'আত হও। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো সকলের পূর্বেই বায়'আত হইয়াছি। হুযূর (সা) বলিলেন, আবাবো হও। সালামা বলেন, দ্বিতীয়বার বায়'আত হওয়ার পর আমি নিরস্ত্র জানিতে পারিয়া হুযূর (সা) আমাকে একটি ঢাল প্রদান করিলেন। অতঃপর পুনরায় বায়'আত গ্রহণ করিতে শুরু করিলেন। সবশেষে তিনি আবাবো বলিলেন, সালামা তুমি কি বায়'আত হইবে না? বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সকলের আগে একবার, মাঝখানে একবার, মোট দুইবার বায়'আত হইয়াছি। হুযূর বলিলেন, আবাবো হও। তখন আমি তৃতীয়বারের মত বায়'আত হইলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, সালামা তোমাকে যেই ঢালটি দিয়াছিলাম উহা কোথায়? বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হযরত আমির (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। দেখিলাম যে, শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার মত তাঁহার কিছুই নাই। তাই উহা তাহাকে প্রদান করিয়াছি। শুনিয়া হুযূর (সা) হাসিয়া বলিলেন, তোমাকে দেখিতেছি সেই ব্যক্তির ন্যায় যে আল্লাহর নিকট দোয়া করিয়াছিল যে, 'হে আল্লাহ আমাকে এমন একজন বন্ধু মিলাইয়া দাও যে আমার নিকট আমার প্রার্থণা চেষ্টাও প্রিয় হইবে।' অতঃপর মুশরিকদের প্রস্তাবে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

সালামা (রা) বলেন, আমি তালহা ইব্বন উবায়দুল্লাহর খাদিম ছিলাম। তাঁহার ও তাঁহার ঘোড়ার পরিচর্যা করিতাম। তিনি আমার পানাহারের ব্যবস্থা করিতেন। আমি আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করিয়া আল্লাহর পথে হিজরত করিয়াছি। যখন সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া যায় এবং পরস্পর মেলামেশা শুরু হইয়া যায়, তখন আমি একটি গাছের নিচে গিয়া কাঁটা পরিষ্কার করিয়া গাছের গোড়ায় হেলান দিয়া উহার ছায়ার তলে শুইয়া পড়ি। অকস্মাৎ চারজন মুশরিক তথায় আসিয়া হুযূর (সা) সম্পর্কে ধৃষ্টতামূলক কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। তাহাদের আচরণে অতিষ্ঠ হইয়া আমি সেখান হইতে উঠিয়া অন্য একটি গাছের নীচে চলিয়া যাই। তাহারা তাহাদের অস্ত্র গাছের সাথে ঝুলাইয়া রাখিয়া শুইয়া পড়ে। ইত্যবসরে শুনিতে পাইলাম, কে যেন ডাকিয়া বলিতেছেন, হে মুহাজির সম্প্রদায়! হযরত দুহাইম (রা)-কে হত্যা করা হইয়াছে। আমি তরবারী হাতে লইয়া বৃক্ষ তলে ঘুমন্ত চার ব্যক্তির ঝুলন্ত অস্ত্রগুলো আয়ত্তে আনিয়া উহা একত্রিত করিয়া এক হাতে লইয়া অন্য হাতে তলোয়ার উত্তোলন করিয়া বলিলাম, আল্লাহর শপথ! যিনি মুহাম্মদ (সা)-কে সম্মান দান করিয়াছেন, তোমাদের যে মাথা উঠাইবে আমি তাহার মাথা উড়াইয়া দিব। অতঃপর আমি তাহাদিগকে হুযূর (সা)-এর নিকট লইয়া গেলাম। অপরদিকে আমার চাচা আমির (রা) আবলাত গোত্রের মিকরায নামক এক মুশরিককে ধরিয়া হুযূর (সা)-এর নিকট লইয়া আসে। এমনিভাবে আরো সত্তরজন মুশরিক হুযূর (সা)-এর কাছে নীত হয়। তিনি তাহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, মন্দের প্রারম্ভ ও উহার পুনরুজ্জী তাহাদেরই দায়িত্বে রহিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা **وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم مِّنْ بَعْدِ أَنْ أظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ** "তিনিই কাফিরদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয় দান করায় মক্কায় তাহাদের হাতকে তোমাদের হইতে এবং তোমাদের হাতকে তাহাদিগের হইতে বিরত রাখিয়াছেন।"

সহীহুদয়ে আবু আওয়ানা (র)... তারেক (র) সূত্রে সায়ীদ ইব্বন মুসাইয়াব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। সায়ীদ ইব্বন মুসাইয়াব (রা) বলেন, যাহারা বৃক্ষের নীচে হুযূর (সা)-এর হাতে বায়'আত হইয়াছিল আমার আব্বাও তাঁহাদের একজন ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, পরবর্তী বছর হজ্জ করিতে গিয়া আমরা আর সেই স্থানটি চিনিতে পারিলাম না, যেখানে হুযূর (সা) আমাদের বায়'আত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আবু বকর হুমাইদী (র) জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, হুযূর (সা) যখন লোকদিগকে বায়'আতের জন্য আহ্বান করিলেন তখন আমি দেখিলাম যে, জাদ ইব্বন কায়েস নামক এক ব্যক্তি তাহার উটের বগলের নীচে লুকাইয়া রহিয়াছে। ইব্বন জুরাইজের হাদীস হইতে ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হুমাইদী (র) জাবির (রা) হইতে আরো বর্ণনা করেন। তিনি

বলিয়াছেন, হুদাইবিয়ার দিন আমরা চৌদ্দশত লোক ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে বলিলেন, “তোমরা আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লোক।” জাবির (রা) বলেন, “আমার যদি চোখ থাকিত তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে বৃক্ষের সেই স্থানটি দেখাইয়া দিতাম।” রাবী সুফিয়ান (র) বলেন, সেই স্থানটি সম্পর্কে খুব মতবিরোধ রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, বৃক্ষের নীচে যাহারা বায়'আত হইয়াছে তাঁহাদের কেহই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না।

ইবন আবু হাতিম (র)..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, বৃক্ষের নীচে যাহারা বায়'আত হইয়াছে তাহাদের কেউ দোষে যাইবে না। লাল উটওয়াল ব্যতীত সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আমরা তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া গিয়া দেখিলাম যে, এক ব্যক্তি তাহার হারানো উটের অনুসন্ধান করিতেছে। আমরা তাহাকে বলিলাম, হতভাগা! চল রাসূল (সা)-এর কাছে যাইয়া বায়'আত গ্রহণ কর। লোকটি বলিল, বায়'আত করার চাইতে হারানো উটের সন্ধান লাভ করাই আমার নিকট অধিক শ্রেয়।

আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ (র) জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, কে আছে যে, 'সানিয়্যাতুল মেরারে' আরোহন করিবে? তাহার থেকে সেই বস্তু বিদূরিত হইয়া যাইবে যাহা বনী ইসরাঈলদের থেকে দূর হইয়াছিল। বলার পর সর্বাঞ্চে বনু খায়রাজ গোত্রের এক সাহাবী উহাতে আরোহন করিলেন। তৎপর অন্যারা। অতঃপর তিনি বলিলেন, লাল উটের মালিক ব্যতীত তোমাদের প্রত্যেককেই ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। লোকটির নিকট আসিয়া আমরা তাহাকে বলিলাম, আস, তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। লোকটি বলিল, (দরকার নাই) তোমাদের সাথী আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে তদপেক্ষা হারানো উটের সন্ধান লাভ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়। বলিয়া লোকটি উট অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

ইমাম মুসলিম (র) জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে উম্মে মোবাশশার সংবাদ দিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হাফসা (রা)-এর নিকট বলিতে শুনিয়াছেন যে, বৃক্ষের নীচে যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়'আত হইয়াছে ইনশাআল্লাহ্ তাহাদিগের কেহই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। এই কথা শুনিয়া হাফসা (রা) বলিয়া উঠিলেন, হ্যাঁ, জাহান্নামে প্রবেশ করিবেই তো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে ধমক দিলে হাফসা (রা) “তোমরা সকলেই উহাতে প্রবেশ করিবেই” আয়াতটি পাঠ করিলেন। উত্তরে হযূর (সা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন :

“অতঃপর আমি মুত্তাকীদিগকে মুক্তি দিব এবং জালিমদিগকে সেখানে উপুড় করিয়া নিষ্ক্ষেপ করিব।” (মুসলিম)

ইমাম মুসলিম (র)..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হাতিব ইবন আবু বালতাআ (রা)-এর ভৃত্য হযূর (সা)-এর নিকট অভিযোগ করিয়া বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! হাতিব অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। কারণ সে বদর ও হুদাইবিয়ার অংশ গ্রহণ করিয়াছে। তাইতো আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন :

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَةٌ إِلَيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا -

“যাহারা তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করে তাহারা তো আল্লাহরই নিকট বায়'আত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাহাদিগের হাতের উপর। আর যে উহা ভঙ্গ করে উহা ভঙ্গ করার পরিণাম ভঙ্গকারীরই উপর। আর যে আল্লাহর সহিত অঙ্গীকার পূর্ণ করে আল্লাহ তাহাকে মহা পুরস্কার দিবেন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন :

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا -

“মু'মিনরা যখন বৃক্ষ তলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করিল তখন আল্লাহ তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন, তাহাদিগের অন্তরে যাহা ছিল তাহা তিনি অবগত ছিলেন, তাহাদিগকে তিনি দান করিলেন প্রশান্তি এবং তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।”

(۱۱) سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا

فَأَسْتَغْفِرْ لَنَا، يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، قُلْ فَمَنْ

يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا

بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ○

(১২) بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا

وَزِينِ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۖ وَكُنْتُمْ قَوْمًا

بُورًا ۝

(১৩) وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۝

(১৪) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

১১. যে সব আরব মরুভাসী গৃহে রহিয়া গিয়াছে তাহারা তোমাকে বলিবে, 'আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদের জন্য রাখিয়াছে, অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' উহারা মুখে যাহা বলে তাহা উহাদিগের অন্তরে নাই। উহাদিগকে বল, 'আল্লাহ তোমাদিগের কাহারো কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করিলে কে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে? বস্তুত তোমরা যাঁহা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।'

১২. না, তোমরা ধারণা করিয়াছিলে যে, রাসূল ও মু'মিনগণ তাহাদিগের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়া আসিতে পারিবে না এবং এই ধারণা তোমাদিগের অন্তরে প্রীতিকর মনে হইয়াছিল। তোমরা মন্দ ধারণা করিয়াছিলে, তোমরা তো ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়।

১৩. যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, আমি সেই সব কাফিরদিগের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রাখিয়াছি।

১৪. আল্লাহরই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব, তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর : যে সব গ্রাম্য বেদুঈনগণ জিহাদ পরিত্যাগ করিয়া পরিবার-পরিজনদের সাথে ঘরে বসিয়া রহিয়াছিল, এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে জিহাদে যাইতে বিরত রহিয়াছিল, যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) ফিরিয়া আসার পর তাহারা বিভিন্ন টাল-বাহানা দেখাইয়া আত্মরক্ষার জন্য মনে-প্রাণে নয় বরং কৃত্রিমভাবে আল্লাহর নিকট

তাহাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে ছয় (সা)-এর নিকট ধরনা দিয়াছিল, তাহাদিগের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

يَقُولُونَ بِالسِّنْتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا

“উহাদের মুখে তাহা বলে যাহা উহাদিগের অন্তরে নাই। উহাদিগকে বল, আল্লাহ তোমাদিগের কাহারো কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করিলে কে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে?”

অর্থাৎ আল্লাহ যদি তোমাদিগের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেন তাহা হইলে কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। তিনি তোমাদিগের মনের খবর পুংখানুপুংখরূপে জানেন এবং তোমাদিগের কোন টাল-বাহানা ও কপটতা কোন কাজে আসিবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

بَلْ كَانِ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا “বস্তুত তোমরা যাহা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।”

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিলেন :

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا

“বরং তোমরা ধারণা করিয়াছিলে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ও মু'মিনগণ তাহাদিগের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়া আসিতে পারিবে না।”

অর্থাৎ তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাস করিয়াছিলে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ও মু'মিনগণ যুদ্ধে নিহত হইবেন। তাহাদিগের গর্দান উড়িয়া যাইবে, তাহারা সমূলে ধ্বংস হইয়া যাইবেন। তাহাদিগের মৃত্যু সংবাদ দেওয়ার জন্যও কেহ ফিরিয়া আসিতে পারিবে না।

“তোমরা মন্দ ধারণা করিয়াছিলে, তোমরা একটি ধ্বংসমুখী জাতি।”

ইবন আব্বাস (রা) মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকের মতে, আয়াতে بُورًا এর অর্থ অর্থাৎ ধ্বংসমুখী। কাতাদা (র)-এর মতে فَاسِدِينَ অর্থাৎ সন্ত্রাসী, অশান্তি সৃষ্টিকারী। কাহারো মতে, ইহা ওয়ানী শব্দ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ “যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনেনা।”

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভিতরে-বাহিরে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর অনুগত না হয়, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জাহান্নামে শাস্তি প্রদান করিবেন। মনের আসল কথা গোপন

করিয়া মানুষের নিকট অন্য কিছু প্রকাশ করিলেও আল্লাহর আযাব হইতে সে রক্ষা পাইবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় শক্তি-সামর্থ্য, রাজত্ব ও আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, **يَنْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ**, "তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তওবা করে এবং অবনত মস্তকে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লয়, আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন এবং তাহার প্রতি দয়াপরবশ হন।

(১৫) **سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوا مِنْهَا ذَرُوتَا نَتَّبِعُكُمْ، يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَابِكُمْ قَالِ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ، فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُ عَلَيْنَا، بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا** ○

১৫. তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাইবে তখন যাহারা গৃহে রহিয়া গিয়াছিল তাহারা বলিবে, 'আমাদিগকে তোমাদিগের সংগে যাইতে দাও।' উহারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করিতে চায়। বল, 'তোমরা কিছুতেই আমাদিগের সংগী হইতে পারিবে না। আল্লাহ পূর্বেই এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন।' উহারা বলিবে, 'তোমরা তো আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেছ।' বস্তুত উহাদিগের বোধশক্তি সামান্য।

তাফসীর : যে সব বেদুঈনরা হুদাইবিয়ার উমরাহয় হুযূর (সা) ও সাহাবায়ে কিরামদের সাথে অংশগ্রহণ করে নাই, তাহারা হুযূর (সা) ও সাহাবাদিগকে যখন খায়বার বিজয় করিয়া গনীমত সংগ্রহ করিতে যাইতে দেখিবে, তখন তাহারা আশা প্রকাশ করিয়া বলিবে যে, আমাদিগকেও তোমাদের সাথে লইয়া যাও। বিপদের সময় তাহারা পিছনে সরিয়া গেলেও লাভের সময় অংশগ্রহণ করিতে চাইবে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগের কৃত পাপের উপযুক্ত শাস্তিস্বরূপ সাথে যাওয়ার অনুমতি না

দেওয়ার জন্য মহানবী (সা)-কে নির্দেশ দিয়াছেন। যেমন পাপ তেমন সাজা। কারণ আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, যাহারা হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদিগের ব্যতীত কাউকে খায়বারের গনীমত লাভ করিতে দেওয়া হইবে না, যুদ্ধ-বিমুখ বেদুঈনগণ তাহাতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না। অতএব আইনতই তাহারা খায়বার—গনীমতের প্রাপ্য নয়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, **يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ** "উহারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করিতে চায়।"

মুজাহিদ, কাতাদা ও জুআইবির (র) বলেন, হুদাইবিয়াবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন আয়াতে উহাকেই বুঝানো হইয়াছে। ইব্ন জারীর (র) এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন। ইব্ন যায়দ (র)-এর মতে তদ্বারা আল্লাহর নিম্নোক্ত ঘোষণাটি উদ্দেশ্য :

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُواكَ لِخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُفَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوْلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ

"আল্লাহ যদি তোমাকে উহাদিগের কোন দলের নিকট ফেরত আনেন এবং উহারা অভিযানে বাহির হইবার জন্য তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন তুমি বলিবে, তোমরা তো আমার সহিত কখনও বাহির হইবে না এবং তোমরা আমার সংগী হইয়া কখনও শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে না। তোমরা তো প্রথমবার বসিয়া থাকাই পছন্দ করিয়াছিলে। সুতরাং যাহারা পিছনে থাকে তাহাদের সহিত বসিয়াই থাক।"

ইব্ন যায়দের এই মতটি আপত্তিকর। কারণ সূরা তাওবার এই আয়াতটি তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। বলাবাহুল্য যে, তাবুক যুদ্ধ উমরাতুল হুদাইবিয়ার পরের ঘটনা।

ইব্ন জুরাইজ (র) বলিয়াছেন, **يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ** -এর অর্থ হইল, তাহারা মুসলমানদিগকে জিহাদ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে পরিবর্তন করিতে চায়।

বল, তোমরা কিছুতেই আমার সংগী হইতে পারিবে না। আল্লাহ পূর্বেই এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন।" অর্থাৎ হে মুনাফিকদের আপনার সংগে যুদ্ধে বাহির হইবার আকাঙ্ক্ষার উত্তরে আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন যে, তোমাদের এই প্রার্থনার পূর্বেই আল্লাহ হুদাইবিয়া ওয়ালাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, খায়বারের যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ কেবল তাহাদিগকেই দেওয়া হইবে, অন্য কাহাকেও ইহাতে অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না।

“উহারা বলিবে যে, তোমরা তো আমাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করিতেছ।” অর্থাৎ তাহারা বলিবে যে, যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদে তোমাদের সাথে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে তোমরা আমাদের সাথে হিংসা পোষণ করিতেছ।

بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا বস্তুত উহাদিগের বোধশক্তি সামান্য। অর্থাৎ তাহারা যাহা ধারণা করিয়াছে, ব্যাপার কিন্তু তাহা নহে। কিন্তু তাহারা উহা বুঝে না।

(১৬) قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ، فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا،

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

(১৭) كَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرٌّ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرٌّ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ

حَرٌّ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ وَمِنْ تَحْتِهَا أَعْدَابٌ أَلِيمًا ۝

১৬. যে সব আরব মরুভূমির গৃহে রহিয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে বল, ‘তোমরা আহুত হইবে এক প্রবল, পরাক্রান্ত জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে; তোমরা উহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে যতক্ষণ না উহারা আত্মসমর্পণ করিবে। তোমরা এই নির্দেশ পালন করিলে আল্লাহ তোমাদিগকে উত্তম পুরস্কার দান করিবেন। আর তোমরা যদি পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, তিনি তোমাদিগকে মর্মভেদ শাস্তি দিবেন।’

১৭. অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, ক্রমের জন্য কোন অপরাধ নাই এবং যে কেহ আল্লাহ ও তাহার রাসূলের আনুগত্য করিবে আল্লাহ তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে তিনি তাহাকে মর্মভেদ শাস্তি দিবেন।

তাফসীর : প্রবল, পরাক্রান্ত জাতি যাহাদিগের সাথে লড়াই করিবার জন্য সহসা আহ্বান করা হইবে বলিয়া আল্লাহ তা’আলা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহারা কাহারো, এই ব্যাপারে কুরআন ব্যাখ্যাতাদের মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

১. তাহারা হাওয়াজেন গোত্র। শু’বা আবু বিশ্বর (র) সূত্রে সাঈদ ইব্ন জুবাইর কিংবা ইকরিমা কিংবা উভয় হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদা (র)-এর মতও ইহাই।

২. ছাকীফ গোত্র। এই মত যাহূহাক (র) বর্ণনা করেন।

৩. বনু হানীফা। ইহা জুআইবির (র) বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) যুহরী (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। সায়ীদ এবং ইকরিমা (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে।

৪. পারস্যবাসী। আলী ইব্ন আবু তালহা (র), ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আতা, মুজাহিদ এবং ইকরিমা (র)-এর মতও ইহাই। কা’ব আহবার (র) বলেন, তাহারা রোমবাসী। ইব্ন আবু লায়লা, আতা, হাসান ও কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাহারা পারস্য ও রোমবাসী। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাহারা মূর্তিপূজক। তাহার থেকে আরেক বর্ণনায় আছে যে, তাহারা নির্দিষ্ট কোন জাতি নয়- বরং যে কোন প্রবল শক্তিদ্বারা সম্প্রদায়। ইব্ন জুরাইজ (র) এইরূপ বর্ণনা করেন এবং ইব্ন জারীরের মতও ইহাই।

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, سُدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَأْسٍ شَدِيدٍ -এর ব্যাখ্যায় যুহরী (র) বলেন, সেই প্রবল, শক্তিদ্বারা জাতি এখনও আবির্ভূত হয় নাই।

তিনি আবু হুরায়রা (রা) হইতে আরো বর্ণনা করিয়াছেন। আবু হুরায়রা (রা) এই আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন, উহারা হইল যোদ্ধা জাতি অর্থাৎ কুর্দীগণ। তিনি আবু হুরায়রা (রা) হইতে আরো বর্ণনা করিয়াছেন, আবু হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, এমন এক জাতির সহিত তোমরা যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হইবে না, যাহাদের চোখ হইবে ছোট, নাক হইবে চেপ্টা আর মুখমণ্ডল হইবে ঢালের ন্যায়। সুফিয়ানের মতে, তাহারা হইল কুর্দী।

ইব্ন আবু উমর (র) আবু খালিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, আবু হুরায়রা (রা) একবার আমাদের নিকট আগমন করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস تَقَاتِلُوا قَوْمًا نَعَالُهُمُ الشُّغْرُ -‘তোমরা এমন এক জাতির মোকাবেলা করিবে যাহারা পশমের তৈরী পাদুকা ব্যবহার করিবে।’ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিলেন, পশমের জুতা পরিধানকারী জাতি হইল যোদ্ধাজাতি অর্থাৎ কুর্দীগণ।

‘তোমরা উহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে অথবা তাহারা আত্মসমর্পণ করিবে।’

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার বিধান দিয়াছেন। অতএব তোমরা তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ অব্যাহত রাখিবে। হয়ত যুদ্ধ করিয়া তোমরা তাহাদিগকে পরাজিত করিবে কিংবা আত্মসমর্পণ করিয়া যুদ্ধবিগ্রহ ব্যতীকে তাহারা স্বেচ্ছায় তোমাদের ধর্মে দীক্ষিত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, **فَإِنْ تُطِيعُوا** "তোমরা যদি আনুগত্য কর।" অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহর আস্থানে সাড়া দিয়া জিহাদে বাহির হও এবং নিয়মানুযায়ী জিহাদ কর, তাহা হইলে, **يُؤْتِكُمْ أَجْرًا حَسَنًا** "তিনি তোমাদিগকে উত্তম প্রতিদান দান করিবেন।"

وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ "আর যদি তোমরা পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী।"

অর্থাৎ হুদাইবিয়ার সময় তোমরা যেমন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিলে। যদি এখনও তেমন পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, তাহা হইলে, **يُعَذِّبُكُمُ عَذَابًا أَلِيمًا** 'আল্লাহ তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করিবেন।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধে যোগদান না করার ওজরসমূহ বর্ণনা করিতেছেন। কতিপয় ওজর এমন আছে যাহা অবিচ্ছেদ্য। যেমন অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব ইত্যাদি। আবার কতিপয় এমন আছে যাহা আকস্মিক। যেমন, এমন রোগ যাহা কখনও থাকে কখনও থাকে না। অসুস্থতার মুহূর্তে এমন ব্যক্তি অপারগ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জিহাদ এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়া বলিতেছেন, **وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ** "এবং যে কেহ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে আল্লাহ তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত।" **وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ** "কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে, তিনি তাহাকে মর্মভুদ শাস্তি প্রদান করিবেন।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি জিহাদ পরিত্যাগ করিয়া পার্থিব জীবনের ধাক্কায় লিপ্ত হয় আল্লাহ তাহাকে ইহজগতে লাঞ্ছনা দ্বারা এবং পরকালে জাহান্নামের অগ্নি দ্বারা শাস্তি প্রদান করিবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(১৮) **لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ**

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۝

(১৯) **وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝**

১৮. মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করিল, তখন আল্লাহ তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন, তাহাদিগের অন্তরে যাহা ছিল তাহা তিনি অবগত ছিলেন; তাহাদিগকে তিনি দান করিলেন প্রশান্তি এবং তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।

১৯. ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধে লভ্য সম্পদ যাহা উহারা হস্তগত করিবে, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর : বাবুল বৃক্ষের নীচে যে সব মু'মিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বায়'আত করিয়াছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগের সম্পর্কে সন্তুষ্ট প্রকাশ করিতেছেন। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, বায়'আতকারীদের সংখ্যা ছিল এক হাজার চারশত। বৃক্ষটির নাম সামুরাঃ বা বাবুল। হুদাইবিয়া নামক স্থানে এই বায়'আত সংঘটিত হইয়াছে। ইমাম বুখারী (র) আব্দুর রহমান (রা) বর্ণনা করেন। আব্দুর রহমান (রা) বলেন, আমি একদা হজ্জ করিবার জন্য মক্কা শরীফ গমন করি। একস্থানে একদল লোককে সালাত আদায় করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ মসজিদ? তাহারা বলিল, ইহা সেই বৃক্ষ যাহার নীচে হুযূর (সা) 'বায়'আতে রিজওয়ান' গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর আমি সায়ীদ ইবন মুসাইয়াব (রা)-কে এই সংবাদটি জানাইলাম। তিনি বলিলেন, আমার আকা আমাকে বলিয়াছেন যে, যাহারা হুযূর (সা)-এর হাতে বৃক্ষের নীচে বায়'আত করিয়াছিলেন আমিও তাহাদের একজন ছিলাম। তিনি বলিয়াছেন যে, বায়'আতের পরবর্তী বছর তথায় গিয়া আমরা আর সেই স্থানটি চিহ্নিত করিতে পারিলাম না। সেই বৃক্ষটি আর খুঁজিয়া পাইলাম না। সায়ীদ (র) বলেন, আমি আশ্চর্য হই এইজন্য যে, বায়'আত কালে যেসব সাহাবায়ে কিরাম (রা) তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা এখন সেই স্থানটি চিনিতে পারেন না আর তোমরা দিব্য চিনিয়া ফেলিয়াছ! তবে কি তোমরাই তাঁহাদের চেয়ে বেশি জান!

"তাহাদিগের অন্তরে যাহা ছিল তিনি তাহা অবগত ছিলেন।"

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের মনের সততা, অস্বীকার পালনের সদিচ্ছা, মান্যতা ও আনুগত্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

"তাহাদিগকে তিনি দান করিলেন প্রশান্তি এবং তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।" হুদাইবিয়ার সন্ধিই সেই আসন্ন বিজয়, যাহার বদৌলতে পরবর্তীতে মুসলমানরা অপরিমেয় কল্যাণ সাধন করে। খায়বর দখল, মক্কা বিজয় ও বিভিন্ন সাম্রাজ্য এই সন্ধির সূত্র ধরিয়াই মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক প্রভূত কল্যাণ ও মর্যাদা লাভ করিয়া তাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি ও শক্তিতে পরিণত হয়।

‘ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধে লভ্য সম্পদ যাহা উহারা হস্তগত করিবে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’

ইব্ন আবু হাতিম (র) সালামা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, সালামা (রা) বলেন, (একদিন) আমরা দ্বিপ্রহরের সময় বিশ্রাম করিতেছিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ হইতে এক ঘোষক ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে, হে লোক সকল! “জিবরাঈল (আ) আসিয়াছেন তোমরা বায়’আতের জন্য অগ্রসর হও।” আমরা দৌড়াইয়া ছয় (সা)-এর নিকট পৌঁছিলাম। তখন তিনি বাবুল বৃক্ষের নীচে উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা সকলে তাঁহার হাতে বায়’আত গ্রহণ করিলাম। আল্লাহ্ তা’আলা **لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ** আয়াতে এই কথাটিই বলিয়াছেন। (মু’মিনরা যখন বৃক্ষতলে বায়’আত করিল তখন তাহাদিগের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হইলেন।” বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের এক হাত আরেক হাতের উপর রাখিয়া হযরত উসমান (রা)-এর জন্য বায়’আত করিলেন। তখন লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, ধন্য উসমান ইব্ন আফ্ফান! আমরা এখানে রহিয়াছি আর সে আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করিতেছে। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “সে যদি সেখানে কয়েক বছরও অবস্থান করে আমি তাওয়াফ না করা পর্যন্ত সে তাওয়াফ করিবে না।”

(২০) **وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةًٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝**

(২১) **وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا**

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝

(২২) **وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا**

وَلَا نَصِيرًا ۝

(২৩) **سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۗ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝**

(২৪) **وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝**

২০. আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের, যাহার অধিকারী হইবে তোমরা। তিনি ইহা তোমাদিগের জন্য ত্বরান্বিত করিয়াছিলেন এবং তিনি তোমাদিগ হইতে মানুষের হস্ত নিবারিত করিয়াছিলেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও এবং ইহা হয় মু’মিনদিগের জন্য এক নির্দশন এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরিচালিত করেন সরল পথে।

২১. আরও বহু সম্পদ রহিয়াছে যাহা এখনও তোমাদিগের অধিকারে আসে নাই, উহা তো আল্লাহ্‌র নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২২. কাফিররা তোমাদিগের মোকাবিলা করিলে পরিণামে উহারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিত, তখন উহারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইত না।

২৩. ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান, প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে; তুমি আল্লাহ্‌র এই বিধানে কোন পরিবর্তন পাইবে না।

২৪. তিনি মক্কা উপত্যকায় উহাদিগের হস্ত তোমাদিগ হইতে এবং তোমাদিগের হস্ত উহাদিগ হইতে নিবারিত করিয়াছেন, উহাদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবার পর। তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন।

তাফসীর : **“وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا”** আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের যাহার অধিকারী হইবে তোমরা।”

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতে “যুদ্ধ লব্ধ বিপুল সম্পদ” দ্বারা ছয় (সা) হইতে আজ অবধি যে সব সম্পদ গনীমতরূপে মুসলমানদের হস্তগত হইয়াছে উহাকে বুঝানো হইয়াছে।

فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ‘তিনি ইহা তোমাদিগের জন্য ত্বরান্বিত করিয়াছেন।’ অর্থাৎ খায়বার বিজয়কে আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য ত্বরান্বিত করিয়াছেন।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়াতে খায়বার বিজয়ের কথা বলা হয় নাই বরং হুদাইবিয়ার সন্ধির কথা বলা হইয়াছে।

“وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ” এবং তোমাদিগ হইতে মানুষের হস্ত নিবারিত করিয়াছিলেন।” অর্থাৎ— তোমাদিগের শত্রু সম্প্রদায় তোমাদিগের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ বিগ্রহ করিবার অশুভ উদ্দেশ্য মনে মনে পোষণ করিত, তাহাতে তাহারা সফলকাম হইতে পারে নাই এবং যেই সব মুশফিকরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করিয়া ঘরে বসিয়া রহিয়াছিল, তাহারাও তোমাদের সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রী-কন্যাদের কোন ক্ষতিসাধন করিতে সক্ষম হয় নাই।

“এবং ইহা হয় মু'মিনদিগের জন্য এক নিদর্শন।” অর্থাৎ উহা আমি এই জন্য করিয়াছি যেন মু'মিনগণ উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে। কারণ সংখ্যায় তাহারা স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা শত্রুদের উপর তোমাদিগকে বিজয় দান করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে হেফাজত করিয়াছেন। আর যেন তাহারা মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া লয় যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি কাজের উপযুক্ত পরিণাম সম্পর্কে সম্যক অবগত। আল্লাহর যে কোন নির্দেশকে অবনত মস্তকে পালন করাতেই সমূহ কল্যাণ নিহিত। আল্লাহর নির্দেশ বাহ্যত তোমাদের স্বভাব বিরুদ্ধ হইলেও, তোমাদের মনঃপূত না হইলেও উহাতেই কল্যাণ আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, **عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ**, “এমনও হইতে পারে যে, তোমরা একটি জিনিসকে অপছন্দ করিবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা তোমাদিগের জন্য কল্যাণকর।”

“এবং তোমাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করিবেন।” অর্থাৎ আল্লাহর বিধান অনুসরণ ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর আনুগত্যের বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করিবেন।

وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا -

“আরো বহু সম্পদ রহিয়াছে, যাহা এখনও তোমাদিগের হাতে আসে নাই। উহা আল্লাহর নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।”

অর্থাৎ- আরো একটি গনীমত ও বিজয় রহিয়াছে, যাহা তোমরা এখনও লাভ করিতে পার নাই। তবে আল্লাহ উহা তোমাদিগের জন্য সহজলভ্য করিয়া দিবেন। উহা আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত রহিয়াছে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুত্তাকী বান্দাকে ধারণাতীত জীবিকা দান করিয়া থাকেন।

ইহা কোন গনীমত? এই বিষয়ে কুরআন ব্যাখ্যাভাদের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। আওফী (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, উহা হইল খায়বর বিজয়। এই ব্যাখ্যাটি মানিয়া লইলে **هَذِهِ لَكُمْ هَذِهِ** (ইহা তোমাদিগের জন্য ত্বরান্বিত করিয়াছেন) দ্বারা হুদাইবিয়ার সন্ধি বৃদ্ধিতে হইবে।

যাহ্‌হাক, ইবন ইসহাক ও আব্দুর রহমান ইবন ফাইয়দ ইবন আসলাম (র) প্রমুখের মতও ইহাই।

কাতাদা ও ইবন জারীর-এর মতে উহা ফাত্‌হে মক্কা বা মক্কা বিজয়।

ইবন আবু লায়লা ও হাসান বসরীর (র)-এর মতে উহা পারস্য ও রোম বিজয়।

মুজাহিদ (র) বলেন, উহা সে সব বিজয় ও গনীমত যাহা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানগণ লাভ করিবে। আবু দাউদ তায়ালিসী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) হইতে

বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, উহা সে সব বিজয় যাহা মুসলমানগণ কিয়ামত পর্যন্ত লাভ করিবে।

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلُوا الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وِلْيًا وَلَا نَصِيرًا

“কাফিররা তোমাদিগের মোকাবিলা করিলে, পরিণামে উহারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিত। তখন উহারা কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী পাইত না।”

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দিয়া বলিতেছেন যে, মুশরিকরা তাহাদিগের মোকাবিলা করিলে আল্লাহ তাঁহার রাসূল ও ঈমানদার বান্দাদিগকে তাহাদিগের উপর বিজয় দান করিতেন আর কাফির বাহিনী পরাজিত হইয়া, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিত। তখন তাহারা কোন সাহায্যকারী বা অভিভাবক খুঁজিয়া পাইত না। বস্তুত আল্লাহ তাঁহার রাসূল এবং ঈমানদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া কেহ কোন দিন বিজয় লাভ করিতে পারে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا -

“ইহাই আল্লাহর বিধান, প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তুমি আল্লাহর এই বিধানে কোন পরিবর্তন পাইবে না।”

অর্থাৎ- কাফির ও ঈমানদারদের মাঝে সংঘাত সৃষ্টি হইলে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদিগকে বিজয় দান করেন এবং সত্যের বিজয় দান করিয়া মিথ্যার পতন ঘটান। ইহাই আল্লাহর বিধান। যেমন, বদরের যুদ্ধে মুষ্টিমেয় নিরস্ত্র মুসলমানকে সশস্ত্র রণনিপুণ মুশরিকদিগের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করিয়াছেন। যাহারা সংখ্যায় ছিল মুসলমানদের কয়েকগুণ বেশী।

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ - وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا -

“তিনি মক্কা উপত্যকায় উহাদিগের হস্ত তোমাদিগ হইতে এবং তোমাদিগের হস্ত উহাদিগ হইতে নিবারিত করিয়াছেন। উহাদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবার পর। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা দেখেন।”

অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর আরেকটি অনুগ্রহ এই যে, মুশরিকদিগের হস্তকে তাহাদিগ হইতে বিরত রাখিয়াছেন, তাহারা মুসলমানদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই এবং মুশরিকদের হইতে মুসলমানদের হাতকে নিবারিত রাখিয়াছেন। ফলে

মসজিদুল হারামের নিকট তাহারা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় নাই। বরং উভয় পক্ষকেই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং সন্ধির মাধ্যমে দুই পক্ষের মাঝে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে মুসলিমদের জন্য ইহকাল ও পরকালের অপরিসীম কল্যাণ নিহিত ছিল।

উপরে সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছিল যে, সাহাবাগণ সত্তর জন মুশরিককে বন্দী করিয়া হযূর (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত করিয়াছিলেন। হযূর (সা) বলিয়াছিলেন, “তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, যুদ্ধের সূচনা ও পুনরাবৃত্তি তাহাদিগের হইতেই হইতে দাও।” তাহাদিগের সম্পর্কেই আল্লাহ তা‘আলা **وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ** “তিনিই তোমাদিগ হইতে তাহাদের হস্ত এবং তাহাদিগ হইতে তোমাদের হস্ত নিবারিত করিয়াছেন” আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

ইমাম আহমদ (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, হুদাইবিয়ার দিন মক্কার আশিজন লোক অস্ত্র সজ্জিত হইয়া জাবালুত তানযীমের দিক হইতে চূপিসারে অবতরণ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে ছুটিয়া আসে। টের পাইয়া হযূর (সা) সাহাবাদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন। সাহাবাগণ উহাদের সকলকে গ্রেফতার করিয়া হযূর (সা)-এর নিকট হাজির করেন। কিন্তু তিনি দয়া পরবশ হইয়া উহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন ও মুক্ত করিয়া দিলেন। উহাদিগের সম্পর্কেই আল্লাহ তা‘আলা **وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ** “তিনিই মক্কায় তোমাদিগ হইতে তাহাদের হস্ত এবং তাহাদিগ হইতে তোমাদের হস্ত নিবারিত করিয়াছেন, উহাদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবার পর” আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) এই হাদীসটি হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল মযানী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রা) বলেন, কুরআনে আল্লাহ যেই বৃক্ষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। একদিন আমরা সেই বৃক্ষটির গোড়ায় বসিয়াছিলাম। বৃক্ষের ডালগুলো হযূর (সা)-এর পৃষ্ঠদেশে ছুঁইছুঁই করিতেছিল, আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) ও সুহাইল ইব্ন আমর হযূর (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। হযূর (সা) আলী (রা)-কে বলিলেন, “রাহমান, রাহীম আল্লাহর নামে লিখ”। কিন্তু সুহাইল হযূর (সা)-এর হস্ত ধরিয়া ফেলিল এবং বলিল, ‘রাহমান, রাহীম আবার কে?’ আমরা তো তাহা জানি না।

আমরা যাহা জানি, আমাদের এই সন্ধিনামায় তাহাই লিখুন। সে বলিল, লিখুন “তোমার নামে হে আল্লাহ”, অতঃপর হযূর (সা) লিখিলেন, : “ইহা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা) ও মক্কাবাসীদের মধ্যকার স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা।” কিন্তু এইবারও সুহাইল ইব্ন আমর হযূর (সা)-এর হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, আপনি যদি আল্লাহর রাসূলই হইয়া থাকেন তাহা হইলে তো আমরা আপনার উপর বড় অত্যাচার করিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের এই চুক্তিনামায় আমরা যাহা জানি আপনি তাহাই লিখুন। সুহাইল বলিল, লিখুন, ইহা মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ-এর স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা। ইত্যবসরে ত্রিশজন সশস্ত্র মুশরিক যুবক অকস্মাৎ আসিয়া পড়িয়া আমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। হযূর (সা) তাহাদের বিরুদ্ধে বদদেয়া করিলেন। আল্লাহ তা‘আলা তাহাদিগকে বধির বানাইয়া দিলেন। আমরা তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়া লইয়া আসিলাম। হযূর (সা) বলিলেন, “তোমরা কাহারো নিরাপত্তায় আসিয়াছ কি? অথবা বলিলেন, কেউ তোমাদিগকে নিরাপত্তা দিয়াছে কি?” তাহারা বলিল, না। অতঃপর হযূর (সা) তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। এই প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা‘আলা **وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ** “তিনিই তোমাদিগ হইতে তাহাদের হস্ত এবং তাহাদিগ হইতে তোমাদের হস্ত নিবারিত করিয়াছেন, মক্কায় তাহাদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবার পর” নাযিল করেন। হুসাইন ইব্ন ওয়াকিদ-এর সূত্রে ইমাম নাসায়ী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ইব্ন আবযা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবযা (রা) বলেন, হযূর (সা) কোরবানীর পণ্ড (হাদী) লইয়া যখন যুলহলাইফাতে পৌঁছিলেন, তখন উমর (রা) বলিলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল, আপনি এমন একটি সম্প্রদায়ের নিকট যাইতেছেন, যাহাদের সাথে আপনার হৃদয়-সংঘাত রহিয়াছে। অথচ আপনার কাছে না আছে কোন অস্ত্র, না আছে আত্মরক্ষার অন্য কোন সুব্যবস্থা!’ এই কথা শুনিয়া হযূর (সা) লোক পাঠাইয়া মদীনা হইতে প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র আনাইয়া লইলেন। অতঃপর মক্কার নিকটবর্তী হইলে মক্কার মুশরিকরা তাঁহাকে বাধা প্রদান করিয়া বলিল, আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। পরিশেষে হযূর (সা) মিনায় অবস্থান করিলেন। ইত্যবসরে গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে, ইকরিমা ইব্ন আবু জাহ্ল পাঁচশত সৈন্য লইয়া আপনার উপর আক্রমণ করিবার জন্য রওয়ানা হইয়াছে। হযূর (সা) খালিদ ইব্ন অলীদকে বলিলেন, “খালিদ! তোমার চাচাতো ভাই তো সৈন্য-সামন্ত লইয়া আসিতেছে।” খালিদ (রা) বলিলেন, আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের তরবারী। (তখন হইতে তিনি “সাইফুল্লাহ” তথা “আল্লাহর তরবারী” উপাধিতে ভূষিত হন)।

খালিদ সাইফুল্লাহ্ বলিলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি আমাকে যথায় ইচ্ছা যাহার মোকাবিলায় ইচ্ছা প্রেরণ করুন।' হযূর (সা) তাঁহাকে ইকরিমা বাহিনীর মোকাবিলায় প্রেরণ করিলেন।

ঘাঁটিতে উভয় দলের মাঝে সংঘর্ষ বাঁধিয়া যায়। বীর সৈনিক হযরত খালিদ (রা) প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়া ইকরিমা বাহিনীকে পরাজিত করিয়া মক্কায় ধাওয়া করে। কিন্তু তাহারা নতুন উদ্যমে পুনরায় আক্রমণ করিলে হযরত খালিদ (রা) এইবারও পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে মক্কার গলিতে পৌছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসেন। তাহারা তৃতীয়বারের মত আবারো আসে। হযরত খালিদ (রা) এইবারও তাহাদিগকে পরাভূত করেন। এই প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা **هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ** নাযিল করেন। অর্থাৎ তিনিই তোমাদিগ হইতে তাহাদের হস্ত এবং তাহাদিগ হইতে তোমাদের হস্ত নিবারিত করিয়াছেন মক্কায়। তাহাদের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করার পর। উহারাই তো কুফরী করিয়াছিল এবং নিবৃত্ত করিয়াছিল তোমাদিগকে মসজিদুল হারাম হইতেও, বাধা দিয়াছিল কোরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌছিতে। তোমাদিগকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হইত, যদি না থাকিত এমন মু'মিন নর ও নারী যাহাদিগকে তোমরা জান না, তোমরা উহাদিগকে পদদলিত করিতে অজ্ঞাতসারে; ফলে উহাদিগের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় নাই এইজন্য যে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করিবেন। যদি উহার পৃথক হইত, আমি উহাদিগের মধ্যে কাফিরদিগকে মর্মভূদ শাস্তি দিতাম।

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযূর (সা)-কে বিজয় দান করিবার পর তাঁহাকে কাফিরদিগ হইতে নিবারিত করিয়াছেন— যেন মক্কার দুর্বল ও অসহায় মুসলমানগণ মুসলিম বাহিনীর হাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

ইবন আবু হাতিম (র) ইবন আবযা (রা) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই বর্ণনাটিতে আপত্তি রহিয়াছে। ইহা হুদাইবিয়ার ঘটনা হইতে পারে না। কারণ হযরত খালিদ ইবন অলীদ (রা) তখনও তো ইসলাম গ্রহণ করেন নাই বরং সেদিন তিনি মুশরিক বাহিনীর সরদার ছিলেন। সহীহ হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়। আবার ইহা উমরাতুল কাজার ঘটনাও হইতে পারে না। কারণ হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, হযূর (সা) পরবর্তী বছর আসিয়া উমরাহ পালন করিবেন ও তিন দিন মক্কায় অবস্থান করিবেন। বস্তুত এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযূর (সা) যখন পরবর্তী বছর মক্কায় আসিলেন কাফিররা তাহাকে বাধা প্রদান করে নাই কিংবা তাহার সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহও করে নাই। এটাকে বিজয়ের

ঘটনাও বলা যাইতে পারে না। কারণ সেই দিন তো হযূর (সা) কুরবানীর পশু লইয়া আসেন নাই বরং যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই সৈন্য সামন্ত লইয়া আসিয়াছিলেন। অতএব এই বর্ণনাটির আপত্তি আর ক্রটি-বিচ্যুতি রহিয়াই গেল। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

ইবন ইসহাক (র).... হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর গোলাম ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুশরিকরা চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোককে নিযুক্ত করিয়াছিল যেন তাহারা রাসূল (সা)-এর সৈন্যদের গতিবিধি লক্ষ্য করে এবং সুযোগ পাইলে কাহারো উপর আক্রমণ করে বা কাউকে ধরিয়া লইয়া আসে। কিন্তু মুসলমানরা তাহাদিগের সকলকে ধরিয়া হযূর (সা)-এর নিকট লইয়া আসেন। হযূর (সা) তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন এবং ছাড়িয়া দিলেন। অথচ তাহারা মুসলিম বাহিনীর প্রতি পাথর ও তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল। ইবন ইসহাক (র) বলেন, এই ঘটনা প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন :

هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا - هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ وَ لَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ - لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا -

কাতাদা (র) বলিয়াছেন, ইবন যুনাইম নামক এক সাহাবী হুদাইবিয়ার একটি টিলার উপর উঠিয়াছিল। মুশরিকরা তীর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে শহীদ করিয়া ফেলে। হযূর (সা) লোক পাঠাইয়া তাহাকে সহ মোট বারজনকে ধরাইয়া আনিলেন। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পক্ষ হইতে তোমাদের কোন নিরাপত্তা আছে কি? তাহারা বলিল, না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। এদিকে আল্লাহ তা'আলা **هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ** "তিনিই তাহাদের হাতকে তোমাদের হইতে এবং তোমাদের হাতকে তাহাদের হইতে নিবারিত করিয়াছেন" নাযিল করেন।

(২৫) هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا

أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالُ الْمُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ لَمْ تَعْلَمُوا

هُمْ أَنْ تَطُؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ

فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا

الْبِئْسَ

(২৬) إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ

الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالزَّمَهُمْ

كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

২৫. উহারা ই তো কুফরী করিয়াছিল এবং নিবৃত্ত করিয়াছিল তোমাদিগকে মসজিদুল হারাম হইতে ও বাধা দিয়াছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌছিতে। তোমাদিগকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হইত, যদি না থাকিত এমন মু'মিন নর ও নারী তাহাদিগকে তোমরা জান না; তোমরা তাহাদিগকে পদদলিত করিতে অজ্ঞাতসারে; ফলে উহাদিগের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় নাই এইজন্য যে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করিবেন। যদি উহারা পৃথক হইত, আমি উহাদিগের মধ্যে কাফিরদিগকে মর্মস্তুদ শাস্তি দিতাম।

২৬. যখন কাফিররা তাহাদিগের অন্তরে পোষণ করিত গোত্রীয় অহমিকা, তখন আল্লাহ তাহার রাসূল ও মু'মিনদিগকে স্বীয় প্রশান্তি দান করিলেন, আর তাহাদিগকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করিলেন এবং তাহারা ই ছিল ইহার অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।

তাফসীর : আরবের কুরাইশ কাফির এবং যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে তাহাদিগকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তাহাদিগের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা

বলিতেছেন, “উহারা ই তো কুফরী করিয়াছে।” অর্থাৎ কাফির উহারা ই অন্য কেহ নয়।

“এবং নিবৃত্ত করিয়াছিল তোমাদিগকে মসজিদুল হারাম হইতে।” অর্থাৎ- তোমরা মসজিদুল হারামের প্রকৃত হকদার ও মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাহারা তোমাদিগকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে।

“এবং বাধা দিয়াছিল কুরবানীর আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌছিতে।”

অর্থাৎ- অবাধ্যতা ও বিদ্রোহবশত তাহারা কুরবানীর পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌছিতে বাধা প্রদান করিয়াছে। সেদিন কুরবানীর পশু তথা হাদী ছিল সত্তরটি। ইনশাআল্লাহ এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা হইবে।

“যদি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী না থাকিত।” অর্থাৎ তোমাদিগকে সেদিন যুদ্ধ করিবার অনুমতি এই জন্য দেওয়া হয় নাই যে, মক্কায় এমন কতিপয় দুর্বল মুসলমান নর-নারী রহিয়া গিয়াছে যাহারা অত্যাচারের ভয়ে ঈমান প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না এবং হিজরত করিয়া তোমাদিগের সাথে মিলিত হওয়ার সামর্থ্যও তাহাদিগের ছিল না। এমতাবস্থায়, যুদ্ধের অনুমতি দিলে সে সব অসহায় খাঁটি মুসলমানরা অজ্ঞতাবশত তোমাদের হাতে প্রাণ হারাইবে এবং তাহাদিগের ঘর-বাড়ি সহায়-সম্পত্তি ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং তোমরা অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া দিয়ত প্রদানে বাধ্য হইবে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطُؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ

“তোমরা তাহাদিগকে পদদলিত করিতে অজ্ঞাতসারে। ফলে উহাদিগের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে।” অর্থাৎ এমতাবস্থায় তোমাদিগকে যুদ্ধের অনুমতি দিলে তোমরা তাহাদিগকে পদদলিতে করিতে এবং অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া তোমরা জরিমানা দান করিতে।

“ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করিবেন।”

অর্থাৎ তাহাদিগকে শাস্তি প্রদানে আল্লাহ এইজন্য বিলম্ব করিতেছেন, যেন একদিকে তাহাদের মধ্য হইতে মু'মিনরা ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায় এবং তাহাদিগের অনেকে ইসলামের দিকে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ পায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

لَوْ تَزَيَّلُوا “যদি উহারা পৃথক হইত।” অর্থাৎ কাফিরগণ যদি মু’মিনদের হইতে পৃথক হইয়া যাইত।

لَعَذِّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا “তাহা হইলে আমি তাহাদিগের মধ্য হইতে কাফিরদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম।” অর্থাৎ- কাফিরগণ যদি মু’মিনদিগ হইতে পৃথক হইয়া যাইত; তাহা হইলে তাহাদিগের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার নির্দেশ দিতাম। ফলে তোমরা তাহাদিগকে নির্মমভাবে হত্যা করিতে।

আবুল কাসিম তাবারানী (র) হুজর ইবন খাল্ফ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হুজর ইবন খাল্ফ (র) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, জুনাইদ ইবন সুবাই (রা) বলেন, আমি হুযর (সা)-এর সাথে দিনের প্রথমভাগে কাফিরের ভূমিকায় যুদ্ধ করিয়াছি আর শেষভাগে মুসলমানের ভূমিকায় যুদ্ধ করিয়াছি। আমাদের ব্যাপারেই وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ

(যদি না থাকিত মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারী) নাথিল হয়। আমরা ছিলাম নয়জন। সাতজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা।

হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী (র) অন্য সূত্রে মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ মক্কী (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এই সনদে তিনি আবু জুমু’আ জুনাইদ ইবন সুবাই (র)-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সঠিক নামটি হইল আবু জাফর হাবীব ইবন সিবা’ (রা)। ইবন আবু হাতিম হুজর ইবন খাল্ফ (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় আছে যে, আমরা তিনজন পুরুষ ও নয়জন মহিলা ছিলাম। আমাদের ব্যাপারেই وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ

“যদি না থাকিত মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন মহিলা” আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ইবন আবু হাতিম (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন আব্বাস (রা) লَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذِّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا “তাহারা যদি পৃথক হইয়া যাইত তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম”- এর ব্যাখ্যা বলিয়াছেন, কাফিরগণ যদি মুসলমানদের হইতে পৃথক হইয়া যাইত তাহা হইলে মুসলমানদের হাতে নির্বিচারে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া আমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম।

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ “যখন কাফিরগণ অন্তরে পোষণ করিত গোত্রীয় অহমিকা।” ইহা সে সময়ের কথা যখন কাফিরগণ “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম” লিখিতে এবং সন্ধিপত্রে “ইহা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা” লিখিতে আপত্তি করিয়াছিল।

فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى-

“তখন আল্লাহ তাহার রাসূল ও মু’মিনদিগকে স্বীয় প্রশান্তি দান করিলেন। আর তাহাদিগকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করিলেন।” তাকওয়ার বাক্য হইল, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ,

ইবন জারীর ও আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমদ (র) উবাই ইবন কা’ব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উবাই ইবন কা’ব বলেন, وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, “তাকওয়ার বাক্যে আমি তাহাদিগকে সুদৃঢ় করিয়াছি” এর ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি বলিতে শুনিয়াছি যে, উহা হইল لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ “আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই।”

ইমাম তিরমিযী (র) হাসান ইবন কাযআ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব-হাসান। ইবন কাযআ ব্যতীত অন্য সনদে হাদীসটি পাওয়া যায় নাই। আবু যুরআ’ (র)-কেও এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়াছি কিন্তু তিনিও এই সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদের সন্ধান দিতে পারেন নাই।

ইবন আবু হাতিম (র) সাযীদ ইবন মুসাইয়াব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সাযীদ ইবন মুসাইয়াব (রা) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “মানুষের সাথে যুদ্ধ করিবার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যতক্ষণ না তাহারা لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই) বলিবে। অতএব, যে ব্যক্তি لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ বলিবে, সে যেন আমার থেকে তাহার জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করিল। তবে আল্লাহর হকের ব্যাপারটা আলাদা এবং আল্লাহই তাহার হিসাব নিকাশ গ্রহণ করিবেন।

পবিত্র কুরআনে একটি সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা’আলা বলিয়াছেন, إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ “যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; তখন তাহারা ওঁদ্ধত্য প্রকাশ করে।”

অতঃপর আল্লাহ তা’আলা বলিয়াছেন, وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا “এবং তাকওয়ার বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে সুদৃঢ় করিয়াছেন এবং তাহারাই ছিল ইহার অধিকতর উপযুক্ত ও যোগ্য।”

তাকওয়ার বাক্য হইল لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রসূল) পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত সম্প্রদায়টি এই বাক্যটি লইয়াই ওঁদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিল এবং মুশরিকরা হুদাইবিয়ার দিন ইহা লইয়াই দণ্ড করিয়াছিল। ফলে হুযর (সা) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাহাদিগের সাথে সন্ধি করিয়া লন।

বর্ধিত অংশটুকুসহ ইবন জারীর যুহরী (র)-এর হাদীস হইতে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ হইল ইখলাস বা নিষ্ঠা।

আতা ইবন আবু রাবাহ (র)-এর মতে,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ইউনুস ইবন বুকাইর (র) মিসওয়াল (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, وَالزَّمَمُ “এবং আমি তাহাদিগকে তাওয়ার বাক্য দ্বারা সুদৃঢ় করিয়াছি” দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

সাওরী (র)..... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আলী (রা) বলেন, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ -এর কَلِمَةَ التَّقْوَىٰ দ্বারা উদ্দেশ্য। ইবন উমর (রা)-এর মতও ইহাই।

আলী ইবন আবু তালহা (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -এর সাক্ষ্য দেওয়া। ইহাই যাবতীয় তাকওয়ার মূল।

সায়ীদ ইবন জুবায়র (র)-এর মতে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

আতা খুরাসানী (র) বলেন, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (র) মা'মার (র)-এর সূত্রে যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাওকয়ার বাক্য হইল, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ। কাতাদা (র)-এর মতে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“তাহারাই ছিল ইহার অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত।” অর্থাৎ- মুসলমানরাই এই তাকওয়ার বাক্যের অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত।

“আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।” وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

অর্থাৎ- কে কল্যাণ পাওয়ার উপযুক্ত আর কে অকল্যাণের যোগ্য তাহা আল্লাহই ভালো জানেন। নাসায়ী (র) উবাই ইবন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উবাই ইবন কা'ব (রা) إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (রা) এর সাথে وَلَوْ حَمِيَّتُمْ كَمَا حَمُولَفَسَدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ পাঠ করিতেন। অর্থাৎ ‘যখন কাফিররা তাহাদিগের অন্তরে পোষণ করিত গোত্রীয় অহমিকা। তোমরাও যদি তাহাদিগের মত অহমিকা পোষণ করিতে তাহা হইলে মসজিদুল হারাম ধ্বংস হইয়া যাইত।’ হযরত উমর (রা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি রাগিয়া গেলেন

উবাই ইবন কা'ব (রা) বলিলেন, আপনি তো জানেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে যাতায়াত করিতাম এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে যাহা শিখাইতেন তিনি আমাকে উহা শিক্ষা দিতেন। এই কথা শুনিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন, বরং আপনার নিকটই ইলম ও কুরআন রহিয়াছে। তাই আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল আপনাকে যাহা শিখাইয়াছেন আপনি তাহাই পাঠ করুন এবং শিক্ষা দিন।

হুদাইবিয়া ও সন্ধির কাহিনী সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ

ইমাম আহমদ (র) মিসওয়াল ইবন মাখরামা (রা) ও মারওয়ান ইবন হাকাম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মিসওয়াল ইবন মাখরামা ও মারওয়ান ইবন হাকাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধ করিবার জন্য নহে- বরং বায়তুল্লাহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করেন। তাঁহার সাথে ছিল কুরবানীর সত্তরটি পশু। সংগী ছিল সাতশত। প্রতি দশজনের কুরবানীর জন্য একটি করে উট। উস্ফান নামক স্থানে পৌঁছার পর বিশ্ব ইবন সুফিয়ান কা'বীর সাথে হযুর (সা)-এর সাক্ষাৎ হয়। কা'বী হযুর (সা)-কে বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার আগমনের সংবাদ পাইয়া কুরাইশরা আপনার সাথে যুদ্ধ করিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা উটের ছোট ছোট বাচ্চাগুলিও সংগে করিয়া লইয়া আসিয়াছে। পরিধানে তাহাদের বাঘের চামড়া। যেইভাবেই হোক তাহারা আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না বলিয়া পণ করিয়াছে। ক্ষুদ্র একটি বাহিনীসহ খালিদ ইবন ওয়ালীদকে তাহারা ‘কুরাউল গামীমে’ পাঠাইয়া দিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “হায়রে কুরাইশ! যুদ্ধই তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিয়াছে। আমাকে বাধা না দিলে তাহাদের জন্য কতই না ভালো হতো। আমাকে পরাজিত করিতে পারিলে তাহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় আর আল্লাহ যদি আমাকে বিজয় দান করেন, তাহা হইলে তাহারা দলে দলে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করিবে। তাহা না হইলে তাহারা যুদ্ধ করিবে। তাহাদের শক্তি আছে। কিন্তু কুরাইশরা কী মনে করে? আল্লাহর শপথ! তিনি আমাকে যে দীন লইয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার জন্য আমি তাহাদের সাথে যুদ্ধ করিতে থাকিব। হযরত আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিজয় দান করিবেন নয়ত এই ঘাড় বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।”

অতঃপর তিনি হুমুয এর পিছন হইতে সানিয়াতুল মেরারগামী পথ ধরিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবার জন্য নিজ সৈন্যদিগকে নির্দেশ দিলেন। মক্কার নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত হুদাইবিয়ার পথ ধরিয়া হযুর (সা) সসৈন্যে চলিতে লাগিলেন। কুরাইশ বাহিনী যখন

জানিতে পারিল যে, হুযূর (সা) রাস্তা পরিবর্তন করিয়া অন্য পথ ধরিয়াছে, তখন তাহারা দৌড়াইয়া কুরাইশ দলপতিদের নিকট যাইয়া এই সংবাদ পৌছাইল।

এদিকে সানিয়াতুল মেরারে পৌছিবার পর হুযূর (সা)-এর উষ্ট্রী বসিয়া পড়িল। দেখিয়া লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উষ্ট্রী ক্লাস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

হুযূর (সা) বলিলেন, “না, উহা ক্লাস্ত হয় নাই, ইহা তাহার স্বভাবও নয়। হস্তী বাহিনীকে মক্কা প্রবেশ হইতে বাধা দানকারী সত্তাই উহাকে থামাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহর শপথ! কুরাইশগণ আমার নিকট যাহা চাইবে আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার খাতিরে আমি তাহাই তাহাদিগকে দান করিব।”

অতঃপর তিনি লোকদিগকে বলিলেন, “তোমরা অবতরণ কর।” লোকেরা বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এই উপত্যকায় কোথাও পানির নাম গন্ধ নাই। লোকেরা কিভাবে এইখানে অবস্থান করিবে? হুযূর (সা) তুনীর হইতে একটি তীর বাহির করিয়া একজন সাহাবীর হাতে দিলেন। তিনি তীরটি কূপের মাঝখানে গাড়িয়া রাখিবা মাত্র প্রবল বেগে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এমনিভাবে সকলের পানি সমস্যার সমাধান হইয়া গেল।

হুযূর (সা) সেইখানে স্থিরভাবে অবস্থান করিবার পর বুদাইল ইব্বন ওয়ারাকা খোজাআ গোত্রের কয়েকজন লোক লইয়া হুযূর (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়। হুযূর (সা) বিশ্বর ইব্বন সুফিয়ানকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাকে তাহাই বলিলেন। ফিরিয়া গিয়া সে বলিল, “হে কুরাইশ সম্প্রদায়! মুহাম্মদ (সা)-কে লইয়া তোমরা খুব ভাবনায় পড়িয়া গিয়াছ দেখিতেছি। তিনি তো আসলে যুদ্ধ করিবার জন্য আসেন নাই। আল্লাহর ঘর যিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি আসিয়াছেন। তোমরা আরো ভাবিয়া চিন্তিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।

মুহাম্মদ ইব্বন ইসহাক (র) বলেন, যুহুরী (র) বলিয়াছেন, বনু খোজামার কাফির-মুশরিক নির্বিশেষে সকলই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। মক্কার কোন সংবাদই তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গোপন রাখিত না। কুরাইশরা বলিল, শুধুমাত্র বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আগমন করিয়া থাকিলেও এইভাবে হঠাৎ করিয়া তিনি মক্কায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না। আরববাসীরা ইহাতে আমাদিগকে নিন্দা করিবে।

অতঃপর তাহারা বনু আমির ইব্বন লুওয়াই গোত্রের মিকরায ইব্বন হাফস্কে হুযূর (সা)-এর নিকট প্রেরণ করে। তাহাকে দেখিবা মাত্র হুযূর (সা) বলিয়া উঠিলেন, “এই লোকটি বিশ্বাসঘাতক।”

লোকটি হুযূর (সা)-এর নিকট পৌছার পর মহানবী (সা) সাহাবাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাকে তাহাই বলিলেন। লোকটি ফিরিয়া গিয়া কুরাইশদিগকে ঘটনাটি খুলিয়া বলিল। তাহারা পুনরায় হালীস ইব্বন আলকামা কেনানীকে হুযূর (সা)-এর নিকট প্রেরণ করে। হুযূর (সা) তাহাকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, “এই লোকটি এমন সম্প্রদায়ের যাহারা আল্লাহকে শ্রদ্ধা করে। তোমরা কুরবানীর পশুগুলিকে লইয়া আস।” লোকটি দেখিতে পাইল যে, চতুর্দিক হইতে কুরবানীর পশুগুলি উঠিয়া আসিতেছে। দীর্ঘ আবদ্ধতার কারণে পশুগুলির পশম পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া প্রভাবিত হইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে না যাইয়াই সে ফিরিয়া গেল। সে বলিল, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তাহাকে বাধা দান করা উচিত হইবে না। দীর্ঘ আবদ্ধতার কারণে পশুগুলির পশম উঠিয়া গিয়াছে। কুরাইশরা বলিল, তুমি মূর্খ বেদুঈন! কিছুই বুঝ না। তুমি এইখানে বসিয়া থাক।

অতঃপর তাহারা উরওয়া ইব্বন মাসউদ সাকাফীকে প্রেরণ করে। রওয়ানা হইবার প্রাক্কালে সে বলিল, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! এই যাবত তোমরা যাহাদিগকে মুহাম্মদ-এর নিকট পাঠাইয়াছিলে, তাহারা ফিরিয়া আসিবার পর তাহাদিগের সাথে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছ, আমি সবই লক্ষ্য করিয়াছি। তোমরা তাহাদিগের সাথে দুর্ব্যবহার করিয়াছ, তাহাদিগকে অপমান করিয়াছ, তাহাদিগের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়াছ ও তাহাদিগের সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করিয়াছ। তোমরা আমার পিতৃতুল্য। বিপদের সময় আমি আমার অনুসারীদের লইয়া তোমাদের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিয়াছি। তোমাদের জন্য আমি আমার জানমাল উৎসর্গ করিয়াছি।

তাহারা বলিল, আপনি সত্যই বলিয়াছেন। আপনার প্রতি আমাদের কোন খারাপ ধারণা নাই। অতঃপর সে রওয়ানা হইয়া আসিয়া হুযূর (সা)-এর সম্মুখে উপবেশন করিয়া বলিল, মুহাম্মদ! আপনি কিছু লোক সংগ্রহ করিয়া জাতির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য আসিয়াছেন। কুরাইশরা আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ছোট ছোট শিশুরাও কৃতি পরিধান করিয়া বাহির হইয়াছে। আল্লাহর নামে তাহারা আজ অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, আপনাকে তাহারা কোনরূপেই মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না। শপথ আল্লাহর! আমি দেখিতেছি আগামীকাল যুদ্ধের সময় আপনার আশেপাশের এই লোকগুলি আপনাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

আবু বকর (রা) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছনে দণ্ডায়মান ছিলেন। গর্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, ‘ওহে! লাভ বুতের লজ্জাস্থান চুষিয়া খাও, আমরা কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব?’

উরওয়া বলিল, মুহাম্মদ, এই লোকটি আবার কে? হুযূর (সা) বলিলেন, ইনি আবু কোহাফার পুত্র।

উরওয়া বলিল, আমার উপর যদি তোমার অনুগ্রহ না থাকিত, তাহা হইলে এখন তোমার এই অপমানের প্রতিশোধ নিতাম। তবে উহার বিনিময়ে ইহা ছাড়িয়া দিলাম।

অতঃপর উরওয়া হুযূর (সা)-এর দাঁড়ি ধরিয়া কি যেন বলিতে চাইল। মুগীরা ইহা শু'বা তখন হুযূর (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। উরওয়ার এই বেআদবী আর ধৃষ্ট দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। হাতে ছিল তাঁহার একটি লৌহদণ্ড। উহা তাহার হাতে আঘাত করিয়া তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাঁড়ি মোকাবেলা হইতে তোমার হাত সামলাও। আল্লাহর রাসূলের গায়ে হাত দিবার অধিকার তোমার নাই।

উরওয়া বলিল, তুমি তো বদ যবান, কঠোর ও বক্র প্রকৃতির লোক। এই কণ্ঠনিয়া হুযূর (সা) একটু মুচকি হাসিলেন।

উরওয়া জিজ্ঞাসা করিল, মুহাম্মদ, ইনি কে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ইনি তোমার ভাতিজা মুগীরা ইবন শো'বা।

উরওয়া বলিল, বিশ্বাসঘাতক! গতকাল ব্যতীত ইতিপূর্বে কখনও তোমার মাথা ধুইয়াছ? (অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার পূর্বে তো তুমি পবিত্র হইতেও জানিতে না আসে এখন এত বড় কথা!)

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের সাথে তাহার সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহার সাথেও সে সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। সাথে সাথে তিনি তাহাকে নিজের আগমনের হেতু সম্পর্কে অবহিত করেন।

অতঃপর উরওয়া হুযূর (সা)-এর নিকট হইতে উঠিয়া গিয়া সাহাবায়ে কিরামদের কার্যক্রম দেখিতে লাগিল। সে দেখিতে পাইল যে, হুযূর (সা) উষু করিলে সাহাবায়ে সেই উষুর পানি হাতে হাতে উঠাইয়া নেন। আল্লাহর রাসূল (সা) থুথু ফেলিলে উষু মাটিতে পতিত হইবার পূর্বে তাহারা তুলিয়া নেন। মাথার চুল উঠিয়া গেলে উহা সযত্নে সংরক্ষণ করেন, শ্রদ্ধা ও ভক্তির এমন একটি দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে কখনও সে দেখে নাই।

কুরাইশদের নিকট ফিরিয়া গিয়া উরওয়া বলিল, আমি কয়সর, কিসরা ও নাজ্জা প্রমুখ রাজা বাদশাহদের দরবারে যাতায়াত করিয়াছি। আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদ (সা)-এর ন্যায় কোন বাদশাহ আর আমি দেখি নাই। মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারীরা তাহাদিগের বাদশাহকে যতটুকু ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে ইহার চেয়ে অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা করে আর সম্ভব নয়। অতএব তোমরা আরো ভাবিয়া দেখ।

হুযূর (সা) ইতিপূর্বে খিরাশ ইবন উমাইয়া খোজায়ীকে নিজের ছা'লাব নামক উষু চড়াইয়া মক্কায় পাঠাইয়াছিলেন। মক্কায় প্রবেশ করিবার পর কুরাইশরা উষু কাটিয়া ফেলে এবং খিরাশকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে। তবে নেতৃবৃন্দ নিষেধ করায় কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া তিনি হুযূর (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসেন।

অতঃপর হুযূর (সা) মক্কায় পাঠাইবার জন্য হযরত উমর (রা)-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উমর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে সাহায্য করিবার মত আমার আত্মীয়-স্বজন তথা বনু আদী গোত্রের কেহই সেখানে নাই। আমার আশংকা হয় যে, তাহারা আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। আমি যে কুরাইশদের শত্রু উহা তাহারা ভালভাবেই জানে। আপনি উসমান ইবন আফ্ফান (রা)-কে প্রেরণ করুন। তিনি এই কাজে আমার চেয়ে অধিক উপযুক্ত।

হুযূর (সা) উসমান (রা)-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং এই সংবাদ লইয়া তাহাকে কুরাইশদের নিকট প্রেরণ করিলেন যে, মুহাম্মদ (সা) যুদ্ধ করিবার জন্য নহে বরং আল্লাহর ঘর যিয়ারত করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন।

উসমান (রা) রওয়ানা হইয়া গেলেন। মক্কায় প্রবেশ করিবার পর আবান ইবন সাদ্দ ইবন আছ এর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বাহন হইতে অবতরণ করিয়া উসমান (রা)-কে সম্মুখে বসাইয়া নিরাপত্তার সাথে লইয়া গেলেন।

উসমান (রা) বড় বড় কুরাইশ নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের নিকট মহানবী (সা)-এর পয়গাম পৌঁছাইয়া দিলেন। তাহারা উসমান (রা)-কে বলিল (থাক ঐ সব কথা) তোমার যদি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিবার ইচ্ছা থাকে, তুমি তাহা করিতে পার। উসমান (রা) বলিলেন, অসম্ভব! রাসূলুল্লাহ (সা) তাওয়াফ করিবার পূর্বে আমি কিছুতেই তাওয়াফ করিতে পারি না। তখন তাহারা উসমান (রা)-কে সেইখানেই বন্দী করিয়া ফেলে। এদিকে হুযূর (সা) গুনিতে পান যে, কুরাইশরা হযরত উসমান (রা)-কে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে।

মুহাম্মদ (র) বলেন, যুহুরী (র) আমাকে বলিয়াছেন যে, অতঃপর কুরাইশরা সুহাইল ইবন আমরকে হুযূর (সা)-এর নিকট প্রেরণ করে। তাহারা তাহাকে বলিয়া দিল যে, তুমি যাইয়া মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে সন্ধি কর। কিন্তু তাহার এই বৎসর এমনিতেই চলিয়া যাইতে হইবে। ইহাতে কোন প্রকার নমনীয়তা দেখাইবে না। যাহাতে আরববাসী এই কথা বলিতে না পারে যে, মুহাম্মদ জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করিয়াছে আর আমরা তাহা প্রতিরোধ করিতে পারি নাই।

সুহাইল ইবন আমর হুযূর (সা)-এর নিকট আসিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া হুযূর (সা) বলিলেন, কুরাইশরা সন্ধি করিবার জন্য এই লোকটিকে পাঠাইয়াছে।

সুহাইল হুযূর (সা)-এর নিকট আগমন করিবার পর দুইজনে দীর্ঘক্ষণ আলাপ আলোচনা করিয়া সন্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

আলোচনা পর্ব সমাপ্ত হইল। এখন চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেই হয়। ইত্যবসরে হযরত উমর (রা) দৌড়াইয়া হযরত আবু বকর (রা)-এর নিকট আসিয়া উৎকণ্ঠার সাথে বলিলেন, ভাই আবু বকর! উনি কি আল্লাহর রাসূল নহেন? আমরা কি মুসলমান নই? আবু বকর শান্তকণ্ঠে "হাঁ" বলিয়া উত্তর দিলেন।

উমর (রা) বলিলেন, তাহা হইলে কেন আমরা আমাদের ধর্মের কাজে দুর্বলতা ও হীনমন্যতা প্রকাশ করিব? আবু বকর (রা) বলিলেন, সর্বাবস্থায় তাঁহার (রাসূলের) সিদ্ধান্ত মানিয়া লও। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। উমর (রা) বলিলেন, আমিও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল।

অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আল্লাহর রাসূল নন? আমরা কি মুসলমান নই? উহারা কি মুশরিক নয়? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ।

উমর (রা) বলিলেন, তাহা হইলে কেন আমরা ধর্মের ব্যাপারে কাফিরদের নিকট দুর্বল হইতে যাইব?

হুযূর (সা) বলিলেন, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। আমি কিছুতেই আল্লাহর অবাধ্য হইতে পারিব না। তিনি আমাকে ধ্বংস করিবেন না।

উমর (রা) বলিয়াছেন, সেই দিন আমি যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার কারণে পরক্ষণে আমি ভীষণভাবে অনুতপ্ত হই। আল্লাহর কোন আযাব আসিয়া পড়ে কিনা, এই ভয়ে অবিরাম রোযা রাখিয়াছি। সালাত আদায় করিয়াছি, সদকা করিয়াছি এবং অনেক ক্রীতদাস আযাদ করিয়াছি।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা)-কে ডাকিয়া বলিলেন, “রাহমান রাহীম আল্লাহর নামে লিখ”, সুহাইল বলিল, আমরা তো ইহা জানি না। বরং আপনি লিখুন, ‘তোমার নামে হে আল্লাহ!’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা)-কে বলিলেন, লিখ, ‘তোমার নামে হে আল্লাহ!’ ইহা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা) স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা।

সুহাইল বলিল, যদি আমরা এই সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রাসূল তাহা হইলে তো আমরা আপনার সাথে যুদ্ধ করিতাম না। বরং আপনি লিখুন, ইহা নিম্ন বর্ণিত শর্তে আব্দুল্লাহ পুত্র মুহাম্মদ ও সুহাইল ইব্বন আমর কর্তৃক স্বাক্ষরিত সন্ধিনামা।

সন্ধির শর্তসমূহ

* দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তায় বসবাস করিবে, কাহারো উপর কেহ হস্তক্ষেপ করিবে না।

* কুরাইশদের কেহ যদি অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট আসে তাহাকে ফেরত দিতে হইবে আর কোন মুসলমান যদি কুরাইশদের নিকট চলিয়া আসে তবে তাহাকে ফেরত দেওয়া হইবে না।

* আমাদের মাঝে যুদ্ধ বন্ধ থাকিবে, ধর-পাকড়, কয়েদ-বন্দী সবই মূলতবী থাকিবে।

সন্ধির শর্তসমূহে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, কেহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হইতে চাহিলে হইতে পারিবে আর যদি কেহ কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হইতে চায় হইতে পারিবে।

তৎক্ষণাৎ বনু খোজাআ দাঁড়াইয়া বলিল, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হইলাম। আর বনু বকর কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কথা ঘোষণা করিল।

শর্তসমূহের মধ্যে ইহাও ছিল যে, আপনি এই বৎসর মক্কায় প্রবেশ না করিয়াই ফিরিয়া যাইবেন, আগামী বছর সাথীদের লইয়া আসিয়া তিনদিন মক্কায় অবস্থান করিতে পারিবেন। একজন আরোহীর নিকট সাধারণত যে পরিমাণ অস্ত্র থাকে সেই পরিমাণ অস্ত্রই সাথে রাখিতে পারিবেন। তলোয়ার কোষবদ্ধ থাকিবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) চুক্তিনামা লিখিতেছেন। ইত্যবসরে সুহাইল ইব্বন আমরের পুত্র আবু জান্দাল (রা) লৌহ শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় মক্কা হইতে পলায়ন করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়াছেন। অপরদিকে সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূল (সা)-এর স্বপ্নের ভিত্তিতে বিজয়ের নিশ্চিত বিশ্বাস লইয়া মদীনা হইতে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, মক্কায় প্রবেশ না করিয়া বায়তুল্লাহ যিয়ারত না করিয়া কাফিরদের সাথে সন্ধি করিয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) অনিচ্ছা সত্ত্বেও সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতেছেন, উহাতে তাহাদিগের মন ভঙ্গিয়া গেল এবং তাহারা অস্থির হইয়া পড়িলেন।

এইখানেই তাহাদের দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটিল না। সদ্য আগত নও মুসলিম আবু জান্দালকে দেখিয়া সুহাইল ইব্বন আমর ক্ষিপ্ত হইয়া তাহার মুখে সজোরে একটি চপেটাঘাত করিয়া বলিল, মুহাম্মদ, সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবার পর আবু জান্দাল তোমার নিকট আগমন করিয়াছে। অতঃপর চুক্তি অনুসারে তাহাকে ফেরত দাও। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, তুমি সত্যই বলিয়াছ।

সুহাইল ইব্বন আমর আবু জান্দালের জামার কলার ধরিয়া রওয়ানা হইল আর আবু জান্দাল উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, ওহে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমরা কি আমাকে মুশরিকদের নিকট ফিরাইয়া দিতেছ? হায়রে! মুসলমান হওয়ার অপরাধে তাহারা আমার উপর অত্যাচার করিবে। ইহাতে মুসলমানদের দুশ্চিন্তা ও তাঁহাদের ব্যথা বহুগুণে বাড়িয়া গেল।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ‘আবু জান্দাল! ধৈর্যধারণ কর এবং মর্যাদা লাভের আশায় থাক। আল্লাহ তা’আলা তোমার জন্য এবং তোমার মত অন্যান্য অসহায় দুর্বল মুসলমানদের জন্য রাস্তা খুলিয়া দিবেন। আমি কুরাইশ সম্প্রদায়ের সাথে সন্ধি করিয়াছি। এই সন্ধির ভিত্তিতে তোমাকে তাহাদিগের নিকট ফেরত পাঠাইতেছি। আমি তো চুক্তি ভঙ্গ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারি না।’

হযরত উমর (রা) আবু জান্দাল (রা)-এর পাশাপাশি হাঁটিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, ‘আবু জান্দাল! তুমি ধৈর্যধারণ কর, উহারা তো মুশরিক। তাহাদিগের এক এক জনের রক্ত কুকুরের রক্তের ন্যায়।’ উমর (রা) তরবারীর হাতলটি সত্তর্পণে আবু

জান্দালের হাতে দিতে চাইলেন, যেন সে উহা দ্বারা এক আঘাতে পিতার ইহ লীলা শেষ করিয়া দেয়। কিন্তু আবু জান্দাল (রা) পিটার দেহে হাত তুলিতে পারিলেন না।

সন্ধিনামা সমাপ্ত হইল, হযূর (সা) হরম এলাকায় সালাত আদায় করিতেছিলেন। আর হালাল হওয়ার ব্যাপারে চিন্তায়ুক্ত ছিলেন। ক্ষণকাল পর রাসূলুল্লাহ (সা) দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, “হে লোক সকল! তোমরা কুরবানী কর এবং হলক কর।” কিন্তু কেহই উঠিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) পুনরায় অনুরূপ বলিলেন। এইবারও কেহই দাঁড়াইল না। তিনি আবারো অনুরূপ বলিলেন কিন্তু এইবারও কেহই উঠিল না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট গিয়া বলিলেন, “উম্মে সালামা! লোকদের কি হইল?” উম্মে সালামা (রা) বলিলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো জানেন, তাহাদের মনে আজ কত দুঃখ! আপনি তাহাদিগের কাউকে কিছু না বলিয়া সোজা আপনার কুরবানীর পশুর নিকট যাইয়া উহা কুরবানী করুন এবং হলক করুন। আপনার দেখাদেখি হয়ত অন্যরাও করিতে শুরু করিবে।”

রাসূলুল্লাহ (সা) কাহারো সাথে কথা না বলিয়া স্বীয় পশুর নিকট যাইয়া উহা কুরবানী করিলেন। অতঃপর বসিয়া হলক করিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম উঠিয়া কুরবানী করিতে লাগিল ও হলক করিতে লাগিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া অর্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছার পর সূরা আল ফাতহ নাযিল হয়।

ইমাম আহমদ (র) এই হাদীসটি এইভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইউনুস ইব্বন বুকায়র এবং যিয়াদ বুকায়ী (র) আবু ইসহাক (র) হইতে এই হাদীসটি হবহ বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে তিনি যুহরী (র) সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র)-ও স্বীয় সহীহ গ্রন্থে এই হাদীসটি আরো দীর্ঘায়িত করে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনাটি নিম্নরূপঃ শুরুর অধ্যায়ে বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্বন মুহাম্মদ (র) মিসওয়াল ইব্বন মাখরামাহ ও মারওয়ান ইব্বন হাকাম (রা) হইতে বর্ণিত। তাহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হুদাইবিয়ার দিন এক হাজার কয়েকশত সাহাবী লইয়া রওয়ানা হইলেন। যুলহলাইফায় পৌঁছিয়া তিনি কুরবানীর পশুর গলায় চিহ্ন লাগাইলেন ও উমরাহর জন্য ইহরাম বাঁধিলেন এবং খোজাআ গোত্রের এক ব্যক্তিকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর বানাইয়া প্রেরণ করেন। গাদীরুল আশতাত নামক স্থানে পৌঁছার পর গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে, কুরাইশরা সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে গোত্রাধিপতিদিগকে একত্রিত করিয়াছে। তাহারা আপনার উপর আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য এবং আপনাকে মক্কা প্রবেশ হইতে বাধা প্রদান করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে।

শুনিয়া হযূর (সা) বলিলেন, “তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, যাহারা আমদিগকে আল্লাহর ঘর হইতে বাধা প্রদান করিতে চায় আমরা কি তাহাদের উপর আক্রমণ করিব? অন্য বর্ণনায় আছে, যাহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে আমরা কি তাহাদিগের সন্তানদের উপর আক্রমণ করিব? তাহারা যদি আমাদের নিকট আসিয়া পড়ে তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের ঘাড় কাটিয়া দিবেন। অন্যথায় আমরা তাহাদিগকে দুঃখ দিয়া ছাড়িব। আরেক বর্ণনায় আছে, যদি তাহারা বসিয়া থাকে তাহা হইলে তাহারা ব্যথা-বেদনা ও দুঃখ ক্রেশে পতিত হইবে, আর যদি তাহারা মুক্তি পাইয়াও যায় তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগের গর্দান কাটিয়া দিবেন। আমরা আল্লাহর ঘর যিয়ারত করিব। যদি কেহ আমাদিগকে বাধা প্রদান করে তাহা হইলে আমরা তাহাদিগের সাথে লড়াই করিব কি?”

আবু বকর (রা) বলিলেন, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল (সা)-ই এই ব্যাপারে ভাল জানেন। আমরা তো উমরাহ করিবার জন্য আসিয়াছি, যুদ্ধ করিবার জন্য নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘর যিয়ারত হইতে আমাদিগকে বাধা দিবে, আমরা তাহার সাথে যুদ্ধ করিব।

অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন, “তাহা হইলে তোমরা রওয়ানা হও।” অন্য বর্ণনায় আছে “তাহা হইলে তোমরা আল্লাহর নামে রওয়ানা হও।”

কিছুদূর যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, খালিদ ইব্বন ওয়ালীদ একদল কুরাইশ সৈন্য লইয়া আসিতেছে, তোমরা ডানদিক ধরিয়া চল। আল্লাহর শপথ! খালিদ তাহাদিগের সম্পর্কে মোটেই টের পাইল না। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা) সাথীদের লইয়া কাতরাতুল জায়শ নামক স্থানে খালিদ বাহিনীর মুখোমুখি হইয়া পড়িলেন। খালিদ ইব্বন ওয়ালীদ যারপর নাই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল এবং দৌড়াইয়া কুরাইশদের নিকট যাইয়া সংবাদ দিল।

এদিকে হযূর (সা) অগ্রসর হইয়া সানিয়াতুল মেরারে পৌঁছার পর তাঁহার বাহন বসিয়া পড়িল। লোকেরা বনাবলি করিতে লাগিল, কসওয়া ক্লাস্ত হইয়া গিয়াছে; কসওয়া ক্লাস্ত হইয়া গিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, কসওয়া ক্লাস্ত হয় নাই। উহা তাহার স্বভাবও নয়। কিন্তু হস্তী বাহিনীর প্রতিরোধকারী সত্তাই উহাকে প্রতিরোধ করিয়াছেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, আল্লাহর সম্মানিত বস্তুর মর্যাদা রক্ষা হয় এমন যাহা কিছু আজ তাহারা আমার নিকট প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাদিগকে অকাতরে উহা দান করিব।”

অতঃপর তিনি বাহনটিকে হাঁকাইলেন। তৎক্ষণাৎ উহা উঠিয়া দ্রুত গতিতে ছুটিতে লাগিল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি হুদাইবিয়া প্রান্তরে একটি কুয়ার নিকট অবতরণ

করিলেন, যাহার পানি ছিল খুবই অল্প। লোকেরা উহার পানি ব্যবহার করিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই উহা নিঃশেষ হইয়া যায়। অতঃপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তৃষ্ণার অভিযোগ করিলে তিনি তুন্নীর হইতে একটি তীর বাহির করিয়া উহা কুয়ার মধ্যে রাখিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, তীরটি কুয়ার রাখিবামাত্র প্রবল বেগে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইহাতে সকলের পানির সমস্যার সমাধান হইয়া গেল।

ইত্যবসরে খুযাআ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে বুদাইল ইব্ন ওয়ারাকা খুযায়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শহরতলিতে বসবাসকারী এই লোকগুলি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। বুদাইল ইব্ন ওয়ারাকা বলিলেন, আমি কা'ব ইব্ন লুওয়াই ও আমের ইব্ন লুওয়াইকে রাখিয়া আসিয়াছি। তাহারা আপনাকে বায়তুল্লাহ্ গমন হইতে প্রতিরোধ করিবার জন্য এবং আপনার সাথে লড়াই করিবার জন্য শিশু-সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া হুদাইবিয়া অভিমুখে রওয়ানা হইয়াছে।

শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “আমরা তো কাহারো সাথে যুদ্ধ করিবার জন্য আসি নাই। আমরা আসিয়াছি কেবল উমরাহ্ করিবার উদ্দেশ্যে। যুদ্ধই তো কুরাইশদিগকে ধ্বংস করিয়া দিল। আর যদি তাহারা ইহা অস্বীকার করে তাহা হইলে যাহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এই ব্যাপারে আমি তাহাদিগের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করিব। হয়ত আমার ঘাড় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে নতুবা আল্লাহ্ তাহার দীনকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।”

বুদাইল বলিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন আমি উহা তাহাদিগের নিকট পৌছাইয়া দিব। অতঃপর তিনি কুরাইশদের নিকট যাইয়া বলিলেন, আমি মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট হইতে আসিয়াছি। আমি তাহার বক্তব্য শুনিয়াছি। যদি তোমরা বল, আমি তাহা পেশ করিব এবং সেই অনুযায়ী কাজ করিব। তাহাদের মধ্য হইতে নির্বোধ লোকেরা বলিল, তাহার সম্পর্কে তোমার কোন সংবাদ দেওয়া আমাদের প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞজনেরা বলিল, সে কি বলিল উহা আমাদের কাছে শুনাও। অতঃপর বুদাইল রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাহা বলিয়াছেন উহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন।

অতঃপর উরওয়া ইব্ন মাসউদ দাঁড়াইয়া বলিল, সুধীমণ্ডলী! আপনারা আমার পিতৃতুল্য নন? আমি কি আপনাদের সন্তানতুল্য নই? তাহারা বলিল, হ্যাঁ। উরওয়া বলিল, আপনারা কি আমাকে সন্দেহ করিবেন? তাহারা বলিল, না। উরওয়া বলিল, আপনারা কি জানেন যে, আমি ওকাজবাসীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমার সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন ও অনুসারীদের লইয়া আপনাদের নিকট আসিয়াছি? তাহারা বলিল, হ্যাঁ, জানি।

অতঃপর উরওয়া বলিল, এই লোকটি যদি কোন মঙ্গলজনক পরিকল্পনা লইয়া আসিয়া থাকে তাহা হইলে আপনারা উহা গ্রহণ করুন এবং আমাকে মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যাইতে দিন।

তাহাদিগের সম্মতি পাইয়া উরওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যাইয়া তাহার সাথে আলোচনা করিতে লাগিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বুদাইলকে যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহাকে একই উত্তর দিলেন। উরওয়া বলিল, মুহাম্মদ! আপনি যদি তাহাদিগের উপর আক্রমণ করেন তাহা হইলে হয়ত আপনি বিজয় লাভ করিবেন আর তাহারা পরাজিত হইবে কিংবা তাহারা বিজয় লাভ করিবে আর আপনি পরাজিত হইবেন। যদি আপনি বিজয় লাভ করেন তাহা হইলে যাহারা পরাজিত হইবে, উহারা আপনারই সম্প্রদায়। ইতিপূর্বে আরবের কেহ স্বজাতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছে এমন কথা আপনি শুনিয়াছেন কি?

আর যদি তাহারা বিজয় লাভ করে আর আপনি হন পরাজিত তাহা হইলে আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আপনার আশেপাশের এই লোকগুলি আপনাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে; একজনকেও আপনি খুঁজিয়া পাইবেন না।

আবু বকর (রা) বলিলেন, ‘নরাদম! যাও, লাভ দেবতার লজ্জাস্থান চুঘিয়া খাও, আমরা বুঝি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব?’

উরওয়া বলিল, ইনি কে? লোকেরা বলিল, ইনি আবু বকর (রা)। উরওয়া বলিল, আমার প্রতি যদি তোমার অনুগ্রহ না থাকিত, যাহার প্রতিদান আমি তোমাকে প্রদান করি নাই, তাহা হইলে এখনই আমি তোমাকে ইহার প্রতিউত্তর দিতাম।

অতঃপর উরওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কথা বলিতে লাগিল। এক পর্যায়ে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাঁড়ি মোবারক ধরিয়া কথা বলিতে চাইল। মুগীরা ইব্ন শো'বা (রা) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথার নিকট দণ্ডায়মান। হাতে তাহার তরবারী এবং মাথায় শিরস্ত্রাণ। উরওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাঁড়ির প্রতি হাত বাড়ানো মাত্র মুগীরা ইব্ন শো'বা তরবারীর হাতল দ্বারা তাহার হাতে আঘাত করিয়া ব্যাঘ্র কণ্ঠে বলিলেন, ‘আল্লাহর রাসূলের দাঁড়ি হইতে তোমার হাত সরায়।’

উরওয়া মাথা উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে? লোকেরা বলিল, ইনি মুগীরা ইব্ন শো'বা (রা)। উরওয়া বলিল, ‘গাদ্দার! আমি কি তোমার বিশ্বাসঘাতকতায় তোমাকে সাহায্য করি নাই?’ (ঘটনাটি নিম্নরূপ)।

জাহেলীয়াতের সময় মুগীরা ইব্ন শো'বা কাফিরদের একটি দলের সাথে ছিল। পশ্চিমদে সুযোগ পাইয়া সে সকলকে হত্যা করিয়া তাহাদের মাল-পত্র, টাকা-কড়ি লুট করিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া মুসলমান হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলিয়াছিলেন, তোমার ইসলাম তো আমি মঞ্জুর করিতে পারি কিন্তু এই সম্পদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।

অতঃপর উরওয়া দুই-চোখে সাহাবাগণের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। সে দেখিতে পাইল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুখ হইতে থু-থু ফেলা মাত্র সাহাবাগণ উহা হাতে লইয়া মুখমণ্ডলে ও সর্বশরীরে মাখাইয়া লয়। তিনি যখন তাহাদিগকে কোন কাজের নির্দেশ দেন, তখন তাহারা প্রতিযোগিতার সাথে উহা পালন করে। যখন তিনি উষু করেন, তখন উযুর অবশিষ্ট পানির বরকত লাভের জন্য তাহাদের মধ্যে প্রায় ঝগড়া বাধিয়া যায়। যখন তিনি কথা বলেন, তখন তাহারা নিঃশব্দে মনোনিবেশ সহকারে উহা শ্রবণ করে। নবী করীম (সা)-এর প্রতি চোখ তুলে তাকাইবার সাহসটুকু পর্যন্ত তাহারা পায় না। শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কী এক অনুপম নিদর্শন।

উরওয়া ইবন মাসউদ সাথীদের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের দরবারে গমন করিয়াছি। কিসরা, কায়সার, নাজাশী সকলের রাজ দরবারেই আমার পদচারণা হইয়াছে। কিন্তু আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, মুহাম্মদের সংগীরা তাহাকে যতটুকু সম্মান ও শ্রদ্ধা করে অন্য কোন রাজা-বাদশাহদের অনুসারী তাহাদিগকে ততটুকু সম্মান করিতে আমি দেখি নাই। তিনি মুখ হইতে থু-থু ফেলা মাত্র তাহাদের কেহ না কেহ উহা হাতে লইয়া গায়ে মুখে মাখাইয়া লয়। তিনি তাহাদিগকে কোন কাজের নির্দেশ দিলে প্রতিযোগিতার সাথে উহারা তাহা পালন করে। তিনি উষু করিলে উযুর অবশিষ্ট পানির বরকত লাভ করিবার জন্য পরস্পর কাড়াকাড়ি লাগিয়া যায়। তিনি কথা বলিলে তাহারা মনযোগ সহকারে চূপচাপ উহা শুনিতে থাকে। তাঁহার সম্মানে তাঁহার প্রতি চোখ তুলিয়া তাকাইবার সাহসটুকু পর্যন্ত তাহারা পায় না। তিনি তোমাদিগকে একটি ন্যায়ানুগ ও বাস্তবসম্মত প্রস্তাব দিয়াছেন, তোমরা উহা গ্রহণ কর।

ইহার পর কিনানা গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, তোমরা আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে দাও। জনতা ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল, ঠিক আছে তুমি যাও। লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবীদের নিকট পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “এই লোকটি এমন এক সম্প্রদায়ের যাহারা কুরবানীর পশুকে শ্রদ্ধা করে। তোমরা তাহার দিকে পশুগুলিকে হাঁকাইয়া আন।” জনতা পশুগুলিকে তাহার দিকে হাঁকাইয়া আনিল এবং “লাব্বাইক”-এর সুর মূর্ছনায় আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল।

এই দৃশ্য দেখিয়া লোকটি বলিল, সুবহানাল্লাহ্! এই লোকগুলিকে আল্লাহর ঘর হইতে বাধা দেওয়া সংগত হইবে না। ফিরিয়া গিয়া লোকটি সাথীদেরকে বলিল, আমি দেখিয়াছি যে, কুরবানীর পশুগুলিকে নিশান লাগানো হইয়াছে। তাহাদিগকে আল্লাহর ঘর হইতে বাধা দেওয়া আমি সংগত মনে করি না।

অতঃপর মিকরায ইবন হাফস্ নামক এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, এইবার আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে দেওয়া হউক। জনতার সম্মতি পাইয়া লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, “আগন্তুক ব্যক্তির নাম মিকরায। সে একজন নাফরমান লোক।” অতঃপর সে নবী (সা)-এর পাশে আলাপ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সুহাইল ইবন আমর আসিয়া উপস্থিত হইল।

মা'মার (র) আইযুব (র) সূত্রে ইকরিমা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইকরিমা (রা) বলিয়াছেন, সুহাইল ইবন আমর আগমন করিবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “এইবার তোমাদের কাজ সহজ হইয়া গিয়াছে।”

মা'মার (র) বলেন, যুহরী (র) তাঁহার হাদীসে বলিয়াছেন, সুহাইল আসিয়া বলিল, আসুন আমাদের ও আপনার মাঝে একটি চুক্তি লিখিয়া লই।

অতঃপর নবী করীম (সা) সম্মত হইয়া আলী (রা)-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন, “লিখ, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।”

সুহাইল ইবন আমর বলিল, শপথ আল্লাহর! “রাহমান” কে তাহাতো আমরা জানি না। বরং আপনি পূর্বের ন্যায় লিখুন, ‘তোমার নামে হে আল্লাহ!’ মুসলমানগণ বলিলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম” ব্যতীত অন্য কিছু লিখিতে বাজী নহি। নবী (সা) বলিলেন, লিখ, “তোমার নামে হে আল্লাহ! ইহা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা।”

সুহাইল বলিল, শপথ আল্লাহর! আমরা যদি জানিতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূল, তাহা হইলে তো আমরা আপনাকে বায়তুল্লাহ্ হইতে বাধা দিতাম না এবং আপনার সাথে যুদ্ধও করিতাম না। আপনি বরং ‘আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ লিখুন।’

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমরা বিশ্বাস কর আর না কর আমি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। লিখ, ‘আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ।’

যুহরী (র) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুশরিকদের এই সব অপ্রীতিকর দাবী এই জন্য পূরণ করিয়াছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাহন বসিয়া যাওয়ার পর তিনি বলিয়াছিলেন, “যাহাতে আল্লাহর সম্মানিত বস্তুর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে তাহাদের এমন যে কোন প্রস্তাব আজ আমি গ্রহণ করিব।”

অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন, “তবে এই বৎসর আমাদিগকে বায়তুল্লাহ্ আওলাফ করিবার সুযোগ দিতে হইবে।”

সুহাইল বলিল, আল্লাহর শপথ! তাহা হইলে আরববাসী বলিবে, আমরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি; আমরা কিছুই করিতে পারি নাই। তবে আগামী বৎসর আপনার জন্য বায়তুল্লাহর দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। অতঃপর ইহা লিপিবদ্ধ করা হইল।

অতঃপর সুহাইল বলিল, আরেকটি শর্ত এই যে, মুসলমান হইয়া আমাদের কে আপনার নিকট আসিলে তাহাকে আমাদের নিকট ফেরত দিতে হইবে।

এই অদ্ভুত শর্ত শুনিয়া মুসলমানগণ বলিল, সুবহানাল্লাহ্! একজন মুসলমানকে ফেরত করিয়া মুশরিকদের নিকট ফেরত দেওয়া হইবে?

ইত্যবসরে আবু জান্দাল (রা) ইবন আমর ইবন সুহাইল মক্কার নিম্নাঞ্চল হইতে বেড়ীবন্ধ অবস্থায় পা হেঁচড়াইয়া আসিয়া মুসলমানদের মাঝে উপস্থিত হইলেন।

সুহাইল বলিল, আবু জান্দাল প্রথম ব্যক্তি যাহাকে সন্ধির শর্তানুযায়ী আমাদের নিকট ফেরত দিতে হইবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “এখনও তো সন্ধিনামা লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। সুহাইল বলিল, তাহা হইলে আপনার সাথে আমি কখনো কোন সন্ধিই করিব না। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন, “ঠিক আছে তবে উহা কার্যকর কর।” আবু জান্দাল বলিল, ‘হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে মুশরিকদের নিকট ফেরত দিতেছ, অথচ তোমরা দেখিতেছ যে, আমি কী অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হইয়াছি। আল্লাহকে স্বীকার করার অপরাধে মুশরিকরা তাহাকে অবর্ণনীয় কঠিন শাস্তি দিয়াছিল।’

উমর (রা) বলেন, এই দৃশ্য দেখিয়া আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম, আপনি কি সত্য নবী নন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “হ্যাঁ”, আমি বলিলাম, আমরা সত্য পন্থী নহি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “হ্যাঁ।” আমি বলিলাম, তাহা হইলে কেন আমরা আমাদের ধর্মের ব্যাপারে হীনমন্যতা প্রকাশ করিব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “শোন আমি আল্লাহর রাসূল। আমি কিছুতেই আল্লাহর অবাধ্য হইতে পারি না। তিনি আমার সাহায্যকারী।” আমি বলিলাম, আপনি কি আমাদের বলায় নাই যে, আমরা আল্লাহর ঘরে আসিব এবং উহা যিয়ারত করিব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “হ্যাঁ, কিন্তু আমি কি বলিয়াছি যে, এই বৎসরই আসিব?” আমি বলিলাম, না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “তুমি একদিন সেখানে যাইবে এবং উহা তাওয়াফ করিবে।”

উমর (রা) বলেন, অতঃপর আমি আবু বকর (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম, আবু বকর! আচ্ছা উনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন? বলিলেন, হ্যাঁ। আমি বলিলাম, আমরা কি সত্যের উপর নই? আমাদের শত্রুরা কি বাতিল নয়? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। আমি বলিলাম, তাহা হইলে কেন আমরা আমাদের ধর্মের ব্যাপারে হীনমন্যতা প্রকাশ করিব? আবু বকর (রা) বলিলেন, আরে মিয়া! উনি তো নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল। তিনি তাঁহার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করেন না। তিনিই তাঁহার সাহায্যকারী। সর্বান্তকরণে তাঁহার নির্দেশ মানিয়া চল। কসম আল্লাহর! তিনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি বলিলাম, তিনি কি বলেন নাই যে, আমরা বায়তুল্লাহ্ যাইব এবং উহা তাওয়াফ করিব? আবু বকর (রা) বলিলেন, হ্যাঁ, তিনি কি এই কথা বলিয়াছিলেন যে, তুমি এই

বৎসরই বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করিবে? আমি বলিলাম, না তাহাতো বলেন নাই। আবু বকর (রা) বলিলেন, ‘একদিন অবশ্যই তুমি তথায় যাইবে এবং আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করিবে।’

যুহরী (র) বলেন, উমর (রা) বলিয়াছেন, ‘অতঃপর আমি আমার এই ধৃষ্টতার জন্য অনুতপ্ত হইয়াছি ও অনেক আমল করিয়াছি।’

সন্ধিপর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবাগণকে বলিলেন, “তোমরা উঠিয়া কুরবানী কর ও হলক কর।” বর্ণনাকারী বলেন, শপথ আল্লাহর! এই ঘোষণার পর কেহই দাঁড়াইলেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনবার এই ঘোষণা দিলেন। কিন্তু কাহারো সাড়া না পাইয়া উঠিয়া উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট গিয়া তাঁহাকে ঘটনাটি বলিলেন। উম্মে সালামা (রা) বলিলেন, ‘হে আল্লাহর নবী! আপনি যাইয়া কাহারো সাথে কোন কথা না বলিয়া আপনার পশু কুরবানী করুন এবং নাপিত ডাকিয়া হলক করুন।’

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাহির হইলেন। কাহারো সাথে কোন কথা বলিলেন না। নিজ হাতে কুরবানী করিলেন এবং নাপিত ডাকিয়া হলক করিলেন। ইহা দেখিয়া সাহাবাগণ উঠিয়া কুরবানী করিলেন এবং একে অপরের হলক করিয়া দিতে লাগিলেন। এমনকি তাহারা দুষ্টিভাষুজ অবস্থায় পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হইবার উপক্রম হইয়া গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ঈমানদার মহিলারা আগমন করিলে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ
يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا نَفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِعِصْمِ الْكُوفَرِ-

হে মু'মিনগণ! তোমাদিগের নিকট মু'মিন নারীরা দেশ ত্যাগী হইয়া আসিলে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিও। আল্লাহ তাহাদিগের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানিতে পার যে, তাহারা মু'মিন তবে তাহাদিগকে কাফিরদিগের নিকট ফেরত পাঠাইও না। মু'মিন নারীগণ কাফিরদিগের জন্য বৈধ নহে এবং কাফিরগণ মু'মিন নারীদিগের জন্য বৈধ নহে। কাফিররা যাহা ব্যয় করিয়াছে, তাহা উহাদিগকে ফিরাইয়া দিও। অতঃপর তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিলে তোমাদিগের কোন অপরাধ হইবে না যদি তোমরা তাহাদিগকে তাহাদিগের মাহর দাও। তোমরা কাফির নারীদিগের সহিত দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখিও না।

এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর হযরত উমর (রা) তাঁহার দুই জন মুশরিক স্ত্রীকে তলাক প্রদান করিলেন। অতঃপর তাহাদিগের একজনকে মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান, অপরজনকে সাফওয়ান ইবন উমাইয়া বিবাহ করে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায ফিরিয়া গেলেন। কিছুদিন পর আবু বাছীর (রা) নামক এক কুরাইশ মুসলমান পলায়ন করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসি উপস্থিত হয়। তাহার অনুসন্ধানে কুরাইশরা দুই ব্যক্তিকে প্রেরণ করে। তাহারা আসি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল, সন্ধিচুক্তি অনুসারে তাহাকে আমাদের নিকট ফেরত দিন রাসূলুল্লাহ (সা) আবু বাছীর (রা)-কে তাহাদের হাতে সমর্পণ করিলেন।

আবু বাছীর (রা)-কে সংগে করিয়া তাহারা মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইল যুলছলাইফা নামক স্থানে পৌছিয়া তাহারা খেজুর আহার করিবার জন্য অবতরণ করিল কথ্য প্রসংগে আবু বাছীর (রা) তাহাদের একজনকে বলিল, তোমার তরবারীটা তো খু চমৎকার! তখন সে উহা কোষমুক্ত করিয়া বলিল, হ্যাঁ, এইটা খুবই চমৎকার। আসি একাধিকবার ইহা পরীক্ষা করিয়াছি। আবু বাছীর (রা) বলিল, দেখি তোমার তরবারীটা। এই বলিয়া তিনি তরবারীটা হাতে লইয়া এক আঘাতে তাহার ভবলীলা শেষ করিয়া দিল। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া অপরজন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। মদীনায প্রবেশ করিয়া বরাবর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, “এই লোকটি ভয়ানক কিছু দেখিয়া থাকিবে।” রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একান্ত সন্নিহিত আসিয়া লোকটি বলিল, শপথ আল্লাহর! আমার সংগীকে হত্যা করা হইয়াছে। আমাকেও মারিয়া ফেলিবে।

অতঃপর আবু বাছীর (রা) আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনার দায়িত্ব পূরণ করিয়া দিয়াছেন।। দায়িত্ব হিসাবে আপনি আমাকে তাহাদের হাতে সোপর্দ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর সৌভাগ্যবশত আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “তাহার মা ধ্বংস হোক! এই লোকটি দেখিতেছি যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করিবে। যদি কেহ তাহাকে বুঝাইত।”

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে এই কথা শুনিয়া সে বুঝিতে পারিল যে, তিনি তাহাকে আবারো ফিরাইয়া দিবেন। ফলে সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া তিনি সমুদ্র তীরে যাইয়া অবস্থান করিলেন।

এদিকে আবু জান্দাল (রা) সুযোগ পাইয়া মক্কা হইতে পলায়ন করিয়া সংগোপনে আবু বাছীরের সাথে মিলিত হয়। তখন হইতে মক্কার কেহ ইসলাম গ্রহণ করিলে সে আবু বাছীরের সাথে যোগ দিতে শুরু করিল। দেখিতে না দেখিতে তাহাদের একটি বড় দল গড়িয়া উঠিল।

সেখানে তাহারা বসিয়া রহিল না, বরং কুরাইশদের কোন বাণিজ্য কাফেলা সেই পথে শাম দেশে যাইতে লাগিলে তাহারা উহাদের পথ রোধ করিতে লাগিল। এবং লড়াই বাধাইয়া তাহাদের কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করিয়া ফেলিল ও তাহাদের

মাল-পত্র ছিনাইয়া লইতে লাগিল। ইহাতে মক্কার কুরাইশরা এক বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হয়।

উপায় না দেখিয়া তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট দূত প্রেরণ করে। দূত আসিয়া আল্লাহ ও আত্মীয়তা সম্পর্কের দোহাই পাড়িয়া বলিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আবু বাছীর বাহিনীকে আপনার কাছে লইয়া আসেন। আজ হইতে আমাদের কেহ আপনার নিকট আসিলে সে নিরাপদ। তাহার ব্যাপারে আমাদের কোন দাবী নাই।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের এই আবেদন মঞ্জুর করিলেন এবং লোক পাঠাইয়া আবু বাছীর ও তাহার সাথীদিগকে লইয়া আসিলেন। এই প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতগুলি নাযিল করেন :

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ - هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلِ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ - لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ -

“তিনি তোমাদিগ হইতে তাহাদের হস্ত এবং তাহাদিগ হইতে তোমাদের হস্ত নিবারিত করিয়াছেন। মক্কা উপত্যকায় উহাদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবার পর। তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ তাহা দেখেন। উহারাই তো কুফরী করিয়াছিল এবং নিবৃত্ত করিয়াছিল তোমাদিগকে মসজিদুল হারাম হইতে ও বাধা দিয়াছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌছিতে। তোমাদিগকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হইত যদি না সেখানে থাকিত মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী। যাহাদিগকে তোমরা জান না, তোমরা তাহাদিগকে পদদলিত করিতে অজ্ঞাতসারে। ফলে উহাদিগের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় নাই এইজন্য যে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করিবেন। যদি উহার পৃথক হইত তাহা হইলে আমি উহাদিগের মধ্যে কাফিরদিগকে মর্মভুদ শাস্তি দিতাম। যখন কাফিররা তাহাদিগের অন্তরে পোষণ করিত গোত্রীয় অহমিকা।”

কাফিরদের অহমিকা এই ছিল যে, তাহারা মুহাম্মদ (সা)-কে “বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম” এবং “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” লিখিতে দেয় নাই এবং মুসলমানদিগকে বায়তুল্লাহ যিয়ারত হইতে বাধা প্রদান করিয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) তাফসীর উমরাতুল হুদাইবিয়া ও হজ্জ অধ্যায়ে মা'মার সুফিয়ান ইবন উয়াইনা (র) হইতে তাহারা যুহরী (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) তাফসীর অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসটি নিম্নরূপ। তিনি বলেন, আহমদ ইবন ইসহাক সালামী (র) হাবীব ইবন আবু ছাবিত (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার আবু ওয়াইলের নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন, আমরা সফসীনে ছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি বলিল, আপনি কি তাহাদিগকে দেখেন নাই যাহাদিগকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয়? আলী ইবন আবু তালিব (রা) বলিলেন, হ্যাঁ, দেখিয়াছি। অতঃপর সুহাইল ইবন হুнайফ বলিল, তোমরা নিজদিগকে পবিত্র মনে করিও না। আমরা হোদাইবিয়া অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুশরিকদের মাঝে যে সন্ধি হইয়াছিল সেদিন উপস্থিত ছিলাম। ইচ্ছা করিলে আমরা সেদিন যুদ্ধ করিতে পারিতাম। সেদিন উমর (রা) আসিয়া হুযর (সা)-কে বলিলেন, আমরা কি সত্যের উপর নই? তাহারা কি বাতিল নয়? আমাদের যাহারা নিহত হইবে তাহারা কি জান্নাতী নয়? মুশরিকদের নিহতরা কি দোজখী নয়? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলিয়াছ।” উমর (রা) বলিলেন, তবে আমরা কেন আমাদের ধর্মের ব্যাপারে হীনমন্যতা প্রকাশ করিব এবং আল্লাহর ঘর যিয়ারত না করিয়াই এমনিতে ফিরিয়া যাইব! আল্লাহ তো এই ব্যাপারে আমাদের মাঝে কোন ফয়সালা দেন নাই।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “হে ইবন খাত্তাব! আমি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। তিনি আমাকে কিছুতেই ধ্বংস করিবেন না।”

অতঃপর উমর (রা) মুখ ভার করিয়া হযরত আবু বকর (রা)-এর নিকট যাইয়া বলিলেন, আবু বকর! আমরা কি সত্যের উপর নহি? তাহারা কি বাতিল নহে?

আবু বকর (রা) বলিলেন, “হে খাত্তাবের পুত্র! তিনি নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ধ্বংস করিবেন না। অতঃপর সূরা আল ফাত্হ নাখিল হয়।

ইমাম বুখারী (র) অন্য জায়গায়ও এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী (র) অন্য সূত্রে আবু ওয়াইল সুফিয়ান ইবন সালামা (র), সুহাইল ইবন হুнайফ (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, সুহাইল ইবন হুнайফ (র) বলিয়াছেন, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের মতামতকে নির্ভুল মনে করিও না। আবু জান্দাল দিবসে আমি উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিবার শক্তি যদি আমার থাকিত তাহা হইলে সেদিন অবশ্যই আমি উহা পরিবর্তন করিতাম।

অন্য বর্ণনায় আছে যে, সূরা আল ফাত্হ অবতীর্ণ হওয়ার পর হুযর (সা) হযরত উমর (রা)-কে ডাকিয়া তাহাকে উহা তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। ইমাম আহমদ

(র) ...আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস (রা) বলেন, কুরাইশগণ নবী করীম (সা)-এর সাথে সন্ধি করিবার সিদ্ধান্ত নিল। তাহাদিগের মধ্যে সুহাইল ইবন আমরও উপস্থিত ছিল। নবী করীম (সা) আলী (রা)-কে বলিলেন, “লিখ, বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।” অতঃপর সুহাইল বলিল, ‘বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ কি তাহাতো আমরা জানি না। আপনি বরং লিখুন, ‘তোমার নামে হে আল্লাহ!’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “লিখ, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হইতে।” সুহাইল বলিল, আমরা যদি বিশ্বাস করিতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। তাহা হইলে আমরা আপনার বিরোধিতা করিতাম না। আপনি বরং আপনার নিজের নাম এবং আপনার পিতার নাম লিখুন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “লিখ, আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ হইতে।”

তাহারা নবী করীম (সা)-কে এই শর্ত দিল যে, আপনার অনুসারীদেরকে আমাদের নিকট আসিয়া পড়িলে আমরা তাহাকে আপনার নিকট ফেরত দিব না। কিন্তু আমাদের কেহ আপনার নিকট চলিয়া গেলে তাহাকে আমাদের নিকট ফেরত দিতে হইবে। অতঃপর আলী (রা) বলিলেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহাও কি লিপিবদ্ধ করিব?’ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “হ্যাঁ, আমাদের কেহ তাহাদের নিকট চলিয়া গেলে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে রহমত হইতে বঞ্চিত করিবেন।” ইমাম মুসলিম (র) হাম্মাদ ইবন সালামা (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)... আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, খারিজীরা যখন বাহির হইয়া পৃথক হইয়া যায় তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) হুদাইবিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সন্ধি করিয়াছেন। তখন তিনি আলী (রা)-কে বলিলেন, “হে আলী! লিখ, ‘ইহা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা) স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা।’ মুশরিকগণ বলিল, আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, তাহা হইলে তো আপনার সাথে আমাদের কোন বিরোধ ছিল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “আলী! উহা মুছিয়া ফেল। হে আল্লাহ! তুমি তো জান যে আমি আল্লাহর রাসূল। আলী! উহা মুছিয়া ফেল এবং লিখ, ইহা আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদের স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা।” শপথ আল্লাহর! আল্লাহর রাসূল (সা) আলী (রা) হইতে শ্রেষ্ঠতম। ইহা সত্ত্বেও তিনি তাহার হাতে নিজের নাম কাটাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে নবুওতের দফতর হইতে তাহার নাম মুছিয়া যায় নাই। তোমরা কি ইহা হইতে বাহির হইয়াছ? তাহারা বলিল, হ্যাঁ।

ইমাম আবু দাউদ (র) ইকরিমা ইবন আম্মার ইয়ামানী (র) হইতে অনুরূপ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) ইবন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন আব্বাস (রা) বলিলেন, হুদাইবিয়ার দিন হুযর (সা) সত্তরটি উট

কুরবানী করেন। উহাতে আবু জাহলের একটি উটও ছিল। আল্লাহর ঘর হইতে অবরুদ্ধ হওয়ার পর উহারা এমনভাবে ক্রন্দন করিয়াছিল যেমন ক্রন্দন করে কাহারো থেকে দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে বিচ্ছিন্ন করিলে।

(২৭) لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۗ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

إِنْ شَاءَ اللَّهُ ۗ أَمِينِينَ مُخَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ۗ لَا تَخَافُونَ ۗ فَعَلِمَ

مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ قِتْحًا قَرِيبًا ۝

(২৮) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ

كُلِّهِ ۗ وَكَفَّرَ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

২৭. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁহার রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিয়াছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিবে নিরাপদে— কেহ কেহ মস্তক মুণ্ডিত করিবে, কেহ কেহ কেশ কর্তন করিবে। তোমাদিগের কোন ভয় থাকিবে না। আল্লাহ জানেন যাহা তোমরা জান না। ইহা ছাড়াও তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন এক সদ্য বিজয়।

২৮. তিনি তাঁহার রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করিয়াছেন, অপর সমস্ত দীনের উপর ইহাকে জয়যুক্ত করিবার জন্য। সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

তাফসীর : এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি মক্কায় প্রবেশ করিয়াছেন এবং আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করিয়াছেন। তিনি সাহাবাগণকে এই স্বপ্ন সম্পর্কে অবহিত করিলেন। তখন তিনি ছিলেন মদীনায়া। অতঃপর হুদাইবিয়ার দিন যখন তাহারা যখন বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন তখন তাহাদের মনে প্রত্যয় জন্মেছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সন্ধি সম্পর্কিত ঘটনা সংঘটিত হইল এবং আগামী বৎসর আবার আসিবে বলিয়া এই বৎসর ফিরিয়া যাইতে হইল, তখন কোন কোন সাহাবীর মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তো বলিয়াই বসিলেন, যে, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আমাদিগকে বলেন নাই যে, আমরা বায়তুল্লাহ যাইব এবং উহা তাওয়াফ করিব?'

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, কিন্তু আমি কি বলিয়াছিলাম যে, তুমি এই বৎসরই তথায় যাইবে? উমর (রা) বলিলেন, না, তাহা তো বলেন নাই। অতঃপর নবী (সা) বলিলেন, তুমি একদিন সেখানে যাইবে এবং আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করিবে। হযরত

আবু বকর সিদ্দীক (রা)-ও ঠিক একই উত্তর দিয়াছিলেন। আর এই প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ۗ

“নিশ্চয় আল্লাহ তাঁহার রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিয়াছেন। আল্লাহর ইচ্ছা অবশ্যই তোমরা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিবে।”

আয়াতে اللَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ “যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন” নিশ্চয়তা বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে।

أَمِينِينَ নিরাপদে। অর্থাৎ যখন তোমরা মক্কায় প্রবেশ করিবে তখন তোমরা নিরাপদ থাকিবে, তোমাদের কোন শংকা বা ভয় থাকিবে না।

مُخَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ “কেহ কেহ মস্তকের কেশ মুণ্ডিত করিবে, কেহ কেহ কেশ কর্তন করিবে।”

আয়াতের অর্থ এই নয় যে, তোমরা মস্তকের কেশ মুণ্ডিত কিংবা কেশ কর্তিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করিবে। বরং মক্কা প্রবেশের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে তোমাদের কেহ মাথার চুল মুণ্ডন করিবে আর কেহ কাটিয়া ছোট করিবে। বস্তৃত কতিপয় লোকে মাথার কেশ মুণ্ডন করিয়াছিল আর কতিপয় কেশ কর্তন করিয়াছিল।

সহীহুদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ মস্তক মুণ্ডনকারীদিগকে রহম করুন। উপস্থিত জনতা বলিল, আর কর্তনকারীকে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আল্লাহ মুণ্ডনকারীকে রহম করুন। জনতা বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আর কর্তনকারীকে? রাসূলুল্লাহ (সা) আবারো বলিলেন, আল্লাহ মুণ্ডনকারীকে রহম করুন। অতঃপর জনতা বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আর কর্তনকারীকে? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তৃতীয় অথবা চতুর্থবারে বলিলেন, এবং কর্তনকারীকে (আল্লাহর রহম করুন)।

لَتَخَافُونَ “তোমাদিগের কোন ভয় থাকিবে না।”

অর্থগত দিক থেকে لَتَخَافُونَ “তোমরা ভয় করিবে না।” অর্থাৎ তোমরা নিরাপদে মক্কায় প্রবেশ করিবে এবং নগরীতে নিরাপদে অবস্থান করিবে। তখন কাহারো কোন ভয় থাকিবে না। ইহা সপ্তম হিজরীর উমরাতুল কাযার ঘটনা। কারণ নবী করীম (সা) হুদাইবিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া যিলহজ্জ ও মুহাররম এই দুই মাস মদীনায়া অবস্থান করিয়া সফর মাসে খায়বার অভিযানে রওয়ানা হন। আল্লাহর অনুগ্রহে খায়বারের কিয়দংশ জোরপূর্বক আপোষে মুসলমানদের হস্তগত হয়।

বিপুল খর্জুর বৃক্ষ ও অপরিসীম শস্য ফসলাদি সমৃদ্ধ অঞ্চল খায়বার। মহানবী (সা) কেবলমাত্র হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাহাবীদিগের মাঝে উহা বণ্টন করিয়া দেন।

এবং তথাকার ইয়াহুদীদিগের উপর উহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। বিনিময়ে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তাহাদিগকে দেওয়া হয়। খায়বার অভিযানে আহলে হুদাইবিয়া ব্যতীত শুধুমাত্র হাবশা থেকে প্রত্যাগত জাফর ইবন আবু তালিব (রা) ও তাঁহার সাথীবন্দ এবং আবু মূসা আশআরী (রা) ও তাহার সাথীবন্দই অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের কেহই অনুপস্থিত ছিলেন না। ইবন যায়দের মতে আবু দুজানা সিমাক ইবন হারশাহ (রা) অংশ গ্রহণ করেন নাই।

খায়বার বিজয়ের পর মুসলমানরা মদীনায় ফিরিয়া আসে। অতঃপর সপ্তম হিজরীর যিলক্বদ মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) আহলে হুদাইবিয়াদিগকে লইয়া উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। যুলহলাইফা নামক স্থানে আসিয়া তিনি ইহরাম বাঁধেন। কোরবানীর পণ্ড সাথে করিয়াই লইয়া আসেন। উহাদের সংখ্যা ছিল ষাটটি উট: মতান্তরে সত্তরটি উট।

অতঃপর তিনি তালবিয়া পাঠ করিলেন। সাথে সাথে সাহাবাগণও লাক্বাইক-এর সুর মূর্ছনায় আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া সম্মুখ পানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

মাররুয্ যহরান নামক স্থানের নিকট পৌছিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) মুহাম্মদ ইবন সালামা (রা)-কে অশ্ব ও অস্ত্রসহ অগ্রে প্রেরণ করেন। মুশরিকরা তাহাকে দেখিয়া যারপর নাই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল এবং ধারণা করিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) দশ বছর মেয়াদী যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগের সাথে যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছেন। তাহারা আসিয়া মক্কার অন্যদেরকে সংবাদ দিল। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) মাররুয্ যাহরানে আসিয়া অবস্থান করিলেন। তখন তিনি তীর কামান ও ধনুক সহ যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্র ইয়াজাজে পাঠাইয়া দিয়া মক্কার শর্তানুযায়ী কোষবদ্ধ তরবারী সংগে লইয়া মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর পথিমধ্যে কুরাইশ কর্তৃক প্রেরিত মিকরায ইবন হাফস আসিয়া বলিল, মুহাম্মদ! আপনি চুক্তি ভঙ্গ করিবেন তাহাতো আমরা পূর্বে বুঝি নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, কি হলো? মিকরায বলিল, আপনি তীর ধনুক ও বিভিন্ন অস্ত্র লইয়া মক্কায় প্রবেশ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি তো ঐগুলি ইয়াজাজে পাঠাইয়া দিয়াছি। মিকরায বলিল, তাহা হইলে আপনি অঙ্গীকার পালন করিয়াছেন।

নবী করীম (সা)-কে আসিতে দেখিয়া কুরাইশদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ক্ষোভে-দুঃখে মক্কা হইতে বাহির হইয়া গেল। যেন তাহাদের মহানবী (সা) ও তাঁহার সাথীদের মুখ দেখিতে না হয়। অন্যান্য নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোররা মহানবী (সা) ও তাঁহার সাহাবীদিগকে এক নজর দেখিবার জন্য ঘরে কেহ বা রাস্তায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মহানবী (সা) মক্কায় প্রবেশ করিলেন। সাহাবীগণ তাঁহার সম্মুখে তালবিয়া পাঠ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নবী করীম (সা) তখন কাসওয়া নামক সেই

উষ্ট্রীতে আরোহী ছিলেন, হুদাইবিয়ার দিন যাহাতে তিনি আরোহণ করিয়াছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা আনসারী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধরিয়া সম্মুখে হাঁটিতেছিলেন আর নিম্নোক্ত কবিতাগুলি আবৃত্তি করিতেছিলেন :

بِسْمِ النَّبِيِّ لَادِيْنِ الْاِدِيْنِ * بِاسْمِ الَّذِيْ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ
خَلُّوْا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ * اَلْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلٰى تَاْوِيْلِهِ
كَمَا ضَرَبْنَاكُمْ عَلٰى تَنْزِيْلِهِ * ضَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامَّ عَنْ مَقِيْلِهِ
وَيَذْهَلُ الْخَلِيْلُ عَنْ خَلِيْلِهِ * قَدْ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ فِى تَنْزِيْلِهِ
فِى صُحُفٍ تُتْلٰى عَلٰى رَسُوْلِهِ * بِاَنَّ خَيْرًا لَّقَتْلُ فِى سَبِيْلِهِ
يَا رَبِّ اِنِّى مُؤْمِنٌ بِقِيْلِهِ

অর্থাৎ 'সেই সত্তার নামে এই অভিযান যাঁহার ধর্মই একমাত্র ধর্ম এবং মুহাম্মদ (সা) যাঁহার রাসূল। ওহে কাফির গোষ্ঠী! তোমরা আল্লাহর রাসূলের পথ ছাড়িয়া দাও। আজ আমরা তোমাদিগকে চরম শিক্ষা দিব। এমন আঘাত করিব যাহা মাথা হইতে তোমাদের খুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে এবং বন্ধু বন্ধুর পরিচয় হারাইয়া ফেলিবে। যে আল্লাহর পথে জীবন দান করে সেই ধন্য। প্রভু হে! তোমার রাসূলের আহবানে আমি তোমার প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

ইউনুস ইবন বুকাইর (র) ... আব্দুল্লাহ ইবন আবু বকর ইবন হায়স (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইবন আবু বকর ইবন হায়স (রা) বলেন, উমরাতুল কাযার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধারণ করিয়া গাইতেছিলেন :

خَلُّوْا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ * اِنِّى شَهِيدٌ اَنَّهُ رَسُوْلُهُ
خَلُّوْا فَكُلُّ الْخَيْرِ فِى رَسُوْلِهِ * يَا رَبِّ اِنِّى مُؤْمِنٌ بِقِيْلِهِ
نَحْنُ قَتَلْنَاكُمْ عَلٰى تَاْوِيْلِهِ * كَمَا قَتَلْنَاكُمْ عَلٰى تَنْزِيْلِهِ
ضَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامَّ عَنْ مَقِيْلِهِ * وَيَذْهَلُ الْخَلِيْلُ عَنْ خَلِيْلِهِ

হে কাফির সম্প্রদায়! তোমরা তাঁহার পথ ছাড়িয়া দাও। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি তাঁহার রাসূল। আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই সমুদয় কল্যাণ নিহিত। প্রভু হে! আমি তাঁহার কথায় ঈমান আনিয়াছি। তোমাদের উপর আমরা এমন আঘাত হানিব যাহাতে তোমাদের মাথা হইতে খুলি উড়িয়া যাইবে এবং বন্ধু তাহার বন্ধুকে হারাইয়া ফেলিবে।

আব্দুর রাযযাক (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, উমরাতুল কাযায় রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় প্রবেশ করিবার সময় আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) তাঁহার সম্মুখে হাঁটিতেছিলেন। আরেক বর্ণনায় আছে যে, তিনি উষ্টীর লাগাম ধরিয়া হাঁটিতেছিলেন। তখন তিনি বলিতেছিলেন :

خَلُّوْ بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ * قَدْ نَزَلَ الرَّحْمَنُ فِى تَنْزِيْلِهِ
بِأَنَّ خَيْرَ الْقَتْلِ فِى سَبِيْلِهِ * يَا رَبِّ اِنِّى مُؤْمِنٌ بِقَبِيْلِهِ
نَحْنُ قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَاوِيْلِهِ * كَمَا قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيْلِهِ
الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَاوِيْلِهِ * ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَّ عَنْ مَقِيْلِهِ
وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِهِ

অর্থাৎ 'ওহে কাফিরের দল! তোমরা আল্লাহর রাসূলের পথ ছাড়িয়া দাও। আল্লাহ কুরআনে বলিয়াছেন, সে ব্যক্তিই ধন্য আল্লাহর পথে যাহার জীবন উৎসর্গীত হইয়াছে। প্রভু হে! তাঁহার আস্থানে আমি ঈমান আনিয়াছি। আমরা তাঁহারই নির্দেশে ও ইংগিতে তোমাদিগকে হত্যা করিয়াছি। আজ আমরা তোমাদের উপর এমন আঘাত করিব যাহাতে তোমাদের মাথার খুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং বন্ধু বন্ধুর পরিচয় হারাইয়া ফেলিবে।

ইমাম আহমদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মারকয্বাহরানে পৌঁছার পর সাহাবাগণ গুনিতে পাইলেন, কুরাইশরা বলাবলি করিতেছে যে, মুসলমানরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং কর্মক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সাহাবাগণ বলিলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা যদি আমাদের কিছু পণ্ড জবাহ করিয়া উহা আহা করি তাহা হইলে আগামী দিন তেজোদীও অবস্থায় আমরা মক্কায় প্রবেশ করিতে পারিব।'

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, 'না উহা করিও না বরং তোমাদের সমুদয় পাথেয় একত্রিত করিয়া আমার নিকট উপস্থিত কর। তাহারা উহা করিল এবং সকলে উহা হইতে আহা করিল এবং বরকত লাভ করিল এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ থলিয়া পুরিয়া লইল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সম্মুখে অগ্রসর হইয়া মসজিদে প্রবেশ করিলেন। তখন কুরাইশরা হাজরে আসওয়াদের নিকট বসিয়া রহিল। মসজিদে প্রবেশ করিয়া নিজের চাদরটি বিছাইয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। অতঃপর বলিলেন, কুরাইশরা যেন আজ তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা দেখিতে না পায়।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) রুকনে আসওয়াদ চুমু খাইয়া রমযসহ তাওয়াফ করিলেন। রুকনে ইয়ামনী হইতে আড়াল হইয়া তিনি রুকনে আসওয়াদের দিকে হাঁটিয়া গেলেন। কুরাইশরা বলিল, তোমরা হাঁটিয়া চলিতে সন্তুষ্ট হও নাই। তোমরা হরিণের ন্যায় তাওয়াফ করিতেছ। এইভাবে তিনি কয়েকবার তাওয়াফ করেন। অবশেষে উহা সুনতে রূপান্তরিত হয়।

আবু তোফায়ল (র) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে বলিয়াছেন যে, নবী (সা) বিদায় হজ্জে উহা করিয়াছিলেন। ইমাম আহমদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা)ও সাহাবাগণ যখন মক্কায় গমন করেন তখন তাঁহারা মদীনার জুরে খুবই দুর্বল ছিলেন। মুশরিকরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, তোমাদের নিকট এমন একটি সম্প্রদায় আগমন করিতেছে ইয়াসরিব তথা মদীনার জুর তাহাদিগকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে এবং উহাতে তাহারা খুবই দুর্ভোগ পোহাইতেছে। কুরাইশরা হাজরে আসওয়াদের এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। এদিকে আল্লাহ তা'আলা নবী (সা)-কে মুশরিকদের মন্তব্য সম্পর্কে অবহিত করেন। তাই তিনি সাহাবাদিগকে নির্দেশ দিলেন, যেন তাহারা তিনবার রামল করে; যাহাতে মুশরিকরা তাহাদের শৌর্য-বীর্য দেখিতে পায়। ফলে মুসলমানগণ তিনবার রমল করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে দুই রুকনের মাঝে এমনভাবে হাঁটিবার জন্য নির্দেশ দেন যেন মুশরিকরা তাহাদিগকে দেখিতে না পায়। নবী করীম (সা) তাহাদিগকে সাত চক্র রামল পূর্ণ করিতে এইজন্য নিষেধ করিয়াছেন যেন তাহাদের কষ্ট না হয়। এই দৃশ্য দেখিয়া মুশরিকরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, তোমরা কি ইহাদের সম্পর্কেই ধারণা করিয়াছিলে যে, জুর তাহাদিগকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে? ইহারা তো অমুক অমুকের চেয়েও বীর্যবান। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) স্বীয় সহীহ্‌দ্বয়ে হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য সূত্রে আছে যে, নবী (সা) হুদাইবিয়ার পরবর্তী বছর যিলকদ মাসের চতুর্থ তারিখ যখন উমরাহ পালন করিতে মক্কায় আসিলেন, তখন মুশরিকরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, তোমাদের নিকট এমন একটি দল আগমন করিতেছে, ইয়াসরিব তথা মদীনার জুর তাহাদিগকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে। শুনিয়া নবী করীম (সা) সাহাবাদিগকে তিনবার রামল করিবার নির্দেশ দিলেন। পূর্ণ সাতবার রামল করিবার নির্দেশ এইজন্য দেন নাই যেন তাহাদের কষ্ট না হয়।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আরো বৃদ্ধি করিয়া বলিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, হুদাইবিয়ার পরবর্তী বৎসর মক্কায় গমন করিয়া হুযূর (সা) বলিলেন, তোমরা রামল কর। যেন মুশরিকরা সাহাবাদের শক্তি দেখিতে পায়। মুশরিকরা তখন কাইনুকার দিক হইতে আসিতেছিল। ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা

করিয়েছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বায়তুল্লাহ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ করিয়েছেন, যেন মুশরিকরা তাঁহার শৌর্য-বীর্য দেখিতে পায়।

ইমাম বুখারী (র) আরো বিভিন্ন স্থানে এবং ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী (র) সুফিয়ান ইব্ন উআইনা (র) সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়েছেন।

ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, আলী ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) ইব্ন আবু আওফা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়েছেন। ইব্ন আবু আওফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উমরাহ করিতে গেলেন, তখন আমরা তাঁহাকে মুশরিক যুবকদের থেকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহাদের কেহ কেহ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উত্যক্ত করিতে চাহিয়াছিল। ইমাম বুখারী (র) একাই হাদীসটি বর্ণনা করিয়েছেন। ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন নাই। ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন কাফি (র) ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়েছেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে কুরাইশরা তাঁহাকে বাধা প্রদান করে। তাই তিনি হুদাইবিয়া নামক স্থানেই পশু কুরবানী করিলেন, মাথা মুণ্ডিত করিলেন এবং সর্বশেষে মুশরিকদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করিলেন যে, তিনি পরবর্তী বৎসর আসিয়া নিরাপদে উমরাহ পালন করিবেন, কিন্তু কোষবন্ধ তরবারী ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র তিনি সংগে আনিতে পারিবেন না।

পরবর্তী বৎসর তিনি চুক্তি অনুযায়ী উমরাহ পালনের জন্য মক্কায় প্রবেশ করিলেন। তিনদিন অবস্থান করিবার পর মুশরিকরা তাঁহাকে চলিয়া যাওয়ার জন্য বলিলে তিনি চলিয়া যান। এই হাদীসটি মুসলিম শরীফেও আছে। ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, উবাইদুল্লাহ ইব্ন মুসা (র) বারা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়েছেন। বারা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যিলকদ মাসে উমরাহ করিবার জন্য রওয়ানা হন। কিন্তু কুরাইশরা তাঁহাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করে। অতঃপর পরবর্তী বৎসর তিন দিন মক্কায় অবস্থান করিতে পারিবেন এই শর্তে তাহাদের সাথে সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধিপত্রে লিখা হইয়াছিল যে, ইহা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের স্বাক্ষরিত সন্ধিনামা। মুশরিকরা বলিল, আমরা তো ইহা বিশ্বাস করি না। আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, তাহা হইলে আমরা আপনাকে বাধা দিতাম না। আপনি বরং মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ লিখুন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি আল্লাহর রাসূল এবং আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ। অতঃপর তিনি আলী (রা)-কে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ শব্দটি মুছিয়া ফেল। আলী (রা) বলিলেন, না, আল্লাহর শপথ! আমি উহা মুছিতে পারিব না। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই লিখিলেন, (তিনি ভালো লিখিতে পারিতেন না) ইহা মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহর স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা। এই মর্মে যে, তিনি কোষমুক্ত তরবারী ব্যতীত কোন অস্ত্র লইয়া

মক্কায় প্রবেশ করিবেন না। মক্কার কেহ তাঁহার অনুসরণ করিতে চাহিলে তিনি তাহাকে সাথে নিবেন না এবং তাঁহার সাথীদের কেহ মক্কায় অবস্থান করিতে চাহিলে তাহাকে তিনি বারণ করিবেন না।

পর বছর যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করিলেন এবং তিন দিনের মেয়াদ শেষ হইয়া গেল তখন কুরাইশরা আসিয়া আলী (রা)-এর নিকট বলিল, আপনার সাথীদের বলুন, যেন তিনি অবিলম্বে মক্কা ত্যাগ করেন। চুক্তি অনুসারে মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) যখন রওয়ানা হইলেন, তখন হযরত হামযা (রা)-এর কন্যা চাচা! চাচা! বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার অনুসরণ করিল। আলী (রা) তাহাকে হাতে ধরিয়া লইয়া আসিলেন এবং ফাতিমা (রা)-কে বলিলেন, এই নাও তোমার চাচাতো বোন। ফাতিমা (রা) তাহাকে তুলিয়া লইলেন। এইভাবে তাহাকে লইয়া হযরত আলী যায়দ ও হযরত জাফর (রা)-এর মাঝে বাক-বিতণ্ডা শুরু হইল। আলী (রা) বলিলেন, আমিই তাহাকে আনিয়াছি এবং সে আমার চাচাতো বোন। জাফর (রা) বলিলেন, সে আমার চাচাতো বোন এবং তাহার খালা আমার স্ত্রী। যায়দ (রা) বলিলেন, সে আমার ভতিজী।

রাসূলুল্লাহ (সা) এই বিতর্কের সমাধান এইভাবে করিলেন, মেয়েটিকে তাহার খালার হাতে তুলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমার এবং তুমি আমার। জাফর (রা)-কে বলিলেন, আকৃতি ও প্রকৃতিতে তুমি আমার তুল্য। যায়দ (রা)-কে বলিলেন, তুমি আমার ভাই এবং আমার মাওলা।

আলী (রা) বলিলেন, আপনি হামযা তনয়াকে বিবাহ করিবেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, সে তো আমার দুধ সম্পর্কের ভ্রাতৃকন্যা। এই হাদীসটি কেবল বুখারী (র) বর্ণনা করেন।

فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا

“আল্লাহ জানেন যাহা তোমরা জান না। ইহা ছাড়াও তিনি তোমাকে দিয়াছেন এক সদ্য বিজয়।”

অর্থাৎ হুদাইবিয়ার বৎসর মক্কায় প্রবেশ না করিয়া তোমাদের ফিরিয়া যাওয়ায় যে কল্যাণ ও উপকারিতা নিহিত ছিল আল্লাহ তাহা জানিতেন, তোমরা জানিতে না। এবং রাসূল (সা)-এর স্বপ্নের ভিত্তিতে তোমাদিগকে মক্কা প্রবেশের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহার পরিবর্তে তোমাদিগকে একটি সদ্য বিজয় দান করা হইল। উহা হইল তোমাদের মাঝে এবং তোমাদের শত্রু পক্ষ মুশরিকদের মাঝে স্বাক্ষরিত সন্ধি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁহার শত্রু পক্ষ এবং তাবৎ বিশ্ববাসীর উপর বিজয় দান করিবার ব্যাপারে মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দান করিয়া

বলিয়াছেন : 'هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ' 'তিনি তাঁহার রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করিয়াছেন।'

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে হিতকর বিদ্যা ও সৎকর্ম সহ দুনিয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা এই জন্য করা হইল যে, শরীয়ত দুই ভাগে বিভক্ত। ইলম বা বিদ্যা ও আমল। ইলমে শরয়ী বিগ্ধ ও নির্ভুল আর আমলে শরয়ী গ্রহণযোগ্য বা মকবুল। অতএব শরীয়তের খবরসমূহ সত্য বলিয়া বিবেচিত এবং তাহার নির্দেশাবলী ন্যায়সংগত।

'لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ' 'অপর সমস্ত দীনের উপর ইহাকে জয়যুক্ত করিবার জন্য।'

অর্থাৎ আরব-অনারব মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে তাবৎ বিশ্বের সকল ধর্ম বিশ্বাসীদের উপর জয়যুক্ত করিবার জন্য আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রেরণ করিয়াছেন।

'وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا' 'সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।'

অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) যে আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ তাঁহার সাহায্যকারী এই ব্যাপারে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(২৯) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجِدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ

مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۖ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ تَشَكُّرٌ

أَخْرَجَ شَطْرَهُ فَآزَرَهُ ۖ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ

رَبَّهُمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً

وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

২৯. মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; তাঁহার সহচরগণ কাফিরদিগের প্রতি কঠোর এবং নিজদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাহাদিগকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখিবে। তাহাদিগের

মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকিবে। তাওরাতে তাহাদিগের বর্ণনা এইরূপই এবং ইঞ্জিলেও। তাহাদিগের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যাহা হইতে নির্গত হয় কিশলয়। অতঃপর ইহা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, যাহা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এইভাবে আল্লাহ মুমিনদিগের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদিগের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।

তাফসীর : মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদ দিতেছেন যে, তিনি সন্দেহাতীররূপে আল্লাহর সত্য নবী। তাই তিনি বলিয়াছেন, مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ 'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।'

আয়াতে مُحَمَّدٌ মুবতাদা বা উদ্দেশ্য এবং رَسُولٌ খবর বা বিধেয়। অর্থাৎ ইহা একটি পূর্ণ বাক্য। মুহাম্মদ (সা) যাবতীয় প্রশংসনীয় গুণে গুণান্বিত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সাহায্যে কিরাম (রা)-এর প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন : 'وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ' 'তাহার সহচরগণ কাফিরদিগের প্রতি কঠোর এবং নিজদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।'

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন :

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَعَزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ-

'আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায়কে আনিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন, যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিবে, তাহারা মুমিনদিগের প্রতি কোমল ও কাফিরদিগের প্রতি কঠোর হইবে।'

ইহাই মুমিনদের পরিচয় যে, তাহারা কাফিরদের প্রতি হইবে কঠোর-পাষণ আর মুমিনদের প্রতি হইবে স্নেহ-কোমল-দয়র্দ্র ও সহানুভূতিশীল। কাফিরদের সম্মুখে হইবে ক্ষীণ ও কঠোর আর ঈমানদার ভাইয়ের নিকট হইবে হাসিমুখ ও প্রফুল্ল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً

'হে ঈমানদারগণ! কাফিরদের যাহারা তোমাদের মোকাবেলায় আসে তোমরা তাহাদের সাথে লড়াই কর, তাহারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখিতে পায়।'

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, মু'মিনদিগের পারস্পারিক প্রীতি-ভালবাসা ও হৃদয়তার দৃষ্টান্ত হইল একটি দেহের ন্যায় "একটি অংগ অসুস্থ হইলে সারা দেহেই অনিদ্রা ও

জ্বরের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।” তিনি আরো বলিয়াছেন, এক মু'মিন অন্য এক মু'মিনের সম্পর্ক হইল প্রাচীরের ন্যায়। একে অপরকে শক্তিশালী করে। অতঃপর তিনি দুই হাতের অঙ্গুলী একটির ভিতরে অপরটি প্রবেশ করাইয়া দেখাইয়া দেন।

এই হাদীস দুইটি সহীহ গ্রন্থে রহিয়াছে।

تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجْدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

‘আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাহাদিগকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখিবে।’

সাহাবাদের বর্ণনায় আল্লাহ তা‘আলা অধিক আমল ও অধিক সালাতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সালাতই সর্বোত্তম আমল। অতঃপর সালাতের মধ্যে ইখলাসের ও আল্লাহর নিকট ইহার উপযুক্ত প্রতিদান কামনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জান্নাত হইল তাহাদের প্রতিদান যাহাতে আল্লাহ তা‘আলার অপরিসীম অনুগ্রহ তথা জীবিকার স্বচ্ছলতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি রহিয়াছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই সবচেয়ে উত্তম। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলিয়াছেন, وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ‘আল্লাহর সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড়।’

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলিয়াছেন, سَيَمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ‘তাহাদিগের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকিবে।’

আলী ইব্ন আবু তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতের অর্থ হইল তাহাদের মুখমণ্ডলে সুন্দর চিহ্ন থাকিবে।

মুজাহিদ (র) সহ অনেকে বলিয়াছেন, মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকার অর্থ হইল বিনয় ও নম্রতা। ইব্ন আবু হাতিম (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) سَيَمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ‘তাহাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকিবে’ এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, ইহার অর্থ হইল তাহাদের মুখমণ্ডলে বিনয় ও নম্রতার ছাপ পরিলক্ষিত হইবে। মনসূর (র) বলেন, আমি বলিলাম, আমি তো মনে করিতাম যে, উহা মুখমণ্ডলের চিহ্ন যাহা সালাম আদায় করিলে দেখা দিয়া থাকে। তিনি বলিলেন, অনেক সময় ঐ দাগটি এমন লোকের দুই চোখের মাঝেও হইয়া থাকে যাহার হৃদয় ফিরআউনের চেয়েও পাষণ।

সুদ্দী (র) বলিয়াছেন, সালাত তাহাদের মুখমণ্ডলের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া দেয়।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রি বেলা অধিক পরিমাণে সালাত আদায় করিবে দিনের বেলা তাহার মুখমণ্ডল সুন্দর হইয়া যাইবে। ইব্ন মাজাহ (র) জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “রাত্রিকালে যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে সালাত আদায় করিবে, দিবাকালে তাহার মুখমণ্ডল সুদর্শন দেখা যাইবে।” বিশুদ্ধ মত হইল যে, ইহা “মাওকূফ” হাদীস।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, সৎকর্ম দ্বারা অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়, মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়, জীবিকায় স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায় ও মানুষের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি হয়।

আমীরুল মু‘মিনীন উসমান (রা) বলিয়াছেন, ‘কেহ গোপনে কোন ইবাদত করিলে আল্লাহ তা‘আলা তাহার মুখমণ্ডলে ও ভাষায় উহা প্রকাশ করিয়া দেন।’

মোটকথা মনের গোপন বস্তু এক সময় চেহায়ায় প্রকাশ হইয়া যায়। অতঃপর ঈমানদারের গোপন কর্ম যখন একনিষ্ঠভাবে বিশুদ্ধরূপে আল্লাহরই জন্য হয়, তখন আল্লাহ তাহার বাহিরটাকে মানুষের সামনে সুসংবদ্ধ ও সংশোধিত করিয়া দেন। এই প্রসঙ্গে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন যে, ‘যে ব্যক্তি তাহার ভিতরটাকে সংশোধিত করিবে, আল্লাহ তা‘আলা তাহার বাহিরটাকে সংশোধন করিয়া দিবেন।’

আবুল কাসিম তাবারানী (র) জুন্দুব ইব্ন সুফিয়ান বাযালী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জুন্দুব ইব্ন সুফিয়ান বাযালী (র) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, “কেহ মনোমধ্যে কোন কিছু গোপন করিলে আল্লাহ তা‘আলা তাহাকে উহার চাদর পরাইয়া দেন। ভালো হইলে ভাল, মন্দ হইলে মন্দ।”

ইমাম আহমদ (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “তোমাদের কেহ যদি কোন জড় পাথরের মধ্যেও ইবাদত করে যাহার কোন দরজা-জানালা বা ছিদ্র নাই, তবুও তাহার আমল মানুষের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিবে।”

ইমাম আহমদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, “সৎ কর্ম, সৎ চাল-চলন ও মিথ্যাচার নবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের একভাগ।” ইমাম আবু দাউদ (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ নুফায়লী (র)-এর সূত্রে যুহাইর হইতে উক্ত সনদে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর নিয়ত ছিল খাঁটি, নির্ভেজাল, তাহাদের আমল ছিল মার্জিত ও রুচিশীল। যে কেহ তাহাদের চাল-চলন ও কর্মপদ্ধতি দেখিত, তাহারা মুগ্ধ হইয়া যাইত।

ইমাম মালিক (র) বলিয়াছেন, যে সকল সাহাবায়ে কিরাম (রা) শাম বিজয় করিয়াছিলেন তাহাদিগকে যখন তথাকার নাসারাগণ দেখিল তাহারা বলিয়া উঠিল, আল্লাহর শপথ! ইহারা আমাদের হাওয়ারীদের চেয়ে অনেক ভাল। বস্তুত তাহারা যথার্থই বলিয়াছে। কারণ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে সম্মানিত জাতি আখ্যায়িত করা হইয়াছে আর এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ জামাত হইল সাহাবায়ে কিরাম (রা)। আসমানী কিতাবসমূহে আল্লাহ তা‘আলা ইহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলিয়াছেন : ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ‘তাওরাতে তাহাদিগের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে এবং ইঞ্জিলেও।’

كَزَّرَعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ
لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ-

“তাহাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ যাহা হইতে কিশলয় নির্গত হয়। অতঃপর উহা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে। যাহা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এইভাবে আল্লাহ মুমিনদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন।”

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, রাসূলের সহচরদের দৃষ্টান্ত হইল এই যে, তাহারা একটি চারাগাছের ন্যায় যাহার থেকে লতা-পাতা বাহির হয়। অতঃপর উহা শক্ত পুষ্ট ও লম্বা হয়, পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে। অনুরূপভাবে সাহাবাগণ দুঃখ-দুর্দশায়, বিপদে-আপদে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহায্য-সহযোগিতা করিয়াছেন। যেমন তাহারা রাসূল (সা)-এর সাথে চারাগাছের লতা-পাতার ন্যায়।

এই আয়াত দ্বারা ইমাম মালিক (র) প্রমাণ করিয়াছেন যে, রাফিয়ী অর্থাৎ যাহারা সাহাবায়ে কিরাম (রা)-দের সাথে বিদ্বেষ রাখে তাহারা কাফির। কেননা ইহারা সাহাবাদের ব্যাপারে বিদ্বেষভাব পোষণ করে আর যাহারা সাহাবাদের ব্যাপারে বিদ্বেষভাব পোষণ করে এই আয়াতের ভিত্তিতে তাহারা কাফির। একদল আলিমও এই ব্যাপারে তাহাদের সংগে একমত পোষণ করিয়াছেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা)-দের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাহাদের সমালোচনা হইতে বিরত থাকার ব্যাপারে অনেক হাদীস রহিয়াছে। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহর প্রশংসা ও তাহাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টিই তাহাদের জন্য যথেষ্ট। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا-

“যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে আল্লাহ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।”

অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাহাদিগের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তিনি তাহাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং অফুরন্ত পুরস্কার ও উত্তম জীবিকা দান করিবেন। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হক ও সত্য উহা কখনো লংঘিত কিংবা পরিবর্তিত হয় না। উপরন্তু যাহারা সাহাবায়ে কিরামের পদাংক অনুসরণ করিবে তাহাকেও অনুরূপ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হইবে।

ইমাম মুসলিম (র) তাহাদের সহীহ গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “তোমরা আমার সাহাবাদিগকে গালি দিও না। যে নস্তার হাতে আমার জীবন তাহাদের শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমাদের কেহ উল্হদ পাহাড় পরিমাণ সোনা আল্লাহর পথে ব্যয় করিলেও তাহাদের এক মুদ কিংবা তাহাদের অর্ধেক ব্যয় করিবার সমতুল্য সওয়াব পাইবে না।”

সূরা হুজুরাত

১৮ আয়াত, ২ রুকু', মাদানী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

(২) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا
تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

(৩) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

১. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও তাহাদের রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হইও না এবং আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২. হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজদিগের কণ্ঠস্বর উঁচু করিও না এবং নিজদিগের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাহাদের সহিত সেইরূপ

উচ্চস্বরে কথা বলিও না; কারণ ইহাতে তোমাদিগের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যাইবে তোমাদিগের অজ্ঞাতসারে।

৩. যাহারা আল্লাহর রাসূলের সম্মুখে নিজদিগের কণ্ঠস্বর নীচু করে আল্লাহ তাহাদিগের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করিয়াছেন। তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

তাফসীর : এই কয়টি আয়াতে আল্লাহ্‌পাক তাঁহার বান্দাদিগকে সম্মান ও মর্যাদার সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে আচরণ করিবার আদব শিক্ষা দিয়া বলেন : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أصْوَاتَكُمْ كَمَا يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ لِيَسْمَعُوا أَسْمَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ يَدْعُونَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الْبِلَادِ الَّتِي فِيهَا بَنُو إِسْرَائِيلَ وَكَانُوا غُلَامًا مَغْلُوبًا يَدْعُونَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الْبِلَادِ الَّتِي فِيهَا بَنُو إِسْرَائِيلَ وَكَانُوا غُلَامًا مَغْلُوبًا** অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! কোন ব্যাপারেই তোমরা রাসূলের সমক্ষে আগে বাড়িবার চেষ্টা করিও না। বরং সকল ক্ষেত্রেই তোমরা তাঁহার অনুগমন করিয়া চল।

এই শরয়ী আদবের ব্যাপকতায় হযরত মুআয (রা)-এর সেই হাদীসও অন্তর্ভুক্ত। যাহাতে আছে যে, গভর্নররূপে ইয়ামান প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া তুমি কোন আইনে শাসনকার্য পরিচালনা করিবে? বলিলেন, আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনের আইনে। জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি কোন সমস্যার সমাধান কুরআনে না পাও তাহলে? বলিলেন, তাহলে আল্লাহর রাসূল (সা)-এর সূত্র দ্বারা শাসন করিব। জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি তাহাতেও না পাও? বলিলেন, তাহা হইলে আমি নিজে ইজতিহাদ করিয়া সিদ্ধান্ত নিব। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার বৃকে হাত মারিয়া বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি তাহার রাসূলের দৃতকে এমন কথা বলিবার তাওফীক দিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার রাসূল (সা) একমত। ইমাম আহমদ আবু দাউদ, তিরমিযী এবং ইবন মাজাহ্ (র)-ও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

এইখানে দেখার বিষয় হইল যে, মুআয (রা) নিজের মত ও ইজতিহাদের কথা কুরআন ও সূন্নাহর পরে উল্লেখ করিয়াছেন। নিজের ইজতিহাদের কথাটা সর্বপ্রথম বলিলে তাহা অবশ্যই আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর সমক্ষে অগ্রণী হওয়া সাব্যস্ত হইত।

আলী ইবন আবু তালহা (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন **لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ الْخَلْقِ** এই আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা কুরআন ও সূন্নাহর পরিপন্থী কোন কথা বলিও না।

আওফী (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এই আয়াতে রাসূলের আগে কথা বলিতে নিষেধ করা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, রাসূলের জবানে আল্লাহর সিদ্ধান্ত শুনিবার আগে তোমরা ফতওয়া দিতে যাইও না। যাহ্বাক (র) বলেন, শরীয়াতের ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে ডিঙ্গাইয়া তোমরা সিদ্ধান্ত নিতে যাইও না। সুফিয়ান সওরী (র) বলেন, কোন আচরণে-উচ্চারণে তোমরা আল্লাহ্ ও

তাঁহার রাসূলের সমক্ষে অগ্রণী হইও না। হাসান বসরী (র) বলেন, তোমরা ইমামের আগে দু'আ করিও না।

وَاتَّقُوا اللَّهَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দেন তাতে তোমরা তাঁহাকে ভয় করিয়া চল।

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের সব কথা শুনে এবং যাহার যা নিয়ত তাহা তিনি জানেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أصْوَاتَكُمْ كَمَا يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ لِيَسْمَعُوا أَسْمَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ يَدْعُونَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الْبِلَادِ الَّتِي فِيهَا بَنُو إِسْرَائِيلَ وَكَانُوا غُلَامًا مَغْلُوبًا يَدْعُونَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الْبِلَادِ الَّتِي فِيهَا بَنُو إِسْرَائِيلَ وَكَانُوا غُلَامًا مَغْلُوبًا হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজদিগের কণ্ঠস্বর উঁচু করিও না।

ইহা দ্বিতীয় আদব যাহা আল্লাহ্ তাঁহার ঈমানদার বান্দাদেরকে শিক্ষা দিয়াছেন, যেন তাঁহারা নবীর সমক্ষে নিজেদের কণ্ঠস্বরকে নবীর কণ্ঠস্বরের উপর উঁচু না করে। বর্ণিত আছে, এই আয়াতটি হযরত আবু বকর ও উমর (রা)-এর সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) ইবন আবু মুলায়কা (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আবু মুলায়কা (র) বলেন, আবু বকর ও উমর এই দুই সেরা ব্যক্তি ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছিল। যেদিন বনী তামীমের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করিয়াছিল সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে তাহারা উচ্চস্বরে কথা বলিয়াছিলেন। ঘটনাটি এইরূপ যে, প্রতিনিধি দলটি আসিয়া উপস্থিত হইলে কোন এক ব্যাপারে তাঁহাদের একজন বনু মুশাজি এর প্রতিনিধি আকরা ইবন হাবিস-এর আর অপরজন অন্য এক পক্ষাবলম্বন করেন। তখন আবু বকর (রা) উমর (রা)-কে বলিলেন, তুমি আমার বিরোধিতা করিতে চাহিতেছ। উমর (রা) বলিলেন, না, আমার তাহা উদ্দেশ্য নহে। এই সূত্র ধরিয়া কথা বলিতে বলিতে তাঁহাদের আওয়াজ বড় হইয়া যায়। তখন আল্লাহ্ পাক **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أصْوَاتَكُمْ كَمَا يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ لِيَسْمَعُوا أَسْمَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ** আয়াতটি নাযিল করেন।

ইবন যুবায়র (রা) বলেন, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত কথা বলিবার সময় হযরত উমর (রা)-এর মুখে স্বর ফুটিত না। কোন কথা একবার বলিলে পুনরায় তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হইত।

ইমাম বুখারী (র).... আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) বলেন, বনী তামীমের একটি প্রতিনিধি দল একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করে। তাহাদের সহিত আলোচনার মধ্যে কোন এক প্রসংগে হযরত আবু বকর (রা) বলিলেন, আমি কা'কা ইবন আ'বাদ এর প্রস্তাব সমর্থন করি আর উমর (রা) বলিলেন, আমি সমর্থন করি আকরা ইবন হাবিস-এর প্রস্তাব। শুনিয়া আবু বকর (রা) বলিলেন, তুমি আমার বিরোধিতা করিতে চাহিতেছ। উমর (রা)

বলিলেন, না তোমার বিরোধিতা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এই বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে কিছুটা উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হইয়া যায় এবং তাঁহাদের কণ্ঠস্বর উঁচু হইয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

আবু বকর বায্যার (র)... আবু বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু বকর (রা) বলেন, **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتْرَفَعُوا الْخ** আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সহিত আমি ঠিক গোপন আলোচনাকারীর ন্যায়ই কথা বলিব। ইমাম বুখারী (র) আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন সাবিত ইবন কায়স (রা)-কে খোঁজ করেন। দেখিয়া এক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিতে পারি। এই বলিয়া সে খোঁজ করিয়া দেখিতে পাইল যে, তিনি নিজ গৃহে মাথা ঝুঁকাইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, ভাই আপনার খবর কি? তিনি বলিলেন, আমিই সেই অপদার্থ, যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্বরের উপর নিজের স্বরকে উঁচু করিত। আমার আমল সব বরবাদ হইয়া গিয়াছে।

জাহান্নাম ছাড়' আমার উপায় নাই শুনিয়া লোকটি ফিরিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল, সে এই এই বলিয়াছে। রাবী মূসা (র) বলেন, শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) মহা সুসংবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, তুমি আবার তাহার কাছে যাও এবং বল, তুমি জাহান্নামী নহ, তুমি জান্নাতী। এই সূত্রে ইমাম বুখারী একাই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, সাবিত ইবন কায়স ইবন শাম্মাস (রা) উচ্চস্বরে কথা বলায় অভ্যস্ত ছিলেন। **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتْرَفَعُوا الْخ** আয়াতটি নাযিল হইলে তিনি বলিলেন, আমিই সেই ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলিতাম। আমি জাহান্নামী। আমার সব আমল বরবাদ হইয়া গিয়াছে। এই বলিয়া তিনি স্বগৃহে চিন্তামনে বসিয়া রহিলেন। ইত্যাবসরে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে খোঁজ করিলে কতিপয় লোক তাহার কাছে যাইয়া বলিল, ভাই! রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে খুঁজিতেছেন। তুমি এইখানে এইভাবে বসিয়া রহিয়াছ কেন? বলিলেন, আমিই সেই ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কণ্ঠের উপর উচ্চ কণ্ঠে কথা বলিতাম। আমার সব আমল বরবাদ হইয়া গিয়াছে। আমি জাহান্নামী। শুনিয়া লোকেরা ফিরিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাহার বক্তব্য বিবৃত করিলে নবী করীম (সা) বলিলেন, না বরং সে জান্নাতী। আনাস (রা) বলেন, ইহার পর আমরা তাহাকে আমাদের সামনে হাঁটিতে দেখিতাম আর তাহাকে আমরা জান্নাতী লোক বলিয়া জানিতাম। অবশেষে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

ইমাম মুসলিম (র) আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتْرَفَعُوا الْخ** আয়াতটি নাযিল হইলে সাবিত (রা) বলিলেন, আমি জাহান্নামী এই বলিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে যাওয়া আসা বন্ধ করিয়া দেই। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) সা'দ ইবন মু'আয (রা)-কে বলিলেন আচ্ছা আবু 'আমর সাবিতকে দেখিতেছি না ব্যাপার কি? সা'দ (রা) বলিলেন, সে তো আমার প্রতিবেশী লোক। তাহার কোন সমস্যার কথা তো আমি শুনি নাই। এই বলিয়া সা'দ (রা) তাহার নিকট গিয়া তাহাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা শুনাইলেন। শুনিয়া সাবিত (রা) বলিলেন, এই আয়াতটি নাযিল হইল। আর তোমরা তো জান যে, আমি তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখে সবচেয়ে জোরে কথা বলি। আমি জাহান্নামী হইয়া গিয়াছি। সা'দ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই কাহিনী শুনাইলে তিনি বলিলেন, বরং সে জান্নাতী। ইবন কাসীর (র) বলেন, উপরোল্লিখিত হাদীসগুলোতে সাবিত ইবন কায়স (রা)-কে ডাকিয়া আনার জন্য সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ইহা ঠিক নয়। কেননা সা'দ ইবন মু'আয (রা) বনু কুরায়যা যুদ্ধের কিছুদিন পর মারা গিয়াছেন, যা ৫ম হিজরীর কথা। আর এই আয়াত বনু তামিম গোত্রের প্রতিনিধি দল যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আসেন তাদের সময়কার ঘটনা। আর প্রতিনিধি দল আগমনের সাধারণত সময় হইল ৯ম হিজরী। অতএব এই সময় সা'দ ইবন মু'আয (রা) জীবিত নাই।

ইবন জারীর (র) মুহাম্মদ ইবন সাবিত ইবন কায়স ইবন শাম্মাস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইবন সাবিত (র) বলেন, যখন **لَاتْرَفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ** আয়াতটি নাযিল হয়, সাবিত ইবন কায়স (রা) রাস্তায় বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করেন। বনু আজলানের আসিম ইবন আদী (রা) তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাই সাবিত! তুমি কাঁদিতেছ কেন? উত্তরে বলিল, ভয় হয় এই আয়াতটি আমার সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে কিনা! আমি তো উচ্চস্বরে কথা বলিয়া থাকি। বর্ণনাকারী বলেন, আসিম ইবন আদী (রা) এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জানাইলে তিনি বলিলেন যাও, তাহাকে লইয়া আস। আসিম তাহাকে লইয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন সাবিত! তুমি কাঁদিতেছ কেন? সাবিত বলিল, আমার আশংকা হয় যে, **لَاتْرَفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ** আয়াতটি আমার সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নহ যে, সুনামের সহিত জীবন যাপন করিবে, শাহাদতের মৃত্যু লাভ করিবে এবং অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করিবেই। আসিম বলিলেন, আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর সুসংবাদে সন্তুষ্ট আছি। আর ভবিষ্যত জীবনে কখনো আল্লাহর রাসূল (সা)-এর কণ্ঠস্বরের উপর আমার কণ্ঠস্বরকে উঁচু করিব না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা **إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ**

বলিলেন, না তোমার বিরোধিতা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এই বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে কিছুটা উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হইয়া যায় এবং তাঁহাদের কণ্ঠস্বর উঁচু হইয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

আবু বকর বায্‌যার (র)... আবু বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু বকর (রা) বলেন, **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتْرَفَعُوا الْخ** আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সহিত আমি ঠিক গোপন আলোচনাকারীর ন্যায়ই কথা বলিব। ইমাম বুখারী (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন সাবিত ইব্ন কায়স (রা)-কে খোঁজ করেন। দেখিয়া এক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিতে পারি। এই বলিয়া সে খোঁজ করিয়া দেখিতে পাইল যে, তিনি নিজ গৃহে মাথা ঝুঁকাইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, ভাই আপনার খবর কি? তিনি বলিলেন, আমিই সেই অপদার্থ, যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্বরের উপর নিজের স্বরকে উঁচু করিত। আমার আমল সব বরবাদ হইয়া গিয়াছে।

জাহান্নাম ছাড় আমার উপায় নাই শুনিয়া লোকটি ফিরিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল, সে এই এই বলিয়াছে। রাবী মূসা (র) বলেন, শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) মহা সুনংবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, তুমি আবার তাহার কাছে যাও এবং বল, তুমি জাহান্নামী নহ, তুমি জান্নাতী। এই সূত্রে ইমাম বুখারী একাই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, সাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস (রা) উচ্চস্বরে কথা বলায় অভ্যস্ত ছিলেন। **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتْرَفَعُوا الْخ** আয়াতটি নাযিল হইলে তিনি বলিলেন, আমিই সেই ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলিতাম। আমি জাহান্নামী। আমার সব আমল বরবাদ হইয়া গিয়াছে। এই বলিয়া তিনি স্বগৃহে চিন্তামনে বসিয়া রহিলেন। ইত্যাবসরে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে খোঁজ করিলে কতিপয় লোক তাহার কাছে যাইয়া বলিল, ভাই! রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে খুঁজিতেছেন। তুমি এইখানে এইভাবে বসিয়া রহিয়াছ কেন? বলিলেন, আমিই সেই ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কণ্ঠের উপর উচ্চ কণ্ঠে কথা বলিতাম। আমার সব আমল বরবাদ হইয়া গিয়াছে। আমি জাহান্নামী। শুনিয়া লোকেরা ফিরিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাহার বক্তব্য বিবৃত করিলে নবী করীম (সা) বলিলেন, না বরং সে জান্নাতী। আনাস (রা) বলেন, ইহার পর আমরা তাহাকে আমাদের সামনে হাঁটিতে দেখিতাম আর তাহাকে আমরা জান্নাতী লোক বলিয়া জানিতাম। অবশেষে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

ইমাম মুসলিম (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتْرَفَعُوا الْخ** আয়াতটি নাযিল হইলে সাবিত (রা) বলিলেন, আমি জাহান্নামী এই বলিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে যাওয়া আসা বন্ধ করিয়া দেই। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-কে বলিলেন আচ্ছা আবু 'আমর সাবিতকে দেখিতেছি না ব্যাপার কি? সা'দ (রা) বলিলেন, সে তো আমার প্রতিবেশী লোক। তাহার কোন সমস্যার কথা তো আমি শুনি নাই। এই বলিয়া সা'দ (রা) তাহার নিকট গিয়া তাহাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা শুনাইলেন। শুনিয়া সাবিত (রা) বলিলেন, এই আয়াতটি নাযিল হইল। আর তোমরা তো জান যে, আমি তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখে সবচেয়ে জোরে কথা বলি। আমি জাহান্নামী হইয়া গিয়াছি। সা'দ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই কাহিনী শুনাইলে তিনি বলিলেন, বরং সে জান্নাতী। ইব্ন কাছীর (র) বলেন, উপরোল্লিখিত হাদীসগুলোতে সাবিত ইব্ন কায়স (রা)-কে ডাকিয়া আনার জন্য সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ইহা ঠিক নয়। কেননা সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) বনু কুরায়যা যুদ্ধের কিছুদিন পর মারা গিয়াছেন, যা ৫ম হিজরীর কথা। আর এই আয়াত বনু তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দল যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আসেন তাদের সময়কার ঘটনা। আর প্রতিনিধি দল আগমনের সাধারণত সময় হইল ৯ম হিজরী। অতএব এই সময় সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) জীবিত নাই।

ইব্ন জারীর (র) মুহাম্মদ ইব্ন সাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন সাবিত (র) বলেন, যখন **لَاتْرَفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ** আয়াতটি নাযিল হয়, সাবিত ইব্ন কায়স (রা) রাস্তায় বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করেন। বনু আজলানের আসিম ইব্ন আদী (রা) তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাই সাবিত! তুমি কাঁদিতেছ কেন? উত্তরে বলিল, ভয় হয় এই আয়াতটি আমার সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে কিনা! আমি তো উচ্চস্বরে কথা বলিয়া থাকি। বর্ণনাকারী বলেন, আসিম ইব্ন আদী (রা) এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জানাইলে তিনি বলিলেন যাও, তাহাকে লইয়া আস। আসিম তাহাকে লইয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন সাবিত! তুমি কাঁদিতেছ কেন? সাবিত বলিল, আমার আশংকা হয় যে, **لَاتْرَفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ** আয়াতটি আমার সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নহ যে, সুনামের সহিত জীবন যাপন করিবে, শাহাদতের মৃত্যু লাভ করিবে এবং অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করিবেই। আসিম বলিলেন, আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর সুসংবাদে সন্তুষ্ট আছি। আর ভবিষ্যত জীবনে কখনো আল্লাহর রাসূল (সা)-এর কণ্ঠস্বরের উপর আমার কণ্ঠস্বরকে উঁচু করিব না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা **إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ**

أَصْوَاتُهُمْ আয়াতটি নাযিল করেন। উল্লেখ্য, বহু সংখ্যক তাবেয়ী এ কাহিনীটি এইভাবে বিবৃত করিয়াছেন। যাহোক আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমক্ষে উচ্চস্বরে কথা বলিতে আলাহ তা'আলা নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণিত আছে যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) একদিন মসজিদে নববীতে দু'জন লোককে উচ্চস্বরে কথা বলিতে শুনিয়া আসিয়া বলিলেন, জানো, এখন তোমরা কোথায় আছ? অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের বাড়ি কোথায়? বলিল, আমরা তায়েফের লোক। উমর (রা) বলিলেন, তায়েফের না হইয়া যদি তোমরা মদীনার লোক হইতে, তাহা হইলে আমি তোমাদেরকে বেত্রাঘাত করিতাম।

আলিমগণ বলেন, মহানবী (সা)-এর কবরের কাছেও উচ্চস্বরে কথা বলা মাকরুহ যেমন মাকরুহ ছিল তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার সম্মুখে। কারণ তিনি জীবদ্দশায় ও কবরে উভয় অবস্থাতেই তিনি চিরকালের জন্য সম্মানিত।

অতঃপর আলাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত উচ্চস্বরে কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন, যেমন আমরা প্রতিপক্ষের সহিত উচ্চস্বরে কথা বলিয়া থাকি। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে শান্তভাবে গাভীর্য ও সম্মানের সহিত কথা বলাই আলাহ তা'আলার আদেশ। তিনি বলেন لَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ আদেশ। তিনি বলেন অপরের সহিত যেমন উচ্চস্বরে কথা বল, রাসূলের সহিত তেমন উচ্চস্বরে কথা বলিও না। অন্য আয়াতে আলাহ তা'আলা বলেন :

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ كِدْعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا অর্থাৎ তোমরা একে অপরকে যেভাবে ডাক রাসূলকে তেমনভাবে ডাকিও না।

أَنْ تَحْبِطَ أَعْمَالِكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উচ্চস্বরে কথা বলিতে আমি তোমাদিগকে এই আশংকায় নিষেধ করিয়া দিয়াছি যে, পাছে তিনি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন আর এই কারণে তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের আমল বরবাদ হইয়া যায়। যেমন সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, মানুষ অনেক সময় আলাহর সন্তোষজনক এমন কথা বলে, যাহার কোন গুরুত্ব তাহার কাছে থাকে না। কিন্তু উহার বিনিময়ে তাহাকে জান্নাত লিখিয়া দেওয়া হয়। আবার আলাহর অসন্তোষজনক এমন কথা বলে, যাহাকে সে কিছুই মনে করে না। অথচ পরিণামে তাহাকে জাহান্নামের তালিকাভুক্ত করা হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখে নীচু স্বরে কথা বলার ফযীলত ও উৎসাহ প্রদান করিয়া বলেন :

أَنْ الَّذِينَ يَغْضُونَ أَسْوَاتَهُمْ الْخِ অর্থাৎ যাহারা রসূলের সম্মুখে তাহাদের কণ্ঠস্বরকে নীচু করে আলাহ তাহাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করিয়াছেন। অর্থাৎ আলাহ তাহাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্যই খাঁটি করিয়া লইয়াছেন এবং উহাকে তাকওয়ার যোগ্য পাত্র বানাইয়াছেন।

“لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ” তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

ইমাম আহমদ (র)... মুজাহিদ (র) হইতে কিতাবু যুহদে বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, হযরত উমর (রা)-এর কাছে এই মর্মে একখানা পত্র আসে যে, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি তাহার মনে পাপের স্পৃহা জাগে না এবং পাপ করে না সে উত্তম, নাকি সেই ব্যক্তি উত্তম, যার মন পাপ করিতে চাওয়া সত্ত্বেও সে পাপ পরিত্যাগ করে? উত্তরে উমর (রা) লিখিলেন, যাহাদের মনে পাপের স্পৃহা জাগে কিন্তু করে না أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ الْخِ তাহাদের অন্তরকেই আলাহ তা'আলা তাকওয়ায় পরিশোধিত করিয়াছেন। তাহাদের জন্যই আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

(٤) إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

(٥) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ۝

৪. যাহারা ঘরের পিছন হইতে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে তাহাদিগের অধিকাংশই নির্বোধ।

৫. তুমি বাহির হইয়া উহাদিগের নিকট আসা পর্যন্ত যদি উহারা ধৈর্যধারণ করিত, তাহাই তাহাদিগের জন্য উত্তম হইত। আলাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর : এইখানে আলাহ তা'আলা সেই সব লোকদের তিরস্কার করিয়াছেন যাহারা মুহাম্মদ (সা)-কে কক্ষ তথা তাঁহার স্ত্রীদের বসবাসের ঘরের পিছন হইতে উচ্চস্বরে ডাকে। নির্বোধ বেদুঈনরাই এইরূপ করিত। আলাহ বলেন, ইহাদের অধিকাংশই নির্বোধ। অতঃপর তিনি ইহার আদব শিক্ষা দিয়া বলেন : وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا ۝ অর্থাৎ এইভাবে উচ্চস্বরে না ডাকিয়া যদি তাহারা আপনার বাহির হইয়া উহাদিগের নিকট আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করিত, তাহাই তাহাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর হইত। অতঃপর উহাদিগকে তাওবা ও ইনাবাতের আহ্বান জানাইয়া আলাহ তা'আলা বলেন : وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ অর্থাৎ আলাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতটি আকরা ইবন হাবিস তামীমী (রা) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছিল। একাধিক বর্ণনা দ্বারা ইহা প্রমাণিত। যেমন ইমাম আহমদ (র) আকরা ইবন হাবিস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আকরা ইবন হাবিস (রা) বলেন যে, তিনি একদিন ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া মুহাম্মদ! বলিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ডাক দেন। অন্য

বর্ণনায় আছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বলিয়া ডাক দেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তর দান হইতে বিরত থাকেন। ফলে সে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার প্রশংসা অতিসুন্দর আর আমার তিরস্কার অতি জঘন্য। তিনি বলেন, ইবন জারীর (র)... বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত বারা (রা) انَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া মুহাম্মদ! বলিয়া ডাক দিয়া বলিল, আমার প্রশংসা অতি সুন্দর ও আমার তিরস্কার অতি জঘন্য। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'ইহাতে আল্লাহর কাজ।' হাসান বসরী ও কাতাদা (র) এই হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আবু হাতিম (র) ... যায়দ ইবন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। যায়দ ইবন আরকাম (রা) বলেন, আরবের কিছু লোক একত্র হইয়া একদিন বলিল, চল, আমরা এই লোকটির কাছে যাই। যদি সত্যিই সে নবী হইয়া থাকে তো ভাল কথা। আমাদেরও সৌভাগ্য। আর যদি সে ফেরেশতা হয় তাহা হইলে আমরা তাহার ছত্রছায়ায় শান্তির জীবন লাভ করব। যায়দ ইবন আরকাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গিয়া আমি তাহাকে এই সংবাদ জানাই। কিছুক্ষণ পরেই লোকগুলি নবী করীম (সা)-এর হজরার কাছে আসিয়া ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া মুহাম্মদ! বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়া দেয়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা انَّ الَّذِيْنَ يَغْضُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ الخ আয়াতটি নাযিল করেন। বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) আমার কান টানিয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, যায়দ! আল্লাহ তো তোমার কথা সত্য প্রমাণিত করিয়াছেন। যায়দ! আল্লাহ তো তোমার কথা সত্য প্রমাণিত করিয়াছেন।

(٦) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ○

(٧) وَاعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِلِيمَاتٍ وَرَبِّنَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ○

(٨) فَضَلَّا مَنَ اللَّهُ وَ نِعْمَةً وَأَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ○

৬. হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদিগের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যাহাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর, এবং পরে তোমাদিগের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।

৭. তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমাদিগের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রহিয়াছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদিগের কথা শুনিলে তোমরাই কষ্ট পাইতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদিগের নিকট ঈমানকে প্রিয় করিয়াছেন এবং উহাকে তোমাদিগের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন; কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করিয়াছেন তোমাদিগের নিকট অপ্রিয়। উহারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।

৮. ইহা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর : এইখানে আল্লাহ তা'আলা সতর্কতা অবলম্বনের জন্য পাপাচার তথা ফাসিকের বার্তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া সত্যতা যাচাই করিয়া নেওয়ার জন্য আদেশ দিয়াছেন। কারণ ফাসিক ব্যক্তি মিথ্যা কিংবা ভুল তথ্য পরিবেশন করিতে পারে। এমতাবস্থায় তাহার কথার উপর ভিত্তি করিয়া বিচার করিলে বিচারকের সিদ্ধান্ত অবাস্তব হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এই প্রকৃতির লোকেরা সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিতে তৎপর থাকে। আর আল্লাহ পাক বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী লোকের পথ অনুসরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

এই আয়াতের উপর ভিত্তি করিয়া একদল আলিম অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণ না করার মত পেশ করিয়াছেন। কারণ এমন ব্যক্তি ফাসিকও হইতে পারে। আরেক দল আলিম গ্রহণ করেন। তাহাদের বক্তব্য হইল, আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে ফাসিকের বার্তা যাচাই করিতে আদেশ করিয়াছেন। আর অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ফাসিক হওয়া প্রমাণিত নয়। বুখারীর ব্যাখ্যায় ইলম অধ্যায়ে আমি এ মাসআলাটি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

বহুসংখ্যক মুফাসসিরের অভিমত হইল এ আয়াতটি অলীদ ইবন উকবা ইবন আবু মু'আইত সম্পর্কে নাযিল হয়, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বনু মুত্তালিকের যাকাত উসুল কারা জন্য প্রেরণ করেন। একাধিক সূত্রে এই ঘটনাটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) হারিস ইবন আবু যিরার খুযায়ী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হারিস ইবন যিরার (রা) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে যাই। তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। ইসলাম গ্রহণ করিয়া আমি মুসলমান হইয়া যাই। আমাকে যাকাতের কথা বলেন। তাহাও আমি মানিয়া লইলাম এবং বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে বিদায় দিন। নিজ সম্প্রদায়ের নিকট গিয়া তাহাদিগকে আমি ইসলামের প্রতি আহ্বান করিব এবং যাকাত আদায় করিতে বলিব। যে আমার

আহবানে সাড়া দিবে আমি তাহার নিকট হইতে যাকাত উসূল করিয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিব। আপনি অমুক সময় আমার কাছে একজন দূত পাঠাইয়া দিবেন, সে আদায়কৃত যাকাত আপনাকে আনিয়া দিবে। হারিস তাহাই করিলেন এবং যথারীতি যাকাত উসূল করিয়া নিজের কাছে জমা করিয়া রাখিয়া দিলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দূত না পৌঁছায় সে মনে মনে ভাবিল যে, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল বোধ হয় আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, এই জন্যই দূত পাঠাইতে বিরত রহিয়াছেন। এই ভাবিয়া তিনি সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের ডাকিয়া বলিলেন, আমার নিকট হইতে যাকাতের পণ্য নিয়া যাইবার জন্য রাসূল (সা) অমুক সময় একজন দূত পাঠাইবেন বলিয়া আমাকে কথা দিয়াছিলেন। রাসূল (সা) তো ওয়াদা ভঙ্গ করিতে পারেন না। বোধ করি তিনি আমার প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন। অতএব চল, আমরা রাসূল (সা)-এর নিকট যাই।

অপরদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওয়াদামত যথাসময়ে ওলীদ ইবন উকবাকে হারিসের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রওয়ানা হইয়া কতটুকু আসিয়া অলীদ ভয়ে ফিরিয়া গিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! হারিস আমাকে যাকাতের মাল তো দেয়ই নাই বরং উল্টো আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাগিয়া যান এবং হারিসের উদ্দেশ্যে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। পশ্চিমধ্যে তাহাদিগের সহিত হারিসের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হইয়া যায়। দেখিয়া তাহারা বলিল, এই তো হারিস! বলিয়া তাহাকে তাহারা ঘিরিয়া ফেলে। হারিস জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কার কাছে প্রেরিত হইয়াছ? তাহারা বলিল, তোমার কাছে। জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? বলিল, আল্লাহর রাসূল তোমার নিকট ওয়ালীদকে পাঠাইয়াছিলেন। তুমি নাকি তাহাকে যাকাত দিতে অস্বীকার করিয়াছ এবং তাহাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছ? শুনিয়া স্তম্ভিত কণ্ঠে হারিস বলিলেন, 'শপথ সেই সত্তার! যিনি মুহাম্মদ (সা)-কে নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি কোন দিন তাহাকে দেখিও নাই আর সে আমার নিকট আসেও নাই।' অবশেষে হারিস আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যাকাত দিতে অস্বীকার করিয়াছ এবং আমার দূতকে হত্যা করিতে চাহিয়াছ, কথাটা কি ঠিক? হারিস বলিলেন, না, যিনি আপনাকে সত্য করিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার শপথ! আমি তাহাকে দেখিও নাই, সে আমার কাছে আসেও নাই। আমি তো আপনার দূতকে দেখিতে না পাইয়া আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন মনে করিয়া আবার আসিলাম। তখন **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ جَأْكُمْ** আয়াতটি নাখিল হয়।

ইবন আবু হাতিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আর তাবরানীও বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি হারিস ইবন গিরার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আসলে নামটা হইল হারিস ইবন যিরার (রা)।

ইবন জারীর (র) উম্মে সালামাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উম্মে সালামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনু মুস্তালিকের ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে বনু মুস্তালিকের যাকাত আনিবার জন্য প্রেরণ করেন। এদিকে সংবাদ পাইয়া বনু মুস্তালিকের লোকেরা রাসূলের দূতের সম্মানে তাহার প্রতি অগ্রসর হয়। সুযোগ পাইয়া শয়তান তাহার মনে এই ধারণা সৃষ্টি করিয়া দেয় যে, তাহারা তোমাকে হত্যা করিতে আসিতেছে। ফলে ভয়ে সে ফিরিয়া গিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানাইল যে, বনু মুস্তালিক আমাকে যাকাত দিতে অস্বীকার করিয়াছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এদিকে বনু মুস্তালিক তাঁহার ফিরিয়া যাওয়ার সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সবেমাত্র জোহর নামায আদায় করিয়াছেন। তাহারা বলিল, আমরা আল্লাহর কাছে তাঁহার ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর ক্ষোভ হইতে পানাহ চাই। আপনি যাকাত উসূল করার জন্য লোক পাঠাইয়াছেন শুনিয়া আমরা অত্যন্ত খুশী হইয়াছিলাম। কিন্তু মধ্যপথ হইতে তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া আমাদের মনে ভয় জন্মিল যে, কি জানি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন কিনা! অতঃপর তাহারা আরো কথাবার্তা বলিতে থাকে এক সময় হযরত বিলাল (রা) আসিয়া আসরের আযান দেয়। উম্মে সালামাহ (রা) বলেন, তখন **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ جَأْكُمْ** আয়াতটি নাখিল হয়।

ইবন জারীর (র) আওফীর সূত্রে ইবন আব্বাস (রা) হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওলীদ ইবন উকবাহ ইবন আবু মু'আইতকে যাকাত উসূল করার জন্য বনু মুস্তালিকের নিকট প্রেরণ করেন। এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া তাহারা খুশী হয় এবং তাহাকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য আগাইয়া আসে। কিন্তু ওলীদ তাহাদের বাহির হওয়ার খবর পাইয়া ফিরিয়া গিয়া বলিল, 'হে আল্লাহর রাসূল! বনু মুস্তালিক আমাকে যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত রাগিয়া যান এবং তাহাদেরকে শায়েস্তা করিবার জন্য অভিযান চালানোর মনস্ত করেন। ইত্যবসরে একটি প্রতিনিধি দল আসিয়া বলিল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জানিতে পাইলাম যে, আপনার দূত নাকি মধ্য পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। আমরা তো আশংকা করিয়াছিলাম যে, আপনি বুঝি আমাদের প্রতি রাগ করিয়া পত্র দ্বারা তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। আমরা আল্লাহর কাছে তাঁহার ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর অসন্তোষ হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করি।' তখন আল্লাহ তা'আলা **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ جَأْكُمْ** আয়াতটি নাখিল করেন।

মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওলীদ ইবন উকবাকে যাকাত আনিবার জন্য বনু মুস্তালিকের নিকট প্রেরণ করেন। সংবাদ পাইয়া তাহারা যাকাতের পণ্য লইয়া তাঁহার দিকে আগাইয়া আসে। কিন্তু সে মধ্যপথ হইতে ফিরিয়া গিয়া সংবাদ

দেয় যে, বনু মুস্তালিক আপনার সহিত লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছে। কাতাদা (র) আরেকটু বাড়াইয়া বলেন, এবং তাহারা ইসলাম ত্যাগ করিয়া মুরতাদ হইয়া গিয়াছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) খালিদ ইবন ওলীদ (রা)-কে প্রেরণ করেন এবং বলিয়া দেন যে, সেখানে গিয়া আক্রমণ করার ব্যাপারে সংযম অবলম্বন করিও, তাড়াহুড়া করিও না।

খালিদ ইবন ওলীদ রাত্রি কালে আসিয়া তথায় পৌঁছেন এবং পরিস্থিতি বুঝার জন্য গুপ্তচর প্রেরণ করেন। ফিরিয়া আসিয়া তাহারা খালিদ (রা)-কে সংবাদ দিল যে, তাহারা ইসলামের উপর অটল আছে এবং আমরা তাহাদের আযান শুনিতে পাইয়াছি এবং নামায পড়িতে দেখিয়াছি। অতঃপর ভোর হইলে খালিদ (রা) নিজে তাহাদের অবস্থা দেখিয়া অবাধ হইয়া যান এবং ফিরিয়া গিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ঘটনাটি বিবৃত করেন। কাতাদা (র) বলেন, ইহার পর রাসূল (সা) প্রায়ই বলিতেন, সংযম অবলম্বন আল্লাহর পক্ষ হইতে আর তাড়াহুড়ার প্রবণতা শয়তানের পক্ষ হইতে। পূর্বসূরী অনেকেই যেমন ইবন আবু লাইলা যায়ীদ ইবন রুমান, যাহ্বাক, মুকাতিল ইবন হাইয়ান প্রমুখ বলেন যে, এ আয়াতটি ওলীদ ইবন উকবা সম্পর্কে নাখিল হইয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

وَأَعْلَمُوا أَنْ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ অর্থাৎ তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমাদের মাঝে আল্লাহর রাসূল রহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে তোমরা সম্মান ও শ্রদ্ধা করিয়া চল! তাঁহার সাহচর্যে থাকিয়া শিষ্টাচার ও সভ্যতা শিক্ষা কর এবং তাঁহার আদেশ মান্য কর। কারণ তোমাদের স্বার্থ সম্পর্কে তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী জ্ঞান রাখেন। তোমাদের প্রতি তোমাদের নিজেদের চেয়ে তাঁহার স্নেহ বেশী এবং তোমাদের ব্যাপারে তাঁহার সিদ্ধান্ত তোমাদের সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশী সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ ঈমানদারদের তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা নবী বেশী আপনজন। অতঃপর আল্লাহ বলেন, স্বার্থ সংরক্ষণে নিজেদের ব্যাপারে ঈমানদারদের নিজেদের মতামত ও সিদ্ধান্ত কেবলই অসম্পূর্ণ, অকিঞ্চিৎকর। তাই আল্লাহ বলেন :

لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ অর্থাৎ সর্ববিষয়ে রাসূল যদি তোমাদের কথামত চলেন অর্থাৎ তিনি যদি তোমাদের সকল মতামত গ্রহণ করেন, তবে উহাতে অবশ্যই তোমরা কষ্টে পড়িতে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَا بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ-

অর্থাৎ আল্লাহ যদি উহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিতেন, তাহলে মহাকাশ, পৃথিবী ও তনুধ্যস্ত সবকিছু লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইত। আমি উহাদিগকে উপদেশ দিয়াছি। কিন্তু তাহারা উপদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبَ الْخ অর্থাৎ আল্লাহ ঈমানকে তোমাদের প্রিয় করিয়াছেন এবং উহাকে তোমাদিগের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন। অর্থাৎ ঈমানকে তোমাদের নফসের নিকট প্রিয় এবং হৃদয়ের নিকট শোভনীয় করিয়া দিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন, ইসলামের প্রকাশ বাহিরে আর ঈমানের অবস্থান অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর হাত দ্বারা নিজের বুকের প্রতি তিনবার ইংগিত করিয়া বলিলেন, 'তাকওয়া এইখানে, তাকওয়া এইখানে।'

وَكُرَهُ الْيَكْمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعَصْيَانَ অর্থাৎ আর তিনি পাপাচার ও অবাধ্যতাকে অপ্রিয় ও ঘৃণিত করিয়াছেন। আয়াতের ফুসূক দ্বারা উদ্দেশ্য সর্বপ্রকার কবীরা ওনাহ আর ইসয়ান দ্বারা উদ্দেশ্য হইল যাবতীয় অবাধ্যতা। বলাবাহুল্য যে, ঈমানকে প্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া নিয়ামতের পূর্ণতা সাধনের জন্য আল্লাহ অন্যায় পাপাচারকেও অপ্রিয় করিয়া দিয়াছেন।

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ অর্থাৎ এইগুণে গুণান্বিত লোকেরাই সংপথের পথিক। আল্লাহ ইহাদিগকে হিদায়াত ও দিশা দান করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র).... আবু রিফাআর পিতা হইতে বর্ণনা করেন। আবু রিফাআর পিতা বলেন, উহদের দিন পরাজিত মুশরিকরা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তোমরা সারিবদ্ধ হও, আমি আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করিব। সংগে সংগে সাহাবাগণ তাঁহার পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন :

اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن اضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما اعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت - اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك - اللهم انى اسئلك النعيم المقيم الذى لا يحول ولا يزول - اللهم اسئلك النعيم يوم العيلة والامن يوم الخوف -

اللهم انى عائد بك من شرما اعطينا ومن شرما منعتنا - اللهم حبيب الينا الايمان وزينته فى قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين - اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير

غزايًا ولا مفتونين- اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك- اللهم قاتل الكفرة الذين اوتوا الكتاب اله الحق

অর্থাৎ হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। হে আল্লাহ! তুমি যাহা সম্প্রসারিত কর তাহা সংকুচিত করিবার, তুমি যাহা সংকুচিত কর তাহা সম্প্রসারিত করিবার, যাহাকে বিভ্রান্ত কর তাহাকে হিদায়াত দেওয়ার, যাহাকে হিদায়াত দাও তাহাকে বিভ্রান্ত করিবার, যাহা ঠেকাইয়া রাখ তাহা দান করিবার, যাহা দান কর তাহা ঠেকাইয়া রাখিবার, যাহা দূরে সরাইয়া দাও তাহা কাছে আনিবার, যাহা কাছে আন তাহা দূরে সরাইয়া দিবার কেই নাই। হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি তোমার বরকত, রহমত, অনুগ্রহ ও জীবিকা সম্প্রসারিত কর। হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি অনন্ত নিয়ামতরাজি প্রার্থনা করি, যাহা কখনো শেষ হইবার নহে। হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি অভাবের দিন নিয়ামত আর ভয়ের দিনে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমাদের তুমি যাহা দান করিয়াছ এবং যাহা দান করা হইতে বিরত রহিয়াছ উভয়ে অমঙ্গল হইলে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী বানাও এবং কুফর, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে বানাও অপ্রিয় ও ঘৃণিত আর আমাদেরকে সৎপথের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুসলমানরূপে মৃত্যু দান করিও, মুসলমানরূপে বাঁচাইয়া রাখিও এবং সসম্মানে নিরাপদে সংলোকদের অন্তর্ভুক্ত কর। আল্লাহ! ধ্বংস কর সেসব কাফিরদের যাহারা রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তোমার পথে বাধা সৃষ্টি করে আর তাহাদের উপর তোমার আযাব ও গজব চাপাইয়া দাও। হে আল্লাহ! ধ্বংস কর সেসব কাফিরদের যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে।

এই হাদীসটি নাসায়ী (র) 'ফিল ইয়াওম ওয়া লায়লা' নামক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আর এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যাহার সংকাজ ভালো লাগে এবং অসৎ কাজ খারাপ লাগে সে ঈমানদার। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন :

أرثاءً এই যে আল্লাহ তোমাদের যাহা দান করিয়াছেন তাহা তোমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ ও নিয়ামত বৈ নয়।

أرثاءً কে হিদায়াতের যোগ্য আর কে গোমরাহ হওয়ার উপযুক্ত সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত এবং কথায় কাজে বিধান দানে সর্ববিষয়ে তিনি প্রজ্ঞাময়।

(৯) وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ

بَعَثْتَ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ○

(১০) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

৯. মু'মিনদিগের দুই দল দ্বন্দ্ব লিপ্ত হইলে তোমরা তাহাদিগের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবে; অতঃপর তাহাদিগের একদল অপর দলকে আক্রমণ করিলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসে— যদি তাহারা ফিরিয়া আসে তাহাদিগের মধ্যে ন্যায়ের সহিত ফয়সালা করিবে এবং সুবিচার করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদিগকে ভালোবাসেন।

১০. মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর যাহাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।

তাফসীর : পরস্পর দ্বন্দ্বরত দুই দলের মাঝে মীমাংসা করিয়া দেওয়ার আদেশ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا : অর্থাৎ মু'মিনদের দুইদল দ্বন্দ্ব লিপ্ত হইলে তোমরা তাহাদের মাঝে মীমাংসা করিয়া দিও। বলা বাহুল্য যে, দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ঈমানদার আখ্যা দিয়াছেন। তাই এই আয়াতের উপর ভিত্তি করিয়া ইমাম বুখারী (র) প্রমুখ মত পেশ করিয়াছেন যে, যত বড় পাপই করুক, তাহাতে মানুষ বে-ঈমান হইয়া যায় না। পক্ষান্তরে খারিজী ও মুতাজেলীদের একাংশের মতে কবীরা গুনাহ করিলে ঈমান থাকে না।

সহীহ বুখারীতে হাসান ইবন আবু বাকারাহ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন ভাষণ দান করেন। হাসান ইবন আলী (রা) তখন তাঁহার সংগে ছিলেন। তিনি একবার তাঁহার প্রতি আর একবার সমবেত লোকদের প্রতি

তাকাইতে থাকেন। অতঃপর বলিলেন, আমার এই সন্তান একদিন সর্দার হইবে। আর আল্লাহ্ ইহার মাধ্যমে মুসলমানদের বড় দুইটি দলের মাঝে মীমাংসা করিয়া দিবেন। অবশেষে ঠিক তাহাই হইল। দীর্ঘ ও ভয়াবহ লড়াইয়ের পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহা মাধ্যমে শাম (সিরিয়া) ও ইরাকবাসীদের মাঝে মীমাংসা করিয়া দেন।

بَغْتِ اِحْدَاهُمَا الخ অর্থাৎ মীমাংসা করিয়া দেওয়ার পরও যদি এক দল অপর দলের উপর আক্রমণ করিয়া বসে, তাহা হইলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহ্ ও তাহা'র রাসূলের নিরাপত্তায় ফিরিয়া আসে এবং সত্যকে মানিয়া লয়।

যেমন সহীহ হাদীসে আছে যে, হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, জালিম হউক কিংবা মজলুম, তুমি তোমার ভাইয়ের সাহায্য কর। গুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মজলুমকে সাহায্য করার অর্থ আমরা বুঝিলাম কিছু জালিমকে সাহায্য করিব কি করিয়া? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, 'জুলুম হইতে বিরত রাখাই জালিমকে তোমার সাহায্য করা।'

ইমাম আহমদ (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাইর নিকট যান। তিনি যান গাধায় চড়িয়া আর সংগের মুসলমানরা পায়ে হাঁটিয়া। জমি ছিল লবনাক্ত। গন্তব্যস্থলে গিয়া পৌঁছিলে আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই বলিল, তুমি আমার নিকট হইতে সরিয়া যাও। তোমার গাধার দুর্গন্ধ আমার সহ্য হইতেছে না। গুনিয়া এক আনসারী সাহাবী বলিলেন, আল্লাহ্ রাসূলের গাধার গন্ধ তোমার গন্ধ হইতে অনেক সুস্বাণ। এ কথা গুনিয়া আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাইর দলের কিছু লোক চটিয়া যায়। দেখিতে না দেখিতে দুই দলের মধ্যে রীতিমত লাঠালাঠি-হাতাহাতি ও জুতা বিনিময় শুরু হইয়া যায়। আনাস (রা) বলেন, আমরা জানিতে পারিলাম যে, ইহাদের সম্পর্কেই الخ وَأَنَّ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ আয়াতটি নাখিল হয়।

মু'তামির ইব্ন সুলায়মান ও আবু মুতামির সূত্রে ইমাম বুখারী (র) সন্ধি অধ্যায়ে এবং ইমাম মুসলিম যুদ্ধ অধ্যায়ে হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন।

সাদ্দ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, আউস ও খাররাজ এ দুই গোত্রের মাঝে একবার লাঠালাঠি ও জুতা বিনিময় হইয়াছিল। সে প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাখিল করিয়া তাহাদের মাঝে মীমাংসা করিয়া দেওয়ার নির্দেশ দেন।

সুদ্দী (র) বলেন, ইমরান নামক এক আনসারীর উম্মে যায়েদ নামক এক স্ত্রী ছিল। একদা স্ত্রী তাহার পিত্রালয়ে যাইতে চাইলে তাহার স্বামী তাহাকে নিজ ঘরের ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এদিকে মহিলা বাপের নিকট সংবাদ পৌঁছাইয়া দিলে তাহারা আসিয়া তাহাকে বাহির করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হয়। স্বামী তখন

ছিল বাড়ির বাহিরে। ফলে স্বামী পক্ষের লোকেরা আসিয়া বাধা প্রদান করিলে দু'দলের মধ্যে সংঘাত বাধিয়া যায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাখিল করেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) লোক পাঠাইয়া তাহাদের মাঝে মীমাংসা করিয়া দেন। তাহারা আল্লাহ্ র দিকে ফিরিয়া আসে।

فَأَنَّ فَاعَتَ فَأَصْلَحُوا الخ অর্থাৎ 'যদি তাহারা আল্লাহ্ র নির্দেশের প্রতি ফিরিয়া আসে, তবে তোমরা সুবিচারের সহিত তাহাদের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিবে। আল্লাহ্ সুবিচারককে ভালোবাসেন।' ইব্ন আবু হাতিম (র).... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'দুনিয়াতে যাহারা সুবিচার করিবে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ র সম্মুখে তাহারা মুক্তা নির্মিত উচ্চ মঞ্চে অবস্থান করিবে।' ইমাম নাসায়ী (র) মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও আব্দুল আলার সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র).... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, ন্যায় বিচারকরা অর্থাৎ যাহারা রাষ্ট্র পরিচালনায় নিজের পরিবারবর্গ ও অধিনস্তদের মধ্যে ন্যায়বিচার করে কিয়ামতের দিন তাহারা আরশের ডানে আল্লাহ্ র নিকট নূরের মঞ্চে উপবেশন করিবে। ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী (র) সুফিয়ান ইব্ন উআয়না (র) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

أَنَّ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ অর্থাৎ ঈমানদাররা সব দীনি ভাই। যেমন রাসূল (সা) বলিয়াছেন, মুসলিম মুসলিমের ভাই।

সহীহ হাদীসে আছে যে, আল্লাহ্ বান্দার সাহায্য করিতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তাহার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে।

অন্য হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কোন মুসলিম যখন সংগোপনে তাহার ভাইয়ের জন্য দু'আ করে তখন ফেরেশতা বলে, আমীন। আর তোমারও তাহাই হউক। এ মর্মে আরো বহু হাদীছ রহিয়াছে।

এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, প্রেম-প্রীতি, দয়া-মায়া ও পারস্পরিক বন্ধনে দুই মুমিনের দৃষ্টান্ত হইল, এক দেহের ন্যায়, যাহার এক অঙ্গ রোগাক্রান্ত হইলে সারা দেহে খবর হইয়া যায়।

আরেক সহীহ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, এক মু'মিনের জন্য আরেক মু'মিন ঠিক প্রাসাদের ন্যায়, যাহার এক অংশ অপর অংশের সহিত অঙ্গঙ্গীভাবে জড়িত। এই বলিয়া তিনি এক হাতের অঙ্গুলী আরেক হাতের অঙ্গুলীর মধ্যে ঢুকাইয়া দেখান। ইমাম আহমদ (র) আবু হাযিম (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হাযিম (র) বলেন, আমি সাহল ইব্ন সা'দ (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন, ঈমানদারের সহিত ঈমানদারের সম্পর্ক

ঠিক যেমন দেহের সহিত মাথার সম্পর্ক। ঈমানদারের জন্য ঈমানদার এমনভাবে ব্যথিত হয় যেমন মাথায় কোন সমস্যা দেখা দিলে দেহ ব্যথিত হয়।

فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ অর্থাৎ অতএব সংঘাতমুখর দু'দলের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিও এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিও। তবেই তোমরা অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিবে।

(১১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءِ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

১১. হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা, যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডাকিও না, ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যাহারা এই ধরনের আচরণ হইতে নিবৃত্ত না হয় তাহারা ই জালিম।

তাফসীরঃ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে উপহাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সত্যকে উপেক্ষা করিয়া চলা এবং মানুষকে অবজ্ঞা করাই হইল অহংকার। মানুষকে উপহাস ও অবজ্ঞা করা হারাম। কারণ যাহাকে উপহাস করা হয়, আল্লাহর নিকট সে উপহাসকারী অপেক্ষা বেশী সম্মানিত ও প্রিয় হওয়া বিচিত্র নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ وَالَّذِينَ يَسْخَرُونَ مِنْكُمْ هُمْ سَخِرَ مِنْكُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ” হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে এবং কোন নারী যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে। কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে।

“وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ” তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করিও না।” অপর নিন্দাকারী মানুষ ঘৃণিত ও অভিশপ্ত।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَيَلْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٌ অর্থাৎ ধ্বংস সেই সব লোকের যাহারা আচরণে ও উচ্চারণে লোকের নিন্দা করিয়া বেড়ায়। الهمز অর্থ কাজের দ্বারা নিন্দা করা আর اللمز অর্থ কথা দ্বারা নিন্দা করা।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন : هَمَاءٌ مِّثْلُ مَثَاءٍ بَنِيْمٍ অর্থাৎ যাহারা মানুষকে অবজ্ঞা করে এবং আচরণে তাহাদের অপমান করে আর হাঁটিয়া হাঁটিয়া চোগলখোরী করিয়া বেড়ায়। এই চোগলখোরী করাই হইল اللمز তথা মুখের কথায় মানুষের অবজ্ঞা করা। তাই এইখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন : لَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ “তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করিও না।”

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন : وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ “তোমরা একে অপরকে হত্যা করিও না।” ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, কাতাদা ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, لَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ অর্থ لا يطعف بعضهم بعضاً অর্থাৎ তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করিও না। وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ অর্থাৎ তোমরা একে অপরকে এমন নামে ডাকিও না যাহা গুণিতে খারাপ লাগে।

ইমাম আহমদ (র) ... আবু জাবীরাহ ইব্ন যাহ্যাক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু জাবীরাহ (র) বলেন, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ আমাদেরই গোত্র বনু সালামা সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন আমাদের মধ্যে এমন কেহ ছিল না যাহার দুই কিংবা তিনটি নাম নাই। তিনিও লোকদেরকে উহার কোন এক নামে ডাকিতে শুরু করেন। তখন লোকেরা বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! এই নামে ডাকিলে সে গোস্তা হইয়া থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলা ইয়াহয়াক ইব্ন ইসমাঈল ওয়াহাব ও দাউদের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ অর্থাৎ মুসলমান হইয়া ইসলাম বুঝিয়া একে অপরকে মন্দ পদবী ও খারাপ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ الْخ অর্থাৎ এই ঘোষণার পরও যাহারা এই ধরনের আচরণ হইতে নিবৃত্ত না হয় তাহারা ই জালিম।

(১২) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

اللَّهُ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝

১২. হে মুমিনগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান হইতে দূরে থাক। কারণ অনুমান কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করিও না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করিও না। তোমাদিগের মধ্যে কি কেহ তাহার মৃত ভ্রাতার গোপিত ভক্ষণ করিতে চাহিবে? বস্তুত তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

তাফসীর : এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহার ঈমানদার বান্দাদিগকে বহুবিধ অনুমান তথা অহেতুক অপবাদ এবং পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন এবং অপরাপর সকল লোকের বিরুদ্ধে অথবা খিয়ানতের অভিযোগ প্রদান হইতে সতত দূরে থাকার আদেশ দিয়াছেন। কারণ এই ধরনের বেশীর ভাগ অনুমানই নিছক পাপ হইয়া থাকে। তাই সাবধানতাবশত উহা পরিহার করিয়া চলা কর্তব্য।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, তোমার মু'মিন ভাইয়ের মুখ নিঃসৃত কথায় যথাসম্ভব ভালো ছাড়া মন্দ ধারণা করিও না। অর্থাৎ কোন মুসলমানের মুখের কথার ব্যাখ্যা যতক্ষণ পর্যন্ত ভালোর দিকে নেওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত মন্দ অনুমান করিতে উমর (রা) জোরালোভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

ইবন মাজাহ (র) আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, আমি একদিন নবী করীম (সা)-কে দেখিলাম যে, তিনি কাবা তাওয়াফ করিবার সময় বলিতেছেন, কত সুন্দর তুমি, কত সুন্দর তোমার ঘ্রাণ! কত মহান তুমি, কত বড় তোমার মর্যাদা! আমি সেই সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি যাঁহার হাতে আমার প্রাণ। মু'মিনের মর্যাদা আল্লাহর নিকট অবশ্যই তোমার চেয়ে আরো বড়। মু'মিনের নিন্দা করা আর মু'মিন সম্পর্কে ভালো ছাড়া খারাপ ধারণা করার তো কোন অবকাশই নাই। এই সূত্রে একা ইবন মাজাহ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মালিক (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন, তোমরা মন্দ ধারণা হইতে সতত বিরত থাক। কারণ মন্দ ধারণা সবচেয়ে মিথ্যা বিষয়। অপরের ছিদ্রাশ্লেষণ করিও না, গুণচর বৃত্তি করিও না, দু'জনের ক্রয়-বিক্রয়ের সময় পাশের থেকে মূল্য বাড়াইয়া প্রতারণা করিও না, একে অপরের সহিত হিংসা করিও না, পরস্পর বিদ্বেষ রাখিও না, সম্পর্ক ছিন্ন করিও না। সর্বোপরি হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ভাই ভাই হইয়া জীবন যাপন কর।

ইমাম বুখারী (র) আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) হইতে ইমাম মুসলিম ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) হইতে ও আবু দাউদ (র) শাবী ও মালিক (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

সুফিয়ান সওরী (র) যুহরী (র) সূত্রে আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'তোমরা একে অপরের সম্পর্ক ছিন্ন করিও না, পরস্পর বিদ্বেষ রাখিও না, হিংসা করিও না। পরস্পর ভাই ভাইরূপে জীবন যাপন কর। আর

তিন দিনের উপরে নিজের ভাইয়ের সহিত কথাবার্তা বর্জন করা কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নহে। ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তাবরানী হারিসা ইবন নু'মান (র) হইতে বর্ণনা করেন। হারিসা ইবন নু'মান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তিনটি দোষ আমার উম্মতের সহিত জড়াইয়া রহিয়াছে। অশুভ লক্ষণ গ্রহণ, হিংসা ও কুধারণা। শুনিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, কাহারো মধ্যে এই দোষগুলি থাকিলে দূর করিবার উপায় কি? হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, মনে হিংসা আসিলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অন্তরে কাহারো প্রতি কুধারণা জন্মিলে বিশ্বাস করিও না আর কোন অশুভ লক্ষণ দেখা দিলে উহা উপেক্ষা করিয়া সামনে চলিতে থাক।

ইমাম আবু দাউদ (র).... য়ায়েদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন মাসউদ (রা)-এর নিকট উপস্থিত এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হইল, অমুকের দাঁড়ি হইতে মদ ঝরিতেছে। শুনিয়া ইবন মাসউদ (রা) বলিলেন, অন্যের গোপন দোষ তালাশ করিতে আমাদিগকে বারণ করা হইয়াছে। কিন্তু কাহারো কোন দোষ প্রকাশ পাইয়া গেলে আমরা উহা গ্রহণ করি। ইবন আবু হাতিম (র) তাহার বর্ণনায় এই লোকটির নাম অলীদ ইবন উকবা ইবন আবু মুআইত উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) উকবার কেরানী দুজায়ন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, দুজায়ন (র) বলেন, আমি একদিন উকবাকে বলিলাম, আমাদের কিছু প্রতিবেশী মদ পান করে। আমি ইহাদিগকে পুলিশে ধরাইয়া দিতে চাই, আপনি কি বলেন? উকবা বলিলেন, না, তাহা করিও না। তাহাদের উপদেশ দাও ও ভীতি প্রদর্শন কর। সেই তাহাই করিল, কিন্তু ফল হইল না, তাহারা সতর্ক হইল না। এইবার দুজায়ন আসিয়া বলিল, আমি তো ইহাদিগকে নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু তাহারা বিরত হইল না। আমি পুলিশ ডাকিয়া তাহাদের ধরাইয়া দিব। উকবা (রা) বলিলেন, কপাল পোড়া! তাহা করিও না। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, একজন মু'মিনের দোষ গোপন রাখিল, সে যেন জীবন্ত প্রার্থিত একটি কন্যাকে কবর হইতে তুলিয়া জীবন্ত করিল। সুফিয়ান সওরী (র) রাশিদ ইবন সা'দ-এর সূত্রে মুআবিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তুমি যদি মানুষের গোপন দোষ খুঁজিয়া বেড়াও, তাহা হইলে তাহাদের তুমি ধ্বংস করিবে কিংবা বলিলেন, 'তাহাদের তুমি প্রায় ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।'

আবু দাউদ (র).... জুবায়র ইবন নুফায়র, কাছীর ইবন মুররা, আমর ইবন আসওয়াদ, মিকদাম ইবন মাদীকারিব ও আবু উমামা (রা) হইতে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, শাসক যখন প্রজা সাধারণের দোষ খুঁজিয়া বেড়ায় তখন জনগণের অশান্তি ও অধঃপতন অনিবার্য হইয়া দাঁড়ায়। وَلَا تَجَسَّسُوا অর্থাৎ তোমরা একে

অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করিও না। তাজাসুস সাধারণত মন্দ তথা দোষ খুঁজিয়া বেড়ানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতেই জাসুস শব্দটি উৎপন্ন যাহার অর্থ গুপ্তচর। আর تحسس ব্যবহার করা হয় বেপীর ভাগ ভালোর ক্ষেত্রে। যেমন হযরত ইয়াকুব (আ)-এর ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন : **لَبِنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ** : অর্থাৎ হে আমার সন্তানরা! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তাহার ভাইয়ের সন্ধান লইয়া আস। কিন্তু আল্লাহর করুণা হইতে নিরাশ হইও না।

আবার কখনো দুটাই মন্দার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন :

لا تجسسوا لا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تبادروا وكونوا عباد الله اخوانا-

অর্থাৎ গুপ্তচর বৃত্তি করিও না একে অপরের দোষ তালাশ করিও না, পরস্পর বিদ্বেষ রাখিও না, সম্পর্ক ছিন্ন করিও না এবং পরস্পর ভাই ভাই হইয়া থাক। এই হাদীসে تَجَسَّسُ -কে মন্দার্থে ব্যবহৃত করা হইয়াছে।

আওয়াবী (র) বলেন التَّجَسُّسُ অর্থ কোন কিছু সন্ধান করা العسس অর্থ অন্যের কথার প্রতি কান দেয়া অথচ তাহারা উহা অপছন্দ করে কিংবা দরবারের আড়ালে দাঁড়াইয়া অন্যের গোপন কথা শোনা আর التدابر অর্থ একের সহিত অপরের কথোপকথন বর্জন করা। ইবন আবু হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

‘আর তোমাদের কেহ যেন অন্যের গীবত না করে।’

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা গীবত করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। মহানবী (সা) ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যেমন :

আবু দাউদ (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, বলা হইল, হে আল্লাহর রাসূল? গীবত কাহাকে বলে? তিনি বলিলেন : তোমার ভাই সম্বন্ধে তোমার এমন আলোচনা করা যাহা সে অপছন্দ করে। প্রশ্ন করা হইল, আমি যাহা বলিব যদি তাহা আমার ভাইয়ের মধ্যে বর্তমান থাকে তবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ‘তুমি যাহা বলিবে যদি তাহা তাহার মধ্যে বর্তমান থাকে তবেই তুমি তাহার গীবত করিলে। আর যদি না থাকে তাহলে তাহা হইবে অপবাদ।’ ইমাম তিরমিযী (র) কুতায়বা ও দারাওরদী (র) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাসান সহীহ বলিয়া রায় দিয়াছেন। আর ইবন জারীর (র) আলী (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইবন উমর (রা), মাসরুক, কাতাদা, আবু ইসহাক ও মুআবিয়া ইবন কুররা (র) গীবতের এই ব্যাখ্যাই দিয়াছেন।

আবু দাউদ (র).... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আয়িশা (রা) বলেন, আমি এক দিন নবী করীম (সা)-কে বলিলাম, আপনার কাছে তো সফিয়্যার এমন

এমন দোষ যথেষ্ট! অর্থাৎ সফিয়্যা বেঁটে হওয়ার প্রতি ইংগিত করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “তুমি এমন একটি কথা বলিয়াছ যাহাকে সমুদ্রের পানির সহিত মেশানো হইলে মিশিয়া যাইত।”

ইমাম তিরমিযী (র).... আয়িশা (রা) হইতে এ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাদীসটি হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইবন জারীর (র) হাসান ইবন মুখারিক (র) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান ইবনে মুখারিক (র) বলেন, জনৈক মহিলা একদিন হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট আসে। আলোচনা শেষে উঠিয়া রওয়ানা করিলে আয়িশা (রা)-এর হাত দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ইংগিত করিলেন অর্থাৎ বুঝাইতে চাহিলেন যে, মহিলাটি খাটাকৃতির। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ‘তুমি তাহার গীবত করিলে।’

গীবত সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। ইহাতে কাহারো কোন দ্বিমত নাই। তবে বৃহৎ স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে প্রয়োজন অনুপাতে গীবত করার অনুমতি রহিয়াছে। যেমন হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের চরিত্র পর্যালোচনা ও দোষ-গুণ আলোচনা এবং উপদেশ প্রদান করা। যেমন জনৈক পাপাচারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাইলে তিনি বলিলেন, তাহাকে আসিতে দাও। এই সমাজপতি লোকটি বড়ই খারাপ।

অন্য হাদীসে আছে যে, মুআবিয়া ও আবুল জাহম (র) ফাতিমা বিনতে কায়স (রা)-কে বিবাহের প্রস্তাব দিলে রাসূলুল্লাহ (সা) ফাতিমাকে বলিলেন, ‘মুআবিয়া তো কপর্দকহীন। আর আবুল জাহম সে তো কাঁধ হতে লাঠি নামায় না।’

আর এই হারামও অত্যন্ত কঠোর ও ভয়াবহ। আল্লাহ তা'আলা গীবত করাকে মৃত মানুষের গোশত ভক্ষণ করার সহিত তুলনা করিয়াছেন। যেমন তিনি বলেন : **أُحِبُّ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ** ‘তোমাদের মধ্যে কি কেহ তাহার মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করিত চাহিবে?’ অর্থাৎ মরা মানুষের গোশত খাওয়াকে স্বভাবত যেমন তোমরা অপছন্দ কর, তেমনি শরীয়াতের বিধান হিসাবে গীবত করাকেও অপছন্দ কর। কারণ ইহার পরিণাম ও শাস্তি উহার তুলনায় কঠোর ও ভয়াবহ। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের মনে গীবত সম্পর্কে ঘৃণা সৃষ্টি এবং সাবধানতা অবলম্বনের নিমিত্ত ইহা বলিয়াছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) দান করিয়া আবার ফেরত নেয়ার ব্যাপারে বলিয়াছেন, ‘যে এমন করে সে ঐ কুকুরের ন্যায় যে বমি করিয়া পুনরায় উহা খাইয়া ফেলে।’

একাধিক সূত্রে সিহাহ, হিসান ও মাসানীদ গ্রন্থের বহু হাদীসে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলিয়াছেন, তোমাদের এই শহর মক্কা নগরীতে, এই হজ্জের মাসে এই দিনটির মর্যাদার ন্যায় তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান মর্যাদা সম্পন্ন বস্তু; তার ক্ষতিসাধন হারাম।

ইমাম আবু দাউদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : মুসলমানের উপর মুসলমানের সম্পদ নষ্ট করা, মানহানী করা ও প্রাণের ক্ষতি করা হারাম। একজন মানুষের নিকৃষ্ট হওয়ার জন্য তাহার মুসলমান ভাইয়ের তাচ্ছিল্য কনাই যথেষ্ট।

উসমান ইবন আবু শায়বা (র).... আবু বুরদাহ বালবী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : হে ঐ সব লোক! যাহারা মুখে ঈমান আনিয়াছ; কিন্তু ঈমান অন্তরে প্রবেশ করে নাই, তোমরা মুসলমানের গীবত করিও না, তাহাদের গোপন দোষ খুঁজিয়া বেড়াইও না। কারণ যে মুসলমানের গোপন দোষ খুঁজিয়া বেড়ায় আল্লাহ তাহার গোপনীয়তা প্রকাশ করিয়া দেন। আর আল্লাহ তাহার গোপনীয়তা ফাঁস করেন তাহাকে তিনি তাহারই গৃহে অপদস্ত করিয়া ছাড়েন।

হাকিম আবু ইয়াল্লা (র) তাহার মসনাদ গ্রন্থে বারা ইবন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আমাদের ভাষণ দান করেন। পর্দার আড়াল হইতে মহিলারাও তাহা শুনিতে পান। তিনি বলেন : “হে ঐ সব লোক! যাহারা মুখে ঈমান আনিয়াছ কিন্তু ঈমান অন্তরে প্রবেশ করে নাই, তোমরা মুসলমানের গীবত করিও না এবং তাহাদের চাঁপাদোষ খুঁজিয়া ফিরিও না। কারণ যে তাহার ভাইয়ের চাঁপা দোষ খুঁজিয়া ফিরে আল্লাহ তাহার অপ্রকাশিত দোষ প্রকাশ করিয়া দেন। আল্লাহ তাহার দোষ প্রকাশ করেন, তাহাকে তিনি তাহার ঘরের ভিতরই অপদস্ত করিয়া ছাড়েন।”

আবু বকর আহমদ ইবন ইবরাহীম আল ইসমাইলী (র) ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, ‘হে ঐ সকল লোক! যাহারা মুখে ঈমান আনিয়াছ, কিন্তু ঈমান অন্তরে প্রবেশ নাই, তোমরা মুসলমানের গীবত করিও না এবং তাহাদের গোপন দোষ তালাশ করিয়া ফিরিও না। কারণ যে মুসলমান মুসলমানের দোষ খুঁজিয়া বেড়ায় আল্লাহ তাহার দোষ প্রকাশ করিয়া দেন। আর আল্লাহ তাহার দোষ প্রকাশ করেন ঘরের অভ্যন্তরে হইলেও তিনি তাহাকে লাঞ্চিত করেন।’

বর্ণিত আছে হযরত ইবন উমর (রা) একদিন কা'বার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, ‘কত মহান তুমি! কত বড় তোমার মর্যাদা! কিন্তু আল্লাহর নিকট মু'মিনের মর্যাদা তোমা অপেক্ষা অনেক বেশী।’

আবু দাউদ (র).... মিসওয়াল (র) হইতে বর্ণনা করেন। মিসওয়াল (র) বলেন, নবী (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে প্রতারণা করিয়া এক গ্রাস খাদ্য আহার করিল, আল্লাহ তাহাকে জাহান্নামে অনুরূপ এক গ্রাস খাদ্য আহার করাইবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে ধোঁকা দিয়া কাপড় পরিধান করিল, আল্লাহ তাহাকে জাহান্নামে অনুরূপ একটি কাপড় পরিধান করাইবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় লোক দেখানোর জন্য কোন কাজ করিবে আল্লাহ তাহাকে কিয়ামতে লোক দেখানোর জন্য অনুরূপ করিবেন।

ইবন মুসাফফা (র) আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : মি'রাজের সময় আমি তামার নখ বিশিষ্ট কিছু লোক দেখিতে পাইলাম যে, তাহারা নিজেরাই নিজেদের মুখে ও বুকে চপেটাঘাত করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, জিবরাঈল! ইহারা কাহারা? বলিলেন, ‘ইহারা সেই সব লোক যাহারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করিত এবং মানুষের মানহানী করিয়া বেড়াইত।’ ইমাম আহমদ (র) আবুল মুগীরা আব্দুল কুদুস ইবন হাজ্জাজ শামী (র) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আবু হাতিম (র).... আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! মি'রাজ রজনীতে আপনি কি দেখিয়াছিলেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমাকে লইয়া আল্লাহর সৃষ্ট এমন কিছু নারী-পুরুষের কাছে লইয়া গেলেন যাহাদের ব্যাপারে কিছু লোক নির্ধারিত করা হইয়াছে, তাহারা ঐ সকল লোকের পাশের গোশত জুতার বরাবর কাটিয়া তাহাদের মুখে রাখিয়া বলেন, তোমরা যেরূপ খাইতে, এখন খাও। তাহারা ইহা খাইতে মৃত্যুর ন্যায় কষ্ট পাইবে এবং অপছন্দ করিবে। আমি বলিলাম, তাহারা কাহারা? হে জিবরাঈল! তিনি বলিলেন তাহারা হইল ঐ সকল লোক যাহারা মানুষের দোষ তালাশ করিয়া বেড়াইত, চোগলী করিয়া বেড়াইত। তখন তাহাদেরকে বলা হইবে, তোমাদের কেহ কি মৃত ভাইয়ের গোশত খাইতে পছন্দ করিতে? তোমরা তো তাহা অপছন্দ কর। সেও গোশত খাইতে অপছন্দ করিবে।

আবু দাউদ তায়ালিসী (র) স্বীয় মসনাদে আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদিগকে নির্দেশ দিলেন যেন তাহারা আজ রোযা রাখে এবং আমার অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত ইফতার না করে। আদেশমতে সকলেই রোযা রাখিল। সন্ধ্যা বেলা এক একজন আসিয়া বলিতে লাগিল, আমি আজ রোযা ব্রত কাটাইয়াছি, অনুমতি দিন, ইফতার করি, আর তিনি অনুমতি দিতেন। অবশেষে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পরিবারের দুই মহিলা আজ রোযা রাখিয়াছে। আপনি অনুমতি দিন তাহারা ইফতার করুক। রাসূলুল্লাহ (সা) কোন উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। লোকটি পুনরায় একই কথা বলিলে এইবার রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তাহারা রোযা রাখে নাই। আচ্ছা যে সারাদিন মানুষের গোশতই খাইল সে রোযা রাখিল কি করিয়া? সত্যিই যদি তাহারা রোযা রাখিয়া থাকে তাহলে তুমি গিয়া তাহাদিগকে বমন করিতে বল। তাহারা তাহাই করিল। উভয়ে কিছু কিছু জমাট রক্ত বমন করিল। অতঃপর লোকটি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সংবাদ দিল। তিনি বলিলেন, এই অবস্থাতেই যদি তাহাদের মৃত্যু হইত তাহলে অগ্নি তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিত। এই হাদীসের সনদ দুর্বল এবং মতনও দুর্বল।

হাফিজ বায়হাকী (র)... রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম উবায়দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবায়দ (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে দুই মহিলা রোযা রাখে। এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের এখানে দুই মহিলা রোযা রাখিয়াছে, এখন তাহারা পিপাসায় মরিয়া যাওয়ার উপক্রম। রাসূলুল্লাহ (সা) কিছুই বলিলেন না, চূপ করিয়া রহিলেন। লোকটি পুনরায় বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলা দুইটির মুমূর্ষু অবস্থা! রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তাহাদের ডাকিয়া আন। তাহারা আসিলে একটি পাত্র আনিয়া একজনকে বলিলেন, ইহাতে বমি কর। সে আধা পেয়ালা পরিমাণ পূঁজ ও রক্ত বমন করিল। দ্বিতীয়জনকে বলিলেন, তুমিও বমি কর। সে পূঁজ, টাটকা রক্ত ও গোশত ইত্যাদি বমন করিয়া পাত্র পুরিয়া ফেলিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ইহারা আল্লাহ যাহা হালাল করিয়াছেন তাহা হইতে রোযা রাখিয়াছে বটে, কিন্তু যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা দ্বারা ইফতার করিয়াছে। অর্থাৎ দুইজন একত্রে বসিয়া মানুষের গোশত খাইয়াছে।

হাফিজ আবু ইয়াল্লা (র) ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন উমর (রা) বলেন মায়্যাহ (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! অমুক মহিলার সহিত আমি হারাম কাজে লিপ্ত হইয়াছি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) মুখ ফিরাইয়া নিলেন। লোকটি চারবার কথাটি বলিবার পর পঞ্চমবারে রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি যিনা করিয়াছ? বলিল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, জানো, যিনা কাহাকে বলে? বলিল, পুরুষ নিজের স্ত্রীর সহিত বৈধ উপায়ে যাহা করে আমি তাহার সহিত অবৈধভাবে ঠিক তাহাই করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তা এখন তুমি কি চাও? বলিল, চাই, আপনি আমাকে পবিত্র করুন। এইবার রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আচ্ছা তোমার ঐটা কি তুমি তাহার ওখানে ঢুকাইয়াছ, যেমন সুরমাদানির শিলা সুরমাদানীতে অদৃশ্য হইয়া যায়? বলিল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! বর্ণনাকারী বলেন, এইবার রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিবার আদেশ দেন। নির্দেশমত তাহাই করা হয়। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (সা) শুনিতে পাইলেন যে, দুই ব্যক্তির একজন অপরজনকে বলিতেছে, দেখিলে এই লোকটির কাণ্ড! আল্লাহ তাহার দোষ গোপন রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার নফস তাহাকে ছাড়িল না। অবশেষে কুকুরের ন্যায় প্রস্তরাঘাতে প্রাণ হারাইল! অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) কোথাও রওয়ানা করিতেছেন। পথিমধ্যে একটি মরা গাধা দেখিতে পাইয়া বলিলেন, অমুক অমুক কোথায়? আস, এই মড়া হইতে খাও। তাহারা বলিল, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহাও কি খাওয়ার জিনিস? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তবে কেন এই একটু আগে তোমরা তোমাদের ভাইয়ের যে দোষচর্চা করিলে তাহা এই মড়া খাওয়া অপেক্ষা জঘন্য। আমি সেই সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি, যাঁহার হাতে আমার জীবন, সে তো এখন জান্নাতের নহরে হাবুড়ুবু খাইয়া বেড়াইতেছে। এই হাদীসের সন্দেহ সহীহ।

ইমাম আহমদ (র)... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির (রা) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে ছিলাম। হঠাৎ পাঁচ-গলা এক মড়ার উৎকট দুর্গন্ধ নাকে আসিলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তোমরা কি জান, ইহা किसের দুর্গন্ধ? ইহা সেই লোকদের দুর্গন্ধ যাহারা মানুষের গীবত করিয়া বেড়ায়?

আবু ইবন হুমায়দ (র) তাঁহার মসনাদে জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে ছিলাম। পথিমধ্যে একটি গলিত মড়ার তীব্র দুর্গন্ধ নাকে আসিলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, মুনাফিকদের একটি দল কতিপয় মুসলমানের গীবত করিয়া ছিল সেই জন্যই এই দুর্গন্ধের আবির্ভাব।

সুদী (র) **أَيُّحِبُّ أَحَدَكُمُ الْغِ** এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, কেহ কেহ বলেন, সালমান ফারসী (রা) কোন সফরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দুই সাহাবীর সংগে ছিলেন। তিনি তাহাদের সেবা করিতেন, মাল-পত্র বহন করিতেন ও তাহাদের সহিত পানাহার করিতেন। একদিন সংগীদ্বয় সম্মুখে রওয়ানা করিলেন কিন্তু তিনি গেলেন না, ঘুমাইয়া রহিলেন। মন্থিলে পৌঁছিয়া তাহাকে না পাইয়া অগত্যা তাহারা নিজেরাই তাঁবু ফেলিলেন। অতঃপর বলিলেন, সালমান আসলে উপস্থিত খানা খাইতে আর তৈরি তাঁবুতে থাকিতেই আসিয়াছে। কিছুক্ষণ পর পিছন হইতে তিনি আসিয়া পৌঁছিলে তাহাকে তাহারা কিছু সালন আনার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। একটি পেয়ালা হাতে করিয়া সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সংগীরা আমাকে পাঠাইয়াছেন আপনার নিকট যদি থাকে একটু সালন দিন। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : তোমার সংগীরা সালন দিয়া কি করিবে? তাহারা তো সালন দিয়াই রুটি খাইয়াছে। অগত্যা ফিরিয়া গিয়া সালমান (রা) সংগীদ্বয়কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই উক্তি বিবৃত করেন। শুনিয়া তাঁহারা নিজেরাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন সত্য সত্যই যিনি আপনাকে নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, রওয়ানা হইয়া অবধি আমরা কোন খাদ্যই তো চোখে দেখিলাম না। (আর আপনি কিনা বলিতেছেন আমরা সালন দিয়াই রুটি খাইয়াছি। ব্যাপার কি বুঝিলাম না।) রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, সালমান সম্পর্কে তোমরা যে উক্তি করিয়াছিলে, উহাই তাহার গোশত দ্বারা সালন পাকাইয়া তদ্বারা রুটি খাওয়ার নামান্তর। বর্ণনাকারী বলেন, এ প্রসঙ্গে **أَيُّحِبُّ أَحَدَكُمُ** আয়াতটি নাথিল হয়।

হাফিজ যিয়া আল মাকদিসী (র) আল মুখতারে আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, আরবের লোকদের মধ্যে সফর-ভ্রমণে একে অপরের সেবা করিবার নিয়ম ছিল। কোন এক সফরে আবু বকর ও উমর

(রা)-এর সংগে জনৈক ব্যক্তি ছিল, সে তাঁহাদের সেবা করিত। একদিন তাহারা দু'জন ঘুমাইয়া পড়েন। সজাগ হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, খাদিম লোকটি তাঁহাদের খানা প্রস্তুত করে নাই। বলিলেন, ও বেটা! বড়ই ঘুম কাতর। অতঃপর তাহাকে জাগাইয়া বলিলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যাও। গিয়া বল, আবু বকর ও উমর আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন এবং আপনার নিকট একটু সালাল চাহিয়াছেন। লোকটি আসিয়া তাহাদের আর্জি পেশ করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তাঁহারা তো সালাল দ্বারাই রুটি খাইয়াছে! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই দুর্বোধ্য উক্তি শুনিতে পাইয়া তাহারা নিজেরাই দরবারে রেসালাতে আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি দ্বারা সালাল পাকাইলাম? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : 'তোমাদের ভাইয়ের গোশত দ্বারা। শপথ সেই সত্তার যাহার হাতে আমার জীবন! তোমাদের দাঁতে এখনও আমি তাহার গোশত দেখিতে পাইতেছি।' শুনিয়া আবু বকর ও উমর (রা) বলিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেনঃ আমি কেন ওকে (যাহার গীবত করিয়াছ, তাহার) তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বল।

হাফিজ আবু ইয়াল্লা আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেনঃ দুনিয়াতে যে নিজ ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করে, আখিরাতে তাহার নিকট উহার গোশত আনিয়া বলা হইবে, ইহাকে এখন মৃত অবস্থায় ভক্ষণ কর, যেমন জীবিত অবস্থায় ভক্ষণ করিয়াছিলে। অগত্যা সে উহা ভক্ষণ করিবে এবং তাহার মুখ পাংশু হইয়া যাইবে ও চিৎকার করিতে থাকিবে। এ হাদীসটি বড়ই দুর্লভ (গরীব)।

اللَّهُ اَرْثَاً ۗ اَللّٰهُ تَاوَابٌ رَّحِيْمٌ ۗ اَللّٰهُ تَاوَابٌ رَّحِيْمٌ ۗ اَللّٰهُ تَاوَابٌ رَّحِيْمٌ ۗ

অর্থঃ আল্লাহ্ তোমাদের যাহা করিতে আদেশ ও যাহা নিষেধ করেন, তাহাতে তাহাকে ভয় করিয়া তাঁহার আদেশ-নিষেধ মানিয়া চল।

اللَّهُ تَاوَابٌ رَّحِيْمٌ ۗ অর্থঃ যে তাওবা করিয়া আল্লাহর প্রতি দাবিত হয়, তিনি তাহার তাওবা কবুল করেন এবং যে তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁহার উপর নির্ভরশীল হয়, তাহার প্রতি তিনি পরম দয়ালু।

জমহুর আলিমগণ বলেন, গীবতকারীর তাওবা করার নিয়ম হইল, প্রথমত গীবত করা ছাড়িয়া দিবে। অতঃপর পুনরায় উহা না করার দৃঢ় সংকল্প করিবে। তবে অতীত অপারাদের জন্য অনুতাপ হওয়া এবং কৃত গীবতের প্রতিবিধান করা শর্ত কিনা তাহাতে মতভেদ রহিয়াছে। একদল আলিম বলেন, প্রতিবিধান শর্ত নয়। কারণ যাহার অগোচরে তাহার দোষচর্চা করা হইয়াছে তাহাকে ব্যাপারটি জানাইতে গেলে সে ততোধিক ব্যথিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং প্রতিবিধানের জন্য না জানাইয়া এবং যে সব মজলিসে তাহার দোষচর্চা করা হইয়াছিল, সে সব মজলিসে তাহার গুণ বর্ণনা

করিতে শুরু করিবে এবং অন্য কাউকে তাহার সম্পর্কে গীবত করিতে দেখিলে যথাসম্ভব প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিবে। ইহাই হইবে সত্যিকার প্রতিবিধান।

ইমাম আবু দাউদ (র).... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ও আবু তালহা ইব্ন সাহল আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ও আবু তালহা ইব্ন সাহল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : কেহ কোন মুসলমানকে অপমান করিলে আল্লাহ তাহাকে এমন সব স্থানে লাঞ্ছিত করিবেন, যেখানে সে তাঁহার রহমত কামনা করেন। আর যে কোন মুসলমানকে সাহায্য করিয়া সম্ভাব্য অপমান হইতে তাহাকে রক্ষা করে। আল্লাহ তাহাকে এমন সব ক্ষেত্রে সাহায্য করিবেন, যেখানে সে তাঁহার সাহায্য কামনা করে। ইমাম আবু দাউদ (র) একই সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(۱۳) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

১৩. হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদিগের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।

তাফসীর : মানব জাতির অবগতির জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি তাহাদিগকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রথমে সেই ব্যক্তিকেই সৃষ্টি করিয়া তাঁহার থেকে তাঁহার সহধর্মিণীকে সৃষ্টি করেন। তাঁহারা হইলেন, আদম ও হাওয়া (আ)। অতঃপর তাহাদিগকে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেন। شُعُوبٌ শব্দটি قبائل অপেক্ষা ব্যাপক। قبائل এরপর আরো কয়েকটি স্তর আছে। যেমন : عشائر - فصائل ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন, شعوب দ্বারা উদ্দেশ্য আরবের বাহিরের ছোট ছোট গোত্র আর قبائل দ্বারা উদ্দেশ্য আরবের ছোট ছোট গোত্র। যেমন : বনী ইসরাঈল গোত্রসমূহকে أسباط বলা হয়। আবু উমর ইব্ন আব্দুল আযীয (র)-এর 'আল-আশবাহ এবং আল কাসদু ওয়াল উমাম ফী মা'রিফাতে আনসাবিল আরব ওয়াল আজম' নামক গ্রন্থ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমি স্বতন্ত্র একটি মুকাদ্দমায় এ বিষয়ে আলোকপাত করিয়াছি।

ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! উত্তম লোক কে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'মানুষের মধ্যে দীনী জ্ঞান-বিজ্ঞানে, তাকওয়া-পরহেযগারীতে, সৎকাজের আদেশ দান ও অন্যায কাজে বাধা প্রদানে এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখায় যে সকলের সেরা সে-ই সেরা মানুষ।'

ইমাম আহমদ (র)... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, 'মহানবী (সা)-এর দুনিয়ার কোন বস্তুর প্রতি আকর্ষণ ছিল না এবং মুত্তাকী ব্যতীত কোন ব্যক্তির তাঁহার কাছে বিশেষত্ব ছিল না।'

অর্থ্যাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সব কিছু জানেন এবং সমস্ত কিছুর খবর রাখেন। ঠিক সেই হিসাবেই যাহাকে ইচ্ছা তিনি হিদায়াত দান করেন, যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন, যাহাকে ইচ্ছা তিনি অনুগ্রহ করেন, যাহাকে যাহার উপর ইচ্ছা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। এই সব বিষয়ে তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী ও সবিশেষ সচেতন।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের ভিত্তিতে কোন কোন আলিম বলেন, বিবাহে কুফু তথা সম্পদ ও বংশ ও রূপ সৌন্দর্যে সমতা রক্ষা করা শর্ত নয়। শর্ত একমাত্র দীন। কারণ আল্লাহর নিকট তাকওয়াই মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি। পক্ষান্তরে অন্যরা ভিন্ন দনীলের ভিত্তিতে কাফাআত শর্ত সাব্যস্ত করেন। ফিক্হের কিতাবসমূহে এ ব্যাপারে আলোচনা রহিয়াছে। কিতাবুল আহকামে আমি নিজেও এ বিষয়ে আলোকপাত করিয়াছি।

তাবারানী (র)... আব্দুর রহমান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বনী হাশিমের এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সর্বাপেক্ষা আপন লোক। শুনিয়া আরেক ব্যক্তি বলিল, তোমার অপেক্ষা আমি রাসূলের বেশী আপন। তোমার তো তাঁহার সহিত বংশ সম্পর্ক রহিয়াছে।

(১৪) قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا اسَلَمْنَا

وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا

يَلِيْسْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْءٌ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

(১৫) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرْتَابُوا

وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ○

(১৬) قُلْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا

فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

(১৭) يَسْتَوُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسَلَمُوا، قُلْ لَا تَمْتُوا عَلَيَّ لِاسْلَامِكُمْ، بَلِ

اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

(১৮) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ

بِمَا تَعْمَلُونَ ○

১৪. আরব মরুবাসিগণ বলে, 'আমরা ঈমান আনিলাম'; বল, "তোমরা ঈমান আন নাই, বরং তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পণ করিয়াছি। কারণ ঈমান এখনো তোমাদিগের অন্তরে প্রবেশ করে নাই। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর তোমাদিগের কর্মফল সামান্য পরিমাণও লাঘব করা হইবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

১৫. তাহারাই মু'মিন, যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিবার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে তাহারাই সত্যনিষ্ঠ।

১৬. বল, 'তোমরা কি তোমাদিগের দীন সম্পর্কে আল্লাহকে অবহিত করিতেছ? অথচ আল্লাহ জানেন যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।'

১৭. উহারা আত্মসমর্পণ করিয়া তোমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করে। বল, 'তোমাদিগের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করিও না। বরং আল্লাহই ঈমানের দিকে পরিচালিত করিয়া তোমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

১৮. আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা দেখেন।

তাফসীর : যেসব আরব মরুবাসী সবেমাত্র ইসলামে প্রবেশ করিয়া নিজেদের জন্য ঈমানের দাবী করিয়াছিল, অথচ তখনও ঈমান তাহাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয় নাই,

তাহাদিগের সমালোচনা করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন : قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا بِالْحَيْ ۖ
অর্থাৎ আরব মরুভূমিসীরা বলিয়াছিল, আমরা ঈমান আনিয়াছি। বলুন, তোমরা ঈমান
আন নাই, বরং তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পণ করিয়াছি। কারণ ঈমান এখনো
তোমাদিগের অন্তরে প্রবেশ করে নাই।

একদল আলিম এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঈমান ইসলাম অপেক্ষা
সীমিত। ইহাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব। হাদীসে জিবরীলও এ
দাবীর পক্ষে সমর্থন করে যে, তাহাতে প্রথমে ইসলাম, অতঃপর ঈমান, তাহার পর
ইহসান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইয়াছে।

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম সর্বাপেক্ষা ব্যাপক, ঈমান তদপেক্ষা সীমিত
এবং ইহসান আরো সীমিত।

ইমাম আহমদ (র) সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সা'দ
ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, একদিন আমি নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত
ছিলাম। দেখিলাম যে, তিনি কতিপয় লোককে দান করিলেন, কিন্তু উহাদেরই মধ্য
হইতে একজনকে কিছুই দিলেন না। দেখিয়া আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল!
আপনি অমুক ব্যক্তিকে কিছুই দিলেন না, অথচ সে একজন মু'মিন লোক! রাসূলুল্লাহ
(সা) বলিলেন, মু'মিন না বলিয়া বরং মুসলিম বল। সা'দ (রা) এই কথাটি তিনবার
বলিলেন, আর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতিবারই বলিলেন, মু'মিন না বলিয়া বরং মুসলিম
বল। অতঃপর নবী (সা) বলিলেন, অনেক সময় আমি আমার অধিক প্রিয় ব্যক্তিকে না
দিয়া অন্যদের দান করি শুধু এই আশংকায় যে, (দুর্বল ঈমানের কারণে অভাবে পড়িয়া)
পাছে তাহারা জাহান্নামের উপযুক্ত হইয়া পড়ে।

এই হাদীসে মহানবী (সা) মু'মিন ও মুসলিমের মাঝে পার্থক্য করিয়াছেন। ইহাতে
প্রমাণিত হয় যে, ঈমান ইসলাম অপেক্ষা সীমিত। বুখারীর কিতাবুল ঈমানের ব্যাখ্যার
শুরুরতে আমি এ বিষয়ে প্রমাণাদিসহ বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

ইহাতে আরো প্রমাণিত হয় যে, উক্ত লোকটি মুসলমান ছিল, মুনাফিক নয়। কারণ
নবী করীম (সা) তাহাকে দান করা হইতে বিরত থাকেন ঠিক, কিন্তু মুসলমান বলিয়া
স্বীকৃতি দিয়াছেন। ইহাতে আরো প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আয়াতে উল্লিখিত আরব
বেদুঈনরা মুনাফিক ছিল না বরং মুসলমানই ছিল, কিন্তু ঈমান তাহাদের অন্তরে তখনও
বদ্ধমূল হইয়া সারে নাই। তবে সমস্যা ছিল এই যে, নিজেদের জন্য তাহারা এমন
অবস্থান ও মর্যাদার দাবীদার ছিল, যাহা এখনও লাভ করিতে পারিয়াছিল না। তাই এই
ব্যাপারে তাহাদিগকে সংশোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ ব্যাখ্যা ইব্ন আব্বাস (রা),
ইবরাহীম নাখয়ী, কাতাদা, ইব্ন জারীর (র)-ও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে
ইমাম বুখারীর মতে লোকগুলি আসলে মুনাফিক ছিল। কিন্তু মুখে মুখে ঈমান প্রকাশ
করিত।

মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও ইব্ন যায়েদ (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে,
তাহারা قَوْلُوا أَسَلَمْنَا -এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল, 'আমরা
ঈমান আনিলাম' না বলিয়া বরং তোমরা আসল কথাটিই বল যে, হত্যা বন্দীর ভয়ে
আমরা আত্মসমর্পণ করিলাম।

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতটি বনু আসাদ ইব্ন খুযায়মা সম্পর্কে নাথিল হয়।
কাতাদা (র) বলেন, আয়াতটি এমন একদল লোক সম্পর্কে নাথিল হয়, ঈমান আনিয়া
রাসূল (সা)-কে ধন্য করিয়াছে বলিয়া ভাবিয়াছিল। তবে সঠিক প্রথমটি। অর্থাৎ
আয়াতটি এমন একদল লোক সম্পর্কে নাথিল হয় যাহারা নিজেদের জন্য ঈমানের স্তর
দাবী করিয়াছিল।

অর্থাৎ তাহারা সেই স্তরের লোক ছিল না। যদি তাহারা মুনাফিকই হইত তাহা
হইলে, এইখানে তাহাদের সম্পর্কে অপমানজনক শব্দই ব্যবহার করা হইত। অথচ,
তাহা করা হয় নাই বরং ইহাদিগের সংশোধনের নিমিত্ত বলা হইয়াছে, قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا,
অর্থাৎ বল, তোমরা ঈমান আন নাই, বরং তোমরা বল, আমরা মুসলমান
হইয়াছি। ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই। অর্থাৎ এখনও তোমরা
ঈমানের হাকীকতের নাগাল পাও নাই।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَيَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ
অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর, তাহা
হইলে তোমাদিগের কর্মফল বিন্দুমাত্র কমানো হইবে না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ
বলেন : مَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ অর্থাৎ আমি তাহাদের কর্মফল বিন্দুমাত্র
লাঘব করি নাই। إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ অর্থাৎ যাবতীয় অপকর্ম ও নাফরমানী ত্যাগ
করিয়া যে তাওবা করিয়া আল্লাহমুখী হয়, আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন ও
অনুগ্রহ করেন। إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَخْيَارُ ۖ অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ও প্রকৃত ঈমানদার তাহারা যাহারা
আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনার পর আর সন্দেহ পোষণ করে না ও
টলমল করে না বরং সব সময় একই অবস্থা তথা খাঁটি বিশ্বাসের উপর অটল হইয়া
থাকে। আর নিজেদের সর্বশক্তি ও উত্তম সম্পদ আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করে। ঈমানের
দাবীতে ইহারাই প্রকৃত সত্যবাদী। পক্ষান্তরে ঐ সব লোক প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার
নহে ঈমান যাহাদের মুখ অতিক্রম করিয়া হৃদয়ে পৌঁছে না।

ইমাম আহমদ (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু সাঈদ
খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, মু'মিনরা দুনিয়াতে তিন শ্রেণীতে
বিভক্ত। এক শ্রেণী তাহারা যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনিয়া পরে
আর সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ

করে। দ্বিতীয় শ্রেণী, মানুষ যাহাদের মাল ও জানের ভরসা রাখে। তৃতীয় শ্রেণী, যাহাদের মনে কোন লোভ আসিলে আল্লাহর কথা স্বরণ করিয়া তাহা বর্জন করে। **قُلْ** অর্থাৎ বল, তোমরা কি তোমাদিগের দীন সম্পর্কে আল্লাহকে অবহিত করিতেছ? অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদিগের মনের খবর জানাইতেছ? আল্লাহ তো আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। আকাশ ও পৃথিবীর ছোট বড় একটি বিন্দুও তাঁহার অগোচর নয়। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : **يَمُنُّونَ عَلَيْكَ** অর্থাৎ যে সব আরব মরুভাসী মুসলমান হইয়া রাসূলের আনুগত্য ও সাহায্য করিয়া তাহাকে ধন্য করিয়াছে বলিয়া মনে করে তাহাদিগের প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, 'হে রাসূল! আপনি পরিষ্কার বলিয়া দিন যে, তোমাদের ইসলাম গ্রহণ আমাকে ধন্য করিয়াছে বলিয়া তোমরা মনে করিও না। ইহাতে যদি বিন্দুমাত্র উপকার হয়, তাহাতো তোমাদেরই হইবে। বরং ইসলাম গ্রহণ করিতে পারিয়াছ, ইহা তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অসীম মেহেরবানী।

بَلِ অর্থাৎ ঈমানের পথ দেখাইয়া আল্লাহই বরং তোমাদের ধন্য করিয়াছেন, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও। যেমন হুনারনের দিন মহানবী (সা) আনসারদের বলিয়াছিলেন, 'হে আনসার সম্প্রদায়! ব্যাপার কি এমন নয় যে, আমি তোমাদিগকে পথহারা পাইয়াছি আর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের হিদায়াত দিয়াছেন? তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিলে আর আমার মাধ্যমে তোমাদিগের মাঝে শ্রীতি সঞ্চয় করিয়াছেন? এবং তোমরা ছিলে নিঃস্ব-অসহায় অতঃপর আমার উসিলায় তোমাদিগকে সহায় দিয়াছেন?' বলাবাহুল্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখনই কোন কথা বলিতেন উত্তরে সাহাবাগণ বলিতেন, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন।

হাকিম আবু বকর বায্ফার (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, বনু আসাদের বেশ কিছু লোক একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা মুসলমান হইয়াছি, আরবরা আপনার সহিত লড়াই করিয়াছে কিন্তু আমরা তাহা করি নাই। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, দীন সম্পর্কে ইহাদের জ্ঞান সামান্য। শয়তান ইহাদের মুখের উপর চলাচল করে। এই প্রসঙ্গে **يَمُنُّونَ عَلَيْكَ** আয়াতটি নাযিল হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা গোটা সৃষ্টিজগত সম্পর্কে তাহার জ্ঞান এবং সমগ্র সৃষ্টির যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে নিজের অবগতির কথা পুনর্ব্যক্ত করিয়া বলেন : **إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبِ الْخَالِقِ** অর্থাৎ আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা দেখেন।

সূরা কাফ

৪৫ আয়াত, ৩ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

কুরআনের যে কয়টি সূরাকে মুফাসসাল নামে অভিহিত করা হয়, বিশুদ্ধ মতে সূরা কাফ তাহার প্রথম সূরা। কেহ কেহ বলেন, মুফাসসালের প্রথম সূরা হইল সূরা হুজুরাত। সূরা নাবা থেকে মুফাসসালের আরম্ভ হওয়ার ব্যাপারে সর্বসাধারণে যে অভিমত শোনা যায় তাঁহার কোন ভিত্তি নাই। আমাদের জানা মতে, নির্ভরযোগ্য কোন আলেম এ মত পোষণ করেন নাই। ইমাম আবু দাউদ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থের **تَحْزِيْبُ الْقُرْآنِ** নামক অধ্যায়ে যে বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন উহা আলোচ্য সূরাটি মুফাসসালের প্রথম সূরা হওয়ার প্রমাণ। বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

ইমাম আবু দাউদ (র) আউস ইব্ন হযাইফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হই। তখন দলের সহযোগীরা মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-এর নিকট অবতরণ করে এবং বনু খালিককে নবী করীম (সা) তাঁহার একটি কোব্বায় স্থান দেন। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতি রাতে ইশার সালাতের পর আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমাদের সাথে আলাপ করিতেন। এমনকি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকার কারণে তাঁহার পা পরিবর্তন করিতে হইত। তিনি কিছুক্ষণ এক পায়ে উপর আবার অন্য পায়ে উপর দাঁড়াইয়া কথা বলিতেন। তিনি আপন সম্প্রদায় কুরাইশ কর্তৃক যে নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন সাধারণত সে কাহিনীই বর্ণনা করিয়া শুনাইতেন। অতঃপর তিনি বলিতেন, "আমি দুঃখিত হইব না? মক্কায় আমরা দুর্বল ও প্রতিপত্তিহীন ছিলাম। কিন্তু হিজরত করিয়া মদীনায় আসিবার পর এখন বালতির ন্যায় যুদ্ধ আমাদের ও তাহাদের মাঝে হস্তান্তরিত হইতেছে। কখনও আমরা তাহাদের উপর জয়লাভ করি, তাহারা হয় পরাজিত আর কখনো বা তাহারা আমাদের উপর বিজয়ী হয়।"

এইভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর একরাতে তিনি আমাদের নিকট আসিতে পূর্বের নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বিলম্ব করেন। আমরা বলিলাম, হুযূর! আজ তো আপনি আমাদের কাছে আসিতে বিলম্ব করিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিলেন, “কুরআনের যে অংশটি আমি প্রতিদিন তিলাওয়াত করি, আজ এখন উহা পাঠ করিলাম। পাঠ আরম্ভ করিবার পর উহা শেষ না করিয়া আসিতে পারিলাম না।” হযরত আউস (রা) বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনারা কুরআন শরীফকে কিভাবে ভাগ করিতেন? উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, প্রথম তিন থেকে যথাক্রমে তিন সূরা এক মঞ্জিল, অতঃপর পাঁচ সূরা এক মঞ্জিল, অতঃপর সাত সূরা এক মঞ্জিল, অতঃপর নয় সূরা এক মঞ্জিল, অতঃপর তের সূরা এক মঞ্জিল এবং মুফাস্সাল-এর সম্পূর্ণটাই এক মঞ্জিল। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) হইতে তিনি আবু খালিদ আহমার (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) হইতে উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

অতএব মঞ্জিল সম্পর্কে উপরিউক্ত হিসাবে দেখা যায় যে, প্রথম হইতে আটচল্লিশ সূরায় হয় ছয় মঞ্জিল। তৎপরবর্তী সূরাটি হইল সূরা ক্বাফ যেখান হইতে মুফাস্সাল আরম্ভ। হিসাবটি বিস্তারিতভাবে এইরূপ বলা যায় যে, প্রথম মঞ্জিলের তিন সূরা হইল সূরা বাকারা, আলে ইমরান ও নিসা। দ্বিতীয় মঞ্জিলের পাঁচ সূরা যথাক্রমে মায়িদাহ, আনআম, আ'রাফ, আনফাল ও বারআত। তৃতীয় মঞ্জিলের সাত সূরা যথাক্রমে ইউনুস, হুদ, ইউসুফ, রা'দ; ইবরাহীম, হিজর ও নাহুল। চতুর্থ মঞ্জিলের নয়টি সূরা যথাক্রমে সুবহানা (বনী ইসরাঈল), কাহফ, মারয়াম, ত্বাহা, আযিয়া, হজ্জ, মু'মিনুন, নূর ও ফুরকান। পঞ্চম মঞ্জিলের এগারটি সূরা যথাক্রমে শু'আরা, নামুল, কাসাস, আনকাবুত, রুম, লুঙ্কমান, আলিফ লাম মীম, আস্সাজদা, আহযাব, সাবা, ফাতির ও ইয়াসীন। ষষ্ঠ মঞ্জিলের তেরটি সূরা যথাক্রমে সাফফাত, সোয়াদ, যুমার, গাফির, হা-মীম আস্সাজদা, হা-মীম-আইন-সীন-ক্বাফ, যুখরুফ, দুখান, জাছিয়া, আহক্বাফ, আল কিতাল (মুহাম্মদ) ফাত্হ ও হুজুরাত। ইহার পরবর্তী সূরাটি হইল সূরা ক্বাফ। সাহাবাগণের বক্তব্য অনুযায়ী সেখান হইতে মুফাস্সাল আরম্ভ। ইহা সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হয় যে, ক্বাফ-ই মুফাস্সাল এর প্রথম সূরা। সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য।

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর ইবনুল খাতাব (রা) আবু ওয়াকিদ আললাইছী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদের সালাতে কোন্ সূরা পাঠ করিতেন? তিনি বলিলেন, সূরা ক্বাফ ও সূরা ইকতারাবাতিস সা'আত। ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম ইব্ন মাজাহ, ইমাম মালিক (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র)-এর অন্য এক বর্ণনায় আবু ওয়াকিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। অতঃপর ইমাম মুসলিম উপরোক্ত বর্ণনাটি উল্লেখ করেন।

ইমাম আহমদ (র).... হারিছার কন্যা উম্মে হিশাম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হিশাম বিনতে হারিছা (রা) বলেন, দীর্ঘ দুই বছর কিংবা এক বছর কয়েক মাস যাবৎ আমরা ও রাসূল (সা) একই চুলা ব্যবহার করিয়াছি। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখ হইতেই সূরা ক্বাফ মুখস্ত করিয়া ফেলিয়াছি। তিনি প্রতি জুমুআর খোতবা প্রদানের সময় মিশরে দাঁড়াইয়া এই সূরাটি পাঠ করিতেন। ইব্ন ইসহাক (র)-এর হাদীস হইতে ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) হারিছ ইব্ন নু'মান (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখ হইতে শুনিয়া শুনিয়াই সূরা ক্বাফ মুখস্ত করিয়াছি। তিনি প্রতি জুমুআয় এই সূরাটি পাঠ করিতেন। উম্মে হিশাম (রা) বলেন, আমাদের চুলা এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চুলা একটিই ছিল।

ইমাম মুসলিম, নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ (র) শু'বা (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ (সা) যে কোন বড় সমাবেশে, যেমন ঈদ জুমুআ ইত্যাদিতে সূরা ক্বাফ পাঠ করিতেন। কারণ এই সূরাটিতে সৃষ্টির সূচনা, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম, পুরস্কার-শাস্তি, উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

(১) قَدْ وَالْقُرْآنِ الْحَمِيدِ

(২) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَاْفِرُونَ هَذَا

شَيْءٌ عَجِيبٌ

(৩) إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ

(৪) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ

(৫) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيحٍ

১. ক্লাফ, শপথ সম্মানিত কুরআনের, তুমি অবশ্যই সতর্ককারী।
২. কিন্তু কাফিররা উহাদিগের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হইতে দেখিয়া বিস্ময়বোধ করে ও বলে, “ইহা তো এক আশ্চর্য ব্যাপার।
৩. “আমাদিগের মৃত্যু হইলে এবং আমরা মৃত্তিকায় পরিণত হইলে, আমরা কি পুনরুত্থিত হইব? সুদূর পরাহত সেই প্রত্যাবর্তন।”
৪. আমি তো জানি মৃত্তিকা ক্ষয় উহাদিগের কতটুকু এবং আমার নিকট আছে রক্ষিত ফলক।
৫. বস্তুত উহাদিগের নিকট সত্য আসিবার পর উহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ফলে উহারা সংশয়ে দৌদুল্যমান।

তাফসীর : বিভিন্ন সূরার শুরুতে যে সব হরফে হেজা উল্লেখ করা হইয়াছে তা তন্মধ্য হইতে একটি হরফ। যেমন ص, ن, الم, حم ইত্যাদি। মুজাহিদ (র) সহ অনেকে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা সূরা বাকারার শুরুতে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

কোন কোন পূর্বসূরী মনীষী সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাহারা বলিয়াছেন, ق এমন একটি পাহাড়ের নাম যাহা সমগ্র পৃথিবীকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। উহাকে জাবালে ক্লাফ নামে অভিহিত করা হয়। সম্ভবত ইহা বনী ইসরাঈলদের মনগড়া কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। কেহ হয়ত এই হিসাবে উহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে সব ইসরাঈলী বর্ণনার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে ইসলামের বক্তব্য নাই উহা বর্ণনা করা জায়েয। আমার মনে হয়, দীনের ব্যাপারে সর্বসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার নিমিত্ত ইসরাঈলী যিন্দীকদের মনগড়া কাহিনী। এযুগেও অসংখ্য বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম ও অসংখ্য মুসলিম মনীষীর বর্তমানে তাহারা ভূয়া হাদীস রচনা করিয়া জনমনে বিভ্রান্তির জাল বিস্তারে ক্রটি করে নাই। অতএব হাজার-হাজার বছর পূর্বে যখন না ছিল সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা, না ছিল ভাল-মন্দ বিবেচনাকারী পণ্ডিত, যাহারা থাকিত সর্বক্ষণ মদে মত্ত, ঐশী বাণীকে স্বার্থানুযায়ী বিকৃতির কাজে যাহাদের ছিল সিদ্ধহস্ত তাহাদের বর্ণিত কাহিনীকে কতটুকুই বা বিশ্বাস করা যায়?

তবে মহানবী (সা) যে বলিয়াছেন, “বনী ইসরাঈলদের বর্ণনা আলোচনা করায় কোন দোষ নাই।” তাহা সর্বক্ষেত্রে নয় বরং যাহাকে যুক্তিসংগত বলিয়া সাব্যস্ত করা হইবে উহা বর্ণনা করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহা বাস্তব পরিপন্থী, শ্রবণ করা মাত্রই বুদ্ধি যাহাকে অযৌক্তিক ও বাতিল বলিয়া সিদ্ধান্ত দেয়, উহা বর্ণনা করার অনুমতি নাই। আলোচ্য বর্ণনাটি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বিধায় পরিত্যাজ্য। আল্লাহ ভাল জানেন। অনেক পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী কুরআন ব্যাখ্যাতা কুরআনের ব্যাখ্যায় আহলে কিতাবদের গ্রন্থ হইতে অনেক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন

তাহাদের এসব ভিত্তিহীন অলীক কাহিনীর মুখাপেক্ষী নয়। ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুর রহমান ইব্ন আবু হাতিম রাজী (র) তো আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এমন একটি অভিনব বর্ণনা নকল করিয়াছেন যাহা সনদের দিক হইতে বিশুদ্ধ নয়। বর্ণনাটি ইব্ন আবু হাতিম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীর পিছনে এমন একটি সমুদ্র সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা পৃথিবীকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। অতঃপর এই সমুদ্রের পিছনে এমন একটি পাহাড় সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা সমুদ্রটি বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। এই পাহাড়টিকে ক্লাফ নামে পাহাড়টির উপর রাখা হইয়াছে। অতঃপর এই পাহাড়ের পিছনে এই পৃথিবীর সাত গুণ বড় একটি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা পাহাড়টিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। অতঃপর সেই বৃহৎ পৃথিবীর পিছনে একটি সমুদ্র সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা পৃথিবীটিকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। অতঃপর উহার পিছনে একটি পাহাড় সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার নাম ক্লাফ। দ্বিতীয় আকাশ উহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। এমনিভাবে সাত পৃথিবী, সাত সমুদ্র, সাত পাহাড় ও সাত আকাশের কথা উল্লেখ করিয়া এই আয়াতটি পাঠ করিলেন। وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةٍ এই বর্ণনাটির সূত্রে ইনকেতা অর্থাৎ সূত্র বিচ্ছেদ রহিয়াছে।

আলী ইব্ন আবু তালহা (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ق আল্লাহ তা'আলার একটি নাম বিশেষ। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত যে, উহা - الم - حم - ن - ص ইত্যাদির ন্যায় হরফে হেজা।

উল্লেখ্য যে, বর্ণনা দুইটির সাথে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত উপরোক্ত বর্ণনাটির দূরতম কোন সম্পর্কও নাই।

কেহ কেহ বলেন : ق এর অর্থ قُضِيَ الْأَمْرُ وَاللَّهِ অর্থাৎ আল্লাহর শপথ! ফয়সালা করা হইয়াছে। ق হরফটিই অবশিষ্ট শব্দগুলো উহ্য থাকার প্রমাণ। যেমন কবি বলিয়াছেন : قُضِيَ لَهَا قُضِيَ فَقَالَتْ ق তবে এই ব্যাখ্যাটিতে আপত্তি রহিয়াছে। কারণ, বাক্যের অংশ বিশেষকে তখনই উহ্য রাখা যায় যখন সুস্পষ্ট কোন দলীল থাকে। আলোচ্য আয়াতাংশে ق হরফটি দ্বারা এতগুলো শব্দ উহ্য আছে বলিয়া বুঝা যায় না। وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدِ (শপথ সম্মানিত কুরআনের!)। অর্থাৎ সম্মানিত সুমহান কুরআনের শপথ! যাহার সম্মুখ হইতে এবং পিছন হইতে মিথ্যা আসিতে পারে না। যাহা প্রশংসিত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ।

আলোচ্য আয়াতাংশের জওয়াবে কসম কি, এই ব্যাপারে উলামাগণের মতবিরোধ রহিয়াছে। কতিপয় নাহ বিশেষজ্ঞ হইতে ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন, قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ আয়াতটি জওয়াবে কসম। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি সঠিক বলিয়া মনে হয় না। বস্তুত কসমের পরবর্তী কালামের সারাংশ অর্থাৎ

নবুওয়াত ও পুনরুত্থানের বাস্তবতা প্রমাণিত হওয়াই জওয়াবে কসম। জওয়াবে কসম প্রকাশ্যে উল্লেখ না থাকায় কোন অসুবিধা নাই। কুরআনে এই ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন : **ص وَالْقُرْآنُ نَبِيُّ الْكَرْبَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ** : অনুরূপভাবে এইখানেও আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, **ق وَالْقُرْآنُ الْمَجِيدُ بَلْ عَجِبُوا** "সম্মানিত কুরআনের শপথ! কিন্তু কাফিররা উহাদিগের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হইতে দেখিয়া বিস্ময়বোধ করে এবং বলে, উহা এক আশ্চর্য ব্যাপার।"

অর্থাৎ কাফিররা আশ্চর্যবোধ করিতেছে যে, তাহাদের মধ্য হইতে একজন মানুষ কি করিয়া রাসূলরূপে আবির্ভূত হইল।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন : **أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ لَوْحَيْنَا إِلَىٰ** অর্থাৎ "মানুষেরা এইজন্য আশ্চর্য হইতেছে যে, আমি তাহাদেরই মধ্য হইতে এক ব্যক্তির নিকট লোকদিগকে সতর্ক করিবার জন্য প্রত্যাদেশ করিয়াছি।" অর্থাৎ ইহা কোন আশ্চর্য বিষয় নয়। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা ফেরেশতাদের থেকে, যাহাকে ইচ্ছা মানবকুল থেকে রাসূল নির্বাচিত করিয়া থাকেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার ব্যাপারে কাফিরদের আশ্চর্যবোধ এবং উহা অসম্ভব জ্ঞান করা প্রসঙ্গে বলিতেছেন : **أَإِنَّا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا** : "যখন আমরা মৃত্যুবরণ করিব এবং মৃতিকায় পরিণত হইব, তখন আমরা কি পুনরুত্থিত হইব? সুদূর পরাহত সেই প্রত্যাবর্তন।"

অর্থাৎ কাফিররা বলে যে, আমরা যখন মরিয়া যাইব, আমাদের দেহের জোড়াগুলি খুলিয়া পৃথক হইয়া বিচূর্ণ হইয়া মৃতিকায় পরিণত হইবে তখন আমাদের পুনরায় এই আকৃতিতে রূপান্তরিত হওয়া কি করিয়া সম্ভব হইবে? **ذَٰلِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ** "সুদূর পরাহত সেই প্রত্যাবর্তন"। অর্থাৎ কাফিরদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করা সম্ভব নয়।

তাহাদের এই বিশ্বাসের প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : **قَدْ عَلِمْنَا** : "আমি জানি যে, মৃত্তিকা তাহাদের কতটুকু ক্ষয় করে।" অর্থাৎ মৃত্তিকা তাহাদের দেহের কতটুকু ভক্ষণ করে উহা আমার জানা আছে। উপরন্তু তাহাদের ছিন্নভিন্ন অংগগুলি কোথায় কি অবস্থায় রহিয়াছে উহা আমার অবিদিত নয়।

وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ "এবং আমার নিকট আছে রক্ষিত ফলক"। অর্থাৎ আমার নিকট এই সবকিছু সংরক্ষণকারী কিতাব রহিয়াছে। ফলকথা, আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। উপরন্তু সমুদয় বিষয়বস্তু কিতাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ -এর ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়াতের অর্থ-মৃত্তিকা তাহাদের গোশত, চর্ম-হাড়ি, লোম ইত্যাদির যাহা ভক্ষণ করে আল্লাহ তাহা জানেন।

মুজাহিদ, কাতাদা, যাহ্বাক (র) এবং অন্যান্য ইমামগণও অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের কুফরী, অবাধ্যতা ও সম্ভব বস্তুকে অসম্ভব ভাবার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন :

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيحٍ "বস্তুত উহাদিগের নিকট সত্য আসিবার পর উহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ফলে উহারা সংশয়ে দোদুল্যমান।"

অর্থাৎ যে কোন সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সংশয়ে দোদুল্যমান হইয়া থাকে। সে যাহাই বলিবে উহা বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে। **مَرِيحٍ** অর্থ-বিভিন্ন অস্থির, অস্বীকারকারী ও সংশয়ে নিপতিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন :

إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ يُؤَفِّكُ عَنْهُ مِنَ الْفِكْرِ "নিশ্চয় তোমরা বিবাদে লিপ্ত রহিয়াছ। যাহাকে কল্যাণ হইতে বঞ্চিত করা হয়, সে-ই কুরআনের আনুগত্য হইতে বিরত থাকে।"

(٦) **أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ**

فُرُوجٍ ۝

(٧) **وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَاهُ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَوَّثَيْنَاهَا فِيهَا مِنْ**

كُلِّ زَوْجٍ بِهَيْبَةٍ ۝

(٨) **تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرٌ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝**

(٩) **وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جِبْتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝**

(١٠) **وَالنَّخْلَ بَسِطَتْ لَهَا طَلْعُ تَضِيدٍ ۝**

(١١) **رَزَقًا لِلْعِبَادِ ۝ وَأَحْيَيْنَاهُ بِهِ بِلْدَةً مَيِّتًا كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ ۝**

৬. উহারা কি উহাদের উর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখে না, আমি কিভাবে উহা নির্মাণ করিয়াছি ও উহাকে সুশোভিত করিয়াছি এবং উহাতে কোন ফাটলও নাই?

৭. আমি বিস্তৃত করিয়াছি ভূমিকে ও তাহাতে স্থাপন করিয়াছি পর্বতমালা এবং উহাতে উদ্গত করিয়াছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ।

৮. আল্লাহর অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ।

৯. আকাশ হইতে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তদ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ব শস্যরাজি।

১০. ও সমুদ্রত খর্জুর বৃক্ষ যাহাতে আছে ওচ্ছ ওচ্ছ খেজুর।

১১. আমার বান্দাদিগের জীবিকাস্বরূপ; বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে; এইভাবে পুনরুত্থান ঘটাবে।

তাকসীর : কাফিররা যাহার বাস্তবায়নকে অস্বীকার করিয়া আশ্চর্যবোধ করিতেছে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতাবলে তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্যজনক বস্তুর প্রকাশ ঘটাইয়া দেখাইয়াছেন। সেই মহান কুদরতের কথা স্মরণ করাইয়া তিনি বলিতেছেন : **أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَزَقْنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ** অর্থাৎ “কাফিররা কি তাহাদের উর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখে না যে, আমি কিভাবে উহা নির্মাণ করিয়াছি এবং বাতি দ্বারা উহা সুসজ্জিত করিয়াছি এবং উহাতে বিন্দুমাত্র ফাটল নাই।”

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন : **فُرُوجٌ** অর্থ **شُقُوقٌ** অর্থাৎ ফাটল বা ক্রটি।

কাহারো মতে **فُرُوجٌ** অর্থ **فُنُوقٌ** অর্থাৎ ছিদ্র।

কেহ বলিয়াছেন : **فُرُوجٌ** অর্থ **صُدُوعٌ** তবে প্রতি ব্যাখ্যার প্রায় সমার্থবোধক।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন :

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

অর্থাৎ “যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখিতে পাইবে না। আবার তাকাইয়া দেখ কোন ক্রটি পাও কি? অতঃপর তুমি বার বার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হইয়া তোমার দিকে ফিরিয়া আসিবে।” অর্থাৎ আকাশ সৃষ্টিতে কোন দোষ-ক্রটি প্রমাণ করা মানুষের সাধ্যাতীত। উহা সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত।

“এবং আমি বিস্তৃত করিয়াছি ভূমিকে” অর্থাৎ আমি ভূমিকে সম্প্রসারিত করিয়াছি এবং বিছাইয়া দিয়াছি।

“এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছি পর্বতমালা।” অর্থাৎ আমি ভূমিতে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করিয়াছি যেন উহা তাহার অধিবাসীদের লইয়া টলিতে না পারে। কারণ পৃথিবী চতুর্দিক হইতে পানি দ্বারা বেষ্টিত।

অর্থাৎ “আমি পৃথিবীতে উদ্গত করিয়াছি যাবতীয় নয়ন প্রীতিকর শস্যরাজি ও ফল-ফলাদি ইত্যাকার বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিয়াছি।” আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ অর্থাৎ “আমি প্রতিটি বস্তুই জোড়া জোড়া সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিতে পার।”

تَبَصَّرَةٌ শব্দটির অর্থ নয়নাভিরাম, মনোমুগ্ধকর বা যাহা দেখিতে সুন্দর। **وَذَكْرَىٰ لِكُلِّ عِبْدٍ مُّنبِتٍ** অর্থাৎ আল্লাহর অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ।” অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি এবং তন্মধ্যস্থ সমুদয় নিদর্শনাবলী অবলোকন করিবার কথা এইজন্য বলা হইয়াছে, যেন আল্লাহর অনুরাগী যে কোন ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি বিনয়ী, আল্লাহর ভয়ে ভীত ও আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তনের অনুরাগী।

অর্থাৎ “আমি আকাশ হইতে বরকতময় তথা কল্যাণকর পানি বর্ষণ করি।” অর্থাৎ **فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ** অর্থাৎ “অতঃপর আমি আকাশ হইতে বর্ষিত পানি দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের বাগবাগিচা ও এমন শস্যরাজি উৎপন্ন করি যাহা ক্ষেত হইতে কাটিয়া গোলাজাত করিয়া রাখা যায়।” **وَالنَّخْلُ بَاسِقَاتٍ** অর্থাৎ “আমি আকাশ হইতে বর্ষিত পানি দ্বারা দীর্ঘকায় খর্জুর বৃক্ষ উৎপন্ন করি।”

ইব্ন আব্বাস (রা) ইকরিমা, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী (র) ও অন্যরা বলিয়াছেন, **بَاسِقَاتٍ** অর্থ **الطَّوَالِ** অর্থাৎ দীর্ঘকায়। **لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ** অর্থাৎ “যাহাতে থরে থরে খর্জুর পূর্ণ গুচ্ছ রহিয়াছে।” **رِزْقًا لِلْعِبَادِ** “সৃষ্টির জীবিকা স্বরূপ” **وَأَوْحَيْنَا بِهِ بِلْدَةٍ مِّنَّا** “বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে।”

মৃত ভূমি অর্থ যে ভূমি পূর্বে অনুর্বর ছিল। বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার পর উর্বরতা সবুজ শ্যামল ও মনোমুগ্ধকর রূপ লাভ করিয়া নয়নপ্রীতিকর বিভিন্ন ফল-ফুল উৎপন্ন করে, যাহা দর্শকের চোখ কাড়িয়া নেয়। অথচ ইতিপূর্বে ছিল তাহা ঘাস-পাতা, তরুলতাবিহীন অনুর্বর প্রান্তর। মৃত্যু ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর পুনরুত্থানের ব্যাপারটি

ঠিক এমনই হইবে। এইভাবেই আল্লাহ তা'আলা মৃত মানুষগুলিকে জীবিত করিয়া তুলিবেন। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের চোখের সামনে সংঘটিত এই সব নিদর্শনাবলীর তুলনায় কাফিররা যে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে উহা কোনো ব্যাপারই নয়। অতঃপর হে কাফির গোষ্ঠী! তোমাদের কি বোধোদয় হইবে না?

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন : لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ ۖ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْصِ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

আল্লাহ তা'আলা আরো বলিয়াছেন :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْصِ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

অর্থাৎ “তাহারা কি বুঝে না যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ঐগুলি সৃষ্টি করিয়া তিনি ক্লান্ত হন নাই? তিনি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করিতে সক্ষম? হ্যাঁ তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।”

তিনি আরো বলিয়াছেন :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ ۖ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

অর্থাৎ “এবং তাহার একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখিতে পাও শুষ্ক, উষ্ণ। অতঃপর আমি উহাতে বারি বর্ষণ করিলে উহা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়, যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই মৃতের জীবন দানকারী। তিনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।”

(১২) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَشُودُ ۝

(১৩) وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۝

(১৪) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ۝

(১৫) أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

১২. উহাদিগের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল নূহের সম্প্রদায়, রাসুস ও ছামূদ সম্প্রদায়।

১৩. আদ ফিরআউন ও লূত সম্প্রদায়।

১৪. এবং আয়কার অধিবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়। উহারা সকলেই রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, ফলে উহাদিগের উপর আমার শাস্তি আপতিত হইয়াছে।

১৫. আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, পুনঃ সৃষ্টি বিষয়ে উহারা সন্দেহ পোষণ করিবে!

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা কুরাইশ কাফিরদিগকে এমন আযাবের ভয় দেখাইতেছেন, যাহা তাহাদের সমপর্যায়ের লোকদের উপর ইতিপূর্বে তিনি আযাব নাযিল করিয়াছিলেন। যেমন নূহ সম্প্রদায়। আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে পানিতে ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন ও রাসুস সম্প্রদায়, সূরা ফুরকানে বিস্তারিতভাবে তাহাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ۔

অর্থাৎ “উহাদিগের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল নূহ সম্প্রদায়, রাসুস, সামূদ ও আদ সম্প্রদায় এবং ফিরআউন ও লূত সম্প্রদায়।”

লূত (আ)-এর উম্মত সাদ্দুমবাসীকে বুঝানো হইয়াছে। হযরত লূত (আ)-কে তাহাদিগের নিকট নবীরূপে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইহাদের সকলকে আল্লাহ তা'আলা ইহাদের কুফরী, অবাধ্যতা ও সত্যাদ্রোহীতার কারণে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন।

আয়কাবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়) আয়কাবাসী (এবং আয়কাবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়) আয়কাবাসী বলিয়া হযরত ও'আইব (আ)-কে বুঝানো হইয়াছে এবং তুব্বা সম্প্রদায় হইল ইয়ামানের অধিবাসী। সূরা দুখানে এই সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হইয়াছে।

“সকলেই রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল।” অর্থাৎ উল্লিখিত সব কয়টি জাতি ও সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। আর একজন রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা প্রকারান্তরে সকল নবীকেই মিথ্যাবাদী বলার নামান্তর। এই হিসাবে তাহারা প্রত্যেকে সমস্ত নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলিয়াছেন : كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ ۚ لَئِن لَّمْ يَرْجِعِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ نُوحٍ لَّيَكْفُرْ بِهِ إِلَّا لِبَعْضِ مَا كَفَرَ مِن قَبْلُ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ ۚ لَئِن لَّمْ يَرْجِعِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ نُوحٍ لَّيَكْفُرْ بِهِ إِلَّا لِبَعْضِ مَا كَفَرَ مِن قَبْلُ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ ۚ لَئِن لَّمْ يَرْجِعِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ نُوحٍ لَّيَكْفُرْ بِهِ إِلَّا لِبَعْضِ مَا كَفَرَ مِن قَبْلُ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ

অর্থাৎ রাসূলদিগকে অস্বীকার করিলে আমি যেই শাস্তি দেওয়ার ভয় দেখাইয়াছিলাম, তাহাদের উপর উহা আপতিত হইয়াছে। অতঃএব তোমরাও সতর্ক হও! যেন তোমাদের উপরও যেন অনুরূপ আযাব আসিয়া না পড়ে। কারণ তোমরাও তাহাদের মত একই অপরাধে অপরাধী।

أَفَعَيَّنَّا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ অর্থাৎ আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, পুনরায় সৃষ্টি করিবার ব্যাপারে তাহারা সন্দেহে নিপতিত হইবে?

بَلْ هُمْ فِي لُبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ 'বরং তাহারা পুনঃ সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহে রহিয়াছে।' অর্থাৎ প্রথমবার সৃষ্টি করিয়া আমি ক্লান্ত হইয়া পড়ি নাই। আর পুনঃ সৃষ্টি তো তদপেক্ষা সহজ কাজ।

هُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ ۖ "তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন অতঃপর পুনরায় সৃষ্টি করিবেন আর পুনঃ সৃষ্টি তাহার জন্য অধিকতর সহজ।"

আল্লাহ তা'আলা অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন ৷

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ-

"এবং মানুষ আমার জন্য উপমা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া যায়; বলে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করিবে কে, যখন উহা পচিয়া গলিয়া যাইবে? বল, 'উহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিবেন তিনিই যিনি ইহা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।"

সহীহ হাদীসে আছে যে, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, বনী আদম আমাকে কষ্ট দেয়। সে বলে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে পুনরায় সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। অথচ প্রথমবার সৃষ্টি করা পুনঃ সৃষ্টির চেয়ে সহজ নয়?"

(١٦) وَكَذَٰلِكَ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعَلْمَا تَوْسُوْسَ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ

إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝

(١٧) إِذْ يَتَلَفَّى الْمُتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۝

(١٨) مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝

(١٩) وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۝

(٢٠) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ ۝

(٢١) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ۝

(٢٢) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ

الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝

১৬. আমিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাহা আমি জানি। আমি তাহার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।

১৭. স্বরণ রাখিও, দুই গ্রহণকারী তাহার দক্ষিণে ও বামে বসিয়া তাহার কর্ম লিপিবদ্ধ করে।

১৮. মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তাহা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তাহার নিকটেই রহিয়াছে।

১৯. মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যই আসিবে; ইহা হইতেই তোমরা অব্যাহতি চাহিয়া আসিয়াছ।

২০. আর শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, উহাই শাস্তির দিন।

২১. সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হইবে, তাহার সংগে থাকিবে চালক ও তাহার কর্মের সাক্ষী।

২২. তুমি এই দিবস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার সম্মুখ হইতে পর্দা উন্মোচন করিয়াছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর।

তাফসীর ৷ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, মানুষের উপর তাহার ক্ষমতা অপারিসীম। তিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা। মানুষের কোন বিষয়ই তাহার জ্ঞানের আওতার বাহিরে নয়, এমনকি মানুষ তাহার মনের গভীরে ভাল কিংবা মন্দ কোন কল্পনা করিলে আল্লাহ তাহাও জানেন।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "আমার উম্মতের মনে যে কল্পনা জাগ্রত হয় আল্লাহ তা'আলা উহা ক্ষমা করিয়া দেন, যতক্ষণ না সে উহা মুখে উচ্চারণ করে কিংবা কার্যে পরিণত করে।"

“আমি তাহার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।” অর্থাৎ মানুষের গ্রীবাস্থিত ধমনী তাহার যতটুকু নিকটে আল্লাহর ফেরেশতারা তদপেক্ষা অধিক নিকটে রহিয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এই আয়াত দ্বারা আল্লাহর ইলম উদ্দেশ্য। তাহারা এই ব্যাখ্যা এইজন্য করিয়াছেন যেন, হুলুল বা ইত্তেহাদ লাযেম না আসে। কারণ এই দুইটি বস্তু সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ। আল্লাহ ইহা হইতে পূত-পবিত্র। কিন্তু শব্দ দ্বারা এই অর্থ বুঝা যায় না। কারণ আয়াতে **أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ** বলা হয় নাই বলা হইয়াছে, **وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ** অর্থাৎ আয়াতে আমি বলা হয় নাই বরং আমরা বলা হইয়াছে। অতএব আয়াত দ্বারা আল্লাহর ইলম বুঝা যথার্থ নয়।

যেমন মুমূর্ষ ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : **وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ** অর্থাৎ “আমার ফেরেশতাগণ তোমাদের চেয়ে তাহার অধিক নিকটে। কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে দেখ না।”

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন : **إِنَّا نَحْنُ نُزَلِّلْنَا الذُّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** অর্থাৎ “আমার নির্দেশে আমার ফেরেশতাগণ যিকর তথা কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন আর আমিই উহা সংরক্ষণ করিব।”

তদ্রূপ আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ফেরেশতাগণ মানুষের গ্রীবাস্থিত ধমনীর চেয়েও অতি নিকটে অবস্থান করে। শয়তান যেমন মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়া থাকে অনুরূপভাবে ফেরেশতাগণকে মন্ত্রণা দেওয়ার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, “শয়তান বনী আদমের শিরায় শিরায় চলাচল করিয়া থাকে।”

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : **إِذْ يَتَلَفَّى الْمُتَلَفِّيَانِ عَنَ الْيَمِينِ** অর্থাৎ মানুষের আমল লিপিবদ্ধকারী দুই ফেরেশতা যখন ডানে ও বামে বসিয়া সতর্কতার সাথে তাহাদের আমল লিপিবদ্ধ করে।”

أَمْ يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ অর্থাৎ “মানুষ যখনই যে কথা বলে একজন পাহারাদার ফেরেশতা তাহার নিকট উপস্থিত থাকিয়া উহা অক্ষরে অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে। একটি শব্দ বা একটি হরকতও ছাড়িয়া দেয় না।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন : **وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ كَرَامًا كَاتِبِينَ** অর্থাৎ “অবশ্যই আছে তোমাদিগের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ। সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ; উহারা জানে তোমরা যাহা কর।”

ফেরেশতাগণ মানুষের প্রতিটি কথা লিপিবদ্ধ করেন কিনা এই ব্যাপারে আলিমগণের মতবিরোধ রহিয়াছে। হাসান বসরী ও কাতাদা (র) বলেন যে, ফেরেশতাগণ মানুষের প্রতিটি কথাই লিপিবদ্ধ করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, মানুষের যে সব কথার সওয়াব বা শাস্তি দেওয়া হইবে ফেরেশতাগণ কেবল উহাই লিপিবদ্ধ করেন।

আয়াতটি প্রথম মতের স্বপক্ষে প্রমাণ দান করে।

ইমাম আহমদ (র)..... বিলাল ইবন হারিছ মুযনী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “অনেক সময় মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমন কথা বলে যাহার বিনিময়ে সে তেমন বড় কোন সাওয়াবের আশা করে না কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাহার জন্য সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করিয়া দেন। আবার অনেকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমন কথা বলিয়া ফেলে যাহাকে সে তেমন কোন অপরাধের মনে করে না কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাহার জন্য অসন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করিয়া দেন।

আলকামা (র) বলেন : হারিছ ইবন বিলালের এই হাদীসটি আমাকে অনেক কথা হইতে বিরত রাখিয়াছে।

ইমাম তিরমিযী নাসায়ী ও ইবন মাজাহ্ (র) মুহাম্মাদ ইবন আমর (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আহনাফ ইবন কায়েস (র) বলিয়াছেন যে, ডান পার্শ্বের ফেরেশতা নেক লিপিবদ্ধ করেন এবং বাম পার্শ্বের ফেরেশতার ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করেন। মানুষ যদি কোন অন্যায় কাজ করিয়া ফেলে তখন ডান পার্শ্বস্থ ফেরেশতা বাম পার্শ্বস্থ ফেরেশতাকে বলে, থাম, এখনও লিখিও না। অতঃপর যদি সে আল্লাহর নিকট তাওবা করে তবে উহা লিখিতে নিষেধ করে আর যদি লোকটি তাওবা না করে তবে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া নেয়। (ইবন আবু হাতিম)

হাসান বসরী (র) **عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ** আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিয়াছেন, হে বনী আদম! তোমার জন্য একটি সহীফা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তোমার জন্য দুইজন সম্মানিত ফেরেশতা নিয়োজিত করা হইয়াছে। একজন তোমার ডানে আর অপরজন তোমার বামে। ডান পার্শ্বস্থ ফেরেশতা তোমার নেক কর্মগুলো সংরক্ষণ করে আর বাম পার্শ্বস্থ ফেরেশতা তোমার অসৎ কর্মগুলো সংরক্ষণ করে। এখন তুমি তোমার ইচ্ছানুযায়ী আমল কর। অল্প কর কিংবা বেশি কর। যখন তুমি মৃত্যুবরণ করিবে তখন এই সহীফাটি পেচাইয়া তোমার গলায় বাঁধিয়া তোমার সাথে কবরে রাখিয়া দেওয়া হইবে। কিয়ামতের দিন যখন তুমি আল্লাহর নিকট উপস্থিত হইবে তখন উহা তোমার সম্মুখে পেশ করা হইবে। এই প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন :

وَكُلُّ اِنْسَانٍ اِلَـٰهٌ مَّا رَاهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخِرَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يُلْقَاهُ مَنشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا -

এই উপমাটির সারমর্ম এই যে, উল্লেখিত শিয়ালটি যেমন মাটি হইতে কোনভাবে অব্যাহতি লাভ করিতে সক্ষম নয়, তেমনি তাগবে তেমনি মানুষও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে সক্ষম নয়।

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْوَعْدِ “এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে উহাই শাস্তির দিন।” উহা কিয়ামতের দিবস।

শিংগায় ফুৎকার কিয়ামতের বিভীষিকা ও পুনরুত্থান সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, “আমি কিভাবে আনন্দ ভোগ করিব। ফুৎকার দানকারী ফেরেশতা শিংগা মুখে লইয়া নতশীরে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় রহিয়াছে।” শুনিয়া সাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহা হইলে আমরা কি বলিব? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তোমরা বল, حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ এখন সাহাবাগণ বলিলেন, حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“সে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হইবে। তাহার সাথে থাকিবে চালক ও তাহার কর্মের সাথী।”

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে দুইজন করিয়া ফেরেশতা থাকিবে। একজন তাহাকে ময়দানে মাহশারে লইয়া যাইবে, অপরজন তাহার আমলের সাক্ষ্য দিবে। আলোচ্য আয়াতের বাহ্যিক অর্থ ইহাই। ইবন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন এবং তিনি বর্ণনা করেন, ইসমাইল (র)..... ছাকীফ গোত্রের একজন গোলাম ইয়াহুইয়া ইবন রাফি (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াহুইয়া ইবন রাফি (র) বলেন, হযরত উসমান (রা) একদিন খুতবা দানকালে وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন, একজন চালক তাহাকে আল্লাহর নিকট লইয়া যাইবে এবং একজন তাহার কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে।

মুজাহিদ, কাতাদা এবং ইবন যায়েদ (র) ও একইমত পোষণ করিয়াছেন।

মুতাররিফ (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন سَائِقٌ দ্বারা উদ্দেশ্য ফেরেশতা এবং شَهِيدٌ দ্বারা উদ্দেশ্য আমল। যাহাহাক এবং সুদ্দী (র)-ও ইহাই বলিয়াছেন।

ইবন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, سَائِقٌ হইল ফেরেশতা এবং شهيد লোকটি নিজেই অর্থাৎ মানুষ নিজেই নিজের আমলের সাক্ষ্য দিবে না। যাহাহাক ইবন মুযাহিম (র) একই মন্তব্য করিয়াছেন।

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ-

“তুমি এই দিবস সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার সম্মুখ হইতে পর্দা উন্মোচন করিয়াছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর।”

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এই কথাটি কাহাকে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন, এই ব্যাপারে ইবন জারীর (র) তিনটি মত উল্লেখ করিয়াছেন :

১. আল্লাহ তা'আলা কাফিরদিগকে লক্ষ্য করিয়া কথাটি বলিবেন। আলী ইবন আবু তালহা (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। যাহাহাক ইবন মুযাহিম (র) এবং সালেহ ইবন কায়সান (র)-এর মতও ইহাই।

২. উহা দ্বারা ভাল-মন্দ, মু'মিন-কাফির সর্বস্তরের লোক সকলকে লক্ষ্য করিয়াই আল্লাহ তা'আলা এই কথাটি বলিবেন। কারণ দুনিয়ার তুলনায় আখিরাত হইল জগত অবস্থার ন্যায় আর দুনিয়া হইল নিদ্রার ন্যায়। ইবন জারীর (র) এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন। ইবন জারীর (র) হুসাইন ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উবায়দুল্লাহ (র) সূত্রে ইবন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

৩. স্বয়ং নবী করীম (সা)-কে উদ্দেশ্য করিয়াই ইহা বলা হইয়াছে। য়াদ ইবন আসলাম (র) ও তাহার পুত্র এই মত পোষণ করিয়াছেন। তৃতীয় মত অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হে নবী! আপনার নিকট প্রত্যাদেশ প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত আপনি উদাসীন ছিলেন। কুরআন অবতীর্ণ করিয়া আমি আপনার সম্মুখ হইতে পর্দা উন্মোচিত করিয়া দিয়াছি। ফলে এখন আপনার দৃষ্টি শক্তি প্রখর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাহ্যিক বর্ণনাভঙ্গী দ্বারা এই অর্থ বুঝা যায় না। বরং ব্যাপকভাবে প্রতিটি মানুষই আয়াতের আওতাভুক্ত। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষকেই বলা হইবে যে, তুমি এই দিবস সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার দৃষ্টি প্রখর হইয়াছে।

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ “তোমার সম্মুখ হইতে পর্দা উন্মোচিত করিয়াছি। ফলে অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর অর্থাৎ শক্তিশালী। কারণ কিয়ামতের দিন প্রতিটি লোকেরই চক্ষু খুলিয়া যাইবে। এমনকি কাফিরগণ পর্যন্ত সে সচেতনতা লাভ করিবে। কিন্তু সেই সচেতনতা তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন : أَسْمِعْ بِهِ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا “যেদিন তাহারা আমার নিকট আসিবে সেদিন তাহারা অনেক দেখিবে ও অনেক শুনিবে।”

অন্যত্র বলিয়াছেন :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ- رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ-

“যদি আপনি দেখিতেন, যখন অপরাধীরা মাথা নত করিয়া থাকিবে। তাহারা বলিবে, হে রব! আমরা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। আপনি আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কাজ করিয়া আসিব। আমরা পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিব।”

(২৩) وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ۝

(২৪) أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ۝

(২৫) مَنَّاءَ لِلْخِثِّ الْمُضَيَّاتِ مُرْيَبٍ ۝

(২৬) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ قَالَ لَيْسَ بِي إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(২৭) قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطَعَيْتُهُ وَلَا كُنْتُ كَانًا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

(২৮) قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ۝

(২৯) مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ۝

২৩. তাহার সংগী ফেরেশতা বলিবে, “এই তো আমার নিকট আমলনামা প্রস্তুত।”

২৪. আদেশ করা হইবে নিষ্কেপ কর, “জাহান্নামে প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে—”

২৫. কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, সীমা লংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী।”

২৬. যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহ গ্রহণ করিবে তাহাকে কঠিন শাস্তিতে নিষ্কেপ কর।

২৭. তাহার সহচর শয়তান বলিবে, ‘হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমি তাহাকে অবাধ্য হইতে প্ররোচিত করি নাই। বস্তুত সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত।’

২৮. আল্লাহ বলিবেন, “আমার সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করিও না; তোমাদিগকে আমি তো পূর্বেই সতর্ক করিয়াছি।

২৯. ‘আমার কথার রদবদল হয় না এবং আমার বান্দাদিগের প্রতি কোন অবিচার করি না।’

তাফসীর : তালাহ তা’আলা বলিতেছেন যে, মানুষের আমল সংক্রান্ত ব্যাপারে নিয়োজিত ফেরেশতা কিয়ামতের দিন মানুষের আমল সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে এবং বলিবে, لَدَيَّ مَا لَدَيَّ (এই তো আমার নিকট আমলনামা প্রস্তুত)। অর্থাৎ

তোমার আমলনামা আমার নিকট হুবহু প্রস্তুত রহিয়াছে। ইহাতে একটু কমও লিখা হয় নাই আবার একটু বাড়াইয়াও লিখা হয় নাই।

মুজাহিদ (র) বলেন, যে ফেরেশতা মানুষকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করিবে ইহা তাহার কথা। সে বলিবে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যাহার ব্যাপারে নিয়োজিত করিয়াছিলেন আমি তাহাকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি। এইতো সেই লোক।

ইবন জারীর (র) বলেন, আমার মতে আয়াত দ্বারা চালক ফেরেশতা ও সাক্ষ্যদানকারী ফেরেশতা উভয়কেই বুঝানো হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা সৃষ্টির মাঝে ইনসাফের সহিত বিচার করিবেন এবং বলিবেন : أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ “প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে জাহান্নামে নিষ্কেপ কর।”

القيا শব্দটি দ্বিবচন, কোন কোন নাহ বিশেষজ্ঞ বলেন, আরবের এক শ্রেণীর লোক একবচনের ক্ষেত্রে দ্বিবচন ব্যবহার করিয়া থাকে। যেমন : হাজ্জাজ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিতেন يَأْخُرْسِي إِضْرِبًا عُنْفُةً অর্থাৎ হে আমার জল্পাদ তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও। এখানে اضرب একবচনের স্থলে দ্বিবচন ব্যবহার করা হইয়াছে। ইবন জারীর (র) এই প্রসঙ্গে একটি আরবী কবিতা উল্লেখ করিয়াছেন।

فان تزجراني يا ابن عفان انزجره * وتتركاني احم عرضا منعا

কেহ বলিয়াছেন, القيا ফেয়েলটির শেষের আলিফ মূলত ছিল নون তাক্বিদ সহজ করার জন্য নون তাক্বিদ আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হইয়াছে। কিন্তু এই ধারণাটি অমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ ওয়াকফের অবস্থা ব্যতীত এই ধরনের ব্যবহারের কোন নিয়ম নাই।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই ধরনের মনে হয় যে, উপরি-উল্লিখিত চালক ও সাক্ষ্যদাতা উভয় ফেরেশতাকে এই নির্দেশ দেওয়া হইবে। অর্থাৎ যখন চালক ফেরেশতা লোকটিকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করিবে এবং সাক্ষ্যদানকারী ফেরেশতা তাহার আমল সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে, তখন আল্লাহ তা’আলা প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে জাহান্নামে নিষ্কেপ করিবার জন্য ফেরেশতাদ্বয়কে নির্দেশ দিবেন।

أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ অর্থাৎ “প্রত্যেক কট্টর কাফির, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও মিথ্যার ধ্বজাধারীকে জাহান্নামের আগুনে নিষ্কেপ কর।”

مَنَّاءَ لِلْخِثِّ الْمُضَيَّاتِ مُرْيَبٍ অর্থাৎ যে ব্যক্তি হক বা দায়িত্ব আদায় করে না, কোন সৎকর্ম করে না, আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখে না ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে দান-খয়রাত করে না। এক কথায় প্রতিটি কল্যাণকর কাজ হইতে যে নিজে বিরত থাকে এবং অন্যদেরকেও বাধা প্রদান করে।

مُعْتَدٍ অর্থাৎ অপব্যয়কারী।

কাতাদা (র) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কথাবার্তা, চাল-চলন ও কাজ-কর্মে সীমা লংঘন করে।

مُرِيبٍ অর্থাৎ সন্দেহ পোষণকারী।

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক সাব্যস্ত করিয়া তাহার উপাসনা করে।

فَأَلْفَيْاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ “তাহাকে কঠিন শাস্তিতে নিষ্ক্ষেপ কর।”

পূর্বে একটি হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন জাহান্নাম মানুষের সামনে গর্দান বাহির করিয়া উচ্চস্বরে ঘোষণা করিবে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তিন ব্যক্তির দায়িত্বে নিয়োজিত করিয়াছেন। ১. উদ্ধত অত্যাচারী কাফির, ২. আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারী ও ৩. ছবি অংকনকারী। ময়দানে মাহশারে সমবেত সকলেই এই ঘোষণাটি শুনিতে পাইবে।

ইমাম আহমদ (র)..... আবু সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “কিয়ামতের দিন দোষখ হইতে একটি গর্দান বাহির হইয়া ঘোষণা করিবে যে, আজ আমি তিন ব্যক্তির দায়িত্বে নিয়োজিত হইয়াছি। ১. উদ্ধত অত্যাচারী ব্যক্তি, ২. আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারী ও ৩. অন্যায়ভাবে হত্যাকারী। অতঃপর তাহাদিগকে জাহান্নামের অতলে নিষ্ক্ষেপ করা হইবে।

“তাহার সাথী বলিবে।” قَالَ قَرِينُهُ

ইবন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, কাতাদা (র) ও অন্যরা বলিয়াছেন : যে শয়তানকে মানুষের পিছনে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সে বলিবে : رَبَّنَا مَا أَطَغَيْتُهُ “হে রব! আমি তাহাকে বিভ্রান্ত করি নাই।”

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাফির অবস্থায় কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হইবে, শয়তান তাহার সম্পর্কে বলিতে : رَبَّنَا مَا أَطَغَيْتُهُ “হে আমার প্রতিপালক আমি তাহাকে বিভ্রান্ত করি নাই।”

“সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত” وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ প্ররোচনা দিয়া তাহাকে বিভ্রান্ত করি নাই বরং সে নিজেই বিভ্রান্ত ছিল, সে নিজেই জানিয়া বুঝিয়া মিথ্যা পথ অবলম্বন করিয়াছে ও সত্যদ্রোহীতা করিয়াছে। তাহার এই অপরাধের জন্য আমি দায়ী নই।

যেমন আল্লাহ তা'আলা এই প্রসংগে অন্যত্র বলিয়াছেন :

قَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنْ كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ - إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ-

অর্থাৎ “যখন সব কিছুর মীমাংসা হইয়া যাইবে তখন শয়তান বলিবে, আল্লাহ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি নাই। আমার তো তোমাদিগের উপর কোন আধিপত্য ছিল না। আমি কেবল তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করিও না। তোমরা নিজদিগেরই প্রতি দোষারোপ কর। আমি তোমাদিগের উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নহি এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নহ। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহর শরীক করিয়াছিলে তাহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। জালিমদিগের জন্য তো মর্মভূদ শাস্তি আছেই।”

“আল্লাহ বলিবেন, ‘তোমরা আমার নিকট বাক-বিতণ্ডা করিও না।’

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষ তাহার সাথী শয়তান আল্লাহর সম্মুখে পরস্পর বাক-বিতণ্ডা করিবে। মানুষ বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার নিকট সত্য আসিবার পর এই শয়তানই আমাকে উহা হইতে বিভ্রান্ত করিয়াছে। শয়তান বলিবে, ‘হে রব! আমি তাহাকে বিভ্রান্ত করি নাই। সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত।’ তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন : لَاتَخْتَصِمُوا “তোমরা আমার নিকট বাক-বিতণ্ডা করিও না।” وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ “রাসূল পাঠাইয়া, কিতাব অবতীর্ণ করিয়া এই ব্যাপারে আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম। এবং তোমাদের মাঝে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।”

“আমার এখানে কোন কথার রদবদল হয় না।” وَمَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন, অর্থাৎ যাহা সিদ্ধান্ত করিবার ছিল আমি তাহা করিয়া ফেলিয়াছি।

“আমি আমার বান্দাদিগের প্রতি কোন অবিচার করি না।” وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ

অর্থাৎ আমি একজনের অপরাধের কারণে অন্যজনকে শাস্তি দেই না। প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রত্যেককে নিজ নিজ অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিব।

(২০) يَوْمَ نَقُولُ لِبَعْضِ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ

(২১) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ

(২২) هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ

(২৩) مَنْ عَشِيَ الرَّحْمَنُ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ

(২৪) إِذْ هَلُّوْهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ

(২৫) لَهُمْ تَأْيِشَاءُ وَن فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

৩০. সেই দিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করিব, 'তুমি কি পূর্ণ হইয়া গিয়াছ?' জাহান্নাম বলিবে, "আরও আছে কি?"

৩১. আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হইবে মুতাকীদে—কোন দূরত্ব থাকিবে না।

৩২. ইহারই প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল—প্রত্যেক আল্লাহ্ অভিমুখী, হিফাজতকারীর জন্য—

৩৩. যাহারা না দেখিয়া দয়াময় আল্লাহ্কে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়।

৩৪. তাহাদিগকে বলা হইবে, 'শান্তির সহিত তোমরা উহাতে প্রবেশ কর; ইহা অনন্ত জীবনের দিন।'

৩৫. সেখানে তাহারা যাহা কামনা করিবে তাহাই পাইবে এবং আমার নিকট রহিয়াছে তাহারও অধিক।

তাফসীর : মহান আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন, যেহেতু তিনি জাহান্নামের সঙ্গে অংগীকার করিয়াছিলেন যে, অচিরেই জাহান্নামকে অপরাধী জ্বিন ও মানব দ্বারা পূর্ণ করিবেন। তাই তাঁহার নির্দেশে জাহান্নামের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত জ্বিন ও মানবগণ জাহান্নামে নিষ্কিণ্ড হইতে থাকিবে। পরিশেষে আল্লাহ্ পাক জাহান্নামকে প্রশ্ন করিবেন, তুমি পূর্ণ হইয়াছ কি? তদুত্তরে জাহান্নাম বলিবে, আর বাকী আছে কি? তাহাদিগকেও নিষ্কিণ্ড করিলে আমি পূর্ণ হইতাম। আয়াতের অর্থ ইহাই। হাদীসেও এই অর্থের সমর্থন মিলে। যেমন :

ইমাম বুখারী (র)আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) এই আযাব প্রসঙ্গে বলেন, অপরাধীগণকে জাহান্নামে নিষ্কিণ্ড করা হইলে

জাহান্নাম বলিবে, আরও আছে কি? পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কুদরতী কদম জাহান্নামে স্থাপন করিবেন। তখন জাহান্নাম বলিয়া উঠিবে, হইয়াছে, হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, অপরাধীরা যতই জাহান্নামে নিষ্কিণ্ড হইতে থাকিবে ততই জাহান্নাম বলিতে থাকিবে—আরও আছে কি? অবশেষে আল্লাহ্ পাক আপন কুদরতী কদম জাহান্নামের মুখে স্থাপন করিবেন। তখন জাহান্নাম সভয়ে সংকুচিত হইয়া বলিয়া উঠিবে, হে আল্লাহ্! তোমার অনুগ্রহ ও ইজ্জতের কসম! যথেষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে জান্নাতে তখন অনেক জায়গা অবশিষ্ট থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন একটা নতুন জাতি সৃষ্টি করিয়া উক্ত স্থান পূরণ করিবেন।

কাতাদা (র) হইতে ইমাম মুসলিমও উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। আবানুল আত্তার এবং সুলায়মান আত্‌তায়ফী (র) কাতাদা (র) হইতে উহা বর্ণনা করেন।

হাদীস : ইমাম বুখারী (র) হযরত আবু হুরায়রা হইতে বর্ণনা করেন : রোজ হাশরে জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি পূর্ণ হইয়াছ কি? তদুত্তরে জাহান্নাম বলিবে, আরও আছে কি? তখন আল্লাহ্ পাক নিজ কুদরতী কদম জাহান্নামের উপর রাখিবেন। অমনি জাহান্নাম বলিয়া উঠিবে, যথেষ্ট হইয়াছে।

হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা) মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন। তবে আবু সুফিয়ান অধিকাংশ সময় উহা মাওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেন।

অপর এক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। মুহাম্মদ ইবন সিরীন (র) সূত্রে হিশাম ইবন হাসান ও আবু আইয়ুব (র) উহা বর্ণনা করেন। অপর হাদীস : ইমাম বুখারী (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন, একদা জান্নাত ও জাহান্নামের ভিতর বিতর্ক সংঘটিত হয়। জাহান্নাম বলিল, আমাকে সকল অহংকারী ও বুর্জয়া শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত করা হইয়াছে। জান্নাত বলিল, আমার অবস্থা তো এই যে, দুনিয়ার যত সব দুর্বল ও লাঞ্ছিত ব্যক্তিগণ আমার ভিতরে ঠাই নিবে। তখন আল্লাহ্ পাক জান্নাতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার রহমত। আমি আমার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা করি রহমত দ্বারা ভাগ্যবান করি।" অতঃপর তিনি জাহান্নামকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার আযাব। আমি যাহাকে ইচ্ছা করি এই আযাব দান করি।" অবশেষে বলেন, ইহা ঠিক যে, তোমরা উভয়ই পূর্ণ হইয়া যাইবে। তবে জাহান্নাম ততক্ষণ পূর্ণ হইবে না যতক্ষণ না আল্লাহ্ পাকের কুদরতী কদম উহার উপর স্থাপন করা হইবে। তখনই কেবল জাহান্নাম বলিয়া উঠিবে ব্যস, ব্যস, হইয়াছে। তখন সদোপনে জাহান্নামের একাংশ অপর অংশের ভিতর ঢুকিয়া যাইবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কোন বান্দার উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না। পক্ষান্তরে জান্নাতের জন্য স্থান পূর্ণ করিবার জন্য আল্লাহ্ নতুন এক জাতি সৃষ্টি করিবেন।

অপর হাদীস : ইমাম মুসলিম আবু সাঈদ খুদরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, একবার জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হইল। জাহান্নাম বলিল, আমার ভিতর সকল অহংকারী ও জালিম সম্প্রদায়ের লোকদের প্রবেশ ঘটিবে। তখন জান্নাত বলিল, আমার মধ্যে যত সব দরিদ্র ও দুর্বল লোক ঠাই নিবে। আল্লাহ্ পাক উভয়ের বিতর্ক মীমাংসা প্রসঙ্গে বলিলেন, জান্নাত! 'তুমি আমার রহমত। আমি আমার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা করুণা প্রদর্শন করি। পক্ষান্তরে হে জাহান্নাম! তুমি আমার আযাব। আমার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা শাস্তি প্রদান করি। তবে তোমাদের উভয়ই পূর্ণ হইবে।'

এই বর্ণনা কেবল ইমাম মুসলিমই করেন। ইমাম বুখারী ইহা উদ্ধৃত করেন নাই। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ। আবু সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে ভিন্নভাবে ইমাম আহমদও বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন এবং সেই বর্ণনাটি অধিকতর বিস্তারিত। যেমন :

হাম্মাদ ইবন সালামা (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন : "একদা জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর গর্ব প্রকাশে লিপ্ত হইল। জাহান্নাম বলিল, হে খোদা! আমার মধ্যে তো সকল জালিম, দাঙ্কিক, রাষ্ট্রের ক্ষমতা সম্পন্ন ও অভিভাবক শ্রেণীর লোক আশ্রয় নিবে। তদুত্তরে জান্নাত বলিল, হে পরোয়ারদিগার, আমার ভিতরে আসিয়া যত দুর্বল, দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকেরা আশ্রয় লাভ করিবে। তখন আল্লাহ্ পাক জাহান্নামকে বলিলেন, তুমি আমার শাস্তির আগার। আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তোমার দ্বারা শাস্তি প্রদান করি। পক্ষান্তরে জান্নাতকে বলিলেন, তুমি আমার করুণা যাহা প্রত্যেক বস্তুর উপর প্রসারিত ও পরিব্যাপ্ত। তবে তোমরা উভয়ই জিন ও ইনসান দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে। অতঃপর যখন জাহান্নামে উহার বাসিন্দাগণ নিক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে, তখন জাহান্নাম বলিতেই থাকিবে, আরও আছে কি? নিষ্কেপ শেষ হওয়ার পরেও যখন বলিবে, আরও আছে কি, তখন আল্লাহ্ পাক সেদিকে দৃষ্টি দিবেন এবং জাহান্নামের চাহিদা নিবৃত্ত করার জন্য নিজ কুদরতী কদম উহাতে রাখিবেন। সঙ্গে সঙ্গে জাহান্নাম সংকুচিত হইয়া বলিয়া উঠিবে- ব্যস, ব্যস, যথেষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে জান্নাতেও বেশ কিছু জায়গা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। উহা পূরণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নতুন এক জাতি সৃষ্টি করিবেন।

অপর হাদীস : আবু ইয়াল্লা (র) তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে উবাই ইবন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন : রোজ হাশরে আল্লাহ্ পাক তাঁহার পবিত্র সত্তার সহিত আমার পরিচয় ঘটাইবেন। তখন আমি তাঁহাকে এইরূপ এক সিজদা প্রদান করিব যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন। তৎপর আমি তাঁহাকে এইরূপ স্তুতি জ্ঞাপন করিব যাহাতে তিনি আমার উপর অধিকতর সন্তুষ্ট হইবেন। ফলে আমাকে তিনি সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন। ইত্যবসরে আমার উন্নতগণ জাহান্নামের উপর অবস্থিত পুলসিরাত অতিক্রম করিতে থাকিবে। কিছু লোক চোখের পলকে পার হইয়া

যাইবে। কিছু লোক তীর তীর বেগে পার হইবে। কিছু লোক দ্রুতগামী অশ্ব হইতেও দ্রুতবেগে পার হইবে। এমনকি একদলকে হামাণ্ডি দিয়া যাইতেও দেখিব। মোটকথা আমলের পার্থক্যের কারণে এই পার্থক্য দেখা দিবে। অপরদিকে জাহান্নাম আরও আছে কি? আরও আছে কি? বলিতে থাকিবে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কুদরতি কদম উহাতে রাখিবেন। তখন উহা সংকুচিত হইয়া একাংশ অপরাংশের ভিতর মিশিয়া যাইবে এবং বলিয়া উঠিবে-যথেষ্ট, যথেষ্ট। তখন আমি হাউজে কাউসারের পাশে দণ্ডায়মান থাকিব।

প্রশ্ন করা হইল, হে আল্লাহ্ রাসূল! হাউজে কাউসার কি জিনিস? হুযূর (সা) জবাবে বলিলেন, যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার কসম; হাউজে কাউসারের পানি দুধ হইতেও সাদা, মধু হইতেও মিষ্টি, বরফ হইতেও ঠাণ্ডা এবং মিশক হইতেও খুশবুদার। উহা হইতে পানি পানের পাত্রের সংখ্যা আকাশের তারা হইতেও বেশী। একবার যে উহার পানি পান করিবে তাহার আর কোনদিন পিপাসা লাগিবে না। তেমনি যে ব্যক্তি উহা পান করিতে পাইবে না তাহার পিপাসা নিবারণের আর কোন পানিই ভাগ্যে জুটিবে না। এই বক্তব্যটি ইবন জারীর (রা) পছন্দ করিয়াছেন।

আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হুযরত ইবন আবু হাতিম (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : উহার অর্থ হইল, তুমি কি পূর্ণ হও নাই? তদুত্তরে জাহান্নাম বলিবে, আমার কি আরও জায়গা আছে যেখানে কাহাকেও নিষ্কেপ করা যায়? ইকরিমা (র) হইতে হিকাম ইবন আবানও অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। উহাতেও ইবন আব্বাস (রা) **وَتَقُولُ** হইয়াছে। পক্ষান্তরে জান্নাতেও বেশ কিছু জায়গা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। উহা পূরণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নতুন এক জাতি সৃষ্টি করিবেন।

মুজাহিদ (র) হইতে ইয়াযীদ ইবন আবু মরিয়ামের সূত্রে ওয়ালিদ ইবন মুসলিম (র) বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : জাহান্নামে অবিরামভাবে অপরাধীগণের নিষ্কেপণ চলিবে। অবশেষে জাহান্নাম বলিবে, আমি তো পূর্ণ হইয়া গিয়াছি। অতঃপর বলিবে, আমার ভিতর কি আরও স্থান রহিয়াছে?

আবদুর রহমান ইবন যায়েদ ইবন আসলাম (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এই সকল ব্যাখ্যাকারদের বক্তব্য হইল এই যে, আল্লাহ্ পাক জাহান্নামের কাছে যে প্রশ্ন করিবেন, "তুমি কি পূর্ণ হইয়াছ" উহা তিনি নিজ কদম মুবারক জাহান্নামে রাখার পরই করিবেন। জাহান্নাম তখন সংকুচিত হইয়া জবাব দিবে; আমার ভিতর আরও কি কাহারও জায়গা আছে?

আওফী (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাহান্নাম এই তখনই তুলিবে যখন জাহান্নাম কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং সূচাখ পরিমাণ স্থানও অবশিষ্ট থাকিবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ পাকের বক্তব্য : وَأَزْلَفْتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কাতাদা, আবু মালিক ও সুদী (র) বলেন, وَأَزْلَفْتِ অর্থ জান্নাতকে মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হইবে এবং غير بعيد অর্থ কিয়ামতের দিন। তখন উহা এইজন্য দূরবর্তী থাকিবে না যে, উহা প্রাপ্তি নিশ্চিত এবং তাহারা উহা পাইতে চলিয়াছে। মূলতঃ যাহা নিশ্চিত তাহাই নিকটবর্তী বলিয়া বিবেচিত হয়।

أَوْابٌ حَفِيظٌ অর্থ এই অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন যাহা তোমাদের সহিত করা হইয়াছিল। এই অঙ্গীকার ছিল তাহাদের জন্য যাহারা পাপ হইতে প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, অঙ্গীকার রক্ষাকারী।

أَوْابٌ অর্থ প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, শপথ গ্রহণকারী।

حَفِيظٌ অর্থ অঙ্গীকার সংরক্ষক ও চুক্তি বাস্তবায়ক।

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ আয়াতাতংশের ব্যাখ্যায় উবায়দুল্লাহ ইবন উসাইর (র) বলেন, তাহারা সেই সকল লোক যাহারা যে কোন মজলিস শেষ করিয়াই আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

أَوْابٌ حَفِيظٌ অর্থ যে ব্যক্তি গোপন অবস্থায়ও আল্লাহকে ভয় করে, যদিও সেখানে আল্লাহ ছাড়া তাহাকে কেহই দেখিতে পায় না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “হাশরের ময়দানে যাহারা আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাইবে তাহাদের অন্যতম হইল সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর স্মরণে অশ্রু বিসর্জন করে।”

وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ অর্থ কিয়ামতের দিন সে প্রশান্ত অন্তঃকরণে উপস্থিত হইবে। যেহেতু সেই অন্তঃকরণ হইবে আল্লাহর মর্জির কাছে সমর্পিত, তাই উহাতে প্রশান্তি ও স্থিরতা বিরাজ করিবে।

أَدْخُلُوهَا অর্থ জান্নাতে প্রবেশ কর। بِسَلَامٍ শব্দের তাৎপর্য প্রসঙ্গে কাতাদা (র) বলেন, তাহারা আল্লাহ তা'আলার শান্তি হইতে নিরাপদ থাকিবে এবং আল্লাহর ফেরেশতারা তাহাদিগকে সালাম করিতে থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ অর্থ এই দিন স্থায়ীভাবে থাকিবার দিন এবং তাহারা জান্নাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকিবে। তাহাদের কখনও মৃত্যু ঘটিবে না। তাহারা কখনও স্থানান্তরিত হইবে না এবং স্থায়ী সুখ-শান্তির জন্য তাহাদিগকে কোন কটকৌশল গ্রহণ করিতে হইবে না।

অতঃপর তিনি বলেন : لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا অর্থ সেখানে তাহারা কাঙ্ক্ষিত সকল কিছুই পাইবে এবং কোন কিছুর জন্যই তাহাদের আয়াস-প্রয়াসের প্রয়োজন হইবে না।

ইবন আবু হাতিম (র) কাছীর ইবন সুরাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন : জান্নাতবাসীদের অনায়াসলব্ধ নিয়ামতরাশির অন্যতম হইল এই যে, এক খণ্ড মেঘ তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া আওয়াজ দিবে, তোমরা কি চাও ? যাহা চাহিবে তাহাই বর্ষণ করিবে। তখন জান্নাতবাসীগণ যাহা চাহিবে মেঘ হইতে তাহাই বর্ষিত হইবে।

কাছীর (র) বলেন, আমি যদি সেখানে পৌছিতে পারি আর আমার নিকট যদি মেঘ প্রশ্ন করে তুমি কি চাও, তাহা হইলে আমি বলিব, আমি চমকপ্রদ পোষাকে সজ্জিত যুবতী নারী চাই।

ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : “তোমাদের মনে যেই পাখী খাইবার ইচ্ছা জাগিবে উহা সঙ্গে সঙ্গে ভূনা হইয়া তোমাদের তোমাদের সামনে হাজির হইবে।”

ইমাম আহমদ (র) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : “যদি কোন জান্নাতীর সন্তান লাভের ইচ্ছা হয় তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্ত্রী গর্ভবতী হইয়া সন্তান প্রসব করিবে ও দেখিতে না দেখিতে সন্তান যুবক হইয়া যাইবে।”

ইমাম তিরমিযী ও ইবন মাজাহ (র) হাদীসটি বুন্দারের সূত্রে মা'আয ইবন হিশাম (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে ‘হাসান গরীব’ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বর্ণনায় كَمَا اشتهى শব্দটি যোগ করিয়াছেন। উহার অর্থ হইল, যেইরূপ তুমি আকাঙ্ক্ষা করিয়াছ।

আল্লাহ পাকের পরবর্তী আয়াত وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (আমার নিকট আরও অতিরিক্ত কিছু রহিয়াছে) মর্মার্থের দিক হইতে তাঁহার وَزِيَادَةٌ الْحُسْنَى আয়াতের মত। সুহাইব ইবন সিনান (র) হইতে সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, زِيَادَةٌ অর্থ অতিরিক্ত বলিতে মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁহার “দীদার”কে বুঝাইয়াছেন।

বাযযার ও ইবন আবু হাতিম (র) আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন : وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (আমার কাছে অতিরিক্ত কিছু রহিয়াছে) অর্থ হইল এই যে, আল্লাহ পাক প্রতি শুক্রবার জান্নাতীগণকে সাক্ষাৎ প্রদান করিবেন।

হাদীসটি আবু আবদান শাফী (র) মারফু সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার মসনাদে আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উক্ত বর্ণনায় হযরত আনাস

(রা) বলেনঃ একদা হযরত জিব্রাঈল (আ) একটি সাদা আয়না নিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে হাজির হইলেন। উহার মধ্যে একটি কালো বিন্দু ছিল। হযূর (সা) প্রশ্ন করিলেন, এইটি কি? জিব্রাঈল (আ) বলিলেন, এইটি হইল জুমআর দিন। একমাত্র আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য বিশেষ সম্মানের বস্তু হিসাবে এই দিনটি প্রদান করা হইয়াছে। ইয়াহুদী ও নাসারাসহ অন্যান্য সকল উম্মতই এই দিনটি হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। এই দিনে আপনাদের জন্য অনেক বরকত ও কল্যাণ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে এমন একটি সময় রহিয়াছে যখন আল্লাহর কাছে যাহা প্রার্থনা করা হয় তাহাই পাওয়া যায়। আমাদের নিকট এই দিনটির নাম 'ইয়াওমুল মাযীদ' (অতিরিক্ত প্রাপ্তির দিন)। হযূর (সা) জিব্রাঈল (আ)-কে পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, 'ইয়াওমুল মাযীদ' কি? জিব্রাঈল (আ) জবাবে বলিলেন, আপনার প্রতিপালক বেহেশতের ভিতর একটি প্রশস্ত ময়দান সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার মাঝখানে একটি লাল টিলা অবস্থিত। জুমআর দিন আল্লাহ যেসব ফেরেশতাকে ইচ্ছা করেন সেখানে অবতরণ করাইবেন। উহার চতুর্পার্শ্বে অবস্থিত নূরের মিসরের উপর আধিয়ায়ে কিরাম উপবিষ্ট হইবেন। তাঁহাদের পিছনের স্থান, ইয়াকুত ও যবরযদ পাথরের আসনে সিদ্বীক এবং শহীদগণ বসিবেন। অতঃপর মহান আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, আমি তোমাদের প্রতিপালক, তোমাদে সঙ্গে যে ওয়াদা করিয়াছিলাম, আমি তোমাদিগকে দান করিব। তখন জান্নাতীগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার সন্তুষ্টি প্রার্থনা করিতেছি। আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলাম। তোমাদের কাজিফত সকল কিছুই আমার কাছে রহিয়াছে। তাহা ছাড়া আমার নিকট অতিরিক্ত কিছুও রহিয়াছে।

সেই হইতে তাহাদের ভিতর জুমআর দিনের প্রতি আকর্ষণ নৃষ্টি হইবে। কারণ সেইদিন আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে উত্তম নিয়ামত প্রদান করিয়াছেন। সেই দিনই আল্লাহ পাক আরশে উপবিষ্ট হইয়াছেন। সেই দিনই তিনি আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই দিনই কিয়ামত সংঘটিত হইবে।

'আলউম্ম' কিতাবের জুম'আ সংক্রান্ত অধ্যায়ে ইমাম শাফিয়ী (র) বর্ণনাটি এই ভাবেই উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেখানে তিনি অন্য এক সূত্রেও আনাস ইবন মালিক (রা)-এর হাদীসটি উদ্ধৃত করেন। তাহা ছাড়া আনাস (রা) হইতে উসমান ইবন উমাইরের সূত্রে ইবন জারীর (র)-ও তাহা বর্ণনা করেন। উহাতে আরও বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। উক্ত কিতাবে আনাস (রা) হইতে মাওকুফ সূত্রে একটি দীর্ঘ 'আছার'ও বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে সংশ্লিষ্ট আয়াতাংশ সম্পর্কে অনেক দুর্লভ বক্তব্য রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন : জান্নাতী ব্যক্তি সত্তর বৎসর পর্যন্ত এক দিকেই ধ্যানমগ্ন হইয়া তাকাইয়া থাকিবে। অতঃপর এক হ্র আসিয়া তাহার কাঁধে হাত দিয়া তাহার দিকে ফিরাইবে। তাহার দেহের বর্ণ এইরূপ সুশ্রী ও স্বচ্ছ হইবে যে, তাহার দিকে তাকাইয়া

জান্নাতী ব্যক্তি আয়নায় নিজ চেহারা দেখার মতই নিজকে দেখিতে পাইবে। সে যেসব অলংকার পরিহিত থাকিবে উহাতে ব্যবহৃত নগণ্য একটি মতিও এইরূপ হইবে যাহার জ্যোতিতে সারা দুনিয়া আলোকিত হইতে পারে। সে সালাম করিবে। জান্নাতী ব্যক্তি জবাব দিয়া প্রশ্ন করিবে, কে তুমি? তদুত্তরে সে বলিবে, কুরআন পাকে যাহাকে 'অতিরিক্ত পাওনা' বলা হইয়াছে আমি সে 'অতিরিক্ত পাওনা'। তাহার সত্তর পাল্লা দেহাবরণ থাকিবে। তথাপি তাহার সৌন্দর্যের ঝলক এইরূপ স্বচ্ছ হইবে যে, পায়ের গোছার মধ্যকার হাড়ের সারবস্তু পর্যন্ত দেখা যাইবে। তাহার মাথায় মুকুটের সাধারণ মতির পাথরের চমকেও চতুর্দিক ঝকমক করিতে থাকিবে।

দা'রাজ হইতে আমার ইবনুল হারিছের সূত্রে আবদুল্লাহ ইব ওহাব (র)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(৩৬) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا

فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّجِيصٍ ○

(৩৭) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَا سَمْعَهُ وَهُوَ

شَهِيدٌ ○

(৩৮) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۚ

وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ○

(৩৯) فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ

قَبْلِ الْعُرُوبِ ○

(৪০) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ○

৩৬. আমি তাহাদের পূর্বে আরও কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করিয়াছি, যাহারা ছিল তাহাদের অপেক্ষা শক্তিতে ছিল প্রবল। উহারা দেশে বিদেশে ভ্রমণ করিয়া ফিরিত; অতঃপর উহাদের আর কোন আশ্রয় রহিল না।

৩৭. ইহাতে উপদেশ রহিয়াছে তাহার জন্য যাহার অন্তঃকরণ আছে অথবা যে নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করে।

৩৮. আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যকার সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছি ছয় দিনে। আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই।

৩৯. অতএব উহারা যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে।

৪০. তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে এবং সালাতের পরেও।

তাফসীর : মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, এই সব কাফির তো কোন হিসাবেরই নহে? ইহা হইতেও অনেক শক্তিশালী ও বিত্তবান সম্প্রদায়কে আমি ইতিপূর্বে ধ্বংস করিয়াছি।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ-
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ-
অর্থাৎ এমন সব সম্প্রদায় যাহারা ইহাদের তুলনায় সংখ্যায় ও শক্তিতে বহু গুণে বেশী ছিল। তাহাদের আয়ুও অনেক বেশী ছিল।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ-
অর্থাৎ ফলে তাহারা বিভিন্ন শহরে ছড়াইয়া পড়িত। আশ্রয় খুঁজিতেছিল আমার আযাব হইতে বাঁচার জন্য। কিন্তু তাহারা কোথাও আশ্রয় পাইয়াছে কি? তাহাদের সকল প্রয়াস পশুশ্রমে পরিণত হইয়াছে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ-
আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস (রা) বলেন : তাহারা বিভিন্ন শহরে স্রবণীয় সৌধরাজি ও অন্যান্য নিদর্শন করিয়াছিল। মুজাহিদ (র) উহার ব্যাখ্যায় বলেন : তাহারা বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করিয়া ফিরিত। কাতাদা (র) বলেন, তাহারা বাণিজ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য শহরে শহরে ছুটিয়া বেড়াইত। ইহাদের তুলনায় তাহাদের ব্যাপ্তি ও পরিমাণ ছিল অনেক বেশী।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ-
কেহ শহর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে আরবী ভাষায় বলা হয় : نَقَبَ فِي الْبِلَادِ অর্থাৎ যে বিভিন্ন শহর ভ্রমণ করিয়াছে। কবি ইমরাউল কায়েস বলেন :

لَقَدْ نَقَيْتُ فِي الْإِفَاقِ حَتَّى- رَضِيَتْ مِنَ الْغَمِيمَتِ بِالْأَيَابِ

অর্থাৎ আমি এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়াছি। এমনকি প্রচুর সম্পদ পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ-
অর্থাৎ কোথাও কি পালাইল? বাঁচার ঠাই পাইয়াছে? আমার নির্ধারিত শাস্তি হইতে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলি রক্ষা পায় নাই। তাহাদের পালাইয়া বাঁচার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তাহাদের প্রচুর ধনবল ও জনবল কোনই কাজে আসে নাই। তাহারাও সমকালীন নবীগণকে অস্বীকার করিয়াছিল। ফলে আমার গজব তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছে। সুতরাং ইহাদেরও আমার গজব হইতে পালাইয়া বাঁচার কোন আশ্রয় জুটিবে না।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন : اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى اَرْثًا ۗ يٰۤاٰهٰرَ الْاَسْمٰعِ وَهُوَ شٰهِيْدٌ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى اَرْثًا ۗ يٰۤاٰهٰرَ الْاَسْمٰعِ وَهُوَ شٰهِيْدٌ ۗ
অর্থ হৃদয় বা অন্তঃকরণ। মুজাহিদ উহার অর্থ করিয়াছেন, জ্ঞান।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى اَرْثًا ۗ يٰۤاٰهٰرَ الْاَسْمٰعِ وَهُوَ شٰهِيْدٌ ۗ
অর্থ সে গুরুত্ব সহকারে কথাগুলো শ্রবণ করে, জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করে এবং অন্তর দ্বারা অনুভব করে।

মুজাহিদ বলেন : اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى اَرْثًا ۗ
অর্থ শুধু কান দিয়া শুনিলে চলে না, মনঃসংযোগ ছাড়া।

যাহ্‌হাক (র) বলেন : اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى اَرْثًا ۗ
যখন কোন লোক একাগ্রচিত্তে কান দিয়া শোনে তখন আরবরা বলে اَلْقَى فَاِنَّ سَمْعَهُ

সুফিয়ান সওরী (র) সহ অন্যরাও অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ-

অর্থাৎ আমি নভোমণ্ডল ও পৃথিবী এবং উহার অন্তর্গত সকল কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছি। অথচ আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই। ইহা দ্বারা আল্লাহ পাক ইহাই প্রমাণ করেন যে, মাত্র ছয় দিনে যিনি অনায়াসে এইরূপ বিশাল ব্যাপার ঘটাইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে দ্বিতীয়বার ধ্বংস ও মরণোত্তর জগত ও জীবন সৃষ্টি করা তো কোন ব্যাপারই নহে।

কাতাদা (র) বলেন, অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা বলিয়া থাকে, আল্লাহ তা'আলা ছয় দিনে আসমান-যমীন সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিন শনিবারে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তাই তাহারা সেই দিনটিকে বিশ্রাম দিবস নাম দিয়া সাপ্তাহিক ছুটি ভোগ করে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই অবাস্তব ধারণা বাতিল করার জন্য বলেন :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ-
অর্থাৎ “আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই।”

অর্থাৎ ক্লান্তি, শ্রান্তি, হয়রানী।

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন :

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتٰى بَلٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

“তাহারা কি দেখিতে পায় না যে, আল্লাহ তা'আলাই নভোমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাতে তিনি সামান্যতম ক্লান্তিও অনুভব করেন নাই। সেই আল্লাহ

কি মৃতকে জীবিত করিতে পারিবেন না? নিশ্চয়ই পারিবেন। তিনি তো সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।”

তিনি অন্যত্র বলেন : لَخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ অর্থাৎ “মানুষ সৃষ্টি হইতে নভোমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি অবশ্যই কঠিন কাজ।”

অন্যত্র তিনি বলেন : أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا অর্থাৎ “তোমাদিগকে সৃষ্টি করা কি অধিক কঠিন না আসমান সৃষ্টি করা?” এখানেও মানুষ সৃষ্টি হইতে আকাশ সৃষ্টি অধিকতর কঠিন কাজ বলা হইয়াছে।

তাই তিনি এখানে বলেন :

فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ অর্থাৎ অতএব উহারা যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর। তাহারা তোমাকে অস্বীকার করিলে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ অর্থাৎ আর তোমার কাজ হইল তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস মহিমা ঘোষণায় রত থাকা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে। সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের ওয়াক্ত ও সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের ওয়াক্ত এবং রাতের তাহাজ্জুদ সালাত রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁহার উম্মতগণের উপর এক বৎসর ওয়াজিব ছিল। অতঃপর উম্মতের উপর হইতে ওয়াজিব হওয়ার বিধান রহিত করা হয় এবং মি'রাজের রাতে ফজর ও আসর সহ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওয়াকী' (র)জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জারীর (রা) বলেন :

আমরা এক পূর্ণিমার রাতে হযূর (সা)-এর গৃহে অবস্থান করিলাম। তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তোমরা যখন আল্লাহ পাকের দরবারে নীত হইবে তখন তোমাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ তা'আলাকে এইরূপ দেখিতে পাইবে, যেইরূপ তোমরা আজ পূর্ণিমার চাঁদ দেখিতেছ। সেখানে তোমাদের কোন ভীড় ঠেলিয়া দেখিতে হইবে না। অতএব তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামায কখনও ছাড়িবে না। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন :

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ

বুখারী ও মুসলিম সহ একদল হাদীসবেত্তা এই হাদীসটি ইসমাঈলের সূত্রে বর্ণনা করেন।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ অর্থাৎ রাতের একাংশেও তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণার জন্য সালাত আদায় কর। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

অর্থাৎ “রাতের গভীরে তাহাজ্জুদ সালাত অতিরিক্ত ইবাদত, যাহা তোমার জন্য নির্দিষ্ট। অচিরেই তোমার প্রভু তোমাকে ‘মাকামে মাহমুদ’ বা প্রশংসিত অবস্থানে সমাসীন করিবেন।”

وَأَذْبَارَ السُّجُودِ অর্থাৎ সিজদাসমূহ তথা সকল সালাতের পর।

ইব্ন আবু নাজীহ (র)ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : উহার অর্থ হইল সালাতের পরে তাসবীহ পাঠ। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা হইতেও তাহাই প্রমাণিত হয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, সুস্থ মুহাজিরগণ হযূর (সা)-এর দরবারে আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! বিত্তবান লোকেরা স্থায়ী নিয়ামতরাজী ও উচ্চমর্যাদার অধিকারী হইবে। হযূর (সা) প্রশ্ন করিলেন, কিভাবে? তাহারা উত্তর দিল, আমাদের ন্যায় সালাত, সাওম তো তাহারা করেই, পরন্তু তাহারা দান সদকা করে ও গোলাম আযাদ করে। অথচ আমরা তাহা পারি না। তখন হযূর (সা) বলিলেন, আইস, আমি তোমাদিগকে এমন একটি আমল শিখাইয়া দিব, যাহা করিয়া তোমরা তাহাদের হইতে অনেক আগাইয়া যাইবে। তাহা হইল এই যে, তোমরা প্রত্যেক সালাতের পরে তেত্রিশবার করিয়া সুবহানাল্লাহ, আল্‌হামদুলিল্লাহ ও আল্লাহ্‌ আকবর পাঠ করিবে।

অতঃপর তাহারা আবার আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা আমাদের বিত্তশালী ভাইয়েরাও শুনিয়াছে এবং তাহারাও উহা আমল করিতেছে। তখন হযূর (সা) বলিলেন : ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ : “ইহা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ যাহাকে ইচ্ছা তিনি তাহা দান করিয়া থাকেন।”

وَأَذْبَارَ السُّجُودِ সম্পর্কিত দ্বিতীয় অভিमत হইল এই যে, উহা দ্বারা মাগরিবের পরবর্তী দুই রাকআত সালাতের কথা বলা হইয়াছে। এই মতের প্রবক্তা হইলেন হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), ইমাম হাসান (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), আবু হুরায়রা (রা), আবু উসামা (রা) প্রমুখ। মুজাহিদ, ইকরিমা, শা'বী, নাখয়ী, হাসান, কাতাদা (র) প্রমুখ এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন ওয়াকী' (র)হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন : ফজর ও আসর ব্যতীত প্রত্যেক ফরয সালাতের পরে হযূর (সা) দুই রাকআত সালাত আদায় করিতেন।

উপরোক্ত হাদীসের صَلَاةٍ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ (প্রত্যেক সালাতের পর) বাক্যাংশের স্থানে আবদুর রহমান বলিয়াছেন دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ (প্রত্যেক সালাতের পিছনে)।

সুফিয়ান সগরী (র) সূত্রে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসায়ী (র) উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

ইবন আবু হাতিম (র)ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন : আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সান্নিধ্যে ছিলাম। তিনি ফজরের পূর্বে দুই রাকআত হাক্কা ধরনের নফল সালাত আদায় করিলেন। অতঃপর তিনি ঘর হইতে সালাতের জন্য বাহির হইলেন। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, “হে ইবন আব্বাস! ফজরের সালাতের পূর্বের দুই রাকআত ‘ইদ্বারান্ নুজুম্’ আর মাগরিবের সালাতের পূর্বে দুই রাকআত ‘ইদ্বারাস সুজূদ’।”

মুহাম্মদ ইবন যুবাইদা, হিশাম ও রিফাঈর সূত্রে ইমাম তিরমিযী (র)-ও হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে তিনি হাদীসটিকে ‘গরীব’ বলিয়া মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, উল্লেখিত সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি আমার জানা নাই।

মূলত বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ইবন আব্বাস (রা)-এর হাদীসের বক্তব্য এইরূপ : ‘এক রাতে ইবন আব্বাস (রা) তাঁহার খালা উম্মুল মু‘মিনীন হযরত মায়মুনা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করেন। সেই রাতে তিনি হুযর (সা) এর সহিত তের রাকআত সালাত আদায় করেন।’

অথচ পূর্বেক্ত হাদীসে অন্যরূপ বর্ণনা আসিয়াছে। এই অতিরিক্ত বর্ণনাটি ‘গরীব’। কারণ, উহাতে বর্ণিত সূত্রটি ছাড়া অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি আমাদের জানা নাই। তাহাছাড়া রিশদীন ইবন কুরাইব দুর্বল রাবী। সেক্ষেত্রে এই হাদীসের বক্তব্যটি ইবন আব্বাসের নিজস্ব বক্তব্য হইতে পারে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(৪১) وَأَسْمِعُ يَوْمَ يُنَادُوا الْمَكَاذِبَ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ۝

(৪২) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ۝

(৪৩) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ۝

(৪৪) يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سَرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ۝

(৪৫) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ

مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ۝

৪১. ওন, যেদিন এক ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান হইতে আহ্বান করিবে,

৪২. যেদিন মানুষ অবশ্যই শুনিতে পাইবে মহানাদ, সেই দিনই বাহির হইবার দিন।

৪৩. আমিই জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং সকলের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে।

৪৪. যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হইবে এবং মানুষ বাহির হইয়া আসিবে ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া; এই সমবেত সমাবেশকরণ আমার জন্য সহজ।

৪৫. উহারা যাহা বলে তাহা আমি জানি, তুমি উহাদিগের উপর জবরদস্তি করার লোক নহ; সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাহাকে উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে।

তাফসীর : মহান আল্লাহ্ পাক বলেন, হে মুহাম্মদ (সা)! শুনিয়া রাখ, এক নিকটবর্তী স্থান হইতে সেদিন ঘোষণা ঘোষণা করিবে।

কাতাদা (র) বর্ণনা করেন যে, কা'ব ইবন আহবার (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে আদেশ করিবেন যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের পাথরের উপর দাঁড়াইয়া এই ঘোষণা প্রদান কর—“হে চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়ি ও ছিন্ন ভিন্ন দেহের খণ্ড-বিখণ্ড অস্থিসমূহ! মহান আল্লাহ্ তোমাদের বিচার কার্যের জন্য আবার একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন।”

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন : يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ অর্থাৎ “যেদিন সত্য সত্যই ভয়াবহ গুরু গর্জন শুনিতে পাইবে, সেদিন তো বাহির হইবার দিন।” ইহা দ্বারা শিংগার মহা হুংকারের কথা বলা হইয়াছে। ইহার ফলে ইতিপূর্বে সে সকল মানুষ কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিত তাহাদের সব সংশয়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে। সেইদিন হইল কবর হইতে বাহির হইয়া আসার দিন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ : “নিশ্চয় আমি জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমার কাছেই সকলকে ফিরিয়া আসিতে হইবে।”

অর্থাৎ তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁহার সৃষ্টি জীবনকে প্রথমে সেইভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন পরে সেইভাবেই সৃষ্টি করিয়া পুনরুত্থিত করিবেন এবং সেই পুনরুত্থান তাঁহার জন্য স্বভাবতই পূর্ব হইতে সহজতর হইবে। সেইদিন সকল সৃষ্টজীবই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করিবে। ভাল কর্মে ভাল ফল ও মন্দ কর্মে মন্দ ফল পাইবে।

অতঃপর তিনি বলেন : يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سَرَاعًا “যেদিন ধরণী বিদীর্ণ হইবে, মানুষ দৌড়াইয়া বাহির হইয়া আসিবে।”

ইহার পদ্ধতি এই হইবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। সেই বৃষ্টি সকল মৃতের শরীর পুনর্গঠন করিবে। বৃষ্টি যেভাবে মাটিতে পড়িয়া থাক বীজ হইতে অঙ্কুরদগম ঘটায় ইহাও তদ্রূপ হইবে।

এইভাবে যখন প্রাণীসমূহের দেহ পুনর্গঠিত হইবে, তখন আল্লাহ্ ইসরাফীল (আ)-কে শিংগা ফুকিতে নির্দেশ দিবেন। তাহার শিঙ্গার ভিতর সকল প্রাণীর প্রাণ অবস্থান করিবে। যখন তিনি শিঙ্গা ফুকিবেন তখন সকল প্রাণ পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িবে। তখন আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিবেন, আমার মর্যাদা ও মহত্বের কসম, প্রত্যেকটি প্রাণ পূর্বের মতই নিজ নিজ দেহে প্রবেশ কর। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি আত্মা নিজ নিজ শরীরে প্রবেশ করিবে এবং বিষাক্ত বস্তুর বিষক্রিয়ার মতই প্রাণের প্রভাব সারা অংগ-প্রত্যংগে ছড়াইয়া যাইবে। ফলে উহা সচল ও চঞ্চল হইবে এবং আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে দৌড়াইয়া হাশরের মাঠে উপস্থিত হইবে। এ সময়টি কাফিরদের জন্য খুবই দুঃসময় হইবে।

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন :

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ لِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا-

অর্থাৎ “সেদিন তোমাদিগকে ডাকিবেন তোমরা তাহার প্রশংসা সহকারে সাড়া দিবে এবং তোমাদের ধারণা হইবে যে, খুব কম সময়ই তোমরা অবস্থান করিয়াছ।”

সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, “সর্বপ্রথম আমার কবর ফাটিয়া যাইবে।”

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন : “হাশরের মাঠে সকলকে একত্রিত করা আমার জন্য খুবই সহজ। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার সকল প্রাণী সৃষ্টি করিয়া তাহাদের উত্থান ঘটানো আমার নিকট অত্যন্ত সহজসাধ্য একটি কাজ। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন : “আমার নির্দেশ চোখের পলকে একবার বলা মাত্র কার্যকর হয়।”

অন্যত্র তিনি বলেন : مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَيْفَ شَاءَ وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ-

“তোমাদের সকলের সৃষ্টি এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান (আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট) এক ব্যক্তির সৃষ্টি ও পুনরুত্থান তুল্য। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।”

অতঃপর আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন : نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ : “তাহাদের বক্তব্য সম্পর্কে আমি সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।”

অর্থাৎ হে রাসূল (সা)! মুশরিকগণ তোমার ব্যাপারে মিথ্যা ও অবাস্তব যে সব কথাবার্তার অবতারণা করিতেছে, আমি উহা পূর্ণ মাত্রায় অবহিত। তুমি সেই সব কথায় কান দিও না।

অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ-

অর্থাৎ “হে নবী! মুশরিকদের কথায় তোমার অন্তর সংকুচিত হওয়ার ব্যাপারে আমি ভালভাবে অবহিত আছি। অতএব তোমার প্রতি আমার আদেশ হইল এই যে, তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসায় নিবৃত্ত থাক এবং নিজকে নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত রাখ। এমনকি মৃত্যু আসিবার পূর্ব পর্যন্ত নিজ প্রতিপালকের ইবাদতে লিপ্ত থাক।”

অতঃপর তিনি এখানে বলেন : وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ : “(হে নবী!) তুমি শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে পথে আনিবে ইহা তোমার কাজ নহে।”

অর্থাৎ তোমাকে আমি তাহাদের উপর শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে হিদায়াত দান করার জন্য পাঠাই নাই। তোমাকে যে সব কাজের আদেশ করা হইয়াছে উহা তাহার অন্তর্ভুক্ত নহে।

মুজাহিদ, কাতাদা ও যাহহাক (র) বলেন : وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ : অর্থাৎ তুমি তাহাদিগকে জোর করিয়া ঈমান গ্রহণ করাইও না।

অবশ্য প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কেননা যদি দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি সঠিক হইত তাহা হইলে বলা হইত لَا تَكُنْ جَبَّارًا عَلَيْهِمْ وَ অথচ তাহা না বলিয়া বলা হইয়াছে وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ অর্থাৎ তুমি তাহাদিগকে জোর করিয়া ঈমানদার বানাইতে পারিবে না এবং উহা তোমার দায়িত্বও নহে। তুমি শুধু মুবাল্লিগ।

ব্যাকরণবিদ ফাররা (র) বলেন, আরবী ভাষায় বলা হয় جَبْرًا فَلَانًا عَلَى كَذَا অর্থাৎ অমুক অমুককে উহা করিতে বাধ্য করিয়াছে। جَبْرًا এখানে অর্থেও ব্যবহৃত।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন : فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعَيْدٍ :

“যে লোক আমার সতর্কীকরণকে ভয় করে তুমি তাহাকে কুরআন দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা কর।”

অর্থাৎ হে রাসূল! তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রদত্ত রিসালাতের দিকে সকলকে ডাকিতে থাক এইজন্য যে, যাহারা আল্লাহ্র আযাবকে ভয় করিবে ও তাহার রহমত লাভের আশা রাখিবে, তাহারা অবশ্যই সেই ডাকে সাড়া দিবে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন : فَأَنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ : “আমার বাণী পৌছাইয়া দেওয়া ছাড়া তোমার আর কোন কাজ নাই। আর আমার কাজ হইল হিসাব লওয়া।”

অন্যত্র তিনি বলেন : فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيِّرٍ : “তুমি লোকদিগকে বুঝাইতে থাক, বুঝানোই তোমার কাজ। তুমি তাহাদের উপর দারোগা নিযুক্ত হও নাই।”

তিনি অন্য এক জায়গায় বলেন :

অর্থাৎ “তাহাদের হিদায়াত প্রাপ্তি তোমার দায়িত্বে নহে, বরং আল্লাহ তা’আলা যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন।”

অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে :

অর্থাৎ “তুমি ইচ্ছা করিলেই কাউকে হিদায়াত দিতে পারিবে না। বরং আল্লাহই যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন।”

তাই আল্লাহ পাক এখানে বলেন :

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ -

অর্থাৎ “শক্তি প্রয়োগ করিয়া তুমি তাহাদিগকে পথে আনিতে পারিবে না; বরং আমার ভীতি প্রদর্শনে যে ভীত হয় তাহাকে কুরআন দ্বারা বুঝাও।”

হযরত কাতাদা (র) এই আয়াত শ্রবণ করিয়া নিম্নরূপ প্রার্থনা করিতেন :

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مَنْ يَخَافُ وَعِيدَ وَيَرْجُوا مَوْعِدَكَ يَا بَارُ يَا رَحِيمَ

অর্থাৎ “আয় আল্লাহ! তুমি আমাদের অন্তর্ভুক্ত কর, যাহারা তোমার আযাবের ভয় প্রদর্শনে ভীত হয় ও যাহারা তোমার নিয়ামত লাভের আশা রাখে। হে অসীম মমতা ও রহমতের অধিকারী।”

সূরা যারিয়াত

৬০ আয়াত, ৩ রুকু', মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) وَالذَّرِيَّتِ ذَرَوْا ۝

(২) فَالْحِمْلِتِ وَقْرًا ۝

(৩) فَالْجُرِيَّتِ يُسْرًا ۝

(৪) فَالْمُقْسِمَاتِ أَمْرًا ۝

(৫) إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ ۝

(৬) وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۝

(৭) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝

(৮) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ۝

(৯) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ۝

(১০) قُنِينَ الْخَرْصُونَ ۝

(১১) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۝

(১২) يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ ۝

(১৩) يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُقْتَنُونَ ۝

(১৪) ذُوقُوا فَنتنكم. هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۝

১. শপথ ধূলি ঝঞ্ঝার,
২. শপথ বোঝাবহনকারী মেঘপুঞ্জের,
৩. শপথ স্বচ্ছন্দগতি নৌযানের,
৪. শপথ কর্ম বন্টনকারী ফেরেশতাগণের—
৫. তোমাদিগের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য।
৬. কর্মফল দিবস অবশ্যস্বাবী।
৭. শপথ বহু পথবিশিষ্ট আকাশের,
৮. তোমরা তো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত।
৯. যে ব্যক্তি সত্যব্রষ্ট সেই উহা পরিত্যাগ করে,
১০. অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা,
১১. যাহারা অজ্ঞ ও উদাসীন,
১২. উহারা জিজ্ঞাসা করে, 'কর্মফল দিবস কবে হইবে?'
১৩. বল, 'সেই দিন যখন উহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে অগ্নিতে।'
১৪. এবং বলা হইবে, 'তোমরা তোমাদিগের শাস্তি আশ্বাদন কর, তোমরা এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছিলে।'

তাফসীর : শু'বা (র) হযরত আলী ইবন আবি তালিব (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি একদা কুফার মসজিদের মিম্বরের উপর আরোহণ করিয়া বলিলেন, তোমাদিগের কুরআনের যে কোন আয়াত ও হাদীসের কোন ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন কিছু জিজ্ঞাসার থাকিলে, আমাকে প্রশ্ন কর আমি তাহার সদুত্তর প্রদান করিব। তখনই ইবনুল কুওয়া (র) দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! وَالذَّرِّيَّاتِ ذُرُوءًا এই আয়াতের অর্থ কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন : বাতাস। অতঃপর তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন فَأَلْحَامَاتِ وَفُرًا - আয়াতটির অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, মেঘপুঞ্জ। আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, وَالْجَارِيَّاتِ يَسْرًا ইহার মর্মার্থ কি?

এতদুত্তরে তিনি বলিলেন, নৌযান। আবার ঐ লোকটি জিজ্ঞাসা করিল فَأَلْحَامَاتِ ذُرُوءًا ইহার অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন ফেরেশতাগণ। এতদবিষয়ে একটি মরফু হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আবু বকর বাজ্জার (র) সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সুবাইগ তামীমী উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! وَالذَّرِّيَّاتِ ذُرُوءًا ইহার অর্থ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? উত্তরে তিনি বলিলেন : বাতাস; আর ইহা যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে না শুনিতাম তাহা হইলে আমি তোমাকে বলিতাম না। সুবাইগ আবার জিজ্ঞাসা করিল, فَأَلْحَامَاتِ ذُرُوءًا ইহার অর্থ কি আমাকে অবগত করুন। উত্তরে তিনি বলিলেন, ফেরেশতাগণ; আর আমি যদি ইহা রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে না শুনিতাম তাহা হইলে আমি তোমাকে বলিতাম না। পুনরায় সুবাইগ জানিতে চাহিয়া বলিল, وَالْجَارِيَّاتِ يَسْرًا ইহার মর্মার্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, নৌযান, আর আমি যদি ইহা রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে না শুনিতাম তাহা হইলে তোমাকে বলিতাম না। অতঃপর তিনি সুবাইগকে একশত কশাঘাৎ করার নির্দেশ দিলেন। ফলে তাহাকে কাশাঘাৎ জনিত ক্ষত শুকাইয়া গেল তখন তাহাকে ডাকিয়া পুনরায় এক শত কশাঘাৎ করার নির্দেশ দিলেন এবং তাহাকে আরোহীর সাহায্যে রওনা করাইয়া হযরত আবু মুসা আশআরী (রা)-এর নামে একটি পত্র পাঠাইয়া দিলেন। পত্রে লিখিত ছিল, এই ব্যক্তি যেন কোন সমাজে বা মজলিসে বসিতে না পারে। অল্প কিছুদিন পরই সুবাইগ আবু মুসা আশআরী (রা)-এর নিকট আসিয়া কঠোর শপথ বাক্যে তাহাকে বিশ্বস্ত করাইলেন যে, আমার চিন্তাধারা আমূল পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। পূর্বকার বন্দ আকীদা আমার অন্তরে এখন আর নাই। সুতরাং আবু মুসা আশআরী (রা) ঘটনাটি আমিরুল মু'মিনীনকে অবগত করাইলেন এবং সাথে সাথে নিজ প্রতিক্রিয়ার কথা লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাস্তবিকই সুবাইগ সংশোধিত হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রতি উত্তরে খেলাফতের দরবার হইতে এই ফরমান পাঠান হইল যে, সুবাইগকে এখন মজলিসে বসিবার অনুমতি দেওয়া হইল।

ইমাম আবু বকর বায্জার (র) বলেন, বর্ণিত হাদীসটি মূল্যমানের দিক হইতে জয়ীফ। কারণ উক্ত হাদীসটির দুইজন বর্ণনাকারী আবু বকর ইবন আবু সাবুরা ও সাঈদ ইবন সালাম সমালোচিত বিধায় হাদীসটি জয়ীফ। উপরন্তু ধারণা হইতেছে যে, প্রকৃত অর্থে হাদীসটি মওকুফ। হযরত উমর (রা)-এর নিজ ফরমান সম্পর্কিত হাদীসটি মরফু নহে, এইজন্য যে, উমর (রা)-এর সাথে সুবাইগ-এর ঘটনাটি যাহা ঘটয়াছে তাহা অতি প্রসিদ্ধ; উহাকে কশাঘাৎ এই জন্য তিনি করিয়াছিলেন যে, উহার সম্পর্কে বন্দ আকীদার ধারণা তাহার স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ছিল এবং উহার প্রশ্নের অন্তরালে ছিল সংশ্লিষ্ট আয়াত অস্বীকার করার বিকৃত মানসিকতা। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। হাফিজ ইবন আসাকির (র) সুবাইগ সম্পর্কিত ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতের যেই অর্থ উমর ফারুক (রা) ও আলী (রা) বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন

ইবন আব্বাস (রা) ও ইবন উমর (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইবন জুবাইর, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী (র) প্রমুখ মুফাসসিরগণ। ইমাম ইবন জারীর (র) ও ইবন আবু হাতিম (র) আলোচ্য আয়াতের তাকসীরে অন্য আর কোন বর্ণনার উল্লেখ করেন নাই। কেহ কেহ বলিয়াছেন, الذَّرِّيَّاتُ ইহার অর্থ 'বায়ু'। যেমন, পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে। فَالْحَمِلَاتُ وَقُرًا ইহার অর্থ মেঘপুঞ্জ, কেননা পানিকে বহন করে বায়ু। যেমন, উমর ইবন নুফয়েল এর কবিতায় বলা হইয়াছে—

واسلمت لِنَفْسِي لِمَنْ اسلمت - له المزن تحمدا عذابا زلزلا

অর্থ : আমি আমার জীবন সত্তাকে তাহার হুকুমের বেদীমূলে আনুগত্যশীল করিয়াছি, যাহার আনুগত্যে রহিয়াছে ঐ ঝঞ্ঝা বায়ু, যে পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছ মিষ্টান্ন পানি উড়াইয়া নিয়া চলে। فَالْجَارِيَّاتُ سُورًا ইহার অর্থ সর্বসম্মতিক্রমে নৌযান, যাহা পানির উপর দিয়া স্বাস্থ্য-স্বাভাবিক গতিতে ভাসিয়া চলে। কাহারো কাহারো মতে উহার অর্থ তারকাপুঞ্জ, সেই সকল তারকা যাহা আকাশের বুকে সন্তরণশীল হয় স্বাভাবিক বিধিবদ্ধ নিয়মে। এই অর্থ সংগৃহীত হইলে অধঃস্তর হইতে উর্ধ্বস্তরের দিকের অর্থে উন্নীত হইবে। অর্থাৎ প্রথমে বায়ুর শপথ করা হইয়াছে, তাহার পর মেঘপুঞ্জ, অতঃপর নক্ষত্রপুঞ্জ, অতঃপর ঐ সকল কর্মবটনকারী ফেরেশতা যাহারা আকাশের উপর অবস্থান করে, কখনো তাহারা আল্লাহ তা'আলার হুকুম নিয়া অবতীর্ণ হয়, কখনো আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনার্থে পৃথিবীতে আগমন করে, তাহাদিগের কসম করা হইয়াছে। আর যেহেতু ঐ সকল জিনিসের কসম করা হইয়াছে একমাত্র কিয়ামতকে কেন্দ্র করিয়া যেথায় মানবমণ্ডলীকে পুনরুত্থিত ও পুনর্জীবিত করা হইবে সেই লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : اِنَّمَا تُوَعَّدُونَ لِصَادِقٍ "তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যসত্য" অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার, শাস্তি তথা ভাল-মন্দ কর্মের প্রতিদান অনুষ্ঠানটি এই দিনটিতে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বহুপথ বিশিষ্ট আকাশের শপথ করিয়াছেন। হযরত ইবন আব্বাস (রা) এর করিয়াছেন সৌন্দর্যমণ্ডিত মনোরম দীপ্তিমান আকাশ। এইরূপ অর্থ করিয়াছেন— মুজাহিদ, কাতাদা, ইকরামা, সাঈদ ইবন জুবায়ের, আবু মালিক, আবু সালিহ, সুদ্দী, আওফী, রবী ইবন আনাস (র) প্রমুখ মুফাসসিরগণ।

হযরত যাহ্বাক, মিনহাল ইবন উমর ও অন্যরা বলেন : انَّ الَّذِينَ لَوَاقِعُ ۙ জলরাশির উপর নৃত্য করিয়া যাওয়া উর্মীমালা ও মরুভূমির বালুকণা এবং সবুজ শ্যামল উদ্যানের উপর দিয়া যখন বাতাস বহিয়া যায় তখন মনে হয় যেন, উহাদের উপর রাস্তা রচনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, حَبِكَ ইহাকেই বলা হয়। ইবন জারীর.... জনৈক সাহাবা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন : ان من ورائكم ان من ورائكم كذاب المضل وان رأسه من ورائه حبكًا حبكًا

বিভ্রান্তকারী মিথ্যাবাদী রহিয়াছে, যাহার মাথার পিছনের চুল 'হুবুক হুবুক' অর্থাৎ কৌকড়ানো বা কুঞ্চিত কেশ থাকিবে।" সারকথা حَبِكَ এর অর্থ কৌকড়ানো বা কুঞ্চিত। ইমাম আবু সালিহ (র) বলেন : حَبِكَ এর অর্থ প্রকাণ্ড, সে মতে আয়াতের অর্থ হইবে প্রকাণ্ড আকাশের শপথ। খুসাইফ (র) বলেন : حَبِكَ এর অর্থ সুদর্শনীয় মনোরম দৃশ্য।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ এর মর্মার্থ হইল সপ্তম আকাশ, হয়তো বা ইহা দ্বারা তাহার উদ্দেশ্য হইতে পারে স্থিতিশীল নক্ষত্রপুঞ্জ, যাহা ঐ আকাশের বুকে বিদ্যমান। উলামায়ে সালকে সালেহীনদিগের অধিকাংশের অভিমত, ذَاتِ الْحُبُكِ বহুপথ বিশিষ্ট আকাশ, ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য অষ্টম আকাশ যাহা সপ্তম আকাশের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

উল্লেখিত সকল বর্ণনাসমূহের নির্বাস ইহাই যে, সৌন্দর্যময় দীপ্তিমান আকাশের উচ্চতা, তাহার নির্মলতা ও রচনামূল্যে দক্ষতার নিপুণতা এবং তাহার দৃঢ়তা, ব্যাপক বিস্তৃতি ও চাকচিক্যপূর্ণ আলোক বিকীর্ণকারী তারকা, যাহার কিছু গতিশীল; কিছু স্থিতিশীল, সন্তরণশীল চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি সব কিছু দিয়াই আমি আল্লাহ আকাশকে সজ্জিত করিয়া তাহাকে মূল্যবান করিয়াছি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلَفٍ "তোমরা তো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত।" অর্থাৎ হে মুর্শরিক সম্প্রদায়। তোমরা তোমাদিগের চিন্তাধারা, কথাবার্তা ও অভিমতের ক্ষেত্রে সর্ববাদী মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পার নাই। হযরত কাতাদা (র) বলেন, اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلَفٍ নিশ্চয় তোমরা তো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত। অর্থাৎ কুরআনকে সত্যায়নকারী ও মিথ্যা সাব্যস্তকারীদিগের মধ্য হইতে কাহারো কাহারো সত্য নহে, এই মতদ্বৈততার ভিতরে তোমরা নিপতিত।

يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ "যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সেই উহা পরিত্যাগ করে।" অর্থাৎ এই অবস্থা তাহাদিগের হয় যাহারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট। তাহারা এই প্রকার বাতিল ও ভ্রান্ত কথাবার্তায় প্রলুব্ধ হয় এবং প্রতারিত হয়। তাহাদিগের সঠিক জ্ঞান ও সুস্থ বোধশক্তি নিঃশেষ হইয়া যায়।

আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে ফরমাইয়াছেন : فَاتَّكُم مَّا تَعْبُدُونَ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ ۙ অর্থাৎ "তোমরা স্বীয় ভ্রান্ত উপাস্যদের দ্বারা জাহান্নামীদিগের ছাড়া অন্য কাউকে প্রবঞ্চিত ও প্রতারিত করিতে পার না।"

হযরত ইবন আব্বাস (রা) ও সুদ্দী (র) বলেন, يُّؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ইহার মর্মার্থ হইল, উহা হইতে পদচ্যুত সেই হয় যে নিজেই প্রতারিত। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ, উহা হইতে দূরে সেই সরিয়া যায়, যাহাকে কামিয়াবী ও সফলতা

হইতে দূরে রাখা হইয়াছে। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, কুরআন হইতে দূরে সেই সরিয়া যায়, যে উহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পূর্ব হইতেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ অর্থাৎ “অভিশপ্ত হউক মিথ্যাচারীরা।” হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, الْخَرَّاصُونَ ইহার অর্থ মিথ্যাবাদীরা; যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য আয়াতে ফরমাইয়াছেন : كَفَرُوا مَا كُنَّا نَمُنُّ بِمَا كَانُوا يَعْبَثُونَ “মানুষ ধ্বংস হউক; সে কত অকৃতজ্ঞ।” الْخَرَّاصُونَ মিথ্যাচারী দ্বারা তাহাদিগকে উদ্দেশ্য, যাহারা বলিয়া থাকে আমরা কিয়ামতের দিবসে পুনর্জন্মিত হইব না এবং ইহা বিশ্বাসও করিব না। হযরত আলী ইবন আবি তালহা (রা) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : মিথ্যাচারীরা অভিশপ্ত হউক অর্থাৎ সন্দেহ পোষণকারীরা। এই অর্থই হযরত মা‘আয (রা) করিতেন। তিনি খুব্বায় বলিতেন, ধ্বংস হোক সন্দেহ পোষণকারীরা। হযরত কাতাদা (র) বলেন, الْخَرَّاصُونَ ইহার মর্মার্থ হইল প্রতারক, কুধারণা পোষণকারী দল।

الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞ ও উদাসীন। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন যে, ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা আল্লাহর সহিত কুফরীতে এবং কুরআন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণে একাকার। উহারা দুশমনী, সন্দেহ ও অস্বীকার মূলক প্রশ্ন করে—يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ অর্থাৎ কর্মফল দিবস কবে হইবে? তদুত্তরে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ অর্থাৎ “সেই দিন যেইদিন তাহাদিগকে অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত করা হইবে।” হযরত ইবন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ, হাসান (রা) বর্ণনা করেন, প্রজ্জ্বলিত করা হইবে অর্থাৎ অগ্নিতে শাস্তি দেওয়া হইবে। মুজাহিদ (র) আরও বলেন, অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত করা হইবে, যেমন স্বর্গকে অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত ও বিগলিত করা হয়। হযরত যায়দ ইবন আসলাম ইব্রাহীম নখয়ী, সুফিয়ান সওরী ও মুজাহিদ (র) ইহাদিগের ন্যায় সালফে সালেহীনদিগের একটি বৃহদাংশ يُفْتَنُونَ ইহার অর্থ অগ্নিদাহ করিয়াছেন।

فَتَنَّاكُمْ اٰرْثًا وَتَوَقُّوا اٰرْثًا অর্থাৎ তোমরা তোমাদিগের শাস্তি আশ্বাদন কর। ইহার অর্থ হযরত মুজাহিদ (র) فَتَنَّاكُمْ اٰرْثًا অর্থাৎ তোমাদিগের অগ্নিতে প্রজ্জ্বলন ও অন্যরা عَذَابِكُمْ অর্থাৎ তোমাদিগের শাস্তি এই তাফসীর করিয়াছেন।

هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ অর্থাৎ তোমাদিগের শাস্তি আশ্বাদন কর। তোমরা এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছিলে। ইহা তাহাদিগকে ধিক্কার, তিরস্কার ও অবজ্ঞাস্বরূপ বলা হইবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(١٥) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝

(١٦) اخذين ما اتيهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين ۝

(١٧) كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝

(١٨) وَبِالْآسَافِ هُمْ يُسْتَغْفَرُونَ ۝

(١٩) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝

(٢٠) وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۝

(٢١) وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝

(٢٢) وَفِي السَّمَاءِ رِشْقُكُمْ وَمَا تَوَعَّدُونَ ۝

(٢٣) قَوْرِبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطَفُونَ ۝

১৫. সেদিন মুত্তাকীরা থাকিবে প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে,
১৬. উপভোগ করিবে তাহা যাহা তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে দিবেন; কারণ পার্থিব জীবনে তাহারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।
১৭. তাহারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করিত নিদ্রায়।
১৮. রাত্রির শেষ প্রহরে তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত,
১৯. এবং তাহাদিগের ধন-সম্পদে রহিয়াছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।
২০. নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নির্দশন রহিয়াছে ধরিজীতে,
২১. এবং তোমাদিগের মধ্যেও! তোমরা কি অনুধাবন করিবে না?
২২. আকাশে রহিয়াছে তোমাদের রিয্ক-এর উৎস ও প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু।
২৩. আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ, অবশ্যই তোমাদিগের বাক-স্বূর্তির মতই এই সকল সত্য।

তাফসীর : পরহেযগার ও মুত্তাকী লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলিতেছেন যে, কিয়ামতের দিন তাহারা প্রস্রবণ ও ঝরনারাজি বিশিষ্ট জান্নাতে থাকিবে। পক্ষান্তরে পাপী অসৎ হতভাগ্য লোকদিগকে সেদিন শৃংখলাবদ্ধ করিয়া আঙুনে পোড়াইয়া মর্মভুদ শাস্তি দেওয়া হইবে।

اٰخِذِيْنَ مَا اٰتٰهُم رَّبُّهُم “তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে যাহা দিবেন উহারা তাহা উপভোগ করিবে।”

ইব্ন জারীর (র) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে যে সব ফারাজেজ তথা বিধান দান করেন তাহারা উহা তামীল করেন।

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ অর্থাৎ “তাহাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হইতে ফারাজেজ আসিবার পূর্বেও তাহারা সৎকর্মপরায়ণ ছিল।”

ইব্ন জারীর (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, أَخَذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তাহাদিগকে যে সব ফারাজেজ দান করেন তাহারা উহা পালন করে। إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ অর্থাৎ ফারাজেজ আসিবার পূর্বেও তাহারা সৎকার্য করিত। কিন্তু এই সনদটি দুর্বল। বিশুদ্ধ সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই বর্ণনাটি পাওয়া যায় না। উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন যুবারর উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহাতে আপত্তি রহিয়াছে। কারণ আয়াতে أَخَذِينَ শব্দটি পূর্বোক্ত وَعَيُونٍ হইতে হَال হইয়াছে। অর্থাৎ মুজাকীগণ জান্নাত ও বরনারাজিতে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ ভোগ করিবে।

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ অর্থাৎ “ইহার পূর্বে পার্থিব জীবনে তাহারা সৎ কর্মপরায়ণ ছিল।”

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন : এই প্রসঙ্গে كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ “পানাহার কর তৃপ্তির সহিত, তোমরা অতীত দিনে যাহা করিয়াছিলের তাহার বিনিময়ে।”

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগের ইহসান তথা আমলের ইখলাসের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন :

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ “তাহারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করিত নিদ্রায়।”

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোন কোন মুফাসসির বলিয়াছেন, আয়াতে لَمَّا হরফটি نَافِيَةٌ অর্থাৎ রাত্রের সামান্য একটু সময়ও এমন অতিবাহিত হইত না যাহাতে তাহারা আল্লাহর ইবাদত করিত না।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, কোন রাত এমন অতিবাহিত হইত না যাহার সামান্য সময় হইলেও তাহারা উহাতে আল্লাহর ইবাদত করিত না।

মুতারিফ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে কাতাদা (র) বর্ণনা করিয়াছেন : কোন রাত্রি এমন অতিবাহিত হইত না যাহাতে তাহারা আল্লাহর ইবাদত করিত না। রাত্রির শুরু ভাগে হউক, শেষ ভাগে হউক, তাহারা সালাত আদায় করিত।

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন, তাহাজ্জুদ পড়িয়া তাহারা রাতে অল্প সময় নিদ্রায় কাটাইত। কাতাদা (র)-ও ইহাই বলিয়াছেন।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) ও আবুল আলিয়া (র) বলিয়াছেন, তাহারা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করিত।

আবু জাফর আল বাকির (র) বলিয়াছেন, তাহারা ইশার সালাত আদায় না করিয়া ঘুমাইত না।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, আয়াতে لَمَّا হরফটি مَصْدَرِيَّةٌ অর্থাৎ রাত্রে তাহাদের নিদ্রা সামান্যই ছিল। ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন।

হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন كَانَوُ قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ এর অর্থ তাহারা রাত্রের অধিকাংশ সময় দাঁড়াইয়া সালাত আদায় করিতেন। অল্প কিছুক্ষণ নিদ্রা যাইত এবং রাতের শেষাংশে আল্লাহর নিকট তাওবা ইস্তেগফার করিতেন।

আহনাফ ইব্ন কায়স (র) বলিয়াছেন : كَانَوُ قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ এর অর্থ তাহারা রাত্রে সামান্য সময় ব্যতীত নিদ্রা যাইত না। অতঃপর তিনি বলিতেন : আফসোস! আমি উহাদের অন্তর্ভুক্ত নহি।

হাসান বসরী (র) বলেন যে, আহনাফ ইব্ন কায়স (র) বলিতেন : আমি আমার আমলকে বেহেশতবাসীদের আমলের সাথে তুলনা করিয়া দেখিতে পাই যে, তাহাদের মাঝে ও আমার মাঝে দূস্তর ব্যবধান। তাহারা এমন একটি সম্প্রদায়, আমরা যাহাদের নাগাল পাইতে পারি না। তাহারা রাত্রির অল্প সময়ই নিদ্রায় কাটাইত। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! আমার আমলকে দোজখবাসীদের আমলের সাথে তুলনা করিয়া দেখি যে, তাহারা এমন একটি সম্প্রদায় যাহাদের মধ্যে কল্যাণের লেশমাত্র নাই। তাহারা আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকার করে, আল্লাহর রাসূল (সা)-কে অস্বীকার করে এবং মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে। সুতরাং আমরা তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত যাহারা আমলের ক্ষেত্রে নেক বদকে একাকার করিয়া ফেলিয়াছে।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, বনী তামীমের এক ব্যক্তি আমার পিতাকে বলিল, হে আবু উসামা! একদল মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, كَانَوُ قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ “তাহারা রাত্রের সামান্য সময়ই নিদ্রায় কাটাইত” আমি তো এই গুণটি আমাদের মধ্যে পাইতেছি না। আল্লাহর শপথ! আমরা তো রাতের সামান্য সময়ই ইবাদতে কাটাই। তখন আমার আব্বা তাহাকে বলিলেন, খোশনসীব সেই ব্যক্তির! যে ব্যক্তি নিদ্রা আসিলে ঘুমাইয়া পড়ে আর জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করিয়া চলে।

আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায়া আগমন করিবার পর চতুর্দিক হইতে জনতা তাহার নিকট সমবেত হয়। আমিও তাহাদের মধ্যে ছিলাম।

আমি নবী করীম (সা)-এর চেহারা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা কোন মিথ্যাবাদী ব্যক্তির চেহারা হইতে পারে না। আমিই সর্বপ্রথম তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, হে লোক সকল! “তোমরা আহার করাও, আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখ, সালামের প্রসার কর এবং রাত্রিকালে মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় বিভোর থাকে তখন তোমরা জাগিয়া সালাত আদায় কর। তবেই তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে।”

ইমাম আহমদ (র)..... আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) হইতে বলিয়াছেন, আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “জান্নাতে এমন প্রাসাদ থাকিবে যাহার বহিরাংশ ভিতর হইতে এবং ভিতরের অংশ বাহির হইতে দেখা যাইবে।” আবু মুসা আশআরী (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ উহা কাহাকে দেওয়া হইবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “যে ব্যক্তি কোমল ভাষায় কথা বলে, নিরনুকে অনু দান করে এবং মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় অচেতন থাকে তখন সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সালাতে দগুয়মান অবস্থায় রাত যাপন করে, সে উহা লাভ করিবে।”

মা'মার (র) বলিয়াছেন : **كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ** এর ব্যাখ্যায় যুহরী ও হাসান (র) বলিতেন, তাহারা রাতের অধিকাংশই সালাতে কাটাইতেন।

ইবন আব্বাস (রা) ও ইবরাহীম নাখয়ী (র) বলেন : **كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ** অর্থাৎ তাহারা রাত্রিকালে ঘুমাইত না।

যাহ্যাক (র) **أَنَّهُمْ كَانُوا قَلِيلًا** কে বাক্যের সাথে মিলাইয়া **ذَلِكَ** পাঠ করিতেন এবং পরবর্তী আয়াত **كَانُوا قَلِيلًا** করিয়া **مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ** পাঠ করিতেন। কিন্তু এই মতটি কৃত্রিমতা মুক্ত নয়।

“রাত্রির শেষ প্রহরে তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত।”

মুজাহিদ (র) ও অন্যরা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাহারা রাত্রির শেষ প্রহরে সালাত আদায় করিত, কেহ কেহ বলেন : তাহারা রাত্রে দাঁড়াইয়া সালাত আদায় করিত এবং শেষ রাত্রে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিত।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন : **وَالْمُسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ** (“এবং শেষ রাত্রে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।)

ইসতেগফার যদি সালাতের মধ্যে হয়, তবে উহাই সর্বোত্তম।

সহীহ সংকলনসমূহ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করিয়া বলিতে থাকেন যে, কোন তাওবাকারী আছে কি? আমি তাহার তাওবা কবুল করিব। কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব।

আছে কোন যাচঞাকারী? সে যাহা চাইবে আমি তাহাকে উহাই দান করিব। ফজরের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এইভাবে ডাকিতে থাকেন।”

বংশধরদের জন্য হযরত ইয়াকুব (আ) এর দোয়া **سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ** (অবিলম্বে আমি তোমাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব) প্রসংগে অনেক মুফাস্সির বলেন যে, হযরত ইয়াকুব (আ) এই ইসতেগফারের জন্য শেষ রাত পর্যন্ত বিলম্ব করিয়াছিলেন।

“তাহাদের ধন-সম্পদে রহিয়াছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।”

অর্থাৎ ইহারা কেবল সালাত কায়েম করিয়া আল্লাহর হক আদায় করিয়াই ক্ষান্ত হন না, বরং যথাযথ গুরুত্বের সাথে মানুষের হকও আদায় করেন। যাকাত দান করেন, আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখেন ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি-সহমর্মিতা ইত্যাদির প্রতি যথোপযুক্ত গুরুত্ব প্রদান করিতেন।

অর্থাৎ তাহারা অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদেরকে তাহাদের সম্পদের নির্ধারিত একটি প্রদান করিতেন।

بَلَا হয় এমন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে যে অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। এমন ব্যক্তিকে সাহায্য কর ও ধনবানদের দায়িত্ব।

ইমাম আহমদ (র) হুসাইন ইবন আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হুসাইন ইবন আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “কেহ ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া ভিক্ষা করিলেও তাহার অধিকার (হক) রহিয়াছে।” আবু দাউদ (র) সুফিয়ান সওরী (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি অন্য সূত্রে আলী ইবন আবু তালিব (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

مَحْرُومٌ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে ইবন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন : **مَحْرُومٌ** এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, কোন কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কোন পেশা অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন না এবং বায়তুলমালেও তাহার কোন অংশ নাই।

হযরত আয়িশা (রা) বলেন, **مَحْرُومٌ** এমন এক ব্যক্তি যিনি জীবিকা অর্জনের জন্য কোন পেশা অবলম্বন করেছেন বটে কিন্তু তাহাতে তিনি পরিবারের ভরণপোষণ আঞ্জাম দিতে পারেন না।

যাহ্যাক (র) বলেন : যাহার সম্পদ ছিল কিন্তু কারণবশত তাহার সম্পূর্ণ সম্পদ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এই প্রসংগে আবু কিলাবা (র) বলেন : ইয়ামামায় একবার প্রবল জলোচ্ছ্বাস হইল, ইহাতে এক ব্যক্তির সমস্ত সম্পদই নষ্ট হইয়া যায়। তখন একজন সাহাবী বলিলেন, এই ব্যক্তি “মাহরুম” তথা বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্ত।

ইবন আব্বাস (রা) সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব ইবরাহীম নাখয়ী, ইবন উমর (রা) এর ভৃত্য নাফে ও আতা ইবন আবু রাবাহ (র) বলেন : যে ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহ করিতে সক্ষম নয়, তিনিই মাহরুম।

যুহরী ও কাতাদা (র) বলেন : যে ব্যক্তি অন্যের নিকট প্রার্থনা করে না তিনি মাহরুম।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং এক লোকমা বা দুই লোকমা খাবার অথবা দু’একটি খেজুর দিয়া তাকে ফিরাইয়া দেয়া হয়, সে মিসকীন নয়, বরং মিসকীন তো সেই ব্যক্তি যার ঘরে প্রয়োজন পূরণের মত সম্পদ নাই এবং কথাবার্তা ও অবস্থা দ্বারা তাহার অভাব প্রকাশ পায় না। ফলে কেহ তাহাকে দান করে না।” ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) অন্য সূত্রে এই হাদীসটি সহীহদ্বয়ে উল্লেখ করিয়াছেন।

সাঈদ ইবন জুবায়র (র) বলেন, মাহরুম সেই ব্যক্তি, যে গনীমতের সম্পদ বিতরণ করিবার পর উপস্থিত হয়।

মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (র) বলেন : হযরত উমর ইবন আব্দুল আযীয (র) একদা মক্কা শরীফ যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একটি কুকুর আসিয়া তাঁহার কাছে দণ্ডায়মান হয়। তিনি যবাহকৃত বকরীর এক টুকরা গোশত কুকুরটির দিকে ছুঁড়িয়া মারিলেন এবং বলিলেন, মানুষ বলে ইহারাও মাহরুমের অন্তর্ভুক্ত।

শাবী (র) বলেন, বহু চিন্তা করিয়াও আমি মাহরুম এর অর্থ বুঝিতে সক্ষম হই নাই।

ইবন জারীর (র)-এর মতে মাহরুম সেই ব্যক্তি যার কোন সম্পদ নাই। হযরত ছিল কিন্তু পরে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অথবা সে কামাই রোজগার করিতে সক্ষম নয়।

ইমাম সওরী (র) হাসান ইবন মুহাম্মাদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান ইবন মুহাম্মাদ (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (রা) একদিন কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য ক্ষুদ্র একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধে তাঁহারা জয়লাভ করিলেন এবং কিছু পুণীমতের মাল হস্তগত করিলেন। বন্টন করিবার সময় রাসূলুল্লাহ (রা)-এর নিকট এমন কিছু লোক উপস্থিত হয়, যাহারা গনীমত লাভের সময় উপস্থিত ছিল না। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতটি মাদানী। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আয়াতটি মাদানী নয় বরং মক্কী।

অতঃপর আল্লাহ তা’আলা বলেন : وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ “এবং পৃথিবীতে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।”

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহকে বিশ্বাস করিতে চায় তাহাদের জন্য পৃথিবীতে এমন নিদর্শন রহিয়াছে, যা দ্বারা সৃষ্টিকর্তার মাহাত্ম্য, বড়ত্ব এবং প্রবল-প্রতাপ ও ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকারের ফসলাদি, নানান ধরনের প্রাণী, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পাতা, তরু-লতা, বন-জঙ্গল, মাঠ-ময়দান, মরুভূমি, নদী-নালা, সমুদ্র, মানুষের ভাষা ও বর্ণের বৈপরীত্য বুদ্ধি-বিবেক, কামনা-বাসনা ও দৈহিক শক্তির তারতম্য, চল-চলন, দৈহিক গঠন প্রণালী ইত্যাদিতে আল্লাহর পরিচয় লাভের সুস্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে।

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ “এবং নিদর্শন রহিয়াছে, তোমাদের মধ্যেও তোমরা কি অনুধাবন কর না?”

কাতাদা (র) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের সৃষ্টিতে চিন্তা করিবে, দৈহিক গঠন প্রণালীর প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করিবে, সে বুঝিতে পারিবে যে, আল্লাহই তাহাকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা’আলা বলেন :

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ “এবং আকাশে তোমাদের জীবিকা রহিয়াছে আর যাহা তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে। অর্থাৎ আকাশে তোমাদের জীবিকার উৎস বৃষ্টি এবং প্রতিশ্রুতি জান্নাত রহিয়াছে।

ইবন আব্বাস (রা) মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকে আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করেন।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রা) বলেন : ওয়াসেল আহদাব (র) একদিন এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন, আফসোস ! আমার রিয়ক হইল আকাশে আর আমি উহা তালাশ করিতেছি যমিনে। এই কথা বলিয়া তিনি লোকালয় ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে চলিয়া যান। তিনদিন যাবত সেখানে কিছুই মিলিল না। তৃতীয় দিন হঠাৎ দেখিলেন যে, একটি তাজা খেজুরের ছড়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহার একটি ভাই যিনি তাঁহার থেকেও বুজর্গ ছিলেন, তাহার সাথে ছিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহারা দুই ভাই এইভাবে সেই জঙ্গলেই জীবন যাপন করেন।

فَوَرَبَّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مَثَلِ مَا أَنْتُمْ تَنْتَفِقُونَ “আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই তোমাদিগের বাক-স্বর্তির মতই এই সকল সত্য।”

এই আয়াতে আল্লাহ তা’আলা স্বীয় সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, কিয়ামত, পুনরুত্থান ও প্রতিদান ইত্যাদি সম্পর্কে আল্লাহর কৃত প্রতিশ্রুতি সর্বৈব সত্য। ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। অতএব হে মানব গোষ্ঠী ! তোমরা ইহাতে সন্দেহ পোষণ করিও না। যেমন যখন তোমরা কথা বল তখন তোমরা তোমাদের বাক স্বর্তিতে সন্দেহ করো না। হযরত মুয়ায (রা) কোন বিষয়ে কথা বলার সময় সংগীকে বলিতেন, তুমি যে এখানে উপস্থিত আছ, তাহা যেমন সত্য, আমার এই কথা ঠিক তদ্রূপ সত্য।

মুসাদ্দাদ (র) হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “আল্লাহ তা’আলা শপথ করিয়া কোন কথা বলিবার পরও যাহারা তাহা বিশ্বাস করিল না, আল্লাহ তা’আলা তাহাদেরকে ধ্বংস করুক।”

ইবন জারীর (র).... হাসান (র) হইতে মুরসাল পদ্ধতিতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৪) هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمَكْرَمِينَ ۝

(২৫) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۝

(২৬) قِرَاءٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَبِئَاءَ بِعِجْلِ سَمِينٍ ۝

(২৭) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۝

(২৮) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۗ قَالُوا لَا تَخَفْ ۗ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۝

(২৯) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَءٍ فَصَكَتُ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۝

(৩০) قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۝

২৪. তোমার নিকট ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত আসিয়াছে কি?

২৫. যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, ‘সালাম’। উত্তরে সে বলিল, ‘সালাম’। ইহারা তো অপরিচিত লোক।

২৬. অতঃপর ইবরাহীম তাহার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি মাংসল গো-বৎস ভাজা লইয়া আসিল।

২৭. ও তাহাদিগের সামনে রাখিল এবং বলিল, ‘তোমরা খাইতেছ না কেন?’

২৮. ইহাতে উহাদিগের সম্পর্কে তাহার মনে ভীতির সঞ্চার হইল। উহারা বলিল, ‘ভীত হইও না।’ অতঃপর উহারা তাহাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল।

২৯. তখন তাহার স্ত্রী চীৎকার করিতে করিতে সম্মুখে আসিল এবং গাল চাপড়াইয়া বলিল, ‘এই বৃদ্ধা-বৃদ্ধার সন্তান হইবে?’

৩০. উহারা বলিল, “তোমার প্রতিপালক এইরূপই বলিয়াছেন, তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।”

তফসীর : আলোচ্য কাহিনীটি সূরা হুদ এবং সূরা হিজরেও উল্লেখ করা হইয়াছে। ‘তোমার নিকট ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত আসিয়াছে কি?’

এই মেহমানগণ ছিলেন ফেরেশতা। ইহারা মানুষের আকৃতিতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আসিয়াছিলেন। আল্লাহর নিকট ইহারা বড়ই সম্মানিত।

ইমাম আহমদ (রা) ও একদল আলেম এই আয়াতের ভিত্তিতে বলিয়াছেন : মেহমানের মেহমানদারী করা ওয়াজিব। হাদীস দ্বারাও ইহাই প্রমাণিত হয়।

‘উহারা যখন তাহার নিকট প্রবেশ করিল, তখন তাহারা বলিল, ‘সালাম’। উত্তরে সে বলিল, ‘সালাম’।”

অর্থাৎ ফেরেশতাগণ ইবরাহীম (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া ‘সালামুন’ বলিয়া অভিবাदन করিলেন। ইবরাহীম (আ) ততোধিক উত্তমভাবে সালামের উত্তর দিলেন। সালামের চেয়ে উত্তমভাবে উত্তর দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা’আলা বলেন : **وَإِذَا حُيِّتُمْ** অর্থাৎ “যখন কেহ তোমাদিগকে সালাম করিবে: তোমরা তাহার চেয়ে উত্তমভাবে উত্তর দিবে কিংবা কমপক্ষে সালামের পরিমাণ উত্তর দিবে।” এই ক্ষেত্রে হযরত ইবরাহীম (আ) উত্তম পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। এই আয়াতে **سَلَامًا** নসব না পড়ে রফা পড়াই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) জানিতেন না যে, ইহারা ফেরেশতা তাই তিনি বলিলেন : ইহারা তো অপরিচিত লোক।

ফেরেশতাগণ ছিলেন, হযরত জিবরীল (আ) মিকাদীল (আ) ও ইসরাফীল (আ)। সুদর্শন যুবকের রূপ ধরিয়া তাহারা আসিয়াছিলেন। তাহাদের চোখে-মুখে ছিল গাভীরের ছাপ + এই জন্যই ইবরাহীম (আ) বলিলেন, “ইহারা তো অপরিচিত লোক।”

অর্থাৎ মেহমান দেখিয়া তাহাদের জন্য খানা প্রস্তুত করিবার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ) চুপিসারে দ্রুতগতিতে স্বীয় স্ত্রীর নিকট গেলেন।

অর্থাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি একটি মাংসল গো-বৎস ভাজা লইয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাই ছিল ইবরাহীম (আ)-এর সর্বোত্তম সম্পদ।

এই প্রসঙ্গে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা’আলা বলিয়াছেন :

অর্থাৎ “অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ভূনা করা গো-বৎস লইয়া উপস্থিত হইলেন।”

অর্থাৎ তিনি ভূনা গোশত আনিয়া মেহমানদের নিকটে রাখিয়া দিলেন।

অর্থাৎ খাদ্য দ্রব্য মেহমানদের নিকট রাখিয়া ভদ্রতার সাথে কোমল কণ্ঠে মধুর ভাষায় বলিলেন, “আপনারা খাইতেছেন না কেন?”

এই আয়াত দ্বারা আতিথ্যের নিয়ম ও ভদ্রতা জানা গেল যে, মেহমান আসার হযরত ইবরাহীম (আ) সন্তর্পণে খানা প্রস্তুত করিবার জন্য ঘরে চলিয়া গেলেন তাঁহার টেরও পাইল না। এমন বলেন নাই যে, আপনারা বসুন, আপনাদের জন্য খানা প্রস্তুত করিয়া আনিতেছি। বরং মেহমান আসার সাথে সাথে ছুপিসারে ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্রুত ঘরের সর্বোত্তম বস্তু অর্থাৎ গো-বৎস ভূনা আনিয়া মেহমানদের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। দূরে কোথাও রাখিয়া এই নির্দেশ দেন নাই যে, আপনারা এইখানে আসুন। অতঃপর যারপর নাই বিনয় ও ভদ্রতার সাথে বলিলেন : **أَلَا تَأْكُلُونَ** “আপনারা এখনও আহার শুরু করিতেছেন না কেন?” ‘খাও’ বলিয়া নির্দেশ দেন নাই। যেমন বলা হইয়া থাকে যে, অনুগ্রহপূর্বক আপনি এই কাজটি করিয়া দিন।

অর্থাৎ খাদ্যের প্রতি আগভুক মেহমানগণ হস্ত প্রসারিত করিতে না দেখিয়া ইবরাহীম (আ) ভীত হইলেন।

এই প্রসঙ্গে অন্য সূরায় বলা হইয়াছে :

فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَاتَّصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً - قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُّوطٍ وَإِمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتِ -

অর্থাৎ “ইবরাহীম (আ) যখন দেখিলেন যে, আহার্য বস্তুর প্রতি তাঁহাদের হাত অগ্রসর হইতেছে না, তখন তিনি ভীত হইলেন। (ইবরাহীম (আ)-এর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া) তাঁহারা বলিল, ভয় করিও না, আমরা লূত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি। ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী তখন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ফেরেশতাদের কথা শুনিয়া তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। অর্থাৎ লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কথা শুনিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। কারণ আল্লাহর অবাধ্যতায় তাঁহারা সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তখন ফেরেশতাগণ ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রীকে ইসহাক (আ) ও ইসহাকের ঔরসে ইয়াকুব (আ)-এর আগমনের সুসংবাদ দিলেন।

قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَلَدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا - إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ - رَحِمَتِ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ - إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ -

অর্থাৎ “ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী বলিলেন, আশ্চর্য আমার সন্তান হইবে? অথচ আমি বৃদ্ধা মহিলা আর আমার স্বামী একজন বৃদ্ধ পুরুষ। ইহা তো আশ্চর্য ব্যাপার! তাঁহারা বলিল, আল্লাহর ব্যাপার তুমি আশ্চর্য হইতেছ? তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হউক। হে নবী পরিবার! নিশ্চয় আল্লাহ প্রশংসিত, মহান।”

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এই স্থানে বলিয়াছেন :

وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ “অতঃপর উহারা তাহাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল।”

এই আয়াতে ইবরাহীম (আ)-কে সুসংবাদ দেয়ার কথা বলা হইয়াছে। বস্তুত স্বামীকে সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া মানেই স্ত্রীকে সুসংবাদ দেওয়া। কারণ স্ত্রীর উদরেই সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব সন্তানের সুসংবাদ উভয়কেই দেওয়া হইয়াছে।

অর্থাৎ সন্তানের সুসংবাদের কথা শুনিয়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী সশব্দে চীৎকার করিতে করিতে অগ্রসর হইল।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, আবু সালাহ, যাহুহাক, যায়দ ইব্ন আসলাম, সওরী, সুদী (র) আয়াতটির এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই আয়াতটিতে ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রীর চীৎকার করিয়া অগ্রসর হওয়া সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে।

অর্থাৎ তিনি হাত দ্বারা কপাল চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাটি ইব্ন মুজাহিদ ও ইব্ন ছাবিত (র)-এর।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, **فَصَكَتُ وَجْهَهَا** অর্থ সাধারণত মহিলাগণ অভিনব কোন কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া যেমন আশ্চর্যবোধ করেন, তেমন ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী বৃদ্ধ বয়সে সন্তান হওয়ার কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া স্বীয় মুখে চপেটাঘাত করিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়াছেন।

অর্থাৎ তিনি বলিলেন আমার কিভাবে সন্তান হইবে? আমি একেতো বৃদ্ধা। সন্তান ধারণের বয়স আমার শেষ হইয়া গিয়াছে। তদুপরি আমি জীবনভর বন্ধ্যা।

অর্থাৎ ফেরেশতাগণ বলিল : আপনার প্রতিপালক এমনিই বলিয়াছেন। তিনি নিঃসন্দেহে প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী। অর্থাৎ তোমাদের কে কতটুকু সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত আল্লাহ তা'আলা তাহা ভাল করিয়া জানেন এবং কথায় ও কাজে তিনি প্রজ্ঞাময়।

২৭ শ পারা

(২১) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۝

(২২) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝

(২৩) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ ۝

(২৪) مَسْؤَمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۝

(২৫) فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

(২৬) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

(২৭) وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝

৩১. ইবরাহীম বলিল, “হে ফেরেশতাগণ! তোমাদিগের বিশেষ কাজ কি?”

৩২. উহারা বলিল, “আমাদিগকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে।

৩৩. ‘উহাদিগের উপর নিক্ষেপ করিবার জন্য মাটির শক্ত ঢেলা।

৩৪. ‘যাহা সীমালংঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে।

৩৫. সেথায় যে সব মুমিন ছিল আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম।

৩৬. এবং সেথায় একটি পরিবার ব্যতীত কোন আত্মসমর্পণকারী আমি পাই নাই।

৩৭. যাহার মর্মস্তুদ শাস্তিকে ভয় করে আমি তাহাদিগের জন্য একটি নিদর্শন রাখিয়াছি।

তাফসীর : হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা অন্য আয়াতে বলিয়াছেন :

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَهُ الْبَشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ - يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَابْتِهِمْ عَذَابَ غَيْرِ مَرْدُودٍ -

অর্থাৎ “অতঃপর যখন ইবরাহীমের ভীতি দূরীভূত হইল এবং তাহার নিকট সুসংবাদ আসিল, তখন সে লূতের সম্প্রদায় সম্পর্কে আমার সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল। ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল-হৃদয় ও সতত আল্লাহ্ অভিমুখী। হে ইবরাহীম! ইহা হইতে বিরত হও; তোমার প্রতিপালকের বিধান আসিয়া পড়িয়াছে। উহাদিগের প্রতি তো শাস্তি যাহা অনিবার্য।”

আর এইস্থানে বলিয়াছেন قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ইবরাহীম বলিলেন : হে ফেরেশতাগণ! তোমরা কাহাদের ব্যাপারে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ?

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ অর্থাৎ ফেরেশতাগণ বলিলেন, আমরা একটি অপরাধী সম্প্রদায় তথা লূত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি।

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ مُّسْوَمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ অর্থাৎ “আমাদিগকে লূত সম্প্রদায়ের উপর মাটির এমন শক্ত পাথর নিক্ষেপ করিবার জন্য পাঠানো হইয়াছে, আল্লাহর নির্দেশে যাহার প্রতিটির গায়ে অপরাধীদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক অপরাধীর জন্য এক একটি পাথর চিহ্নিত করিয়া রাখা হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ সূরা আনকাবূতে বলিয়াছেন :

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ الْأَمْرَاتُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ -

অর্থাৎ “ইবরাহীম বলিল, এই জনপদে তো লূত রহিয়াছে। ফেরেশতারা বলিল, সেথায় কাহারা আছে তাহা আমরা ভাল জানি। আমরা তো লূতকে ও তাহার পরিজনবর্গকে রক্ষা করিবই, তাহার স্ত্রীকে ব্যতীত; সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।”

আর এই জায়গায় বলিয়াছেন : فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ “সেথায় যে সব মু‘মিন ছিল আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম।”

আল্লাহ তা‘আলা যাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহারা হইল হযরত লূত (আ) ও তাহার স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য পরিবারবর্গ।

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ - অর্থাৎ “সেখানে একটি পরিবার ব্যতীত আমি কোন আত্মসমর্পণকারী পাই নাই।”

মোতাযিলাদের মতে ঈমান ও ইসলাম একই বস্তু। এই দু‘য়ের মাঝে কোন পার্থক্য নাই। আলোচ্য আয়াতের ভিত্তিতে কেহ কেহ এই মতের পক্ষে রায় দিয়াছেন। কারণ আয়াতে একই সম্প্রদায়কে একবার মুসলিম আবার মু‘মিন আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

কিন্তু তাহাদের মতের সপক্ষে এই আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করা যুক্তিসংগত নয়। কারণ আলোচ্য সম্প্রদায়টি মু'মিন ছিল। আর আমাদের মতে প্রতিটি মু'মিনই মুসলিম কিন্তু প্রতিটি মুসলিম মু'মিন নয়। কাজেই তাহারা যেহেতু মু'মিন ছিল সেই হিসাবে তাহাদিগকে মুসলিম আখ্যায়িত করা বাস্তবসম্মত। তাই বলে সর্বত্রই মুমিন ও মুসলিম একই অর্থবোধক হওয়া আবশ্যিক নয়।

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ অর্থাৎ লৃত সম্প্রদায়কে মর্মান্তিক শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা আবর্জনা স্তূপে পরিণত করার মধ্যে উহাদের জন্য নির্দশন রহিয়াছে, যাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে।

(২৮) وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝

(২৯) فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَحَرًا أَوْ مَجْنُونًا ۝

(৪০) فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَةً فَبَدَأْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ۝

(৪১) وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَةَ ۝

(৪২) مَا تَذَرُونَ شَيْءًا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالْأَرْمِيمِ ۝

(৪৩) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ۝

(৪৪) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذْنَا مِنْهُمُ الصُّرُوعَةَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝

(৪৫) فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَّبِعِينَ ۝

(৪৬) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝

৩৮. এবং নিদর্শন রাখিয়াছ মুসার বৃত্তান্তে, যখন আমি তাহাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফিরাউনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম।

৩৯. তখন সে ক্ষমতার দণ্ডে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, “এই ব্যক্তি হয় যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ।”

৪০. সুতরাং আমি তাহাকে এবং তাহার দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং উহাদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম, সে তো ছিল তিরস্কার-যোগ্য।

৪১. এবং নিদর্শন রহিয়াছে ‘আদের ঘটনায়, যখন আমি তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম অকল্যাণের বায়ু;

৪২. ইহা যাহা কিছুর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল, তাহাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল।

৪৩. আরও নিদর্শন রহিয়াছে ছামুদের বৃত্তান্তে, তখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, ‘ভোগ করিয়া লও স্বল্পকাল।’

৪৪. কিন্তু উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করিল, ফলে উহাদিগের প্রতি বজ্রাঘাত হইল এবং উহারা উহা দেখিতেছিল।

৪৫. উহারা উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল না এবং উহার প্রতিরোধ করিতেও পারিল না।

৪৬. আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম ইহাদিগের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, উহারা ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

তাফসীর : আল্লাহ তা‘আলা বলিতেছেন : وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ অর্থাৎ লৃত সম্প্রদায়ের ন্যায় মুসা (আ)-এর বৃত্তান্তেও নিদর্শন রহিয়াছে। মুসা (আ)-কে আমি সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণসহ ফিরাউনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম।

فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ অর্থাৎ ফিরাউন অবাধ্যতা, দণ্ড ও অহমিকাবশত মুসা (আ) কর্তৃক আনীত সত্য হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, ফিরাউন তাহার দলবলের সহযোগিতায় মুসা (আ)-এর উপর নির্যাতন করিতে শুরু করে।

كَاتَدَا (র) বলেন, আল্লাহর দুশমন ফিরাউন স্বজাতির উপর বল প্রয়োগ করিতে শুরু করে।

ইবন যায়দ (র) বলেন, ফিরাউন তাহার সকল সাক্ষ-পাক্ষদের লইয়া মুসা (আ)-এর সত্যের দাওয়াত হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। অতঃপর ইবন যায়দ لَوْ أَنَّ لِي وَرَأَيْتُكُمْ قُوَّةً أَوْ آوَىٰ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ আয়াতটি পাঠ করেন। অর্থাৎ (তোমাদের বিরুদ্ধে যদি আমার শক্তি থাকিত কিংবা যদি আমি কোন মজবুত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে পারিতাম)। উল্লিখিত সব কয়টি ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে উত্তম।

يَأْتِي عَطْفُهُ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ অর্থাৎ “অহংকারবশত সে আল্লাহর পথ তথা সত্য হইতে ঘাড় ফিরাইয়া বাক-বিতণ্ডা করে।”

وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ অর্থাৎ ফিরাউন বলিল, হে মুসা! তুমি আমাকে যাহা বলিতেছ তাহার কারণ, হয়ত তুমি যাদুকর কিংবা মাতাল। যাদুকর বা মাতাল ছাড়া অন্য কেহ এই ধরনের কথা বলিতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ অর্থাৎ সত্য প্রত্যাক্ষানের অপরাধে আমি ফিরাউন ও তাহার সৈন্য সামন্তকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া ডুবাইয়া মারিয়াছি। কারণ সে ছিল তিরস্কারযোগ্য কাফির, সত্য ত্যাগী, অপরাধী ও খোদাদ্রোহী।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ “নিদর্শন রহিয়াছে আদের ঘটনায়, যখন আমি তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম অকল্যাণের বায়ু।”

আলোচ্য আয়াতে عَقِيمٌ শব্দের অর্থ ধ্বংসকারী যাহাতে কল্যাণের লেশমাত্র নাই। যাহূহাক, কাতাদা (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

“ধ্বংসকারী বায়ু”র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَاتَدْرُ مِنْ شَيْءٍ آتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ অর্থাৎ “সেই ধ্বংসকারী বায়ু যাহা কিছুর উপর দিয়াই বহিয়া গিয়াছিল তাহাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ধ্বংসরূপে পরিণত করিয়া দিয়াছে।”

ইমাম আবু হাতিম (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন : “বায়ুকে পৃথিবীর দ্বিতীয় স্তরে বরাদ্দ করিয়া রাখা হইয়াছে। যখন আল্লাহ তা'আলা আদ জাতিকে ধ্বংস করিবার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন বায়ু পরিচালনায় নিয়োজিত ফেরেশতাকে বলিলেনঃ বায়ু প্রেরণ করিয়া আদ জাতিকে ধ্বংস করিয়া দাও। ফেরেশতা বলিল : কতটুকু? ষাড়ের নাসারন্ধ্র পরিমাণ বায়ু পাঠাইব কি? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন : না তাহা হইলে তো পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ সমুদয় বস্তু তছনছ হইয়া যাইবে। বরং একটি আংটির হলকা পরিমাণ বায়ু পাঠাও।” এই বায়ুর কথাই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলিয়াছেন : مَاتَدْرُ مِنْ شَيْءٍ অর্থাৎ “সেই বায়ু যাহা কিছুর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল, তাহাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল।”

আলোচ্য হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী হিসাবে স্বীকৃত নয়। সম্ভবত ইহা আব্দুল্লাহ ইবনে আমরেরই কথা। ইয়ারমূকের যুদ্ধে দুইজন আহলে কিতাবের সাথে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই বর্ণনাটি তিনি তাহাদের থেকেই সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বায়ু প্রসঙ্গে হযরত সায়ীদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) বলেনঃ উহা ছিল দক্ষিণা বায়ু। সহীহ হাদীসে শু'বা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন : “আমাকে প্রভাত বায়ু দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে এবং আদ জাতিকে দক্ষিণা বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছে।

এবং নিদর্শন রহিয়াছে ছামূদ জাতির ঘটনায়, যখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, ‘ভোগ করিয়া লও স্বল্প কাল।’

ইব্ন জারীর (র) বলিয়াছেন : এই আয়াতের অর্থ, তোমরা তোমাদিগের আয়ু শেষ করা পর্যন্ত ভোগ করিয়া লও।

ছামূদ জাতির ধ্বংস প্রসঙ্গে অন্যত্র বলা হইয়াছে :

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقُ الْعَذَابِ الْهُونِ

অর্থাৎ “ছামূদ জাতিকে আমি পথ প্রদর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা হিদায়াতের পরিবর্তে ভ্রষ্টতাকেই গ্রহণ করিয়াছিল। ফলে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি তাহাদিগকে নিপাত করিয়া দিয়াছে।”

আর এই জায়গায় বলিয়াছেন :

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ فَعَبْتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ-

“আরো নিদর্শন রহিয়াছে ছামূদ জাতির বৃত্তান্তে। যখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল তোমরা কিছুকাল ভোগ করিয়া লও। কিন্তু উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের আদেশ মান্য করিল। ফলে উহাদিগের প্রতি বজ্রাঘাত হইল এবং উহারা উহা দেখিতেছিল।”

উল্লেখ্য যে, এই ঘোষণার পর তাহারা তিন দিন মাত্র আযাবের অপেক্ষা করিয়াছিল। তৃত্ব দিন প্রত্যুষেই আযাব আসিয়া পড়িয়াছিল।

অর্থাৎ আযাব আসিবার পর আর তাহারা পলায়ন করিতে পারে নাই। এমনকি উঠিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতাও কাহারো ছিল না।

অর্থাৎ বিপদে কাহারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবারও সুযোগ তাহারা পায় নাই।

অর্থাৎ “এই আদ জাতির পূর্বে আমি নূহ জাতিকেও ধ্বংস করিয়াছিলাম।”

অর্থাৎ “নূহ (আ)-এর জাতি ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।”

এই সকল কাহিনী ইতিপূর্বে বিভিন্ন সূরায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

(৪৭) وَالسَّمَاءِ بَيْنَيْهَا بَايُودٍ وَإِنَّا لَنُوسِعُونَ ○

(৪৮) وَالْأَرْضِ فَرَنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهْدُونَ ○

(৪৭) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

(৫০) فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝

(৫১) وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝

৪৭. এবং আমি আকাশ নির্মাণ করিয়াছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী।

৪৮. এবং আমি ভূমিকে বিছাইয়া দিয়াছি, আমি কত সুন্দরভাবে বিছাইয়াছি ইহা!

৪৯. আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করিয়াছি জোড়ায়-জোড়ায়, যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

৫০. আল্লাহর দিকে ধাবিত হও, আমি তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ-প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।

৫১. তোমরা আল্লাহর সংগে কোন ইলাহ স্থির করিও না, আমি তোমাদিগের প্রতি স্পষ্ট সতর্ককারী।

তাফসীর : আকাশ ও যমীনের সৃষ্টি প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَالسَّمَاءَ ۝ وَآرْضًا ۝ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ۝ অর্থাৎ "আমি আকাশকে সুউচ্চ সংরক্ষিত ছাদরূপে বানাইয়াছি আমার ক্ষমতাবলে।"

ইবন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, সওরী (র) এবং আরো অনেকে আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

অর্থাৎ আমিই আকাশকে চতুর্দিকে প্রসারিত করিয়াছি এবং কোন প্রকারের খুঁটি ছাড়া উহাকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছি। ফলে কোন কিছুর সাহায্য ব্যতীতই উহা যথাস্থানে দাঁড়াইয়া আছে।

অর্থাৎ ভূমিকে আমি সৃষ্টির জন্য বিছানা বানাইয়া দিয়াছি এবং উহাকে উহার অধিবাসীদের জন্য উত্তম বিছানাই বানাইয়াছি।

অর্থাৎ সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুকে আমি জোড়ায়-জোড়ায় বানাইয়াছি। যেমন : আসমান-যমীন, দিন-রাত, চন্দ্র-সূর্য, স্থল-সমুদ্র, আলো-অন্ধকার, ঈমান-কুফর, জীবন-মৃত্যু, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, জান্নাত-জাহান্নাম এইভাবে প্রতিটি প্রাণীকুল ও উদ্ভিদকে আমি জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ অর্থাৎ আমি এইসব কিছু এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যেন তোমরা বুঝিতে পার যে, সৃষ্টিকর্তা একজন। তাঁহার কোন অংশীদার নাই।

অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টি নৈপুণ্য দেখিয়া উহাতে স্তি করিয়া তোমরা তাঁহার প্রতি ধাবিত হও। তাঁহার কাছে আশ্রয় নাও এবং জীবনের প্রতিটি বিষয়ে তোমরা তাঁহারই উপর ভরসা কর।

"আমি [মুহাম্মদ (সা)] তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ-প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।"

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ "তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ স্থির করিও না।" অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করিও না।

"আমি তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ-প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।"

(৫২) كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ۝

(৫৩) أَتَوَاصَوْا بِهِ، بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ۝

(৫৪) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ۝

(৫৫) وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

(৫৬) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

(৫৭) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ ۝

(৫৮) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۝

(৫৯) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ وَلَا يَشْعُرُونَ ۝

(৬০) قَوْلٍ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۝

৫২. এইভাবে, উহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের নিকট যখনই কোন রাসূল আসিয়াছে, উহারা তাহাকে বলিয়াছে, “তুমি তো এক যাদুকর, না হয় এক উন্যাদ!”

৫৩. উহারা কি একে অপরকে এই যন্ত্রণাই দিয়া আসিয়াছে? বস্তুত উহারা এক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়।

৫৪. অতএব তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর, ইহাতে তুমি অপরাধী হইবে না।

৫৫. তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মু'মিনদিগের উপকারে আসিবে।

৫৬. আমি সৃষ্টি করিয়াছি জ্বিন্ এবং মানুষকে এই জন্য যে, তাহারা আমারই ইবাদত করিবে।

৫৭. আমি উহাদিগের নিকট হইতে জীবিকা চাহি না এবং ইহাও চাহি না যে, উহারা আমার আহাৰ্য যোগাইবে।

৫৮. আল্লাহই তো রিয্ক দান করেন এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত।

৫৯. জালিমদের প্রাপ্য তাহাই যাহা অতীতে উহাদিগের সম মতাবলম্বীরা ভোগ করিয়াছে। সুতরাং উহারা ইহার জন্য আমার নিকট যেন ভুরা না করে।

৬০. কাফিরদিগের জন্য দুর্ভোগ তাহাদিগের সেই দিনের, যেই দিনের বিষয়ে উহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে সাজুনা স্বরূপ বলিতেছেন যে, এই সব মুশরিকরা আপনাকে যাহা বলিতেছে, উহা কোন নতুন কথা নয়, বরং পূর্বযুগের খোদাদ্রোহী কাফিরগণও তাহাদিগের নবী রাসূলদিগকে অনুরূপ কথা বলিয়াছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ অর্থাৎ “এইভাবে, উহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের নিকট যখনই কোন রাসূল আসিয়াছে, উহারা তাহাকে বলিয়াছে, তুমি তো এক যাদুকর, না হয় এক উন্যাদ!”

অতঃপর আল্লাহ বলেন : أَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ دُونِ آلِ إِبْرَاهِيمَ نَذِيرًا ۚ بَلْ هُمْ كَافِرُونَ অর্থাৎ “তাহারা কি একে অপরকে এই যন্ত্রণাই দিয়া আসিতেছে।” অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে খোদাদ্রোহীতা ও সীমা লংঘনে ইহারা ও ইহাদের পূর্ববর্তী কাফিরগণ একই রকম। ফলে উহাদের মুখ থেকে সে কথাই প্রকাশ পায়, যাহা পূর্ববর্তী কাফিরগণ বলিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ বলেন : هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۚ وَذَكَرْهُمْ لِقَاءِ رَبِّكَ فِي يَوْمٍ أُمُودٍ ۚ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُعْتَمِدُونَ ۚ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُعْتَمِدُونَ ۚ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُعْتَمِدُونَ ۚ অর্থাৎ “হে মুহাম্মদ! আপনি উহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলুন, এই ব্যাপারে আমি আপনাকে তিরস্কার করিব না, ইহাতে আপনার কোন অপরাধ হইবে না।”

“وَذَكَرْهُمْ لِقَاءِ رَبِّكَ فِي يَوْمٍ أُمُودٍ ۚ” অর্থাৎ “আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কারণ উপদেশ মু'মিনদিগের উপকারে আসিবে।” অর্থাৎ বিশ্বাসী অন্তর উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُعْتَمِدُونَ ۚ অর্থাৎ আমি মানুষ ও জ্বিন জাতিকে আমার প্রয়োজনে সৃষ্টি করি নাই বরং শুধু এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, আমি তাহাদের উপকারের জন্য তাহাদিগকে আমার ইবাদতের নির্দেশ দিব আর তাহারা স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় আমার দাসত্ব করিবে এবং আমার পরিচয় লাভ করিবে।

আলী ইব্ন আবু তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, أَلَيْسَ لِيَعْبُدُونِ এর অর্থ أَوْ كَرِهًا أَوْ كَرِهًا أَوْ كَرِهًا أَوْ كَرِهًا অর্থাৎ যেন তাহারা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক আমার দাসত্ব স্বীকার করিয়া নেয়। ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন।

ইব্ন জুরাইজ (র)-এর মতে أَلَيْسَ لِيَعْرِفُونَنَا অর্থাৎ যেন তাহারা আমার পরিচয় লাভ করিতে পারে।

রবী ইব্ন আনাস (র) বলেন; أَلَيْسَ لِيَعْبُدُونِ অর্থাৎ আমারা ইবাদত করিবার জন্য। সুদী (র) বলেন, কতিপয় ইবাদত মানুষের উপকারে আসে আবার কতিপয় কোন উপকারে আসে না। যেমন আল্লাহ বলেন : وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ۖ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَاتٌ أَنْتُمْ لَا تَعْقِلُونَ “যদি তুমি তাহাদিগকে (মুশরিকদিগকে) জিজ্ঞাসা কর যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন? অবশ্যই তাহারা বলিবে যে, আল্লাহ।” উল্লেখ্য যে, আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা বলিয়া বিশ্বাস করা একটি ইবাদত। কিন্তু শিরকের সাথে এই ইবাদত কোন উপকারে আসিবে না।

মোটকথা সকলেই আল্লাহর ইবাদতকারী তবে কাহারো ইবাদত উপকারে আসিবে আর কাহারো ইবাদত কোন উপকারে আসিবে না।

যাহ্যাক (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে اِنْسُ ইমানদার মানুষ আর جِن দ্বারা ইমানদার জ্বিন উদ্দেশ্য।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۚ অর্থাৎ “আমি উহাদিগের হইতে জীবিকা চাহি না যে, উহারা আমার আহাৰ্য যোগাইবে। আল্লাহই তো রিয্কদাতা এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত।”

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে اِنْسُ الرِّزَّاقُ نُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ এই আয়াতটি পড়াইয়াছেন।

ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতটির সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানবমণ্ডলীকে একমাত্র তাহারই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে তাহার কোন শরীক নাই। অতএব যে ব্যক্তি তাহার আনুগত্য করিবে তিনি তাহাকে উত্তম ও উপযুক্ত প্রতিদান দিবেন আর

যে তাহার নাফরমানী করিবে তাহাকে তিনি কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন বরং গোটা সৃষ্টিকূল সর্বাবস্থায়ই তাহার মুখাপেক্ষী। তিনি তাহাদের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই তাহাদের রিয়্যকদাতা।

ইমাম আহমদ (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌পাক হাদীসে কুদসীতে বলেন, “হে আদম সন্তান! তোমরা কায়মনোবাক্যে আমার ইবাদত কর, স্বচ্ছলতা ও শান্তি দ্বারা আমি তোমদিগের মন ভরিয়া দিব এবং তোমাদের দারিদ্রতা দূর করিয়া দিব। অন্যথায় ব্যস্ততা আর দারিদ্রতায় আমি তোমাদিগকে অস্থির করিয়া রাখিব।”

ইমরান ইব্ন যায়েদা (র)-এর হাদীস হইতে ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) এই বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ ইব্ন হান্নান (র) সালাম ইব্ন শুরাহবীল (র) হইতে বর্ণনা করেন। সালাম ইব্ন শুরাহবীল বলেনঃ আমি খালিদের দুই পুত্র হাব্বা ও সওআকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমরা একদা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট যাই। তখন তিনি একটি কাজ করিতেছিলেন কিংবা একটি ঘর নির্মাণ করিতেছিলেন। আবু মুআবিয়া বলেন, তখন তিনি কি যেন ঠিক করিতেছিলেন। আমরাও তাঁহাকে সেই কাজে সহযোগিতা করিলাম। কাজ সমাপন করিয়া তিনি আমাদের জন্য দোয়া করিলেন ও বলিলেন, “মাথা ঝুঁকিয়া যাওয়া পর্যন্ত (মৃত্যু পর্যন্ত) জীবিকার ব্যাপারে নিরাশ হইও না। মনে রাখিও জনের সময় কোন মানুষ কিছুই লইয়া আসে না। কিন্তু পরক্ষণে আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুই দান করেন ও জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দেন।”

কোন কোন আসমানী গ্রন্থে আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, “হে আদম সন্তান! তোমাকে আমি আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব হেলায় খেলায় জীবন বরবাদ করিও না। আমিই তোমার জীবিকার জিম্মাদার, অতএব জীবিকার অন্বেষণে অস্থির হইও না। আমাকে সন্ধান কর, পাইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি আমাকে পাইল সে সব কিছুই পাইল আর যে আমাকে হারাইল সে সব কিছুই হারাইল। আমিই তোমার সবচেয়ে প্রিয়পাত্র।”

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ

অর্থাৎ জালিমরা সেই আযাবই ভোগ করিবে যাহা ভোগ করিয়াছিল তাহাদের সমমনা পূর্ববর্তী লোকেরা। অতএব তাহারা যেন আযাবের জন্য তাড়াহুড়া না করে। কারণ নিঃসন্দেহে তাহারা একদিন আযাবে নিপতিত হইবে।

অবশেষে আল্লাহ্ বলেন : ^{অর্থাৎ} فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ : “যাহারা প্রতিশ্রুত দিবস অর্থাৎ কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে তাহাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।”

সূরা তূর

৪৯ আয়াত, ২ রুকু', মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম মালিক (র) জুবাইর ইব্ন মুত'ইম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জুবাইর ইব্ন মুত'ইম (রা) বলেন, “আমি একদিন নবী করীম (সা)-কে মাগরিবের সালাতে সূরা তূর পাঠ করিতে শুনিয়াছি। নবী করীম (সা)-এর মত এত মধুর কণ্ঠে কুরআন পাঠ করিতে আমি আর কাউকে দেখি নাই।” ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) ইমাম মালিকের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) হযরত উম্মে সালামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন : “একদা (বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতের সময়, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আমি আমার শারীরিক অসুস্থতার অভিযোগ করিলাম। শুনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন : বাহনের পিঠে আরোহণ করিয়া তুমি সকলের পিছনে পিছনে তাওয়াফ কর। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরামর্শ অনুযায়ী তাওয়াফ করিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বায়তুল্লাহর এক পার্শ্বে সালাতে দাঁড়াইয়া সূরা তূর পাঠ করিতেছিলেন।

(১) وَالطُّورِ

(২) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ

(৩) فِي رَقٍ مَّنشُورٍ

(৪) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ

(৫) وَالشَّقْفِ الْمَرْقُوعِ ۝

(৬) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۝

(৭) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝

(৮) مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ۝

(৯) يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مُمْرًا ۝

(১০) وَ تَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝

(১১) قَوْلٍ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝

(১২) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۝

(১৩) يَوْمَ يَدْعُؤْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ۝

(১৪) هُدًى النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكذِّبُونَ ۝

(১৫) أَفَتَعَدُّ هَذَا أَمْرًا نَمُّ لَّا تُبْصِرُونَ ۝

(১৬) إِضْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا - سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

১. শপথ তুর পর্বতের,
২. শপথ কিতাবের, যাহা লিখিত আছে
৩. উন্মুক্ত পত্রে;
৪. শপথ বায়তুল মা'মুরের,
৫. শপথ সমুদ্রত আকাশের,
৬. এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের;

৭. তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী,

৮. ইহার নিবারণকারী কেহ নাই।

৯. যেই দিন আকাশ আন্দোলিত হইবে প্রবলভাবে

১০. এবং পর্বত চলিবে দ্রুত;

১১. দুর্ভোগ সেই দিন মিথ্যাশ্রয়ীদিগের—

১২. যাহারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে।

১৩. যেদিন উহাদিগকে ধাক্কা মারিতে মারিতে লইয়া যাওয়া হইবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে—

১৪. 'ইহাই সেই অগ্নি তোমরা যাহাকে মিথ্যা মনে করিতে।'

১৫. ইহা কি যাদু? না-কি তোমরা দেখিতেছ না?

১৬. তোমরা ইহাতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ঐর্ষ্যধারণ কর বা না কর উভয়ই তোমাদিগের জন্য সমান। তোমরা যাহা করিতে তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইতেছে।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা তাঁহার কুদরতের প্রমাণ বহনকারী কতিপয় সৃষ্ট বস্তুর শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, অবশ্যই তাঁহার শত্রুদেরকে শাস্তি প্রদান করা হইবে আর তাহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই।

তুর এমন পাহাড়কে বলা হয়, যাহাতে গাছ-পালা ও লতা-পাতা উৎপন্ন হয়। যেমন, হযরত মুসা (আ) আল্লাহর সাথে যেই পাহাড়ে কথোপকথন করিয়াছেন, তাহা তুররূপে অভিহিত। পক্ষান্তরে যেই পাহাড়ে গাছ-পালা উৎপন্ন হয় না, তাহাকে তুর বলা হয় না বরং আরবীতে তাহাকে جَبَلٌ বলা হয়।

এবং "শপথ লিখিত কিতাবের।"

কেহ কেহ বলেন : وَكِتَابٍ مُّسْتَوْرٍ বুলিয়া লাওহে মাহফূজকে বুঝানো হইয়াছে।

আবার কাহারো মতে উহা আল্লাহর পক্ষ হইতে দুনিয়ায় অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থসমূহ, যাহা প্রকাশ্যে লোকদিগকে পাঠ করিয়া শুনানো হয়। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা বুলিয়াছেন وَكِتَابٍ مُّسْتَوْرٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ অর্থাৎ উন্মুক্ত পত্রে লিখিত কিতাব الْمَعْمُورِ এবং বায়তুল মা'মুরের শপথ।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মি'রাজ রজনীর কাহিনী বর্ণনা প্রসংগে বলেন : "সপ্তম আকাশ অতিক্রমের পর আমাকে বায়তুল মা'মুরে লইয়া যাওয়া হয়। তাহাতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে। অতঃপর তাহাদের উহাতে পুনরায় প্রবেশের পালা আসে না।" অর্থাৎ বায়তুল মা'মুরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করিয়া তথায় আল্লাহ

(৫) وَالسَّقْفِ الْمَرْقُومِ ۝

(৬) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۝

(৭) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝

(৮) مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ۝

(৯) يَوْمَ تَنُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۝

(১০) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝

(১১) قَوْلٍ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝

(১২) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۝

(১৩) يَوْمَ يَدْعُؤْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ۝

(১৪) هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكذِّبُونَ ۝

(১৫) أَفَبِعَذَابِنَا أَسْمَأُؤْنَ لَا يَصْحُرُونَ ۝

(১৬) إِضْلُومًا قَاصِرُونَ أَوْ لَا تَصْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَّا

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

১. শপথ তুর পর্বতের,
২. শপথ কিতাবের, যাহা লিখিত আছে
৩. উন্মুক্ত পত্রে;
৪. শপথ বায়তুল মা'মুরের,
৫. শপথ সমুদ্রত আকাশের,
৬. এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের;

৭. তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী,

৮. ইহার নিবারণকারী কেহ নাই।

৯. যেই দিন আকাশ আন্দোলিত হইবে প্রবলভাবে

১০. এবং পর্বত চলিবে দ্রুত;

১১. দুর্ভোগ সেই দিন মিথ্যাশ্রয়ীদিগের—

১২. যাহারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে।

১৩. যেদিন উহাদিগকে ধাক্কা মারিতে মারিতে লইয়া যাওয়া হইবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে—

১৪. 'ইহাই সেই অগ্নি তোমরা যাহাকে মিথ্যা মনে করিতে।'

১৫. ইহা কি যাদু? না-কি তোমরা দেখিতেছ না?

১৬. তোমরা ইহাতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ঐর্ষধারণ কর বা না কর উভয়ই তোমাদিগের জন্য সমান। তোমরা যাহা করিতে তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইতেছে।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা তাঁহার কুদরতের প্রমাণ বহনকারী কতিপয় সৃষ্ট বস্তুর শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, অবশ্যই তাঁহার শত্রুদেরকে শাস্তি প্রদান করা হইবে আর তাহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই।

তুর এমন পাহাড়কে বলা হয়, যাহাতে গাছ-পালা ও লতা-পাতা উৎপন্ন হয়। যেমন, হযরত মুসা (আ) আল্লাহর সাথে যেই পাহাড়ে কথোপকথন করিয়াছেন, তাহা তুররূপে অভিহিত। পক্ষান্তরে যেই পাহাড়ে গাছ-পালা উৎপন্ন হয় না, তাহাকে তুর বলা হয় না বরং আরবীতে তাহাকে جَبَل বলা হয়।

وَكِتَابٍ مُّسْتَوْرٍ এবং "শপথ লিখিত কিতাবের।"

কেহ কেহ বলেন : وَكِتَابٍ مُّسْتَوْرٍ বলিয়া লাওহে মাহফূজকে বুঝানো হইয়াছে। আবার কাহারো মতে উহা আল্লাহর পক্ষ হইতে দুনিয়ায় অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থসমূহ, যাহা প্রকাশ্যে লোকদিগকে পাঠ করিয়া শুনানো হয়। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ অর্থাৎ উন্মুক্ত পত্রে লিখিত কিতাব الْمَعْمُورٍ এবং বায়তুল মা'মুরের শপথ।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মি'রাজ রজনীর কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : "সপ্তম আকাশ অতিক্রমের পর আমাকে বায়তুল মা'মুরে লইয়া যাওয়া হয়। তাহাতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে। অতঃপর তাহাদের উহাতে পুনরায় প্রবেশের পালা আসে না।" অর্থাৎ বায়তুল মা'মুরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করিয়া তথায় আল্লাহ

তা'আলার ইবাদত করে এবং পৃথিবীবাসী যেমন তাহাদের কা'বা তাওয়াফ করে সেই ফেরেশতারাও বায়তুল মা'মূর তাওয়াফ করে এবং বায়তুল মা'মূর হলো সপ্তম আকাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের কা'বা। এই কারণেই মি'রাজের রাত্রিতে সেখানে পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বাইতুল মা'মূরের দেওয়ালের সাথে হেলান দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। কারণ তিনি হইলেন পৃথিবীতে অবস্থিত কা'বার প্রতিষ্ঠাতা। তাই উহার প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা আকাশের কা'বার সাথে তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, এইভাবে প্রত্যেক আকাশেই একটি করিয়া ঘর রহিয়াছে যাহাতে তাহার অধিবাসী ফেরেশতাগণ ইবাদত বন্দেগী করিয়া থাকে। প্রথম আকাশে অবস্থিত এই ধরনের ঘরটির নাম হইল বায়তুল ইয্যাত।

ইব্বন আবু হাতিম (র) আবু হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “কা'বা শরীফের সমান উপরে সপ্তম আকাশে বায়তুল মা'মূর নামক একটি ঘর আছে। এবং চতুর্থ আকাশে একটি নদী আছে, যাহার নাম হইল 'নাহরুল হায়ওয়ান'। হযরত জিবরাঈল (আ) প্রতিদিন একবার সেই নদীতে নামিয়া একটি ডুব দিয়া বাহির হইয়া গা ঝাড়া দেন। তাহাতে তাঁহার দেহ হইতে সত্তর হাজার ফোটা পানি গড়াইয়া পড়ে। তাহার প্রতিটি ফোটা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা একজন করিয়া ফেরেশতা তৈয়ার করিয়া তাহাদিগকে বায়তুল মা'মূরে প্রবেশ করিয়া সালাত আদায় করিতে নির্দেশ দেন। আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করিয়া তাঁহারা সেখান হইতে বাহির হইয়া আসে। পুনরায় আর কখনো তাঁহারা তাহাতে প্রবেশ করে না। অতঃপর তাঁহারা আকাশে একস্থানে অবস্থান করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করিতে থাকে। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁহারা এইভাবে তাসবীহ পাঠ করিতে থাকিবেন।” এই হাদীসটি খুবই গরীব। রাওহ ইব্বন জানাহ (র) একাই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। জাওয়াজানী, ওকায়লী ও হাকিম আবু আব্দুল্লাহ্ নিশাপুরী (র) প্রমুখ হাফেজে হাদীসগণ এই হাদীসটির বিশুদ্ধতা অস্বীকার করিয়াছেন। হাকিম বলিয়াছেন, ইহা আবু হরায়রা (রা), সাঈদ ও যুহরী (র)-এর বর্ণিত হাদীস বলিয়া কোন প্রমাণ নাই।

ইব্বন জারীর (র) খালিদ ইব্বন আরআরাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, খালিদ ইব্বন আরআরাহ (র) বলেন : এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিল যে, বায়তুল মা'মূর কি জিনিস? উত্তরে হযরত আলী (রা) বলিলেন : কা'বা শরীফের বরাবর উপরে আকাশে অবস্থিত 'ছুরাহ' নামক একটি ঘর। দুনিয়াবাসীর নিকট বায়তুল্লাহ্র যেমন মর্যাদা, আকাশবাসীর নিকট তাহার তেমনি মর্যাদা। তাহাতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা সালাত আদায় করিয়া বাহির হইয়া যায়। পুনরায় আর কখনো তাঁহারা তাহাতে প্রবেশ করে না।

শু'বা (র) এবং সুফিয়ান সওরী ও সিমাক (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে প্রশ্নকারী হইল, ইবনুল কাওয়া।

ইব্বন জারীর (র) আলী ইব্বন রাবীয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন। আলী ইব্বন রাবীয়া (র) বলেন, ইবনুল কাওয়া নামক এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-কে বায়তুল মা'মূর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে তিনি বলেন : উহা আকাশে অবস্থিত ছুরাহ নামক একটি ঘর। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহাতে প্রবেশ করিয়া ইবাদত করিয়া বাহির হইয়া যায়। পুনরায় আর কখনো তাহারা তাহাতে প্রবেশ করে না। (আবার নূতন সত্তর হাজার প্রবেশ করে)। ইমাম ইব্বন জারীর (র) হইতে হুবহু এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আওফী (র)... ইব্বন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, বায়তুল মা'মূর হইল আরশের বরাবর একটি ঘর। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহাতে সালাত আদায় করে। একদল চলিয়া যাওয়ার পর পুনরায় আর তাঁহারা ফিরিয়া আসে না। ইকরিমা ও মুজাহিদ (র) সহ পূর্বসূরীদের আরো অনেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

কাতাদা, রবী ইব্বন আনাস ও সুদী (র) বলেন। আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন তাঁহার সাহাবীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমরা কি জান যে, বায়তুল মা'মূর কি জিনিস? উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই এ ব্যাপারে ভালো জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “বায়তুল মা'মূর কা'বার ঠিক বরাবর আকাশে অবস্থিত একটি মসজিদ। কথার কথা যদি কখনো উহা ভাঙ্গিয়া পড়ে তো ঠিক কা'বার উপরেই পড়িবে। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহাতে সালাত আদায় করে। অতঃপর তাঁহারা বাহির হইয়া যায় পুনরায় আর কখনো ফিরিয়া আসে না।

যাহ্‌হাক (র) মনে করেন যে, এমন একদল ফেরেশতা উহা আবাদ করেন, যাহাদেরকে জ্বিন নামে অভিহিত করা হয়। এবং সেই দলেরই অন্তর্ভুক্ত ইবলীস।

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ “সম্মুত আকাশের শপথ।”

সুফিয়ান সওরী, শু'বা ও আবুল আহওয়াস (র) হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আলী (রা) বলেন, وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ অর্থ হইল আকাশ।

সুফিয়ান সওরী (র) বলেন, হযরত আলী (রা) ইহার প্রমাণ স্বরূপ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

“আর আমি আকাশকে সংরক্ষিত ছাদরূপে বানাইয়াছি। তবুও তাহারা উহার নিদর্শনাবলী উপেক্ষা করিয়া চলে।” অর্থাৎ এই আয়াতে আকাশকে سَقْفُ তথা ছাদ বলা হইয়াছে।

মুজাহিদ, কাতাদা, সুদী, ইবন জুরাইজ ও ইবন ইয়াযীদ (র) অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। ইবন জারীর (র)-ও এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন।

রবী ইবন আনাস (র)-এর মতে উহা হইল আরশ। অর্থাৎ- আল্লাহর আরশ সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য ছাদ স্বরূপ। জমহুর আলিমগণের ইহাই মত।

وَالْبَحْرُ الْمَسْجُورُ “আর উদ্বেলিত সমুদ্রের শপথ।”

রবী ইবন আনাস (র) বলেন وَالْبَحْرُ الْمَسْجُورُ বলিয়া আরশের নিম্নে অবস্থিত সেই পানিকে বুঝানো হইয়াছে, যেখান হইতে আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং পুনরুত্থানের দিন যাহা দ্বারা কবর সমূহে মৃতদেহগুলিকে জীবিত করা হইবে।

জমহুর আলিমগণের মতে, উহা হইল দুনিয়ার এই সমুদ্র مَسْجُور শব্দের ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ হইল কিয়ামতের দিন সমুদ্রগুলিকে আগুন দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করা হইবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা অন্য একস্থানে বলিয়াছেন :

وَالْبَحْرُ الْمَسْجُورُ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সমুদ্রগুলিকে অগ্নিদ্বারা প্রজ্জ্বলিত করা হইবে। উহা হাশরের ময়দানে সমবেত সমগ্র মানবমণ্ডলীকে ঘিরিয়া রাখিবে।

সায়ীদ ইবন মুসায়্যায, হযরত আলী ইবন আবু তালিব (রা) হইতে এই ব্যাখ্যাটি বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতেও এ ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

সাদ্দ ইবন জুবাইর, মুজাহিদ ও উবাইদুল্লাহ ইবন উমাইর (র) প্রমুখ ইমামগণও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

‘আলা ইবন বদর (র) বলেন। উহাকে وَالْبَحْرُ الْمَسْجُورُ তথা উদ্বেলিত সমুদ্র করিয়া এইজন্য নাম রাখা হইয়াছে যে, উহার পানিও পান করা হয় না আর উহা দ্বারা ফসলাদিও সিঞ্চিত করা হয় না। কিয়ামতের দিন সমুদ্রসমূহের অবস্থাও একই রকম হইবে। আলা ইবন বদর (র) হইতে ইবন আবু হাতিম (র)-ও উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সায়ীদ ইবন জুবাইর (রা) বলেন وَالْبَحْرُ الْمَسْجُورُ অর্থ প্রবহমান সমুদ্র। কাতাদা (র) বলেন, পানিতে পরিপূর্ণ সমুদ্র। ইবন জারীর (র) এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, সমুদ্রসমূহ বর্তমানে যেহেতু অগ্নি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত নয় কাজেই উহা পানিতে পরিপূর্ণ। কাহারো কাহারো মতে, ইহার অর্থ হইল শূন্য সমুদ্র।

আসমাযী (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন : وَالْبَحْرُ الْمَسْجُورُ অর্থ শূন্য সমুদ্র। যেমন : একদল লোক পানির সন্ধানে একটি কূপের নিকট গিয়া শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিয়া বলিল اِنَّ الْحَوْضَ الْمَسْجُورَ অর্থাৎ কূয়ার তো কোন পানি নাই। অর্থাৎ কূয়ার পানি শূন্য। ইবন মারদুবীয়া (র) মাসানীদুশ শো'আরায় এই ব্যাখ্যাটি বর্ণনা করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, مَسْجُورُ এর অর্থ হইল নিয়ন্ত্রিত সমুদ্র, যেন উহার পানি উচ্ছসিত হইয়া স্থলবাসীকে ডুবাইয়া না দেয়। আলী ইবন আবু তালহা (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতে এই ব্যাখ্যাটি নকল করিয়াছেন। সুদী (র) এবং অন্যদের মতও ইহাই। ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক স্বেীয় মসনাদে বর্ণিত একটি হাদীসও এই ব্যাখ্যার সপক্ষে প্রমাণ পেশ করে। তাহা হইল—

ইমাম আহমদ (র) উমর ইবনুল খাতাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত উমর ইবনুল খাতাব (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : সমুদ্র প্রতি রাতে উচ্ছসিত হইয়া পৃথিবীবাসীকে তলাইয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট অনুমতি চায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহাকে দমন করিয়া রাখেন।

হাফিজ আবু বকর ইসমায়লী (র) আওওয়াম ইবন হাওশাব (র) হইতে বর্ণনা করেন। আওওয়াম ইবন হাওশাব (র) বলেন : প্রহরার দায়িত্বে নিয়োজিত জনৈক বুয়র্গ আমাকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক রাতে আমি আমার পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য বাহির হই। সেই রাতে আমি ছাড়া আর কোন পাহারাদার ছিল না। আমি নৌবৃন্দের উপস্থিত হইলাম। সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া আমার মনে হইতে লাগিল যে, সমুদ্র উঁচু হইয়া পর্বত শৃংগের সাথে আছাড় খাইতেছে। এই রকম করে অতঃপর আবু সালিহ এর সাথে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট ঘটনাটি বিবৃত করি। শুনিয়া তিনি বলিলেন : উমর ইবনুল খাতাব (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “প্রতি রাতে সমুদ্র উচ্ছসিত হইয়া পৃথিবীবাসীকে তলাইয়া দেওয়ার জন্য তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বারণ করিয়া রাখেন।” এই হাদীসের সনদের মধ্যে একজন রবী এমন আছেন, যার পরিচয় অজ্ঞাত। যার নাম উল্লেখ করা হয় নাই।

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ “আল্লাহ তা'আলার শাস্তি অবশ্যস্তাবী” অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুর শপথ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, আমি কাফিরদিগকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য অবশ্যই শাস্তি প্রদান করিব। ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র অবকাশ নাই। অতঃপর তিনি বলেন : مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ অর্থাৎ আমি কাফিরদিগকে শাস্তি দিতে চাইলে উহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই।

হাফিজ আবু বকর আবুদুনিয়া (র) জা'ফর ইবন যায়দ আবদী (র) হইতে বর্ণনা করেন। জা'ফর ইবন যায়দ আবদী (র) বলেন : হযরত উমর (রা) এক রাতে

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে যেসব রকমারী সুবাদু খাদ্য ও পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ী ও যানবাহন ইত্যাদি দান করিবেন, জান্নাতের মধ্যে তাহারা উহা উপভোগ করিতে থাকিবে।

“এবং তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন।”

অভাবনীয়, অকল্পনীয়, অদৃশ্য ও অশ্রুতপূর্ব ভোগ-বিলাস স্মৃদ্ধ জান্নাতে প্রবেশাধিকার দেওয়ার কথা ঘোষণা করার পর জাহান্নামের শাস্তি হইতে মুক্তি প্রদানের কথা বলা হইয়াছে। বস্তুত ইহা আল্লাহ প্রদত্ত একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ নিয়ামত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَكَأَنَّهُمْ جَانُّوا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করিবার পর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদেরকে বলিবেন : পার্থিব জীবনে তোমরা যাহা করিতে উহার প্রতিফল স্বরূপ আজ তোমরা তৃপ্তির সহিত স্বচ্ছন্দে পানাহার করিতে থাক। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ অর্থাৎ “বিগত জীবনে কৃতকর্মের প্রতিনান স্বরূপ আজ তোমরা স্বচ্ছন্দে তৃপ্তির সহিত পানাহার কর।” অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مُتَّكِنِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ অর্থাৎ জান্নাতীরা শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়া বসিয়া থাকিবে।

সুফিয়ান সওরী (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : জান্নাতীরা বাসর ঘরের খাটের ন্যায় খাটের উপর হেলান দিয়া বসিয়া থাকিবে।

ইবন আবু হাতিম হায়ছাম ইবন মালেক তায়ী (র) হইতে বর্ণনা করেন। হায়ছাম ইবন মালেক তায়ী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “জান্নাতীরা জান্নাতের মধ্যে এক নাগাড়ে প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত হেলান দিয়া একই অবস্থায় বসিয়া থাকিবে। এদিক-ওদিক নড়াচড়াও করিবে না আর কোন প্রকার ক্লাস্তিও অনুভব করিবে না। তাহাদিগের মনে যাহা চাইবে এবং চোখে যাহা ভালো লাগিবে যথাসময়ে উহা তাহাদিগের সামনে উপস্থিত হইয়া যাইবে।

ইবন আবু হাতিম (র) ছাবিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ছাবিত (রা) বলেন যে, আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, জান্নাতের মধ্যে একজন লোক সত্তর বছর পর্যন্ত হেলান দিয়া বসিয়া থাকিবে। তাহার চতুর্স্পার্শ্বে তাহার অসংখ্য স্ত্রী, খাদেম ও আল্লাহ প্রদত্ত নানা ধরনের বিলাস সামগ্রী থাকিবে। যখন সে অন্য দিকে একটু দৃষ্টি সরাইয়া নিবে হঠাৎ দেখিবে যে, তাহার সম্মুখে এমন কতিপয় স্ত্রী উপস্থিত যাহাদিগকে ইতিপূর্বে

কখনো দেখে নাই। তাহারা বলিবে, আপনি আমাদিগকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য করুন।

অর্থ হইল একে অপরের মুখোমুখী হইয়া বসিবে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে : عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ অর্থাৎ জান্নাতীগণ আসনের উপর একে অপরের মুখোমুখী বসিয়া থাকিবে।

অর্থাৎ মুত্তাকীদিগকে আমি সতী-সাক্ষী সংগীনী ও আয়তলোচনা হ্রদেরকে স্ত্রীরূপে দান করিব।

মুজাহিদ (র) বলেন : زَوَّجْنَاهُمْ অর্থ আমি মুত্তাকী জান্নাতীদিগকে ডাগর চোখা হ্রদের সাথে বিবাহ পড়াইয়া দিব। হ্রদের রূপ-লাবণ্যের আলোচনা ইতিপূর্বে বহুবার করা হইয়াছে বিধায় পুনরায় উল্লেখ করা নিষ্পয়োজন।

(২১) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ۝

(২২) وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِهَاكِهِمْ ۖ وَلَهُمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۝

(২৩) يَتَنَزَّلُونَ فِيهَا كَأَسَا ۖ لَعُوفِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ ۝

(২৪) وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ۝

(২৫) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝

(২৬) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۝

(২৭) فَمَنْ لِّلَّهِ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ التَّمْوِيمِ ۝

(২৮) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ۝

২১. এবং যাহারা ঈমান আনে আর তাহাদিগের সন্তান-সন্ততি ঈমানের ক্ষেত্রে তাহাদিগের অনুগামী হয়, তাহাদিগের সহিত মিলিত করিব তাহাদিগের

সন্তান-সন্ততিকে এবং তাহাদিগের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করিব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।

২২. আমি তাহাদিগকে দিব ফলমূল এবং গোশূত যাহা তাহারা পছন্দ করে।

২৩. সেথায় তাহারা একে অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে পানপাত্র, যাহা হইতে পান করিলে কেহ অসার কথা বলিবে না এবং পান কর্মেও লিপ্ত হইবে না।

২৪. তাহাদিগের সেবায় নিয়োজিত থাকিবে সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ কিশোরেরা।

২৫. তাহারা একে অপরের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিবে।

২৬. এবং বলিবে, 'পূর্বে আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম।'

২৭. 'অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে অগ্নি-শান্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

২৮. 'আমরা পূর্বেও আল্লাহকে আহ্বান করিতাম, তিনি তো কৃপাময়, পরম দয়ালু।'

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সৃষ্টি জগতের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, ঈমানদার লোকদিগের সন্তান-সন্ততি যদি ঈমানের ক্ষেত্রে মাতা-পিতার অনুগামী হয়, তাহা হইলে সন্তানদের আমল নিম্নমানের হইলেও মর্যাদার ক্ষেত্রে তাহাদিগকে তাহাদিগের মাতা-পিতার সাথে মিলিত করিয়া দিবেন, যেন সন্তানদিগকে কাছে পাইয়া মাতা-পিতার চক্ষু শীতল হয়। আর একটি উত্তম পদ্ধতিতে মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততিদের মাঝে মিলন ঘটানো হইবে। তাহা হইল, অসম্পূর্ণ আমলের অধিকারী সন্তান-সন্ততিদিগকে নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ আমলের অধিকারী মাতা-পিতার সমান মর্যাদা দান করা হইবে। ইহাতে মাতা-পিতার কর্মফল হইতে কিছুমাত্র হ্রাস করা হইবে না। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা অতঃপর বলিয়াছেন :

وَالْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ "তাহাদিগের সহিত তাহাদিগের সন্তানদিগকে মিলিত করিয়া দিব। কিন্তু তাহাদিগের কর্মফল আমি কিছুই হ্রাস করিব না।"

সুফিয়ান সওরী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার মাতা-পিতার সন্তানদেরকে তাহাদিগের সমান মর্যাদা দান করিবেন। যদিও তাহারা আমলের ক্ষেত্রে মাতা-পিতার সমান নয়, যেন সন্তানদিগকে কাছে পাইয়া মাতা-পিতার চক্ষু শীতল হয়। অতঃপর হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ আয়াতটি পাঠ করেন। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আব্বাস হাতিম সুফিয়ান সওরীর হাদীস হইতে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেন। অনুরূপভাবে ইব্ন জারীর (র) আমার ইব্ন মুররা (র)-এর সূত্রে শু'বা (র)-এর হাদীস হইতে এই বর্ণনাটি নকল করিয়াছেন।

ইমাম বাব্বার (র) ইব্ন আব্বাস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস হাতিম (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, উহারা হইল ঈমানদার মাতা-পিতার এমন সন্তান, যাহারা ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর যদি মাতা-পিতার মর্যাদা তাহাদের চেয়ে উন্নত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে মাতা-পিতার সমান মর্যাদা দান করা হয়। কিন্তু মাতা-পিতার কর্মফল হইতে কিছুই হ্রাস করা হয় না।

হাফিজ তাবারানী (র) সাযীদ উব্বন জুবাইর (র) হইতে বর্ণনা করেন। সাযীদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন, আমার মনে হয় কথাটি রাসূলুল্লাহ (সা)-ই বলেছেন যে, জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিয়া তাহার মাতা-পিতা সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে যে, তাহারা কোথায় আছে? উত্তরে বলা হইবে যে, তাহারা তোমার মর্যাদা পর্যন্ত পৌছিতে পারেনি। তাই তাহারা জান্নাতের অন্য এক স্থানে আছে। তখন সে বলিবে : পরওয়ারদেগার! আমি তো দুনিয়াতে নিজের জন্য এবং তাহাদিগের সকলের জন্য আমল করিয়াছিলাম। তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে আদেশ দেওয়া হইবে যে, তাহাদিগকেও ইহার সাথে একত্রে স্থান করিয়া দাও। অতঃপর হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) وَالَّذِينَ آمَنُوا আয়াতটি পাঠ করেন।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল তাহাদের সন্তান-সন্ততি ঈমান গ্রহণ করিয়া তদানুযায়ী আমল করিয়াছে, সন্তানদের ঈমানের উসিলায় তাহাদিগকে জান্নাত দান করা হইবে এবং তাহাদিগের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাহাদের সাথে মিলিত হইবে।

শা'বী, সাযীদ ইব্ন জুবাইর, ইবরাহীম, কাতাদা, আব্বাস সালিহ, রাবী ইব্ন আনাস, যাহহাক ও ইব্ন যয়দ (র) এই ব্যাখ্যার প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র)-এর মতও ইহাই।

আব্দুল্লাহ ইব্ন আহমদ (র) আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন : হযরত খাদীজা (রা) একদিন জাহেলিয়াতের যুগে মৃত্যুপ্রাপ্ত তাহার দুই ছেলের পরিণাম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে আল্লাহর রাসূল (সা) বলিলেন : "তাহারা জাহান্নামী।" এই উত্তর শুনার পর হযরত খাদীজা (রা)-এর মুখ মলিন হইয়া যায়। হযর (সা) উহা অনুভব করিয়া বলিলেন, "খাদীজা! তুমি যদি তাহাদের অবস্থান দেখিতে পাইতে তাহা হইলে অবশ্যই তুমি তাহাদিগকে ঘৃণা করিতে।" অতঃপর হযরত খাদীজা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা আপনার ঔরসে আমার যে সন্তানদি হইয়াছেন তাহাদের পরিণাম কি হইবে? উত্তরে আল্লাহর রাসূল কাছীর-৬২

(সা) বলিলেন, তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূল (সা) বলিলেন : ঈমানদার মাতা-পিতা এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি জান্নাতে প্রবেশ করিবে আর মুশরিক মাতা-পিতা ও তাহাদের সন্তান-সন্ততি জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) وَالَّذِينَ آمَنُوا এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

ইহা হইল মাতা-পিতার আমলের বরকতে সন্তানের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে সন্তানের দোয়ার বরকতে মাতা-পিতার প্রতি আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহের কথা হাদীসে বর্ণিত আছে। যেমন :

ইমাম আহমদ (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের মধ্যে তাহা কখন কখন নেক বান্দার মর্যাদা তাহা প্রাপ্যের তুলনায় বাড়াইয়া দিবেন। তখন বান্দা বলিবে পরওয়ারদিগার! এত মর্যাদা আমাকে কোথা হইতে দেওয়া হইল? উত্তরে আল্লাহ বলিবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের দোয়া ও ইস্তেগফারের বদৌলতে তোমাকে এত মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। এই হাদীসটির সনদ সহীহ। কিন্তু এই সনদে আর কেহ এই হাদীসটি বর্ণনা করে নাই। তবে সহীহ মুসলিমে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন :

হযরত আবু হুরায়র (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন : মানুষের মৃত্যুর পর তাহার সমস্ত আমলের ধারা বন্ধ হইয়া যায়। তবে তিন আমল চালু থাকে।

১. “সদকায়ে জারিয়াহ,
২. তাহা শিখিয়ে যাওয়া এমন ইলম যাহা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়,
৩. নেক সন্তান যে তাহার জন্য দোয়া করে।” (মুসলিম)

এতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি উপযুক্ত আমল ব্যতীতই সন্তান-সন্ততিকে মাতা-পিতার সমান মর্যাদা দান করেন। এইবার তিনি নিজের ন্যায়নীতির কথা উল্লেখ করিতেছেন যে, তিনি একজনের অপরাধের কারণে অন্যজনকে শাস্তি দেন না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

“كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ” অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ আমলের জন্য দায়ী। একজনের অপরাধের দায়-দায়িত্ব আরেকজনের উপর চাপানো হইবে না। পিতার অপরাধের বোঝা ছেলের ঘাড়ে বা ছেলের অপরাধের বোঝা পিতার ঘাড়ে চাপানো হইবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا الْأَمْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّتِ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে ডান পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ নহে। তাহারা জান্নাতে থাকিবে এবং তাহারা অপরাধীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَمَدْنَاهُمْ بِفَاكِهِةٍ وَالْحَمِيمِ مَا يَشْتَهُونَ অর্থাৎ “আমি জান্নাতীদিগকে বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল ও তাহাদের চাহিদা অনুযায়ী রকমারী সুস্বাদু গোশত দান করিব।”

وَيَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا অর্থাৎ জান্নাতে জান্নাতীরা একে অপরের হইতে পান পাত্র তথা মদের পাত্র গ্রহণ করিবে। ইমাম যাহ্বাক (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

لَا لَغْوُ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمٌ অর্থাৎ জান্নাতীরা মদপান করিয়া দুনিয়ার মদপায়ীদের ন্যায় অসার, অসংলগ্ন ও অশালীন কথা বলিবে না এবং কোন প্রকার অশ্লীল এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হইবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ اللغو অর্থ বাতিল তথা অসার ও অনর্থক কথাবার্তা আর تَأْتِيمٌ অর্থ মিথ্যা কথন।

মুজাহিদ (র) বলেন, তাহারা কাউকে গালি দিবে না এবং কোন পাপ কর্মে লিপ্ত হইবে না।

কাতাদা (র) বলেন, আখিরাতের মদকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার মদের অপবিত্রতা ও অনিষ্টতা হইতে পবিত্র করিয়া দিয়াছেন। ফলে উহাতে পান করিলে মাথা ধরিবে না, পেট ব্যথা হইবে না ও জ্ঞান লোপ পাইবে না। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদ দিয়াছেন যে, আখিরাতের মদ পানকারীকে অসার, অনর্থক ও অশ্লীল কথনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিবে না। উহা অত্যন্ত সুদর্শন ও সুস্বাদু। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَيُضَاءُ الذِّئَةُ لِلشَّارِبِينَ لِأَغْوٍ فِيهَا وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ অর্থাৎ “উহা শুভ্র পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। উহা পান করিয়া কেহ মাতালও হইবে না এবং জ্ঞান হারাও হইবে না।” অন্যত্র বলা হইয়াছে :

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ অর্থাৎ “জান্নাতের মদ পান করিয়া কাহারো শিরঃপীড়া হইবে না এবং তাহারা জ্ঞান হারাও হইবে না।” আর এইখানে বলিয়াছেন :

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لِأَلْغَوْ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمٌ অর্থাৎ “জান্নাতীরা একে অপরের নিকট হইতে সুরা পাত্র গ্রহণ করিবে।” যাহা হইতে পান করিলে কেহই অসার কথা বলিবে না এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হইবে না।” অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكَوْنُونَ অর্থাৎ “তাহাদিগের সেবায় নিয়োজিত থাকিবে সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ কিশোরেরা।”

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের খাদেম ও সেবকদের সম্পর্কে এবং জান্নাতে তাহাদিগের মর্যাদা সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন যে, জান্নাতীদের কিশোর সেবকরা রূপ-লাবণ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সোঁষাক-পরিচ্ছদের সৌন্দর্যের দিক দিয়া তাহারা সজীব সতেজ সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন : وَطُوفٌ عَلَيْهِمْ وَوَدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ۝ "জান্নাতীদের সেবায় ঘোরালিফিরা করিবে চির কিশোরেরা। পান-পাত্র কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরা পূর্ণ পয়সালা লইয়া।"

وَاقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝ অর্থাৎ জান্নাতীরা মুখোমুখী বসিয়া পরস্পর আলাপ-আলোচনা করিবে এবং নিজেদের পার্থিব জীবনের আমল ও হাল-অবস্থা সম্পর্কে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিবে। ইহা ঠিক তেমন, যেমন দুনিয়াতে মদপায়ীরা মদের আন্ডায় বসিয়া নিজেদের ভালো-মন্দ অবস্থা আলাপ-আলোচনা করিয়া থাকে।

اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْ اٰمَلِنَا مُشْفِقِيْنَ ۝ অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করিয়া জান্নাতের যাবতীয় ভোগ-বিলাস লাভ করিবার পর বলিবে, আমরা তো পার্থিব জগতে পরিবার-পরিজনদের মাঝে থাকা অবস্থায় আমাদের পরওয়ারদিগার সম্পর্কে ভীত ও তাহার আযাব ও শাস্তি সম্পর্কে শংকিত ছিলাম।

“কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাদের অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং আমরা যাহা ভয় করিতাম, সেই অগ্নি শাস্তি হইতে আমাদের মুক্তি দিয়াছেন।”

اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ۝ অর্থাৎ “ইতিপূর্বে আমরা আল্লাহ তা'আলাকে ডাকিতাম এবং তাহার নিকট অনুনয়-বিনয় করিয়া প্রার্থনা করিতাম। ফলে তিনি আমাদের ডাকে সাড়া দিয়াছেন এবং আমাদের প্রার্থনা কবুল করিয়াছেন।”

“নিশ্চয় তিনি কৃপাময় পরম দয়ালু।”

হাফিজ আবু বকর বায্য়ার (র) হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করিবে তখন তাহারা পরস্পর আলাপ-আলোচনা করিতে অগ্রহ প্রকাশ করিবে। তখন কুদরতীভাবে একজনের আসন আরেকজনের আসনের বরাবর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাহারা নিজ নিজ আসনে মুখোমুখী হেলান দিয়া বসিয়া দুনিয়ার হাল-অবস্থা সম্পর্কে আলাপ করিবে। একজন অপরজনকে বলিবে, আচ্ছা, তুমি কি বলিতে পার যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের কখন দিন ক্ষমা করিয়াছেন? আমরা তো মনে পড়ে যে, একদিন আমরা অমুক জায়গায় ছিলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের ডাকিয়া নিয়া ক্ষমা করিয়া দেন।

ইবন আবু হাতিম (র)..... মাসরুক (র) হইতে বর্ণনা করেন। মাসরুক (র) বলেন, হযরত আয়িশা (রা) একদিন الْبِرُّ الرَّحِيمُ آيَاتِ اللَّهِ عَلَيْنَا আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন, “হে আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ কর এবং আমাদের অগ্নি-শাস্তি হইতে রক্ষা কর। তুমি তো কৃপাময়, পরম দয়ালু।” আ'মাশ (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, হযরত আয়িশা (রা) কি এই কথাটি সালাতের মধ্যেই বলিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, সালাতের মধ্যেই তিনি এই কথাটি বলিয়াছেন।

(২৯) فَذَكَرْنَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ۝

(৩০) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَتَرَبَّصُ بِهِ رَبُّيَ السَّمَوَاتِ ۝

(৩১) قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ التَّرَاصِيصِ ۝

(৩২) أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ۝

(৩৩) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

(৩৪) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ۝

২৯. অতএব তুমি উপদেশ দান করিতে থাক, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি গণক নহ, উন্যাদও নহ।

৩০. উহারা কি বলিতে চাহে যে, সে একজন কবি? আমরা তাহার জন্য কালের বিপর্যয়ের অপেক্ষা করিতেছি।”

৩১. বল, “তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।”

৩২. তবে কি উহাদের বুদ্ধি উহাদিগকে এই বিষয়ে প্ররোচিত করে, না উহারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়?

৩৩. উহারা কি বলে, “এই কুরআন তাহার নিজের রচনা?” না, বরং উহারা অবিশ্বাসী।

৩৪. উহারা যদি সত্যবাদী হয়, ইহার সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক না!

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা তাহা'র রাসূল (সা)-কে মানব জাতির নিকট তাহা'র রিসালাতের দাওয়াত পৌছাইয়া দেওয়ার এবং তাহাদিগকে কুরআনের বাণী স্বরণ করাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আরোপিত

সমালোচক ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিভিন্ন অভিযোগ-অপবাদ খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন :

“أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ” অর্থাৎ “আল্লাহ্ তা'আলার অসীম অনুগ্রহে আপনি গণক নন, উন্মাদও নন।” যেমন অজ্ঞ মুখ কুরাইশ কাফিররা বলিয়া থাকে।

‘কাহেন’ বলা এমন ব্যক্তিকে যাহার নিকট জ্বিনদের মাধ্যমে সংগৃহীত আকাশের বিভিন্ন তথ্য আসে। আর “মাজনুন” অর্থ পাগল বা উন্মাদ, স্পর্শ দ্বারা শয়তান যাহাকে পাগল করে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَبِّبِ الْمُنُونِ “না-কি তাহারা বলে যে, সে একজন কবি? আমরা তাহার জন্য কালের বিপর্যয়ের অপেক্ষা করিতেছি।”

অর্থাৎ মুশরিকরা বলে যে, আমরা মুহাম্মদের এই সব কথাবার্তায় ধৈর্যের সহিত তাহার মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি। তাহার যে দিন মৃত্যু হইবে সেদিনই আমরা তাহার এই সব উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইব। আয়াতে مَنْون অর্থ মৃত্যু। ইহার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

“أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَبِّبِ الْمُنُونِ” “আপনি বলিয়া দিন যে, তোমরা অপেক্ষা কর আমিও তোমাদিগের সহিত অপেক্ষা করিব।”

অর্থাৎ যাহারা আপনার মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে, আপনি তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া দিন যে, ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা করিতে থাক, আমিও তোমাদিগের সাথে অপেক্ষা করিতেছি। দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্ সাহায্য কে লাভ করিতে পারে আর কাহার পরিণাম শুভ হয়, অদূর ভবিষ্যতেই তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র)..... আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, কুরাইশ নেতৃবৃন্দ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে দারুন নদওয়য় বৈঠকে মিলিত হওয়ার পর একজন প্রস্তাব দিল যে, মুহাম্মদকে কয়েদখানায় বন্দী করিয়া রাখিয়া তোমরা তাহার ধ্বংসের অপেক্ষা করিতে থাক। যেমনি তাঁহার পূর্ববর্তী যুহাইর ও নাবেগা প্রমুখ কবিরা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ইনি তো তাহাদের মতই একজন কবি মাত্র। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাখিল করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُمْ بِهَذَا “তবে কি তাহাদিগের বুদ্ধি তাহাদিগকে এই বিষয়ে প্ররোচিত করে?” অর্থাৎ তাহারা তোমার সম্পর্কে যে মিথ্যা ও অলীক কথাবার্তা বলিতেছে, তাহাদিগের বুদ্ধি বিবেকই তাহাদিগকে সেই বিষয়ে প্ররোচিত করে। তাহারা নিজেরাও বুঝে যে, উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অলীক ধারণা মাত্র।

أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ অর্থাৎ তাহারা মূলত একটি নিরেট সীমালংঘনকারী বিদ্রান্ত ও হঠকারী সম্প্রদায়। ইহাই তাহাদিগকে তোমার বিরুদ্ধে এই সকল কথাবার্তা বলিতে উদ্বুদ্ধ করে।

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ অর্থাৎ তাহারা বলে যে, মুহাম্মদ (সা) নিজেই এই কুরআন রচনা করিয়া লইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ “বরং তাহারা বিশ্বাসী নয়।” অর্থাৎ তাহাদের ঈমান নাই। কুফরী মনোভাবই তাহাদিগকে এই ধরনের উক্তি উচ্চারণ করিতে উদ্বুদ্ধ করে।

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ “উহারা যদি সত্যবাদী হয়, তাহা হইলে ইহার সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক।”

অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) পবিত্র কুরআন নিজ হাতেই রচনা করিয়াছেন বলিয়া উহারা যেই দাবী করিতেছে উহাতে যদি তাহারা সত্যবাদী হয়, তাহা হইলে মুহাম্মদ (সা)-এর ন্যায় উহারাও অনুরূপ একটি রচনা উপস্থিত করুক। কিন্তু বস্তৃত পৃথিবীর সমস্ত মানব ও জ্বিন জাতিকে একত্রিত করিয়াও যদি উহারা চেষ্টা করে তো কুরআনের সমান একটি গ্রন্থ রচনা করা তো দূরের কথা, কুরআনের সমমানের একটি সূরা বা আয়াতও তাহারা রচনা করিতে সক্ষম হইবে না।

(৩৫) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۝

(৩৬) أَمْ خَلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ ۝

(৩৭) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ ۝

(৩৮) أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَنْتَعِمُونَ فِيهِ، فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعَهُمْ بِسُلْطَنٍ مُبِينٍ ۝

(৩৯) أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ ۝

(৪০) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ۝

(৪১) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ۝

(৪২) أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ۝

(৪৩) **أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ** ○

৩৫. উহারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হইয়াছে, না উহারা নিজেরাই স্রষ্টা?

৩৬. নাকি উহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে? বরং উহারা তো অবিশ্বাসী।

৩৭. তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডার কি উহাদিগের নিকট রহিয়াছে, না উহারা এই সমুদয়ের নিয়ন্তা?

৩৮. না-কি উহাদিগের কোন সিঁড়ি আছে যাহাতে আরোহণ করিয়া উহারা শ্রবণ করে? থাকিলে উহাদিগের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক!

৩৯. তবে কি কন্যা সন্তান তাঁহার জন্য আর পুত্র সন্তান তোমাদিগের জন্য?

৪০. তবে কি তুমি উহাদিগের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছ যে, উহারা ইহাকে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করিবে?

৪১. না-কি অদৃশ্য বিষয়ে উহাদিগের কোন জ্ঞান আছে যে, উহারা এই বিষয়ে কিছু লিখে?

৪২. অথবা উহারা কি কোন ষড়যন্ত্র করিতে চাহে? পরিণামে কাফিররাই হইবে ষড়যন্ত্রের শিকার।

৪৩. না-কি আল্লাহ ব্যতীত উহাদিগের অন্য কোন ইলাহ আছে? উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তাহা হইতে পবিত্র!

তাফসীর : এইখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রবুবিয়াত (প্রভুত্ব) ও তাওহীদ (একত্ব) প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রথমে তিনি বলেন : **أَمْ خَلِقُوا مِنْ** 'উহারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হইয়াছে? নাকি উহারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা?' অর্থাৎ ইহার কোনটিই নয়। কাফিরগণ স্রষ্টা ছাড়াও সৃষ্টি হয় নাই এবং উহারা নিজেরাও নিজেদেরকে সৃষ্টি করে নাই বরং আল্লাহ তা'আলাই উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) জুবাইর ইবন মুতইম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জুবাইর ইবন মুতইম (রা) বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মাগরিবের সালাতে সূরা তুর পাঠ করিতে শুনিয়াছি। পড়িতে পড়িতে যখন তিনি **أَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ** 'উহারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হইয়াছে? নাকি উহারা নিজেদের স্রষ্টা?' অর্থাৎ ইহার কোনটিই নয়। কাফিরগণ স্রষ্টা ছাড়াও সৃষ্টি হয় নাই এবং উহারা নিজেরাও নিজেদেরকে সৃষ্টি করে নাই বরং আল্লাহ তা'আলাই উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) জুবাইর ইবন মুতইম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জুবাইর ইবন মুতইম (রা) বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মাগরিবের সালাতে সূরা তুর পাঠ করিতে শুনিয়াছি। পড়িতে পড়িতে যখন তিনি **أَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ** 'উহারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হইয়াছে? নাকি উহারা নিজেদের স্রষ্টা?' অর্থাৎ ইহার কোনটিই নয়। কাফিরগণ স্রষ্টা ছাড়াও সৃষ্টি হয় নাই এবং উহারা নিজেরাও নিজেদেরকে সৃষ্টি করে নাই বরং আল্লাহ তা'আলাই উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনিয়াছেন।

সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ "তবে কি উহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে? বরং উহারা অবিশ্বাসী।"

অর্থাৎ কাফির মুশরিকরা নিশ্চিত জানে যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে আল্লাহ পাকের কোন অংশীদার নাই। কিন্তু তবুও বিশ্বাস না থাকার ফলে উহারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে।

অর্থাৎ আল্লাহর সাথে যাহারা শরীক স্থাপন করে আল্লাহর ধন ভাণ্ডারের চাবিকাঠি কি উহাদিগের হাতে? নাকি উহারা বিশ্ব জগতকে নিয়ন্ত্রণ করছে? না, উহারা ইহার কোনটিই নয়, বরং সমুদয় ধন ভাণ্ডারের চাবিকাঠি আল্লাহরই হাতে, তিনিই বিশ্বজগতের একচ্ছত্র অধিকারী ও একমাত্র নিয়ন্তা। সর্বময় ক্ষমতা শুধুমাত্র তাঁহারই হাতে রহিয়াছে।

অর্থাৎ "না-কি ইহাদিগের এমন কোন সিঁড়ি আছে, যাহাতে আরোহণ করিয়া উহারা উর্ধ্বজগতে পৌছিয়া তথাকার সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারে?"

অর্থাৎ যদি তেমন কোন ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে যে সেইখান হইতে সংবাদ সংগ্রহ করে, সে উহাদিগের এইসব কর্মকাণ্ড ও উক্তি সমূহের সপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক। কিন্তু বাস্তব সত্য হইল এই যে, উহাদিগের হাতে এমন কোন ব্যবস্থা নাই এবং উহাদের দাবীর সপক্ষে উহাদিগের নিকট কোন প্রমাণও নাই। অতএব উহারা যাহা বলিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, মিথ্যা প্রচারণা মাত্র।

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ "তবে কি কন্যা সন্তান তাঁহার জন্য এবং পুত্র সন্তান তোমাদিগের জন্য?" অর্থাৎ মুশরিকরা এই বলিয়া প্রোপাগান্ডা চালায় যে, কন্যা সন্তানদের পিতা হইলেন আল্লাহ তা'আলা। উহারা আরো বলে যে, ফেরেশতারা হইল আল্লাহ পাকের কন্যা সন্তান। আর ছেলে সন্তানদের জনক হইল তাহারা। তাই তারা উহাদের মধ্যে কাহারো কন্যা সন্তান জন্মলাভ করিলে, গোস্বায় ও রাগে তাহার চেহারা কালো বিবর্ণ হইয়া যায়। সর্বোপরি উহারা ফেরেশতাদিগকে আল্লাহ তা'আলার কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করিয়া আল্লাহর সাথে উহাদিগেরও পূজা করিয়া থাকে। এই সকল ভিত্তিহীন, অলীক ও মিথ্যা ধারণার প্রতিবাদে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ "না-কি তাঁহার জন্য কন্যা সন্তান আর তোমাদিগের জন্য ছেলে সন্তান?"

পারিশ্রমিক চাহিতেছ যে, উহারা ইহাকে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করিবে?" অর্থাৎ রিসালতের দাওয়াত পৌছানোর বিনিময়ে কি তুমি মুশরিকদিগের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহিতেছ? যাহাকে উহারা দুর্বহ বোঝা মনে করিয়া তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে? কিন্তু কই তুমি তো কাহারো নিকট কোন পারিশ্রমিক চাও না।

“তবে কি উহাদিগের নিকট অদৃশ্য বিষয়ে কোন জ্ঞান আছে যে, উহা এই বিষয়ে কিছু লিখে?” অর্থাৎ উহাদিগের নিকট অদৃশ্য বিষয়ের কোন জ্ঞানও তো নাই। কারণ আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কেহই গায়েব জানে না।

“না-কি উহারা কোন ষড়যন্ত্র করিতে চাহে? পরিণামে কাফিররাই হইবে ষড়যন্ত্রের শিকার।” অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, এই কাফির-মুশরিকগণ রাসূল (সা) ও দীন সম্পর্কে এই সকল উক্তি দ্বারা সরল-প্রাণ লোকদিগকে প্রতারণা করিতে ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁহার সাহাবীদের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করিতে চাহিতেছে? যদি তেমন কিছু করিয়া থাকে, তাহা হইলে পরিণামে উহারা এই ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আটকা পড়িবে।

“না-কি আল্লাহ্ ব্যতীত উহাদিগের অন্য কোন ইলাহ আছে?”

অর্থাৎ এই আয়াতাংশে মূর্তি পূজা ও আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপনের ব্যাপারে মুশরিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বিরুদ্ধবাদীদের কটুক্তি, সমালোচনা, অমূলক রটনা, মিথ্যা অপবাদ ও শিরক হইতে নিজের সুমহান সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন :

অর্থাৎ “উহারা আল্লাহ্র সাথে যাহাকে শরীক স্থাপন করে আল্লাহ্ তা'আলা উহা হইতে পবিত্র!”

(৪৪) وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ۝

(৪৫) فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۝

(৪৬) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

(৪৭) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا بَادُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

(৪৮) وَإِصْبِرْ بِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۝

(৪৯) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ۝

৪৪. উহারা আকাশের কোন খণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখিলে বলিবে, ‘ইহা তো এক পুঞ্জীভূত মেঘ।’

৪৫. উহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চল, সেই দিন পর্যন্ত যেদিন উহারা বজ্রাত্তরের সম্মুখীন হইবে।

৪৬. সেদিন উহাদিগের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসিবে না এবং উহাদিগকে সাহায্যও করা হইবে না।

৪৭. ইহা ছাড়া আরো শাস্তি রহিয়াছে জালিমদের জন্য। কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই তাহা জানে না।

৪৮. ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ; তুমি আমার চক্ষুর সামনেই রহিয়াছ। তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর।

৪৯. এবং তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও তারকার অস্তগমনের পর।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের অবাধ্যতা, খোদাদ্রোহীতা, গোঁড়ামী সম্পর্কে বলিতেছেন : وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ : ‘মুশরিকরা যদি আকাশের কোন খণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখে, বলে ইহা তো পুঞ্জীভূত মেঘ।’ অর্থাৎ মুশরিকরা এতই অবাধ্য ও বক্রস্বভাব সম্পন্ন যে, শাস্তি স্বরূপ কখনো যদি

আকাশের কোন খণ্ড মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখে তখনও তাহারা উহাকে শাস্তি বলিয়া বিশ্বাস করে না। বরং বলে যে ভয়ের কি আছে? ইহা তো আকাশের পুঞ্জীভূত মেঘ ছাড়া কিছুই নয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন :

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ لَظَلُّوا فِيهِ يَفِرُّونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سَكْرَةٌ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ-

অর্থাৎ “যদি উহাদিগের জন্য আকাশের দুয়ার খুলিয়া দেই এবং উহারা সারাদিন উহাতে আরোহণ করিতে থাকে; তবুও উহারা বলিবে, আমাদের দৃষ্টি সম্বোধিত করা হইয়াছে। না, বরং আমরা এক যাদুগ্রন্থ সম্প্রদায়।”

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

অর্থাৎ “হে মুহাম্মদ! আপনাকে মুশরিকদিগকে সেই দিন পর্যন্ত উপেক্ষা করিয়া চলুন, যেদিন উহারা বজ্রাঘাতে সম্মুখীন হইবে।” অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত।

“যেদিন উহাদিগের কোন যড়যন্ত্র উহাদিগের কোন কাজে আসিবে না।” অর্থাৎ মুশরিকরা দুনিয়াতে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব যড়যন্ত্র ও অপকৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে, কিয়ামতের দিন তাহা উহাদিগের কোন উপকার করিতে পারিবে না।

“এবং কিয়ামতে উহাদিগকে কোন সাহায্যও করা হইবে না।”

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَالَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ “জালিমদিগকে পরকালের কঠিন শাস্তি ছাড়া দুনিয়াতেও উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন :

“وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَلْوَنِ الَّذِي أَلَاؤُهُمْ يُرْجِعُونَ” অর্থাৎ “তাদের শাস্তির পূর্বে উহাদিগকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আশ্বাদন করাইব। যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে।”

“وَلَكِن كَثُرَتْ لَهُمْ لِيَعْلَمُونَ” অর্থাৎ “কিন্তু অধিকাংশ লোকই উহা জানে না।” অর্থাৎ জালিমদিগকে পার্থিব জীবনে আমি শাস্তি প্রদান করি এবং বিভিন্ন ধরনের বিপদাদাপ দিয়া উহাদিগকে পরীক্ষা করি। যাহাতে নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া উহারা আমাকে ফিরিয়া আসে। কিন্তু কেন যে আমি শাস্তি প্রদান করি ও বিপদাদাপ দিয়া থাকি উহাই তাহারা বুঝে না। বরং বিপদ দূর হইয়া গেলে পূর্বে যেমন ছিল তদপেক্ষা বেশি নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। যেমন এক হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন যে, অবোধ উহারা যেমন জানে না যে, কেন তাহাকে বাঁধিয়া রাখা হইল আবার কেনই বা ছাড়িয়া দেওয়া হইল, মুনাফিকদের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। উহারা রোগাক্রান্ত হইয়া আবার সুস্থ হইয়া যায়। কিন্তু জানে না যে, কেন তাহাকে রোগ দেওয়া হইল আবার কেনই বা সুস্থতা দান করা হইল। হাদীসে কুদসীতে আছে যে, বান্দা বলে, আল্লাহ! তোমার কত নাফরমানী করিলাম কিন্তু কই তুমি তো আমাকে শাস্তি দিলা না। উত্তরে আল্লাহ পাক বলেন, আরে বান্দা! কত শাস্তিই দিলাম কিন্তু তুমি তো টেরই পাইলা না!

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا” অর্থাৎ “হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ আগমনের অপেক্ষায় তুমি বিরুদ্ধবাদীদের অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করিয়া চল। তুমি আমার চোখের সামনে আমারই আশ্রয়ে রহিয়াছ। আমিই তোমাকে মানুষের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিব।”

“وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ” অর্থাৎ “তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি গাত্রোথান কর।”

এর ব্যাখ্যায় যাহ্‌হাক (র) বলেন, যখন তুমি সালাতের জন্য দায়মান হও তখন তাসবীহ পাঠ কর। তাসবীহ হইল :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

অর্থাৎ যখন তুমি সালাতের জন্য দায়মান হও তখন এই তাসবীহটি পাঠ কর।

রবী ইবন আনাস, আব্দুর রহমান ইবন যায়দ ইবন আসলাম (র) প্রমুখ হইতে এই সূত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইমাম মুসলিম (র) হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতের প্রারম্ভে উক্ত তাসবীহটি পাঠ করিতেন। ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) প্রমুখ হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) সালাতের শুরুতে এই তাসবীহটি পাঠ করিতেন।

এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় আবুল জাওয়া (র) বলেন, যখন তুমি হুজু হইতে জাগ্রত হওয়ার পর বিছানা হইতে গাত্রোথান করিয়া তুমি আল্লাহর মহিমা ঘোষণা কর। ইবন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন। নিম্নের হাদীসটিতে এই ব্যাখ্যার সপক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র)..... উবাদাহ ইবন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উবাদাহ ইবন সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “রাত্রিকালে যে ব্যক্তি ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

-এই তাসবীহটি পাঠ করিবে, অতঃপর বলিবে, رَبِّ اغْفِرْ لِي” কিংবা রাসূলুল্লাহ (সা)

এই কথা বলিয়াছেন যে, “অতঃপর আল্লাহর নিকট দোয়া করিবে। আল্লাহ তা'আলা তাহার দোয়া কবুল করিবেন। আর যদি ওয়ূ করিয়া কিছু সালাত আদায় করে তো তাহার সালাত কবুল করা হয়।”

ইমাম বুখারী (র) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে এবং আবু দাউদ, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম ইবন মাজাহ (র) অলীদ ইবন মুসলিম (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আবু নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ এর অর্থ হইল, যে কোন মজলিস হইতে উঠিয়া আল্লাহর মহিমা ও প্রশংসা ঘোষণা কর।

সুফিয়ান সওরী (র) আবুল আহওয়াস (র) হইতে আলোচ্য আয়াতটির এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি মজলিস হইতে উঠিবার ইচ্ছা করে সে যেন وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ পাঠ করে।

ইবন আবু হাতিম (র) আতা ইবন আবু রাবাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আতা ইবন আবু রাবাহ (র) বলেন, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ-এর অর্থ হইল, যখনই কোন মজলিস হইতে উঠিবে, আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করিবে। মজলিসে বসিয়া যদি তুমি ভালো কাজ করিয়া থাক, তাহা হইলে এই তাসবীহ দ্বারা আরো বেশি সওয়াবের অধিকারী হইবে। আর যদি কোন ক্রটি-বিচ্যুতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই তাসবীহ পাঠে উহার কাফফারা হইয়া যাইবে।

আব্দুর রাজ্জাক (র) তাহার জামে' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আবু উসমান ফকীর (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবু উসমান (র) বলেন : হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই তালীম দিয়াছেন যে, যখন তুমি মজলিস ত্যাগ করিয়া উঠিবে, তখন বলিবে :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

মা'মার (র) বলেন, আমি অন্যদিগকে বলিতে শুনিয়াছি যে, এই বাক্যটি মজলিসের কাফফারা স্বরূপ। ইহার সমর্থনে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন : ইবন জুরাইজ (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “কেহ যদি কোন মজলিসে বসে আর তথায় তাহার প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি হইয়া থাকে, অতঃপর মজলিস হইতে উঠিয়া দাঁড়াইবার পূর্বে এই سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ তাসবীহটি পাঠ করে, তাহা হইলে সেই মজলিসে তাহার যেসব ভুল-ক্রটি হইয়াছে, আল্লাহ তা'আলা উহা ক্ষমা করিয়া দেন।” ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হাদীসটি হাসান-সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম বুখারী, মুসলিম, আহমদ, আবু হাতিম, আবু যুরআ ও দারে কুতনী (র) প্রমুখ এই হাদীসটি ক্রটিপূর্ণ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আবু দাউদ, নাসায়ী ও হাকিম আবু বারযা আসলামী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু বারযা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) শেষ জীবনে যখন কোন মজলিস হইতে উঠিতেন, তখন سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ পাঠ করিতেন। তখন জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইদানীং আপনাকে এমন কিছু পাঠ করিতে শুনি, ইতিপূর্বে কখনো যাহা পাঠ করিতেন না! ব্যাপারটা কি? উত্তরে আল্লাহর রাসূল (সা) বলিলেন, “ইহা

মজলিসের ভুল-ভ্রান্তির কাফফারা।” আবুল আলিয়া (র) হইতে মুরসাল সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

অনুরূপভাবে ইমাম নাসায়ী ও হাকিম (র) রবী. ইবন আনাস (র)-এর হাদীস হইতে যথাক্রমে আবুল আলিয়া (র) ও রাফে ইবন খাদীজ (রা)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা বর্ণনা করিয়াছেন। এই সনদেও মুরসাল পদ্ধতিতে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

তদ্রূপ ইমাম আবু দাউদ (র).... আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “এমন কয়েকটি বাক্য আছে, কোন মজলিস হইতে উঠিবার সময় যাহা তিন বার পাঠ করিলে উহার বিনিময়ে মজলিসের যাবতীয় ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। আর কোন মঙ্গলময় কিংবা যিকরের মজলিসে পাঠ করা হইলে উহা দ্বারা মজলিসকে মোহর করিয়া দেওয়া হয়, অঙ্গুষ্ঠি দ্বারা মোহর করা হইয়া থাকে। উহা হইল :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

হাকিম (র).... হযরত আয়িশা (রা)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হাদীসটি সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। জুবাইর ইবন মুতঈমের রেওয়াজে হইতেও তিনি এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এবং আবু বকর ইসমাইলী (র) হযরত উমর (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইহারা সকলেই রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

অর্থাৎ রাত্রিকালে আল্লাহর যিকর কর এবং কুরআন তিলাওয়াত, সালাত আদায় ইত্যাদি ইবাদত কর।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

অর্থাৎ “রাতের এক অংশে তুমি তাহাজ্জুদের সালাত আদায় কর। ইহা তোমার জন্য নফল। আশা করা যায় যে, তোমার প্রতিপালক তোমাকে মাকামে মাহমুদে প্রেরণ করিবেন।”

وَأَدْبَارَ النُّجُومِ এবং তারকা অস্তগমনের পর আল্লাহর মহিমা ঘোষণা কর।”

ইতিপূর্বে হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, তারকা অস্তগমনের পরবর্তী তাসবীহ হইল ফজরের ফরযের পূর্বের দুই রাকাআত সুনুত সালাত- কারণ উহা তারকা অস্তগমনের পরই পড়া হয়।

ইবন আসলাম (র).... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “ফজরের দুই রাকাআত সুনুত কোনক্রমেই ত্যাগ করিও না। যদিও

অশ্ব তোমাদিগকে তাড়া করে।” ইমাম আবু দাউদ (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

এই হাদীসের আলোকে ইমাম আহমদ (র)-এর কতিপয় শিষ্যের মত হইল, ফজরের পূর্বকাল দুই রাকাত সালাত ওয়াজিব। কিন্তু এই ধারণাটি গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ অন্য হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন : “রাতে ও দিনে মোট পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ।” জিজ্ঞাসা করা হইল, হুয়র! ইহা ব্যতীত কি আর নাই? উত্তরে তিনি বলিলেন, “না, তবে নফল পড়া যাইতে পারে।”

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত আয়িশা (রা) বলিয়াছেন : “রাসূল (সা) ফজরের দুই রাকাত সালাতের ন্যায় কোন নফল সালাত এত গুরুত্ব সহকারে পড়িতেন না।”

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, ফজরের দুই রাকাত (সুন্নত) সালাত দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থ সমুদয় বস্তু হইতে উত্তম।

সূরা নাজ্‌ম

৬২ আয়াত, ৩ রুকু', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম বুখারী (র) আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ (রা) বলেন : সিজদার আয়াত সম্বলিত সর্বপ্রথম যেই সূরাটি অবতীর্ণ হয়, উহা হইল সূরা নাজ্‌ম। এই সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) সিজদা করেন। তাঁহার দেখাদেখি উপস্থিত অন্যরাও সিজদা করেন। তবে এক ব্যক্তিকে দেখিলাম যে, সে স্বাভাবিক নিয়মে সিজদা না করিয়া একমুষ্টি মাটি হাতে লইয়া উহাতে কপাল ঠেকাইয়া সিজদা করিল। উমাইয়া ইবন খালফ নামক এই লোকটি পরবর্তীতে কাফির অবস্থায় নিহত হয়। ইমাম বুখারী (র) কয়েক জায়গায়ই এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী (র) আবু ইসহাকের সূত্রে এ হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য বর্ণনায় উমাইয়া ইবন খালফের পরিবর্তে উতবা ইবন রবী'আর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

(১) وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝

(২) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝

(৩) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝

(৪) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝

১. শপথ নক্ষত্রের, যখন উহা অন্তমিত হয়।

২. তোমাদিগের সংগী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়,
৩. এবং সে মনগড়া কথাও বলে না।
৪. ইহা তো ওহী, যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।

তাফসীর : ইব্ন আবু হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, শা'বী ও অন্যরা বলেন : সৃষ্টিকর্তা তথা আল্লাহ তা'আলা তাঁহার যে কোন সৃষ্ট বস্তুর নামে শপথ করিতে পারেন। কিন্তু কোন মাখলুক আল্লাহ ছাড়া কাহারো নামে শপথ করিতে পারে না।

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ এই আয়াতটির অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে মুফাসসিরগণের মতপার্থক্য রহিয়াছে। ইব্ন আবু নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, النُّجْمُ অর্থ সুরাইয়া নক্ষত্র। ইব্ন আব্বাস (রা) সুফিয়ান সওরী (র) হইতে এই ধরনের মত পাওয়া যায়। ইব্ন জারীর (র) এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন। সুদী (র)-এর মতে যোহরা নক্ষত্র।

যাহ্বাক (র) বলেন : وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ অর্থ নক্ষত্রের শপথ, যখন ইহা দ্বারা শয়তানদেরকে নিষ্ক্রেপ করা হয়। আ'মাশ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, আয়াতটির অর্থ হইল, কুরআনের শপথ : যখন উহা নাযিল হয়। ভাবগতভাবে এই আয়াতটি নিম্নের আয়াতগুলোর অনুরূপ :

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَتَّعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থাৎ আমি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের শপথ করিতেছি। অবশ্যই ইহা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানিতে। নিশ্চয় ইহা সম্মানিত কুরআন, যাহা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করে না। ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ।

“তোমাদের সংগী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়।” অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা শপথ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সপক্ষে এই সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তিনি হিদায়াতপ্রাপ্ত ও সত্যের অনুসারী। তিনি বিভ্রান্ত নন, বিপথগামীও নন। ضَالٌ বিভ্রান্ত এমন মূর্খ ও অজ্ঞ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে অজ্ঞতার কারণে ভুল পথে পরিচালিত হয়। আর غَاوٍ তথা বিপথগামী বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে জানিয়া বুঝিয়া ইচ্ছা করিয়া বিপথে চলে। তাই আল্লাহ তা'আলা শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, আমার রাসূল মুহাম্মাদ (সা) এই দুই শ্রেণীর কোন শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত নহেন। তিনি নাসারাদের ন্যায় না বুঝিয়া ভুল পথে পরিচালিত হন না আবার ইয়াহুদদের ন্যায় জানিয়া বুঝিয়া সত্য প্রত্যখ্যান করেন না। ইয়াহুদরা যেমন সত্যকে জানিয়া উহা গোপন করিয়া রাখিত এবং

ইলমের বিপরীত আমল করিত, আমার রাসূল তেমন নহেন। বরং আমার রাসূল (সা) সম্পূর্ণ সত্য ও সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহাকে যেই বিধান দেওয়া হইয়াছে, উহা যারপর নাই ভারসাম্যপূর্ণ ও বাড়াবাড়িমুক্ত। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

“مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ” তিনি মনগড়া কথা বলেন না। ইহাতো ওহী যাহা প্রত্যাদেশ হয়।”

অর্থাৎ আমার রাসূল মুহাম্মাদ (সা) নিজের স্বার্থে মনগড়া কোন কথা বলেন না। আমি তাঁহার নিকট যাহা প্রত্যাদেশ করি এবং মানুষের নিকট যাহা পৌঁছাইয়া দিতে বলি, তিনি কেবল হুবহু উহাই বলেন। কোন কথা বাদও দেন না আবার নিজের হইতে কোন কথা বানাইয়াও বলেন না। এ প্রসঙ্গেই ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ (র) আবু উমামাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু উমামাহ (রা) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, (কিয়ামতের দিন) “রবীয়া ও মুযার” দুইটি বৃহৎ গোত্রের সমতুল্য মানুষ এমন এক ব্যক্তির সুপারিশে জান্নাতে প্রবেশ করিবে, যিনি নবী নহেন।” এই কথা শুনিয়া উপস্থিত এক ব্যক্তি বলিল, হুযর, রবীয়া কি মুযারের অন্তর্ভুক্ত নয়? (আপনি দুই গোত্র বলিতেছেন কেন?) উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “আমি যাহা বলি, ঠিকই বলি।”

ইমাম আহমদ (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখ হইতে যাহা শুনিলাম, মুখস্ত করিবার জন্য উহার সবই লিখিয়া রাখিতাম। কিন্তু কুরাইশরা একদিন আমাকে নিষেধ করিয়া বলিল, আচ্ছা তুমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখ হইতে যাহা শ্রবণ কর উহাই লিখিয়া রাখ কেন? তিনি তো একজন মানুষ বৈ নহেন। রাগের মাথায়ও তো তিনি অনেক কথা বলিয়া ফেলেন। বাধা পাইয়া আমি লিখা বন্ধ করিয়া দিলাম। এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ঘটনাটি ব্যক্ত করিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন : “তুমি লিখিতে থাক, আমি সেই মহান সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার মুখ হইতে সত্য ছাড়া কোন কথা বাহির হয় না।”

ইমাম আবু দাউদ (র) মুসাদ্দাদ ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) হইতে, আবার ইহারা দুইজন ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ কাত্তান (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিজ আবু বকর বায্বার (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : ‘তোমাদিগের নিকট আমি যাহা আল্লাহর বাণী বলিয়া ঘোষণা করিব উহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।’

ইমাম আহমদ (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “আমি যাহা বলি সত্যই বলি।” এই কথা

শুনিয়ে সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো অনেক সময় আমাদের সাথে রসিকতা করিয়াও অনেক কথা বলেন, (উহাও কি বাস্তব সত্য?) উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “আমি সত্তা ছাড়া কোন কথাই বলি না।”

(৫) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ۝

(৬) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ۝

(৭) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ۝

(৮) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۝

(৯) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۝

(১০) فَأَوْسَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْسَىٰ ۝

(১১) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۝

(১২) أَفَتَمُرُّونَهُ عَلَىٰ مَا بَرَأْتُمْ ۝

(১৩) وَلَقَدْ رَأَىٰ نَزْلَةَ أَخْرَىٰ ۝

(১৪) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝

(১৫) عِنْدَ مَا بَجَنَّتْهُ الْمَاوَىٰ ۝

(১৬) إِذْ يُغَشَّى السِّدْرَةَ مَا يُغَشَّى ۝

(১৭) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۝

(১৮) لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝

৫. তাহাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী,

৬. প্রজ্ঞাসম্পন্ন সত্তা, সে নিজ আকৃতিতে স্থির হইয়াছিল,

৭. তখন সে উর্ধ্ব দিগন্তে ।

৮. অতঃপর সে তাহার নিকটবর্তী হইল, অতি নিকটবর্তী ।

৯. ফলে তাহাদিগের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রহিল অথবা উহারও কম ।

১০. তখন আল্লাহ তাহার বান্দার প্রতি যাহা ওহী করিবার তাহা ওহী করিলেন ।

১১. যাহা সে দেখিয়াছে তাহার অন্তঃকরণ তাহা অস্বীকার করে নাই ।

১২. সে যাহা দেখিয়াছে, তোমরা কি সে বিষয়ে তাহার সংগে বিতর্ক করিবে?

১৩. নিশ্চয় সে তাহাকে আরেকবার দেখিয়াছিল ।

১৪. সিদরাতুল মুনতাহার নিকট ।

১৫. যাহার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান ।

১৬. যখন বৃক্ষটি, যদ্বারা আচ্ছাদিত হইবার তদ্বারা আচ্ছাদিত ছিল ।

১৭. তাহার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নাই, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নাই ।

১৮. সে তো তাহার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখিয়াছিল ।

তাফসীর : عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى “তাহাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী সত্তা।”

এইখানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, তাহার বান্দা ও রসূল মুহাম্মদ (সা) মানব জাতির নিকট যে বাণী লইয়া আসিয়াছেন, এক শক্তিশালী সত্তা তাহাকে উহা শিক্ষা দান করে। আর তিনি হইলেন হযরত জিবরাঈল (আ)। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ - نَبِيٍّ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ - مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ -

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবাহক আনীত বাণী, যে সামর্থ্যশালী আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন, যাহাকে সেথায় মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাসভাজন।

আর এইখানে বলিয়াছেন : ذُو مِرَّةٍ অর্থাৎ শক্তিশালী। মুজাহিদ, হাসান ও ইবন যায়দ (র) এই অর্থ করিয়াছেন।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) ذُو مِرَّةٍ অর্থ করিয়াছেন : ذُو مِرَّةٍ অর্থাৎ সুদৃশ্যবান। কাতাদা (র) বলেন : ذُو مِرَّةٍ : বৃহৎকায় ও সুদর্শন। এই দুই অর্থের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ, হযরত জিবরাঈল (আ) একদিকে সুদৃশ্যবান অপরদিকে প্রবল শক্তিশালী।

হযরত ইবন উমর ও আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَا يَرَىٰ مِرَّةً سَوَىٰ : অর্থাৎ সম্পদশালী এবং সুঠাম শক্তিশালী ব্যক্তিকে সদকা দেওয়া জায়েয নাই।

فَأَسْتَوَىٰ. অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ) নিজ আকৃতিতে স্থির হইয়াছিলেন।

হাসান, মুজাহিদ, কাতাদা ও রবী ইব্ন আনাস (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

مُؤْتَاةً وَأَسْمَاءَ ۗ هُنَّ أُولَٰئِكَ حَمَلَ اللَّحْمَ مِنَ السَّمَاءِ ۖ فَوَسَّوْنَ الْأَعْلَىٰ ۗ أُولَٰئِكَ لَئِيْلٌ عَلَيْهِمْ سَبِيْلٌ ۗ وَهُمْ بِالْآفَاقِ الْوَسْطَىٰ ۗ অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ) উর্ধ্ব দিগন্তে নিজ আকৃতিতে স্থির হইয়াছিলেন। ইকরিমা (র) সহ আরো অনেকে এই অর্থ করিয়াছেন। ইকরিমা (র) বলেন, যেখান হইতে প্রভাত বিছুরিত হয় তাহাকে أَعْلَىٰ তথা উর্ধ্ব দিগন্ত বলা হয়। মুজাহিদ (র) বলেন : أَعْلَىٰ হইল সূর্যোদয়ের স্থান। কাতাদা (র) বলেন, যেখান হইতে দিবস আগমন করে। ইব্ন য়াদ (র) সহ আরো অনেকে এই অর্থ করিয়াছেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার প্রকৃত আকৃতিতে জীবনে মাত্র দুইবার দেখিয়াছেন। প্রথমত, যখন ছয়র (সা) জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দেখার জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, তখন জিবরাঈল (আ) আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার দেখিয়াছিলেন মি'রাজ রজনীতে।

আল্লামা ইব্ন জারীর (র) একটি ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ) ও মুহাম্মদ (সা) দু'জনেই মি'রাজ রজনীতে উর্ধ্ব দিগন্তে নিজ নিজ আকৃতিতে স্থির হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই ব্যাখ্যার সাথে অন্য কেহই একমত নহেন। কারণ আলোচ্য আয়াতে হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দেখার যে কথা বলা হইয়াছে তাহা মি'রাজ রজনীর ঘটনা নয়— বরং তাহার পূর্বকার ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন মর্ত্য জগতেই ছিলেন। নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে হযরত জিবরাঈল (আ) সূরা ইকরার প্রাথমিক সূরা সমূহের প্রত্যাদেশ লইয়া মহানবী (সা)-এর নিকট আগমন করিয়াছিলেন। ইহার পর কিছুদিন ওহী আসা বন্ধ থাকে। তদরূপে রাসূলুল্লাহ (সা) দারুন উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনার মধ্যে দিন অতিবাহিত করিতে থাকেন। এমনকি পাহাড় হইতে পড়িয়া তাঁহার আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা মনে বারবার জাগ্রত হইতে থাকে। যখনই এরূপ পরিস্থিতি দেখা দিত তখন হযরত জিবরাঈল (আ) আড়াল হইতে আওয়াজ দিয়া বলিতেন : মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর সত্য রাসূল। আমি জিবরাঈল। তখন তিনি সান্ত্বনা লাভ করিতেন এবং মনে প্রশান্তি অনুভব করিতেন। এইভাবে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হইবার পর একদিন জিবরাঈল (আ) তাঁহার ছয়শত ডানা মেলিয়া গোটা দিগন্ত পরিপূর্ণ করিয়া মক্কার এক উন্মুক্ত ময়দানে নিজ আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসিয়া আল্লাহ বাণী প্রত্যাদেশ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিবরাঈল (আ)-এর মহত্ব এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁহার সুউচ্চ মর্যাদার স্বরূপ ফুটিয়া উঠে।

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার আসল আকৃতিতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার ছয়শত ডানা রহিয়াছে। উহার একেকটি ডানা তখন আকাশ প্রান্ত ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। তাহার ডানা হইতে মনি মুক্তা ইত্যাদি বারিয়া পড়ে। উহার হাকীকত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

ইমাম আহমদ (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার নিজ আকৃতিতে দেখিবার জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করিলেন। উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন, আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট দোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর নিকট দোয়া করিলেন। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ (সা) দেখিতে পাইলেন যে, পূর্ব আকাশে এক খণ্ড কালো মেঘ ভাসিয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে উঁচু হইয়া চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া বেহুশ হইয়া পড়িয়া যান। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উঠাইয়া চোয়াল হইতে লালা মুছিয়া দিয়া তাঁহার গায়ে মুছিয়া দেন।

ইব্ন আসাকির (র)..... হান্নাদ ইব্ন আসওয়াদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। হান্নাদ ইব্ন আসওয়াদ (র) বলেন, আবু লাহাব ও তাহার ছেলে উতবাহ শাম দেশ সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আমিও তাহাদের সাথে প্রস্তুতি গ্রহণ করিলাম। রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে উতবাহ বলিল সফরে যাওয়ার আগে মুহাম্মাদের সামনে তাহার খোদাকে একটু গালি দিয়া আসি। এই বলিয়া উতবাহ মুহাম্মাদ (সা)-এর নিকট গিয়া বলিল, يَا مُحَمَّدُ هُوَ يَكْفُرُ بِأَنِّي بَنِي فَتَدَلِّي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۗ অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি নিকটবর্তী হইল, আরো নিকটবর্তী হইল, ফলে তাহাদিগের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রহিল অথবা উহারও কম, আমি তাহাকে অস্বীকার করি। উতবার মুখে এই অশালীন উক্তি শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়া উঠিলেন : “হে আল্লাহ! ইহার উপর তোমার কুকুর হইতে একটি কুকুর লেলাইয়া দাও।”

অতঃপর উতবাহ পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল। আবু লাহাব জিজ্ঞাসা করিল, বৎস! মুহাম্মদকে কি বলিলে? উতবাহ পিতার নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করিল। শুনিয়া আবু লাহাব বলিল, “বৎস! মুহাম্মদের দোয়া কখনো ব্যর্থ যায় না। আমি তোমার ব্যাপারে আশংকা করিতেছি।”

অতঃপর আমরা শামের উদ্দেশে রওয়ানা হইলাম। শাম দেশে পৌছিয়া আমরা এক গীর্জার নিকট অবতরণ করিলাম। দেখিয়া গীর্জার পাদ্রী বলিল, এইখানে অবস্থান করা আপনাদিগের জন্য আমি নিরাপদ মনে করি না। কারণ এই স্থানে হিংস্র বাঘ বকরীপালের ন্যায় অবাধে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। এই কথা শুনিয়া আবু লাহাবের

অন্তরাখা কাঁপিয়া উঠিল এবং বলিল, তোমরা তো জানো যে, আমি তোমাদিগের তুলনায় কত প্রবীণ লোক। আমার প্রতি তোমাদিগের দায়িত্ব কতটুকু তাহাও তোমাদিগের অবদিত নহে। মুহাম্মদ আমার এই ছেলেকে বদদোয়া করিয়াছে, তাহাও তোমরা জান। আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এই ছেলের প্রাণের ব্যাপারে আমি খুবই শংকিত। ইহার নিরাপত্তার জন্য তোমরা তোমাদিগের সমস্ত মোট-ঘাট একত্রিত করিয়া এই গীর্জার নিকট স্থপ দাও এবং উহার উপর আমার কলিজার টুকরার বিছানা পাতিয়া দাও। অতঃপর উহার চতুষ্পার্শ্বে তোমরা সকলে গুইয়া পড়। আবু লাহাবের নির্দেশ মত আমরা উহাই করিলাম।

কিছুক্ষণ পর একটি ব্যাঘ্র আসিয়া আমাদিগের সকলের মুখ ঝুঁকিতে লাগিল। যেন কাঙ্ক্ষিত কোন ব্যক্তিকে খুঁজিতেছে। একে একে সকলের মুখ ঝুঁকিয়া কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে না পাইয়া ব্যাঘ্রটি একটু পিছনে সরিয়া গিয়া এক লাফে মোটঘাটের উপর শায়িত উতবাহর মুখ ঝুঁকিয়া অমনিই তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মুহূর্ত মধ্যে তাহার মাথাটি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। দেখিয়া আবু লাহাব বলিল, আমি জানিতাম যে, মুহাম্মদের বদদোয়ার কবল হইতে উতবাহ রেহাই পাইবে না।

কিছুক্ষণ পর একটি ব্যাঘ্র আসিয়া আমাদিগের সকলের মুখ ঝুঁকিতে লাগিল। যেন কাঙ্ক্ষিত কোন ব্যক্তিকে খুঁজিতেছে। একে একে সকলের মুখ ঝুঁকিয়া কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে না পাইয়া ব্যাঘ্রটি একটু পিছনে সরিয়া গিয়া এক লাফে মোটঘাটের উপর শায়িত উতবাহর মুখ ঝুঁকিয়া অমনিই তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মুহূর্ত মধ্যে তাহার মাথাটি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। দেখিয়া আবু লাহাব বলিল, আমি জানিতাম যে, মুহাম্মদের বদদোয়ার কবল হইতে উতবাহ রেহাই পাইবে না।

কিছুক্ষণ পর একটি ব্যাঘ্র আসিয়া আমাদিগের সকলের মুখ ঝুঁকিতে লাগিল। যেন কাঙ্ক্ষিত কোন ব্যক্তিকে খুঁজিতেছে। একে একে সকলের মুখ ঝুঁকিয়া কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে না পাইয়া ব্যাঘ্রটি একটু পিছনে সরিয়া গিয়া এক লাফে মোটঘাটের উপর শায়িত উতবাহর মুখ ঝুঁকিয়া অমনিই তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মুহূর্ত মধ্যে তাহার মাথাটি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। দেখিয়া আবু লাহাব বলিল, আমি জানিতাম যে, মুহাম্মদের বদদোয়ার কবল হইতে উতবাহ রেহাই পাইবে না।

কিছুক্ষণ পর একটি ব্যাঘ্র আসিয়া আমাদিগের সকলের মুখ ঝুঁকিতে লাগিল। যেন কাঙ্ক্ষিত কোন ব্যক্তিকে খুঁজিতেছে। একে একে সকলের মুখ ঝুঁকিয়া কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে না পাইয়া ব্যাঘ্রটি একটু পিছনে সরিয়া গিয়া এক লাফে মোটঘাটের উপর শায়িত উতবাহর মুখ ঝুঁকিয়া অমনিই তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মুহূর্ত মধ্যে তাহার মাথাটি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। দেখিয়া আবু লাহাব বলিল, আমি জানিতাম যে, মুহাম্মদের বদদোয়ার কবল হইতে উতবাহ রেহাই পাইবে না।

কিছুক্ষণ পর একটি ব্যাঘ্র আসিয়া আমাদিগের সকলের মুখ ঝুঁকিতে লাগিল। যেন কাঙ্ক্ষিত কোন ব্যক্তিকে খুঁজিতেছে। একে একে সকলের মুখ ঝুঁকিয়া কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে না পাইয়া ব্যাঘ্রটি একটু পিছনে সরিয়া গিয়া এক লাফে মোটঘাটের উপর শায়িত উতবাহর মুখ ঝুঁকিয়া অমনিই তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মুহূর্ত মধ্যে তাহার মাথাটি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। দেখিয়া আবু লাহাব বলিল, আমি জানিতাম যে, মুহাম্মদের বদদোয়ার কবল হইতে উতবাহ রেহাই পাইবে না।

কিছুক্ষণ পর একটি ব্যাঘ্র আসিয়া আমাদিগের সকলের মুখ ঝুঁকিতে লাগিল। যেন কাঙ্ক্ষিত কোন ব্যক্তিকে খুঁজিতেছে। একে একে সকলের মুখ ঝুঁকিয়া কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে না পাইয়া ব্যাঘ্রটি একটু পিছনে সরিয়া গিয়া এক লাফে মোটঘাটের উপর শায়িত উতবাহর মুখ ঝুঁকিয়া অমনিই তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মুহূর্ত মধ্যে তাহার মাথাটি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। দেখিয়া আবু লাহাব বলিল, আমি জানিতাম যে, মুহাম্মদের বদদোয়ার কবল হইতে উতবাহ রেহাই পাইবে না।

বরং এক লাখ তো হইবেই, তাহার অপেক্ষা বেশীও হইতে পারে। মোটকথা এইসব আয়াতে সন্দেহের জন্য ৩। হরফটি ব্যবহার করা হয় নাই। কারণ আল্লাহর পক্ষ হইতে সন্দেহযুক্ত রূপে সংবাদ দেওয়া যাইতে পারে না।

এই নিকটে আগমনকারী ব্যক্তি হইলেন হযরত জিবরাঈল (আ)। হযরত আয়িশা, ইবন মাসউদ, আবু যর ও আবু হুরায়রা (রা) এই মত পোষণ করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, মুহাম্মদ (সা) অন্তর দ্বারা তাঁহার প্রতিপালককে ইহার দেখিয়াছেন। একবারের কথা আলোচ্য আয়াত **كُنْمُ رَنَّا** এ উল্লেখ করা হইয়াছে।

হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত মি'রাজের হাদীসে আছে যে, অতঃপর আল্লাহ রাসূল ইয্যত নিকটবর্তী হইলেন এবং নীচে নামিয়া আসিলেন। এই হাদীসের মতন সম্পর্কে অনেকেরই আপত্তি রহিয়াছে। যদি এই হাদীসটি সঠিক বলিয়াও প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব, ইহা অন্য সময়ের ঘটনা। আলোচ্য আয়াতের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কারণ আলোচ্য আয়াতে যেই ঘটনাটির কথা বলা হইয়াছে তাহা ঘটিয়াছে এই পৃথিবীতে, মি'রাজে নয়। আর এই জন্যই পরবর্তীতে বলা হইয়াছে :

অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) জিবরাঈল (আ) কে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট আরেকবার দেখিয়াছেন। এই দ্বিতীয়বারেরটি হইল মি'রাজ রজনীর ঘটনা আর প্রথমটি ঘটিয়াছে পৃথিবীতে।

ইবন জারীর (র)..... যির ইবন ছবাইশ (র) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) **كُنْمُ رَنَّا** এই আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "আমি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দেখিয়াছি। তাঁহার ছয়শত ডানা আছে।"

ইবন জারীর.... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন : নবুওতের প্রথম যুগে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে স্বপ্নে দেখিয়াছেন। স্বপ্ন দেখার পর বিশেষ প্রয়োজনে তিনি ঘর হইতে বাহির হইলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) হে মুহাম্মদ! হে মুহাম্মদ! বলিয়া উচ্চস্বরে কয়েকবার ডাক দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আওয়াজ শুনিয়া ডানে-বামে তাকাইয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এইভাবে তিনবার ডাক শুনিয়া কিছুই দেখিতে না পাইয়া আকাশের দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) দেখিতে পাইলেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ) দুই পা একত্রিত করিয়া আকাশ জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আওয়াজ আসিল, মুহাম্মদ, আমি জিবরাঈল (আ)। ভয় পাইয়া হযর (সা) দৌড়াইয়া লোকালয়ে উপস্থিত হইলেন। তখন আকাশের দিকে তাকাইয়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর আবার বাহির

হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া পূর্বের ন্যায় দেখিতে পাইয়া পলায়ন করিয়া লোক সমাগমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আর কিছুই দেখা গেল না। আবার বাহির হইলেন, আবার দেখিতে পাইলেন। وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ , এই আয়াতগুলিতে এই কাহিনীর কথাই বর্ণনা করা হইয়াছে।

কাহারো কাহারো মতে قَابٍ অর্থ আধা আপুল। আবার কেহ বলেন : قَابٍ অর্থ দুই হাত। অর্থাৎ- হযরত জিবরাঈল (আ) ছয় (সা)-এর এত নিকটবর্তী হইয়াছিলেন যে, উভয়ের মাঝে মাত্র দুই হাতের ব্যবধান ছিল।

ইমাম বুখারী (র) শায়বানী (র) হইতে বর্ণনা করেন। শায়বানী বলেন, আমি যির (র)-কে مَا أَوْحَى قَابٍ فَكَانَ قَابٍ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ (সা) জিবরাঈল (আ)-কে দেখিয়াছেন, যাঁহার ছয়শত ডানা রহিয়াছে।

ইবন জারীর (র) আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দুইটি রেশমী পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখিয়াছেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) আসমান-যমীন জুড়িয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

এই আয়াতের দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, অতঃপর জিবরাঈল (আ) আল্লাহর বান্দা মুহাম্মদ (রা)-এর নিকট ওহী করিলেন যাহা ওহী করিবার ছিল। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দা মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে ওহী করিলেন। তবে উভয় অর্থই সঠিক।

এখন প্রশ্ন হইল যে, তখন মুহাম্মদ (সা)-কে যেই ওহী করা হইয়াছিল, উহা কি ছিল? এই প্রসঙ্গে হযরত সাঈদ ইবন জুবাইর (রা) বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর যেই ওহী অবতীর্ণ করেন তাহা হইল نَزَّعْنَا لَكَ زَكْرًا هِئَلًا অন্যরা বলেন যে, তখন আল্লাহ তা'আলা এই ওহী পাঠালেন যে, আপনি প্রবেশ না করা পর্যন্ত নবীদের জন্য জান্নাত হারাম এবং আপনি প্রবেশ না করা পর্যন্ত উম্মতের জন্য জান্নাত হারাম।

অর্থাৎ যাহা সে দেখিয়াছে তাহার অন্তঃকরণ তাহা অস্বীকার করে নাই। সে যাহা দেখিয়াছে, তোমরা কি সে বিষয়ে তাহার সাথে বিতর্ক করিবে?

ইমাম মুসলিম (র)..... ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার অন্তর দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দুইবার দেখিয়াছেন। অনুরূপভাবে সিমাক (র)-ও ইবন আব্বাস (রা) হইতে এই হাদীসটি

বর্ণনা করিয়াছেন। আবু সালিহ, সুদী এবং আরো অনেকে এই মতই পোষণ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে অন্তর দ্বারা দুইবার দেখিয়াছেন। তবে ইবন মাসউদ (রা) সহ অনেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। ইমাম তিরমিযী (রা)..... ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার রবকে দেখিয়াছেন। ইকরিমা (র) বলেন, এই কথা নিয়া আমি বলিলাম, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ তা'আলাকে কি করিয়া দেখিলেন? আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

“لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ” “কোন চক্ষুই তাঁহাকে দেখিতে পারিবে না। তিনি সকলকেই দেখিতে পান।” উত্তরে তিনি বলিলেন : ইহা সেই সময়ের জন্য যখন আল্লাহ তা'আলা তাহার পূর্ণ নূর বিকশিত করিবেন। মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ তা'আলাকে দুইবার দেখিয়াছেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতঃপর ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি আসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র)..... শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন। শা'বী বলেন, একদিন আরাফাতের ময়দানে হযরত কা'ব (রা)-এর পাশে হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর সাক্ষাৎ হয়। তখন হযরত ইবন আব্বাস (রা) কা'ব (রা)-কে কি যেন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশ্ন শুনিয়া তিনি উচ্চস্বরে আল্লাহ আকবার বলিয়া উঠিলেন। ইবন আব্বাস (রা) বলিলেন, আমি হাশিম বংশের লোক। কা'ব বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার দর্শন ও কথোপকথনকে মুহাম্মদ (সা) ও মুসা (সা)-এর মাঝে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। মুসা (সা)-এর সহিত আল্লাহ তা'আলা দুইবার কথা বলিয়াছেন আর মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ তা'আলাকে দুইবার দেখিয়াছেন।

মাসরুক (র) বলেন : একদিন আমি হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আম্মাজান! মুহাম্মদ (সা) কি কখনো আল্লাহ তা'আলাকে দেখিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, এমন একটি প্রশ্ন করিয়াছ, যাহা শুনিয়া আমার দহের লোম শিহরিয়া উঠিয়াছে। তখন আমি لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলাম এই আয়াতে তো আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা দেখিয়াছেন। উত্তরে আয়িশা (রা) বলিলেন, এই আয়াতে জিবরাঈল (আ)-এর কথা বলা হইয়াছে। শোন মাসরুক! যেই ব্যক্তি বলিবে যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁহার রবকে দেখিয়াছে কিংবা মুহাম্মদ (সা) কোন কথা গোপন করিয়াছেন বা তাঁর নিম্নোক্ত পাঁচটি জিনিসের ইলম ছিল, সে মিথ্যুক, আল্লাহর উপর অপবাদ প্রদানকারী।

পাঁচটি জিনিস যা আল্লাহ ছাড়া কেহ জানে না, তাহা হইল, ১. কিয়ামত কখন হইবে, ২. বৃষ্টি কখন কতটুকু বর্ষিবে, ৩. মায়ের উদরস্ত সন্তান ছেলে না মেয়ে, ৪. আগামীকাল কে কি করিবে ও ৫. কাহার মৃত্যু কোথায় হইবে।

হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আসল কথা হইল মুহাম্মদ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দেখিয়াছেন। তিনি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাহার আসল আকৃতিতে

মাত্র দুইবার দেখিয়াছেন। একবার মি'রাজ রজনীতে সিদরাতুল মুনতাহায়। আরেকবার এই পৃথিবীতে। তখন তাহার আকাশ জোড়া ছয়শত ডানা ছিল।

ইমাম নাসায়ী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, ইহাতে কি তোমরা অবাক হইতেছ যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে খলীল রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, হযরত মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলিয়াছিলেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে দর্শন লাভের সুযোগ দিয়াছেন।

মুসলিম শরীফে আছে যে, হযরত আবু যর (রা) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আপনার রবকে দেখিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তো নূর। আমি তাঁহাকে কিভাবে দেখিব?' অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "আমি একটি নূর দেখিয়াছি।"

ইবন আবু হাতিম (র) মুহাম্মাদ ইবন কা'ব (র) হইতে বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইবন কা'ব (র) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, যে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আপনার রবকে দেখিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমি আমার অন্তর দ্বারা তাঁহাকে দুইবার দেখিয়াছি। এই বলিয়া তিনি **مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ لِرَبِّهِ** আয়াতটি পাঠ করিলেন।

হযরত ইকরিমা (রা)-এর নিকট **مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ** সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাকে এই সংবাদ দিব যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহকে দেখিয়াছেন? প্রশ্নকারী বলিল, হ্যাঁ, ইকরিমা বলিলেন, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহকে তা'আলাকে দেখিয়াছেন। অতঃপর আবারও দেখিয়াছেন।

অতঃপর প্রশ্নকারী এই ব্যাপারে হযরত হাসান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে তিনি বলেন : মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ তা'আলার জালাল, আজমত ও অহংকারের চাদর দেখিয়াছেন।

ইবন আবু হাতিম (র) আবুল আলিয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কি আল্লাহ তা'আলাকে দেখিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি একটি নদী দেখিয়াছি। নদীর পিছনে একটি পর্দা দেখিয়াছি এবং পর্দার আড়ালে নূর দেখিয়াছি। ইহা ছাড়া আর কিছুই দেখি নাই।"

ইমাম আহমদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "আমি আমার রবকে দেখিয়াছি।" এই হাদীসটির সনদ সহীহ। কিন্তু ইহা স্বপ্নের হাদীসেরই একটি অংশ। স্বপ্নের হাদীসটির এইরূপ :

ইমাম আহমদ (র)..... আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "আমার রব আজ রাত সুন্দর আকৃতিতে আমার নিকট আগমন করেন। (বর্ণনাকারী বলেন যে, আমার ধারণা স্বপ্নে আসিয়াছেন)। আসিয়া তিনি বলিলেন : মুহাম্মদ! তুমি জান কি যে, উর্ধ্ব জগতের ফেরেশতারা কোন্ বিষয়ে বাকবিতণ্ডা করিতেছে? আমি বলিলাম, না, আমি জানি না। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার হাত আমার দুই কাঁধের উপরে রাখিলেন। ইহাতে আমি আমার বুকের মধ্যে ইহার শীতলতা অনুভব করিলাম। তৎক্ষণাৎ আকাশ যমীনের যাবতীয় ইলমই আমি শিখিয়া ফেলি। অতঃপর তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহাম্মদ! তুমি কি জান যে, উর্ধ্ব জগতের ফেরেশতাগণ কোন্ বিষয়ে বিতণ্ডা করিতেছে? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, তখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, তাহারা পরস্পর সে সব নেক আমল সম্পর্কে আলোচনা করিতেছে, যাহা গুনাহের কাফফারা হইয়া যায় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এইবার বল, কাফফারা সমূহ কি কি? আমি বলিলাম, ফরয সালাত শেষে মসজিদে অবস্থান করা, পায়ে হাটিয়া জামা'আতে হাজির হওয়া এবং কষ্ট স্বীকার করিয়া হইলেও ভালোভাবে ওয়ু করা। যে ব্যক্তি এইগুলো করিবে তাহার জীবন মঙ্গলজনক হইবে, কল্যাণের সহিত তাহার মৃত্যু হইবে এবং সদ্য ভূমিষ্ট শিশুর ন্যায় সে গুনাহ হইতে পবিত্র হইয়া যাইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলিলেন, মুহাম্মদ! সালাত শেষে এই দোয়াটি পাঠ করিবে :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدْتُ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً أَنْ يُفْضِيَ إِلَيْكَ غَيْرَ مُفْتُونٍ

আর মর্যাদা বৃদ্ধিকারী আমল হইল, ভূখা-নাঙ্গাকে আহার দান করা, সালামের প্রসার সাধন করা, রাত্রিকালে সকল মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় অচেতন থাকে তখন উঠিয়া সালাত আদায় করা।

সূরা সোয়াদের শেষে এই ধরনের একটি হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে। ইবন জারীর (র)... ইবন আব্বাস (রা) হইতে অন্য এক সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন জারীর (র)..... ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : "আমি আমার রবকে উত্তম আকৃতিতে দেখিয়াছি। তিনি আমাকে বলিলেন, হে মুহাম্মদ, তুমি কি জান যে, উর্ধ্ব আকাশে ফেরেশতারা কোন বিষয়ে বগড়া করিতেছে? আমি বলিলাম না, আল্লাহ আমি জানি না। তখন তিনি তাঁহার হাত আমার দুই কাঁধের উপর রাখিলেন। আমি আমার বুকে ইহার শীতলতা অনুভব করিতে পারিয়াছি। ইহাতে আমি আসমান-যমীনের যাবতীয়

ইলম শিখিয়া ফেলি। তখন আমি বলিলাম, হে আমার রব! এইবার আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, উর্ধ্ব আকাশের ফেরেশতাগণ গুনাহের কাফফারা, মানুষের মর্যাদা, পায়ে হাঁটিয়া জামাতে হাজির হওয়া এবং এক সালাতের পর আরেক সালাতের জন্য অপেক্ষা করা সম্পর্কে আলাপ করিতেছেন। অতঃপর আমি বলিলাম, হে আমার রব! আপনি তো হযরত ইবরাহীম (আ)-কে খলীল রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, হযরত মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলিয়াছেন আরো এই করিয়াছেন, এই করিয়াছেন। কিন্তু আমার জন্য কি করিয়াছেন? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, আমি কি তোমার সীনা উন্মুক্ত করিয়া দেই নাই? তোমার উপর হইতে বোঝা নামাইয়া দেই নাই? তোমার উপর কি আমি এই ইহসান করি নাই? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : অতঃপর আরো এমন কতিপয় অনুগ্রহের কথা বলিয়াছেন, তোমাদিগকে যাহা বলার অনুমতি নাই।

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى... نَبَى فَنَدَى... এই আয়াতগুলিতে সেই সব অনুগ্রহের কথাই বলা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা আমার চোখের নূর অন্তরে ভরিয়া দিয়াছেন। ফলে আমি অন্তর দ্বারা তাঁহাকে দেখিয়াছি।" এই হাদীসের সনদ দুর্বল।

হাফিজ ইব্ন আসাকির (র) বর্ণনা করেন যে, উতবা ইব্ন আবু লাহাব শামদেশে বাণিজ্যে যাত্রার প্রাক্কালে বলিয়াছিল, হে মক্কাবাসীগণ! তোমরা জানিয়া রাখ! আমি সেই ব্যক্তিকে অস্বীকার করি, যে মুহাম্মদের নিকটবর্তী হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন, আল্লাহ তা'আলা কুকুর লেলাইয়া দিয়া তাহাকে ধ্বংস করিবেন। বর্ণনাকারী হাব্বার বলেন, অতঃপর আমরা শামদেশে গিয়া এমন এক স্থানে অবস্থান করিলাম যেখানে বিপুল ব্যাঘ্রের অবাধ বিচরণ ছিল। এক সময় একটি বাঘ আসিয়া সকলের মাথা ঝুঁকিতে আরম্ভ করে। এক এক করে সকলের মাথা ঝুঁকিয়া এক পর্যায়ে এক লাফে উতবার নিকট গিয়া সকলের মধ্যস্থান হইতে তাহাকে ছিড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলে।

ইব্ন ইসহাক ও অন্যরা বলেন : এই ঘটনাটি যারকা নামক স্থানে সংঘটিত হইয়াছে। কাহারো কাহারো মতে এই ঘটনাটি ঘটয়াছে আরাত নামক স্থানে।

وَلَقَدْ رَأَى نَزْلَةَ أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ... অর্থাৎ নিশ্চয় সে তাহাকে আরেকবার দেখিয়াছে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট, যাহার নিকট অবস্থিত বাসোদ্দ্যান।

ইহা মুহাম্মদ (সা)-এর জিবরাঈল (আ)-কে তাহার আসল আকৃতিতে দেখার দ্বিতীয় ঘটনা। এই ঘটনাটি মি'রাজ রজনীতে ঘটয়াছিল। মি'রাজ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে সূরা সুবহান এ আলোচিত হইয়াছে। তাই পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। উপরে আরো উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) মি'রাজ রজনীতে হযূর (সা) আল্লাহর দীদার লাভ করিয়াছেন বলিয়া মত পোষণ

করিতেন। উহার সপক্ষে তিনি আলোচ্য আয়াত দ্বারা দলীল প্রদান করেন। পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী অনেকে এই মত সমর্থন করেন। তবে সাহাবা ও তাবিয়ীনের অনেকে দ্বিমত পোষণ করেন।

ইমাম আহমদ (র)..... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "আমি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দেখিয়াছি। তাঁহার ছয়শত ডানা আছে। উহার পালক হইতে মুক্তা ও ইয়াকূত ছড়াইয়া পড়িতেছে।"

ইমাম আহমদ (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার প্রকৃত আকৃতিতে দেখিয়াছিলেন। তখন তাঁহার ছয়শত ডানা ছিল। প্রতিটি ডানা হইতে মনি-মুক্তা ছড়াইয়া পড়িতেছিল। তাঁহার এক একটি ডানা আকাশ জুড়িয়া রাখিয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র)..... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "সিদরাতুল মুনতাহার নিকট আমি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার ছয়শত ডানা আছে।"

যায়দ ইব্ন হুবাব (র) বলেন, আমি আসিম (র)-কে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর ডানা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে কিছু বলিতে অস্বীকার করিলেন। অতঃপর তার কতিপয় সাথী আমাকে বলিলেন যে, জিবরাঈল (আ)-এর একটি ডানা পৃথিবীর পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সূত্রটি উত্তম।

ইমাম আহমদ (র)..... শাকীক (র) হইতে বর্ণনা করেন। শাকীক (র) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : জিবরাঈল (আ) আমার নিকট মুক্তার পার বিশিষ্ট একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় আসিলেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আমির (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমির (র) বলেন, মাসরুক (র) একদিন হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহাম্মদ (সা) কি আল্লাহ তা'আলাকে দেখিয়াছেন? উত্তরে হযরত আয়িশা (রা) বলিলেন, তোমার কথা শুনিয়া আমার গায়ের লোম শিহরিয়া উঠিয়াছে। মনে রাখিও তোমাকে যে ব্যক্তি তিনি কখনো কথা বলিবে সে মিথ্যাবাদী। ১. যে বলিবে, মুহাম্মদ (সা) তাঁহার রবকে দেখিয়াছেন, সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলা বলেন : لا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ... অর্থাৎ কোন চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পারে না। কিন্তু সকল চক্ষুই তিনি দেখিতে পারেন।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ الْاَوْحٰیًا اَوْ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ... কোন মানুষের সহিতই আল্লাহ তা'আলা কথা বলেন না। তবে ওহীর মাধ্যমে কিংবা পর্দার আড়াল হইতে বলেন।

২. যে ব্যক্তি বলিবে যে, আগামীকাল কি হইবে তাহা সে জানে—সেও মিথ্যাবাদী। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন : **إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ** অর্থাৎ “কিয়ামতের ইল্ম একমাত্র আল্লাহর নিকট। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তিনিই জানেন মাতৃ উদরে কি আছে। আর কেহ জানে না যে, আগামীকাল সে কি করিবে আর কে কোথায় মৃত্যুবরণ করিবে তাহা আল্লাহ ছাড়া কেহ জানে না।”

৩. আর যে বলিবে যে, মুহাম্মদ (সা) কোন কিছু গোপন করিয়াছেন, সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলা বলেন : **يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلَّغْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ** অর্থাৎ “হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের নিকট হইতে আপনার নিকট যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে আপনি উহা প্রচার করুন। তবে তিনি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাহার প্রকৃত আকৃতিতে দুইবার দেখিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) মাসরুক (র) হইতে বর্ণনা করেন। মাসরুক (র) বলেন, আমি একদিন হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকটে ছিলাম। কথা প্রসঙ্গে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ তা'আলা কি বলেন নি যে **وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ** وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةَ أُخْرَى অর্থাৎ “নিশ্চয়ই তিনি তাহাকে উর্ধ্বজগতে দেখিয়াছেন।” নিশ্চয় তিনি তাহাকে আরেকবার দেখিয়াছেন : উত্তরে হযরত আয়িশা (রা) বলিলেন, এই আয়াত সম্পর্কে উম্মতের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছেন, “আমি যাহাকে দেখিয়াছি তিনি হইলেন, হযরত জিবরাঈল (আ)।” জিবরাঈল (আ)-কে হযর (সা) তাহার আসল আকৃতিতে জীবনে দুইবার দেখিয়াছেন। আকাশ হইতে পৃথিবীতে অবতরণকালে একবার দেখিয়াছেন। তখন তাহার বৃহদায়তন দেহ আকাশ হইতে ফসীন পর্যন্ত জুড়িয়া ফেলিয়াছিল।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) সহীহ্‌হুয়ে শা'বী (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আব্দুল্লাহ ইবন শাকীক (র) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন শাকীক (র) বলেন, আমি একদিন হযরত আবূযর গিফারী (রা)-কে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দেখা পাইলে তাঁহাকে আমি একটি প্রশ্ন করিতাম। আবূযর (রা) বলিলেন, তাহাকে তুমি কি প্রশ্ন করিতে? আব্দুল্লাহ ইবন শাকীক (র) বলিলেন, তিনি আল্লাহ তা'আলাকে দেখিতে পাইয়াছেন কিনা, জিজ্ঞাসা করিতাম। শুনিয়া হযরত আবূযর (রা) বলিলেন, এই প্রশ্ন তো আমি নিজেই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, “আমি তাঁহার নূর দেখিয়াছি। তিনি তো নূর আমি তাঁহাকে কি করিয়া দেখিব?” ইমাম মুসলিম (র) দুই সনদে ও দুই শব্দে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আবূ বকর ইবন আবূ শায়রা (র)..... আবূযর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূযর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনি কি আপনার রবকে দেখিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, “তিনি তো নূর আমি তাঁহাকে কিভাবে দেখিব?” ইমাম মুসলিম (র)..... আব্দুল্লাহ ইবন শাকীক (র) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন শাকীক (র) বলেন, আমি একদিন হযরত আবূযর (রা)-কে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাক্ষাৎ পাইলে আমি তাঁহাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। আবূযর (রা) বলিলেন, কি কথা জিজ্ঞাসা করিতে? আব্দুল্লাহ ইবন শাকীক (র) বলেন, জিজ্ঞাসা করিতাম যে, তিনি তাঁহার রবকে দেখিয়াছেন কিনা? আবূযর (রা) বলিলেন, আমি নিজেই তো রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, “আমি নূর দেখিয়াছি।” ইবন আবূ হাতিম (র) আবূযর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূযর (রা) বলেন, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ তা'আলাকে অন্তর দ্বারা দেখিয়াছেন চর্ম চক্ষে দেখেন নাই।

ইবনুল জাওয়ী (র) আবূযর গিফারী (র)-এর এই কথাটির ব্যাখ্যা এইভাবে করিয়াছেন যে, আবূযর গিফারী হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মি'রাজের আগে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মি'রাজের পরে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি দেখিয়াছেন বলিয়াই উত্তর দিতেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি খুবই দুর্বল। কারণ হযরত আয়িশা (রা) এই বিষয়ে মি'রাজের পরে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কিন্তু কৈ রাসূলুল্লাহ (সা) তো দেখিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন নাই। কেহ কেহ আবার এই কথা বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ তা'আলাকে দেখিয়াছিলেন ঠিকই কিন্তু আয়িশা (রা) বুঝিবেন না মনে করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার নিকট উহা বলেন নাই। আমাদের মতে এই যুক্তিটি নিতান্তই খোঁড়া ও অগ্রহণযোগ্য।

ইমাম নাসায়ী (র)..... আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ যর গিফারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার রবকে অন্তর দ্বারা দেখিয়াছেন, চর্ম চক্ষে দেখেন নাই।

ইমাম মুসলিম (র) আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) আয়াত সম্পর্কে বলেন, মুহাম্মদ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দেখিয়াছিলেন। **وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةَ أُخْرَى** এই আয়াত সম্পর্কে মুজাহিদ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাহার আসল আকৃতিতে দুইবার দেখিয়াছেন। কাতাদা, রবী ইবন আনাস (র) অন্যরা এই কথাই বলেন।

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى “যখন বৃক্ষটি যদ্বারা আচ্ছাদিত হইবার তদ্বারা আচ্ছাদিত হইল।”

মি'রাজ সম্পর্কিত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, কাকের ন্যায় ফেরেশতা আল্লাহর নূর ও বিভিন্ন ধরনের রং সিদরাতুল মুনতাহা নামক বৃক্ষটিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সিদরাতুল মুনতাহায় লইয়া যাওয়া হয়। সিদরাতুল মুনতাহা সপ্তম আকাশে অবস্থিত। পৃথিবী হইতে যাহা কিছু উপরের দিকে আরোহণ করে সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়া উহা বাধা প্রাপ্ত হয়। আবার সেখান হইতে আরো উপরের দিকে লইয়া যাওয়া হয়। আর উপর হইতে যাহা অবতরণ করে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত আসিয়া উহা থামিয়া যায়। অতঃপর সেখান হইতে আরো নীচে নিয়া আসা হয়। তখন সেই বৃক্ষটিতে অসংখ্য সোনার পতঙ্গ এদিক-ওদিক উড়িয়া বেড়াইতেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তখন তিনটি উপহার দেওয়া হয়। ১. পাঁচ ওয়াজ্জ সাতা, ২. সূরা বাকারার শেষ অংশ ও ৩. শিরক কার্বে লিপ্ত নয় এমন গুনাহগার উম্মতের জন্য ক্ষমা।" ইমাম মুসলিম (র) একাই এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবু জা'ফর রাবী (র).... আবু হুরায়রা (রা) কিংবা অন্য কোন সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন যে, মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ (সা) সিদরাতুল মুনতাহায় পৌছিয়া দেখিতে পাইলেন যে, কাকের ন্যায় ফেরেশতার বৃক্ষটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তখন বলা হইল, আপনার যাহা ইচ্ছা প্রশ্ন করুন।

ইবন আবু নাজীহ (র) বলেন : إِذْ يَفْشَى السِّدْرَةَ مَا يَفْشَى (র) বলেন, বৃক্ষটির ডালগুলি ছিল মুতী, ইয়াকূত ও যবরযদ পাথরের তৈরি, মুহাম্মদ (সা) উহা দেখিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার রবকে অন্তর দ্বারা দেখিয়াছেন।

ইবন যায়দ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! সিদরাতুল মুনতাহাকে কোন্ জিনিস ঢাকিয়া রাখিয়াছিল? উত্তরে তিনি বলিলেন যে, আমি দেখিয়াছি সোনার পতঙ্গ বৃক্ষটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। উহার প্রতি পাতায় একজন করিয়া ফেরেশতা দাঁড়াইয়া আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করিতে দেখিয়াছি।

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى "তাহার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নাই, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নাই।" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) দৃষ্টিভ্রম করিয়া ডানে বামে চলিয়া যান নাই এবং আল্লাহর কোন আদেশেও সীমালংঘন করেন নাই। বস্তুত দৃঢ়তা ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে ইহা একটি মহৎগুণ। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) উহাই করিয়াছেন যাহা তাঁহাকে করিতে বলা হইয়াছে এবং তাঁহাকে যাহা দেওয়া হইয়াছে, উহার বেশি প্রার্থনা করেন নাই।

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى "সে তো তাঁহার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখিয়াছিল।"

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : لَنُرِيَنَّكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى "আমি তাহাকে আমার মহান নিদর্শনাবলী দেখাইতে চাই।" মহান নিদর্শন অর্থ যাহা আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও মহত্ব প্রকাশ করে।

এই দুই আয়াত দ্বারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আত প্রমাণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সেই রাতে আল্লাহর দীদার লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে, তিনি আমার মহান নিদর্শনাবলী দেখিয়াছেন। যদি তিনি আল্লাহ তা'আলাকেও দেখিতেন : তাহা হইলে সেই সংবাদ ও আমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইত। সূরা ইসরায় এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন মাউসদ (রা) বলেন : মুহাম্মদ (সা) জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার প্রকৃত আকৃতিতে মাত্র দুইবার দেখিয়াছেন। প্রথমবার যখন জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার প্রকৃত আকৃতিতে দেখিবার জন্য মুহাম্মদ (সা) আবেদন করিয়াছিলেন। তখন জিবরাঈল (আ) তাঁহার আসল আকৃতিতে আকাশ জুড়িয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন তাঁহাকে তাঁহার আসল আকৃতিতে দেখিতে পান। দ্বিতীয়বার মি'রাজ রজনীতে। وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزَّلَةً إِحْرَى এই আয়াতের দ্বিতীয়বারের দেখার কথাই বলা হইয়াছে।

(১৯) أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝

(২০) وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَةَ ۝

(২১) أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ۝

(২২) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ۝

(২৩) إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا

مِنْ سُلْطٰنٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ

مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ ۝

(২৪) أَمْ لِلإِنسَانِ مَا سَمَّيْتُمُوهَا ۝

(২৫) فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ۝

(২৬) وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ

أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُرِضُهُ ۝

১৯. তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ লাভ ও উয্বা সম্বন্ধে।
২০. এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানা' সম্বন্ধে?
২১. তবে কি পুত্র সন্তান তোমাদিগের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহর জন্য?
২২. এই প্রকার বণ্টন তো অসংগত।
২৩. এইগুলি কতক নাম মাত্র যাহা তোমাদিগের পূর্ব পুরুষগণ ও তোমরা রাখিয়াছ। যাহার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেন নাই। তাহারা তো অনুমান এবং নিজদিগের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাহাদিগের নিকট তাহাদিগের প্রতিপালকের পথ নির্দেশ আসিয়াছে।
২৪. মানুষ যাহা চায়, তাহাই কি সে পায়?
২৫. বস্তুত ইহকাল ও পরকাল আল্লাহরই।
২৬. আকাশে কত ফেরেশতা রহিয়াছে। উহাদিগের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হইবে না যতক্ষণ আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা এবং যাহার প্রতি সন্তুষ্ট তাহাকে অনুমিত না দেন।

তাফসীর : اللات : তোমরা কি লাভ সম্পর্কে ভাবিয়া দেখিয়াছ ? মুশরিকরা নিজদিগের হাতে গড়া পাথরের মূর্তি এবং আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্যদের উপাসনা করিত এবং কা'বার মুকাবিলায় ইহাদিগের জন্য ঘর নির্মাণ করিত। এইসব কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মুশরিকদিগকে ধমক দিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : তোমরা যেই লাভের পূজা করিতেছ, সেই সম্পর্কে কখনো কিছু ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?

“লাত” নকশা অংকিত একটি সাদা পাথর। তায়েফে অবস্থিত এই পাথরটির উপর একটি ঘর নির্মিত ছিল। ইহাকে গিলাফ দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হইত। ইহার চতুর্পার্শ্বে কতটুকু সংরক্ষিত চত্বর ছিল যাহাকে হেরেমের ন্যায় সম্মান করা হইত। সাকীফ গোত্র ইহাকে পূজা করিত এবং ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। কুরাইশ ব্যতীত আরবের অন্যান্য গোত্রের উপর এই পাথরের কারণে ইহারা গৌরববোধ করিত।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, লাভের ভক্তরা এই নামটি 'আল্লাহ' নাম হইতে তৈয়ার করিয়াছিল। তাহাদিগের ধারণা মতে “লাত” হইল আল্লাহ নামের স্ত্রীবাচক শব্দ। তাহাদিগের এই বাতিল ধারণা হইতে আল্লাহ পবিত্র।

মুজাহিদ ও রবী ইব্ন আনাস (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, তাঁহারা اللات - ۷ হরফে তাশ্দীদ দিয়া পড়িতেন। তাঁহাদের মতে ইহার ব্যাখ্যা হইল এই যে, লাভ নামক এক ব্যক্তি হজ্জের মওসুমে ছাত্তু গুলিয়া হাজীদিগকে পান করাইতেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার কবরের উপর ঘর নির্মাণ করিয়া ভক্তরা ধীরে ধীরে তাহাকে পূজা করিতে শুরু করে।

ইমাম বুখারী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) লাভ ও উয্বা সম্পর্কে বলিয়াছেন, লাভ এক ব্যক্তির নাম। তিনি হজ্জের মওসুমে হাজীদিগকে ছাত্তু গুলিয়া পান করাইতেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, লাভের ন্যায় উয্বাও আল্লাহর নাম আযীয হইতে সংগৃহীত। ইহা মক্কা ও তায়েফের মাঝে নাখলাহ নামক স্থানে একটি বৃক্ষের নাম। ইহার উপরও একটি ঘর নির্মাণ করিয়া রাখা হইয়াছিল। লাভের ন্যায় ইহাও গিলাফ ইত্যাদি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিত। কুরাইশরা ইহাকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করিত। যেমন : উহদের যুদ্ধের সময় আবু সুফিয়ান বলিয়াছিল : لَنَا الْعُرَىٰ وَلَا عُرَىٰ لَكُمْ : অর্থাৎ আমাদের উয্বা আছে, তোমাদের উয্বা নাই। ইহার উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন : فَوَلُوا اللَّهَ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَىٰ لَكُمْ : “তোমরা বল, আল্লাহ আমাদের মাওলা- তোমাদিগের মাওলা নাই।”

ইমাম বুখারী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “যদি কেহ ভুল ও অসতর্কতাবশত লাভ ও উয্বার নামে শপথ করিয়া বসিবে, সে যেন তৎক্ষণাৎ لا اله الا الله বলে। আর যে ব্যক্তি তাহার সাথীকে বলিল, বন্ধু! আইস, জুয়া খেলি, সে যেন সদকা প্রদান করে।” উল্লেখ্য, জাহেলী যুগে এই ধরনের শপথ করা এবং জুয়া খেলায় অভ্যস্ত ছিল বিধায় সাহাবাগণ মাঝে মধ্যে এই ধরনের ভুল করিয়া বসিতেন।

ইমাম নাসায়ী (র)..... সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, একদিন আমি লাভ ও উয্বার নামে শপথ করিয়া বসি। শুনিয়া আমার সাথীরা আমাকে বলিল যে, তুমি বড় জঘন্য অপরাধ করিয়াছ। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে ঘটনাটি জানাই। তিনি বলিলেন : “تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَحَدَهُ لِشَرِّكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ الْحَمْدُ وَمَوْعَىٰ كَيْلِ شَيْئِي قَدِيرٌ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ : পাঠ কর। অতঃপর তিনবার তিনবার পড়িয়া বামদিকে তিনবার থু থু ফেল এবং ভবিষ্যতে এমন কাজ আর কখনো করিও না।”

পক্ষান্তরে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী কুদাইদের নিকট মুশাল্লাল নামক স্থানে ছিল মানাতের অবস্থান। জাহিলী যুগে আউস ও খায়রাজ গোত্র ইহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত। তাহারা সেইখান হইতে ইহরাম বাঁধিয়া হজ্জ করিতে আসিত। ইমাম বুখারী (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, কুরআনে বর্ণিত এই তিনটি দেবতা ছাড়া আরো এমন বহু দেবতা ও তীর্থস্থান ছিল, আরববাসীরা তাহাদিগকে কা'বার ন্যায় সম্মান করিত। সবচাইতে বেশী

প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে বিশেষভাবে লাভ, মানাত ও উয্বা এই তিনটির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইবন ইসহাক (র) তাঁর সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আরববাসীরা কা'বার পাশাপাশি আরো কতগুলি তীর্থ স্থান বানাইয়া লইয়াছিল। সেইগুলিকে তাহারা গিলাফ দ্বারা ঢাকিয়া রাখিত, কা'বার ন্যায় সম্মান করিত; তথায় কুরবানীর পশু প্রেরণ করিত উহার নিকট পশু যবাহ করিত এবং কা'বার ন্যায় সেইগুলি তাওয়াফ করা হইত। অথচ তাহারা কা'বার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা স্বীকার করিত এবং উহাকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নির্মিত মসজিদ বলিয়া সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত। ইবন ইসহাক (র) আরো বলেন যে, কুরাইশ ও বনু কিনানাহ নাখলায় অবস্থিত উয্বার পূজারী ছিল। কবীলা আলীমের শাখা গোত্র বনু শারবান উহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করিত। মক্কা বিজয়ের পর এই মূর্তিটি ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) মূর্তিটি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়া বলিতেছিলেন : يَا عَزَى كَفَرْنَاكَ سُبْحَانَكَ اِنِّي رَأَيْتُ : اللَّهُ فَذَاهَاكَ অর্থাৎ ওহে উয্বা! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি না- তোমাকে অস্বীকার করি। আমার বিশ্বাস আল্লাহ তোমাকে লালিত্ব করিয়াছেন।

ইমাম নাসায়ী (র)..... আবু তুফায়ল (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু তুফায়ল (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের পর উয্বার অবসান ঘটাইবার জন্য রাসূল (সা) হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-কে নাখলায় প্রেরণ করেন। তিনটি বাবুল বৃক্ষের উপর এই মূর্তিটি স্থাপন করা হইয়াছিল। হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেলিলেন এবং ঘরটি মাটির সহিত মিশাইয়া দেন। অতঃপর নবী করীম (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দেন। রাসূল (সা) শুনিয়া বলিলেন, “তুমি আবার যাও। কারণ আসল কাজ তুমি এখনও করিতে পার নাই।” অগত্যা খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) পুনরায় নাখলায় পৌছান। নাখলায় পৌছিবার পর তথাকার প্রহরীরা খালিদ ইবন ওয়ালীদকে দেখিয়া ইয়া উয্বা! ইয়া উয্বা! বলিয়া তাকবীর ধ্বনি দিয়া উঠিল। খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) আরো নিকটে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, এক উলঙ্গ রমণী এলোমেলো রুক্ষ চুল মাথায় ধুলা মাখিতেছে। দেখিয়াই খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) তরবারীর এক আঘাতে তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া রাসূল (সা)-কে সংবাদ শুনাইলেন। শুনিয়া রাসূল (সা) বলিলেন, উহাই উয্বা।”

ইবন ইসহাক (র) বলেন, ছাকীফ গোত্রের মূর্তির নাম ছিল লাভ। তায়েফে ছিল উহার অবস্থান। বনু মুআত্তেব উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশুনা করিত। উহার অবসান ঘটাইবার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) মুগীরা ইবন শু'বা ও আবু সুফিয়ান ছাখর ইবন হারব (রা)-কে প্রেরণ করেন। ইহারা দুইজন তায়েফ গিয়া মূর্তিটি ভাঙ্গিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দিয়া তথায় একটি মসজিদ স্থাপন করেন।

মানাত আউস খাযরাজ এবং তাহাদের সমমনা লোকদের উপাস্য ছিল। মুশাল্লাল যাওয়ার পথে সমুদ্রের তীরে কুদাইদ নামক স্থানে ছিল ইহার অবস্থান। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশে আবু সুফিয়ান (রা) এই মূর্তিটিও ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলেন। কাহারো কাহারো ধারণা যে, হযরত আলী (রা)-এর হাতে এই স্থানটি ধ্বংস হয়। যুলখালছাহ নামক স্থানটি ছিল দাউস, খাছআম ও বাজীলা গোত্রের দেবতালয়। ইবন কাসীর (র) বলেন, তাবাকায় অবস্থিত এই স্থানটিকে ইহারা ইয়ামানী কা'বা নামে আখ্যায়িত করিত। আর মক্কার কা'বাকে বলিত শামী কা'বা। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশে জারীর ইবন আব্দুল্লাহ বাজালী (রা)-এর হাতে এই স্থানটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

কালস নামক বুতখানাটি ছিল কবীলা তাই ও উহার পার্শ্ববর্তী আরবীদের। তাই পাহাড়ে সালমা ও সাজা স্থানের মাঝে ছিল ইহার অবস্থান। ইবন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশে হযরত আলী ইবন আবু তালিব (রা) এই স্থানটি ধ্বংস করেন। এবং তথা হইতে রসূল মহাররম নামক দুইটি তরবারী উদ্ধার করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এই তরবারী দুইটি হযরত আলী (রা)-কে দান করেন।

ইবন ইসহাক (র) বলেন : ছানআয় অবস্থিত রিয়াম নামক বুতখানাটি ছিল হিমইয়ার গোত্র ও ইয়ামানবাসীর তীর্থ স্থান। কথিত আছে যে, তথায় একটি কালো কুকুর ছিল। তুস্বার সহিত আগত দুইজন হিমইয়ারী সর্দার কুকুরটিকে হত্যা করে এবং মূর্তিখানা ধ্বংস করিয়া ফেলে।

ইবন ইসহাক (র) বলেন : বনু রবীয়া ইবন কা'ব ইবন সা'দ এর তীর্থস্থান ছিল রিয়া নামক স্থান। মুস্তাওগির ইবন রবীয়া ইবন সা'দ ইসলাম গ্রহণের পর এই স্থানটি ধ্বংস করিয়া ফেলেন। ইবন হিশাম (র) বলেন, উল্লেখ্য যে, এই লোকটি তিনশত তিরিশ বছর বাঁচিয়া ছিলেন।

“যুলফা'বাত, নামক বুতখানাটি ছিল বকর, তাগলিব ও আবাদ গোত্রের উপাসনালয়। সানদাদে ছিল ইহার অবস্থান।

এই প্রসংগেই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْاٰخِرَىٰ অর্থাৎ তোমরা কি লাভ, উয্বা ও মানাত সম্পর্কে ভাবিয়া দেখিয়াছ?

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اَللّٰهُمَّ الذِّكْرُ وَلَهُ الْاٰنْثَىٰ অর্থাৎ ছেলে সন্তান তোমাদিগের জন্য আর কন্যা সন্তান কি আল্লাহর জন্য? অর্থাৎ একদিকে তোমরা আল্লাহ তা'আলার জন্য সন্তান সাব্যস্ত কর আবার অপরদিকে বন্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহকে দাও কন্যা সন্তান আর নিজেদের জন্য

ছেলে সন্তান পছন্দ কর। একটু ভাবিয়া দেখ যে, যদি তোমরা পরস্পর বণ্টন কর আর একজনকে শুধু কন্যা সন্তান দান কর আর আরেকজনকে দান কর শুধু পুত্র সন্তান, তাহা হইলে যাহাকে শুধু কন্যা সন্তান দেওয়া হইবে সে কিছুতেই ইহাতে রাজী হইবে না এবং এই বণ্টনকে বে-ইনসাফী বলিয়া আখ্যায়িত করা হইবে। এমতাবস্থায় কিভাবে তোমরা আল্লাহর ক্ষেত্রে এমনভাবে বণ্টন করিতেছ, যাহা দুই মাখলুকের মাঝে করা হইলে জুলুম ও অগ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত?

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের মনগড়া আবিষ্কার, মিথ্যা রটনা, মূর্তিপূজা হাতে গড়া পাথরের মূর্তিকে ইলাহ আখ্যা দানের প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : **انْ هِيَ الْاَسْمَاءُ سَمِيَّتُمْوَمَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ** অর্থাৎ ইহা কতগুলি নাম মাত্র যাহা তোমরা ও তোমাদিগের পূর্ব-পুরুষগণ নিজেদের হইতে রাখিয়া লইয়াছ। যাহার সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা কোন দলীল প্রেরণ করেন নাই।”

ইহারা তো কেবল অনুমান এবং নিজদিগের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে।” অর্থাৎ ইহাদিগের যেই পূর্ব-পুরুষগণ এই ভ্রান্ত পথে চলিয়াছিল উহাদিগের উপর সুধারণা পোষণ করিয়া ইহারাও এই ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইতেছে। তাহা ছাড়া ইহাদিগের আর কোন যুক্তি প্রমাণ নাই।

অথচ ইহাদিগের নিকট ইহাদিগের প্রতিপালকের পথ নির্দেশ বা হিদায়াত আসিয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রতি মানব জাতির প্রতি রাসূলদের মাধ্যমে সত্য পথ ও অকাট্য দলীল প্রেরণ করা সত্ত্বেও এই মুশরিকরা উহার অনুসরণ না করিয়া পিতৃ-পুরুষের অন্ধ অনুকরণ ও নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করিয়া চলে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : **اَمْ لِلانْسٰنِ مَا تَمَنٰى** অর্থাৎ মানুষ যাহা কামনা করিবে এমনিতেই সে উহা লাভ করিতে পারিবে না। আমি সত্য পথে আছি এই কথা বলিলেই সত্য পথে থাকা হয় না। মানুষ যত বড় আশা দাবীই করুক না কেন, শুধু আশা আর দাবীতেই উদ্দেশ্য অর্জিত হইয়া যায় না। বরং ইচ্ছা ও দাবী বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ চেষ্টা করা চাই।

ইমাম আহমদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কোন আকাঙ্ক্ষা করিতে হইলে পূর্বেই ভাবিয়া নিও যে, কি আকাঙ্ক্ষা করিতেছ। কারণ এই আকাঙ্ক্ষার ফলে কি লিখা হইবে তাহা বলা যায় না।”

ইহকাল ও পরকাল আল্লাহরই জন্য।” অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই দুনিয়া ও আখিরাতের মালিকও তিনি। যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয় আর যাহা ইচ্ছা করেন না, তাহা হয় না।

وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَرْضٰى۔

অর্থাৎ “আকাশে কত ফেরেশতা রহিয়াছে। উহাদিগের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হইবে না। যতক্ষণ আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা এবং যাহার প্রতি সন্তুষ্ট তাহাকে অনুমতি না দেন। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا لِمَنْ اٰذِنَ لَهٗ

আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতীত কেই সুপারিশ করিতে পারিবে না। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করিলে উহা কোন কাজে আসিবে না।

এইবার তোমরা বল, আল্লাহ তা'আলার নিকটতম ফেরেশতাদের অবস্থাই যখন এইরূপ তাহা হইলে বল, হে অজ্ঞ লোকেরা! তোমরা কি করিয়া আশা করিতে পার যে, তোমাদিগেরই হাতে গড়া এই মূর্তিগুলি আল্লাহর নিকট তোমাদিগের জন্য সুপারিশ করিবে? অথচ সমস্ত নবীদের মাধ্যমে ইহাদের পূজা করিতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। এবং সমস্ত আসমানী কিতাবে এই ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন?

(২৭) **اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيَسْتَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْوِيَةً الْاِنْسٰى**

(২৮) **وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ**

مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۝

(২৯) **فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلٰٓءَ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْعِبٰوَةَ الدُّنْيَا ۝**

(৩০) **ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ**

وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدٰٓءَ ۝

২৭. যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহারাই নারীবাচক নাম দিয়া থাকে ফেরেশতাদিগকে।

২৮. অথচ এ বিষয়ে উহাদিগের কোন জ্ঞান নাই, উহারা কেবল অনুমানের অনুসরণ করিয়া থাকে; সত্যের মোকাবিলায় অনুমানের কোন মূল্য নাই।

২৯. অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চল; সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে।

৩০. উহাদিগের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত। তোমার প্রতিপালকই ভালো জানেন কে তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত, তিনিই ভালো জানেন কে সৎপথ প্রাপ্ত।

তাফসীর : ফেরেশতাদিগকে নারীবাচক নাম দিয়া উহাদিগকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে মুশরিকদের প্রতিবাদ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً الْأُنثَىٰ ۚ وَبِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ অর্থাৎ যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস রাখে না, উহারাই ফেরেশতাদিগকে নারীবাচক নাম দিয়া থাকে।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثَاءً أَشْهَبُوا خَلْقَهُمْ سُنُكُبًا شَهَادَتَهُمْ وَيُسْتَلُونَ ۚ

অর্থাৎ আল্লাহর বিশেষ বান্দা ফেরেশতাদিগকে উহার কন্যা সাব্যস্ত করিয়াছে। আচ্ছা, উহার কি ফেরেশতাদের সৃষ্টির সময় উপস্থিত ছিল? উহাদিগের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : অর্থাৎ উহাদিগের নিকট উহাদিগের এই দাবীর সপক্ষে কোন সঠিক ইলম নাই। উহা মিথ্যা, মনগড়া অপবাদ এবং প্রকাশ্য কুফরী বৈ নয়।

অর্থাৎ উহার কেবল ধারণার অনুসরণ করে। আর ধারণা ও অনুমান সত্যের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না। অর্থাৎ সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোন মূল্য নাই।

সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : তোমরা অনুমান ও ধারণা করা হইতে বিরত থাক। কারণ ধারণা নিকৃষ্টতম মিথ্যাকথন।”

অর্থাৎ যাহারা সত্যপথ ও সৎপথ হইতে বিমুখ হইয়া উহা ত্যাগ করিয়াছে— আপনি উহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলুন।

অর্থাৎ পার্থিব জীবনই উহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দুনিয়া ছাড়া উহার কিছুই বুঝে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً الْأُنثَىٰ ۚ وَبِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ দুনিয়া অন্বেষণ করা এবং তজ্জন্য চেষ্টা করাই উহাদিগের একমাত্র ধাক্কা। উহাদিগের জ্ঞানের দৌড় এতটুকুই।

ইমাম আহমদ (র)... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “আখিরাতে যাহার ঘর নাই দুনিয়া তাহার আবাসস্থল। এবং

আখিরাতে যাহার সম্পদ নাই দুনিয়া তাহার সম্পদ। আর দুনিয়ার জন্য সেই সঞ্চয় করে যাহার বিবেক নাই। নবী করীম (সা) আমাদিগকে এই দু'আ করিতে শিখাইয়া দিয়াছেন যে, ‘হে আল্লাহ! দুনিয়াকে আমাদিগের বড় উদ্দেশ্য বস্তু বানাইও না। এবং জ্ঞানের সর্বশেষ বস্তু বানাইও না।

অর্থাৎ ۞ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَىٰ ۚ ۞ “আল্লাহই ভালো জানেন যে, কে তাহার পথ হইতে বিচ্যুত এবং সৎপথ প্রাপ্ত।”

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই সমগ্র জগত সৃষ্টি করিয়াছেন। বান্দার স্বার্থ সম্বন্ধে তিনিই সবচাইতে ভালো জানেন। তিনিই যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎ পথ প্রদর্শন করেন। তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ন্যায়পরায়ণ। কোন ক্ষেত্রেই তিনি কাহারো উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না।

(২১) وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنٰتِ ۝

(২২) الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبِيْرَ الْاِثْمِ وَالْفَوٰحِشِ اِلَّا الْكُفْرَ اِنَّ رَبَّكَ وَّاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۗ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذَا اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذَا اَنْتُمْ رَاجِعَةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ ۗ فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اٰتٰهُ ۝

৩১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহরই। যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহাদিগকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যাহারা সৎ কর্ম করে তাহাদিগকে দেন উত্তম পুরস্কার।

৩২. উহারাই বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হইতে ছোট-খাটো অপরাধ করিলেও। তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম, আল্লাহ তোমাদিগের সম্পর্কে সম্যক অবগত— যখন তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন মৃত্তিকা হইতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে জগরূপে অবস্থান কর। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করিও না, তিনিই সম্যক জানেন মুত্তাকী কে?

তাফসীর : وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنٰتِ ۝ — “আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু

আছে তাহা আল্লাহরই যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহাদিগকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যাহারা সৎ কর্ম করে তাহাদিগকে দেন উত্তম পুরস্কার।”

অর্থাৎ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক, তিনি কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন। ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা। প্রত্যেককে তিনি কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেন। মন্দ কাজ করিলে মন্দ ফল দেন আর ভালো কাজ করিলে দেন উত্তম পুরস্কার। অতঃপর মুহসিন তথা ভালো লোকদের পরিচয় দিয়া তিনি বলেন :

অর্থাৎ সৎ কর্মশীল উহারা যাহারা আল্লাহর নিষিদ্ধ বড় বড় গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং অপকর্ম ও অশ্লীল কার্যে লিপ্ত হয় না। তবে যদি মানবীয় দুর্বলতার শিকার হইয়া যদি কোন সগীরাহ গুনাহে লিপ্ত হইয়া বসে তাহা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে ক্ষমা করিয়া দেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ان تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا-

অর্থাৎ যদি তোমরা কবীরাহ গুনাহসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাক; তাহা হইলে আমি তোমাদিগের ছোট ছোট গুনাহগুলি ক্ষমা করিয়া দিব আর তোমাদিগকে সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাইব।

ইমাম আহমদ (র)..... আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন لَمَّ এর ব্যাখ্যায় আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীসটিই আমার নিকট সবচাইতে বেশি পছন্দনীয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “আল্লাহ তা'আলা বনী আদমের নামে তাহার যিনার যেই অংশ লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে সে লিপ্ত হইবেই। চোখের যিনা হইল পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, মুখের যিনা হইল পরনারীর সহিত কথা বলা, মনে কাম লালসার উদ্রেক হয় আর যৌনাঙ্গ উহা বাস্তবায়িত করে কিংবা প্রত্যাখ্যান করে।” ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আব্দুর রায়যাকের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন জারীর (র)..... ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন মাসউদ (রা) বলেন : চক্ষুর যিনা হইল পরনারীর প্রতি তাকানো, ঠোঁটের যিনা হইল চুম্বন করা, হাতের যিনা হইল ধরা এবং পায়ের যিনা হইল পরনারীর কাছে যাওয়া। সবশেষে যৌনাঙ্গ উহা বাস্তবায়িত করে কিংবা প্রত্যাখ্যান করে। অর্থাৎ অবশেষে যদি ব্যভিচার কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ব্যভিচারী সাব্যস্ত হয় আর যদি

সংযম অবলম্বন করিয়া ব্যভিচার হইতে বিরত থাকা যায়; তাহা হইলে এইগুলি لَمَّ এর মধ্যে গণ্য হইবে। মাসরুক এবং শাবী (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

ইবন লুবাবাহ নামে পরিচিত আব্দুর রহমান ইবন নাফি (র) বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আল্লাহর কালাম لَمَّ এর অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন : দর্শন, স্পর্শ, চুম্বন ও আলিংগন। যখনই একজনের যৌনাঙ্গ অপরজনের যৌনাঙ্গের সহিত মিলিত হইবে তখন গোসল ওয়াজিব হইবে। ইহাই যিনা বা ব্যভিচার।

আলী ইবন আবু তালহা (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, لَمَّ এর অর্থ কি? لَمَّ এর অর্থ সَلَفَ - অর্থাৎ- অতীতে যাহা ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া গিয়াছে আল্লাহ তা'আলা উহা ক্ষমা করিয়া দিবেন। যায়দ ইবন আসলাম (র) এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইবন জারীর (র) মানছুর (র) হইতে বর্ণনা করেন। মানছুর (র) বলেন : মুজাহিদ (র) لَمَّ এর ব্যাখ্যায় বলিতেন যেই ব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত হইয়া অবশেষে তাওবা করিয়া উহা ত্যাগ করে। কবি বলেন :

إن تغفر اللهم تغفر جما وای عبد لك ما لما ؟

অর্থাৎ ক্ষমাই যদি ক্ষমা কর মাওলা, সব অপরাধই ক্ষমা করিয়া দাও। তোমার কোন বান্দাই তো গুনাহ হইতে একেবারে পবিত্র নয়।

মানছুর (র) হইতে ইবন জারীর (র) বর্ণনা করেন। মানছুর বলেন, আল্লাহর কালাম لَمَّ সম্পর্কে মুজাহিদ বলেন যে, ইহার অর্থ হইল কোন মানুষ অপরাধে লিপ্ত হইয়া অবশেষে সৎপথে ফিরিয়া আসে। তিনি বলেন : জাহেলী যুগের মানুষ আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করিবার সময় বলিত :

إن تغفر اللهم تغفر جما وای عبد لك ما لما ؟

ইবন জারীর (রা)..... ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, لَمَّ এর ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস (রা) বলেন : কোন ব্যক্তি যদি অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়ার পর তাওবা করিয়া উহা বর্জন করে তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা উহা ক্ষমা করিয়া দিবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) মাঝে মাঝে বলিতেন :

إن تغفر اللهم تغفر جما وای عبد لك ما لما ؟

ইমাম তিরমিযী (র) আবু আছিম নাবীল (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ-গরীব। অনুরূপ বাযযার, ইবন আবু হাতিম ও বাগবী (র) আবু আছিম নাবীল এর হাদীস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

“অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসায় নিমগ্ন হইও না এবং নিজেদের নেক আমলের ব্যাপারে নিশ্চিত হইও না।”

অর্থঃ কে মুত্তাকী আল্লাহ তা'আলা উহা ভালো করিয়া জানেন। অতএব আত্মপ্রশংসায় কোন লাভ নাই। এই প্রশংসায় অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : وَمَنْ يَشَاءُ وَلَا : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنفُسَهُمْ بِاللَّهِ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا অর্থঃ তুমি কি উহাদিগকে দেখিয়াছ, যাহারা আত্মপ্রশংসায় নিমগ্ন। বরং আল্লাহ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই পবিত্র করেন। তিনি কাহারো উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না।

ইমাম মুসলিম (র)..... মুহাম্মদ ইবন উমর ইবন আতা (র) হইতে বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইবন উমর ইবন আতা (র) বলেন, আমি আমার এক কন্যার নাম বাররাহ রাখিয়াছিলাম। যখন বিনতে আবু সালামাহ (রা) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এই নাম রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমার নামও বাররাহ রাখা হইয়াছিল। গুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তোমরা নিজদিগকে পবিত্র মনে করিও না। তোমাদিগের মধ্যে কতটুকু পবিত্র আল্লাহই ভালো জানেন। তখন আমার অভিভাবকরা জিজ্ঞাসা করিল, তাহা হইলে আমরা ইহার নাম কি রাখিব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, যখন রাখ।

ইমাম আহমদ (র)..... আবু বাকরাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু বাকরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “আহা! তুমি তোমার বন্ধুর ঘাড়টা কাটিয়া ফেলিয়াছ!” এই কথাটি তিনি কয়েকবার বলেন। অতঃপর তিনি বলেন : কাহারো যদি প্রশংসা করিতেই হয়, তাহা হইলে বলিও যে, অমূকের ব্যাপারে আমার ধারণা এই। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহর উপর আমি কাউকে পবিত্র মনে করি না ইত্যাদি।

ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবন মাজাহ (র) ও খালিদ আল-হিযার সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)..... হুমাম ইবন হারিস (র) হইতে বর্ণনা করেন। হুমাম ইবন হারিস (র) বলেন : এক ব্যক্তি হযরত উসমান (রা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহার সামনেই তাঁহার প্রশংসা করতে আরম্ভ করে। দেখিয়া হযরত মিকদাদ ইবন আসওয়াদ (রা) তাহার মুখের মধ্যে এই বলিয়া মাটি ভরিয়া দিতে লাগিলেন যে, কাউকে কাহারো প্রশংসা করিতে দেখিলে তাহারা মুখে মাটি পুরিয়া দিতে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন। ইমাম মুসলিম ও আবু দাউদ (র) মানছুরের সূত্রে সুফিয়ান সওরী (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩৩) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ۝

(৩৪) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ۝

(৩৫) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ بِرِءِ ۝

(৩৬) أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ۝

(৩৭) وَلَا بُرْهَانٍ مِنَ اللَّهِ فَتَى ۝

(৩৮) أَكَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۝

(৩৯) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۝

(৪০) وَأَنْ سَعِيهٖ سَوْفَ يُرَى ۝

(৪১) ثُمَّ يُجْزَى الْجَزَاءَ الْاَوْفَى ۝

৩৩. তুমি কি দেখিয়াছ সেই ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরাইয়া লয়।

৩৪. এবং দান করে সামান্যই, এর পরে বন্ধ করিয়া দেয়?

৩৫. তাহার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে জানিবে?

৩৬. তাহাকে কি অবগত করা হয় নাই যাহা আছে মূসার কিতাবে?

৩৭. এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে পালন করিয়াছিল তাহার দায়িত্ব?

৩৮. উহা এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করিবে না।

৩৯. আর এই যে মানুষ তাহাই পায়, যাহা সে করে।

৪০. আর এই যে তাহার কর্ম অচিরেই দেখান হইবে—

৪১. অতঃপর তাহাকে দেওয়া হইবে পূর্ণ প্রতিদান।

তাফসীর : যাহারা আল্লাহর আনুগত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে, সত্যকে গ্রহণ করে নাই ও সলাত আদায় করে নাই— বরং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়া মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে, তাহাদিগের নিন্দা করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى “তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখিয়াছ যে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং সামান্য দান করিয়া পরে বন্ধ করিয়া দেয়।”

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস (রা) বলেন : তুমি কি তাকে দেখিয়াছ যে, মুখ ফিরাইয়া লয় এবং কালেভদ্রে আল্লাহর দুই একটি আনুগত্য করিয়া আবার কাটিয়া পড়ে। মুজাহিদ, সাঈদ ইবন জুবাইর, ইকরিমা ও কাতাদা (র)সহ অনেকে এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

এমন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে ইকরিমা ও সাঈদ (র) বলেন : যেমন কতিপয় লোক একটি কুপ খনন করিতে করিতে হঠাৎ করিয়া মধ্যখানে একটি শক্ত পাথরে বাধা প্রাপ্ত হইয়া খনন কাজ বন্ধ করিয়া দিল। এমন পরিস্থিতিতে আরবরা বলে **اَكْدَيْتَا** অর্থাৎ-আমরা কাজ বন্ধ করিয়া দিলাম। আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তির অবস্থাও তদ্রূপ।

أَعْنَدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى অর্থাৎ যেই ব্যক্তি সামান্য দান করিয়া পরে উহা বন্ধ করিয়া দিল তাহার নিকট কি গোয়েবের ইলম আছে যাহা সে জানিতে পারিয়াছে যে, আল্লাহর পথে দান করিলে তাহার সম্পদ কমিয়া যাইবে বা শেষ হইয়া যাইবে? আসলে কারণ ইহা নয়- বরং কুপণতা, সম্পদের লোভ, স্বার্থপরতা ও হৃদয়হীনতার কারণেই সে দান-সদকা ও সৎকর্ম হইতে বিরত রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে মহানবী (সা) বলিয়াছেন : “বিলাল! আল্লাহর পথে ব্যয় করিতে থাক আর আরশের অধিপতি তোমাকে গরীব বানাইয়া দিবেন, এই ভয় করিও না।” আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** অর্থাৎ “আল্লাহর পথে তুমি যাহা ব্যয় কর আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে উহার প্রতিদান দিবেন। তিনি উত্তম রিযিকদাতা।”

“তাহাকে কি অবগত করা হয় নাই, যাহা আছে মূসার কিতাবে এবং ইবরাহীমের কিতাবে যে, পুরোপুরি পালন করিয়াছিল তাহার দায়িত্ব?”

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত সাঈদ ইবন জুবাইর ও সওরী (র) বলেন : তাহাকে যে যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তিনি অক্ষরে অক্ষরে উহার সবই মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন : তিনি তাবলীগের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন।

সাঈদ ইবন জুবাইর (র) বলেন : আল্লাহর যাবতীয় নির্দেশ তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিয়াছেন।

কাতাদা (র) বলেন : যথাযথভাবে আল্লাহর আনুগত্য করিয়াছেন এবং মানুষের কাছে তাঁহার রিসালাত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। ইবন জারীর (র)-এর নিকট এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দনীয়।

পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে বলা হইয়াছে :

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে কয়েকটি বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইবরাহীম (আ) আল্লাহর সমস্ত নির্দেশ পুরোপুরি পালন করিয়াছেন। যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করিয়াছেন এবং রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ-

অর্থাৎ অতঃপর আমি আপনার নিকট প্রত্যাদেশ করিলাম যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ করুন। তিনি কিন্তু মুশরিক ছিলেন না।

ইবন আবু হাতিম (র)..... আবু উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু উমামা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) **وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى** এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : ইবরাহীম (আ)-এর ওফাদারী কি ছিল তুমি জান কি? আমি বলিলাম, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। অতঃপর তিনি বলিলেন : “প্রতিদিন দিবসের শুরু ভাগে তিনি চার রাকাত সাত সাত আদায় করিতেন। ইহাই ছিল তাঁহার ওফাদারী।”

ইমাম তিরমিযী (র)..... আবু যর ও আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু যর ও আবুদ্দারদা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন যে, হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘হে আদম সন্তান! দিবসের শুরুভাগে আমার জন্য তুমি চার রাকাত সাত সাত আদায় কর, দিবসের শেষাংশ পর্যন্ত আমি তোমার যিচ্মা নিয়া নিব।’

ইবন আবু হাতিম (র)..... মু‘আয ইবন আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। মু‘আয ইবন আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ তা‘আলা তাঁহার খলীল হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে **وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى** বলার কারণ তোমাдиগকে বলিয়া দিব কি? তবে শোন, হযরত ইবরাহীম (আ) প্রতিদিন সকালে ও **فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ** পাঠ করিতেন এখন প্রশ্ন হইল, হযরত মূসা ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কিতাবে কি ছিল? এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলিতেছেন :

أَلَا تَرَوْا وَازِرَةً وَّرَدًّا أُخْرَى “এ কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করিবে না।” অর্থাৎ- মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর কিতাবে প্রথমত এই কথা উল্লেখ ছিল যে, যে

কেহ কুফর কিংবা অন্য কোন গুনাহে লিপ্ত হইয়া নিজের উপর অত্যাচার করে তার প্রায়শ্চিত্ত সে নিজেই ভোগ করিতে হইবে। একজনের পাপের বোঝা আরেকজন বহন করিবে না।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : **وَأَنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ** অর্থাৎ যদি কেহ নিজের বোঝা বহন করার জন্য কাউকে আহ্বান করে তো কেহই তাহার বোঝা বহন করিবে না। যদিও হয় সে নিকটতম আত্মীয়।

“আর মানুষ তাহাই পায় যা সে করে।” অর্থাৎ হযরত মুসা, ইবরাহীম (আ)-এর সহীফাদ্বয়ে ইহাও ছিল যে, মানুষ শুধু উহাই লাভ করিবে যাহা সে উপার্জন করে। অর্থাৎ একজনের পাপের বোঝা যেমন অপরজনে বহন করিবে না, তেমনি একজনের নেক কর্মের সুফলও অন্যরা লাভ করিতে পারিবে না। একজনের নেক কর্ম আরেকজনের উপকারে আসিবে না।

এই আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ী (র) ও তাহার অনুসারীগণ বলিয়াছেন : মৃত ব্যক্তি কুরআন খানীর সাওয়াব পায় না। কারণ ইহা মৃত ব্যক্তির আমল বা উপার্জন কোনটিই নহে। আর এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা) সরাসরি বা ইশারা ইংগিতে কোন প্রকারেই উম্মতকে এই কাজের প্রতি উৎসাহিত করেন নাই। সাহাবায়ে কিরামও কুরআনখানী করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহা যদি মহৎ কাজই হইত তাহা হইলে সাহাবায়ে কিরাম এই ব্যাপারে আমাদের চাইতে অগ্রগামী থাকিতেন। তাঁহারা ইহাতে মোটেই ত্রুটি করিতেন না। উল্লেখ্য যে, নেক ও সওয়াবের কাজ কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বাণী দ্বারাই প্রমাণিত হইতে হয়। যুক্তি দ্বারা কোন কর্ম নেক বা সওয়াবের কাজ প্রমাণিত হয় না। তবে দোয়া ও দান-সদকার সওয়াব সর্বসম্মতিক্রমে মৃত ব্যক্তি পাইয়া থাকেন। ইহাতে কাহারো কোন দ্বিমত নাই। মহানবী (সা)-এর হাদীসেও সুস্পষ্টরূপে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইমাম মুসলিম (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, মৃত্যুর পর মানুষের সকল আমলই বন্ধ হইয়া যায়। তবে তিনটি আমলের সওয়াব মৃত ব্যক্তি পাইতে থাকে। ১. নেককার সন্তান যে তাহার জন্য দু'আ করে ২. সদকায়ে জারিয়া ও ৩. এমন ইলম যাহা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়।

এই তিনটি সওয়াব ও মূলত মৃত ব্যক্তিরই আমলের ফল। যেমন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : নিজ হাতের উপার্জন মানুষের উত্তম খাদ্য। আর সন্তান মানুষের নিজ হাতের উপার্জনেরই অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত, সদকায়ে জারিয়া যেমন ওয়াকফ ইত্যাদি মৃত ব্যক্তির আমলেরই প্রক্রিয়া।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : **إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ** অর্থাৎ “আমিই মৃতকে জীবিত করি এবং মানুষ যাহা অশ্রে প্রেরণ করে আর পশ্চাতে রাখিয়া যায় উহা লিখিয়া রাখি।”

আর মৃত ব্যক্তি জীবদ্দশায় যে ইলম বিস্তার করিয়াছেন মৃত্যুর পর যাহার অনুসরণ করিয়া মানুষ হিদায়াত করে উহাও মৃত ব্যক্তির কৃতকর্ম ও আমলেরই পর্যায়ভুক্ত। অতএব আলোচ্য আয়াতের সহিত এই হাদীসের কোন বিরোধ নাই।

অন্য এক হাদীসে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : “কেহ যদি লোকদিগকে সৎ পথের দিকে আহ্বান করে তাহা হইলে তাহার আহ্বানে যত লোক হিদায়াতপ্রাপ্ত হইবে, উহার পূর্ণ সওয়াব তাহাকে দেওয়া হইবে। তবে ইহাতে অন্যদের সওয়াব হ্রাস করা হইবে না।”

মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফায় ইহা ছিল যে, কিয়ামতের দিন মানুষের সমস্ত আমল ও কর্ম যাচাই-বাছাই করিয়া দেখা হইবে।

যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ - وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“বল, তোমরা আমল করিতে থাক, অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগের কার্যকলাপ দেখিবেন এবং তাঁহার রাসূল ও মুমিনগণ। আর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট, অতঃপর তিনি তোমরা যাহা করিতে তাহা তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন।” অর্থাৎ তোমাদিগকে তোমাদিগের ভালো-মন্দ আমলের পূর্ণ প্রতিদান দিবেন।

আর এইস্থানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : **ثُمَّ يُجْزِيهِ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ** অর্থাৎ অতঃপর তাহাকে তাহার আমলের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে।

(৪২) **وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۝**

(৪৩) **وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۝**

(৪৪) **وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا ۝**

(৪৫) **وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝**

(৬৬) مِنْ تُظَفَّةٍ إِذَا تُمْنَى ۝

(৬৭) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّفَاةَ الْأُخْرَى ۝

(৬৮) وَأَنَّهُ هُوَ أَعْنَى وَأَقْنَى ۝

(৬৯) وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْبِ ۝

(৭০) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى ۝

(৭১) وَتَمُودًا فَمَا أَبْقَى ۝

(৭২) وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ۝

(৭৩) وَالنُّؤُفَكَةَ أَهْلُكُمْ ۝

(৭৪) فَغَشَّاهَا مَا عَشَى ۝

(৭৫) فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ تَتَمَارَى ۝

৪২. আর এই যে, সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট,

৪৩. আর এই যে, তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান,

৪৪. আর এই যে, তিনিই বাঁচান, তিনিই মারেন,

৪৫. আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল— পুরুষ ও নারী;

৪৬. শুক্রবিন্দু হইতে যখন উহা স্বলিত হয়,

৪৭. আর এই যে, পুনরুত্থান ঘটাইবার দায়িত্ব তাঁহারই,

৪৮. আর এই যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন এবং সম্পদ দান করেন।

৪৯. আর এই যে, তিনিই শি'রা নক্ষত্রের মালিক।

৫০. আর এই যে, তিনিই আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছিলেন।

৫১. এবং ছামূদ সম্প্রদায়কেও— কাহাকেও তিনি বাকী রাখেন নাই।

৫২. আর ইহাদিগের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও; উহারাই ছিল অতিশয় জালিম ও অবাধ্য।

৫৩. উৎপাটিত আবাস ভূমিকে উল্টাইয়া নিষ্ক্ষেপ করিয়াছিলেন,

৫৪. উহাকে আচ্ছন্ন করিল করিল কী সর্বগ্রাসী শাস্তি!

৫৫. তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিবে?

তাফসীর : এখানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, একদিন না একদিন আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন না করিয়া কাহারো উপায় নাই। কিয়ামতের দিন সকলেই আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে।

ইবন আবু হাতিম (র)..... আমার ইবন মাইমুন আওদী (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমার ইবন মাইমুন (র) বলেন : হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা) একদিন বনু আওদ গোত্রের উদ্দেশে খুতবা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বলেন, শুন হে বনু আওদ! আমি আল্লাহর রাসূল (সা)-এর দূতরূপে তোমাদিগের নিকট আসিয়াছি। মনে রাখিও, তোমরা প্রত্যেকেই একদিন আল্লাহর নিকট ফিরিয়া যাইবে। অতঃপর কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিবে আবার কেহ জাহান্নামে নিষ্কিন্ত হইবে।

ইমাম বাগাবী (র) আবু জাফর রাযী (র)-এর রেওয়াজাত হইতে আবু কুরাইব (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, “আল্লাহর যাত বা সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত নয়।”

যেমন অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “তোমরা সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা কর— স্রষ্টা সম্পর্কে চিন্তা করিও না। কারণ, স্রষ্টা সম্পর্কে চিন্তা করিয়া তোমরা কোন কুল-কিনারা পাইবে না।”

অন্য একটি সহীহ হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন, অনেকের নিকট শয়তান আসিয়া জিজ্ঞাসা করে যে, অমুক বস্তুকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? অমুক বস্তুকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? এইভাবে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে এক সময় বলিয়া ফেলে যে, বলতো তোমার আল্লাহকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? যদি কাহারো মনে এই ধরনের কুমন্ত্রণা জাগে তবে সে যেন আউযুবিল্লাহ বলিয়া আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং এই ধরনের খেয়াল মন হইতে দূর করিয়া দেয়।”

সুনান গ্রন্থসমূহে আরেকটি হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : তোমরা আল্লাহর মাখলুক সম্পর্কে চিন্তা কর— আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করিও না। শুন, আল্লাহ তা'আলা এমন একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার কানের লতি ও কাঁধের মাঝে তিনশত বছরের দূরত্ব।”

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ۝
এবং ইহার কারণসমূহ আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহই মানুষকে হাসান ও কাঁদান।

وَأَنَّه هُوَ أَمَاتٌ وَأَخِيَا اَرْتَاۤءُ اٰلِلّٰهٖ تَا'اَلَا هٗ زٖبٖن و مٗتٗر سٗطٖا । سٗطٖ زٖبٖكٖ تٖنٖهٖ بٗاٗاٖهٖيٗا رٗاٗخٖنٖ ءٖبٗنٖ تٖنٖهٖ مٗتٗر دٗان كٖرٖنٖ । يٗمٖنٖ اٖنٗيٗ ءٖكٖ اٗيٗاٗتٖ اٗلِلّٰهٖ تَا'اَلَا بٖلٖنٖ ۛ

اَرْتَاۤءُ- আলাহ তা'আলা মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন ।

وَأَنَّه خَلَقَ الرُّوَجِينَ الذُّكْرَ وَالْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى هٗইতে যুগল নারী ও পুরুষ আলাহ তা'আলাই সৃষ্টি করিয়াছেন । যেমন অন্য আয়াতে আলাহ তা'আলা বলেন ৃ

اِيْحْسَبُ الْاِنْسَانَ اِنْ يُّتْرَكَ سُدَى الْمَ يَكُ نُطْفَةٍ مِّنْ مَّيِّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الرُّوَجِينَ الذُّكْرَ وَالْاُنثَى اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى

অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে যে, তাহাকে নিরর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হইবে? সে কি স্থলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? অতঃপর সে আলাকায় পরিণত হয় । অতঃপর আলাহ তাহাকে আকৃতি দান করেন ও সৃষ্টি করেন । তারপর তিনি তাহাকে সৃষ্টি করেন যুগল— নর ও নারী । তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম নহেন?

وَأَنَّ عَلَيْهِ النُّشَآةَ الْاٰخِرٰى "আর পুনরুত্থান ঘটাইবার দায়িত্ব তাঁহারই ।" অর্থাৎ প্রথমবার যেই আলাহ আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিন তিনিই পুনরায় জীবিত করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম ।

وَأَنَّه هُوَ اَغْنٰى وَاغْنٰى "আর তিনি অভাবমুক্ত করেন এবং সম্পদ দান করেন । অর্থাৎ আলাহ তা'আলা তাঁহার বান্দার অভাব দূর করিয়া সম্পদশালী করেন যাহা তাহাদিগের নিকট পুঁজি হিসাবে সঞ্চিত থাকে বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হয় না । আবু সালিহ ও ইবন জারীর (র) প্রমুখ মুফাসসিরগণ অত্র আয়াতের এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন ।

মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত যে, اغنى অর্থ সম্পদশালী করিয়াছেন আর اغنى অর্থ দাস-দাসী দান করিয়াছেন । কাতাদা (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন ।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন ৃ اغنى অর্থ দান করিয়াছেন আর اغنى অর্থ সত্ত্বষ্ট হইয়াছেন । মুজাহিদ (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় ।

কেহ কেহ বলেন ৃ اغنى وَاغْنٰى অর্থ একজনকে অভাবমুক্ত ও মুখাপেক্ষীহীন করিয়া অন্যদিগকে তাহার মুখাপেক্ষী বানাইয়াছেন ।

কাহারো মতে এই আয়াতের অর্থ হইল ৃ আলাহ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা ধনী দান এবং যাহাকে ইচ্ছা গরীব বানান । তবে শেষের দুইটি অর্থ শব্দের সাথে সংগতিপূর্ণ বলিয়া অনুমিত হয় ।

وَأَنَّه هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى "আর তিনিই শি'রা নক্ষত্রের মালিক ।" ইবন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, কাতাদা (র) প্রমুখ মুফাসসির বলেন ৃ শি'রা সেই উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম যাহাকে মারযামূল জাওয়াও বলা হয় । আরবের একশ্রেণীর লোক এই নক্ষত্রটির পূজা করিত ।

وَأَنَّه اَهْلَكَ عَادًا الْاَوَّلٰى "আলাহ তা'আলা হযরত হুদ (আ)-এর সম্প্রদায় আদ জাতিকে ধ্বংস করিয়াছেন । উহাদিগকে আদ ইবন ইরাম ইবন সাম ইবন নূহ বলা হয় । যেমন অন্য আয়াতে আলাহ তা'আলা বলিয়াছেন ৃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ اِرْمَ ذَاتِ الْعِمَارِ الَّتِي لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْاَلْبَارِ

অর্থাৎ তুমি কি দেখ নাই, তোমার প্রতিপালক কি করিয়াছিলেন 'আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি যাহারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের? যাহার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয় নাই ।

ইহারা প্রবল শক্তিশালী ও প্রতাপশালী এবং চরম খোদাদ্রোহী ও রাসূল বিরোধী প্রতি ছিল । ফলে আলাহ তা'আলা অনবরত সাত রাত ও আট দিন প্রচণ্ড আযাব দিয়া উহাদিগকে নিপাত করিয়া দেন ।

وَأَنَّه اَهْلَكَ عَادًا الْاَوَّلٰى "আর আলাহ তা'আলা সামূদ জাতিকে ঝাড়ে বংশে নিপাত করিয়া দেন । ফলে উহাদিগের একটি প্রাণীও বাঁচিয়া থাকিতে পারে নাই ।

وَأَنَّه هُوَ اَغْنٰى وَاغْنٰى "আর আলাহ তা'আলা 'আদ ও সামূদ সম্প্রদায়ের পূর্বে নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করিয়াছেন । উহারা পরবর্তীদের তুলনায় বেশী অত্যাচারী ও অবাধ্য ছিল ।

وَأَنَّه اَهْلَكَ عَادًا الْاَوَّلٰى "আর উৎপাটিত আবাস ভূমিকে তিনি উল্টাইয়া নিষ্ক্ষেপ করিয়াছিলেন ।

এইখানে হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের কথা বলা হইয়াছে । ইহাদিগের আবাস ভূমিগুলিকে উল্টাইয়া ইহাদিগের উপর নিষ্ক্ষেপ করিয়া এবং পাথর বর্ষণ করিয়া ইহাদিগকে সমূলে নিপাত করা হইয়াছিল । ফলে নিষ্ক্ষেপিত প্রস্তর কংকর উহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছিল । অর্থাৎ ধ্বংস হইয়া তাহার নিষ্ক্ষেপিত পাথরের নীচে গাণা পড়িয়া গিয়াছিল । যেমন অন্য এক আয়াতে আলাহ তা'আলা বলিয়াছেন ৃ

সূরা কামার

৫৫ আয়াত, ৩ রুক্ব, মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

আবু ওয়াকিদ (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতরের সালাতে সূরা কাফ ও কামার পাঠ করিতেন। এবং বড় বড় মাহফিলেও তিনি এই সূরা দুইটি পাঠ করিতেন। কারণ এই দুইটি সূরায় পরকালের সুখ-দুঃখ, জগত সৃষ্টির সূচনা, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং তাওহীদ ও রিসালাত শ্রুতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে।

(১) اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ ○

(২) وَاِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمَرٌّ ○

(৩) وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ ○

(৪) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْآنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ○

(৫) حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ التُّدْرُ ○

১. কিয়ামত আসন, চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে।
২. উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে, 'ইহা তো চিরাচরিত যাদু।'
৩. উহারা সত্য প্রত্য্যখ্যান করে এবং নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে আর প্রত্যেক ব্যাপারই লক্ষ্যে পৌঁছাবে।

৪. উহাদিগের নিকট আসিয়াছে সুসংবাদ, যাহাতে আছে সাবধান-বাণী।
৫. ইহা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই সতর্কবাণী উহাদিগের কোন উপকারে আসে নাই।

তাকসীর : এইখানে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া এবং দুনিয়া ধ্বংস যাওয়ার সংবাদ দিতেছেন। যেমন অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন : اَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ ۗ اَرْتَابُكُمْ اَمْ لَا تَشْكُرُونَ অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ আসিবেই। অতএব তোমরা উহা বর্ণিত করিতে চাহিও না।"

অন্য আয়াতে তিনি বলিয়াছেন : اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ۗ অর্থাৎ "মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন। কিন্তু উহারা উদাসীনতায় ফিরাইয়া রহিয়াছে।" এই ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। যেমন :

আবু বকর বাযযার (র) হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেছিলেন। তখন আকাশের পশ্চিম প্রান্তে সূর্য ডুবি ডুবি অবস্থা। তখন তিনি বলিলেন, "যেই আল্লাহর হাতে আমার জীবন, তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি; আজিকার এই দিবসের বিগত অংশের তুলনায় যতটুকু অবশিষ্ট আছে, দুনিয়ার বিগত অংশের তুলনায় ঠিক ততটুকু বাকী আছে।" (বর্ণনাকারী বলেন) তখন সূর্য ডুবিয়া যাওয়ার মাত্র সামান্য সময় বাকী আছে।

ইমাম ইবন হাব্বান (র) আলোচ্য হাদীসের রাবীদের মধ্যে খালফ ইবন মুসা (রা)-কে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়া বলেন যে, নির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি মাঝে মাঝে ভুল করিয়া থাকেন।

ইমাম আহমদ (র) হযরত ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত ইবন উমর (রা) বলেন, আমরা একদিন আসরের সালাতের পর সূর্য অস্ত যাওয়ার ষণকাল পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে বসিয়া ছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আজিকার এই দিবসের বিগত অংশের তুলনায় যতটুকু বাকী আছে, পূর্ববর্তী দিনাদিগের তুলনায় পরবর্তীগণের আয়ু মাত্র ততটুকু অবশিষ্ট আছে।"

ইমাম আহমদ (র) সাহল ইবন সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সাহল ইবন সা'দ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "আমি ও কিয়ামত এইভাবে প্রেরিত হইয়াছি।" বলিয়া তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিলেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আবু হাসেম সালামাহ ইবন দীনার (র)-এর হাদীস হইতে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ওয়াহাব সাওয়ারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ওয়াহাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন "এই দুই অঙ্গুলির মধ্যে যতটুকু ব্যবধান,

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) কাতাদা (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অপরদিকে ইমাম মুসলিম (র) আবু দাউদ তায়ালিসী, ও ইয়াহইয়া কাতান (র) প্রমুখের হাদীস হইতে এই হাদীসটি কাতাদা (র) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) জুবাইর ইব্ন মুতঈম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জুবাইর ইব্ন মুতঈম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত হইয়া উহার এক খণ্ড এক পাহাড়ে আরেক খণ্ড অন্য এক পাহাড়ের উপর দৃশ্য হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া মুশরিকরা বলিতে লাগিল যে, মুহাম্মদ আমাদিগকে যাদু করিয়াছে। কিন্তু বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তির বলিল, ইহা কিছুতেই যাদু নয়। কারণ একত্রে সকল মানুষকে যাদু করা তো সম্ভব নয়।

এই সূত্রে ইমাম আহমদ (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বায়হাকী (র) স্বীয় দালাইল গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। অনুরূপভাবে ইব্ন জারীর ও বায়হাকী (র) নিজ নিজ সনদে জুবাইর ইব্ন মুতঈম (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর আমলে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। জাফর ইব্ন রবীয়াও ইরাকের সূত্রে বকর ইব্ন নাসর (র)-এর হাদীস হইতেও ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র).... আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটি হিজরতের পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। তখন খণ্ডিত চন্দ্রের দুইটি টুকরা সকলেই স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিল। আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই ধরনের বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন।

তাবরানী (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : রাসূল (সা)-এর যুগে একবার চন্দ্র গ্রহণ হইয়াছিল। তখন মুশরিকরা এই বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিল যে, চন্দ্রের উপর যাদু করা হইয়াছে। তখন **اَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ** পর্যন্ত এই আয়াতগুলি নাযিল হয়।

হাফিজ আবু বকর বায়হাকী (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) **اَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ** **وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ** এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলে। চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত হইয়া এক খণ্ড পাহাড়ের সামনে এবং অপর খণ্ড পাহাড়ের পিছনে চলিয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন **اللَّهُمَّ أَشْهَدُ** হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক! অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী (র) বিভিন্ন সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম (র) তিরমিযী বলিয়াছেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আসিয়াছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে।” আরো জানিয়া রাখ যে, দুনিয়ার আয়ু প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, আজিকার দিন শুধু প্রস্তুতির দিন। আগামীকাল তো প্রতিযোগিতার দিন। এই কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আক্বা, আগামীকাল বুঝি প্রতিযোগিতা হইবে? উত্তরে আক্বা বলিলেন, বৎস তুমি তো কিছুই বুঝ না। এই প্রতিযোগিতা হইল, আমলের প্রতিযোগিতা। অতঃপর পরবর্তী জুমায়ও আমরা সালাত আদায় করিবার জন্য মসজিদে যাই। সেইদিন হযরত হুযায়ফা (রা) খুতবায় বলিলেন, দুনিয়ার আয়ু শেষ হওয়ার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে, আজ প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার দিন এবং আগামীকাল প্রতিযোগিতার দিন। তোমরা শুনিয়া রাখ, একদল মানুষের পরিণাম হইল জাহান্নাম আর আরেক দল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জান্নাতে চলিয়া যাইবে।

وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে।

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলে ঘটিয়াছিল। এই ব্যাপারে বিশুদ্ধ সনদে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

একটি বিশুদ্ধ হাদীসে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, কিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে পাঁচটি আলামত সংঘটিত হইয়া গিয়াছে।

১. রুম বিজয়
২. ধূয়া
৩. লিয়াম
৪. বাত্বশাহ ও
৫. চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া। চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অত্যাশ্চর্য একটি মু'জিয়া।

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ

ইমাম আহমদ (র) হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন : মক্কাবাসীগণ একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট একদিন নিদর্শন দেখাইবার আবেদন জানায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতের ইশারায় মক্কায় দুইবার চন্দ্র বিদীর্ণ হয়। অতঃপর হযরত আনাস (রা) **اَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ** **وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ** এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। ইমাম মুসলিম (র) আবদুর রায্বাক (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, মক্কাবাসীগণ একদিন তাহাদিগকে একটি নিদর্শন দেখাইবার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আবেদন করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আকাশের চন্দ্রকে দুই টুকরা করিয়া দেখাইয়াছেন ইহাতে চন্দ্রের এক খণ্ড হেরা পর্বতের একদিকে, অপর খণ্ড আরেক দিকে চলিয়া গিয়াছিল। উপস্থিত সকলেই উহা দেখিতে পাইয়াছিল।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) কাতাদা (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অপরদিকে ইমাম মুসলিম (র) আবু দাউদ তায়ালিসী, ও ইয়াহইয়া কাত্তান (র) প্রমুখের হাদীস হইতে এই হাদীসটি কাতাদা (র) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) জুবাইর ইব্বন মুতঈম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জুবাইর ইব্বন মুতঈম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত হইয়া উহার এক খণ্ড এক পাহাড়ে আরেক খণ্ড অন্য এক পাহাড়ের উপর দৃশ্য হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া মুশরিকরা বলিতে লাগিল যে, মুহাম্মদ আমাদিগকে যাদু করিয়াছে। কিন্তু বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তির বলিল, ইহা কিছুতেই যাদু নয়। কারণ একত্রে সকল মানুষকে যাদু করা তো সম্ভব নয়।

এই সূত্রে ইমাম আহমদ (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বায়হাকী (র) স্বীয় দালাইল গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্বন কাছীর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। অনুরূপভাবে ইব্বন জারীর ও বায়হাকী (র) নিজ নিজ সনদে জুবাইর ইব্বন মুতঈম (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্বন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্বন মাসউদ (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর আমলে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। জাফর ইব্বন রবীয়াও ইরাকের সূত্রে বকর ইব্বন নাসর (র)-এর হাদীস হইতেও ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্বন জারীর (র)..... আব্দুল্লাহ্ ইব্বন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্বন মাসউদ (রা) বলেন : চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটি হিজরতের পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। তখন খণ্ডিত চন্দ্রের দুইটি টুকরা সকলেই স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিল। আওফী (র) ইব্বন আব্বাস (রা) হইতে এই ধরনের বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন।

তাবরানী (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্বন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্বন আব্বাস (রা) বলেন : রাসূল (সা)-এর যুগে একবার চন্দ্র গ্রহণ হইয়াছিল। তখন মুশরিকরা এই বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিল যে, চন্দ্রের উপর যাদু করা হইয়াছে। তখন *أُتْرِبَتِ السَّاعَةُ وَأُنْشِقُ الْقَمَرُ* পর্যন্ত এই আয়াতগুলি নাযিল হয়।

হাফিজ আবু বকর বায়হাকী (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্বন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্বন উমর (রা) *أُتْرِبَتِ السَّاعَةُ وَأُنْشِقُ الْقَمَرُ* এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলে। চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত হইয়া এক খণ্ড পাহাড়ের সামনে এবং অপর খণ্ড পাহাড়ের পিছনে চলিয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন *اللَّهُمَّ أَشْهَدُ* হে আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী থাক! অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী (র) বিভিন্ন সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম (র) তিরমিযী বলিয়াছেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্বনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্বন মাসউদ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল ফলে সকলেই স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন, "তোমরা সাক্ষী থাক।" সুফিয়ান ইব্বন উয়াইনা (র)-এর হাদীস হইতে ইমাম বুখারী এবং মুসলিম (র)-ও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আবার আমাশ (র)-এর হাদীস হইতে তাঁহারা (বুখারী-মুসলিম) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্বন জারীর (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্বন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্বন মাসউদ (রা) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মিনায় উপস্থিত ছিলাম। তখন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়া এক খণ্ড পাহাড়ের পিছনে আড়াল হইয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন : *أَشْهَدُوا أَشْهَدُوا* "তোমরা সাক্ষী থাক: তোমরা সাক্ষী থাক।"

আবু দাউদ তায়ালিসী (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্বন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্বন মাসউদ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যমানে একবার চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। কিন্তু কুরাইশরা উহাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মু'জিযা বলিয়া স্বীকৃতি না দিয়া বলিল, ইহা আবু কাবশার বেটার (মুহাম্মদ (সা)-এর) যাদু! কিন্তু উহাদিগের মধ্যে যাহারা বিবেকসম্পন্ন লোক ছিল, তাহারা বলিল : এই কথা না হয় মানিলাম যে, মুহাম্মদ আমাদের উপর যাদু করিয়াছে। কিন্তু একত্রে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সকলের উপর যাদু করা তো মুহাম্মদের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। পরীক্ষা স্বরূপ বহিরাগত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি যে, তাহারাও চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইতে দেখিয়াছে কি-না। বস্তৃত জিজ্ঞাসা করা হইলে বাহির হইতে আগত লোকেরা বলিল যে, হ্যাঁ, আমরাও চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইতে দেখিয়াছি।

ইমাম বায়হাকী (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্বন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্বন মাসউদ (রা) বলেন : মক্কায় একবার চন্দ্র ফাটিয়া দুই টুকরা হইয়া গিয়াছিল। উহা দেখিয়া মক্কাবাসী কাফির কুরাইশরা বলিল, ইহা তো যাদু! আবু কাবশার বেটা তোমাদিগের উপর যাদু করিয়াছে। ঘটনার সময় যাহারা মক্কার বাহিরে ছিল, দেখ উহারা কি সংবাদ লইয়া আসে। যদি উহারাও দেখিয়া থাকে তাহা হইলে মুহাম্মদের কথাই সত্য। অন্যথায় ইহা মুহাম্মদের যাদু ছাড়া কিছুই নয়। বর্ণনাকারী বলেন : অতঃপর চতুর্দিক হইতে লোকজন ফিরিয়া আসার পর জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা বলিল যে, হ্যাঁ, আমরাও চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইতে দেখিয়াছি। ইব্বন জারীর (র) মুগীরা (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্বন জারীর (র) মুহাম্মদ ইব্বন সীরীন (র) হইতে বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্বন সীরীন বলেন : আমি শুনিয়াছি যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্বন মাসউদ (রা) বলিতেন : নিশ্চয়ই চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইবন জারীর (র) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেনঃ “খণ্ডিত চন্দ্রের ফাঁক দিয়া আমি পাহাড়কে দেখিতে পাইয়াছি।”

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ আব্বন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। এমনকি আমি খণ্ডিত চন্দ্রের দুই টুকরার ফাঁক দিয়া পাহাড়কে দেখিতে পাইয়াছিলাম।

লাইছ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যমানায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন হযরত আবু বকর (রা)-কে বলিলেন : “আবু বকর! তুমি সাক্ষী থাক।” কিন্তু মুশরিকরা এই গুরুত্বপূর্ণ মুজিয়াটিকে অস্বীকার করিয়া বলিল, ‘মুহাম্মদ যাদু দ্বারা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে।’

“وَأَنَّ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُونَ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ” “উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে ইহাতো চিরাচরিত যাদু।”

অর্থাৎ সত্যদোহী কাফির ও মুশরিকরা যদি কোন নিদর্শন প্রমাণ দেখিতে পায় তাহা হইলে উহারা উহা স্বীকার না করিয়া বরং উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং অজ্ঞতাবশত উহাকে পিছনে ফেলিয়া দেয়। আর বলে যে, ‘আমরা যেই প্রমাণ বা নিদর্শন দেখিলাম, উহা নিরেট যাদু। উহা দ্বারা আমরাগিকে যাদু করা হইয়াছে।’

মুজাহিদ ও কাতাদা (র) সহ আরো অনেকের মতে مُسْتَمِرٌّ অর্থ অসার ও ভিত্তিহীন, যাহার কোন স্থায়িত্ব নাই।

“وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ” “উহারা সত্য প্রত্যখ্যান করে এবং নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে।”

অর্থাৎ সত্য আগমন করার পর মুশরিকরা উহা প্রত্যখ্যান করে এবং অজ্ঞতা ও নিবুদ্ধিতাবশত তাহারা তাহাদিগের খেয়াল-খুশী ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করে। “وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ” “প্রত্যেক ব্যাপারই লক্ষ্যে পৌঁছাবে।”

কাতাদা (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, ভালোর ফল ভালো লোক ভোগ করিবে এবং মন্দের ফল মন্দ লোক ভোগ করিবে।

ইবন জুরাইজ (র)-এর মতে এই আয়াতের অর্থ হইল; প্রতিটি বিষয়ই তাহার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত। কাতাদা (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, কিয়ামতের দিন সব কিছুই সংঘটিত হইবে।

“وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْآنِبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ” “উহাদিগের নিকট আসিয়াছে সংবাদ যাহাতে আছে সাবধান-বাণী।”

অর্থাৎ পূর্ব যুগের যে সব জাতি রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়াছিল, মুশরিকদিগকে কুরআনের মাধ্যমে উহাদের বিভিন্ন কাহিনী এবং পরিণামে উহাদিগকে যে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল; উহার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

“مَافِيهِ مُزْدَجَرٌ” অর্থাৎ যাহাতে আছে শিরক ও অবিরাম সত্য প্রত্যখ্যান সম্পর্কে মুশরিকদের জন্য উপদেশ ও সাবধান-বাণী।

“حَكْمَةٌ بِاللَّغْوِ” অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা কাউকে হিদায়াত দান করেন এবং কাউকে পথভ্রষ্ট করেন। ইহাতে বিরাট হিকমত নিহিত আছে।

“فَمَا تُغْنِي النَّذْرُ” অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা যাহাদের কপালে দুর্ভাগ্য লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং যাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়া দিয়াছেন, কোন সতর্কবাণীই তাহাদের কোন কাজে আসে নাই। বস্তুত আল্লাহ তা‘আলা যাহাকে হিদায়াত থেকে বঞ্চিত করেন তাহাকে কেহ হিদায়াত দান করিতে পারেন না। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলিয়াছেনঃ

“قُلْ فَلِلَّهِ الْحُكْمُ الْبَالِغُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ” অর্থাৎ (হে রাসূল) আপনি বলিয়া দিন যে, পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ আল্লাহরই জন্য। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের সকলকেই হিদায়াত দান করিতে পারিতেন।

অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে : “فَمَا تُغْنِي الْآيَاتِ وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ” অর্থাৎ “নিদর্শনাবলী ও সাবধান বাণী বে-ঈমানদের কোন উপকারে আসে নাই।”

(٦) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نَّكَرٍ

(٧) خُشْعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ

(٨) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكُفْرُ وَنَ هَذَا يَوْمَ عَسْرَةٍ

৬. অতএব তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চল। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করিবে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে।

৭. অপমানে অবনমিত নেত্রে সেইদিন উহারা কবর হইতে বাহির হইবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়।

৮. উহারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটিয়া আসিবে ভীত-বিহ্বল হইয়া। কাফিররা বলিবে, ‘কঠিন এইদিন।’

তাকসীর : “فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكْرٍ” আপনি উহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলুন (এবং অপেক্ষা করুন সেইদিনের) যেইদিন আহবানকারী আহবান করিবে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে :”

অর্থাৎ এইখানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, হে নবী! আপনার মু'জিয়া ও বিভিন্ন নিদর্শন স্বচক্ষে দেখিয়াও যাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় আর এইগুলিকে যাদু বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, আপনি উহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলুন এবং এমন এক দিনের অপেক্ষায় থাকুন যেইদিন আহবানকারী ফেরেশতা উহাদিগকে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে আহবান করিবে। আলোচ্য আয়াতে ভয়াবহ পরিণাম বলিতে হিসাব-নিকাশের স্থান এবং কিয়ামত দিবসের বিভিন্ন বিপদাপদ ও ভয়-ভীতিকে বুঝানো হইয়াছে।

خُشْعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مَّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ

অর্থাৎ যেদিন কাফিরদিগকে ভয়াবহ পরিণামের দিকে আহবান করা হইবে, সেইদিন উহারা অপ্রমানে অবনমিত নেত্রে আকাশ প্রান্তে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় দ্রুত কবর হইতে বাহির হইয়া আহবানকারীর আহবানে সাড়া দিবে এবং হিসাব-নিকাশ প্রদানের জন্য আসামীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হইবে। আহবানকারীর আহবান অমান্যও করিবে না। আহবানে সাড়া দিতে বিলম্বও করিবে না।

فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ أَرْثًا ۖ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ
আমাদিগের জন্য বড়ই কঠিন ও ভয়াবহ দিন।

যেমন, অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ
অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসটি কাফিরদিগের বড়ই কঠিন, সহজ নহে মোটেই।

(৯) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَلَدَّبُّوا عِبْدَنَا وَقَالُوا مَا جُنُّونَ وَإِزْدَجَّرُوا

(১০) قَدَعَا رَبُّهَا إِنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرُ

(১১) فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ

(১২) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ

(১৩) وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاوِجِ يُدْسِرُ

(১৪) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ

(১৫) وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

(১৬) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ

(১৭) وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

৯. ইহাদিগের পূর্বে নূহ এর সম্প্রদায়ও মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল— মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল আমার বান্দার প্রতি এবং বলিয়াছিল, ‘এতো এক পাগল।’ আর তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

১০. তখন সে তাহার প্রতিপালককে আহবান করিয়া বলিয়াছিল, “আমি তো অসহায়, অতএব তুমি প্রতিবিধান কর।”

১১. ফলে আমি উনুজ করিয়া দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারি বর্ষণে।

১২. এবং মুত্তিকা হইতে উৎসারিত করিলাম প্রস্রবণ; অতঃপর সকল পানি মিলিত হইল এক পরিকল্পনা অনুসারে।

১৩. তখন নূহকে আরোহণ করাইলাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত নৌযানে।

১৪. যাহা চলিত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, ইহা পুরস্কার তাহার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল।

১৫. আমি ইহাকে রাখিয়া দিয়াছি এক নিদর্শনরূপে, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

১৬. কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

১৭. কুরআন আমি সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্য?

তাকসীর : “كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَا جُنُّونَ وَإِزْدَجَّرُوا

ইহাদিগের পূর্বে নূহ-এর সম্প্রদায়ও মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল—মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল আমার বান্দার উপর এবং বলিয়াছিল, ‘এতো এক পাগল।’ এবং তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : হে মুহাম্মদ! আপনার সম্প্রদায়ের পূর্বে নূহ এর সম্প্রদায়ও নূহ (আ)-এর উপর স্পষ্ট মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল এবং তাহাকে পাগল বলিয়া অপবাদ দিয়াছিল।

এই আয়াতে اِزْدَجَّرُوا-এর নির্ভরযোগ্য অর্থ হইল- নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় তাহাকে এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল ও হুমকি দিয়াছিল যে, হে নূহ! তুমি যদি আমাদিগের পথে ফিরিয়া না আস; তাহা হইলে আমরা পাথর নিক্ষেপ করিয়া তোমাকে মারিয়া ফেলিব।

أَرْثَاً ۞ এই অবস্থা দেখিয়া হযরত নূহ (আ) তাহার প্রতিপালককে ডাকিয়া বলিলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! ইহাদিগের মোকাবিলায় আমি নিতান্ত দুর্বল ও প্রতিপত্তিহীন। আমি নিজেকেও সামলাইতে পারিতেছি না। আর তোমার দীনেরও হেফাজত করিতে সক্ষম হইতেছি না। অতএব হে পরওয়ারদেগার! তুমিই তোমার দীনের সাহায্য কর এবং ইহাদিগের মোকাবিলায় আমাকে বিজয় দান কর। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

“فَلَمَّا أَتَيْنَا أَبْوَآءَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مِّنْهُم مَّرْمِرًا فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُوفًا مِّمَّا كَانُوا يَدْعُونَ” ফলে আমি আকাশের দ্বার প্রবল বারী-বর্ষণে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি।”

“এবং যমীন হইতে প্রস্রবণ উৎসারিত করিলাম।” অর্থাৎ যমীনের প্রতিটি অঞ্চল হইতে প্রস্রবণ উৎসারিত হইতে লাগিল। এমনকি যেই চূলা মূলত আগুনের স্থল উহা হইতেও পানির প্রস্রবণ উৎসারিত হয়।

أَرْثَاً ۞ অতঃপর আকাশ হইতে বর্ষিত ও মাটি হইতে উৎসারিত উভয় পানি আল্লাহ তা'আলার এক পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে একত্রে মিলিত হইয়া গেল।

ইবন জুরাইজ (র).... আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। এই আয়াতের অর্থ হইল এই যে, সেই দিন আকাশ হইতে মেঘ ছাড়াই এত প্রবল বৃষ্টিপাত হইয়াছিল যা ইহার পূর্বে বা পরে কখনো হয় নাই। সেই দিন আকাশে কোন মেঘ ছিল না বরং বৃষ্টির জন্য আকাশের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফলে আকাশ হইতে বর্ষিত পানি আর মাটি হইতে উৎসারিত পানি একত্রে মিলিত হইয়া একটি বিশেষ রূপ ধারণ করিয়াছিল।

“وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَوْجَانِ كَالْبُنْيَانِ” তখন আমি নূহকে কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত নৌযানে আরোহণ করাইলাম।” অর্থাৎ সে তখন সেই ভয়াবহ বন্যা ও তুফানের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমার বান্দা নূহকে আমি নৌযানে আরোহণ করাইয়া দিয়াছিলাম।

হযরত ইবন আব্বাস (রা), সাঈদ ইবন জুবাইর, কাতাদা ও ইবন যায়দ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে دُسْرُ অর্থ হইল কীলক। ইবন জারীর (র) এই অর্থটিই পছন্দ করিয়াছেন।

دُسْرُ শব্দটি বহুবচন। উহার একবচন হইল دَسْرُ অথবা دَسْرُ যেমন বলা হয় حَبِكَ ۞-এর বহুবচন حَبِكَ ۞। মুজাহিদ (র) বলেন, তাহা হইল নৌকার পার্শ্ব। ইকরিমা ও হাসান বলেন : دُسْرُ অর্থ নৌকার সম্মুখ অংশ, সমুদ্রের ঢেউ যেইখানে আঘাত করে।

যাহ্‌হাক (র) বলেন : دُسْرُ হইল নৌকার দুই দিক ও বুক।

আওফী (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। دُسْرُ হইল নৌকার বুক।

أَرْثَاً ۞ সেই নৌকাখানি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও আমার হেফজযতে চলিত।

أَرْثَاً ۞ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে শাস্তি প্রদান করিয়া হযরত নূহ (আ)-কে উহাদিগের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই আমি উহা করিয়াছিলাম।

“وَأَمَّا إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنِّي عَجُزٌ أَسِيءُ وَلَقَدْ تَرَكْتُمَا آيَاتِي وَتَابَعْتُمْ بَاطِلَ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِبْرَاهِيمَ كَانَ صِدْقًا فَجَعَلْنَاهُ آيَةً لِلْعَالَمِينَ” আমি ইহাকে রাখিয়া দিয়াছি এক নিদর্শনরূপে।”

কাতাদা (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-এর কিশতীটিকে কুদরতীভাবে অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রাখিয়া দিয়াছেন। ফলে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার প্রথম যুগের লোকেরা উহা দেখিতে পাইয়াছিল। কিন্তু এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হইল এই যে, নিদর্শন স্বরূপ আমি নৌকার অনুরূপ অন্যান্য নৌকার প্রচলন পৃথিবীর বুককে কায়েম রাখিব। যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে :

وَأَيُّ لِهْمٍ أَنَا حَمَلْنَا نُرَيْتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ-

অর্থাৎ উহাদিগের এক নিদর্শন এই যে, আমি উহাদিগের বংশধরদিগকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করাইয়াছিলাম। এবং উহাদিগের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করিয়াছি, যাহাতে উহারা আরোহণ করে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي صُفْحٍ مُّطَوَّيَاتٍ ۚ أَرْثَاً ۞ পানি যখন প্রবলভাবে উচ্ছসিত হইল, আমি তখন তোমাদিগকে নৌ-যানে আরোহণ করাইয়াছিলাম। যাহাতে আমি উহাকে তোমাদিগের জন্য স্মৃতিস্বরূপ রাখিয়া দিতে পারি। তাই এইখানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۚ অর্থাৎ এমন কেহ আছে কি, যে উপদেশ ও নসীহত গ্রহণ করিবে ?

ইমাম আহমদ (র).... হযরত ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ পড়াইয়াছিলেন।

ইমাম বুখারী (র) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলাম।

ইমাম বুখারী (র).... আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন : فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۚ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে পাঠ করিতেন।

“বায়ু লোকদিগকে উন্মূলিত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় উৎপাটিত করিয়াছিল। অর্থাৎ একদিক হইতে বায়ু আসিয়া একজনকে উঠাইয়া লইয়া গিয়া উহাকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিত। অতঃপর দেহ হইতে মাথাটি ছিড়িয়া ফেলিয়া মুণ্ডহীন দেহটি মাটিতে ফেলিয়া দিত। উন্মূলিত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় হওয়ার অর্থ ইহাই।

অর্থাৎ তখন আমার শাস্তি ও সতর্ক বাণী কী কঠোর ছিল! কুরআনকে আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

(২৩) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ○

(২৪) فَقَالُوا أَبَشْرًا مِثْلًا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ ۗ إِنَّا إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ○

(২৫) ۚ أَلَيْسَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشْرٌ ○

(২৬) سَيَعْلَمُونَ عَدَا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشْرُ ○

(২৭) إِنَّا مُرْسِلُوا النَّافَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَبِعْهُمْ وَاصْطَبِرْ ○

(২৮) وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، كُلُّ شَرِبٍ مَحْضَرٌ ○

(২৯) فَتَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ○

(৩০) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ نُذُرِ ○

(৩১) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ○

(৩২) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ○

২৩. ছামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল।

২৪. তাহারা বলিয়াছিল, ‘আমরা কি আমাদিগেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করিব? তবে তো আমরা বিপদগামী ও উন্মাদরূপে গণ্য হইব।’

২৫. ‘আমাদিগের মধ্যে কি উহারই উপর প্রত্যাদেশ হইয়াছে? না, সে তো একজন মিথ্যাবাদী, দাষ্টিক।’

২৬. আগামীকল্য উহারা জানিবে কে মিথ্যাবাদী, দাষ্টিক।

২৭. আমি উহাদিগের পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়াছি এক উষ্ট্রী। অতএব তুমি উহাদিগের আচরণ লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যশীল হও।

২৮. এবং উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, উহাদিগের মধ্যে পানি বন্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে উপস্থিত হইবে পালাক্রমে।

২৯. অতঃপর উহারা উহাদিগের এক সংগীকে আহ্বান করিল, সে উহাকে ধরিয়া হত্যা করিল।

৩০. কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্ক বাণী!

৩১. আমি উহাদিগকে আঘাত হানিয়াছিলাম এক মহানাদ দ্বারা; ফলে উহারা হইয়া গেল খোয়াড়-প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায়।

৩২. আমি কুরআন সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

তাফসীর : ছামূদ সম্প্রদায় তাহাদিগের রাসূল হযরত সালিহ (আ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া বলিয়াছিল : **أَبَشْرًا مِثْلًا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ** : ‘আমরা কি আমাদিগেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করিব? তবে তো আমরা বিপদগামী ও উন্মাদরূপে গণ্য হইব।’

অর্থাৎ ছামূদ সম্প্রদায় বলিয়াছিল যে, আমরা সকলেই যদি আমাদেরই এক ব্যক্তির নেতৃত্ব মানিয়া লই, তাহা হইলে তো আমরা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িব। অতঃপর উহারা উহাদিগের ব্যতীত কেবল সালিহ (আ) প্রত্যাদেশ তথা ওহী আগমনে আশ্চর্য প্রকাশ করিয়া সালিহ (আ)-কে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়া বলিল :

بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشْرٌ ‘বরং সে মিথ্যাবাদী, দাষ্টিক।’ অর্থাৎ তাহার নিকট ওহী আসিবে, ইহাতো দূরের কথা- বরং সে তো একজন সীমাহীন মিথ্যাবাদী ও দাষ্টিক।

উহাদিগের এইসব কথার প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **سَيَعْلَمُونَ عَدَا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشْرُ** অর্থাৎ ‘অচিরেই উহারা জানিবে পারিবে যে, কে মিথ্যাবাদী, দাষ্টিক।’ এই কথা বলিয়া আল্লাহ তা‘আলা উহাদিগের প্রতি কঠোর হুমকি প্রদর্শন করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **إِنَّا مُرْسِلُوا النَّافَةَ فِتْنَةً لَهُمْ** : ‘আমি উহাদিগের পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়াছি এক উষ্ট্রী।’

বস্তৃত সালিহ (আ)-এর সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ তা‘আলা ছামূদ সম্প্রদায়ের দাবী অনুযায়ী নির্জীব পাথরের মধ্য হইতে দশ মাসের গর্ভবতী একটি বৃহৎ উষ্ট্রী বাহির করিয়াছিলেন। অতঃপর স্বীয় বান্দা ও রাসূল (সা)-কে নির্দেশ দিয়া বলিয়াছেন :

فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ তুমি উহাদিগের আচরণ লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যধারণ কর। অর্থাৎ হে সালিহ! উহাদিগের দাবী অনুযায়ী পাথর হইতে উষ্ট্রী বাহির করিয়া ছিলাম। তুমি দেখ। ইহার পরিণাম কি দাঁড়ায়। আর উহারা তোমার সাথে কোন অসদাচরণ করিলে তুমি ধৈর্যধারণ কর। কারণ দুনিয়া ও আখিরাতের সাহায্য ও শুভ পরিণাম তুমিই লাভ করিবে।

وَيَبِّئُهُمْ اَنْ الْمَاءَ قَسَمَةٌ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ- আর তুমি উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, উহাদিগের মাঝে পানি বণ্টন নির্ধারিত। অর্থাৎ- একদিন উহাদিগের পশুপাল পান করিবে আর একদিন এই উষ্ট্রী পান করিবে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

اَرْثَاۤءَ سَالِيحٍ (আ) অর্থাৎ সালিহ (আ) قَالَ هٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ বলিলেনঃ ইহা উষ্ট্রী। ইহা নির্দিষ্ট একদিন পানি পান করিবে আর তোমরা নির্দিষ্ট একদিন পান করিবে।

“পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে পালাক্রমে উপস্থিত হইবে।”

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, উষ্ট্রী যেই দিন পানির ঘাটে উপস্থিত না হইবে অন্যরা সেইদিন পানি পান করিতে আসিবে। আর যেই দিন উষ্ট্রী পানি পান করিতে আসিবে, অন্যরা সেইদিন পানি পান করিতে পারিবে না বরং দুধ পান করিয়া থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَنَانُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ অতঃপর উহারা উহাদিগের এক সংগীকে আহ্বান করিল, যে উষ্ট্রীটিকে ধরিয়া হত্যা করিল।”

মুফাসসিরগণ বলেন, যে লোকটি উষ্ট্রীটিকে হত্যা করিয়াছিল তাহার নাম হইল কুদার ইবন সালিফ। সে সমাজের সবচাইতে নিকৃষ্ট ব্যক্তি ছিল।

যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন : اِذْ اُنْبِغَتْ اَشْقَاهَا “যখন উহাদিগের সকলের নিকৃষ্ট ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইল।”

“কী কঠোর ছিল তখন আমার শাস্তি ও সতর্ক বাণী!” অর্থাৎ ইহার দলে আমি উহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়াছিলাম। আমার সাথে কুফরী করার এবং আমার রাসূলকে অস্বীকার করার সেই শাস্তি ছিল অত্যন্ত কঠোর।

اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ আমি উহাদিগকে আঘাত হানিয়াছিলাম এক মহানাদ দ্বারা। ফলে উহারা খোয়াড় প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায় হইয়া গেল। অর্থাৎ আমার একটি মাত্র আওয়াজ দ্বারাই উহারা সমূলে ধ্বংস হইয়া গেল। উহাদিগের একজন লোকও বাঁচিয়া রহিল না। এবং

শুষ্ক ঘাস-পাতা, তৃণ-লতা, যেমন হাওয়ায় উড়িয়া যায়— উহারাও ঠিক তেমনি বিনাশ হইয়া গেল। অসংখ্য মুফাসসিরীনে কিরাম অত্র আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সুদী (র) বলেন, مُحْتَظِرٌ অর্থ মরু অঞ্চলের চারণ ভূমি যখন উহার ঘাস-পাতা শুকাইয়া যায় এবং হাওয়ার সাথে উড়িয়া যায়।

ইবন যায়েদ (র) বলেন, আরববাসীগণ শুষ্ক কাঁটা দ্বারা উট ও অন্যান্য পশুপালের জন্য খোয়াড় তৈয়ার করিত। এই আয়াতে الْمُحْتَظِرِ الْكَهَشِيمِ বলিয়া উহাকেই বুঝানো হইয়াছে।

সাদ্দ ইবন জুবাইর (র) বলেন, هَشِيمٌ الْمُحْتَظِرِ অর্থ দেয়াল ভাঙ্গা মাটি যা এদিক-ওদিক পড়িয়া থাকে। কিন্তু ব্যাখ্যাটি খুবই দুর্বল। প্রথম ব্যাখ্যাটিই গ্রহণযোগ্য। (اللّه اعلم)

(২৩) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذْرِ

(২৪) اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّا اَلْ اَل لُوطِ ه نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ

(২৫) نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ

(২৬) وَلَقَدْ اَنْذَرْتَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذْرِ

(২৭) وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ صَيْفِهِ فَطَمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِنَا وَنُذِرْ

(২৮) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ

(২৯) فَذُوقُوا عَذَابِنَا وَنُذِرْ

(৪০) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدْكِرٍ

৩৩. লূত সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল সতর্ককারীদিগকে।

৩৪. আমি উহাদিগের উপর প্রেরণ করিয়াছিলাম প্রস্তর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নহে। তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম রাত্রির শেষাংশে,

৩৫. আমার বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ; যাহারা কৃতজ্ঞ আমি এইভাবেই তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

৩৬. লূত উহাদিগকে সতর্ক করিয়াছিল আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে; কিন্তু উহারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতণ্ডা শুরু করিল।

৩৭. উহারা লূতের নিকট হইতে তাঁহার মেহমানদিগকে দাবী করিল; তখন আমি উহাদিগের দৃষ্টিশক্তি লোপ করিয়া দিলাম এবং আমি বলিলাম, “আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্ক বাণীর পরিণাম।”

৩৮. প্রত্যুষে বিরামহীন শাস্তি তাহাদিগকে আঘাত করিল।

৩৯. আমি বলিলাম, ‘আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম।’

৪০. আমি কুরআন সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

তাফসীর : এইখানে আল্লাহ তা‘আলা লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের সম্পর্কে বলিতেছেন যে, তাহারা কিভাবে তাহাদিগের রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। কিভাবে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল এবং কিরূপে তাহারা বালকদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হইত। বালকদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়া এমন একটি জঘন্যতম ও অশ্লীল কর্ম যাহাতে লূত সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম লিপ্ত হয়। ইতিপূর্বে বিশ্বের অন্য কেহ এই অপকর্ম করে নাই। এই জন্য আল্লাহ তা‘আলা উহাদিগকে এমনভাবে ধ্বংস করিয়া দিলেন যেভাবে পূর্বে আর কাউকে ধ্বংস করা হয় নাই। তাহা হইল :

হযরত জিবরাঈল (আ) আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে লূত সম্প্রদায়ের প্রতিটি শহরকে বহন করিয়া আকাশের নিকট লইয়া যান। অতঃপর শহরগুলিকে উল্টাইয়া নীচে ফেলিয়া দেন এবং তাহারা সাথে সাথে উহাদিগের উপর প্রস্তর-কংকর নিক্ষেপ করিলেন।

তাই আল্লাহ তা‘আলা বলিতেছেন : **إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا** “নিশ্চয় আমি উহাদিগের উপর প্রস্তর-কংকর পাঠাইয়াছি।”

أَلَا لَلْوَطِ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ “তবে লূত পরিবারকে আমি প্রত্যুষে মুক্তি দিয়াছি।” অর্থাৎ লূত পরিবার আমার নির্দেশে শহর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। ফলে আমার আযাব হইতে তাহারা রক্ষা পাইয়া যায়।

উল্লেখ্য যে, সম্প্রদায়ের একজন লোকও হযরত লূত (আ)-এর উপর ঈমান আনে নাই। এমনকি তাঁহার স্ত্রীও ঈমান না আনার অপরাধে সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকদের সাথে ধ্বংস হইয়া যায়। শুধুমাত্র হযরত লূত (আ) এবং তাঁহার কয়েকটি কন্যা নিরাপদে অন্যত্র চলিয়া যায়। কোন অমঙ্গল তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **كَذَٰلِكَ نَجِّيَنَّ مِنْ شَكْرٍ** “কৃতজ্ঞদিগকে আমি এইভাবেই পুরস্কৃত করি।”

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا “লূত উহাদিগকে আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছিল।” অর্থাৎ আযাব আসিবার পূর্বে আল্লাহর নবী লূত (আ) উহাদিগকে আল্লাহর আযাব ও শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছিলেন। কিন্তু উহারা সেই সতর্ক বাণীর প্রতি মোটেই কর্ণপাত করে নাই বরং পাল্টা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল।

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ “উহারা লূতের নিকট হইতে তাঁহার মেহমানদিগকে দাবী করিল।”

অর্থাৎ যেই রাতে হযরত জিবরাঈল, মিকাদিল ও ইসরাফীল (আ) পরীক্ষা স্বরূপ দাড়ি গোঁফহীন সুদর্শন বালকের আকৃতিতে হযরত লূত (আ)-এর ঘরে আগমন করিয়াছিলেন; সেই রাতে এই ঘটনাটি ঘটয়াছিল। হযরত লূত (আ) তাহাদিগকে মেহমান রূপে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী টের পাইয়া মহল্লাবাসীর নিকট সংবাদ দেয় এবং অপকর্মের জন্য উস্কানী প্রদান করে। সংবাদ পাইয়া তাহারা যে যেখানে ছিল সেখান হইতেই দৌড়াইয়া লূত (আ)-এর ঘরের দিকে ছুটিতে লাগিল। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া হযরত লূত (আ) ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন দুষ্কৃতিকারীরা দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। কিন্তু হযরত লূত (আ) উহাদিগকে প্রতিরোধ করিয়া বলিতে লাগিলেন :

هُوَ لَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ অর্থাৎ তিনি সম্প্রদায়ের কন্যাদের প্রতি ইংগিত করিয়া বলিলেন, ইহারা আমার কন্যা। তোমাদিগের জন্য ইহারা পবিত্র। উত্তরে তাহারা বলিল :

لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَالَنَا فِي بَنَاتِكُمْ مِنْ حَقِّ وَائِكَ لَتَعْلَمُنَّ مَا تُرِيدُ “তুমি তো জানো, তোমার কন্যাদিগকে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা কি চাই; তাহা তো তুমি জানই।”

অতঃপর যখন অবস্থা সংকটাপন্ন হইল এবং উহারা দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিবেই এমন অবস্থা দাঁড়াইল; তখন হযরত জিবরাঈল (আ) ঘর হইতে বাহির হইয়া নিজের ডানা দ্বারা এক ঝাপটা দিয়া উহাদিগের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিয়া দিলেন। কেহ কেহ বলেন, জিবরাঈল (আ)-এর ঝাপটার ফলে উহাদিগের চক্ষুসমূহ সমূলে বিনাশ হইয়া যায়। তখন উহারা দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া কোন রকমে পিছনের দিকে সরিয়া যায় এবং সকাল পর্যন্ত লূত (আ)-কে ভয় দেখাইতে থাকে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقَرٌّ** অর্থাৎ প্রত্যুষে বিরামহীন আযাব তাহাদিগকে আঘাত হানিল। অর্থাৎ— উহা এমন আঘাত ছিল যাহা হইতে উদ্ধার পাওয়ার কোন উপায় ছিল না।

فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي وَلَقَدْ يَسْرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ অর্থাৎ ‘অতএব তোমরা শাস্তি ও সতর্ক বাণীর পরিণাম আস্বাদন কর। উপদেশ গ্রহণের জন্য আমি কুরআন সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?’

(৪১) وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذْرُ ۝

(৪২) كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

(৪৩) أَكْفَارَكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلِيَّكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۝

(৪৪) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ۝

(৪৫) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ۝

(৪৬) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَىٰ وَآمْرٌ ۝

৪১. ফিরআউন সম্প্রদায়ের নিকটও আসিয়াছিল সতর্ককারী।

৪২. কিন্তু উহারা আমার সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিল। অতঃপর পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান রূপে আমি উহাদিগকে সুকঠিন শাস্তি দিলাম।

৪৩. তোমাদিগের মধ্যকার কাফিরগণ কি উহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? না-কি তোমাদিগের অব্যাহতির কোন সনদ রহিয়াছে পূর্ববর্তী কিতাবে?

৪৪. ইহারা কি বলে, 'আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল?'

৪৫. এই দলতো শীঘ্রই পরাজিত হইবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে।

৪৬. অধিকন্তু কিয়ামত উহাদিগের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হইবে কঠিনতর ও তিক্ততর।

তাফসীর : এইখানে আল্লাহ তা'আলা ফিরআউন ও তাহার সম্প্রদায় সম্পর্কে বলিতেছেন যে, উহাদিগের নিকট আল্লাহর রাসূল হযরত মুসা (আ) ও তাঁহার ভাই হযরত হারুন (আ) ঈমানের সুসংবাদ ও আযাবের সংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন মু'জিয়া ও নিদর্শন দ্বারা মুসা (আ) ও তাঁহার ভাইয়ের হাত শক্তিশালী করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল মু'জিয়া ও নিদর্শন উহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অস্বীকার করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা উহাদিগকে পরাক্রমশালী ও শক্তিশালী রূপে কঠিন শাস্তি প্রদান করিয়া ধ্বংস করিয়া দেন। ধ্বংসের পর সংবাদ দেওয়ার মতোও কেহ বাঁচিয়া ছিল না এবং কোন চিহ্নও অবশিষ্ট ছিল না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : أَكْفَارَكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلِيَّكُمْ : 'তোমাদিগের কাফিরগণ কি তাহাদিগের হইতে উত্তম?' অর্থাৎ হে মক্কার কাফিরগণ! রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং কিতাব অস্বীকার করার দরুন যাহাদিগের ধ্বংসের কাহিনী ইতিপূর্বে

বর্ণিত হইয়াছে; তোমরা কি উহাদিগের হইতে উত্তম? একটু চিন্তা করিয়া দেখ যে, শক্তিতে সম্পদে তোমরাই তাহাদিগের হইতে উত্তম, না কি তাহারা তোমাদিগ হইতে উত্তম ছিল।

أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ না-কি পূর্ববর্তী কিতাবে তোমাদের অব্যাহতির কোন সনদ রহিয়াছে? অর্থাৎ না-কি আল্লাহ তা'আলার সহিত তোমাদিগের এই চুক্তি রহিয়াছে যে, তোমাদিগকে কোন শাস্তি দেওয়া হইবে না?

আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ : 'না-কি ইহারা বলে যে, আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল।'

অর্থাৎ ইহাদিগের বিশ্বাস হইল এই যে, ইহারা প্রয়োজনে এক অপরের সাহায্য করিবে। এবং সংঘবদ্ধ শক্তির কারণে কোন শক্তিই ইহাদিগের কোন অমঙ্গল করিতে পারিবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ অর্থাৎ ইহাদিগের সংঘ কোনই কাজে আসিবে না। অচিরেই এই সংঘ পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে। ধ্বংস ইহাদিগের অনিবার্য।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরিমা, খালিদ, উহাইর, মুহাম্মদ ইবন আফফান, অপরদিকে খালিদ ও ইসহাকের সূত্রে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (সা) বদরের দিন বলিয়াছিলেন : "হে আল্লাহ! তুমি তোমার ওয়াদা পূরণ কর। আজ আমরা পরাজিত হইলে আগামীকাল পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার জন্য কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না।" তখন হযরত আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁহার হাত দ্বারা ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আল্লাহর নিকট অনেক দু'আ করিয়াছেন, আর প্রয়োজন নেই। তখন রাসূল (সা) এই আয়াতটি পড়িতে পড়িতে চাদর হেঁচড়াইয়া তাঁবু হইতে দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন। (বুখারী ও নাসায়ী)।

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَىٰ وَآمْرٌ

ইবন আবু হাতিম (র) ইকরিমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইকরিমা (রা) বলেন, যেই দিন سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ আয়াতটি নাযিল হয়; সেইদিন হযরত উমর (রা) বলিলেন, কোন দল পরাজিত হইবে? হযরত উমর (রা) বলেন, বদরের দিন যখন দেখিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) চাদর হেঁচড়াইয়া তাঁবু হইতে বাহির হইয়া তিলাওয়াত করিতেছেন; তখন আয়াতটির ব্যাখ্যা আমার বুঝে আসে।

ইমাম বুখারী (র)..... ইউসুফ ইবন মাহাক (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইউসুফ ইবন মাহাক (র) বলেন, আমি একদিন হযরত আয়িশা (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম।

তখন তিনি বলিলেন وَأَمْرٌ بِالْآيَاتِ যখন অবতীর্ণ হয়, তখন আমি একেবারেই ছোট; খেলাধূলা করিয়া বেড়াই। ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।

(৪৭) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعِيرٍ ۝

(৪৮) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ۝

(৪৯) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۝

(৫০) وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَنزٍ بِالْبَصَرِ ۝

(৫১) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۝

(৫২) وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۝

(৫৩) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ۝

(৫৪) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۝

(৫৫) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

৪৭. অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত।

৪৮. যেদিন উহাদিগকে উপড় করিয়া টানিয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে; সেইদিন বলা হইবে, জাহান্নামের যন্ত্রণা আন্বাদন কর।

৪৯. আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করিয়াছি নির্ধারিত পরিমাপে।

৫০. আমার আদেশ তো একটি কথায় নিষ্পন্ন; চক্ষুর পলকের মতো।

৫১. আমি ধ্বংস করিয়াছি তোমাদিগের মতো দলগুলিকে। অতএব উহা হইতে উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

৫২. উহাদিগের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়,

৫৩. আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ।

৫৪. মুত্তাকীরা থাকিবে স্রোতস্থিনী বিধৌত জান্নাতে,

৫৫. যোগ্য আসনে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর সাম্নিধ্যে।

তাফসীর : অপরাধীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, ইহারা সত্য পথ হইতে বিচ্যুত এবং বিভিন্ন সন্দেহ ও নানা মতে বিকারগ্রস্ত অস্থির ও পেরেশান। প্রতিটি কাফির এবং যে কোন ফিরকার বেদআতীরা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : অর্থঃ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ অর্থঃ কিয়ামতের দিন ইহাদিগকে উপড় করিয়া জাহান্নামের দিকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। কিন্তু ইহারা বলিতে পারিবে না যে, ইহাদিগকে কোথায় লইয়া যাওয়া হইতেছে। এবং উহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলা হইবে : ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ "দোষখের শাস্তি আন্বাদন কর।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

“আমি প্রতিটি বস্তুকে পরিমিতভাবে সৃষ্টি করিয়াছি।” যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

“তিনি প্রতিটি বস্তু যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন।”

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে : سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى অর্থঃ তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যিনি সৃষ্টি করেন ও সূঠাম করেন এবং পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও পথ নির্দেশ করেন।

এই আয়াত এবং এই ধরনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা ইমামগণ তাকদীরের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করেন। অর্থঃ- বস্তু অস্তিত্বে আসার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা সেই সম্পর্কে অবগত আছেন এবং সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা সবকিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন। এইখানে আলোচ্য আয়াতের সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হইল।

ইমাম আহমদ (র)..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন কুরাইশ মুশরিকরা হযর (সা)-এর নিকট আসিয়া তাকদীর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ঝগড়া করিতে লাগিল। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় :

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ

بِقَدَرٍ-

ইমাম মুসলিম, তিরমিযী এবং ইব্ন মাজাহ (র) সুফিয়ান সওরী (র) সূত্রে ওয়াকী (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

বায়হার (র).....ও'আইবের পিতা হইতে বর্ণনা করেন। ও'আইবের পিতা বলেন, خَلَقْنَاَهُ بِقَدَرٍ اِنَّا الْمُجْرِمِينَ এই আয়াতগুলি আহলে কাদরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইবন আবু হাতিম (র)..... ফুরারাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ফুরারাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) نُؤْفُوا مَسَّ سَقَرًا اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاَهُ بِقَدَرٍ আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন : আমার এমন এক দল উম্মত সম্পর্কে এই আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছে, যাহারা শেষ যমানায় আবির্ভূত হইবে এবং তাকদীর অস্বীকার করিবে।" হাসান ইবন আরফা (র)..... আতা ইবন আবু রাবাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন। আতা ইবন আবু রাবাহ (র) বলেন, আমি একদিন হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট আগমন করিলাম। তখন তিনি যমযম হইতে পানি উঠাইতেছিলেন। পানিতে তাঁহার কাপড়ের প্রান্তভাগ ভিজিয়া গিয়াছিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, একদল লোক তো তাকদীরের বিরুদ্ধে কথা বলিতে শুরু করিয়াছে। তিনি বলিলেন, হতভাগারা এই কাজটা করিয়াই ফেলিল? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ইহাদিগের সম্পর্কে نُؤْفُوا مَسَّ سَقَرًا اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاَهُ আয়াতটি নাযিল হইয়াছিল। ইহারা এই উম্মতের নিকৃষ্ট জাতি। ইহাদিগের কেহ অসুস্থ হইলে সেবা করিবে না এবং মৃতদের জানাযায় শরীক হইবে না। ইহাদিগের কাউকে পাইলে আমি এই দুই অঙ্গুলি দ্বারা তাহার চোখ দুইটি উপড়াইয়া ফেলিতাম। ইমাম আহমদ (র) অন্য সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা হইল, ইমাম আহমদ (র)..... আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছানো হইল যে, এক ব্যক্তি তাকদীর অস্বীকার করে। আমি বলিলাম যে, উহাকে আমার নিকট লইয়া আস। লোকটি ছিল অন্ধ। লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাকে আনিয়া আপনি কি করিবেন? আমি বলিলাম, যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, উহাকে পাইলে আমি উহার নাক কাটিয়া দিব। উহার ঘাড়টা যদি কোন সময় আমার মুঠোর মধ্যে আসে তো তাহাকে আমি দাফন করিয়া ফেলিব। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "বনী ফিহরের মহিলাদিগকে আমি খায়রাজদের সহিত তাওয়াফ করিতে দেখিয়াছি। উহাদিগের পাছা যেন মুশরিক মহিলাদের সহিত ঘর্ষণ খাইতেছে। তোমরা স্মরণ রাখিও; ইহা এই উম্মতের সর্বপ্রথম শিরক। ইহারা এখন যেমন বলিতেছে যে, আল্লাহ তা'আলা মন্দকে পূর্ব হইতে নির্ধারণ করিয়া রাখেন নাই। তোমরা দেখিবে একদিন তাহারা বলিবে যে, আল্লাহ তা'আলা মঙ্গলজনক বস্তুকেও পূর্ব হইতে নির্ধারণ করিয়া রাখেন নাই।

ইমাম আহমদ (র).....ইবন আব্বাস (রা) হইতেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)..... নাফি' (র) হইতে বর্ণনা করেন। নাফি (র) বলেন : হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর শাম দেশীয় এক বন্ধু ছিল। তাহার সহিত পত্র আদান-প্রদান হইত। একদিন আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) এই মর্মে তাহার নিকট একটি পত্র লিখিলেন যে, আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, আপনি নাকি তাকদীর সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। যদি উহা সঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে আজ হইতে আর আমার নিকট আপনি পত্র লিখিবেন না। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন কয়েকটি সম্প্রদায় আবির্ভূত হইবে, যাহারা তাকদীরকে অস্বীকার করিবে।" ইমাম আবু দাউদ (র) আহমদ ইবন হাশ্বল (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : "প্রত্যেক উম্মতের একদল মজুস তথা অগ্নিপূজক থাকে। আমার উম্মতের মধ্যে মজুস হইল যাহারা তাকদীর অস্বীকার করে। তাহারা অসুস্থ হইলে তোমরা দেখিতে যাইও না। আর তাহারা মৃত্যুবরণ করিলে তাহাদের জানাযায় শরীক হইও না।" সিহাহ সিত্তার কেহই এই সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র)..... আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "অচিরেই এই উম্মতের মধ্যে চেহারা বিকৃতির ঘটনা ঘটবে। উহা হইবে তাকদীর অস্বীকারকারী ও ধর্ম ত্যাগীদের মধ্যে।"

ইমাম তিরমিযী ও ইবন মাজাহ (র) আবু সাখর হুমাঈদ ইবন যিয়াদের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলিয়াছেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ-গরীব।

ইমাম আহমদ (র)..... তাউস ইয়ামানী (র) হইতে বর্ণনা করেন। তাউস ইয়ামানী (র) বলেন : আমি ইবন উমর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : প্রতিটি বস্তুই পূর্ব নির্ধারিত। এমন কি মানুষের অক্ষমতা, বুদ্ধি, সবকিছুই। সহীহ হাদীসে আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তোমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। আর অক্ষম হইও না। ইহার পর যদি কোন বিপদ আসিয়া পড়ে তাহা হইলে বল যে, ইহা আল্লাহ পূর্ব হইতেই নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন। এই কথা বলিও না যে, যদি আমি এমন করিতাম তাহা হইলে এমন হইত। কারণ যদি শব্দটি শয়তানের পথ খুলিয়া দেয়।"

ইবন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে বলিয়াছেন : "জানিয়া রাখ। সমস্ত মানুষ একত্রিত হইয়া যদি তোমার এমন একটি

উপকার করিতে চাহে; যাহা আল্লাহ্ তোমার জন্য লিখিয়া রাখেন নাই, তাহা হইলে কিছুতেই তাহারা তোমার সেই উপকার করিতে পারিবে না। আর যদি সকল মানুষ একত্রিত হইয়া তোমার এমন একটি ক্ষতি করিতে চাহে; যাহা আল্লাহ্ তোমার জন্য লিখিয়া রাখেন নাই; তাহা হইলে কিছুতেই তাহারা তোমার ক্ষতি করিতে পারিবে না। কলম শুকাইয়া গিয়াছে এবং দফতর গুটাইয়া ফেলা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)..... ওয়ালদী ইবন উবাদাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি একদিন আমার পিতা উবাদার নিকট গেলাম। তখন তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত। আমি বলিলাম, আব্বাজান! আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বলিলেন : তোমরা আমাকে বসাইয়া দাও। তাহাকে বসাইয়া দিলাম। তখন তিনি বলিলেন : বৎস! তুমি তো ঈমানের স্বাদ উপভোগ করিতে পার নাই এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান পাইতে পারিবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তাকদীরের ভালো মন্দের উপর ঈমান স্থাপন করিতে পার। আমি বলিলাম, আব্বা! আমি কি করিয়া জানিব যে, তাকদীরের কোন্টি ভাল আর কোন্টি মন্দ? উত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি এই কথা বুঝিবে যে, যাহা তুমি লাভ করিতে পার নাই; উহা তোমার ভাগ্যে ছিল না। আর যাহা তোমার হস্তগত হইয়া গিয়াছে উহা হাতছাড়া হইবার ছিল না। বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, “আল্লাহ্ তা’আলা সর্বপ্রথম কলম তৈয়ার করিয়া বলিলেন; লিখ।” নির্দেশ পাইয়া কলম তৎক্ষণাৎ লিখিতে আরম্ভ করিল। এইভাবে কিয়ামত পর্যন্ত যাহা ঘটবে কলম উহার সব কিছুই লিখিয়া ফেলে। বৎস! আমি যদি মৃত্যুবরণ করি আর তাকদীরের ভালো মন্দের প্রতি আমার ঈমান না থাকে তাহা হইলে আমি জাহান্নামে প্রবেশ করিব।

ইমাম তিরমিযী (র)..... উবাদা (রা) সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটি হাসান-সহীহ-গরীব বলিয়া ইমাম তিরমিযী (র) মন্তব্য করিয়াছেন।

সুফিয়ান সওরী (র)..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী ইবন আবু তালিব (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “চারটি বিষয়ের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত কোন মানুষ মু’মিন হইতে পারে না। ১. এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। ২. এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্ আমাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন। ৩. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর ঈমান আনা ও ৪. তাকদীরের ভালো মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “আল্লাহ্ তা’আলা আকাশ-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই মানুষের তাকদীর লিখিয়া রাখিয়াছেন।” ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়া হাসান-সহীহ-গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

“وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمَحٍ بِالْبَصَرِ” আমার আদেশ শুধুমাত্র একটি কথায় নিশ্চয়: চোখের পলকের ন্যায়।”

এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা’আলার পূর্বকৃত ফয়সালা তথা তাকদীর যেমন মানুষ জাতির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর, তেমনি আল্লাহ্ তা’আলা যখন যাহা ইচ্ছা করেন ঠিক তাহাই ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ- আল্লাহ্ বলেন, আমি কোন বিষয়ে ঈলাহের নির্দেশ দেওয়ার পর আর দ্বিতীয় নির্দেশ প্রয়োজন হয় না। বরং তৎক্ষণাৎ আমার নির্দেশ মত চক্ষের পলকে উহা বাস্তবায়িত হইয়া যায়। এক নিমেষও বিলম্ব হয় না। কবি সুন্দর বলিয়াছেন :

إِذَا مَا أَرَادَ اللَّهُ أَمْرًا فَانْمَا - يَقُولُ لَهُ كُنْ قَوْلُهُ فَيَكُونُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা’আলা কোন কিছু ইচ্ছা করিলে বলেন, হও, তৎক্ষণাৎ উহা বাস্তবায়িত হইয়া যায়।

অর্থাৎ রাসূলদেরকে অস্বীকারকারী তোমাদিগের পূর্ববর্তী তোমাদিগের ন্যায় বহু জাতিকে আমি ধ্বংস করিয়াছি।

অর্থাৎ- উহাদিগকে দেখিয়া উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি? যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা’আলা বলিয়াছেন :

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ

উহাদিগের এবং উহাদিগের কামনা-বাসনার মাঝে আড়াল সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যেমন করা হইয়াছিল পূর্ব যুগে উহাদিগের সমগোত্রীয়দের সহিত।

অর্থাৎ- মানুষের সমকার্যকলাপই ফেরেশতাদের মাধ্যমে আমলনামাই লিখিয়া রাখা হয়।

অর্থাৎ- মানুষের প্রতিটি আমলই লিখিত আকারে ফেরেশতাদের নিকট সংরক্ষিত রহিয়াছে। ছোট বড় কোন আমলই তাহারা লিখিতে বাদ দেন না।

ইমাম আহমদ (র)..... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন : “আয়িশা ছোট ও তুচ্ছ গুনাহ হইতেও বাঁচিয়া চলিও। কারণ উহাও মানুষকে আল্লাহ্ হইতে দূরে সরাইয়া দেয়।”

ইমাম নাসায়ী ও ইবন মাজাহ (র) সাঈদ ইবন মুসলিম ইবন মাহাক মাদানীর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন আসাকির (র) এই হাদীসটি অন্য সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ অর্থাৎ হতভাগা কাফির মুশরিক ও পাপীদের বিপরীতে মুত্তাকীরা শ্রোতস্থিনী বিধৌত জান্নাতে বসবাস করিবে।

اِنَّ مَقْعَدِ صِدْقٍ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি, বদান্যতা, কৃপা-অনুগ্রহ ও মর্যাদার আসনে থাকিবে।

عِنْدَ مَلِيكَ مُقْتَدِرٍ অর্থাৎ বিশ্ব স্রষ্টা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর সান্নিধ্যে।

ইমাম আহমদ (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “ন্যায় বিচারক তথা যাহারা রাষ্ট্র পরিচালনায় পরিবারবর্গ এবং অন্যান্য অধীনস্তদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে; তারা (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তা’আলার ডান পার্শ্বে নূরের উঁচু আসনে অবস্থান করিবে। আর উল্লেখ্য যে, আল্লাহর উভয় হাতই ডান হাত। (বাম বলিতে কিছুই নাই)।”

সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা (র)-র হাদীস হইতে শুধুমাত্র ইমাম নাসায়ী এবং ইমাম মুসলিমই এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

সূরা রাহমান

৭৮ আয়াত, ৩ রুকু’, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম আহমদ (র)..... যির (রা) হইতে বর্ণনা করেন। যির (রা) বলেন, এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ السَّيْفِ এই আয়াতের শেষ শব্দটি اسن পড়িব না-কি اسس পড়িব? উত্তরে আমি বলিলাম, মনে হয় তুমি ইহা ছাড়া কুরআন সবটুকুই পড়িয়া ফেলিয়াছ। লোকটি বলিল, আমি এক রাকাআত সালাতে মুফাস্সাল-এর সব কয়টি সূরাই পাঠ করিয়া থাকি। শুনিয়া আমি বলিলাম, তবে তো তুমি পবিত্র কুরআনকে কবিতার ন্যায় দ্রুত তিলাওয়াত কর। ইহা বড়ই আফসোসের বিষয়। রাসূলুল্লাহ (সা) মুফাস্সালের প্রথম দিকের কোন কোন দুইটি সূরা একত্রে পাঠ করিতেন, উহা আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে। আর ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কিরাআতে মুফাস্সালের প্রথম সূরা হইল সূরা রাহমান।

ইমাম তিরমিযী (র)..... হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন সাহাবাদিগের সম্মুখে সূরা রাহমান আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। উপস্থিত সকলেই চুপচাপ তিলাওয়াত শ্রবণ করেন— কেহই কোন কথা বলিলেন না। তিলাওয়াত শেষে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “জ্বিনের ঘটনার রাত্রিতে আমি এই সূরাটি তিলাওয়াত করিয়া জ্বিনদিগকে শুনাইয়াছিলাম। তাহারা তোমাদিগের চেয়ে অনেক সুন্দর উত্তর দিয়াছিল। আমি যতবারই رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ পাঠ করিয়াছি; উত্তরে তাহারা ততবারই বলিয়াছিল : رَبَّنَا نَعْمِكَ رَبَّنَا نَكْذِبُ فَلَا اَلْبَشِيَّةَ مِنْ نِعْمِكَ رَبَّنَا نَكْذِبُ فَلَا اَلْحَمْدُ অর্থাৎ হে আমাদিগের প্রতিপালক! তোমার কোন নিয়ামতকেই আমরা অস্বীকার করি না। সকল প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য।”

এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি গরীব। যুহাইর ইব্ন মুহাম্মদের সূত্রে ওলীদ ইব্ন মুসলিমের হাদীস ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এই হাদীসটি আমি পাই নাই।

হাফিজ আবু বকর বাযযার (র) ওলীদ ইবন মুসলিমের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবু জাফর ইবন জারীর (র)..... ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন উমর (রা) বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সূরা রাহমান তিলাওয়াত করিলেন অথবা তা শ্রবণ করিলেন। অতঃপর সাহাবাদিগকে নিশ্চুপ বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন : জ্বিনরাই তো দেখিতেছি তাহাদিগের প্রতিপালকের কথায় তোমাদিগের চেয়ে সুন্দর উত্তর দিয়াছিল।” সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! জ্বিনরা কি উত্তর দিয়াছিল? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “আমি যখনই رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ পাঠ করিতাম, তখনই তাহারা বলিত رَبَّنَا نَعْمَكَ رَبَّنَا نَكْذِبُ - আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকেই অস্বীকার করি না।

(১) الرَّحْمَنُ ۞

(২) عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۞

(৩) خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۞

(৪) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۞

(৫) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يُحْسِبَانِ ۞

(৬) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۞

(৭) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۞

(৮) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۞

(৯) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۞

(১০) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۞

(১১) فِيهَا فَالِكِهَةٌ وَ النَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۞

(১২) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۞

(১৩) فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۞

১. দয়াময় আল্লাহ।
২. তিনিই শিক্ষা দিয়াছেন কুরআন,
৩. তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষ,
৪. তিনিই তাহাকে শিখাইয়াছেন ভাব প্রকাশ করিতে,
৫. সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষ পথে,
৬. তৃণলতা ও বৃক্ষাদি মানিয়া চলে তাঁহারই বিধান,
৭. তিনি আকাশকে করিয়াছেন সমুদ্রত এবং স্থাপন করিয়াছেন মানদণ্ড,
৮. যাহাতে তোমরা ভারসাম্য লঙ্ঘন না কর।
৯. ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না।
১০. তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করিয়াছেন সৃষ্ট জীবের জন্য;
১১. ইহাতে রহিয়াছে ফলমূল এবং খর্জুর বৃক্ষ, যাহার ফল আবরণ যুক্ত
১২. এবং খোসা বিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ গুল্ম।
১৩. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

তাফসীর : الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ “দয়াময় আল্লাহ্. তিনিই শিক্ষা দিয়াছেন কুরআন, তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষ, তিনিই তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন ভাব প্রকাশ করিতে।”

এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদিগের প্রতি প্রদত্ত নিয়ামত ও অনুগ্রহ, অনুকম্পার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, নিজ অনুগ্রহে তিনি তাঁহার বান্দাদিগের উপর কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন, উহা মুখস্থ করিতে, মুখস্থ রাখিতে ও বুঝিতে সহজ করিয়া দিয়াছেন এবং তিনিই মানবজাতিকে সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে কথা বলিতে শিখাইয়াছেন।

হাসান (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের بَيَانَ অর্থ কথা বলা। যাহ্‌হাক ও কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন : কল্যাণ ও অকল্যাণ। তবে হাসান (র)-এর অর্থটিই সবচেয়ে সুন্দর ও স্থান উপযোগী। কারণ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শিক্ষা দেওয়ার কথা বলিয়াছেন; যদ্বারা উদ্দেশ্য হইল কুরআন তিলাওয়াত করা। আর তিলাওয়াত করিতে হইলে সহজভাবে প্রতিটি হরফকে নিজ নিজ মাখরাজ হইতে মুখে উচ্চারণ করার

ক্ষমতা থাকিতে হইবে। সুতরাং কুরআন শিক্ষা দেওয়ার কথা বলার পর বয়ান শিক্ষা দেওয়ার কথা বলায় বুঝা গেল এইখানে بيان অর্থ ভাবপ্রকাশ ও বাচন শক্তি।

“السَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ” অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে। অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র নির্ধারিত হিসাব ও নিয়ম অনুযায়ী আপন আপন কক্ষ পথে পর্যায়ক্রমে আবর্তন করে। একটির সহিত অপরটির কোন বিরোধ ঘটে না বা সংঘর্ষ বাধে না।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ-

অর্থাৎ “সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে সত্ত্বরণ করে।”

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

فَالِقُ الْأَصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ-

অর্থাৎ “আল্লাহ তা'আলাই উষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিরূপণ।”

ইকরিমা (র) বলেন, সকল মানুষ জ্বিন, চতুষ্পদ জন্তু ও পক্ষীকুলের সমস্ত দৃষ্টি শক্তি যদি মাত্র একজন মানুষের দুই চক্ষুতে দিয়া দেওয়া হয় আর সূর্যের সম্মুখস্থ সত্ত্বরটি পর্দার একটি মাত্র পর্দা সরাইয়া দেওয়া হয়, তবুও সে সূর্যের দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইতে পারিবে না। অথচ সূর্যের কিরণ আল্লাহর কুরসীর আলোর সত্ত্বর ভাগের এক ভাগ, আর আরশের আলো আল্লাহর সম্মুখস্থ পর্দার সত্ত্বর ভাগের এক ভাগ। সুতরাং এইবার ভাবিয়া দেখ যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার জান্নাতী বান্দাদিগের চোখে কতটুকু দৃষ্টিশক্তি দান করিবেন যে, তাঁহারা সরাসরি সচক্ষে আল্লাহকে দেখিতে পাইবে। (ইবন আবু হাতিম)

তৃণলতা ও বৃক্ষাদি মানিয়া চলে তাঁহারই বিধান।

ইবন জারীর (র) বলেন : النجم এর অর্থ কি এই ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে الشجر অর্থ কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ; ইহাতে সকলেই একমত।

ইবন আবু তালহা (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, النجم অর্থ যমীনে উৎপন্ন সর্বপ্রকার কাণ্ডহীন লতা-পাতা যাহা মাটিতে বিছাইয়া থাকে। হযরত

সাদ্দ ইবন জুবাইর, সুদী, সুফিয়ান সওরী এবং ইবন জারীর (র)-ও এইরূপ মত পাষণ করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন : النجم দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, নাজম নামক আকাশের একটি নক্ষত্র। হাসান এবং কাতাদা (র)-এর মতও ইহাই। আর এই মতটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। যেমন কুরআনের অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدُّبَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

অর্থাৎ “তুমি কি দেখ নাই যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা আছে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, লতা, বৃক্ষ, চতুষ্পদ জন্তু ও অনেক মানুষ আল্লাহকে সিজদা করে?” এই আয়াতে نجوم বলিয়া আকাশের নক্ষত্রকে বুঝানো হইয়াছে।

অর্থাৎ “তিনি আকাশকে সম্মুন্নত করিয়াছেন এবং মানদণ্ড তথা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।” যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাহাদিগের সংগে দিয়াছি কিতাব ও ন্যায় নীতি যাহাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।

তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলা এইখানে বলিয়াছেন : الأتظفوا في الميزان “যেন তোমরা মানদণ্ডে ভারসাম্য লংঘন না কর।”

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে হক ও ইনসাফের সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।

এই প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَاقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَاعْتَدُوا الْمِيزَانَ وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ “ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না।” অর্থাৎ তোমরা ওজনে কম দিও না বরং ইনসাফ সহকারে ন্যায্য ওজন কয়েম কর।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ “এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন কর।”

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা একদিকে আকাশকে সম্মুন্নত করিয়াছেন; অপরদিকে পৃথিবীকে

নীচু করিয়া সমানভাবে বিছাইয়া দিয়া সুউচ্চ মজবুত পর্বতরাজি দ্বারা চাপ দিয়াছেন, যেন পৃথিবী টলিয়া না যায় এবং উহাতে বসবাসকারী সৃষ্ট জীবগণ সুখে-শান্তিতে বসবাস করিতে পারে। উল্লেখ্য যে, ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী যে কোন প্রকারের, যে কোন রং-রূপ, আকৃতি ও ভাষার প্রাণীকে **أَنَا** বলা হয়।

ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদা ও ইব্ন যয়দ (র) বলেন : **أَنَا** অর্থ মাখলুক্ তথা সৃষ্ট জীব।

অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন **أَنَا** অর্থ মাখলুক্ রং-রূপ ও স্বাদ বিশিষ্ট ফলমূল এবং খর্জুর বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন; যাহার ফল আবরণ যুক্ত।

খর্জুর ফলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ উপকারী ও গুণাগুণ বিশিষ্ট হওয়ার কারণে খর্জুরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

শব্দটি **كَم**-এর বহুবচন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) সহ অনেক মুফাসসিরের মতে **كَم** অর্থ সেই বহিরাবরণ, যাহা খর্জুর ইত্যাদি ফল গুলোর উপরে থাকে।

ইব্ন আবু হাতিম (র)..... শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন। শা'বী (র) বলেন : একদা রুমের বাদশাহ কায়সর হযরত উমর ইব্ন খাতাব (রা)-এর নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, আমার যেই দূত আপনার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে; তাহার নিকট আমি শুনিতে পাইলাম যে, আপনাদের দেশে এমন একটি বৃক্ষ আছে যাহার গুণাগুণ ও উপকারিতা অন্যান্য বৃক্ষের তুলনায় সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। যাহা মাটির ভিতর হইতে গাধার কানের ন্যায় বাহির হয়। অতঃপর ফাটিয়া গিয়া উহা মুতীর রূপ ধারণ করে। অতঃপর সবুজ রং ধারণ করিয়া যমরুদ পাথরের ন্যায় হইয়া যায়। তারপর লাল হইয়া লাল ইয়াকূতের ন্যায় হইয়া যায়। অতঃপর পাকিয়া শুকাইয়া স্থানীয় লোকদিগের আহাৰ্য বস্তু এবং মুসাফিরের জন্য পাথের রূপে পরিণত হয়। আমার দূতের এই রিপোর্ট যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এই গাছটি জান্নাতী বৃক্ষ।

এই পত্রের উত্তরে হযরত উমর (রা) লিখেন : আল্লাহর বান্দা আমীরুল মু'মিনীন উমর ইব্ন খাতাবের নিকট হইতে রুমের বাদশাহ কায়সরের প্রতি। আপনার দূত যাহা বলিয়াছেন ঠিকই বলিয়াছেন। আমাদের দেশে এই ধরনের একটি বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে আছে। ইহা সেই বৃক্ষ যাহা হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের পর হযরত মরিয়ম (আ)-এর নিকট উৎপন্ন হইয়াছিল। অতএব, হে রুম সম্রাট! আল্লাহকে ভয় কর এবং ঈসা (আ)-কে খোদা মনে করিও না। কারণ :

مَثَلُ عَيْسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

অর্থাৎ ঈসার দৃষ্টান্ত হইল আদমের ন্যায়। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, হও, অতএব সে হইয়া গিয়াছে। ইহা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সত্য। অতএব তুমি সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

কেহ কেহ বলেন, খর্জুর বৃক্ষের মাথায় চামড়ার ন্যায় যেই পর্দা থাকে উহাকে **كَم** বলা হয়। হাসান ও কাতাদা (র) এই অর্থ সমর্থন করিয়াছেন।

অর্থাৎ ফলমূল ইত্যাদির ন্যায় আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে খোসা বিশিষ্ট দানা এবং সুগন্ধ গুলুও সৃষ্টি করিয়াছেন।

আলী ইব্ন আবু তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : **عَصْفُ** অর্থ খড়কুটা।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, **رِيحَانُ** অর্থ সবুজ ফসলের সেই গুলু পাতা: যাহার উপরাংশ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে।

কাতাদা, যাহ্বাক ও আবু মালিক (র) বলেন : **رِيحَانُ** অর্থ খড়কুটা।

ইব্ন আব্বাস (রা) এবং মুজাহিদ (র) সহ আরো অনেকে বলেন : **رِيحَانُ** অর্থ পাতা। হাসান (র) বলেন, আমাদের দেশে রায়হান নামে প্রসিদ্ধ সেই বস্তুটি আয়াতের রায়হান দ্বারা উহাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সুগন্ধি।

আলী ইব্ন আবু তালহা (র) বলেন : **رِيحَانُ** অর্থ সবুজ শস্য। আবার কেহ কেহ বলেন : শস্যের সর্বপ্রথম যেই পাতা উৎপন্ন হয় উহাকে বলা হয় **عَصْفُ** আর দানা বাহির হইয়া আসার পর বলা হয় **رِيحَانُ**।

অর্থাৎ- **هَـ أَفَبِعَايِ الْآءِ رَبِّكُمْ أَتُكذِّبَانِ** হে মানব ও জ্বিন জাতি! তোমরা আল্লাহ তা'আলার কোন্ অনুগ্রহ ও অবদানকে অস্বীকার করিবে? মুজাহিদ (র) সহ অনেকে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ করিয়াছেন।

অর্থাৎ হে মানব ও জ্বিন জাতি! তোমরা সর্বক্ষণ আপাদমস্তক আল্লাহর নিয়ামত ও অবদানের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছ। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত তোমরা এক মুহূর্তও চলিতে পারো না। তাই তাঁহার কোন নিয়ামতকে অস্বীকার বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা তোমাদিগের জন্য সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে এই আয়াতটি শ্রবণ করিয়া জ্বিনরা তৎক্ষণাৎ এই বলিয়া উত্তর দিয়াছিল যে, **اللَّهُمَّ وَلَا يَشِيءُ مِنْهُمْ إِلَّا نَبِيُّكَ رَبَّنَا** অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার কোন অবদানকেই আমরা অস্বীকার করি না। তুমিই সকল প্রশংসার মালিক।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) এই আয়াতের জবাবে বলিতেন : لَا بَيَّاتٍ لَّيَّارِبٍ اَرْتَا هِ اَمَامَرِ اَطْرِيَاَلِك! তোমার কোন অবদানকেই আমি অস্বীকার করি না।

ইমাম আহমদ (র)..... আসমা বিনতে আবু বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন : প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ আসার পূর্বে একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বায়তুল্লাহর দক্ষিণ পার্শ্বে সালাত আদায় করিতে দেখিয়াছি। সেই সালাতে তিনি فَأَيَّ الْآءِ رَبِّكُمْ أَتَى الْكُذِبَانِ পাঠ করিতেছিলেন আর মুশরিকরা শুনিতেছিল।

(১৪) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝

(১৫) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۝

(১৬) فَبَيَّاتِي الْآءِ رَبِّكُمْ أَتَى الْكُذِبَانِ ۝

(১৭) رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝

(১৮) فَبَيَّاتِي الْآءِ رَبِّكُمْ أَتَى الْكُذِبَانِ ۝

(১৯) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۝

(২০) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ۝

(২১) فَبَيَّاتِي الْآءِ رَبِّكُمْ أَتَى الْكُذِبَانِ ۝

(২২) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝

(২৩) فَبَيَّاتِي الْآءِ رَبِّكُمْ أَتَى الْكُذِبَانِ ۝

(২৪) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝

(২৫) فَبَيَّاتِي الْآءِ رَبِّكُمْ أَتَى الْكُذِبَانِ ۝

১৪. মানুষকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন পোড়া মাটির মতো শুষ্ক মৃত্তিকা হইতে,

১৫. এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করিয়াছেন নির্ধূম অগ্নি শিখা হইতে।

১৬. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

১৭. তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা।

১৮. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

১৯. তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া; যাহারা পরস্পর মিলিত হয়।

২০. কিন্তু উহাদিগের মধ্যে রহিয়াছে এক অন্তরাল; যাহা উহারা অতিক্রম করিতে পারে না।

২১. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

২২. উভয় দরিয়া হইতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।

২৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

২৪. সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত প্রমাণ অর্ণব পোতসমূহ তাঁহারই নিয়ন্ত্রণাধীন।

২৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

তাফসীর : এইখানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, তিনি মানবজাতিকে পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা হইতে এবং জ্বিন জাতিকে নির্ধূম অগ্নি শিখা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

যাহ্‌হাক (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, مَرَجٍ مِّنْ نَّارٍ অর্থ অগ্নি শিখার অগ্রভাগ। ইকরিমা, মুজাহিদ, হাসান এবং ইবন যায়দ (র) এই অর্থটি সমর্থন করিয়াছেন।

আওফী (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, مَرَجٍ مِّنْ نَّارٍ অর্থ অগ্নিশিখা। আলী ইবন আবু তালহা (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, مَرَجٍ অর্থ খাঁটি আগুন। ইকরিমা, মুজাহিদ এবং যাহ্‌হাক (র) সহ আরো অনেকেই এই অর্থটি সমর্থন করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)..... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “ফেরেশতাদিগকে নূর হইতে, জ্বিন জাতিকে অগ্নিশিখা হইতে এবং মানব জাতিকে সেই মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে; যাহার কথা কুরআনে বর্ণনা করা হইয়াছে।”

ইমাম মুসলিম (র) মুহাম্মদ ইবন রাফি ও আবদ ইবন হুমাইদ (র) হইতে এবং ইহারা দুইজন আব্দুর রায়্যাক হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

“অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অবদান অস্বীকার করিবে?” এই আয়াতের ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত হইয়াছে।

“رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ” আল্লাহ তা‘আলাই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা।”

শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যের উদয়াচল এবং অস্তাচল পরিবর্তিত হয়। আলোচ্য আয়াতে مَشْرِقَيْنِ বলিয়া এই শীত ও গ্রীষ্মের দুই উদয়াচল এবং مَغْرِبَيْنِ বলিয়া শীত ও গ্রীষ্মের দুই অস্তাচলকে বুঝানো হইয়াছে।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলিয়াছেন :

“فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ” অর্থাৎ “আমি উদয়াচল ও অস্তাচল সমূহের রব-এর শপথ করিয়া বলিতেছি।” এই আয়াতে مَشَارِقِ (উদয়াচল) ও مَغَارِبِ (অস্তাচল) শব্দ দুইটি বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে। কারণ, সূর্য সবসময় একই স্থান হইতে উদিত হয় না এবং একই স্থানে অস্ত যায় না। বরং স্থান পরিবর্তন করিয়া এক এক দিন এক এক স্থান হইতে উদিত হয় ও এক এক স্থানে অস্ত যায়।

আর এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا” অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা উদয়াচল ও অস্তাচলের নিয়ন্তা। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। অতএব তুমি তাঁহাকে নিজের কর্মবিধায়ক রূপে গ্রহণ কর।

এইখানে مشرق ও مغرب দ্বারা মূল উদয়াচল ও অস্তাচলকে বুঝানো হইয়াছে। তাহা একটি না-কি একাধিক উহা বলা হয় নাই।

এখন যেহেতু সূর্য উদয় ও অস্তের জায়গা বিভিন্ন হওয়ার মধ্যে মানব ও জ্বিন জাতির নানাবিধ কল্যাণ ও উপকার নিহিত; তাই পরক্ষণে আল্লাহ তা‘আলা বলিতেছেনঃ

“فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ” অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অবদান অস্বীকার করিবে?

“مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ” “তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া; যাহারা পরস্পর মিলিত হয়।”

ইবন আব্বাস (রা) বলেন : আয়াতে مَرَجَ অর্থ ارسل অর্থাৎ প্রবাহিত করিয়াছেন।

يَلْتَقِيَانِ এর ব্যাখ্যায় ইবন যায়দ (র) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা দুই দরিয়ার মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করিয়া একটির সহিত আরেকটির মিলিত হওয়ার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

দুই সমুদ্র দ্বারা উদ্দেশ্য হইল; মিঠা পানির সমুদ্র ও লবণাক্ত পানির সমুদ্র। এই দুই সমুদ্র পাশাপাশি প্রবহমান হওয়া সত্ত্বেও একটির লবণাক্ত পানি অপরটির মিঠা পানির সহিত মিশিয়া বা মিঠা পানি লবণাক্ত পানির সহিত মিশিয়া একটি অপরটির স্বাদ বিনষ্ট করিতে পারে না। দুইয়ের মধ্যে রহিয়াছে এমন একটি অন্তরাল যাহা কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। প্রত্যেকেই আপন আপন সীমানায় প্রবাহিত। সূরা ফুরকানের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا

ইবন জারীর (র) বলেন, দুই সমুদ্র দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, এক সমুদ্র আকাশের ও এক সমুদ্র পৃথিবীর। মুজাহিদ, সাঈদ ইবন জুবাইর, আতিয়া ও ইবন আব্বাস (রা) হইতেও এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই মতের সপক্ষে ইবন জারীরের যুক্তি হইল এই যে, তিনি বলেন, আকাশের পানি এবং পৃথিবীর সমুদ্রের ঝিনুকের সম্মিলনে মনি-মুক্তার জন্ম নেয়। অতএব এইখানে দুই সমুদ্র দ্বারা আকাশের সমুদ্র আর পৃথিবীর সমুদ্রকেই বুঝিতে হইবে।

কিন্তু ইবন জারীর (র) যেই যুক্তি পেশ করিয়াছে উহা সঠিক হইলেও তিনি দুই সমুদ্র এবং যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন উহা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এই আয়াতের পরেই আল্লাহ তা‘আলা বলেন : “بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ” অর্থাৎ দুই দরিয়ার মাঝে আল্লাহ তা‘আলা এমন একটি অন্তরাল ও অনতিক্রম্য ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছেন; যাহার ফলে একটির পানি অপরটির পানির সহিত মিশিয়া কেহ কাহারো গুণাগুণ নষ্ট করিতে না পারে। কিন্তু আকাশ ও যমীনের মাঝে যেই ব্যবধান রহিয়াছে উহাকে بَرْزَخ (অন্তরাল) বা حِجْرًا مَّحْجُورًا (অনতিক্রম্য ব্যবধান) বলা হয় না। অতএব বাধ্য হইয়াই বলিতে হয় যে, দুই সমুদ্র দ্বারা আকাশ ও যমীনের দুই সমুদ্র নয়— বরং পৃথিবীর সুমিষ্ট ও লোনা পানি যুক্ত দুই পাশাপাশি প্রবহমান দুই সমুদ্র উদ্দেশ্য।

“يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ” উভয় দরিয়া হইতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই নহে যে, মিঠা ও লোনা পানির উভয় দরিয়া হইতে মুক্তা ও প্রবাল উৎপন্ন হয়— বরং আয়াতের অর্থ হইল দুই দরিয়ার যে কোন একটি হইতে মুক্তা ও প্রবাল উৎপন্ন হয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা জ্বিন ও মানব উভয় জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলেন :

“يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ” অর্থাৎ হে জ্বিন ও মানব জাতি! তোমাদিগের নিকট কি তোমাদিগের হইতে বিভিন্ন রাসূল আগমন করেন নাই?

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূল আসিয়াছেন কিনা মানব ও জ্বিন উভয় জাতিকে সম্বোধন করিয়া এই প্রশ্নটি করিয়াছেন। অথচ যুগে যুগে মানুষের মধ্য হইতেই নবী আসিয়াছেন-জ্বিনদের মধ্য হইতে কোন নবী আগমন করেন নাই। সুতরাং এই আয়াতের অর্থ হইবে, হে মানব ও জ্বিন জাতি! তোমাদিগের কোন এক জাতির মধ্য হইতে কি রাসূল আগমন করেন নাই?

لَوْ اَرْتَابُكُمْ اَمْثَلُكُمْ اَمْثَلُكُمْ اَمْثَلُكُمْ অর্থ মূতি বা মুক্তা ইহা আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু مَرْجَانٍ এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। মুজাহিদ, আবু রযীন ও যাহ্বাক (র) বলেন : مَرْجَانٍ অর্থ ছোট মুক্তা। কেহ বলেন, বড় ও ভালো মুক্তাকে مَرْجَانٍ বলা হয়।

কেহ বলেন, مَرْجَانٍ অর্থ লাল বর্ণের মুক্তা। সুদী (র) যথাক্রমে আবু মালিক, মাসরূক ও আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ (র) বলেন : লাল বর্ণের এক প্রকার মূল্যবান পাথরকে مَرْجَانٍ বলা হয়।

এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمِنْ كُلِّ تَاكْلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوْنَ حَلِيَّةً تَلْبَسُوْنَهَا اর্থ৷ লোনা পানি ও মিঠা পানির উভয় সমুদ্র হইতে তোমরা তাজা গোশত (মাছ) ভক্ষণ কর এবং পরিমেয় অলংকার সংগ্রহ কর। উল্লেখ্য যে, মাছ লোনা ও মিঠা উভয় সমুদ্রেই পাওয়া যায়। আর মনি, মুক্তা, প্রবাল ইত্যাদি শুধুমাত্র মিঠা পানিতেই জন্ম নেয়।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন : বৃষ্টির যেই ফোঁটাটি সরাসরি ঝিনুকের মুখে পতিত হয়; উহা মুক্তা হইয়া যায়। ইকরিমা (র) এই কথাটি সমর্থন করিয়া আরো বলেন : আর ঝিনুকের মুখে পতিত না হলে উহা দ্বারা মিশুক আশ্রয় তৈরি হয়।

ইবন আবু হাতিম (র)..... ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন : আকাশ হইতে যখন বৃষ্টি বর্ষিত হয় তখন সমুদ্রের ঝিনুকগুলি হা করিয়া উপরের দিকে তাকাইয়া থাকে। তাহাতে বৃষ্টির যেই ফোঁটাটি ঝিনুকের মুখে পতিত হয় উহা মুক্তা হইয়া যায়। এই হাদীসটির সনদ-বিশুদ্ধ। এইসব নিয়ামতের কথা উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ অর্থ৷ তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অবদান অস্বীকার করবে?

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ "সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত প্রমাণ অর্থাৎ পোতসমূহ তাহারই নিয়ন্ত্রণাধীন।"

আলোচ্য আয়াতে الجوار আরবী جارية এর বহুবচন। অর্থ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌকা বা জাহাজ।

মুজাহিদ (র) বলেন : পাল তোলা নৌকা বা জাহাজকে আরবীতে مُنْشَآتٌ বলা হয় আর যাহার পাল নাই তাহা مُنْشَآتٌ নহে।

কাতাদা (র) বলেন الْمَخْلُوقَاتُ اَرْتَابُكُمْ اَرْتَابُكُمْ- যাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অনেকে বলেন : الْمُنْشَآتُ اَرْتَابُكُمْ اَرْتَابُكُمْ- যাহা দূর হইতে দেখা যায়।

পাহাড়ের ন্যায় বড় ও উঁচু উঁচু এই জাহাজগুলি হাজার হাজার মন বাণিজ্য পণ্য ও খাদ্যদ্রব্য এবং অসংখ্য মানুষ বহন করিয়া এক দেশ হইতে আরেক দেশে লইয়া যায়। যা মানব জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। ইহাও আল্লাহ তা'আলার বিশেষ একটি নিয়ামত ও অবদান। তাই আল্লাহ তা'আলা সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ করাইয়া বলিতেছেন : فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ অর্থ৷ তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অবদান অস্বীকার করবে?

ইবন আবু হাতিম (র)..... আমরা ইবন মুওয়াইদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমরা ইবন সুওয়াইদ (র) বলেন : একদিন আমি হযরত আলী (রা)-এর সহিত ফুরাতের তীরে বসিয়া ছিলাম। ইত্যবসরে দেখিতে পাইলাম যে, বিরাট একটি জাহাজ পাল তুলিয়া আমাদের দিকে আসিতেছে। দেখিয়া হযরত আলী (রা) দুই হাত প্রসারিত করিয়া ইশারা করিয়া বলিলেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ অর্থ৷ পর তিনি বলিলেন, "সেই মহান সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি: যিনি পর্বত প্রমাণ জাহাজগুলিকে সমুদ্রে চালু করিয়াছেন, আমি হযরত উসমান (রা)-কে হত্যা করি নাই এবং তাহার হত্যার ব্যাপারে আমি কোন সহযোগিতাও করি নাই।"

(২৬) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝

(২৭) وَ يَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

(২৮) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

(২৯) يَنْفُلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۝

(৩০) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

২৬. ভূপৃষ্ঠে যাহা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর।

২৭. অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা যিনি মহিমময়, মহানুভব।

২৮. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অবদান অস্বীকার করবে?

ইবন জারীর (র)..... আব্দুল্লাহ ইবন মুনীব আয়দী (র) হইতে বর্ণনা করেন। মুনীব ইবন আব্দুল্লাহ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন **كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ** এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা প্রত্যহ যেই কার্যে রত থাকেন উহা কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “প্রত্যহ তিনি মানুষের গুনাহ মাফ করেন, বিপদাপদ দূর করেন এবং কাহারো উত্থান ঘটান আবার কাহারো ঘটান পতন।

ইবন আবু হাতিম (র) হযরত উম্মে দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত উম্মে দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : ‘আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন **كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ** (প্রত্যহ তিনি গুরুত্বপূর্ণ কার্যেরত) ইহার অর্থ হইল, “আল্লাহ তা'আলা প্রত্যহ মানুষের গুনাহ মাফ করেন, বিপদাপদ দূর করেন এবং কোন জাতির উত্থান ঘটান আর কারো ঘটান পতন।”

ইবন আসাকির (র).... হিশাম ইবন আন্নার (রা) হইতে বিভিন্ন সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

বাযযার (র)..... হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) **كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ** (আল্লাহ তা'আলা প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত থাকেন।) -এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : “তিনি মানুষের গুনাহ মাফ করেন ও বিপদাপদ দূর করেন।”

ইবন জারীর (র)..... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা সাদা মুক্তা দ্বারা লাওহে মাহফুজ তৈয়ার করিয়াছেন। উহার দুই মলাট লাল ইয়াকূত আর কলম ও কিতাব নূরের তৈয়ারী। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার শূন্যস্থান পরিমাণ হইল উহার প্রস্থ। আল্লাহ তা'আলা প্রতিদিন তিনশত ষাটবার উহা পরিদর্শন করেন। প্রত্যেক পরিদর্শনের সময় তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাহাকে ইচ্ছা জীবন দান করেন, যাহাকে ইচ্ছা মৃত্যু দেন। কাউকে সম্মানিত করেন আর কাউকে করেন অপমানিত। সর্বোপরি আরো যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।

(২১) **سَنَفَرُكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَيْنِ ۝**

(২২) **فِي آيَةِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۝**

(২৩) **يُعْشَرُ الْهَيْبَةِ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ**

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ۝

(২৪) **فِي آيَةِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۝**

(২৫) **يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِّنْ نَّارٍ ذُرٌّ وَمَحْسُوسٌ فَلَا تَنْتَصِرُونَ ۝**

(২৬) **فِي آيَةِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۝**

৩১. হে মানুষ ও জ্বিন! আমি শীঘ্রই তোমাদিগের প্রতি মনোনিবেশ করিব।

৩২. সূতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৩৩. হে জ্বিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করিতে পার, অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তাহা পারিবে না শক্তি তিরেকে।

৩৪. সূতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৩৫. তোমাদিগের প্রতি প্রেরিত হইবে অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা বিরোধ করিতে পারিবে না।

৩৬. সূতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

তাফসীর : **سَنَفَرُكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَيْنِ** হে মানুষ ও জ্বিন! শীঘ্রই আমি তোমাদিগের অবসর গ্রহণ করিব (তোমাদিগের প্রতি মনোনিবেশ করিব)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আলী ইবন আবু তালহা (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা মানুষ ও জ্বিন জাতিকে পরীক্ষা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা কখনো ব্যস্ত থাকেন না- সর্বদাই তিনি সবার। যাহা হোক (র)-এর মতও এইরূপ।

ইবন জুরাইজ (র) বলেন : **سَنَفَرُكُمْ** অর্থ **سَنَقْضِيْكُمْ** অর্থাৎ- শীঘ্রই আমি তোমাদিগের ব্যাপারে মীমাংসা করিব।

ইমাম বুখারী (র)-এর মতে এই আয়াতের অর্থ হইল, শীঘ্রই আমি তোমাদিগের বিরুদ্ধে নিকশ গ্রহণ করিব, তখন আমি অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকিব না। অর্থাৎ- তোমাদের মনোনিবেশ সহকারে তোমাদের হিসাব নেওয়া হইবে। তখন আর আমি অন্য কাজ করিব না।

উল্লেখ্য যে, আরবী ভাষার বাক-রীতি অনুযায়ী কথাটি এইভাবে বলা হইয়াছে। **لَا تَنْفَرُونَ لَكُمْ** অর্থাৎ আচ্ছা একজন অবসর ব্যক্তি রাগ করিয়া বলিয়া থাকে যে, **لَا تَنْفَرُونَ لَكُمْ**

একটু অবসর হইয়া নেই। তখন দেখাব মজাটা। অথচ তখন তার কোন ব্যস্ততা না। আবার যেমন বলা হয় لَأَخَذْتُكَ عَلَى غُرْتِكَ অর্থাৎ সুযোগ মত তোমাকে দেখিয়া ছাড়ি। আলোচ্য আয়াতে ثَقْلَانِ দ্বারা মানব ও জ্বিন জাতি উদ্দেশ্য। যেমন সহীহ হাদীসে বলা হইয়াছে যে,

يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ অর্থাৎ ছাকালায়ন তথা মানব ও জ্বিন জাতি ব্যতীত সব কিছুই উহা শুনিতে পায়।

অন্য এক বর্ণনায় ছাকালায়ন-এর পরিবর্তে বলা হইয়াছে : الأَنْسُ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُمَا অর্থাৎ মানব ও জ্বিন জাতি ব্যতীত সকলেই উহা শুনিয়া থাকে।

সূর তথা শিংগা সম্পর্কিত হাদীসে বলা হইয়াছে : الثَّقَلَانِ الأَنْسُ وَالْجِنُّ অর্থাৎ ছাকালায়ন তথা মানব ও জ্বিন জাতি।

سُتَرَاً فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কিস্তি হইবে অস্বীকার করিবে?

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُتُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَنْفُتُوا لِاتْنَفُتُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ-

“হে জ্বিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা যদি তোমরা অতিক্রম করিতে পার, অতিক্রম কর। কিন্তু তোমরা পারিবে না শক্তি ব্যতিরেকে।”

অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ ও নিয়ম-নীতি লংঘন করিয়া তোমরা পলায়ন করিবে না। আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগের সকলকেই বেঁধেন করিয়া রাখিয়াছেন। তোমাদিগের ব্যাপারে তিনি যেই ফয়সালা দিবেন তোমরা উহা অমান্য করিয়া উহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না এবং তাহার ফয়সালা অগ্রাহ্য করিয়া গা বাঁচাই পলায়ন করিতে পারিবে না। যেইখানেই যাইবে তাহারই বেঁধেনীতে আবদ্ধ থাকিবে হইবে।

বস্তৃত ময়দানে মাহশারের এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইবে। ফেরেশতাগণ চতুর্দিক হইতে সমস্ত সৃষ্ট জীবকে ঘিরিয়া রাখিবে। প্রত্যেক দিকে ফেরেশতাদের সাতটি করি সারি থাকিবে। ফলে কেহই আল্লাহর নির্দেশ বা অনুমোদন ব্যতীত কোন নড়াচড়া করিতে পারিবে না। আলোচ্য আয়াতে سُلْطَانٍ অর্থ আল্লাহর নির্দেশ বা অনুমোদন। কিয়ামত দিবসের অবস্থা সম্পর্কেও এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُكُ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ الَّذِي رَكِبْتَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ অর্থাৎ “সেইদিন মানুষ বলিবে, আজ পালাইবার স্থান কোথায়? না কোন আশ্রয়স্থল নাই! সেদিন ঠাই হইবে তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট।”

অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে :

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ - مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ عَاصِمٌ - كَانُوا أَغْشَيْتَ وَجُوهَهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ-

অর্থাৎ “যাহারা মন্দ কাজ করে তাহাদিগের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং তাহাদিগকে দীর্ঘকাল আচ্ছন্ন করিবে, আল্লাহ হইতে তাহাদিগের রক্ষা করিবার কেহ নাই। তাহাদিগের মুখের উপর যেন রাত্রির অন্ধকার আস্তরণে আচ্ছাদিত। তাহারা অগ্নির অধিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।”

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ অর্থাৎ “তোমাদিগের প্রতিপালকের হইবে অগ্নিশিখা ও ধূমপুঞ্জ। তখন তোমরা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।”

আলোচ্য আয়াতের شَوْاظٌ এর অর্থ কি, এই ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, অগ্নিশিখা, বা ধোঁয়া। মুজাহিদ (র) বলেন, আগুন হইতে বিচ্ছিন্ন সবুজ বর্ণের অগ্নি শিখা। আবু সালিহ (র)-এর মতে আগুনের উপরে এবং ধোঁয়ার নীচে যেই শিখা দেখা যায় উহা। যাহ্‌হাক (র) বলেন, অগ্নিশিখা।

আলী ইবন আবু তালহা (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, نُحَاسٌ অর্থ আগুনের ধোঁয়া। আবু সালিহ সায়ীদ ইবন জুবাইর এবং আবু হান্না (র) হইতেও এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবন জারীর (র) বলেন : আরবরা তাহাকে نُحَاسٌ বলেন।

তিবরানী (র) বর্ণনা করেন যে, নাফি ইবন আযরাক (র) ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, شَوْاظٌ এর অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন : نُحَاسٌ অর্থ অগ্নিশিখা। তারপর نُحَاسٌ এর অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন : نُحَاسٌ অর্থ সেই ধোঁয়া যাহার কোন শিখা নাই।

মুজাহিদ (র) বলেন : نُحَاسٌ অর্থ গলিত তাম্র, যাহা জাহান্নামীদের মাথায় ঢালা হইবে। কাতাদা আর যাহ্‌হাক (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

মোটকথা আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : কিয়ামতের দিন যদি তোমরা পলায়ন করিতে চাও, তাহা হইল আমার ফেরেশতা ও ফেরেশতাগণ অগ্নিশিখা এবং গলিত তাম্র নিক্ষেপ করিয়া তোমাদিগকে ফিরাইয়া রাখিবে। পলায়ন করিবার কোন সুযোগ তোমরা পাইবে না।

তাই পরক্ষণে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : فَلا تَنْتَصِرَانِ অর্থাৎ তোমরা কে অগ্নিশিখা ও তা গলিত তাম্র প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

সূতরাং “তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?”

(৩৭) وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۝

(৩৮) قِيَامِ الْآءِ رَبِّكُمْ كَذِبِينَ ۝

(৩৯) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ۝

(৪০) قِيَامِ الْآءِ رَبِّكُمْ كَذِبِينَ ۝

(৪১) يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بَيْنَهُمْ فَيُوْخَذُونَ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ۝

(৪২) قِيَامِ الْآءِ رَبِّكُمْ كَذِبِينَ ۝

(৪৩) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ۝

(৪৪) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيبِمْرَانَ ۝

(৪৫) قِيَامِ الْآءِ رَبِّكُمْ كَذِبِينَ ۝

৩৭. যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হইবে সেইদিন উহা রক্ত রঙে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করিবে;

৩৮. সূতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৩৯. সেই দিন না মানুষকে তাহার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে, না জ্বিনকে।

৪০. সূতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৪১. অপরাধীদিগের পরিচয় পাওয়া যাইবে তাহাদিগের চেহারা হইতে, উহাদিগকে পাকড়াও করা হইবে পা ও মাথার ঝুঁটি ধরিয়া।

৪২. সূতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৪৩. ইহাই সেই জাহান্নাম যাহা অপরাধীরা অবিশ্বাস করিত।

৪৪. উহারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করিবে।

৪৫. সূতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

তফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, “যেই দিন আকাশ ফাটিয়া যাইবে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) সেই দিন উহা রক্ত-রঙে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করিবে। আকাশ ফাটিয়া যাওয়ার কথা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের আরো অনেক জায়গায় উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন :

“এবং (কিয়ামতের দিন) আকাশ বিদীর্ণ হইয়া বিশিষ্ট হইয়া যাইবে।” وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ

“যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জ সহ বিদীর্ণ হইবে এবং ফিরিশতাদিগকে নামাইয়া দেওয়া হইবে।” وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلُ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِيلًا

“যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে ও তাহার প্রতিপালকের আদেশ পালন করিবে এবং উহাই তাহার করণীয়।” إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

“আকাশ (বিদীর্ণ হইয়া) রক্ত রঙে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করিবে।” অর্থাৎ সোনা-রূপা যেমন গলিয়া যায়, তেমনি আকাশমণ্ডলী গলিয়া কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতার কারণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গলিয়া বিভিন্ন রং ধারণ করিবে। কখনো লাল, কখনো হলুদ, কখনো নীল, কখনো সবুজ।

ইমাম আহমদ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “কিয়ামতের দিন মানুষকে (হাশর ময়দানে) উঠানো হইবে। তখন আকাশ হালকা বৃষ্টির ন্যায় তাহাদিগের উপর বর্ষিত হইতে থাকিবে।”

ইবন আব্বাস (রা) বলেন : اللَّهُمَّ অর্থ লাল চামড়া। আবু কুদাইনা (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, اللَّهُمَّ অর্থ গোলাপী ঘোড়া। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গোলাপী ঘোড়ার রং ধারণ করিবে।

আবু সালিহ (র) বলেন : আকাশ প্রথমে গোলাপী ঘোড়ার রং ধারণ করিবে। অতঃপর লাল হইয়া যাইবে। বগবী (র) সহ অনেকে বলেন : গোলাপী ঘোড়া বসন্তকালে হলুদ, শীতকালে লাল রং এবং তীব্র শীতের সময় ধূসর রং ধারণ করে।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন : কিয়ামতের দিন আকাশ বিদীর্ণ হইয়া বিভিন্ন রং ধারণ করিবে। মুজাহিদ (র) বলেন كَالْيَمَانِ اَرْتِثَ الْبِهْمَانِ অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হইয়া চামড়ার রং-এর ন্যায় রূপ ধারণ করিবে।

আতা খুরাসানী (র) বলেন : আয়াতের অর্থ হইল কিয়ামতের দিন আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গোলাপ তৈলের রং ধারণ করিবে।

কাতানা (র) বলেন : এখন আকাশের রং সবুজ। কিন্তু কিয়ামতের দিন উহা লালচে বর্ণ হইয়া যাইবে।

ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ কিয়ামতের দিন আকাশ জাহান্নামের তাপে বিগলিত তৈলের রূপ ধারণ করিবে।

“যেই দিন না মানুষকে তাহার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে না জিন্কে।”

যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে : هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ “ইহা এমন একদিন যেই দিন কাহারো বাকস্ফূর্তি হইবে না এবং তাহাদিগকে অপরাধ স্বলনের অনুমতি দেওয়া হইবে না।” এই দুই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কিয়ামতে কাউকে কেন অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে না। কিন্তু অন্য আয়াত দ্বারা ইহার বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন : فَرُبُّكَ لَنَسْتَلُنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ “তোমার প্রতিপালকের শপথ! আমি অবশ্যই তাহাদিগকে তাহাদিগের সকলকে কৃতকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিব।”

ইহার জবাব এই যে, উভয় কথাই সঠিক। জিজ্ঞাসাবাদ করা এক সময়ের ঘটনা আর না করা আরেক সময়ের ঘটনা। অর্থাৎ প্রথমে প্রত্যেককে নিজ নিজ কৃতকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া মুখে মোহর করিয়া দেওয়া হইবে। তখন হাত ও পা তাহাদিগের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে।

আলী ইব্ন আবু তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন কাউকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইবে না যে, তুমি কি এই কাজটি করিয়াছ? কারণ উহা করিয়াছে কি না তাহাদিগের অপেক্ষা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তবে এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, এই কাজটি কেন করিয়াছ? এই কাজটি কেন করিয়াছ?

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন : ফেরেশতাগণ অপরাধীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে না বরং লক্ষণ দেখিয়াই ফেরেশতারা অপরাধীদেরকে চিনিতে পারিবে। অর্থাৎ হিসাব-নিকাশের পর যখন অপরাধীদের সম্পর্কে জাহান্নামের নির্দেশ দেওয়া হইবে; তখন ফেরেশতারা তাহাদিগকে তাহাদিগের অপরাধ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাসা

করিবে না বরং হাঁকাইয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাইবে। তখন অপরাধ সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হইবে না। লক্ষণ দেখিয়াই ফেরেশতারা তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে : يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ “অপরাধীদেরকে লক্ষণ দ্বারা চিনা যাইবে।”

হাসান ও কাতাদা (র) বলেন : ফেরেশতাগণ অপরাধীদের কালো চেহারা ও নীল চক্ষু দেখিয়া চিনিতে পারিবে। ইহা ঠিক তেমন যেমন মু'মিনদিগকে কপালের ও ওয়ূর অংগসমূহের উজ্জ্বলতা দেখিয়া চিনা যাইবে।

অর্থাৎ প্রহরী ফেরেশতাগণ অপরাধীদের কপাল ও মাথা একত্রিত করিয়া উহাদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবে।

আ'মাশ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, লাকড়ী যেমন ধরিয়া চুলায় নিক্ষেপ করা হয়, তেমনি অপরাধীদের কপাল ও পায়ে ধরিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

যাহ্‌হাক (র) বলেন : অপরাধীদের পিছন হইতে শিকল দ্বারা কপাল ও দুই পা একত্রিত করিয়া বাঁধিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। সুদী (র) বলেন : কাফিরদের কপাল ও দুই পা একত্রিত করিয়া কপালকে পায়ের সহিত বাঁধা হইবে।

ইব্ন আবু হাতিম (র) কিন্দার অধিবাসী জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন যে, কিন্দার সেই লোকটি বলেন : আমি একদিন হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট গিয়া পর্দার আড়াল হইতে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছেন যে, এমন একটি সময় আসিবে যখন তিনি কাহারো জন্য কোন সুপারিশ করিতে পারিবেন না? উত্তরে মা আয়িশা (রা) বলিলেন : হ্যাঁ, একদিন আমি ও রাসূলুল্লাহ (সা) এক কাপড়ে আচ্ছাদিত ছিলাম। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন : “হ্যাঁ, যখন জাহান্নামের উপর পুলসিরাত রাখা হইবে তখন আমার কাহারো জন্য সুপারিশ করার অধিকার থাকিবে না। যতক্ষণ না আমি জানিতে পারিব যে, আমাকে কোথা লইয়া যাওয়া হইতেছে। আর সেই দিন একদল লোকের চেহারা উজ্জ্বল এবং একদল লোকের চেহারা কালো হইয়া যাইবে, সেইদিনও আমি কাহারো জন্য সুপারিশ করিবার অধিকার পাইব না। যতক্ষণ না আমি জানিতে পারিব যে, আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইবে। আর যখন তরবারীর ন্যায় ধারালো এবং জ্বলন্ত অংগারের ন্যায় গরম পুলসিরাত অতিক্রম করা হইবে, তখন আমার কাহারো জন্য সুপারিশ করিবার অধিকার থাকিবে না। ঈমানদারগণ তো সেই দিন নির্বিঘ্নে উহা পার হইয়া যাইবে। কিন্তু মুনাফিকরা চলিতে চলিতে পুলসিরাতের মধ্যখানে পৌঁছার পর তাহাদিগের পা ফসকে যাবে। তৎক্ষণাৎ সে মাথা ঝুঁকিয়া দুই হাত পায়ের কাছে নিয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া কাছীর-৭৬

৪৮. উভয়ই বহু শাখা পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ।
 ৪৯. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
 ৫০. উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ।
 ৫১. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
 ৫২. উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার।
 ৫৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

তাফসীর : ইব্ন শাওয়াব ও আতা খুরাসানী (র) বলেন **وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ** এই আয়াতটি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইবন আবু হাতিম (র)..... আতিয়া ইব্ন কায়স (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, যেই ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে বলিয়াছিল যে, আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমাকে আঙনে পুড়িয়া ফেলিও যেন আমি আল্লাহকে খুঁজিয়া না পাই এই কথাটি বলার পর লোকটি একদিন একরাত তওবা করিয়া মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার তওবা কবুল করিয়া তাঁহাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।

তবে বিপুল মতে এই আয়াতটি বিশেষ ভাবে কাহারো সম্পর্কে নাযিল হয় নাই বরং যাহার মধ্যে এই গুণ পাওয়া যাইবে তাহাকেই এই ধরনের পুরস্কার দেওয়া হইবে। ইব্ন আব্বাস (রা) সহ অনেকের মতও ইহাই।

সারকথা, আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, প্রবৃত্তি হইতে নিজকে বিরত রাখে, প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে, পার্থিব জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য না দেয়, এবং আখিরাতের জীবনই সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী; এই বিশ্বাস রাখিয়া আল্লাহর ফরযসমূহ যথাযথভাবে আদায় করে ও তাঁহার নিষিদ্ধ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে দুইটি জান্নাত দান করিবেন।

ইমাম বুখারী (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন কায়স (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন কায়স (র) বলেন, : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “দুইটি জান্নাত হইবে রৌপ্যের তৈরি এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু থাকিবে সবই হইবে রৌপ্য নির্মিত। আর দুইটি জান্নাত হইবে সোনার তৈরি এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু থাকিবে, সবই হইবে সোনা দ্বারা তৈরি। আল্লাহর দর্শন লাভ এবং জান্নাতীদের মাঝে আল্লাহর কিবরিয়ার পর্দা ব্যতীত কোন আড়াল থাকিবে না, যাহা দ্বারা আল্লাহর চেহারা ঢাকিয়া রাখা হইবে। এইসব কিছু হইবে জান্নাতে আদানে।”

হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) আবু মূসা (র)-এর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আবু দাউদ (র) ব্যতীত সিহাহ এর অন্য কিতাবেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)..... আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন **وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ** এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এমন ব্যক্তি ব্যভিচার করিলে বা চুরি করিলেও দুইটি জান্নাত লাভ করিবে? রাসূলুল্লাহ (সা) কোন উত্তর না দিয়া পুনরায় আয়াতটি তিলাওয়াত করিলেন। আমিও আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ব্যভিচার কিংবা চুরি করিলেও? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) আবারও সেই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, আমি এইবারও জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল? ব্যভিচার কিংবা চুরি করিলেও কি তাহাকে দুইটি জান্নাত দেওয়া হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “আবুদ্দারদার নাক ধূলামলিন হইলেও।” ইমাম নাসায়ী (র) মুহাম্মদ ইব্ন হারমালার হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) আবুদ্দারদা (রা)-এর সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবুদ্দার (রা) হইতে ইহাও বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে, সে চুরি বা ব্যভিচার করিতে পারে না।”

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতটি মানব ও জ্বিন উভয় জাতির জন্য প্রযোজ্য। ইহাতে সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয় যে, জ্বিনরাও যদি ঈমান গ্রহণ করিয়া তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহারাও জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর এইজন্যই আল্লাহ তা'আলা অত্র নিয়ামত ও পুরস্কারের কথা উল্লেখ করিয়া জ্বিন ও মানব উভয় জাতিকে সন্মোদন করিয়া বলিতেছেন :

“সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?”

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই দুইটি জান্নাতের পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

أَفْئَاتٍ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে, তাহাদিগকে যেই দুইটি জান্নাত প্রদান করা হইবে; উহা অত্যন্ত সবুজ ও শ্যামল শাখাপল্লব বিশিষ্ট উদ্যান। উহাতে রহিয়াছে সর্বপ্রকারের সুস্বাদু ও উত্তম ফল-ফলাদি।

আতা খুরাসানী (র) সহ একদল আলিম বলেন : **أَفْئَاتٍ** অর্থ গাছের ডাল, যাহা অত্যধিক ঘন হওয়ার কারণে একটির সহিত আরেকটির ঘষা লাগে।

ইবন আবু হাতিম (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন নুমান (র) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন নুমান বলেন, আমি ইকরিমা (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, **أَفْئَاتٍ** অর্থ দেয়ালের উপর পতিত বৃক্ষ-ডালের ছায়া।

বগবী (র) মুজাহিদ, ইকরিমা, যাহ্বাক ও কালবী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, **أَفْنَانٌ** অর্থ গাছের সরু ডাল।

আবু সায়ীদ আশাজ্জু (র)ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, **أَفْنَانٌ** অর্থ **أَلْوَانٌ** অর্থাৎ নানা রং বিশিষ্ট।

সায়ীদ ইবন জুবায়র, হাসান, সুদী, খুছাইফ, নযর ইবন 'আদী এবং আবু সিনান (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, উভয় জান্নাতে নানা রকমের সুস্বাদু ও খাদ্য রহিয়াছে। ইবন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন।

আতা (র) বলেন : যে বৃক্ষ-শাখায় নানা ধরনের ফল থাকে উহাকে **أَفْنَانٌ** বলা হয়। রবী ইবন আনাস (র) বলেন **أَفْنَانٌ** অর্থ "সুপ্রশস্ত চতুর বিশিষ্ট জান্নাত।"

বস্তুত উপরোক্ত সবক'টি ব্যাখ্যাই সঠিক। একটির সহিত আরেকটির কোন বিরোধ নাই।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) আসমা বিনতে আবু বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সিদরাতুল মুনতাহার আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন : "সিদরাতুল মুনতাহার বৃক্ষের ডালের ছায়া এত বিস্তৃত হবে যে, একজন আরোহী উহাতে একশত বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করিতে পারিবে।" অথবা তিনি বলিয়াছেন : "একশত আরোহী উহার নীচে ছায়া গ্রহণ করিতে পারিবে। অসংখ্য সোনার টিড্ডী পাখী উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। উহার এক একটি ফল মটকার মত বড়।"

ইমাম তিরমিযী (র) ইউনুস ইবন বকরের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

"উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ।" অর্থাৎ উল্লিখিত উদ্যান সমূহের বৃক্ষে পানি সিঞ্চনের জন্য প্রবহমান দুইটি প্রস্রবণ রহিয়াছে। ফলে উহাতে সর্বপ্রকার ও সর্ব বর্ণের ফল উৎপন্ন হয়।

হাসান বসরী (র) বলেন : আলোচ্য দুইটি প্রস্রবণের একটির নাম তাসনীম, অপরটির নাম সালসাবীল। আতিয়া (র) বলেন : প্রস্রবণ দুইটির একটি হইল নির্মল পানির, অপরটি হইল পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরা।

"উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার।" অর্থাৎ জান্নাতে এমন সব ফল-ফলাদি রহিয়াছে যাহার আকার-আকৃতির সহিত মানুষ পরিচিত হইলেও স্বাদ হইবে সম্পূর্ণ নূতন ও অপরিচিত। কারণ জান্নাতের নিয়ামতসমূহ কোন মানুষ চোখে দেখে নাই, কর্ণে শুনে নাই বা কাহারো কল্পনায়ও কখনো জাগ্রত হয় নাই।

ইবরাহীম ইবন হাকাম ইবন আবান (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মিষ্ট হটক কিংবা তিক্ত হটক দুনিয়ার যে কোন ফলই জান্নাতে পাওয়া যাইবে। এমনকি মাকাল ফলেরও তথায় অভাব হইবে না।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : তবে দুনিয়ার নিয়ামতের সহিত জান্নাতের নিয়ামতের শুধু নামেরই মিল থাকিবে। স্বাদ ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে থাকিবে অনেক ব্যবধান।

(৫৪) **مُشْكِينٍ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَّةٍ أُجْتُنِبُ دَانٍ ۝**

(৫৫) **فِي آيَةِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۝**

(৫৬) **فِيهِنَّ قُصُرَاتُ الْظُرْفِ لَمْ يُطِئْتُهُنَّ أَنَسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ۝**

(৫৭) **فِي آيَةِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۝**

(৫৮) **كَانَتْهُنَّ الْيَا قُوتُ وَالنَّهْجَانُ ۝**

(৫৯) **فِي آيَةِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۝**

(৬০) **هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۝**

(৬১) **فِي آيَةِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۝**

৫৪. সেথায় উহারা হেলান দিয়া বসিবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে, দুই উদ্যানের ফল হইবে তাহাদিগের নিকটবর্তী।

৫৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৫৬. সেই সকলের মাখে রহিয়াছে বহু আনত নয়না যাহাদিগকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বীন স্পর্শ করে নাই।

৫৭. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৫৮. তাহারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ।

৫৯. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৬০. উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হইতে পারে?

৬১. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

তাবসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : **مُتَّكِنِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَانَتُهَا مِنْ** 'জান্নাতীরা জান্নাতে হেলান দিয়া পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট দর ফরাশে বসিবে।

الْأَكْمَاءِ অর্থ হেলান দিয়া বসা। কিন্তু এইখানে **الْأَكْمَاءِ** অর্থ **الاضطجاع** অর্থাৎ শোয়া। কাহারো কাহারো মতে **الْأَكْمَاءِ** অর্থ আসন করিয়া বসা।

اسْتَبْرَقَ অর্থ পুরু রেশমী বস্ত্র। ইকরিমা, কাতাদা ও যাহ্বাক (র) এই মত পোষণ করিয়াছেন।

আবু ইমরান জাওনী (র) বলেন : **اسْتَبْرَقَ** অর্থ সোনা দ্বারা সজ্জিত রেশমী বস্ত্র।

এইখানে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের ফরাশের আস্তর কিরূপ হইবে উহার বর্ণনা দিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, জান্নাতী ফরাশের আস্তরই যখন এত মূল্যবান ও উন্নতমানের হইবে, তো উহার বহিরাংশ কতটুকু উন্নত হইবে তাহা তোমরাই চিন্তা করিয়া দেখ।

আবু ইসহাক (র) আব্দুল্লাহ ইব্বন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্বন মাসউদ (রা) বলেন : এই যদি হয় জান্নাতী ফরাশের ভিতরের অংশ তাহা হইলে উপরের অংশ কিরূপ হইবে মনে কর?

মালিক ইব্বন দীনার ও সুফিয়ান সওরী (র) বলেন : জান্নাতী ফরাশের আস্তর হইবে পুরু রেশমের আর বহিরাংশ হইবে জমাট নূরের।

কাসিম ইব্বন মুহাম্মদ (র) বলেন : আস্তর হইবে মোটা রেশমের আর বহিরাংশ হইবে রহমতের।

ইব্বন শাওযব (র) আবু আব্দুল্লাহ শামী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতী ফরাশের আস্তরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু বহিরাংশের কথা উল্লেখ করেন নাই। অথচ বহিরাংশের মান ও সৌন্দর্য আস্তরের চেয়ে বহুগুণে বেশী হইয়া থাকে। ইহাতে বুঝা যায় যে, বহিরাংশের কি রূপ হইবে তাহা আল্লাহ ব্যতীত কেহ জানেন না। উল্লেখ্য যে, ইমাম ইব্বন আবু হাতিম (র) এই সব কয়টি ব্যাখ্যাই উল্লেখ করিয়াছেন :

وَجَنَّا الْجَنَّتَيْنِ دَانَ অর্থাৎ আলোচ্য উভয় জান্নাতের ফল-ফলাদি জান্নাতীদের নিকটে ঝুঁকিয়া থাকিবে। তাহারা যখন যেভাবে ইচ্ছা সেই ফল ভোগ করিতে পারিবে।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন : **قَطُوفُهَا دَانِيَةٌ** 'জান্নাতের ফলগুচ্ছ নিকটে ঝুঁকিয়া থাকিবে।'

অর্থাৎ সন্নিহিত বৃক্ষ-ছায়া তাহাদিগের উপর থাকিবে এবং উহার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের আয়ত্তাধীন করা হইবে।

মোটকথা, জান্নাতের ফল-ফলাদি ভোগ করিতে গিয়া কেহই বাধার সম্মুখীন হইবে না বরং যখনই কেহ ফল খাইতে চাহিবে তখন ফল তাহার নিকট ঝুঁকিয়া পড়িবে।

সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?'

জান্নাতী ফরাশ ও উহার শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করিয়া এইবার আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

অর্থাৎ জান্নাতের **فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ** যেই ফরাশের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকলের মাঝে রহিয়াছে বহু আনত নয়না যাহাদিগকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করে নাই।

অর্থ যে সব নারী নিজেদের স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারো প্রতি চোখ তুলিয়া তাকায় না বরং সদা চোখ অবনত করিয়া রাখে। বস্তুত এই আনত নয়না রমণীগণের নিকট নিজেদের স্বামী ব্যতীত জান্নাতের অন্য কোন বস্তু সুন্দর ও আকর্ষণীয় মনে হইবে না। ইব্বন আব্বাস (রা), কাতাদা, আতা খুরাসানী ও ইব্বন যায়দ (র) এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একজন জান্নাতী স্ত্রী তাহার স্বামীকে বলিবে, আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে, জান্নাতের মধ্যে আমার নিকট তোমার চেয়ে সুন্দর ও প্রিয় বস্তু দ্বিতীয়টি আর নাই। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাকে তোমার জন্য আর তোমাকে আমার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

অর্থাৎ জান্নাতী পুরুষদিগকে এমন রমণী দেওয়া হইবে, উহাদিগকে পূর্বে কোন মানুষ বা জ্বিন স্পর্শ করে নাই। বরং তাহারা হইবে কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা। জান্নাতী স্বামীদের পূর্বে কোন জ্বিন বা মানুষ তাহাদিগের সহিত কখনো সহবাসে মিলিত হয় নাই। এই আয়াতটি দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, ঈমানদার জ্বিনরাও জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আরতাত ইব্বন মুনযির (র) বলেন যে, যামরা ইব্বন হাবীবাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, জ্বিনরা কি জান্নাতে প্রবেশ করিবে? উত্তরে তিনি বলেন, হ্যাঁ, জ্বিনরাও জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং তথায় তাহারা বিবাহ-শাদী করিবে। পুরুষ জ্বিনরা মহিলা জ্বিন বিবাহ করিবে আর পুরুষ মানুষ বিবাহ করিবে মহিলা মানুষকে। **لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَّبِّكُمْ**

عُكْرِبَانِ এই আয়াত দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় 'سُتْرًا ۖ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تُكْرَبَانِ' তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতী স্ত্রীদের প্রশংসা করিয়া বলেন :

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ তাহারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ। মুজাহিদ, হাসান ইবন যায়দ (র) এবং আরো অনেকে বলেন : জান্নাতী স্ত্রীগণ ইয়াকূতের ন্যায় পরিচ্ছন্ন এবং মারজান তথা পদ্মরাগের ন্যায় শুভ্র। এই আয়াতে لَوْ لَوْ مُرْجَانُ (মুজ্জা) এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইবন আবু হাতিম (র) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "সত্তর পাট রেশমী পোষাকের বাহির হইতে জান্নাতী স্ত্রীদের পায়ের গোছার শুভ্রতা দেখা যাইবে। এমনকি হাড়ির মাঝে মজ্জা পর্যন্ত স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইবে। كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ এর তাৎপর্য ইহাই। ইয়াকূত এমন একটি পাথর যাহার ভিতরে সূতা প্রবেশ করা হলে বাহির হইতে উহা স্পষ্ট দেখা যায়।" ইমাম তিরমিযী (র) আতা ইবন সায়েবের সূত্রে উবায়দ ইবন হুমায়দ ও আবুল আহওয়াস (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) উবাই (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উবাই (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "এক একজন জান্নাতী পুরুষকে স্ত্রী রূপে ভাগর চোখা দুইজন করিয়া ছর দেওয়া হইবে। তাহারা প্রত্যেকে সত্তর পাট করিয়া পোষাক পরিধান করিবে, সেই পোষাকের বাহির হইতে তাহাদিগের পায়ের গোছার মজ্জা দেখা যাইবে।" এই সূত্রে এই হাদীসটি ইমাম আহমদই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র) আইয়ুব ও মুহাম্মদ ইবন সীরীনের সূত্রে ইসমাঈল ইবন উলাইয়ার হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) বলেন : একদিন গৌরব প্রকাশ কিংবা আলোচনা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, জান্নাতে পুরুষদের সংখ্যা বেশি হইবে না কি মহিলাদের? উত্তরে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলিলেন, আবুল কাসিম (সা) কি বলেন নাই যে, জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটি পূর্ণিমা রাত্রির চন্দ্রের ন্যায় আর দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশকারী দলটি আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে। তাহাদিগের প্রত্যেককে দুইজন করিয়া স্ত্রী দেওয়া হইবে, গোশতের বাহির হইতে তাহাদের পায়ের গোছার মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাইবে। আর জান্নাতে কোন পুরুষই স্ত্রী ছাড়া থাকিবে না। আবু হুরায়রা (রা) এর সূত্রে বুখারী ও মুসলিম শরীফে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : "আল্লাহর পথে ব্যয় করা এক সকাল বা

বিকাল দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যাহা আছে অপেক্ষা উত্তম। এবং একজন জান্নাতীকে যে পরিমাণ স্থান দেওয়া হইবে উহার এক ধনুক কিংবা এক কোড়া পরিমাণ দুনিয়া এবং তনুধ্যস্ত সমুদয় বস্তু হইতে উত্তম। একজন জান্নাতী মহিলা একবার পৃথিবীর দিকে উঁকি মারিয়া দেখিত, তাহা হইলে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান পৃথকী ও সুশাসে ভরিয়া যাইত। একজন জান্নাতী মহিলার আবার ওড়না দুনিয়া এবং উহার মধ্যে যাহা আছে, তাহা হইতেও উত্তম।" হুমায়দ ও আনাসের সূত্রে আবু ইসহাকের হাদীস হইতে ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি ছবছ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : اَلْاِحْسَانُ اِلَّا اَلْاِحْسَانُ অর্থাৎ 'দুনিয়ার জীবনে যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে আখিরাতে সে উত্তম প্রতিদান আর উত্তম পুরস্কার লাভ করিবে।' যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ 'যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে উত্তম প্রতিদান এবং আরো অধিক।'

বাগাবী (র) হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন : রাসূল (সা) একদিন اَلْاِحْسَانُ اِلَّا اَلْاِحْسَانُ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন : "তোমরা কি জান যে, তোমাদিগের প্রতিপালক (এই আয়াতে) কি বলিয়াছেন?" উত্তরে সাহবাগণ বলিলেন : এই ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : "(এই আয়াতে) আল্লাহ তা'আলা বলেন, যাহাদিগকে আমি তাওহীদের নিয়ামত দান করিয়াছি; তাহাদিগের পুরস্কার জান্নাত ছাড়া কিছুই নয়।"

عُكْرِبَانِ 'সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অবদান অস্বীকার করিবে?' وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ এই আয়াতের সহিত সম্পর্কিত এই হাদীস নিম্নরূপ :

ইমাম তিরমিযী ও বাগাবী (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, সে রাত জাগিয়া ইবাদত করে। আর যে রাত জাগিয়া ইবাদত করে, সে মনযিলে মকসূদে পৌঁছে যায়। মনে রাখিও আল্লাহর পণ্যের মূল্য অনেক চড়া। মনে রাখিও আল্লাহর পণ্য হইল জান্নাত।"

বাগাবী (র).... হযরত আবুদ্বারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আবুদ্বারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন খুতবা দেওয়ার সময় .. وَلِمَنْ خَافَ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, শনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এমন ব্যক্তি যদি ব্যভিচার কিংবা চুরি করে তবুও কি তাহাকে দুইটি জান্নাত দেওয়া হইবে? রাসূলুল্লাহ (সা) কোন উত্তর না দিয়া পুনরায় আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। এইভাবে

তিনি তিনবার আয়াতটি তিলাওয়াত করেন আর আমি তিনবার তাঁহাকে একই প্রশ্ন করি। তৃতীয়বারে তিনি বলিলেন, “যদিও আবুদারদার নাক ধূলা মলিন হয়, তবুও।”

(৬২) وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَيْنِ ۝

(৬৩) قِيَامَةِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۝

(৬৪) مُدْهَامَتَيْنِ ۝

(৬৫) قِيَامَةِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۝

(৬৬) فِيهِمَا عَيْنِينَ نَضَّخَتْ ۝

(৬৭) قِيَامَةِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۝

(৬৮) فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَزَخْلٌ وَرُمَّانٌ ۝

(৬৯) قِيَامَةِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۝

(৭০) فِيهِنَّ خَيْرٌ حِسَانٌ ۝

(৭১) قِيَامَةِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۝

(৭২) حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ۝

(৭৩) قِيَامَةِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۝

(৭৪) لَمْ يَطِثْتَهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ۝

(৭৫) قِيَامَةِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۝

(৭৬) مُتَكِينِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيَّةٍ حِسَانٍ ۝

(৭৭) قِيَامَةِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۝

(৭৮) تَبْرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

৬২. এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরো দুইটি উদ্যান রহিয়াছে।

৬৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৬৪. ঘন সবুজ এই উদ্যান দুইটি।

৬৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৬৬. উভয় উদ্যানে আছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ;

৬৭. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৬৮. সেথায় রহিয়াছে ফলমূল খর্জুর ও আনার।

৬৯. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৭০. সেই সকলের মাঝে সুশীলা সুন্দরীগণ।

৭১. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৭২. তাঁহারা তাঁবুতে সুরক্ষিতা হুর।

৭৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৭৪. ইহাদিগকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বীন স্পর্শ করে নাই।

৭৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৭৬. উহারা হেলান দিয়া বসিবে সবুজ তাকিয়ায়; সুন্দর গালিচার উপর।

৭৭. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৭৮. কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব।

তাফসীর : আল্লাহ্ তায়ালা বলিতেছেন : وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَيْنِ ۝ অর্থাৎ উপরে যেই দুইটি জান্নাতের কথা বলা হইয়াছে, উহা অপেক্ষা নিম্নস্তরের আরো দুইটি জান্নাত রহিয়াছে।

একটি হাদীসে বলা হইয়াছে যে, দুইটি জান্নাত এমন আছে যাহার যাবতীয় পাত্র ও অন্যান্য বস্তু সোনার তৈরি। আর দুইটি জান্নাত আছে এমন যাহার যাবতীয় পাত্র ও সমুদয় বস্তু রূপার তৈরি। প্রথম দুইটি মুকাররাবীন তথা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ঈমানদারদের জন্য নির্ধারিত আর পরবর্তী দুইটি নির্ধারিত করা হইয়াছে আসহাবুল ইয়ামীনদের জন্য। আবু মুসা (র) বলেন, সোনার তৈরি দুইটি জান্নাত মুকাররাবীনদের জন্য এবং রূপার তৈরি দুইটি জান্নাত আসহাবুল ইয়ামীনদের জন্য।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন : আলোচ্য দুইটি জান্নাত স্তরের দিক দিয়ে উপরোক্ত দুইটির তুলনার নীচু পর্যায়ের আর ইবন যায়দের মতে মর্যাদার ক্ষেত্রে নীচু পর্যায়ের।

প্রথম দুইটি জান্নাত দ্বিতীয় দুইটি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম হওয়ার কয়েকটি দলীল রহিয়াছে :

১। আল্লাহ তা'আলা প্রথম দুইটি জান্নাতের কথা আগে উল্লেখ করিয়াছেন আর এই দুইটির কথা বলিয়াছেন পরে। আর ইহা সর্বজন স্বীকৃত বিধান যে, যাহার কথা আগে উল্লেখ করা হয়, উহার মর্যাদা অধিক।

২। প্রথম দুইটির সম্পর্কে বলা হইয়াছে **نَوَاتَا أَفْنَانَ** (বহু শাখা-পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ) আর দ্বিতীয়টি সম্পর্কে বলা হইয়াছে **مُدَامَاتَانَ** অর্থাৎ এই দুইটি উদ্যান অধিক পানি সিঞ্চনের ফলে ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে। ইবন আবু হাতিম (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন : **مُدَامَاتَانَ** অর্থ **خَضِرَوَانٍ** অর্থাৎ সবুজ।

আবু আইয়ূব আনসারী, আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র, আব্দুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা), ইকরিমা, সায়ীদ ইবন জুবায়র, মুজাহিদ, আতা, আতিয়া, আওফী, হাসান বসরী, ইয়াহইয়া ইবন রাফি ও সুফিয়ান সওরী (র) এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইবন কা'ব বলেন **مُدَامَاتَانَ** অর্থ **مُمْتَانَتَانِ مِنَ الْخَضِرَةِ** অর্থ সবুজতায় পরিপূর্ণ।

৩। প্রথম দুই জান্নাত সম্পর্কে বলা হইয়াছে **فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ** 'উভয় জান্নাতে রহিয়াছে প্রবহমান দুইটি ঝর্ণা।' আর এখানে বলা হইয়াছে **فِيهِمَا عَيْنَانِ** **نَضَّاخَتَانِ** অর্থাৎ এই দুই জান্নাতে রহিয়াছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ। আলী ইবন আবু তালহা (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন **نَضَّاخَتَانِ** অর্থ **فِيَاضَتَانِ** অর্থাৎ উচ্ছলিত ঝর্ণা। বলা বাহুল্য যে, উচ্ছলিত হওয়া অপেক্ষা প্রবাহিত হওয়া অনেক উত্তম।

যাহ্যাক (র) বলেন : **نَضَّاخَتَانِ** অর্থ **مُمْتَانَتَانِ وَلَا تَنْقُصَانِ** অর্থাৎ পানিতে পরিপূর্ণ, যাহা কখনো শেষ হইবার নহে।

৪। প্রথম দুইটি জান্নাত সম্পর্কে বলা হইয়াছে **فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ** অর্থাৎ উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার। আর এইখানে বলা হইয়াছে **فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ** অর্থাৎ উভয় জান্নাতে রহিয়াছে ফলমূল, খর্জুর ও আনার। বলাবাহুল্য যে, প্রথমটিতে ব্যাপকতা ও সংখ্যাগত আধিক্য রহিয়াছে। আর দ্বিতীয়টিতে আছে সীমাবদ্ধতা। উল্লেখ্য সীমাবদ্ধতা অপেক্ষা ব্যাপকতা অধিক উত্তম।

আব্দ ইবন হুমাইদ (র) উমর ইবন খাতাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উমর ইবন খাতাব (রা) বলেন- কতিপয় ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মুহাম্মদ! জান্নাতে ফল পাওয়া যাইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : "হ্যাঁ, জান্নাতে ফলমূল, খর্জুর ও আনার থাকিবে।" অতঃপর তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, দুনিয়ায় মানুষ যেমন ফল ভক্ষণ করে জান্নাতীরা তেমন ভক্ষণ করিবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : "হ্যাঁ, দুনিয়ার তুলনায় আরো অনেক বেশি খাইবে।" তারপর তাহারা জিজ্ঞাসা করিল যে, ইহাতে কি তাহাদিগের পেশাব-পায়খানা হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন না, "জান্নাতীদের পেশাব-পায়খানা হইবে না। তবে আহােরের পর তাহাদিগের শরীর হইতে ঘাম নির্গত হইবে। তাহাতেই আল্লাহ তা'আলা পেটের সমস্ত ময়লা আবর্জনা দূর করিয়া দিবেন।"

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে এবং এই হাদীসে বিশেষভাবে খর্জুর ও আনারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে এই দুইটি ফলের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানোই উদ্দেশ্য।

ইবন আবু হাতিম (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন : জান্নাতী খেজুর বৃক্ষের ছাল দ্বারা জান্নাতীদের পোষাক তৈরি হইবে। উহার রং হইবে লাল সোনার ন্যায়, ডাল-পালা হইবে সবুজ যমরুদ পাথরের ন্যায়। সেই বৃক্ষের ফল হইবে মধু অপেক্ষা মিষ্ট আর মাখন অপেক্ষা নরম। সেই খেজুরের কোন বীচি থাকিবে না।

ইবন আবু হাতিম (র) আবু সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : "জান্নাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, হাওদা সহ একটি উট যত বড় দেখায়, জান্নাতের এক একটি আনার তত বড়।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : **حَسَانٌ** : **فِيَهُنَّ خَيْرَاتٌ** সেই সকলের মাঝে আছে সুশীলা, সুন্দরীগণ।

কাতাদা (র) বলেন : **خَيْرَاتٌ** অর্থ অত্যন্ত সুন্দরী। কেহ কেহ বলেন : **خَيْرَاتٌ** অর্থ অত্যন্ত রূপসী সাক্ষী চরিত্রবান নারী। ইহা জমহুর আলিমগণের মত। উম্মে সালামা (রা) হইতেও মারফু সূত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে। আরেকটি হাদীসে আছে যে, জান্নাতের হরণ এই বলিয়া গান গাইবে যে,

আমল কর।) যায়দ ইবন আসলাম (র) বলেন : عَبْقَرِيٌّ লাল, হলুদ ও সবুজ এই তিন রং এর হইবে।

যায়দ ইবন আলাকে عَبْقَرِيٌّ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন : عَبْقَرِيٌّ অর্থ মূল্যবান বিছানা।

ইবন হারযা ইয়াকুব ইবন মুজাহিদ (র) বলেন عَبْقَرِيٌّ জান্নাতীদের এক প্রকার পরিধেয় বস্ত্র। তা কিরূপ হইবে উহা দুনিয়ার কেহই বলিতে পারে না।

আবুল আলিয়া (র) বলেন : عَبْقَرِيٌّ অর্থ অত্যন্ত কোমল ও মনোরম বিছানা। কায়সী (র) বলেন : আরবগণ যে কোন নকশা অংকিত কাপড়কে عَبْقَرِيٌّ বলে।

আবু উবায়দা (রা) বলেন عَبْقَرِيٌّ একটি অঞ্চলের নাম যেখানে নকশীদার কাপড় তৈরি করা হয়।

খলীল ইবন আহমদ (র) বলেন : যে কোন সুন্দর উত্তম ও মূল্যবান মানুষ কিংবা বস্ত্রকে আরবগণ عَبْقَرِيٌّ বলে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা) সম্পর্কে বলিয়াছেন : فَلَمْ أَرِ عَبْقَرِيًّا يَفْرِي فَرِيَهُ اَرْتَهَا "তাহার ন্যায় আমি কোন আবকারীকে দেখি নাই, যে পানির বড় বড় বালতি উঠাইতে সক্ষম হয়।"

এখানেও উল্লেখ্য যে, প্রথম দুই জান্নাতীদের যেই ফরাশ বা বিছানার কথা বলা হইয়াছে; উহা আলোচ্য দুই জান্নাতের বিছানার অপেক্ষা বহু গুণে উত্তম। সেখানে বলা হইয়াছে اسْتَبْرَقَ مِنْ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ (অর্থাৎ তাহারা হেলান দিয়া বসিবে এমন ফরাশে যাহার আস্তর হইবে পুরু রেশমের) এই আয়াতে জান্নাতীদের বিছানার আস্তর কেমন হইবে উহা বলিয়াই ক্ষান্ত করা হইয়াছে। উপরের অংশ সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নাই। কারণ আস্তরের চেয়ে উপরের অংশ যে বহু গুণে উন্নত হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। আবার এই বিছানার বর্ণনা দিয়া অবশেষে الْأَحْسَانُ الْأَحْسَانُ বলিয়া বুঝানো হইয়াছে যে, প্রথমোক্ত দুই জান্নাতের অধিকারীগণ সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে। এই কয়েকটি কারণে প্রথমোক্ত দুই জান্নাত শেষোক্ত জান্নাতদ্বয় হইতে অধিক শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাসম্পন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়। মহান আল্লাহর নিকট আমাদের প্রার্থনা যে, তিনি যে, আমাদের প্রথমোক্ত দুইটি জান্নাতের অধিকারী করেন! آمِينَ! অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ "কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব।"

অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'আলাই এমন এক সত্তা যিনি মহামান্য; যার অবাধ্যতা করা যায় না। তিনি সম্মানের পাত্র বিধায় তাঁহার দাসত্ব করিতে হয়। অকৃতজ্ঞতা নয় সদা তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে হয়। তাঁহাকে কখনো বিস্মৃত হওয়া যায় না; সর্বদা স্মরণ রাখিতে হয়।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন : ذِي الْعِظْمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ اَرْتَهَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ অর্থাৎ মহিমাম্বিত ও গৌরবময়।

ইমাম আহমদ (র) আবুদ্বারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "তোমরা আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর। তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।" অন্য এক হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন, "পাকা দাঁড়িওয়ালা মুসলমান বৃদ্ধ (ন্যায়পরায়ণ) ক্ষমতাশীল এবং বাড়াবাড়ি পরিহার করিয়া কুরআন অনুযায়ী আমলকারী ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করা আল্লাহকে ইজলাল তথা সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত।"

আবু ইয়াল্লা (র) হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : "তোমরা 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরামকে আঁকড়ে ধর।"

ইমাম তিরমিযী (র) সালামার সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) রাবীয়া ইবন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। রাবীয়া ইবন আমির (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "তোমরা যুল জালালি ওয়াল ইকরামকে আঁকড়ে ধর।"

ইমাম আবু দাউদ (র) আব্দুল্লাহ ইবন মুরাবক (র)-এর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

সহীহ মুসলিম, চার সুনান তথা সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী, সুনানে ইবন মাজাহ ও সুনানে আহমদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন হারিছ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সালাত শেষে সালাম ফিরাইয়া اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ এই দু'আটি পাঠ করিতে যতটুকু সময়ের প্রয়োজন হয়; তদপেক্ষা বেশি বসিয়া থাকিতেন না।

সূরা ওয়াকিয়া

৯৬ আয়াত, ৩ রুকু', মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

আবু ইসহাক (র) ইকরিমা (র) সূত্রে ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন : হযরত আবু বকর (রা) একদিন বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো বৃদ্ধ হইয়া গেলেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “সূরা হুদ, ওয়াকিয়া, মুরসালাত, আন্মা ইয়াতাসাআলুন এবং সূরা ইয়াশশামসু কুওবীরাত আমাকে বৃদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।” ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটি হাসান ও গরীব।

হাফিজ ইবন আসাকির (র) আবু যাবিয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবু যাবিয়া (র) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর অস্তিম রোগ শয্যায় হযরত উসমান (রা) তাঁহাকে দেখিতে যান। তখন উসমান (রা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার রোগটা কি? আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলিলেন, আমার গুনাহসমূহই আমার রোগ। উসমান (রা) বলিলেন, আপনার অস্তিম ইচ্ছা কি? আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলিলেন, আমার প্রতিপালকের রহমতই আমার জীবনের শেষ ইচ্ছা। উসমান (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডাকিয়া বলিব কি? আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলিলেন, ডাক্তারই তো আমাকে অসুস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। উসমান (রা) বলিলেন, বায়তুলমাল হইতে আপনার জন্য কোন অনুদান পাঠিয়ে দিব কি? আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলিলেন, তাহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। উসমান (রা) বলিলেন, কেন, তাহাতে তো আপনার মৃত্যুর পর আপনার কন্যাদের উপকার হইবে। ইবন মাসউদ (রা) বলিলেন, আমি আমার কন্যাদিগকে প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়া তিলাওয়াত করিবার নির্দেশ দিয়াছি। কারণ আমি শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করিবে সে জীবনে কখনো উপবাস থাকিবে না।

আব্দুল্লাহ ইবন ওয়াহুব (র)..... আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, “যে ব্যক্তি প্রতিরাতে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করিবে, সে কখনো অভাবে পড়িবে না।”

আবু ইয়াল্লা ইবন মাসউদ (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করিবে সে কখনো অভাবে পড়িবে না।”

ইবন মাসউদ (রা) বলেন, আমি আমার কন্যাদেরকে প্রতি রাতে এই সূরাটি পাঠ করার নির্দেশ দিয়াছি।

ইবন আসাকির আবু ফাতিমার সূত্রে হাজ্জাজ ইবন নাসীর এবং উসমান ইবন আবুল ইয়ামানের হাদীস হইতেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। উসমান ইবন ইয়ামান (র) বলেন, এই আবু ফাতিমা হইলেন, আলী ইবন আবু তালিবের আযাদকৃত দাস।

ইমাম আহমদ (র) জাবির ইবন সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির ইবন সামুরা (রা) বলেন, তোমরা আজ যেভাবে নামায পড়, রাসূলুল্লাহ (সা)-ও তেমনিভাবে নামায পড়িতেন। তবে তাঁহার নামায ছিল তোমাদিগের নামাযের চেয়ে সংক্ষেপ। তিনি ফজরের নামাযে সূরা ওয়াকিয়া এবং এই ধরনের অন্য কোন সূরা পাঠ করিতেন।

(১) إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝

(২) لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝

(৩) مَا فِضَةٌ رَافِعَةٌ ۝

(৪) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۝

(৫) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝

(৬) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ۝

(৭) وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۝

(৮) فَأَصْحَبُ الْمِئْمَنَةِ ۝ مَا أَصْحَبُ الْمِئْمَنَةِ ۝

(৯) وَأَصْحَابُ الشُّمَةِ مِمَّا أَصْحَابُ الشُّمَةِ ۝

(১০) وَالشَّقُونَ الشَّقُونَ ۝

(১১) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۝

(১২) فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ۝

১. যখন কিয়ামত ঘটবে,
২. তখন ইহার সংঘটন অস্বীকার করিবার কেহ থাকিবে না।
৩. ইহা কাহাকেও করিবে নীচ, কাহাকেও করিবে সম্মুখত;
৪. যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হইবে পৃথিবী
৫. এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িবে,
৬. ফলে উহা পর্যবসিত হইবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়;
৭. এবং তোমরা বিভক্ত হইয়া পড়িবে তিন শ্রেণীতে—
৮. ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!
৯. এবং বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বামদিকের দল!
১০. আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী,
১১. উহারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত—
১২. সুখদ উদ্যানে।

তাফসীর : ওয়াকিয়া কিয়ামতের নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। কিয়ামত সংঘটিত হওয়া সুনিশ্চিত বিধায় কিয়ামতকে ওয়াকিয়া নামে নামকরণ করা হইয়াছে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই যেন উহা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে।

أُولَئِكَ لِيَسْ لَوْ قَعَّتْهَا كَانِبَةً ۝ অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত সংঘটন করিতে চাইবেন উহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারো থাকিবে না। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন : اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَمْ يَأْتِ مِنْ اللَّهِ ۝ অর্থাৎ তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও সেই দিন আগমনের পূর্বে, আল্লাহ হইতে যা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই।

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে : سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَقِيعٍ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۝ অর্থাৎ এক ব্যক্তি চাহিল সংঘটিত হউক যাহা অবধারিত কাফিরদিগের জন্য, ইহা প্রতিরোধ করিবার কেহ নাই।

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে :

يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ ۝ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝

অর্থাৎ যেই দিন বলা হইবে, হও, ফলে হইয়া যাইবে। তাহার কথা সত্য রাজত্ব তাহারই। যেই দিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। তিনি অদৃশ্য-দৃশ্য সব কিছু সম্পর্কে অবগত। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব এর ভাষ্য অনুযায়ী كَانِبَةً অর্থ যাহা সংঘটিত হওয়া অপরিহার্য।

কাতাদা (র) বলেন, কিয়ামত একবার সংঘটিত হইবার পর পুনরায় আবার সংঘটিত হইবে না, সেথা হইতে কেহ পলায়ন করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। ইব্ন জারীর (র) বলেন, عَالِمُ الْعَالَمِينَ এর ন্যায় মাসদার।

خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ অর্থাৎ কিয়ামত একদল মানুষকে জাহান্নামের অতলাস্তে নিক্ষেপ করিবে। যদিও তাহারা দুনিয়াতে সম্মানিত হয়। আরেকদলকে চির শান্তি নিকেতন জান্নাতে মর্যাদা সম্পন্ন জায়গায় স্থান দিবে, যদিও তাহারা দুনিয়াতে অবহেলার পাত্র হয়। হাসান এবং কাতাদা (র) সহ অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ অর্থ কিয়ামত একদল মানুষকে নীচ করিবে, আরেক দলকে করিবে সম্মুখত।

উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর খালাত ভাই উসমান ইব্ন সুরাকার সূত্রে উবায়দুল্লাহ আতাকী (র) বলেন خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ অর্থ কিয়ামত আল্লাহর শত্রুদিগকে অবনত মস্তকে জাহান্নামের দিকে লইয়া যাইবে আর আল্লাহর অলীদিগকে সসম্মানে জান্নাতের দিকে লইয়া যাইবে।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) বলেন, দুনিয়াতে যাহারা মর্যাদা সম্পন্ন ও প্রভাবশালী ছিল, কিয়ামত তাদেরকে নীচ ও হীন করিয়া দিবে আর যাহারা দুনিয়াতে নিঃস্ব অসহায় ও অবহেলিত ছিল কিয়ামত তাদেরকে সম্মুখত ও মর্যাদা সম্পন্ন করিয়া দিবে।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ অর্থ কিয়ামত দূরবর্তী নিকটবর্তী সকলকে আওয়াজ গুনাইয়া দিবে।

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا অর্থাৎ যখন পৃথিবীকে আন্দোলিত করা হইবে। ফলে সমগ্র পৃথিবী প্রবল বেগে খরখর করিয়া কাঁপিয়া উঠিবে।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ও কাতাদা (র) সহ আরো অনেকে إِذَا رُجَّتِ অর্থাৎ করিয়াছেন زَلَزَلَتْ زَلْزَالًا অর্থাৎ যখন পৃথিবী প্রকম্পিত হইবে।

রবী ইব্ন আনাস (র) বলেন : চালনী তাহার ভিতরে রাখা বস্তু সহ যেমন নড়াচড়া করে কিয়ামতের দিন পৃথিবী তাহার মধ্যস্থ সমুদয় বস্তু লইয়া নড়াচড়া করিতে শুরু করিবে। এই প্রসঙ্গে অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে : إِذَا زَلَزَلْتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا অর্থাৎ পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হইবে। অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে : أَرْثًا هِيَ النَّاسُ أَنْفُسًا رِيَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ অর্থাৎ হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালককে ভয় কর। নিশ্চয়ই কিয়ামতের কম্পন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা ও ইকরিমাসহ আরো অনেকে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ করিয়াছেন।

ইব্ন যায়দ (র) বলেন, কিয়ামতের দিন পর্বতমালা বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হইবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا (আর পর্বতমালা বালুকারাশিতে পরিণত হইবে।)

“ফলে উহা উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পর্যবসিত হইবে।” আবু ইসহাক (র) হইতে বর্ণিত, হযরত আলী (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, কিয়ামতের সময় পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধূলিকণার ন্যায় হইয়া যাইবে, যাহা শূন্যে উড়িয়া বেড়ায় আবার বিলুপ্ত হইয়া যায়।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার পর উপরে স্ফুলিৎগের ন্যায় উড়িতে থাকে, যা মাটিতে পড়ার পর আর কিছুই দেখা যায় না, উহাকে هَبَاءٌ বলা হয়।

ইকরিমা (রা) বলেন, مَنْبِتٌ বলা হয় সেই ধূলিকণাকে যাহাকে বাতাস উড়াইয়া লইয়া গিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়া দেয়।

কাতাদা (র) বলেন, هَبَاءٌ مَنْبِتٌ অর্থ যেমন গাছের শুকনা পাতা, বাতাস যাহাকে উড়াইয়া লইয়া গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে।

উল্লেখ্য যে, এই ধরনের আরো বহু আয়াত এমন আছে যাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কিয়ামতের দিন পর্বতসমূহ আপন স্থান হইতে সরিয়া যাইবে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, ধূনিত তুলার ন্যায় উড়িয়া যাইবে ইত্যাদি।

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً অর্থাৎ সমস্ত মানুষগুলিকে কিয়ামতের দিন তিন ভাগে বিভক্ত করা হইবে। একদল আরশের ডান পার্শ্বে অবস্থান করিবে। ইহারা হইবে তাহারা যাহারা হযরত আদম (আ)-এর ডান পার্শ্বে হইতে বাহির হইয়াছে এবং কিয়ামতের দিন ডান হাতে আমলনামা লাভ করিবে। সুদী (র) বলেন, ইহারা হইল অধিকাংশ জান্নাতী লোক। আরেক দল অবস্থান করিবে আরশের বাম পার্শ্বে। ইহারা হইবে তাহারা যাহারা আদম (আ)-এর বাম পার্শ্বে হইতে বাহির হইয়াছে এবং আমলনামা বাম হাতে লাভ করিবে। ইহারা হইল জাহান্নামীরা দল। সাধারণ আরেক দল মানুষ আল্লাহর বরাবর সম্মুখে অবস্থান করিবে। ইহারা আল্লাহর নৈকটা প্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যেমন, নবী-রাসূল, সিদ্দীকীন ও শুহাদা। ইহাদের সংখ্যা আসহাবুল ইয়ামীনদের চাইতে কম হবে।”

নিম্নোক্ত আয়াতেও লোকদিগকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। আল্লাহ বলেন :

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ-

অর্থাৎ অতঃপর আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকে কিতাবের উত্তরাধিকার বানাইয়াছি। তাহাদিগের একদল নিজেদের উপর অত্যাচার করে, একদল সঠিক পথে পরিচালিত। আর কতিপয় আল্লাহর নির্দেশে সৎকর্মে অগ্রগামী।

সুফিয়ান সওরী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা মালায়িকার ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ এই আয়াতে যেই তিনটি দলের কথা বলা হইয়াছে, আলোচ্য আয়াতের তিন শ্রেণী উহারাই।

ইব্ন জুরাইজ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য সূরা শেষে এবং সূরা মালায়িকার যেই তিনটি দলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, আলোচ্য আয়াতের তিন শ্রেণী উহারাই।

ইয়াযীদ রুকাশী (র) বলেন, আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً এর অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, সমগ্র মানুষ কিয়ামতের দিন তিন ভাগে বিভক্ত হইবে। অর্থাৎ তিনি أَزْوَاجًا এর অর্থ করিয়াছেন اِمْتِنَانًا অর্থাৎ শ্রেণী।

মুজাহিদ (র) বলেন, وَكُنْتُمْ اِمْتِنَانًا অর্থ فَرَقًا ثَلَاثَةً অর্থাৎ তোমরা কিয়ামতের দিন তিন দলে বিভক্ত হইবে। মায়মূন (র) বলিয়াছেন, أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً অর্থ اِمْتِنَانًا অর্থাৎ তিন দল।

উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর খালাতো ভাই উসমান ইব্ন সুরাকা (রা) হইতে উবায়দুল্লাহ আতাকী (র) বলেন, তিনদলের দুই দল হইবে জান্নাতী আর এক দল হইবে জাহান্নামী।

ইমাম আহমদ (র)..... হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন। মু'আয ইবন জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) وَأَمْحَبُ الْمَيْمَنَةِ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, এই মুষ্টি জান্নাতী আমার কোন পরোয়া নাই। আর এই মুষ্টি জাহান্নামী। আমার কোন পরোয়া নাই। ইমাম আহমদ (র) আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথমে কাহার আলাহর ছায়ার দিকে অগ্রসর হইবে? সাহাবাগণ বলিলেন, (এই ব্যাপারে) আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “যাহারা নিজেদের পাওনা উসূল করিয়া লয়, অন্যের পাওনা যথাযথভাবে আদায় করে এবং নিজের জন্য যেমন ফয়সালা করে, অন্যের জন্যও তেমন ফয়সালা করে।”

মুহাম্মদ ইবন কা'ব ও আবু হারযা ইয়াকুব ইবন মুজাহিদ (র) বলেন, وَالسَّابِقُونَ وَالسَّابِقُونَ হইলেন আয়িশা (আ)। সুদী (র) বলেন, ইহারা হইলেন, আহলে ইল্লিয়ীন।

ইবন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ (র)-এর মাধ্যমে আবু নাজীহ (র) বর্ণনা করেন যে, وَالسَّابِقُونَ وَالسَّابِقُونَ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন : অগ্রবর্তী লোক হইলেন মূসা (আ) এর উপর সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী ইউশা ইবন নূন, হযরত ঈসা (আ)-এর উপর সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী সূরা ইয়াসীনে উল্লিখিত ঈমানদার ব্যক্তি এবং মুহাম্মদ (সা)-এর উপর সর্বাপেক্ষে ঈমান আনয়নকারী হযরত আলী (রা)। উক্ত হাদীস ইবন আবু হাতিম (র) ইবন আবু নাজীহ (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন সীরীন (র) বলেন, وَالسَّابِقُونَ وَالسَّابِقُونَ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল যাহারা (বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহ) উভয় কিবলার দিকে ফিরিয়া নামায পড়িবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

হাসান ও কাতাদা (র) বলেন, অগ্রবর্তী তাহারা প্রত্যেক উম্মতের যাহারা আগে ভাগে নিজ নিজ নবীর উপর ঈমান আনিয়াছে।

আওয়ামী (র) বলেন যে, উসমান ইবন আবু সাওদা (র) وَالسَّابِقُونَ وَالسَّابِقُونَ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন, যাহারা সকলের আগে মসজিদে গমন করে এবং সকলের আগে আল্লাহর পথে জিহাদে বাহির হয় তাহারাই অগ্রবর্তী ও নৈকট্যপ্রাপ্ত।

উল্লেখ্য যে, وَالسَّابِقُونَ وَالسَّابِقُونَ এই আয়াতের যে কয়টি ব্যাখ্যা এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রতিটিই সঠিক ও নির্ভুল। কারণ যাহারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উন্নতি লাভ করে তাহারা সকলেই سَابِقُونَ-এর অন্তর্ভুক্ত।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং আসমান-যমীন সমান বিস্তৃত জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও।

অন্যত্র বলা হইয়াছে :

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

“তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং সেই জান্নাতের দিকে ধাবিত হও যাহা আসমান ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত।”

অতএব যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সৎকর্মে অগ্রবর্তী হইবে, আখিরাতেও মর্যাদার ক্ষেত্রে সে অগ্রবর্তী হইবে। কারণ আমল অনুযায়ী পুরস্কার প্রদান করাই আল্লাহর বিধান। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ অর্থাৎ উহারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত সুখদ জান্নাতে তারা বসবাস করিবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন, ফেরেশতারা একদিন বলিল যে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আপনি বনী আদমের জন্য দুনিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা সেথায় খায়, পান করে এবং বিবাহ শাদী করিয়া সুখে জীবন কাটায়। আমাদিগের জন্য আপনি আখিরাতে তেমন বানাইয়া দিন। উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, না। তাহা হইবে না। ফেরেশতারা তিনবার এই আবেদন করে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, যাহাদিগকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদিগকে উহাদিগের সমান করিতে পারি না, যাহাদিগের সম্পর্কে বলিয়াছি যে, হও, ফলে উহারা হইয়া গিয়াছে। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করিলেন। ইমাম উসমান ইবন সাঈদ দারেমী (র) “আররদু ‘আলাল জাহামিয়া” নামক কিতাবে এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন।

(১৩) ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوْلِيَيْنِ ۝

(১৪) وَقَلِيلٌ مِّنَ الْأَخِيرِينَ ۝

(১৫) طَمَعًا سُرْمِي مَوْضُونَةٍ ۝

(১৬) مُتَّكِبِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِينَ ۝

(১৭) يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۝

(১৮) بِأَكْرَابٍ وَآبَارِيْقٍ ۝ وَكَاسٍ مِّن مَّعِينٍ ۝

(১৯) لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ ۝

(২০) وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۝

(২১) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۝

(২২) وَخُورٍ عَيْنٍ ۝

(২৩) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ۝

(২৪) جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

(২৫) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا ۝

(২৬) إِلَّا رَيْثًا سَلْمًا سَلْمًا ۝

১৩. বহুসংখ্যক হইবে পূর্ববর্তীদিগের মধ্য হইতে;

১৪. এবং অল্প সংখ্যক হইবে পরবর্তীদিগের মধ্য হইতে;

১৫. স্বর্ণ-খচিত আসনে

১৬. উহারা হেলান দিয়া বসিবে পরস্পর মুখামুখি হইয়া;

১৭. তাহাদিগের সেবায় ঘোরাফিরা করিবে চির কিশোরেরা

১৮. পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা লইয়া।

১৯. সেই সুরা পানে তাহাদিগের শিরঃপীড়া হইবে না, তাহারা জ্ঞান হারাও হইবে না

২০. এবং তাহাদিগের পছন্দমত ফল-মূল,

২১. আর তাহাদিগের ঙ্গলিত পাখীর গোশত লইয়া,

২২. আর তাহাদিগের জন্য থাকিবে আয়তলোচনা ছর,

২৩. সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ,

২৪. তাহাদিগের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ।

২৫. সেথায় তাহারা শুনিবে না কোন অসার অথবা পাপবাক্য,

২৬. সালাম আর সালাম বাণী ব্যতীত।

তাফসীর : উপরোক্ত অগ্রবর্তী দল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, তাহাদিগের বহুসংখ্যক হইবে পূর্ববর্তীদিগের হইতে আর অল্প-সংখ্যক হইবে পরবর্তীদিগ হইতে।

এই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দ্বারা উদ্দেশ্য কি সেই সম্পর্কে মুফাসসিরদিগের মতবিরোধ রহিয়াছে : কেহ বলেন, পূর্ববর্তী দ্বারা উদ্দেশ্য হইল অতীত যুগের উম্মত আর পরবর্তী দ্বারা উদ্দেশ্য হইল উম্মতে মুহাম্মদিয়া। ইবন আবু হাতিম (র) মুজাহিদ ও হাসান বসরী (র) হইতে এই ধরনের একটি বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন জারীর (র) এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন। নবী করীম (সা)-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি দ্বারা তিনি ইহার সপক্ষে প্রমাণ পেশ করিয়াছেন। মহানবী (সা) বলেন : نَحْنُ الْأَخِيرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ ۝ অর্থাৎ আমরা আখেরী যুগের মানুষ কিয়ামতের দিন আমরা অগ্রবর্তীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।

ইবন আবু হাতিম আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবায় কিরাম (রা)-এর মন খারাপ হইয়া যায়। তখন ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْأَخِيرِينَ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “আমি আশা করি যে, জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ, এক তৃতীয়াংশ বরং অর্ধেকই হইবে তোমরা কিংবা বলিলেন, তোমরাই অর্ধেক জান্নাতের মালিক হইবে। আর বাকী অর্ধেক অন্যান্য উম্মতদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে।”

হাফিজ ইবন আসাকির (র) ইমাম আহমদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, সূরা ওয়াকিয়ার ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْأَخِيرِينَ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর হযরত উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! বহুসংখ্যক হইবে পূর্ববর্তীদের হইতে আর অল্প সংখ্যক হইবে আমাদিগের হইতে? এই প্রশ্নের এক বৎসর পর ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْأَخِيرِينَ নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন হযরত উমর (রা)-কে ডাকিয়া বলিলেন, শুনিয়া যাও, আল্লাহ তা'আলা ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْأَخِيرِينَ এই আয়াতটি নাযিল করিয়াছেন। শোন! আদম (আ) হইতে আমি পর্যন্ত “এক ছল্লাহ” (জামাত) আর শুধু আমার উম্মত হইবে

“এক ছুল্লাহ।” আর দল পূরণ করিবার জন্য আমি কলেমার বিশ্বাসী হাবশী উটের রাখালদেরকে লইয়া লইব।

ইবন আবু হাতিম (র) আব্দুল্লাহ ইবন আবু বকর মুযানী (র) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন আবু বকর (রা) বলেন, শুনিয়াছি যে, হাসান বসরী (র) সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করিতে করিতে **أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ** এই আয়াতে পর্যন্ত পৌছিয়া বলিলেন, নৈকট্যপ্রাপ্ত অগ্রবর্তীদের যুগ তো শেষ হইয়া গিয়াছে। হে আল্লাহ! আমাদিগকে আসহাবে ইয়াসীনদের অন্তর্ভুক্ত কর।

ইবন আবু হাতিম (র) সারী ইবন ইয়াহইয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন। সারী ইবন ইয়াহইয়া (র) বলেন, হাসান বসরী (র) **أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ** এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন, এই উম্মতের অগ্রবর্তী দলটির যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে।

ইবন আবু হাতিম (র) মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) হইতে বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) **أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ** এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, সাহাবাগণ এই কামনা করিতেন যে, অগ্রবর্তীগণ সকলেই যেন এই উম্মত হইতে হয়। এই হইল হাসান ও ইবন সীরীনের মত। অর্থাৎ উভয় দলই এই উম্মত হইতে হইবে।

বস্তুত প্রত্যেক উম্মতের প্রথম পর্যায়ের লোকগুলি পরবর্তীদের তুলনায় ভালো হইয়া থাকে। এই হিসাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, প্রত্যেক উম্মতের প্রথমদিকের মানুষের মধ্যে অগ্রবর্তীদের সংখ্যা বেশি হইবে আর পরবর্তীদের হইতে হইবে তদপেক্ষা কম। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আমার যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ, অতঃপর তাহার পরবর্তী যুগ, অতঃপর তাহার পরের যুগ।

ইমাম আহমদ (র) আমার ইবন ইয়াসির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আমার উম্মত বৃষ্টির ন্যায়। তাহার শুরুভাগ উত্তম না শেষ ভাগ উত্তম তাহা বলা যায় না।

এই হাদীসের অর্থ হইল এই যে, পরবর্তীদের কাছে দাওয়াত পৌছাইবার জন্য প্রথম যুগের লোকদের যেমন প্রয়োজন ছিল, তেমনি দীনের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং দীন প্রতিষ্ঠার জন্য পরবর্তী যুগের লোকদেরও প্রয়োজন। তবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী প্রথম যুগের লোকেরাই। বৃষ্টির অবস্থাও ঠিক তেমন। ফসলের জন্য প্রথমভাগের বৃষ্টির যেমন প্রয়োজন শেষভাগেরও তেমনি প্রয়োজন। তবে প্রথম বৃষ্টি পরবর্তী বৃষ্টির তুলনায় অধিক উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রথমবারের বৃষ্টি না হইলে শুধু শেষবারের বৃষ্টি দ্বারা ফসল উৎপন্ন হইত না। এইজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “আমার উম্মতের একদল লোক কিয়ামত পর্যন্ত সব সময় হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। কেউ কখনো তাহাদিগের ক্ষতিসাধন করিতে পারিবে না।”

মোটকথা উম্মতে মুহাম্মদীই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত এবং কিয়ামতের দিন যাহারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত বিশিষ্ট বান্দা বলিয়া বিবেচিত হইবে, উহাদিগের মধ্যে এই উম্মতের লোকদের সংখ্যাই হইবে বেশী আর শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মতও শ্রেষ্ঠ দীনের অনুসারী বিধায় তাহাদিগের মর্যাদাই সকলের শীর্ষে। এইজন্যই অসংখ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, এই উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অন্য হাদীসে আছে যে, এই উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং প্রতি এক হাজারের সহিত আরো সত্তর হাজার বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আরেক বর্ণনায় আছে, সত্তর হাজারের প্রত্যেকের সহিত আরো সত্তর হাজার জান্নাতে প্রবেশ করিবেন।

হাফিজ আবুল কাসিম তাবরানী আবু মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : যাহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, কিয়ামতের দিন তোমাদিগের মধ্য হইতে এমন দল দজায়মান হইবে, যাহাদিগের সংখ্যা এত বেশি হইবে যে, দেখিতে অন্ধকার রাতের ন্যায় মনে হইবে। পৃথিবীর চতুর্দিক তাহারা ঘিরিয়া ফেলিবে। দেখিয়া ফেরেশতার বলিবে যে, অন্যান্য নবীদের সহিত যত লোক আসিয়াছে, মুহাম্মদ (সা)-এর সহিত তার চেয়ে বেশি লোক আসিয়াছে।

হাফিজ আবু বকর বায়হাকী (র)..... আবু যুমাল আল জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু যুমাল আল-জুহানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামায পড়ার পর **إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا** এই দু'আটি সত্তর বার পাঠ করিতেন। অতঃপর বলিতেন, সত্তরের বিনিময়ে সাতশত নেকী দেওয়া হইবে। “যে ব্যক্তি একদিনে সাতশত এরও বেশি গুনাহ করিবে তাহার কোন মঙ্গল নাই।” এই কথাটি দুইবার বলিয়া উপস্থিত লোকদিগের দিকে ফিরিয়া বসিতেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা) স্বপ্ন খুব পছন্দ করিতেন। তাই প্রতিদিন ফজরের পর তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন তোমরা কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়াছ কি? আবু যুমাল (রা) বলেন, আমি একদিন বলিলাম যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “আল্লাহ আমাদের মঙ্গল করুক, অমঙ্গল হইতে রক্ষা করুক, কল্যাণ আমাদিগের জন্য আর অকল্যাণ আমাদের শত্রুদের জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যই সকল প্রশংসা। তোমার স্বপ্ন কি বল।” আমি বলিলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি দেখিলাম যে, একটি প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন ও সুগম রাস্তা। বহুলোক সেই রাস্তা দিয়া চলাচল করিতেছে। যাইতে যাইতে সেই রাস্তাটি একটি বাগিচার সহিত মিলিত হয়। এমন মনমাতানো ও আকর্ষণীয় বাগিচা জীবনে আর কখনো আমি দেখি নাই। সবুজ-শ্যামল বৃক্ষলতা, প্রবহমান ঝরণা রকমারী বৃক্ষরাজি বিভিন্ন প্রকার ফল-মূল ইত্যাদিতে বাগিচাটি পরিপূর্ণ। কিছুক্ষণ পর একদল লোক আসিয়া সেই বাগিচাটির পাশ দিয়া দ্রুতগতিতে

বরাবর সম্মুখের দিকে চলিয়া যায়। তারপর আরেকদল লোক তথায় আগমন করে। সংখ্যায় ছিল তাহারা প্রথম দলের তুলনায় অনেক বেশি। তাহাদিগের একাংশ সেই বাগিচার মধ্যে তাহাদের পশু পাল চড়াইতে শুরু করে এবং বাকী অংশ তথা হইতে কিছু ফলমূল লইয়া চলিয়া যায়। তারপর আরো বহু সংখ্যক লোক তথায় আসিয়া বাগানের শোভা-সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যায় এবং বলিতে শুরু করে যে, ইহাই সবচেয়ে উত্তম ও মনোরম জায়গা। আমি এখনও যেন দেখিতে পাইতেছি যে, তাহারা ডানে-বামে ঝুকিয়া পড়িতেছে। অতঃপর আরো সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আমি দেখিতে পাইলাম যে, একটি মিম্বর, উহার সাতটি সিঁড়ি। আপনি উহার সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন আসনে বসিয়া আছেন। আপনার ডান পার্শ্বে দীর্ঘকায় ধূসর বর্ণের এক ব্যক্তি উপবিষ্ট। সে যখন কথা বলে সকলেই তখন অত্যন্ত মনযোগ সহকারে তাঁহার কথা শ্রবণ করে। তাঁহার সম্মুখে আরেকজন বৃদ্ধ ব্যক্তি বসিল। আকার আকৃতিতে ও স্বভাব-চরিত্রে যেন সে ঠিক আপনার মত। সকলেই অত্যন্ত মনযোগ ও গুরুত্ব সহকারে তাঁহার কথা শ্রবণ করে। দেখিলাম যে, তাঁহার সম্মুখে একটি দুর্বল শীর্ণকায় একটি উষ্ট্রী আপনি যেন উহাকে ধরিয়া উঠাইতেছেন। আর আপনার বাম পার্শ্বে মধ্যমাকৃতির এক ব্যক্তি উপবিষ্ট। মুখে যেন তাঁহার অনেক তেল মাখানো আর মাথার চুলগুলো যেন পানিতে ভিজা।

এই স্বপ্ন শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারার রং পরিবর্তন হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি বলিলেন, তুমি সহজ-সরল ও প্রশস্ত যেই রাস্তা দেখিয়াছ। উহা হইল সেই দীন যাহা লইয়া আমি আল্লাহর নিকট হইতে তোমাদের কাছে আসিয়াছি এবং তোমরা যাহার অনুসরণ কর। শোভা-সৌন্দর্যে বৃক্ষলতা ও ফলমূলে পরিপূর্ণ বাগানটি হইল দুনিয়া। উহার সহিত আমার এবং আমার সাহাবী-অনুসারীদের কোন সম্পর্ক নাই এবং আমাদের সহিতও উহার কোন সংশ্রব নাই। আমরাও দুনিয়ার সহিত জড়াইয়া পড়ি নাই আর দুনিয়াও আমাদের সহিত জড়াইতে পারে নাই। সেথায় আগত প্রথম দলটি হইলাম-আমরা। আমাদের পর আরেকদল লোক আসিবে। যাহারা সংখ্যায় হইবে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। তাহাদিগের কেহ দুনিয়ার সহিত জড়াইয়া পড়িবে আর কেহ প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইবে। ইহারা পরকালে মুক্তি লাভ করিবে। তারপর আরো একটি বড় দল আসিবে যাহারা দুনিয়ার শোভা সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইবে এবং ডানে-বামে ঝুকিয়া পড়িয়া সঠিক পথ হারাইয়া ফেলিবে। ইনালিল্লাহ্। আর তুমি সঠিক পথে রহিয়াছ। আর এই অবস্থায়ই তুমি আমার সহিত সাক্ষাত করিবে। সাত স্তর বিশিষ্ট মিম্বরটি তুমি দেখিয়াছ। উহার অর্থ হইল যে, দুনিয়ার আয়ুকাল সাত হাজার বছর। আমি সর্বশেষ হাজারে আগমন করিয়াছি। আমার ডানপার্শ্বে দীর্ঘকায় ধূসর বর্ণের যে লোকটিকে তুমি দেখিয়াছ তিনি হইলেন, হযরত মূসা (আ)। আমার বাম পার্শ্বে

যাহাকে দেখিয়াছ তিনি হইলেন, হযরত ঈসা (আ)। আকার আকৃতি ও স্বভাব-চরিত্রে আমার ন্যায় যে লোকটিকে দেখিয়াছ তিনি হইলেন, হযরত ইবরাহীম (আ)। আমরা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি এবং তাঁহার অনুসরণ করি। আর এই উষ্ট্রীটিকে দেখিয়াছ আমি উহাকে তুলিয়া উঠাইতেছি উহা হইল কিয়ামত। আমাদের আমলেই কিয়ামত সংঘটিত হইবে। আমার পর আর কোন নবীও আসিবে না। আর আমার উম্মতের পর কোন উম্মত আসিবে না। বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর হইতে রাসূলুল্লাহ (সা) কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়াছে কিনা আর জিজ্ঞাসা করিতেন না। তবে কেহ কোন স্বপ্ন বর্ণনা করিলে উহার ব্যাখ্যা বলিয়া দিতেন।

مَرْمُؤَةٌ بِالنَّهْبِ اَرْتِ مَوْضُوءَةٌ : ইবন আব্বাস (রা) বলেন : مَرْمُؤَةٌ اَرْتِ مَوْضُوءَةٌ অর্থঃ স্বর্ণ খচিত। মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইবন জুবাইর, যায়দ ইবন আসলাম, কাতাদা, যাহ্বাক (র) এবং আরো অনেকে এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। সুদী (র) বলেন : مَوْضُوءَةٌ অর্থঃ স্বর্ণ ও মুক্তা খচিত।

مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِبِينَ : অর্থঃ জান্নাতীরা পরস্পর মুখামুখি হইয়া হেলান দিয়া বসিবে। কেহ কাহারো পিছনে থাকিবে না।

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ : অর্থঃ জান্নাতীদের নিকট (সেবার জন্য) ঘুরাফিরা করিবে এমন কিশোরেরা, যাহারা চিরকাল একই অবস্থায় বহাল থাকিবে, বয়সে তাহারা বড় হইবে না। বৃদ্ধ হইবে না এবং তাহাদিগের কৈশোরেও কোন পরিবর্তন আসিবে না।

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ : অর্থঃ চির কিশোরেরা জান্নাতীদের নিকট পান পাত্র কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা লইয়া ঘুরাফিরা করিবে।

أَكْوَابٍ : আরবী كَوْبٌ এর বহুবচন। অর্থঃ গ্লাস বা পানপাত্র। যে পাত্রের হাতল নাই। اَبْرِيْقُ এর বহুবচন। অর্থ হাতল বিশিষ্ট পাত্র তথা জগ। كَأْسٍ পেয়ালা। চির কিশোরের এমন প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরা দ্বারা এইসব পাত্র পূর্ণ করিয়া জান্নাতীদের কাছে ঘুরাফিরা করিবে, যাহা কখনো নিঃশেষ হইবে না।

لَا يَمْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُونَ : অর্থঃ জান্নাতীরা জান্নাতে যে সুরা পান করিবে উহাতে তাহাদিগের মাথা ব্যাথা হইবে না এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিবে না। বরং সেই সুরা পানে চরম পুলক, তৃপ্তি ও স্বাদ অনুভব করিবে।

যাহ্বাক (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন : মদের চারটি গুণ। নেশা ধরা, শিরঃপীড়া হওয়া, বমি হওয়া ও পেশাব বৃদ্ধি পাওয়া। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের মদকে এই চারটি গুণ হইতেই পবিত্র রাখিয়াছেন।

وَفَاكِهِةٌ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ অর্থাৎ জান্নাতের কিশোরেরা জান্নাতীদের পছন্দমত ফল-মূল এবং ঈঙ্গিত পাখীর গোশত লইয়া ঘুরাফিরা করিবে। জান্নাতীরা উহা হইতে তাহাদিগের পছন্দমত ফল-মূল ও গোশত লইয়া আহার করিবে।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য খাদ্যের ব্যাপারে যেমন নিয়ম হইল, পাত্রের নিজের সম্মুখ হইতে আহার করিতে হয়, পাত্রের যেখান-সেখান হইতে খাদ্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, ফলের ব্যাপারে তেমন কোন নিয়ম নাই। বরং পাত্রের যে কোন অংশ হইতে পছন্দমত ফল আহরণ করিয়া খাওয়া জায়েয আছে। হাফিজ আবু ইয়াল্লা মুছলী কর্তৃক বর্ণিত ইকরাশ ইব্ন যুআইব এর হাদীসেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।

হাফিজ আবু ইয়াল্লা মুছলী ইকরাশ ইব্ন যুআইব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইকরাশ ইব্ন যুআইব (রা) বলেন, আমি একদিন আমার এলাকার সদকার মাল লইয়া মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গমন করি। মদীনায় গিয়া দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে বসিয়া আছেন। আমার সহিত ছিল যাকাতের অনেকগুলি উট। আমাকে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি কে? বলিলাম, আমি ইকরাশ ইব্ন যুআইব। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : বংশ পরিচয়? তখন আমি আমার পূর্বপুরুষ মুররা ইব্ন উবায়দ পর্যন্ত বংশ পরিচয় উল্লেখ করিয়া বলিলাম, এইগুলি মুররা ইব্ন উবায়দের সদকা। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, “এইগুলি আমার সম্প্রদায়ের উট। এইগুলি আমার সম্প্রদায়ের সদকা।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) উটগুলির গায়ে সদকার চিহ্ন দিয়া অন্যান্য সদকার উটের সহিত রাখিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়া আমার হাত ধরিয়া হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর ঘরে লইয়া গেলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন খাবার আছে কি?” উত্তর আসিল, হ্যাঁ, আছে। কিছুক্ষণ পর একটি পাত্রে করিয়া পর্যাণ্ড পরিমাণ ছারীদ আনা হইল। রাসূলুল্লাহ (সা) উহা খাইতে শুরু করেন। আমিও পাত্রের চতুর্দিক হইতে খানা লইয়া খাইতে লাগিলাম। দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার বাম হাত দ্বারা আমার ডান হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন : ইকরাশ! এক জায়গা হইতে খাও। কারণ ইহা একই খাদ্য। অতঃপর আরেক পাত্র খেজুর কিংবা আঙ্গুর আনিয়া আমাদের সামনে রাখা হইল। আমি আমার সম্মুখ হইতে খাইতে লাগিলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) পাত্রের এখান-ওখান হইতে ফল লইয়া খাইতে শুরু করেন এবং বলিলেন “ইকরাশ! তোমার যেখান হইতে ইচ্ছা খাও। কারণ ইহা একই বর্ণের খাদ্য নহে।” তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) পানি দ্বারা হাত ধুইয়া ভিজা হাত দ্বারা তিনবার মুখমণ্ডল দুই বাহু এবং মাথা মাসহ করিয়া বলিলেন, ইকরাশ! আঙন দ্বারা পাকানো খাদ্য খাইয়া এইভাবে ওজু করিতে হয়। তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। তিরমিযী ইহাকে গরীব বলিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) স্বপ্নের ব্যাপারে খুব কৌতূহলী ছিলেন। একদিন এক মহিলা আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আজ রাতে আমি স্বপ্ন দেখিলাম, যেন এক ব্যক্তি বসিয়া আমাকে মদীনা হইতে বাহির করিয়া জান্নাতে লইয়া গেল। অতঃপর আমি একটি প্রচণ্ড আওয়াজ শুনিতে পাইলাম, আওয়াজ শুনিয়া জান্নাতের মধ্যে সকলেই চমকিয়া উঠে। তখন চোখ তুলিয়া আমি অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের পুত্র অমুককে দেখিতে পাইলাম। মহিলাটি এইভাবে বারজন লোকের নাম উল্লেখ করে, যাদেরকে কিছুদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) একটি অভিযানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহিলাটি এইবার অন্য লোকের নাম উল্লেখ করিয়া বলিল যে, তখন আমি দেখিতে পাইলাম যে, তাঁহারা জান্নাতের মধ্যে উপস্থিত। তাঁহাদের পরিধানে বহু মূল্যবান আকর্ষণীয় পোষাক। তাঁহাদের দেহের রক্ত যেন টগবগ করিতেছে। তখন বলা হইল যে, ইহাদিগকে বায়যাখ কিংবা বারযাখ নদীতে লইয়া যাও। তাঁহারা উহাতে ডুব দিয়া বাহির হইয়া আসে। তখন তাহাদিগের চেহারা পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। অতঃপর সোনার পাত্রে করিয়া তাহাদিগের জন্য তাজা খেজুর আনা হইল। তাঁহারা উহা হইতে তৃপ্তির সহিত আহার করেন। সেই আহারে আমিও তাহাদিগের সহিত অংশ করিয়াছিলাম। এই স্বপ্নের কিছুদিন পর দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, অমুক অমুক বার জন লোক শাহাদাত বরণ করিয়াছেন। সংবাদ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলাটিকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, তোমার স্বপ্নটি আবার বল দেখি, মহিলাটি স্বপ্নের ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া বলিতে লাগিল যে, অমুকের পুত্র অমুককে অমুকের পুত্র অমুককে জান্নাতে উপস্থিত করা হইল।

আবুল কাসিম তাবারানী (র) সওবান (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, ‘জান্নাতের বৃক্ষ হইতে একটি ফল ছিড়িয়া লইলে তৎক্ষণাৎ সেখানে আরেকটি ফল আসিয়া পড়িবে।

وَفَاكِهِةٌ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ অর্থাৎ জান্নাতী বালকেরা জান্নাতীদের চাহিদা মত পাখীর গোশত লইয়া ঘুরাফিরা করিবে।

ইমাম আহমদ হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, ‘জান্নাতের পাখীগুলি বুখতী উটের ন্যায় বড়। উহারা জান্নাতের গাছে গাছে উড়িয়া বেড়ায়। শুনিয়া হযরত আবু বকর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জান্নাতের পাখীগুলি খাইতে তো খুব সুস্বাদু হইবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি তদপেক্ষা আরও সুস্বাদু নিয়ামত ভোগ করিব। এই কথাটি, তিনি তিনবার বলিয়া অতঃপর বলিলেন, যাহারা জান্নাতের পাখী খাইতে পারিবে, আমি আশা করি তুমিও তাহাদের মধ্যে থাকিবে। এই সূত্রে কেবলমাত্র ইমাম আহমদ (র)-ই এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিজ আবু আব্দুল্লাহ্ মাকদিসী ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট একটি 'তূবা' সম্পর্কে কথা উঠে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আবু বকর! তুমি জান কি তূবা কি জিনিস? আবু বকর (রা) বলিলেন আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তূবা জান্নাতের একটি বৃক্ষের নাম। উহা কত যে লম্বা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কেহ তাহা জানে না। উহার একেকটি ডালের নীচে একটি দ্রুতগামী বাহন সত্তর বছর পর্যন্ত দৌড়াইতে পারিবে। বুখতী উটের ন্যায় বড় বড় পাখী উহার পাতার উপর পতিত হয়।" শুনিয়া হযরত আবু বকর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্ রাসূল! জান্নাতের পাখী তো মনে হয় খুব মোটা তাজা হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : "যাহারা উহা খাইবে তাহারা আরো মোটা তাজা হইবে। তুমিও ইনশাআল্লাহ্ তাহাদিগের মধ্যে থাকিবে।"

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলেন : হযরত আবু বকর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্ রাসূল! জান্নাতীরা যেমন মোটা তাজা হইবে আমার তো মনে হয় যে, জান্নাতের পাখীগুলিও মোটা তাজা হইবে। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আবু বকর! আমি আল্লাহ্ র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, "যাহারা উহা খাইবে, তাহারা উহাদের অপেক্ষা বেশী মোটা তাজা হইবে। জান্নাতের এক একটি পাখী বুখতী উটের ন্যায় বড়। আমার বিশ্বাস যে, তুমিও জান্নাতের পাখী ভক্ষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

আবু বকর ইব্ন আবুদ্বনিয়া..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কাওছার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন : কাওছার, জান্নাতের একটি দরিয়া যাহা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে দান করিয়াছেন। উহার পানীয় দুধ অপেক্ষা সাদা ও মধু অপেক্ষা মিষ্ট। উহার কিনারায় বুখতী উটের ন্যায় বড় বড় পাখী রহিয়াছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন, তাহা হইলে তো পাখীগুলি খুবই মোটা তাজা। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আমরা আরো মোটা তাজা হইব।"

ইমাম তিরমিযী (র) আনাস (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : জান্নাতে সত্তর হাজার পালক বিশিষ্ট এক ধরনের পাখী আছে। ইহারা জান্নাতীদের খাদ্যের খাঞ্চায় পতিত হইয়া পালক ঝাড়া দিবে। ফলে প্রতিটি পালক হইতে এমন সুস্বাদু খাদ্য বাহির হইবে যাহা দুধের চেয়ে সাদা, মাখনের চেয়ে কোমল এবং মধুর চেয়ে মিষ্ট। (এইভাবে সত্তর হাজার পালক হইতে সত্তর হাজার প্রকার খাদ্য বাহির হইবে) একটির সহিত আরেকটি

কোন মিল থাকিবে না। অবশেষে পাখীটি উড়িয়া যাইবে। এই হাদীসটি খুবই গরীব। রুসাফী এবং তাঁহার উস্তাদ উভয়ই দুর্বল বলিয়া বিবেচিত।

ইব্ন হাতিম (র) ... কা'ব (র) হইতে বর্ণনা করেন। কা'ব (র) বলেন, জান্নাতের পাখীগুলো বুখতী উটের ন্যায় বড় বড়। উহারা জান্নাতের ফল-মূল আহাৰ করিয়া এবং জান্নাতের প্রসবণ হইতে পানি পান করিয়া জীবন কাটায়। কোন জান্নাতী সেই পাখীর গোশত খাইতে ইচ্ছা করিলে পাখী আসিয়া তাহার সামনে পতিত হইবে। জান্নাতী ব্যক্তি উহার যে অংশ ইচ্ছা আহাৰ করিবে। খাওয়ার কারণে উহার কোন অংশই কমিয়া যাইবে না। পূর্বে যেমনই ছিল থাকিয়া যাইবে। অবশেষে পাখীটি উড়িয়া যাইবে।

হাসান ইব্ন আরাফা হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, জান্নাতে পাখী দেখিয়া যখন তোমার খাইতে ইচ্ছা হইবে। তৎক্ষণাৎ পাখীটি তোমার সম্মুখে ভুনা হইয়া পড়িয়া যাইবে।"

وَحُورٌ عَيْنٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ অর্থাৎ উপরোক্ত নিয়ামতসমূহের সহিত জান্নাতে আরো থাকিবে সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায় পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয় আয়তলোচনা হ্রসমূহ।

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, মানুষ দুনিয়াতে যে সকল সংস্কার করিয়া থাকে, উহার পুরস্কার স্বরূপ আমি তাহাদিগকে জান্নাতে এইসব নিয়ামত দান করিব।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا إِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে জান্নাতীরা কোন অনর্থক বেহুদা অবজ্ঞামূলক এবং কোন অশ্লীল ও পাপের কথা শ্রবণ করিবে না। যেমন অন্য আয়াত আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِغْيَةً অর্থাৎ জান্নাতে তুমি কোন অনর্থক কথা শ্রবণ করিবে না।

إِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا অর্থাৎ কেবল পরস্পরে সালাম আদান প্রদান হইতে থাকিবে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

تَحِيَّاتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ অর্থাৎ জান্নাতে জান্নাতীদের মধ্যে অভিবাদন হইবে সালাম আর সালাম। তাহাদিগের সাধারণ আলাপ-আলোচনা ও অনর্থক কথা এবং অশ্লীলতা হইতে মুক্ত থাকিবে।

(٢٧) وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ هَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۝

(২৮) فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۝

(২৯) وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ۝

(৩০) وَظَلِّ مَبْدُودٍ ۝

(৩১) وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ۝

(৩২) وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۝

(৩৩) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۝

(৩৪) وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۝

(৩৫) إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنثَاءً ۝

(৩৬) فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۝

(৩৭) عُرْبًا أُنثَابًا ۝

(৩৮) لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝

(৩৯) ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَىٰ ۝

(৪০) وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۝

২৭. আর ডানদিকের দল, কতভাগ্য বান ডান দিকের দল!

২৮. তাহারা থাকিবে এক উদ্যানে, সেখানে আছে কণ্টকহীন কুল বৃক্ষ।

২৯. কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষ।

৩০. সম্প্রসারিত ছায়া,

৩১. সদাপ্রবহমান পানি,

৩২. ও প্রচুর ফলমূল,

৩৩. যাহা শেষ হইবে না ও যাহা নিষিদ্ধও হইবে না।

৩৪. আর সমুচ্ছ শয্যাসমূহ

৩৫. উহাদিগকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি বিশেষরূপে—

৩৬. উহাদিগকে করিয়াছি কুমারী,

৩৭. সোহাগিনী ও সমবয়স্কা,

৩৮. ডান দিকের লোকদিগের জন্য।

৩৯. তাহাদিগের অনেকে হইবে পূর্ববর্তীদিগের মধ্য হইতে।

৪০. এবং অনেকে হইবে পরবর্তীদিগের মধ্য হইতে,

তাফসীর : মুকাররব তথা আল্লাহ তা'আলা নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদের পুরস্কারের কথা আলোচনা করার পর আল্লাহ তা'আলা আসহাবুল ইয়ামীনদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণ সৎকর্মশীল ঈমানদারদিগকে আসহাবুল ইয়ামীন বলা হয়। যেমন মায়মূন ইবন মিহরান (র) বলেন, আসহাবুল ইয়ামীন হইল তাহারা, যাহাদিগের মর্যাদা মুকাররবদের চেয়ে কম। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَمْحَبُّ الْيَمِينِ مَا أَمْحَبُّ الْيَمِينِ অর্থাৎ যাহারা আসহাবুল ইয়ামীন, কিয়ামতের দিন উহারা কি প্রতিদান ও পুরস্কার লাভ করিবে উহা শ্রবণ কর। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উহার বিবরণ দিয়া বলিতেছেন :

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ অর্থাৎ আসহাবুল ইয়ামীনদেরকে যেই জান্নাত দান করা হইবে উহাতে থাকিবে কণ্টকবিহীন কুল বৃক্ষ। ইবন আব্বাস (রা), ইকরিমা, মুজাহিদ, আবুল আহওয়াস, কুমামা ইবন যুহায়র, সাফর ইবন কায়স, হাসান, কাতাদা, আব্দুল্লাহ ইবন কাসীর, সুদ্দী, ও আবু হারযা (র) সহ অনেকে বলেন : مَخْضُودٌ অর্থ এমন বৃক্ষ যাহাতে কোন কাঁটা নাই।

ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, مَخْضُودٌ অর্থ الْمُؤَقَّرِبَاتُ অর্থাৎ এমন বৃক্ষ যাহা ফলের ভারে নুইয়া গিয়াছে। ইকরিমা এবং মুজাহিদ হইতেও এই ধরনের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। কাতাদা (র) বলেন, আমাদের মাঝে এই বলে আলোচনা হইত যে, مَخْضُودٌ অর্থ এমন বৃক্ষ যাহাতে কোন কাঁটা নাই।

উভয় ব্যাখ্যার সম্মিলিত অর্থ এই দাঁড়ায় যে, দুনিয়ার কুল বৃক্ষ যেমন পরিমাণে কম হয় এবং বৃক্ষ হয় কাঁটায়ুক্ত, জান্নাতের কুল বৃক্ষ তেমন হইবে না বরং কুল বৃক্ষ একদিকে যেমন কণ্টকহীন, তেমনি উহার ফলও হইবে প্রচুর।

হাফিজ আবু বকর নাজ্জার (র) সালীম ইবন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সালীম ইবন আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবাগণ বলাবলি করিতেন যে, বেদুঈন লোকদের রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আসায় এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করায় আমাদিগের বড় উপকার হইত। একদিন

এক বেদুঈন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ দিবেন বলিয়াছেন, যাহা জান্নাতীদিগকে কষ্ট দিবে! শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "তাহা আবার কোন বৃক্ষ?" লোকটি বলিল, কুল বৃক্ষ! কারণ কুল বৃক্ষের কাঁটা মানুষকে কষ্ট দিয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "কেন, আল্লাহ তা'আলা কি **مَخْضُودٍ** (তথায় আছে কষ্টকরী কুল বৃক্ষ) বলেন নাই?" জান্নাতের কুল বৃক্ষ হইতে কাঁটা ছাড় করিয়া প্রতিটি কাঁটার স্থানে আল্লাহ তা'আলা একটি করিয়া ফল সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার প্রতিটি কুলের বাহাত্তর প্রকার স্বাদ হইবে। একটির সহিত আরেকটির কোন মিল থাকিবে না।"

আবু বকর ইবন আবু দাউদ (র) উতবা ইবন আবদ আস্‌সুলামী (র) হইতে বর্ণনা করেন। উতবা ইবন আবদ (র) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে এক বেদুঈন ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! শুনিলাম যে, আপনি জান্নাতে একটি বৃক্ষ থাকিবে বলিতেছেন, আমার জানা মতে উহার চেয়ে বেশী কাঁটা অন্য কোন গাছের নাই। অর্থাৎ কুল বৃক্ষ। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "(জান্নাতে কুলবৃক্ষ থাকিবে ঠিক কিন্তু) আল্লাহ তা'আলা উহার প্রতিটি কাঁটার স্থলে একটি করিয়া ফল সৃষ্টি করিবেন। উহাতে সত্তর বর্ণের খাদ্য থাকিবে। একটির রংয়ের সহিত আরেকটির বর্ণের কোন মিল থাকিবে না।"

“এবং কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষ।” **وَطَلْحٍ مِّنْضُودٍ**

এর বহুবচন। বিপুল কাঁটা বিশিষ্ট হিজাজের বৃহদাকায় একটি বৃক্ষের ন্যায়।

মুজাহিদ (র) বলেন : **مِّنْضُودٍ** অর্থ এমন বৃক্ষ যাহার ফল একটি আরেকটির সহিত লাগা। কুরাইশদের নিকট এই দুইটি ফল বেশী পছন্দনীয় ছিল বিধায় পবিত্র কুরআনে বিশেষভাবে এই দুইটি ফল বৃক্ষের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন : জান্নাতের কদলী বৃক্ষ দুনিয়ার বৃক্ষেরই ন্যায় হইবে। কিন্তু উহার ফল হইবে মধুর চেয়ে মিষ্ট।

জাওহারী বলেন : **طَلْحٍ** শব্দটি **طَلْحٍ** এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই হিসাবে আয়াতের অর্থ হইবে, জান্নাতে এমন কুলবৃক্ষ থাকিবে যাহার কোন কাঁটা নাই এবং থোকা ফলে পরিপূর্ণ থাকিবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইবন আবু হাতিম (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, **الموزِ** অর্থাৎ কলা। ইবন আব্বাস, আবু হুরায়রা (রা), হাসান, ইকরিমা, কুসামা ইবন যুহায়র, আবু কাতাদা এবং খারযা (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

“আর সম্প্রসারিত ছায়া।” **وَوَظِلٍّ مَّمْدُودٍ**

ইমাম বুখারী (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যাহার ছায়া দ্রুতগামী কোন বাহন একশত বছর ধরিয়া ভ্রমণ করিয়াও উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। তোমাদিগের ইচ্ছা হইলে **مَّمْدُودٍ** আয়াতটি পড়িয়া দেখ।

ইমাম মুসলিম (র) ও আ'রাজের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী (র) মুহাম্মদ ইবন সুফিয়ান থেকে ফুলাইহ (র)-এর সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আব্দুর রায্বাক (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : জান্নাতে একটি বৃক্ষ আছে, একটি দ্রুতগামী বাহন সত্তর কিংবা (বলিয়াছেন) একশত বছর যাবত ভ্রমণ করিতে পারিবে। উহাকে **شجرة الخلد** বলা হয়।

ইবন আবু হাতিম (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : জান্নাতে একটি বৃক্ষ আছে, একটি দ্রুতগামী বাহন একশত বছর পর্যন্ত উহার ভ্রমণ করিয়াও উহার ছায়া অতিক্রম করিতে পারিবে না। তোমাদের মনে চাইলে **مَّمْدُودٍ** এই আয়াতটি পাঠ কর।" ইমাম তিরমিযী (র) আব্দুর রহীম ইবন সুলায়মান (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন জারীর (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে একটি দ্রুতগামী বাহন যার ছায়া একশত বছর যাবত আরোহণ করিতে পারিবে। তোমাদিগের ইচ্ছা হইলে **وَوَظِلٍّ مَّمْدُودٍ** এই আয়াতটি তিলাওয়াত কর। হযরত কা'ব (রা) এই কথা শুনিয়া বলিলেন আবু হুরায়রা (রা) ঠিকই বলিয়াছেন, আমি সেই সত্তর শপথ করিয়া বলিতেছি যিনি মুসা (আ)-এর উপর তাওরাত এবং মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন, যদি কেহ দ্রুতগামী একটি উটের পিঠে চড়িয়া সেই বৃক্ষটি অতিক্রম করিতে চায়, তাহা হইলে চলিতে চলিতে একদিন সে দুর্বল হইয়া পড়িয়া যাইবে, কিন্তু উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে উহা রোপণ করিয়াছেন। এবং উহাতে প্রাণ দান করিয়াছেন এবং তার ডালপালা জান্নাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। বৃক্ষটির গোড়া হইতে জান্নাতের সব ক'টি নদী প্রবাহিত হইয়াছে।

হাফিজ আবু ইয়াল্লা মুছলী (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) **وَوَظَلَّ مَمْنُونٌ**-এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, “জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে একটি দ্রুতগামী বাহন একশত বছর দৌড়াইয়াও উহার ছায়া অতিক্রম করিতে পারিবে না।”

ইমাম বুখারী (র) রাওহ ইবন আব্দুল মুমিন (র) সূত্রে ইয়াযীদ ইবন যুরাইহ (র) থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে আবু দাউদ তায়ালিসী (র) ইমরান ইবন দাউদ কাতান (র)-এর মাধ্যমে কাতাদার সূত্রে এবং অনুরূপ মা'মার ও আবু হিলাল (র) কাতাদা (র) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু সাঈদ ও সাহল ইবন সা'দ (রা)-এর হাদীস হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, একটি দ্রুতগামী ও শক্তিশালী বাহন একশত বছর ভ্রমণ করিয়াও উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না।”

ইমাম আবু জাফর ইবন জারীর (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন : নিশ্চয়ই জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, একটি বাহন যাহার ছায়া সত্তর বছর ভ্রমণ করিতে পারিবে।

ইমাম তিরমিযী (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : জান্নাতের প্রতিটি বৃক্ষের ডাল সোনার তৈরি। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান-গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইবন আবু হাতিম (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন : **وَوَظَلَّ مَمْنُونٌ** জান্নাতের এমন একটি বৃক্ষ যাহার ছায়া চতুর্দিকে একশত বছরের রান্তা ব্যাপী বিস্তৃত। উহার ছায়ায় বসিয়া জান্নাতীরা পরস্পর আলাপ-আলোচনা করিবে। আলোচনা প্রসঙ্গে তাহাদিগের দুনিয়ার ক্রীড়া-কৌতুক, খেল-তামাশা ও আনন্দ-উৎসবের কথা মনে পড়িবে। ইত্যবসরে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বায়ু প্রবাহিত করিবেন, যাহা সেই বৃক্ষটিকে নাড়া দিবে। তাহাতে দুনিয়ার গান-বাদ্যের রাগ-রাগিনী ও নুপুর-নিঙ্কনের মন মাতানো আওয়াজ আসিতে থাকিবে।

ইবন আবু হাতিম (র) আমর ইবন মায়মূন (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমর ইবন মায়মূন **وَوَظَلَّ مَمْنُونٌ** এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : জান্নাতের বৃক্ষের ছায়া সত্তর হাজার বছরের দূরত্ব বিস্তৃত হইবে। ইবন জারীর যথাক্রমে বুনদার, ইবন মাহদী ও সুফিয়ানের সূত্রে এই ধরনের একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন জারীর (র) আমর ইবন মায়মূন (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমর ইবন মায়মূন (র) বলেন, জান্নাতের বৃক্ষের ছায়া পাঁচ লক্ষ বছরের দূরত্ব ব্যাপী বিস্তৃত।

ইবন আবু হাতিম (র)..... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান (র) **وَوَظَلَّ** এর ব্যাখ্যায় বলেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, কোন দ্রুতগামী বাহন একশত বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া উহার ছায়া অতিক্রম করিতে পারিবে না।

আওফ (র) হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, একটি দ্রুতগামী বাহন একশত বছর ভ্রমণ করিয়াও উহার ছায়া অতিক্রম করিতে পারিবে না।

যাহ্বাক, সুদ্দী ও আবু হারযা (র) **وَوَظَلَّ مَمْنُونٌ** এর ব্যাখ্যায় বলেন, জান্নাতের বৃক্ষের নীচের সুবিস্তৃত ছায়া কখনো শেষ হইবার নহে। সেথায় না পড়িবে সূর্যের কিরণ আর না লাগিবে সূর্যের তাপ। সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রকৃতি যেমন থাকে সেথায় সর্বক্ষণ তেমন অবস্থা বিরাজ করিবে।

ইবন মাসউদ (রা) বলেন, সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের মাঝামাঝি প্রকৃতি যেমন থাকে, জান্নাতে সর্বাবস্থায় তেমন অবস্থা বিরাজ করিবে।

আরো অনেক আয়াতে জান্নাতের ছায়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন : **كُلُّهَا** **ذُنْمٌ وَظِلُّهَا** - **فِي ظِلِّهَا وَعَيْنُونَ** - **وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا** ইত্যাদি।

“এবং সদা প্রবহমান পানি।”

সওরী (র) বলেন, জান্নাতের পানি খননকৃত নালা দিয়া নয় বরং সমতল ভূমিতে অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রবাহিত হয়। এই বিষয়ে উপরে আলোকপাত করা হইয়াছে।

فَاكْهَةٌ كَثِيرَةٌ অর্থাৎ জান্নাতীদের নিকট থাকিবে রং-বেরংয়ের প্রচুর ফল-ফলাদি। যাহা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই। কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কোন মানুষের অন্তরে কল্পনায় জাগে নাই। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهَا
مُتَشَابِهًا

অর্থাৎ যখনই জান্নাতীদিগকে ফল-মূল খাইতে দেওয়া হইবে, তখনই তাহারাই বলিবে, আমরাদিগকে পূর্বে জীবিকারূপে যাহা দেওয়া হইত ইহাতে তাহাই। তাহাদিগকে অনুরূপ ফলই দেওয়া হইবে। অর্থাৎ জান্নাতীদিগকে যেই ফল-ফলাদি দেওয়া হইবে আকার-আকৃতিতে যেইগুলি একই রকম হইবে, কিন্তু স্বাদ হইবে প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন।

সিদরাতুল মুনতাহ বর্ণনা প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : উহার পাতাগুলি হাতির কানের ন্যায় এবং উহার এক একটি ফল হিজ্র অঞ্চলের মটকার ন্যায় বড়।

ইবন আব্বাস (রা) হইতে মালিকের হাদীস হইতে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন : একবার সূর্য গ্রহণ লাগিবার পর লোকদেরকে সাথে লইয়া রাসূল (স) নামায পড়েন। নামায শেষে সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে আল্লাহর রসূল! আমরা দেখিলাম যে, এই স্থানে দাঁড়াইয়া আপনি কি যেন ধরিতে চাইলেন আবার পিছন দিকে সরিয়া আসিলেন। (ব্যাপারটা কি?) উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি তখন জান্নাত দেখিতে পাইয়া উহার একটি আগুরের থোকা লইতে চাইয়াছিলাম। যদি লইতে পারিতাম তাহা হইলে কিয়ামত পর্যন্ত তোমরা সকলে উহা হইতে খাইতে পারিতে।

হাফিজ আবু ইয়াল্লা (র) জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির (রা) বলেন, একদিন আমরা জোহরের সালাত আদায় করিতেছিলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) সামনে অগ্রসর হইলেন। দেখিয়া আমরাও তাঁহার সহিত অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হাত বাড়াইয়া কি যেন ধরিতে চাইলেন আবার পিছনে ফিরিয়া আসিলেন। সালাত হযরত কা'ব (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আপনাকে সালাতের মধ্যে এমন একটি কাজ করিতে দেখিলাম, ইতিপূর্বে আর কখনো যা আপনি করে নাই। রাসূল (সা) বলিলেন : তখন আমাকে জান্নাত এবং জান্নাতের শোভা-সৌন্দর্য দেখানো হইয়াছিল। দেখিয়া আমি জান্নাত হইতে একটি আগুরের থোকা লইতে চাইয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ উহার ও আমার মাঝে পর্দা পড়িয়া যায়। যদি উহা আনিতো পারিতাম তো পৃথিবীর সকলেই জীবনভর উহা খাইতে পারিত। তাহাতে তাহা মোটেও হাস পাইতো না।

ইমাম আহমদ (র) আমির ইবন যায়েদ বাকালী (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমির ইবন যায়েদ (র) বলেন, 'আমি উতবা ইবন আবদ সুলামী (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, এক বেদুঈন লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হাউজে কাওসার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল এবং জান্নাতের কথা উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জান্নাতে কি ফল থাকিবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, জান্নাতে ফল থাকিবে। তথায় তুবা নামক একটি বৃক্ষও আছে। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল যে, সেই বৃক্ষটিকে আমাদের দেশের কোন বৃক্ষের সহিত তুলনা করা যায়? রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাদের দেশে তেমন কোন বৃক্ষ নাই। তুমি কি কখনো শামদেশে গিয়াছ? লোকটি বলিল, জ্বী না, যাই নাই। রাসূল (সা) বলিলেন, তুবা বৃক্ষটি শাম দেশের জাওয়া নামক একটি বৃক্ষের ন্যায় যাহার গোড়ার দিকে একটি মাত্র কাণ্ড থাকে যাহার উপর দিক চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়। অতঃপর প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করিল, জান্নাতের নিকট আগুরের থোকা কত বড় হইবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : একটি কালো কাক এক মাস ভ্রমণ করিয়া যতদূর যাইতে পারে জান্নাতের একটি আগুরের থোকা তত বড়। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, বৃক্ষটির কাণ্ড কতটুকু মোটা হইবে? রাসূল (সা) বলিলেন,

তুমি যদি একটি উটের বাচ্চা ছাড়িয়া দাও উহা বৃক্ষের চতুর্দিকে অবিরাম দৌড়াইতে থাকে তো। তোমার উট দুর্বল হইয়া পড়িয়া যাইবে কিন্তু বৃক্ষের ব্যাপ্তির শেষ হইবে না। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিল যে, তাহাতে কি আগুরও ধরিবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ। এইবার লোকটি জিজ্ঞাসা করিল যে, আগুরের একটি দানা কতটুকু বড় হইবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তোমার আব্বা কি কখনো মোটা তাজা একটি বকরী যবাহ করিয়া উহার চামড়া খসাইয়া তোমার আশ্রম হাতে দিয়া বলে নাই যে, নাও ইহা দ্বারা মশক বানাইয়া লও? লোকটি বলিল, হ্যাঁ। রাসূল (সা) বলিলেন : বুঝে নাও যে, জান্নাতের একটি আগুর ঠিক এতটুকু বড় হইবে। তারপর লোকটি বলিল যে, তাহা হইলে তো উহার একটি দানা আমি এবং আমার পরিবারের সকলে পেট ভরিয়া খাইতে পারিব? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ তোমার পাড়া-প্রতিবেশীর সকলে তৃপ্তি সহকারে খাইতে পারিবে।

لَا مَقْطُوعَةَ وَلَا مَمْنُوعَةَ অর্থাৎ জান্নাতের ফল কোন মওসুমেই শেষ হইবে না। যে কোন মওসুমেই যে কোন ফল পাওয়া যাইবে। যে যখন যেই ফল খাইতে ইচ্ছা করিবে, তখনই সে উহা সম্মুখে উপস্থিত পাইবে। কোন কিছুই তাহাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলেন, কাঁটা, দূরত্ব বা অন্য কোন কারণে জান্নাতের ফল আহরণে জান্নাতীদের কোন ব্যাঘাত পাইতে হইবে না। জান্নাতের ফলের বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কেহ যদি জান্নাতের একটি ফল আহরণ করে তাহার পরিবর্তে সেখানে আরেকটি ফল সৃষ্টি হইয়া যাইবে।

وَفُرْشٍ مَّرْفُوعَةٍ অর্থাৎ জান্নাতে উঁচু উঁচু নরম ও আরামদায়ক বিছানা থাকিবে।

ইমাম নাসায়ী ও ইমাম তিরমিযী (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) -এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : পৃথিবী হইতে আকাশ যতটুকু উঁচু জান্নাতের বিছানা ততটুকু উঁচু হইবে। আকাশ ও যমীনের মাঝে দূরত্ব হইল পাঁচশত বছরের রাস্তা।

ইবন আবু হাতিম (র) হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) وَفُرْشٍ مَّرْفُوعَةٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, জান্নাতীদের বিছানা আশি বছরের দূরত্ব পরিমাণ।

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْيًا اتْرَابًا لِأَمْحَابِ الْيَمِينِ-

"আমি উহাদিগকে (হুর্দিগকে) বিশেষভাবে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর উহাদিগকে কুমারী সোহাগিনী ও সমবয়স্কা বানাইয়াছি।"

এইখানে পূর্বে হুর্দের কথা উল্লেখ না করিয়াই যমীর (সর্বনাম) ব্যবহার করা হইয়াছে। কারণ ইহার পূর্বের আয়াতে জান্নাতীদের শয্যার কথা আলোচনা করা

হইয়াছে। ইহাতে স্বভাবত তাহাদিগের কথা স্মরণ আসে যাহারা পুরুষদের সংগীণীরূপে এই শয্যায় থাকিবে বিধায় তাহাদিগের কথা উল্লেখ না করিয়া শুধুমাত্র যমীর ব্যবহার করা যথেষ্ট মনে করা হইয়াছে। যেমন হযরত সুলায়মান (আ)-এর কাছিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে **حتى توارت بالحجاب** (এমন কি উহা তথা সূর্য পর্দার আড়ালে লুকাইয়া গিয়াছে।) এইখানে সূর্যের কথা পূর্বে উল্লেখ না করিয়াই পূর্বাপর লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়াই সূর্যের যমীর তথা সর্বনাম উল্লেখ করিয়া **تَوَارَتْ** বলা হইয়াছে।

আবু উবায়দা (র) বলেন, যমীর ব্যবহারের পূর্বে **الْوُؤُ كَأَمْثَالِ الْوُؤُ** এই আয়াতে হ্রের কথা বলা হইয়াছে বিধায় আলোচ্য আয়াতে যমীর ব্যবহার করাতে কোন অনিয়ম বা ব্যতিক্রম হয় নাই।

أَنَا أَنْشَأُهُنَّ এর অর্থ হইল যাহারা এক কালে যৌবন হারা বৃদ্ধা ছিল আমি তাহাদিগকে পুনরায় কুমারী সোহাগীণী ও লাভণ্যময়ী সমবয়স্কা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। রূপ লাভণ্য দেহ-সৌষ্ঠব ও সচ্চরিত্রতার কারণে ইহারা স্বামীদের নিকট যারপর নাই প্রিয় ও আদরণীয় হইবে। কেহ কেহ বলেন : **عُرِيًا** অর্থ অভিমানী নারী।

মূসা ইবন উবাইদ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) **أَنَا أَنْشَأُهُنَّ** এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : ইহারা হইল তাহারা দুনিয়াতে যাহারা ছিল যৌবন হারা বৃদ্ধা। ইমাম তিরমিযী, ইবন জারীর এবং ইবন আবু হাতিমও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযীর মতে হাদীসটি গরীব। এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে মূসা ও ইয়াযীদ দুর্বল বলিয়া বিবেচিত।

ইবন আবু হাতিম (র) সালামা ইবন ইয়াযীদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সালামা ইবন ইয়াযীদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) **أَنَا أَنْشَأُهُنَّ** এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, “দুনিয়ার কুমারী-অকুমারী প্রত্যেকেই জান্নাতে কুমারী বানাইয়া দেওয়া হইবে।”

হুমায়দ (রা) হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান (রা) বলেন, একদিন এক বৃদ্ধা মহিলা বলিল যে, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করেন, যেন তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হে অমুকের মা! বৃদ্ধা মহিলারা তো জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ (সা) উপস্থিত সাহাবীদিগকে বলিলেন, বৃদ্ধাকে ডাকিয়া বলিয়া দাও যে, যখন সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে, তখন বৃদ্ধা থাকিবে না। আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন **أَنَا أَنْشَأُهُنَّ** ইমাম তিরমিযী (র) শামায়েলে তিরমিযীতে আবদ ইবন হুমায়দের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবুল কাসিম তাবারানী (র) উম্মে সালামা (রা) হইতে বর্ণিত বর্ণনা করেন। উম্মে সালামা (রা) বলেন : আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! পবিত্র কুরআনে বর্ণিত **حُورٌ عِينٌ** এর অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, **حُورٌ عِينٌ** অর্থ এমন ছর যাহাদিগের চোখগুলি বড় বড় এবং মাথার চুল শকুনের পালকের ন্যায় 'কালো'। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলাম, হুয়র! **الْمَكْنُونِ** অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, জান্নাতের ছর সকল মানুষের হাত স্পর্শ করে নাই। বিনুকের মধ্যে সংরক্ষিত মুক্তার ন্যায় পরিচ্ছন্ন ও সুরক্ষিত। তারপর আমি বলিলাম **فِيهِنَّ** মধ্যে সংরক্ষিত মুক্তার ন্যায় পরিচ্ছন্ন ও সুরক্ষিত। তারপর আমি বলিলাম **حَسَانٌ** এর অর্থ কি আমাকে বলিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ইহার অর্থ হইল, জান্নাতী রমণীগণ উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং অত্যন্ত রূপসী হইবে। তারপর আমি বলিলাম, **كَأَنَّهِنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ** অর্থ কি বলিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, জান্নাতের ছরগণ ডিমের ভিতরের পাতলা পর্দার ন্যায় নাজুক ও কোমল হইবে। অতঃপর **عُرِيًا** এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ইহার অর্থ হইল যে জান্নাতী মহিলা, যারা দুনিয়াতে বৃদ্ধ হইয়া যৌবন হারাইয়া ফেলিয়াছিল; আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তাহাদিগকে পুনরায় কুমারী সোহাগীণী ও একই সময় জন্মলাভকারী স্বামীদের সমবয়স্কা বানাইয়া দেওয়া হইবে। তাহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! দুনিয়ার জান্নাতী নারীগণ শ্রেষ্ঠ না কি জান্নাতের ছরগণ শ্রেষ্ঠ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, গালিচার বহিঃ পরিচ্ছদের চেয়ে অন্তঃপরিচ্ছদ যেমন শ্রেষ্ঠ, জান্নাতের ছরদের চেয়ে দুনিয়ার জান্নাতী নারীগণ তেমনি শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি জানিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : কারণ তাহারা নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং আল্লাহর ইবাদত করে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগের মুখমণ্ডলকে নূর দ্বারা এবং সমগ্র দেহকে রেশমী বস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া দিবেন। তাহাদিগের দেহের বর্ণ হইবে সাদা, পোষাক হইবে সবুজ, অলংকারাদি হইবে হলুদ এবং চিরুণী হইবে সোনার তৈরি। তাহারা বলিবে :

نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَمُوتُ أَبَدًا
وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسُ أَبَدًا
وَنَحْنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَا فَظَعْنَ أَبَدًا
وَنَحْنُ الرَّاظِيَّاتُ فَلَا نُحِطُّ أَبَدًا
طُوبَى لِمَنْ كُنَّالَهُ وَكَانَ لَنَا

অর্থাৎ আমরা চিরকাল বাঁচিয়া থাকিব কখনও মৃত্যুবরণ করিব না। আমরা চির সুখী কখনও আমরা সম্পদহারা হইব না। আমরা নিজ আবাসস্থলে অবস্থানকারী কখনো

আমরা সফরে যাইব না। আমরা আমাদের স্বামীদের প্রতি তুষ্ট, কখনো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিব না। ভাগ্যবান তিনি আমরা যাহার এবং যিনি আমাদের।

অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে অনেক মহিলা দুই, তিন, চার বা ততোধিক স্বামীর ঘর করে। এখন যদি মৃত্যুর পর সে এবং তাহার সব কয়জন স্বামীও জান্নাতে যায়, তাহা হইলে জান্নাতে তাহার স্বামী কে হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “এমন মহিলাকে তন্মধ্যে হইতে যে কোন একজন স্বামী গ্রহণ করিবার অধিকার দেওয়া হইবে। তাহাদিগের মধ্যে যাহার স্বভাব-চরিত্র ও আচার-ব্যবহার ভালো ছিল, সে তাহাকেই বাছিয়া লইয়া বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার এই স্বামী আমার সহিত সকলের চেয়ে ভালো ব্যবহার করিয়াছে, আপনি ইহার সহিত আমাকে বিবাহ দিয়া দিন। শোন, উম্মে সালামা! সন্মতিক্রমেই দুনিয়া ও আখিরাতের সমূহ কল্যাণ লইয়া গেল।”

এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কিয়ামতের দিন সমস্ত ঈমানদারকে জান্নাতে লইয়া যাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশ করিবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন : আমি তোমার সুপারিশ কবুল করিলাম এবং সকল ঈমানদারকে জান্নাতে লইয়া যাওয়ার অনুমতি দিলাম। এই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন, যেই সত্তা আমাকে সত্য নবীরূপে দুনিয়াতে প্রেরণ করিয়াছেন তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমাদিগের দুনিয়ার ঘর-দরজা, স্ত্রী-সন্তান তোমাদিগের নিকট যেমন পরিচিত, জান্নাতীদের নিকট তাহাদিগের জান্নাতের ঘর-দরজা ও স্ত্রী তদপেক্ষা বেশী পরিচিত হইবে। প্রত্যেক জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশ করিয়া বাহ্যতর জন হর স্ত্রী এবং দুনিয়ার জান্নাতী মহিলাদের হইতে দুইজন স্ত্রী লাভ করিবে। দুনিয়াতে আল্লাহর ইবাদত করার কারণে দুনিয়ার স্ত্রীগণ হরদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে। ইহারা ইয়াকূতের তৈরি প্রাসাদে সোনার তৈরি পালংকে শয়ন করিবে। তাহারা মিহি রেশমের তৈরি সস্তর জোড়া পোষাক পরিধান করিবে। জান্নাতীরা এক এক করিয়া প্রত্যেকের সহিত সহবাস করিবে। তাহাদিগের কুমারীত্ব কখনো বিলুপ্ত হইবে না। স্বামী-স্ত্রী কেহই কখনো ক্লান্ত হইবে না। সহবাস যতই করুক, কখনো স্বামীর যৌনাঙ্গ শিথিল হইবে না। সহবাসে কাহারোই বীর্যপাত হইবে না।

আব্দুল্লাহ ইব্ন ওহাব (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতীরা কি স্ত্রী সহবাস করিবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “হ্যাঁ, করিবে। উত্তম পদ্ধতিতে খুব ভালো করিয়া করিবে। সহবাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে স্ত্রীগণ পূর্বের ন্যায় পবিত্র ও কুমারী হইয়া যাইবে।”

তাবারানী (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “জান্নাতীগণ স্ত্রী সহবাস করিবার পর সাথে সাথে স্ত্রীগণ পূর্বের ন্যায় কুমারী হইয়া যাইবে।”

আবু দাউদ তায়ালিসী (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদেরকে অসংখ্য স্ত্রীদের সহিত সহবাস করিবার ক্ষমতা দান করিবেন। শুনিয়া হযরত আনাস (রা) বলিলেন, হুয়ূর! জান্নাতীরা অসংখ্য স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে পারিবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “এক একজন জান্নাতীকে একশত সুপুরুষের শক্তি দান করা হইবে।”

আবুল কাসিম তবরানী আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতে কি আমরা স্ত্রী সহবাস করিব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “এক একজন জান্নাতী দৈনিক একশত কুমারী নারীর সহিত সহবাসে লিপ্ত হইবে।”

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, عُرْبًا অর্থ স্বামীর প্রিয় ও আদরণীয়া নারী। যাহাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, عُرْبٌ অর্থ স্ত্রীগণ স্বামীদের প্রতি আসক্ত হইবে এবং স্বামীরা স্ত্রীদের প্রতি আসক্ত হইবে। আব্দুল্লাহ ইব্ন মারজাম, মুজাহিদ, ইকরিমা, আবুল আলিয়া, ইয়াহুইয়া কাসীর, আতিয়া, হাসান, কাতাদা এবং যাহ্বাক (র) সহ আরো অনেকে এই অর্থ সমর্থন করিয়াছেন। শু'বা (র) সিমাক (র)-এর মাধ্যমে ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইকরিমা (র) বলেন, عُرْبٌ অর্থ অভিমানী নারী।

তামীম ইব্ন হাযলাম (র) বলেন, عُرْبٌ অর্থ যে নারী সর্বদা স্বামীর মন জয় করিয়া রাখে। যায়দ ইব্ন আসলাম ও তাহার ছেলে আব্দুর রহমান (র) বলেন, عُرْبٌ অর্থ যে নারীর ভাষা মধুর।

ইব্ন আবু হাতিম আবু মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবু মুহাম্মদ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “জান্নাতী রমণীগণের ভাষা হইবে আরবী।”

أَثْرَابًا যাহ্বাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, أَثْرَابًا অর্থ সমবয়স্কী তথা জান্নাতে নারী পুরুষ সকলেরই বয়স হইবে তেত্রিশ বছর।

মুজাহিদ (র) বলেন, أَثْرَابٌ অর্থًا জান্নাতী রমণীদের স্বভাব-চরিত্র ঠিক স্বামীদের স্বভাব-চরিত্রের মত হইবে।

সুদী (র) বলেন, أَثْرَابٌ অর্থ জান্নাতী রমণীদের চরিত্র এমন হইবে যে, তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর কোন হিংসা বিদ্বেষ থাকিবে না। যেরূপ সতীনদের মধ্যে হিংসা হইয়া থাকে।

ইব্ন আবু হাতিম (র) হাসান ও মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান ও মুহাম্মদ (র) বলেন, عُرْبًا أَثْرَابًا অর্থ সকল জান্নাতী রমণীর বয়স একই রকম হইবে।

ফলে তাহারা অসংকোচে একত্রে মিলিয়া-মিশিয়া থাকিবে এবং একত্রে খেলাধূলা করিবে।

আবু ইসা তিরমিযী (র) আর্না (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, জান্নাতী হুরগণ মাঝে মধ্যে একত্রিত হইয়া উচ্চস্বরে এমন মধুর কণ্ঠে গাইবে যা কোন মানুষ কখনো শ্রবণ করে নাই। তাহারা বলিবে :

نحن الخالدات فلانبيد * ونحن الناعمات فلانباس

نحن الراضيات فلانها * طوبى لمن كان لنا وكناله

হাফিজ আবু ইয়ালা (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, হুরগণ জান্নাতে গান গাইবে। তাহারা বলিবে :

نَحْنُ خَيْرَاتُ حَسَانٍ - خُلِقْنَا لِزَوْاجِ كِرَامٍ
অর্থাৎ আমরা পূত-পবিত্র নিষ্কলংক
রূপসী নারী। মহান স্বামীদের জন্যই আমরাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

ইমাম আব্দুর রহীম ইবন ইবরাহীম (র) আনাস (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন :

لَا مَحَابِبَ الْيَمِينِ ইহার কয়েকটি অর্থ হইতে পারে। হয়ত জান্নাতী রমণীদিগকে আসহাবুল ইয়ামীনদের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে অথবা তাহাদিগকে আসহাবুল ইয়ামীনদের জন্য সংরক্ষণ করিয়া রাখা হইয়াছে। কিংবা তাহাদিগকে আসহাবুল ইয়ামীনদের সহিত বিবাহ দেওয়া হইবে। তবে বাহ্যত বুঝা যায় যে لَا مَحَابِبَ الْيَمِينِ এর সম্পর্ক اِنَّا اَنْشَأْنَهُنَّ এর সহিত অর্থাৎ আমি জান্নাতী রমণীদিগকে আসহাবুল ইয়ামীনের জন্য সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি- এই অর্থটিই যুক্তিসংগত। ইবন জারীর (র) এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

আবু সুলায়মান দারানী (র) বলেন, আমি এক রাতে নামায পড়িয়া বসিয়া দু'আ করিতেছিলাম। প্রচণ্ড শীতের কারণে আমি এক হাত তুলিয়াই দু'আ করি। অতঃপর আমি ঘুমাইয়া পড়ি। ঘুমের মধ্যে এমন একজন রূপসী হুর দেখিতে পাই যাহার মত রূপ-সৌন্দর্য জীবনে কেহ কখনো দেখে নাই। সে আমাকে বলিতেছিল, হে আবু সুলায়মান! তুমি এক হাতে দু'আ করিতেছ আর আমি পাঁচশত বছর পর্যন্ত জান্নাতে তোমার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করিতেছি।

আমার মতে لَا مَحَابِبَ الْيَمِينِ পূর্ববর্তী শব্দ اِنْرَابًا এর সহিতও সম্পর্কিত হইতে পারে। তখন অর্থ হইবে জান্নাতী রমণীরা আসহাবুল ইয়ামীনের সমবয়স্কা।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটি পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে। তারপর যাহারা প্রবেশ করিবে তাহারা হইবে আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়। জান্নাতীদের পেশাব পায়খানা হইবে না। মুখ হইতে থুথু এবং নাক হইতে শ্লেষ্মা বাহির হইবে না। তাহারা স্বর্ণের চিরঞ্জী ব্যবহার করিবে। দেহের ঘাম হইবে মিশকের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত। ডাগর চোখা সুনয়না হুর হইবে তাহাদিগের স্ত্রী। সকলের স্বভাব-চরিত্র, মন-মানসিকতা হইবে একই রকম এবং আদম (আ)-এর ন্যায় ষাট হাত লম্বা হইবে।

আবাবানী (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, “জান্নাতীদের দেহে কোন লোম এবং মুখে দাঁড়ি থাকিবে না। তাহাদিগের দেহের রং হইবে সাদা, মাথার চুল হইবে কৌকড়ানো চক্ষু হইবে সুরমা মাখা। তেত্রিশ বছর বয়সের আদম (আ)-এর ন্যায় ষাট হাত লম্বা এবং সাত হাত চওড়া হইবে।

ইমাম তিরমিযী (র) মু'আয ইবন জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন। মু'আয ইবন জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “জান্নাতীদের দেহে কোন লোম এবং মুখে দাঁড়ি থাকিবে না। তাহাদিগের চোখ হইবে সুরমা মাখা এবং তাহাদিগের বয়স হইবে তেত্রিশ বছর।

ইবন ওয়াহাব (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, মৃত্যুর সময় ছোট হউক বা বড় হউক জান্নাতে প্রত্যেক জান্নাতীই তেত্রিশ বছর বয়সের যুবক হইবে। বয়স কখনো ইহার উপর বৃদ্ধি পাইবে না। জাহান্নামীদের অবস্থাও তদ্রূপ।

আবু বকর ইবন আবুদুনিয়া আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : জান্নাতে প্রবেশ করার সময় জান্নাতীগণ আদম (আ)-এর ন্যায় ফেরেশতাদের হাতের ষাট হাত লম্বা, ইউসুফ (আ)-এর ন্যায় সুদর্শন হইবে এবং হযরত ঈসা (আ)-এর আয়ুর ন্যায় তেত্রিশ বছর বয়সের হইবে। আর ভাষা হইবে মুহাম্মদ (সা)-এর ভাষা আরবী। তাহাদিগের দেহের কোথাও কোন লোম এবং মুখে দাঁড়ি থাকিবে না। চক্ষু হইবে তাহাদের সুরমা মাখা।”

আবু বকর ইবন আবু দাউদ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : জান্নাতীরা আদম (আ)-এর ন্যায় লম্বা এবং হযরত ঈসা (আ)-এর আয়ুর সমান তেত্রিশ বছর বয়সের হইবে। তাহাদিগের দেহের কোথাও কোন লোম এবং মুখে দাঁড়ি থাকিবে না। (মাথার চুল ব্যতীত) চক্ষু হইবে তাহাদের সুরমা মাখা। এই অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করার পর

তাহাদিগকে জান্নাতের একটি বৃক্ষের নিকট লইয়া যাওয়া হইবে। এবং উহার হইতে এমন পোষাক পরিধান করান হইবে তাহাদিগের পোষাক কখনো পুরাতন বা মলিন হইবে না এবং যৌবন কখনো বিলুপ্ত হইবে না।

ثُمَّ مِنَ الْأُولَىٰ وَثُمَّ مِنَ الْآخِرِينَ অর্থাৎ আসহাবে ইয়ামীনদের একদল লোক হইবে পূর্ববর্তীদের হইতে এবং একদল হইবে পরবর্তীদের হইতে।

ইবন আবু হাতিম (র) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন বলিলেন : “একবার উম্মতসহ সকল নবীদেরকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। নবীগণ এক একজন করিয়া উম্মতসহ আমার সম্মুখে দিয়া অতিক্রম করিত। কোন নবীর সহিত বড় একদল, কোন নবীর সহিত মাত্র তিনজন করিয়া উম্মত ছিল। আবার কাহারো সহিত কোন উম্মতই ছিল না। বর্ণনাকারী কাতাদা (র) এতটুকু বর্ণনা করিয়া বলিলেন, أَلَيْسَ مِنْكُمْ أَلَيْسَ مِنْكُمْ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কি এক বিবেকবান লোকও নাই? এক পর্যায়ে হযরত মুসা (আ) বনী ইসরাঈলের বিরূপ একটি দল সহকারে আমার পার্শ্ব অতিক্রম করেন। দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ! এই লোকটি কে? আল্লাহ বলিলেন, এই লোকটি তোমার ভাই হযরত মুসা ইবন ইমরান। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতরা কোথায়? আল্লাহ বলিলেন, তুমি তোমার ডান দিকে তাকাইয়া দেখ। আমি ডান দিকে তাকাইয়া বিপুল পরিমাণ লোক দেখিতে পাইলাম। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সন্তুষ্ট আছ? আমি বলিলাম হ্যাঁ, আল্লাহ! আমি সন্তুষ্ট আছি। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, এইবার তুমি তোমার বাম প্রান্তে তাকাইয়া দেখ। আমি বাম প্রান্তে তাকাইয়াও অসংখ্য মানুষ দেখিতে পাইলাম। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি খুশী আছ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, আল্লাহ! আমি খুশী আছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, ইহাদের সহিত আরো সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে এই কথা শুনিয়া বনী বনু আসাদ গোত্রের উকাশা ইবন মিহসান (রা) নামক এক বদরী সাহাবী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ আমাকেও সেই সত্তর হাজারের মধ্যে शामिल করিয়া নেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “হে আল্লাহ! তুমি এই লোকটিকে তাহাদিগের মধ্যে शामिल করিয়া নাও।” দেখাদেখি আরেক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, হযর! আমার জন্যও দু'আ করুন! রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “উকাশা তোমার পূর্বে বিজয় লইয়া গিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : আমার মাতা-পিতা তোমাদের জন্য উৎসর্গ! তোমরা যদি পার তো এই সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাও। যাহারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর যদি না পার

তাহা হইলে মুজাহিদ দলের অন্তর্ভুক্ত হও। আর যদি তাহাও না পার তাহা হইলে অন্ততপক্ষে নাজাতপ্রাপ্ত ওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত হও। অতঃপর রাসূল (সা) বলিলেন : আমি আশা করি যে, তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হইবে। শুনিয়া আমরা তাকবীর ধ্বনি দিলাম। অতঃপর বলিলেন : আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হইবে। শুনিয়া তাকবীর ধ্বনি দিলাম। তিনি আবার বলিলেন, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হইবে। শুনিয়া আমরা তাকবীর ধ্বনি দিলাম। অতঃপর তিনি ثُمَّ مِنَ الْأُولَىٰ وَثُمَّ مِنَ الْآخِرِينَ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। অবশেষে আমরা পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলাম যে, বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারী এই সত্তর হাজার কাহারো? তখন আমরাই স্থির করি যে, যাহারা জন্মগতভাবে মুসলমান জীবনে কখনো শিরক করে নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) শুনিয়া বলিলেন, না ইহারা নয় বরং যাহারা ঝাড়-ফুক করায় না, কাল গ্রহণ করে না এবং সদা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল রাখে।

ইবন জারীর (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ثُمَّ مِنَ الْأُولَىٰ وَثُمَّ مِنَ الْآخِرِينَ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : “পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই আমার উম্মতের মধ্য হইতে হইবে।”

(৪১) وَأَصْحَابُ الشَّالَىٰ مَا أَصْحَابُ الشَّالَىٰ ۝

(৪২) فِي سُنُومٍ وَحَبِيمٍ ۝

(৪৩) وَظِلٍّ مِّنْ يَحْتُمِي ۝

(৪৪) لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٍ ۝

(৪৫) إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۝

(৪৬) وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ۝

(৪৭) وَكَانُوا يَقُولُونَ هَٰ آيَاتُنَا وَكُنَّا ثَرَابًا وَعِظَامًا ءِإِنَّا

كَبَعُوثُونَ ۝

- (৪৮) أَوَابًاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۝
 (৪৯) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۝
 (৫০) لَكَجُوعُونَ ۝ إِلَىٰ مَبِئَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝
 (৫১) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ۝
 (৫২) لَأَكَلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ ۝
 (৫৩) فَمَا لِيُونِ مِنْهَا الْبُطُونَ ۝
 (৫৪) فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ۝
 (৫৫) فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهَلِيمِ ۝
 (৫৬) هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ۝

৪১. আর বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল!
 ৪২. উহারা থাকিবে অত্যাশ্রয় বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে,
 ৪৩. কৃষ্ণবর্ণ ধুম্রের ছায়ায়,
 ৪৪. যাহা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়।
 ৪৫. ইতিপূর্বে উহারা তো মগ্ন ছিল ভোগ-বিলাসে
 ৪৬. এবং উহারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে।
 ৪৭. উহারা বলিত, 'মরিয়া অস্থি-মুক্তিকায় পরিণত হইলেও কি পুনরুত্থিত হইব আমরা?
 ৪৮. এবং আমাদিগের পূর্ব পুরুষগণও?
 ৪৯. বল, 'অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ এবং পরবর্তীগণ—
 ৫০. সকলকে একত্রিত করা হইবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।
 ৫১. অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা!
 ৫২. তোমরা অবশ্যই আহার করিবে যাক্কুম বৃক্ষ হইতে,
 ৫৩. এবং উহা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করিবে,
 ৫৪. তারপর তোমরা পান করিবে অত্যাশ্রয় পানি—

৫৫. পান করিবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়।
 ৫৬. কিয়ামতের দিন ইহাই হইবে উহাদিগের আপ্যায়ন।

তাফসীর : আসহাবুল ইয়ামীনের আলোচনা শেষ করিয়া আল্লাহ তা'আলা আসহাবুশ শিমাল অর্থাৎ বাম দিকের দলের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ অর্থাৎ আসহাবুশ শিমাল অর্থাৎ বাম দিকের দলের অবস্থা কিরূপ হইবে? অতঃপর উহা ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

অর্থাৎ উহারা থাকিবে অত্যাশ্রয় বায়ু উত্তপ্ত পানি ও কৃষ্ণবর্ণ ধুম্রের ছায়ায়, যাহা শীতলও নয়, আরামদায়কও নয়।

এর অর্থ ওظِلُّ مِنَ يَحْمُومٍ অর্থ গরম পানি। অর্থ গরম বায়ু এবং سَمُومٍ অর্থ গরম পানি। ইবন আব্বাস (রা)-এর মতে ধুম্র। মুজাহিদ, ইকরিমা, আবু সালিহ, কাতাদা এবং সুদী (র) সহ আরো অনেকে এই অর্থ সমর্থন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

انْطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثُلثِ شُعْبٍ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِكَ الْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ وَيَلُومُنَدُّ لِلْمُكَذِّبِينَ-

অর্থাৎ চল তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া শীতল নহে এবং যাহা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হইতে, ইহা উৎক্ষেপ করিবে বৃহৎ স্কুলিংগ অট্টালিকা তুল্য, উহা পীতবর্ণ উষ্ট্র শ্রেণী সদৃশ, সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

অর্থাৎ সেই ধুম্র আরামদায়কও হইবে না চোখেও ভালো লাগিবে না। যাহ্‌হাক (র) বলেন : যে সব পানীয় সুস্বাদু নয়, উহা কَرِيمٌ নহে।

ইবন জারীর (র) বলেন : কোন বস্তুর মন্দত্ব বুঝাইবার জন্য আরবরা لَأَكْرِيمٌ শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকে। যেমন তাহারা বলে : هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم - هذه الدار ليس بنظيفة ولا كريمة - هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم - ইত্যাদি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

অর্থাৎ এই শ্রেণীর লোকের এই আযাবগুলি এইজন্য ভোগ করিতে হইবে যে, দুনিয়াতে তাহারা আল্লাহর নিয়ামত পাইয়া ভোগ-বিলাসে মগ্ন হইয়া গিয়াছিল; রাসূলদের কোন কথার প্রতি কর্ণপাত করে নাই।

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ এবং তাহারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্ম তথা আল্লাহর প্রতি কুফর, প্রতিমা সমূহকে রব সাব্যস্ত করা ইত্যাদিতে। কখনো তওবা করিয়া সৎ পথ অবলম্বন করিবার চিন্তাও করে নাই। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, الْحِنثِ الْعَظِيمِ অর্থ শিরক। মুজাহিদ, ইকরিমা, যাহ্বাক, কাতাদা এবং সুদ্দী (র) সহ অনেকেই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। শা'বী (র) বলেন : الْحِنثِ الْعَظِيمِ অর্থ ইয়ামীনে গুম্বুস তথা মিথ্যা শপথ।

وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَائُنَا
الْأَوَّلُونَ -

অর্থাৎ কাফির-মুশরিকরা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করিয়া এবং উহার বাস্তবায়নকে অসম্ভব মনে করিয়া বলে যে, আমরা যখন মরিয়া অস্থি ও মুক্তিকায় পরিণত হইয়া যাইব তখন কি আমরা এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষরা পুনরুত্থিত হইব?

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَرْثَا هَهُ مُهَامْءَد! অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনি তাহাদিগকে বলে দিন যে, পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকল আদম সন্তানকে কিয়ামতের চতুরে সমবেত করা হইবে। তোমাদিগের কেহই উহা হইতে রক্ষা পাইবে না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُوَخَّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْلُومٍ
يَأْتِ لَاتِكُمْ نَفْسٌ أَلْيَٰذَنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ -

অর্থাৎ ইহা সেই দিন যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হইবে। এবং আমি নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য উহা স্থগিত রাখি মাত্র। যখন সেদিন আসিবে তখন আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেহ কথা বলিতে পারিবে না। উহাদিগের মধ্যে কেহ হইবে হতভাগ্য ও কেহ ভাগ্যবান।

তাই এইখানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

أَرْثَا هَهُ مُهَامْءَد! অর্থাৎ কিয়ামতে দিবস নির্ধারিত ও সীমিত। নির্ধারিত সময় সীমার একটু আগেও হইবে না পরেও হইবে না; একটু কমও হইবে না বেশীও হইবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَأَكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زُقُومٍ فَمَا لَبِثُونَ مِنْهَا
الْبِطُونَ

অর্থাৎ হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারী দল! তোমরা অবশ্যই যাক্কুম বৃক্ষ হইতে আহার করিয়া উদর পূর্তি করিবে।

أَرْثَا هَهُ مُهَامْءَد! অর্থাৎ তারপর তোমরা পান করিবে তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায় অত্যক্ষু গরম পানি।

أَرْثَا هَهُ مُهَامْءَد! এর বহুবচন। অর্থ হইল, তৃষ্ণার্ত উট। ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও ইকরিমা (র) বলেন : أَرْثَا هَهُ مُهَامْءَد! অর্থ তৃষ্ণার্ত উট। এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইকরিমা (র) বলেন : أَرْثَا هَهُ مُهَامْءَد! অর্থ রুগ্ন উট, যে চুখিয়া পানি পান করে কিন্তু তাহাতে তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। সুদ্দী (র) বলেন : উটের এক ধরনের ব্যাধি যাতে আক্রান্ত হলে আর পিপাসা নিবারণ হয় না। এভাবে একদিন আক্রান্ত উটটি মরিয়া যায়। তদ্রূপ উষ্ণ পানি যতই পান করিবে তাহাতে জাহান্নামীদের পিপাসা নিবারণ হইবে না।

খালিদ ইব্ন মা'দান (র) হইতে বর্ণিত যে, তিনবার শ্বাস না ফেলিয়া তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায় একবারে এক ঢোকে পানি পান করিতে তিনি পছন্দ করিতেন না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

هَٰذَا نُزِّلَتْهُمُ يَوْمَ الدِّينِ অর্থাৎ উপরে যাহা উল্লেখ করা হইল উহা হইল কিয়ামতের দিন কাফির মুশরিকদের আপ্যায়ন। যেমন ঈমানদারদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَرْثَا هَهُ مُهَامْءَد! অর্থাৎ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا
যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহাদিগের আপ্যায়নের জন্য আছে জান্নাতুল ফিরদাউস।

(৫৭) نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ

(৫৮) أَكْفَرَيْتُمْ مَا تَدِينُونَ

(৫৯) أَمْ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ

(৬০) نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ

(৬১) عَلَّآ أَنْ تَبَدَّلَ آمثَالِكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ

(৬২) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَتَذَكَّرُونَ

৫৭. আমিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করিতেছ না?

৫৮. তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ তোমাদিগের বীর্যপাত সম্বন্ধে?

৫৯. উহা কি তোমরা সৃষ্টি কর না আমি সৃষ্টি করি?

৬০. আমি তোমাদিগের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করিয়াছি এবং আমি অক্ষম নহি-

৬১. তোমাদিগের স্থলে তোমাদিগের সদৃশ আনয়ন করিতে এবং তোমাদিগকে এমন এক আকৃতি দান করিতে যাহা তোমরা জান না।

৬২. তোমরা তো অবগত হইয়াছ প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে, তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন?

তাফসীর : যাহারা কিয়ামত এবং পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে এবং অসম্ভব মনে করে, তাহাদিগের প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا ۚ اর্থاً ৭ যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়া অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব দান করিয়াছেন, তিনি কি পুনরায় তোমাদিগকে সৃষ্টি করিতে পারিবেন না? ইহার পরেও কি তোমরা পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করিবে না?

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ - اَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ তোমরা বীর্য স্থাপন কর, না কি বীর্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলাই উহা স্থাপন করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ ۗ اর্থاً ৭ "আমিই তোমাদিগের মাঝে তথা আকাশ যমীনের সকলের মৃত্যু নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি।" اَوْ اَمْ نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلٰى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَاَنْ نُنشِئَكُمْ فِيْمَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ اর্থاً ৭ কিয়ামতের দিন তোমাদিগের এই সৃষ্টিকে পরিবর্তন করিয়া সম্পূর্ণ নতুনভাবে পুনরায় তোমাদিগকে সৃষ্টি করিতে আমি অপারগ নহি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولٰٓئِ فَلَوْ لَا تَذَكَّرُوْنَ তোমরা কিছুই ছিলে না, তোমাদিগের কোন অস্তিত্বই ছিল না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া চোখ, কান, অন্তর ইত্যাদি দান করিয়াছেন। ইহার পরেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না? এবং এই কথা উপলব্ধি করিবে না যে, যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন পুনরায় সৃষ্টি করা তাঁহার জন্য কোন সমস্যাই নহে? যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ۗ اর্থاً ৭ তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় তিনিই সৃষ্টি করিবেন। আর এই কাজ তাঁহার পক্ষে নিতান্তই সহজ।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانَ اٰنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ وَّضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ -

অর্থাৎ 'মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি শুক্রবিন্দু হইতে? অথচ পরে সে হইয়া পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। এবং সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া যায়; বলে অস্তিত্বে প্রাণ সঞ্চয় করিবে কে? যখন উহা পঁচিয়া গলিয়া যাইবে? বল, উহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চয় করিবেন তিনিই, যিনি ইহা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।'

অন্যত্র বলা হইয়াছে :

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًى - اَلَمْ يَكْ نُطْفَةٌ مِنْ مَّنِيٍّ يُمْنٰى - ثُمَّ كَانَ عَلَقًا فَخَلَقَ فَسَوٰى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتٰى -

অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে যে, তাহাকে অনর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হইবে? সে কি স্থলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? অতঃপর সে আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাহাকে আকৃতি দান করেন ও সূচাম করেন। অতঃপর তিনি তাহা হইতে সৃষ্টি করেন যুগল- নর ও নারী। তবুও কি স্রষ্টা মৃত্যুকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম নহেন?

(৬৩) اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرَثُونَ ۙ

(৬৪) اَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۙ

(৬৫) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطًا مَّا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۙ

(৬৬) اِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۙ

(৬৭) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۙ

(৬৮) اَفَرَأَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۙ

(৬৭) ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمَازِنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ

(৭০) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ

(৭১) أَفَرَأَيْتُمْ التَّارِيقَ تَوْرُونَ

(৭২) ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ

(৭৩) نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَرَمَاءً لِلْمُقَوِّينَ

(৭৪) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

৬৩. তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করিয়াছ কি?

৬৪. তোমরা কি উহাকে অংকুরিত কর, না আমি অংকুরিত করি?

৬৫. আমি ইচ্ছা করিলে ইহাকে খড়-কুটায় পরিণত করিতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবে তোমরা।

৬৬. তখন বলিবে, 'আমাদিগের তো সর্বনাশ হইয়াছে!'

৬৭. 'আমরা হুত-সর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছি।'

৬৮. তোমরা যে পানি পান কর, তাহা সম্পর্কে কি চিন্তা করিয়াছ?

৬৯. তোমরাই কি উহা মেঘ হইতে নামাইয়া আন, না আমি উহা বর্ষণ করি?

৭০. আমি ইচ্ছা করিলে উহা লবণাক্ত করিয়া দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?

৭১. তোমরা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ কি?

৭২. তোমরাই কি উহার বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?

৭৩. আমি ইহাকে করিয়াছি নিদর্শন এবং মরুচারীদিগের প্রয়োজনীয় বস্তু।

৭৪. সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : "তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?" জমি চাষ করিয়া উহাতে বীজ বপন করাকে আরবীতে *حَرَثٌ* বলা হয়।

অর্থ : "তোমরা যে বীজ বপন করিয়া উহা তোমরা অংকুরিত কর, না আমি অংকুরিত করি?" অর্থ : তোমরা নহ বরং আমিই রোপিত বীজকে যথাস্থানে স্থাপন করি এবং অংকুরিত করি।

ইবন জারীর (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "তোমরা *زَرَعْتُمْ* (অংকুরিত করিয়াছি) বলিও না বরং *حَرَثْتُمْ* (রোপন করিয়াছি) বলিও।" আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা কি *أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ* *أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ* এই আয়াতটি পাঠ কর নাই?

ইবন আবু হাতিম (র) আবু আব্দুর রহমান (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবু আব্দুর রহমান (র) বলেন, তোমরা *زَرَعْنَا* (আমরা অংকুরিত করিয়াছি) বলিও না। বরং *حَرَثْنَا* (আমরা বীজ বপন করিয়াছি) বলিও।

হাজার আল মুনিফী সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি *نَحْنُ* অর্থ : আমি আমার দয়া ও অনুগ্রহে বীজ অংকুরিত করিয়া তোমাদিগের উপকারার্থে উহা অক্ষুণ্ণ রাখি। আমি ইচ্ছা করিলে পরিপক্ব হওয়ার পূর্বেই এবং কাটিয়া ঘরে আনিবার পূর্বেই আমি উহা শুষ্ক খড়-কুটায় পরিণত করিতে পারি। যাহা দেখিয়া তোমরা হতবুদ্ধি হইয়া যাইতে।

অর্থ : আমি আমার দয়া ও অনুগ্রহে বীজ অংকুরিত করিয়া তোমাদিগের উপকারার্থে উহা অক্ষুণ্ণ রাখি। আমি ইচ্ছা করিলে পরিপক্ব হওয়ার পূর্বেই এবং কাটিয়া ঘরে আনিবার পূর্বেই আমি উহা শুষ্ক খড়-কুটায় পরিণত করিতে পারি। যাহা দেখিয়া তোমরা হতবুদ্ধি হইয়া যাইতে।

অর্থ : তোমাদিগের রোপিত বীজকে অংকুরিত করিয়া উহা পরিপক্ব হইবার পূর্বেই যদি খড়-কুটায় পরিণত করিতাম, তা হইলে হতবুদ্ধি হইয়া নানা ধরনের কথা বলিতে। কখনো বলিতে *أَنَا لَمُغْرَمُونَ* অর্থ : সব হারাইয়া তো আমরা সর্বশাস্ত হইয়া পড়িলাম। মুজাহিদ ও ইকরিমা (র) বলেন, আমাদিগের তো সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। কাতাদা (র) বলেন, আমাদিগের কে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে- বলিতে *بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ* অর্থ : বরং আমরা ফসলাদি ধন-সম্পদ ইত্যাদি হইতে বঞ্চিত হইয়া গেলাম। কাতাদা (র) বলেন, অর্থ : আমাদের কোন মাল নাই ও আমাদের কোন লভ্যাংশ নাই।

মুজাহিদ (র) বলেন, *بَلْ نَحْنُ مَجْدُودُونَ* অর্থ : আমরা সর্বহারা হইয়া গিয়াছি।

ইবন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন, *فَظَلْتُمْ* অর্থ : তোমরা অবাধ হইয়া যাইতে।

মুজাহিদ (র) অন্যত্র বলেন : *فَظَلْتُمْ* অর্থ : তোমরা অবাধ হইয়া যাইতে এবং হারানো ফসলের জন্য দুঃখে ফাটিয়া পড়িতে।

ইকরিমা (র) বলেন, **فَطَلْتُمْ تَلَامُونَ** অর্থাৎ তোমরা একজন আরেকজনকে তিরস্কার করিতে। হাসান, কাতাদা এবং সুদী (র) বলেন, **فَطَلْتُمْ تَلَامُونَ** অর্থাৎ তোমরা অনুতপ্ত হইতে। অর্থাৎ তখন তোমরা যাহা ব্যয় করিয়াছ উহার জন্য কিংবা কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইতে।

কাসায়ী (র) বলেন, **تَفَكُّهُ** পরস্পর বিপরীত অর্থ বিশিষ্ট শব্দ। উহার এক অর্থ নিয়ামত ভোগ করা; আরেক অর্থ হইল দুঃখিত হওয়া।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন **أَفَرَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ** অর্থাৎ তোমরা যে পানি পান কর তাহা সম্পর্কে কি চিন্তা করিয়াছ? মেঘ হইতে উহা তোমরা নামাইয়া আন, না আমিই উহা বর্ষণ করি? অর্থাৎ তোমরা যে পানি পান কর উহা মেঘ হইতে তোমরা নহ বরং আমিই বর্ষণ করি। এই বিষয়ে কি তোমরা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ? ইবন আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকে বলেন, আলোচ্য আয়াতে **مُزْنٌ** অর্থ মেঘ।

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا অর্থাৎ মেঘ হইতে আমি যেই পানি বর্ষণ করি, ইচ্ছা করিলে উহাকে লবণাক্ত ও তিক্ত করিয়া তোমাদিগের পান ও ফসলে ব্যবহারের অযোগ্য করিয়া দিতে পারি। কিন্তু আমি উহা করি নাই। ইহাও তোমাদিগের প্রতি আমার একটি বিরাট অনুগ্রহ।

فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ অর্থাৎ এই যে আমি তোমাদিগের জন্য আকাশ হইতে সুমিষ্ট ও ব্যবহার উপযোগী পানি অবতীর্ণ করিলাম, যাহা দ্বারা তোমরা গোসল কর, কাপড় পরিষ্কার কর, ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা সিঞ্চন কর এবং যাহা নিজেরা পান কর ও পশুপাল ইত্যাদিকে পান করাও, তজ্জন্য তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না?

ইবন আবু হাতিম (র) আবু জা'ফর (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবু জা'ফর (র) বলেন, রাসূল (সা) পানি পান করিয়া বলিতেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে সুমিষ্ট সুপেয় পানি পান করাইয়াছেন, এবং আমাদের পাপের কারণে উহাকে লবণাক্ত ও তিক্ত করিয়া দেন নাই।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, **أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُؤْتُونَ** তোমরা সেই অগ্নি সম্পর্কে ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, যাহা তোমরা প্রজ্জ্বলিত কর?

أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ অর্থাৎ যে বৃক্ষ হইতে তোমরা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর উহা কি তোমরা সৃষ্টি করিয়াছ, না আমিই উহার সৃষ্টিকর্তা। অর্থাৎ তোমরা নহ ইহাও আমিই সৃষ্টি করিয়াছি।

উল্লেখ্য যে, আরবদেশে দুই ধরনের বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। একটির নাম মারখ অপরটির নাম 'আফার। এই বৃক্ষদ্বয় হইতে দুইটি সবুজ ডাল লইয়া পরস্পর ঘষা দিলে আগুন জ্বলিয়া উঠে।

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرَةً অর্থাৎ দুনিয়ার এই আগুনকে আমি বড় আগুন তথা জাহান্নামের আগুনের নিদর্শন বানাইয়াছি। যেন ইহা দেখিয়া তোমাদের জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ হয়। মুজাহিদ ও কাতাদা (র) আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

হযরত কাতাদা (র) কর্তৃক একটি মুরসাল হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “দুনিয়ার এই আগুন যাহা তোমরা প্রজ্জ্বলিত কর, উহা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ।” (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনের তেজ দুনিয়ার আগুনের চেয়ে উনসত্তর গুণ বেশী) শুনিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হে আল্লাহর রাসূল! আযাব দেওয়ার জন্য কি এতটুকুই যথেষ্ট ছিল না? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “আবার সত্তর ভাগের এক ভাগকেও সমুদ্রের মধ্যে দুইবার ভিজানো হইয়াছে। ফলে এখন তোমরা উহার নিকটে যাইতে পার এবং উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পার।”

ইমাম আহমদ (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “তোমাদিগের এই আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। এই এক ভাগকে আবার সমুদ্রের পানিতে দুইবার ভিজানো হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা যদি উহা না করিতেন, তাহা হইলে এই আগুন দ্বারা তোমরা কোনই উপকৃত হইতে পারিতেন না।”

ইমাম মালিক (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “বনী আদম যেই আগুন প্রজ্জ্বলিত করে উহা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। শুনিয়া সাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আযাবের জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “জাহান্নামের আগুনের তেজ এই আগুনের চেয়ে উনসত্তর গুণ বেশী।”

আবু কাসিম তাবারানী (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “তোমরা কি জান যে, জাহান্নামের আগুনের তুলনায় তোমাদের এই আগুন কেমন? শোন! জাহান্নামের আগুন তোমাদের এই আগুন অপেক্ষা সত্তর গুণ কালো।”

وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ “এবং মরুচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু।”

ইবন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, যাহ্বাক ও নযর ইবন আরবী (র) বলেন, **لِلْمُقْوِينَ** অর্থ **لِلْمُسَافِرِينَ** অর্থাৎ আমি এই অগ্নিকে মুসাফিরদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু বানাইয়াছি। ইবন জারীর (র)-ও এই অর্থটি সমর্থন করিয়াছেন।

কোন কোন মুফাসসিরের মতে আলোচ্য আয়াতের শুরুতে ۷ হরফটি যায়েদা বা অতিরিক্ত। আসল ইবারত হইল **أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ** অর্থাৎ আমি নক্ষত্ররাজির অন্তাচলের শপথ করিতেছি। সাঈদ হব্ন জুবায়র (র) হইতে ইব্ন জারীর (র) এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন। আর শপথের জবাব হইল **إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ** অর্থাৎ নিশ্চয় ইহা সম্মানিত কুরআন।

অন্যরা বলেন : ۷ হরফটি যায়েদা বা অনর্থক নহে। বরং **بِهِ** যদি নেতীবাচক হয় তাহলে কসমের শুরুতে ۷ যোগ করা আরবী ভাষার নিয়ম। যেমন হযরত আয়িশা (রা) বলেন, **لَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ**, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাত কখনো কোন (পর) নারীর হাত স্পর্শ করে নাই। তদ্রূপ নিয়মানুযায়ী আলোচ্য আয়াতে ۷ যোগ করা হয়েছে। এই আয়াতে মূল ইবারত এইরূপ :

**فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمْتُمْ فِي الْقُرْآنِ إِنَّهُ سِحْرٌ أَوْ كَهَانَةٌ
بَلْ هُوَ قُرْآنٌ كَرِيمٌ-**

অর্থাৎ নক্ষত্ররাজির অন্তাচলের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমাদিগের ধারণানুযায়ী কুরআন যাদু বা ভবিষ্যত কখন নহে বরং ইহা আল্লাহর পবিত্র কালাম।

কেহ কেহ বলেন : আয়াতের শুরুতে প্রথমে ۷ বলিয়া মুশরিকদের দাবী খণ্ডন করা হইয়াছে। তারপর **اقسم** বলিয়া শপথ করিয়া আসল কথা তুলিয়া ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ তোমরা যাহা বল ব্যাপার আসলে তাহা নহে।

مَوَاقِعِ النُّجُومِ এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের মত ভিন্নতা দেখা যায়। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে হাকীম ইব্ন জুবায়র (র) বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, **مَوَاقِعِ النُّجُومِ** অর্থাৎ কুরআন ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হওয়া। কারণ কুরআন প্রথমে উর্ধ্ব আকাশ হইতে একত্রে প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হয়। তারপর দীর্ঘ তেইশ বছর যাবত কিছু কিছু করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নাযিল করা হয়। অতঃপর হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

যাহ্‌হাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আল্লাহর নিকট হইতে কুরআন একত্রিতভাবে নিম্ন আকাশের ফেরেশতাদের নিকট অবতীর্ণ হয়। অতঃপর সেই ফেরেশতাগণ বিশ রাতে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর হাতে উহা অর্পণ করেন। সবশেষে হযরত জিবরাঈল (আ) বিশ বছরে উহা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে অর্পণ করেন। ইকরিমা, মুজাহিদ, সুদী ও আবু হাযরা (র) এই অর্থই করিয়াছেন। অর্থাৎ **مَوَاقِعِ النُّجُومِ** অর্থাৎ **مَوَاقِعِ النُّجُومِ** মুজাহিদ (র) ইহাও বলিয়াছেন যে **مَوَاقِعِ**

مَوَاقِعِ النُّجُومِ অর্থাৎ আকাশস্থ নক্ষত্র অন্তাচলের স্থান। কেহ কেহ নক্ষত্র উদয়াস্তের জায়গাও বলিয়াছেন। হাসান এবং কাতাদা (র) এই অর্থ বলিয়াছেন। ইব্ন জারীরের মতও ইহাই। হাসান (র) হইতে একটি বর্ণনা এই পাওয়া যায় যে, **مَوَاقِعِ النُّجُومِ** অর্থ কিয়ামতের দিন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্ত হইয়া যাওয়া।

যাহ্‌হাক (র) বলেন **نُجُومٌ** দ্বারা সেই সব নক্ষত্র উদ্দেশ্য যেইগুলো সম্পর্কে মুশরিকদের আকীদা ছিল এই যে, বৃষ্টি হইলে তাহারা বলিত, অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হইয়াছে।

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَعْلَمُونَ عَظِيمٌ অর্থাৎ আমি যেই শপথ করিলাম উহা এক মহা শপথ। যদি তোমরা উহার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিতে, তাহা হইলে শপথ করিয়া যাহা বলা হইয়াছে, উহার (কুরআনের) মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করিতে পারিতে।

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর উপর যেই কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে: উহা এক মহান কিতাব।

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ উহা স্পর্শ করিতে পারিবে না।

ইব্ন জারীর (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, **لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ** অর্থ আকাশস্থিত কিতাবকে যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত কেহ স্পর্শ করে না। আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতে **مُطَهَّرُونَ** দ্বারা উদ্দেশ্য ফেরেশতা। আনাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, যাহ্‌হাক, আবুশশাসা জাবির ইব্ন যায়েদ, আবু নাহীক, সুদী, আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন। কাতাদা বলেন, **لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ** অর্থ আল্লাহর নিকট পূত-পবিত্ররা ব্যতীত উহা স্পর্শ করে না। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে মজুসী মুনাফিক সকলেই স্পর্শ করে।

আবুল আলিয়া (র) বলেন : **مُطَهَّرُونَ** তোমরা নহ কারণ তোমরা তো গুনাহগার। ইব্ন যায়েদ (র) বলেন, কাফিরদের ধারণা ছিল যে, এই কুরআন লইয়া আকাশ হইতে শয়তানরা দুনিয়াতে অবতরণ করে। উহার প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা বলেন, **لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ** অর্থাৎ শয়তানরা আমার এই কুরআন লইয়া অবতরণ করা তো দূরের কথা, যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত কেহ আমার এই কুরআন স্পর্শও করিতে পারে না।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ أَنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ-

অর্থাৎ শয়তানরা এই কুরআন লইয়া অবতরণ করে নাই। তাহারা ইহার উপযুক্তও নহে এবং ইহাতে তাহাদের কোন সাধ্যও নাই। বরং তাহারা তো উহা শ্রবণ করারও অধিকার রাখে না।” বস্তুত এই ব্যাখ্যাটিই সর্বাপেক্ষা উত্তম। উপরোক্ত ব্যাখ্যাগুলিও এই ব্যাখ্যার আওতাভুক্ত।

ফাররা (র) বলেন : এই আয়াতের অর্থ যাহারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনে তাহারা ব্যতীত কেহ ইহার স্বাদ ও উপকার লাভ করিতে পারে না। অন্যরা বলেন : অর্থ যাহারা জানাবাত ও হদস হইতে পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ এই কুরআন স্পর্শ করিতে পারে না।

ইহারা বলেন, আয়াতে যদিও সংবাদ প্রদান করিয়া বলা হইয়াছে যে, যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত কেহ এই কুরআন স্পর্শ করে না। কিন্তু মূলত ইহার উদ্দেশ্য হইল অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ না করার নির্দেশ দেয়া। অর্থাৎ আয়াতের অর্থ হইল, যাহারা জানাবাত ও হদস হইতে পবিত্র তাহারা ব্যতীত কেহ কুরআন স্পর্শ করিও না।

আর এইখানে কুরআন দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মসহাফ তথা কিতাব আকারে আমাদিগের সম্মুখে যাহা আছে উহা। যেমন, ইমাম মুসলিম (র)..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, শক্রর হাতে অবমাননা হইতে পারে এই ভয়ে কুরআন সংগে লইয়া শক্রর দেশে যাইতে রাসূলুল্লাহ (সা) নিষেধ করিয়াছেন।

ইহাদিগের আরেকটি প্রমাণ হইল এই যে, ইমাম মালিক (র) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার ইব্ন হাযম (রা)-এর নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন উহাতে ইহাও ছিল যে طَاهِرٌ الْقُرْآنَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا طَاهِرٌ অর্থাৎ পাক-পবিত্র লোক ব্যতীত যেন কেহ কুরআন স্পর্শ না করে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র) বলেন, আমি আবু বকর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযম (র)-এর নিকট একটি সহীফায় দেখিতে পাইয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “পাক পবিত্র লোক ব্যতীত যেন কেহ কুরআন স্পর্শ না করে।”

অর্থাৎ এই কুরআন কাফির মুশরিকদের ধারণানুযায়ী যাদু, ভবিষ্যৎ কথন বা কোন মানুষ কর্তৃক রচিত কাব্যগ্রন্থ নয় বরং ইহা জগতসমূহের

প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার নিকট হইতে অবতীর্ণ গ্রন্থ। এই কুরআনই সন্দেহাতীতরূপে সত্য। ইহার বাইরে সত্য বলিতে কিছু নাই যাহা মানুষের উপকারে আসিতে পারে।

“তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ মনে করিবে?”

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : অর্থ مُدْمِنُونَ غير مصيقيين অর্থাৎ তবুও কি তোমরা এই বাণীকে অস্বীকার করিবে, বিশ্বাস করিবে না? যাহূহাক, আবু হারযা ও সুদী (র)-এর মতও ইহাই।

“এবং তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদিগের উপজীব্য করিয়া লইয়াছ।”

কেহ কেহ বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল এই যে, আমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা বুঝি ইহাই যে, তোমরা আমাকে অস্বীকার করিবে এবং আমার কুরআনের প্রতি মিথ্যারোপ করিবে? অর্থাৎ যেখানে প্রয়োজন ছিল তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা করা, সেখানে তোমরা কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে মিথ্যারোপ করিতেছ। হযরত আলী ও ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কিরাআতে আয়াতটি হলো وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنْكُمْ تُكْذِبُونَ হায়সাম ইব্ন আদী (র) বলেন : আরবের আসদ গোত্রে رِزْقُ কে شُكْرُ এর অর্থে ব্যবহার করা হয়।

ইমাম আহমদ (র) আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : মিথ্যারোপকে তোমরা তোমাদিগের কৃতজ্ঞতা বানাইয়া লইয়াছ। তোমরা বল যে, অমুক নক্ষত্রের উসিলায় আমাদিগকে বৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। অমুক নক্ষত্র আমাদিগকে পানি দান করিয়াছে ইত্যাদি।

ইব্ন আবু হাতিম ও ইব্ন জারীর (র) ইসমাঈল (র)-এর সূত্রে মারফু পদ্ধতিতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তদ্রূপ ইমাম তিরমিযী (র) আহমদ ইব্ন মুনী' (র)-এর মাধ্যমে হুসাইন ইব্ন মুহাম্মাদ মারুফী (র) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, হাদীসটি হাসান গরীব।

ইব্ন জারীর (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যখনই আল্লাহ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ে বৃষ্টি দান করেন তখন তাহাদের মধ্য হইতে একদল লোক কাফির হইয়া যায়। বৃষ্টি পাইয়া তাহারা বলে যে, অমুক

নক্ষত্রের কারণে, অমুক নক্ষত্রের কারণে আমাদেরকে বৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর তিনি وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ এই আয়াতটি পাঠ করেন।

ইমাম মালিক (র)..... য়ায়েদ ইবন খালিদ জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। য়ায়েদ ইবন খালিদ জুহানী (রা) বলেন, আমরা এক দিন হুদায়বিয়ার ময়দানে ছিলাম। রাতে বৃষ্টি হয়। ফজর নামাযের পর রাসূল (সা) আমাদের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া বলিলেন, তোমরা জান কি যে, (আজ রাতে) তোমাদিগের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন? উত্তরে সকলে বলিল, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “আল্লাহ তা’আলা বলেন, আজ এক দল লোক আমাদের বিশ্বাস করিল আরেক দল অশ্বাস করিল। যাহারা বলিল, আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহে আমরা বৃষ্টি লাভ করিয়াছি তাহারা আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের অশ্বাসী। আর যাহারা বলিল যে, অমুক নক্ষত্রের কারণে, অমুক নক্ষত্রের কারণে আমরা বৃষ্টি লাভ করিয়াছি। তাহারা আমার প্রতি অশ্বাসী, নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী। উক্ত হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী (র) সকলেই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “আল্লাহ তা’আলা যখনই আকাশ হইতে কোন বরকত নাযিল করেন, তখনই উহা একদল মানুষের কুফরের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। আল্লাহ তা’আলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন আর তাহারা বলে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে আমরা বৃষ্টি পাইয়াছি।”

আবু হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবু সালামা, মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম ইবন হারিস, তায়সী, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক, সুফিয়ান, ইউনুস ও ইবন জারীর (র) প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “আল্লাহ নিয়ামত লাভ করিয়া একদল লোক কাফির হইয়া যায়। তাহারা বলে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে আমরা বৃষ্টি লাভ করিয়াছি।” ইবন জারীর (র) ইসমাঈল ইবন উমাইয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইসমাঈল ইবন উমাইয়া (রা) বলেন, একদিন বৃষ্টি বর্ষণের পর এক ব্যক্তি বলিল, অমুক গ্রহের প্রভাবে আমরা বৃষ্টি লাভ করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “তুমি মিথ্যা বলিয়াছ বরং ইহা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত জীবিকা।”

ইবন জারীর (র)..... আবু উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কোন রাতে বৃষ্টি বর্ষিত হইলেই সকাল বেলায় উহা একদল লোকের কাফির হইবার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন : “তাহারা বলে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে আমরা বৃষ্টি লাভ করিয়াছি।”

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : দীর্ঘ সাত বছর অনবরত দুর্ভিক্ষ চলার পরও যদি আল্লাহ যদি স্বীয় অনুগ্রহে বৃষ্টি দান করেন তবুও মানুষ বলিয়া ফেলিবে যে, ‘গ্রহের প্রভাবে আমরা বৃষ্টি লাভ করিয়াছি।’

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন : এই আয়াতে গ্রহের প্রভাবে বৃষ্টিবর্ষিত হওয়া সম্পর্কীয় মুশরিকদের আকীদার কথাই বলা হইয়াছে। বৃষ্টি মূলত আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত রিয়ক আল্লাহ তা’আলা স্বীয় অনুগ্রহ ও কৃপায় উহা বর্ষণ করেন। যাহ্যাক (র) সহ আরো অনেকে এই ব্যাখ্যাটি সমর্থন করিয়াছেন।

হাসান (র) বলেন : وَتَجْعَلُونَ حَظُّكُمْ أَنْتُمْ كُفْرًا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تَكْذِبُونَ অর্থাৎ কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাকেই তোমরা তোমাদিগের অংশ বানাইয়া লইয়াছ। পূর্বের আয়াত أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْمِنُونَ অর্থাৎ কুরআন দ্বারা তোমাদের উপকার এই হইয়াছে যে, তোমরা কুরআনকে অস্বীকার কর। এই ব্যাখ্যাটির সমর্থন করে।

(১৩) فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ۝

(১৪) وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ۝

(১৫) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ۝

(১৬) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۝

(১৭) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

৮৩. পরন্তু কেন নয়-প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়

৮৪. এবং তখন তোমরা তাকাইয়া থাক,

৮৫. আর আমি তোমাদিগের অপেক্ষা তাহার নিকটতর। কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না।

৮৬. তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও।

৮৭. তবে তোমরা উহা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

তাফসীর : আল্লাহ তা’আলা বলিতেছেন فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ অর্থাৎ মুমূর্ষ অবস্থায় যখন প্রাণ কণ্ঠনালীতে আসিয়া পড়ে।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ لِمَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالتَّتَمَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ
إِلَى رَيْكِ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ-

অর্থাৎ যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে এবং বলা হইবে, কে তাহাকে রক্ষা করিবে? তখন তাহার প্রত্যয় হইবে যে, ইহা বিদায়ক্ষণ এবং পায়ের সংগে পা জড়াইয়া যাইবে। সেইদিন আল্লাহর নিকট সবকিছু প্রত্যাহীন হইবে। এইখানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ অর্থাৎ তখন তোমরা মৃত্যু যন্ত্রণা কাতর মুমূর্ষ ব্যক্তির দিকে তাকাইয়া থাকিবে।

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ অর্থাৎ তখন আমি তথা আমার ফেরেশতাগণ তোমাদিগের অপেক্ষা তাহার অনেক নিকটে থাকি। وَلَكِنْ لَتَبْصِرُونَ "কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাও না।"

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ-

অর্থাৎ তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদিগের রক্ষক প্রেরণ করেন, অবশেষে যখন তোমাদিগের কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিতরা তাহার মৃত্যু ঘটায় এবং তাহারা কোন ত্রুটি করে না।

অতঃপর তাহাদিগের প্রকৃত প্রতিপালকের দিকে তাহারা প্রত্যাহীন হয়। দেখ, কর্তৃত্ব তো তাহারই এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই তৎপর।

وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ অর্থাৎ সত্যিই যদি তোমরা কাহারো কর্তৃত্বাধীন না হও, তোমাদের দাবী অনুযায়ী পুনরুত্থান, কিয়ামত ও কবর আযাব ইত্যাদি অবাস্তব হয়, তাহলে কণ্ঠাগত প্রাণ ব্যক্তিকে মৃত্যুর হাত হইতে তোমরা ফিরাইয়া রাখ না কেন?

غَيْرَ مُحَاسِبِينَ অর্থাৎ যদি তোমাদিগের জবাবদিহী করিতে না হয়। মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান, কাতাদা, যাহ্‌হাক, সুদী এবং আবু হারযা (র) হইতেও এইরূপ বর্ণিত আছে।

সাইদ ইব্ন জুবায়র ও হাসান বসরী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল : তোমরা যদি পুনরুত্থান, হাশর-নশর, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদিকে অস্বীকার করার ব্যাপারে সত্যবাদী হও, তাহা হইলে মুমূর্ষ ব্যক্তিকে মৃত্যুর হাত হইতে ধরিয়া রাখ।

মুজাহিদ (র) হইতে এই সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন غَيْرَ مَدِينِينَ অর্থ অর্থাৎ যদি তোমরা বিশ্বাস না কর। মায়মুন ইব্ন মিহরান (র) বলেন : غَيْرَ مَدِينِينَ অর্থ غَيْرَ مُعَذِّبِينَ مَقْهُورِينَ অর্থাৎ যদি তোমাদিগের শাস্তি ভোগ করিতে না হয়।

(১৮) فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ ۝

(১৯) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ۝

(১৯) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَرْضِ الْيَمِينِ ۝

(১৯) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝

(১৯) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَدِّبِينَ الضَّالِّينَ ۝

(১৯) فَتَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ۝

(১৯) وَتَصْلِيَةٌ جَعِيمٍ ۝

(১৯) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ۝

(১৯) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝

৮৮. যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদিগের একজন হয়,

৮৯. তাহার জন্য রহিয়াছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখদ উদ্যান;

৯০. আর যদি সে ডানদিকের একজন হয়,

৯১. তাহাকে বলা হইবে, 'হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী! তোমার প্রতি শান্তি।'

৯২. কিন্তু সে যদি সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদিগের অন্যতম হয়,

৯৩. তবে রহিয়াছে আপ্যায়ন অত্যাশু পানির দ্বারা,

৯৪. এবং দহন জাহান্নামের;

৯৫. ইহাতো ধ্রুব সত্য।

৯৬. অতএব, তুমি তোমার প্রতিপালকের নামের পবিত্র ও মহিমা ঘোষণা কর।

তাকসীর : এইখানে বলা হইতেছে যে, মৃত্যুকালে মুমূর্ষ ব্যক্তি তিন প্রকারের হইয়া থাকে। মুমূর্ষ ব্যক্তি হয়ত আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে কিংবা তদাপেক্ষা নিম্নস্তরের তথা আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত হইবে অথবা হইবে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত।

এই প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : **فَمَاذَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ** অর্থাৎ মুমূর্ষ ব্যক্তি যদি মুকাররাবদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য রহিয়াছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখ উদ্যান। 'মুকাররাব' সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি ফরয, ওয়াজিব ও মুস্তাহাব আমলসমূহ গুরুত্ব সহকারে পালন করে এবং যাবতীয় হারাম, মাকরুহ এবং প্রয়োজনে কোন কোন জায়েয কাজও বর্জন করিয়া চলে। ফেরেশতাগণ মৃত্যুর সময় মুকাররাবদিগকে এই পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করে। যেমন উপরে হযরত বারা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে যে, মৃত্যুর সময় রহমতের ফেরেশতারা বলিতে থাকে যে,

ايتها الروح الطيبة في الجسد كنت تعمريه اخرجى الى روح وريحان ورب غير غضبان

অর্থাৎ হে দেহস্থিত পবিত্র আত্মা! এই দেহকে এক সময় তুমি আবাদ করিতে। এখন বাহির হইয়া আরাম, উত্তমোপকরণ এবং প্রতিপালকের দিকে চলিয়া আস- যিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নহেন।

আলী ইব্ন আবু তালহা (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : **روح** অর্থ **راحة**, অর্থাৎ আরাম এবং **ريحان** অর্থ **مستراحة** অর্থাৎ আরামোপকরণ। আবু হারযা (র) বলেন : **روح** অর্থ দুনিয়ার শান্তি। সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও সুদী (র) বলেন : **روح** অর্থ আনন্দ। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, **فروح وريحان** অর্থ **جَنَّةٌ وَرَحَاءٌ** অর্থাৎ জান্নাত ও স্বচ্ছলতা।

কাতাদা (র) বলেন : **روح** অর্থ **رحمة** রহমত। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন : **ريحان** অর্থ **رزق** অর্থাৎ জীবিকা। বস্তুত এই সব কয়টি ব্যাখ্যায় পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ একটির সহিত আরেকটির প্রায়ই মিল রহিয়াছে এবং প্রতিটি ব্যাখ্যাই সঠিক। সব কয়টি ব্যাখ্যার সম্মিলিত অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিবে সে আল্লাহর রহমতে অপার সুখ-শান্তি আনন্দ-উল্লাস ও নানা ধরনের রুচিশীল ও সুস্বাদু জীবিকা ইত্যাদি সবকিছুই লাভ করিবে।

وَجَنَّتْ نَعِيمٌ আবুল আলিয়া (র) বলেন : আল্লাহর মুকাররাব বান্দাদের মৃত্যুর সময় জান্নাত হইতে একটি ফলন্ত ডাল লইয়া আসা হয়। উহা দেখিয়া তাহাদের আত্মা বাহির হইয়া আসে।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) বলেন, প্রতিটি মানুষ মৃত্যুর পূর্বেই টের পায় যে, সে জান্নাতী না জাহান্নামী।

তামীমদারী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা আযরাঈল (আ)-কে বলেন, আমার অমুক বান্দার নিকট যাইয়া তাহাকে আমার কাছে লইয়া আস। আমি তাহাকে সুখে-দুঃখে রাখিয়া পরীক্ষা করিয়া তাহাকে আমার নিকট পাইয়াছি। তুমি যাও, তাহাকে আমার কাছে লইয়া আস, আমি তাহাকে চির শান্তি দান করিব। তখন আযরাঈল (আ) পাঁচশত রহমতের ফেরেশতা, জান্নাতের সুগন্ধি ও সুগন্ধি এবং মিশক সুবাসিত সাদা রেশমী বস্ত্র লইয়া তাহার নিকট যায়। এই প্রসঙ্গে বহু হাদীস উপরে **يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا** এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন আমি রসূলুল্লাহ (সা)-কে **فروح وريحان** অর্থাৎ **روح** এর 'রা'কে পেশ দ্বারা পড়িতে শুনিয়াছি। ইমাম তিরমিযী, আবু দাউদ এবং নাসায়ী (র) ও হারুন ইব্ন মসার হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, মসার হাদীস ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে আমি এই হাদীসটি পাই নাই। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র ইয়াকূবের কিরআতে **رُوحٌ** 'রা'কে পেশ দ্বারা পড়া হয়। ইহা ছাড়া অন্যান্য সকলেই 'রা'কে ফাত্বা দ্বারা পড়েন।

ইমাম আহমদ (র) আবুল আসওয়াদ মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন মওফল (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবুল আসওয়াদ (র) দিররা বিনতে মুযাযকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, হযরত উম্মে হানী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, মৃত্যুর পর কি আমরা পরস্পর দেখা সাক্ষাত করিতে পারিব? এবং একজন অপরজনকে দেখিতে পাইব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আত্মা পাখী হইয়া যাইবে এবং তাহারা জান্নাতী বৃক্ষের ফল আহার করিবে। এইভাবে কিয়ামতের সময় হইয়া গেলে প্রতিটি আত্মা আপন আপন দেহে ঢুকিয়া যাইবে। এই হাদীসে প্রত্যেক ঈমানদারকে সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)..... কা'ব ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : "ঈমানদারদের আত্মা পাখী হইয়া জান্নাতের ফল আহার করিবে। এইভাবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে আপন আপন দেহের মধ্যে ফিরাইয়া দিবেন।"

সহীহ হাদীছে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : শহীদদের আত্মা সবুজ পাখীর অবয়বে অবস্থান করিয়া জান্নাতের উদ্যানসমূহে ইচ্ছানুযায়ী অবধে ঘুরিয়া বেড়ায়। অবশেষে আরশের সহিত বুলন্ত ফানুসের নিকট গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।

মসনাদে আহমদের এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভে আত্মহী আল্লাহ্ তাহার সাক্ষাৎ লাভে আত্মহী আর যে ব্যক্তি আল্লাহ সাক্ষাৎ লাভে অনীহ আল্লাহ তাহার সাক্ষাৎ লাভে অনীহ। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বাণী শুনিয়া সাহাবাগণ কান্নায় ভঙ্গিয়া পড়েন। দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন : কি ব্যাপার তোমরা কাঁদিতেছ কেন? তাহারা বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি! (আর মৃত্যুকে অপছন্দ করার মানেই তো আল্লাহর সাক্ষাত লাভে অনীহ হওয়া) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন: আমার কথার অর্থ হইল মুমূর্ষ অবস্থায় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ। অর্থাৎ মুমূর্ষ ব্যক্তি যদি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হয়, তাহলে তাহাকে আরাম, উত্তমোপকরণ ও সুখদ উদ্যানের সুসংবাদ দেওয়া হয়। এই সুসংবাদ শুনিয়া সে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের জন্য এবং আল্লাহ তা'আলা তাহার সাক্ষাত লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। আর যদি মুমূর্ষ ব্যক্তি মিথ্যারোপকারী বিভ্রান্ত হয় তাহাকে অত্যাধিক পানির আপ্যায়ন ও জাহান্নামের দহনের হুমকি দেওয়া হয়। তখন সে আল্লাহর সাক্ষাতের প্রতি এবং আল্লাহ তাহার সাক্ষাতের প্রতি অনীহ হইয়া যায়।

অর্থাৎ মুমূর্ষ ব্যক্তি যদি আসহাবুল ইয়ামীন তথা দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী হয় তাহা হইলে ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে শান্তির সুসংবাদ প্রদান করে। ফেরেশতাগণ বলে যে, তোমার কোন চিন্তা নাই। শান্তি তোমার হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। তুমি আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত।

কাতাদা ও ইবন য়ায়েদ (র) বলেন : سلم لك অর্থ তুমি জাহান্নামের আযাব হইতে নিরাপদ। ইকরিমা (র) বলেন : ফেরেশতাগণ মুমূর্ষ ব্যক্তিকে সালাম প্রদান করিয়া এই সংবাদ দিবে যে, তুমি আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত। এই অর্থটিই সর্বাপেক্ষা উত্তম প্রতিভাত হয়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا
وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ- نَحْنُ أَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نَزَّلْنَا مِنْ
فَقْفَرٍ حِيمٍ-

অর্থাৎ যাহারা বলে, আমরাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাহাদিগের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা এবং বলে, তোমরা ভীত হইত না, চিন্তিতও

হইও না এবং তোমাদিগের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহার জন্য আনন্দিত হও।

আমরাই তোমাদিগের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। সেথায় তোমাদিগের মন চাহে এবং সেথায় তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে যাহা তোমরা ফরমায়েশ কর। ইহা হইবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হইতে আপ্যায়ন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন যে, مسلم لك انك من اصحاب اليمين اর্থ سلم لك অর্থাৎ এই কথা তোমার জন্য স্বতঃসিদ্ধ যে, তুমি আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত। আবার এই বাক্যটি দু'আও হইতে পারে। الله اعلم

অর্থাৎ অত্যাধিক পানি দ্বারা উহাদিগকে আপ্যায়ন করা হইবে এবং চতুর্দিক হইতে অগ্নি পরিবেষ্টিত জাহান্নামে অবস্থান করিতে হইবে।

অর্থ অত্যাধিক ফুটন্ত পানি, যাহা পান করিলে উদরস্ত নাড়ি-ভুঁড়ি এবং চামড়া খসিয়া পড়ে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنْ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ অর্থাৎ এই সংবাদটি প্রুব সত্য ইহাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই এবং পলায়ন করিয়া ইহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার সাধ্যও কাহারো নাই।

“অতএব, তুমি তোমার প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।”

ইমাম আহমদ (র) উকবা ইবন আমির জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উকবা ইবন আমির (রা) বলেন : فسبح باسم ربك العظيم এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : এই তাসবীহটি রুকুতে রাখ, আর سبح اسم ربك الأعلى অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি বলিলেন : এই তাসবীহটি সিজদায় রাখ।

রাওহ ইবন উবাদা (র) জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : কেহ একবার سبحان الله العظيم ويحمده পাঠ করিলে জান্নাতে তাহার জন্য একটি খেজুর বৃক্ষ রোপন করা হয়।

ইমাম বুখারী (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : দুইটি কলেমা (বাক্য) এমন আছে যাহা যবানে হালকা (উচ্চারণ করা সহজ) পাল্লায় ভারি, আল্লাহর নিকট প্রিয়। (উহা হইল)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَيُحَمِّدُهُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

তোমার প্রতি আমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি, যদি তাহার কোনটিতে তোমার সন্দেহ থাকে তাহা হইলে তোমার পূর্বের যাহারা কিতাব পাঠ করে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, নিশ্চয় তোমার নিকট তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সত্য আসিয়া পড়িয়াছে।)

অতঃপর ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : যখনই তোমার মনে কোন সন্দেহ জাগ্রত হইবে, তখনই তুমি هُوَ الْأَوَّلُ এই আয়াতটি পাঠ করিবে। বলাবাহুল্য যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের দশটিরও অধিক অভিমত পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নিদ্রার সময় এই দোয়াটি পাঠ করিতেন :

اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والانجيل والفرقان فالق الحب النوى لا اله الا انت اعوذ بك من شركل شيء انت اخذ بناصيته انت الاول فلا قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء انت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس نونك شئ افض عنا الدين واغننا من الفقر-

অর্থাৎ সাত আকাশ এবং মহান আরশের অধিপতি হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! হে সমুদয় বস্তুর প্রতিপালক! হে তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআন অবতীর্ণকারী! হে শস্যবীজ ও আঁটি অংকুরিতকারী! তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। প্রতিটি বস্তুর অনিষ্ট হইতে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। তোমারই আয়ত্বে জগতের সবকিছু। তুমিই আদি, তোমার পূর্বে কিছুই ছিল না। তুমিই অনন্ত, তোমার পরে কিছুই থাকিবে না। তুমিই ব্যক্ত, তোমার উপরে কিছুই নাই। তুমিই গুপ্ত তোমা অপেক্ষা গোপনীয় কিছু নাই। তুমি আমাদের ঋণ পরিশোধ করিয়া দাও এবং আমাদের দারিদ্র্যতা দূর কর।

ইমাম মুসলিম (র) সাহল (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সাহল (রা) বলেন, আবু সালিহ আমাদিগকে নিদ্রার সময় ডান কাঁধে শুইয়া উপরোক্ত দোয়াটি পাঠ করিবার নির্দেশ দিতেন।

হাফিজ আবু ইয়াল মুসলী (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) শয়নের পূর্বে বিছানা পাতার নির্দেশ দিতেন। ফলে কিবলামুখী করিয়া তাঁহার বিছানা পাতা হইত। অতঃপর তিনি ডান হাতের উপর মাথা রাখিয়া অনুচ্ছ্বরে কি যেন পাঠ করিতেন, বুঝা যাইত না। অতঃপর শেষ রাতে জাগ্রত হইয়া উচ্ছ্বরে এই দোয়াটি পাঠ করিতেন : اللهم رب السموات الخ

ইমাম তিরমিযী (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) একদিন সাহাবাদিগকে সাথে

লইয়া বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে আকাশে একখণ্ড মেঘ ভাসিয়া উঠে। দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমরা কি জান যে, ইহা কি? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : ইহাকে عنان বলা হয়। ইহা এমন এক জাতিকে বৃষ্টি দান করে যাহারা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না এবং তাঁহাকে ডাকে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : তোমরা কি জান যে, তোমাদিগের উপরে কি আছে?

উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তোমাদিগের উপরে আছে সংরক্ষিত ছাদ এবং বিস্তৃত চেউ। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উহার এবং তোমাদিগের মাঝে দূরত্ব কতটুকু? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তোমাদের এবং উহার মাঝে দূরত্ব হইল, পাঁচশত বছরের রাস্তা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন। তোমরা কি জান যে, উহার উপরে কি আছে? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : উহার উপরে আকাশ অবস্থিত। এই আকাশ আর সংরক্ষিত ছাদের মাঝে পাঁচশত বছরের ব্যবধান। এই বলিয়া তিনি এক এক করিয়া সাত আসমানের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, প্রতি দুই আকাশের মাঝে ততটুকু ব্যবধান, যতটুকু ব্যবধান পৃথিবী ও প্রথম আকাশের মাঝে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করেন : তোমরা কি জান যে, সাত আকাশের উপরে কি আছে? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : উহার উপর আরশ অবস্থিত। এই আরশ ও আকাশের মাঝে ততটুকু ব্যবধান যতটুকু ব্যবধান আকাশের মাঝে। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা জান কি যে, তোমাদিগের নীচে কি আছে? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন : আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : তোমাদিগের নীচে পৃথিবী অবস্থিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন। তোমাদিগের জানা আছে কি যে, পৃথিবীর নীচে কি আছে? এইবার সাহাবাগণ অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, এই পৃথিবীর নীচে আরেকটি পৃথিবী আছে। দুই পৃথিবীর মাঝে পাঁচশত বছরের ব্যবধান। এইভাবে তিনি সাতটি পৃথিবীর কথা উল্লেখ করিলেন এবং বলিলেন : প্রতি দুই পৃথিবীর মাঝে পাঁচশত বছরের ব্যবধান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : মুহাম্মদের জীবনও যাহার হাতে আমি তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যদি তোমরা সর্বনিম্ন পৃথিবীর দিকে একটি রশি ফেল, তাহা হইলেও উহা আল্লাহ পর্যন্ত অবতরণ করিবে। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) هُوَ الْأَوَّلُ الخ এই আয়াতটি পাঠ করেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি গরীব।

অনেকে বলেন, রশি আল্লাহর নিকট অবতরণ করার অর্থ হইল সাত স্তর পৃথিবীর নীচেও আল্লাহ তা'আলার ইলম, কুদরত ও রাজত্ব বিরাজমান। বস্তুত জগতের কোন ক্ষেত্রেই আল্লাহর ইলম, কুদরত ও রাজত্ব বাইরে নহে। ইহার অর্থ এই নহে যে, রশি সাত তবক যমীনের নীচে গিয়ে আল্লাহর সত্তাকে দেখিতে পাইবে।

(৪) هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ
عَلَى الْعَرْشِ يُعَلِّمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرِبُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ
السَّمَاءِ وَمَا يَعْرَبُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَ اللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(৫) لَمْ يَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ تَرْجَعُ الْأُمُورُ
(৬) يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ

৪. তিনিই ছয় দিবসে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর আরশে সমাসীন হইয়াছেন। তিনি জানেন যাহা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যাহা কিছু উহা হইতে বাহির হয় এবং আকাশ হইতে যাহা কিছু নামে ও আকাশে যাহা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদিগের সংগে আছেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তাহা দেখেন।

৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁহারই এবং আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হইবে।

৬. তিনিই রাত্রিকে প্রবেশ করান দিবসে, দিবসকে প্রবেশ করান রাত্রিতে এবং তিনি অন্তর্যামী।

তাফসীর : এইখানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে ছয়দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর তিনি আরশে সমাসীন হইয়াছেন। সূরা আ'রাফের ব্যাখ্যায় এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। পুনরুক্তি নিষ্পয়োজন।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ
رُوقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ -
অর্থাৎ তাঁহারই নিকট অদৃশ্যের চাবিকাঠি। তিনি ব্যতীত কেহই উহা জানে না।
স্থলে ও সমুদ্রে যাহা কিছু আছে সবকিছু সম্পর্কেই তিনি অবগত। (বৃক্ষ হইতে) যেই
পাতা ছিড়িয়া পড়ে উহাও তাঁহার অজানা নহে। মাটির অন্ধকারে অবস্থিত শস্যবীজ এবং
গুরু-তাজা সমুদয় বস্তুই খোলা কিতাবে সংরক্ষিত আছে।

وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
অর্থাৎ আকাশ হইতে যাহা অবতীর্ণ হয় তাহাও আল্লাহর
অজানা নহে। যেমন বৃষ্টি, শিলা, বরফ, তাকদীর এবং বিধানাবলী ইত্যাদি। সূরা
বাকারায় বলা হয়েছে যে, আকাশ হইতে বর্ষিত প্রতিটি বৃষ্টির ফোঁটার সহিত একজন
ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে, যে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী উহাকে যথাস্থানে পৌছাইয়া দেয়।

وَمَا يَعْرَبُ فِيهَا
অর্থাৎ পৃথিবী হইতে আকাশে যাহা তথা যেই সব ফেরেশতা
এবং মানুষের আমল উত্থিত হয়, আল্লাহ তা'আলা সেই সম্পর্কেও সম্যক অবগত।
যেমন সহীহ হাদীসে আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : মানুষের রাতের আমল
দিবসের পূর্বে এবং দিবসের আমল রাতের পূর্বে আল্লাহর দরবারে উত্থিত হয়। অর্থাৎ
ফেরেশতাগণ এই সব আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করেন।

وَمَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ
رُوقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ -
অর্থাৎ তোমরা
যেইখানে যেই অবস্থায়ই থাক না কেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগের সংগে থাকিয়া
তোমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং তোমাদিগের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন।
তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তিকে এড়াইয়া চলা তোমাদিগের কাহারো পক্ষেই সম্ভব নহে।
তোমরা যখন যেখানে যেভাবে যাহা কিছু করো ও বলো তাহা সবই তিনি দেখেন ও
শুনেন। তিনি সর্বদৃষ্টা ও সর্বশ্রোতা। যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন :

وَمَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ
رُوقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ -
অর্থাৎ তোমরা
যেইখানে যেই অবস্থায়ই থাক না কেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগের সংগে থাকিয়া
তোমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং তোমাদিগের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন।
তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তিকে এড়াইয়া চলা তোমাদিগের কাহারো পক্ষেই সম্ভব নহে।
তোমরা যখন যেখানে যেভাবে যাহা কিছু করো ও বলো তাহা সবই তিনি দেখেন ও
শুনেন। তিনি সর্বদৃষ্টা ও সর্বশ্রোতা। যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন :

وَمَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ
رُوقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ -
অর্থাৎ তোমরা
যেইখানে যেই অবস্থায়ই থাক না কেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগের সংগে থাকিয়া
তোমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং তোমাদিগের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন।
তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তিকে এড়াইয়া চলা তোমাদিগের কাহারো পক্ষেই সম্ভব নহে।
তোমরা যখন যেখানে যেভাবে যাহা কিছু করো ও বলো তাহা সবই তিনি দেখেন ও
শুনেন। তিনি সর্বদৃষ্টা ও সর্বশ্রোতা। যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন :

وَمَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ
رُوقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ -
অর্থাৎ তোমরা
যেইখানে যেই অবস্থায়ই থাক না কেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগের সংগে থাকিয়া
তোমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং তোমাদিগের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন।
তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তিকে এড়াইয়া চলা তোমাদিগের কাহারো পক্ষেই সম্ভব নহে।
তোমরা যখন যেখানে যেভাবে যাহা কিছু করো ও বলো তাহা সবই তিনি দেখেন ও
শুনেন। তিনি সর্বদৃষ্টা ও সর্বশ্রোতা। যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন :

وَمَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ
رُوقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ -
অর্থাৎ তোমরা
যেইখানে যেই অবস্থায়ই থাক না কেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগের সংগে থাকিয়া
তোমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং তোমাদিগের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন।
তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তিকে এড়াইয়া চলা তোমাদিগের কাহারো পক্ষেই সম্ভব নহে।
তোমরা যখন যেখানে যেভাবে যাহা কিছু করো ও বলো তাহা সবই তিনি দেখেন ও
শুনেন। তিনি সর্বদৃষ্টা ও সর্বশ্রোতা। যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন :

যাহা গোপন করে ও প্রকাশ করে তিনি তাহা জানেন, অন্তরে যাহা আছে তিনি তাহা সবিশেষ অবহিত।” অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ
بِالنَّهَارِ-

অর্থাৎ “তোমাদিগের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে অথবা যে উহা প্রকাশ করে, রাত্ৰিতে যে আত্মগোপন করে এবং দিবসে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে তাহারা সমভাবে আল্লাহ্র জ্ঞান গোচর। সুতরাং তোমরা তাঁহাকে ব্যতীত কাউকে ইলাহ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পার না।”

সহীহ হাদীসে আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ) ইহসান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন : “ইহসান হইল এইভাবে ইবাদত করা, যেন তুমি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিতে পাইতেছ। আর যদি নিজের মধ্যে এই ভাব সৃষ্টি করিতে না পার তাহা হইতে হইবে যে, আল্লাহ্ তোমাকে দেখিতেছেন।”

হাফিজ আবু বকর ইসমাঈল (র)..... আব্দুর রহমান ইবন আয়েদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুর রহমান ইবন আয়েদ (র) বলেন : হযরত উমর (রা) বলেন, একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল যে, আমাকে এমন একটি হিকমত শিখাইয়া দিন যাহা অবলম্বন করিয়া আমি জীবন যাপন করিতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : ‘আল্লাহ্র সামনে এতটুকু লজ্জা করিয়া চল, যতটুকু লজ্জা করিয়া চল তুমি তোমার সেই নিকটাত্মীয় মহৎ লোকটির সামনে, যে সর্বদা তোমার সংগে চলাফেরা করে।’

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “যে ব্যক্তি তিনটি কাজ আজাম দিবে সে ঈমানের স্বাদ উপভোগ করিতে পারিবে। (১) একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা। (২) প্রসন্নচিত্তে প্রতি বছরে মধ্যম মানের জিনিষ দ্বারা সম্পদের যাকাত প্রদান করা ও (৩) আত্মশুদ্ধি করা।” এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আত্মশুদ্ধি বা নিজের নফসকে পবিত্র করার অর্থ কি?’ উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, মনে প্রাণে এই বিশ্বাস করা যে, তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ্ তোমার সংগে আছেন।’

নুআইম ইবন হাম্মাদ (র) উবাদা ইবন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উবাদা ইবন সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, সর্বোত্তম ঈমান হইল এই বিশ্বাস করা যে, তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ্ তোমার সংগে আছেন।

ইমাম আহমদ (র) এই দুই পংক্তি পাঠ করিতেন—

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل * خلوق ولكن قل على رقيب

যদি তুমি কোন একটি দিন নির্জনে অতিবাহিত কর তখন বলিও না যে, তুমি নির্জনে কাটিয়েছ বরং তুমি বল যে, আমার সংগে একজন পর্যবেক্ষণকারী রহিয়াছেন।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَغْفِلُ سَاعَةً - وَلَا أَنْ مَا تُخْفِي عَلَيْهِ يَغْفِيْبُ

এবং কখনও মনে করিও না যে আল্লাহ্ কোন একটি মুহূর্ত অনবহিত আছেন এবং তুমি যাহা গোপনে করিতেছ তাহা তাঁহার কাছে অজানা রহিয়াছে।

অর্থাৎ “দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ্। আর সকল বিষয় এক সময় তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।” যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَأَنْ لَّنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَى الْمَالِكُ - অর্থাৎ “আমি ইহলোক ও পরলোক উভয় জগতেরই মালিক।” এই কারণে তাঁহার প্রশংসা জ্ঞাপন করা আমাদের কর্তব্য। যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন :

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى - অর্থাৎ “তিনিই আল্লাহ্। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। ইহলোক ও পরলোকে তিনিই একমাত্র প্রশংসার অধিকারী।”

অন্য আয়াতে তিনি বলেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ-

অর্থাৎ “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় বস্তুর মালিক। পরলোকে প্রশংসার অধিকারী একমাত্র তিনিই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবগত। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا
وَكُلُّهُمْ أِتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا -

অর্থাৎ “আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় বস্তু আল্লাহ্র সম্মুখে দাসরূপে উপস্থিত হইবেই। তিনি তাহাদিগকে পুণ্ডখানুপুণ্ডরূপে হিসাব করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহারা প্রত্যেকেই কিয়ামতের দিন নিঃসঙ্গ উপস্থিত হইবে।” তাই এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন :

وَاللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورُ - অর্থাৎ “কিয়ামতের দিন প্রতিটি বস্তু বা বিষয় আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে।” আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির মাঝে ইচ্ছানুযায়ী মীমাংসা করিবেন। বস্তুত তিনি ন্যায়পরায়ণ, কাহারো প্রতি অনু পরিমাণও জুলুম করিবেন না। কাহারো একটি নেক আমল থাকিলে তিনি তাহা দশগুণ বৃদ্ধি করিয়া উহার প্রতিদান দিবেন।

যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন :

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا - وَأِنْ كَانَ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَاهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ-

অর্থাৎ "কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়ে মানদণ্ড স্থাপন করিব। ফলে কাহারো উপর
বিন্দুমাত্র জুলুম করিব না। একটি সরিষা বীজ পরিমাণ যদি কাহারো নেক থাকে আমি
উহা উপস্থিত করিব। হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।"

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ অর্থাৎ সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ
তায়লা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যাবতীয় পরিবর্তন-পরিবর্ধন তাঁহারই হাতে।
তিনিই স্বীয় প্রজ্ঞাবলে ইচ্ছানুযায়ী রাত্রি ও দিবসকে পরিবর্তন করেন। ফলে কখনো
রাতকে দীর্ঘ করেন আর দিনকে করেন ছোট। আবার কখনো করেন ইহার উল্টা।
কখনো রাত দিনকে সমান করিয়া দেন। ফলে কখনো হয় গ্রীষ্ম, কখনো বর্ষা, কখনো
শীত, কখনো হয় হেমন্ত আবার কখনো হয় বসন্তকাল। এই সবকিছুই মহা প্রভু
আল্লাহপাকের হিকমত ও কুদরতের বহিঃপ্রকাশ।

وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ অর্থাৎ সূক্ষ্ম হৃদক আর গোপনীয় হৃদক, তিনি অন্তরের
যে কোন বিষয় সম্পর্কেই সম্যক অবগত। তিনি হইলেন অন্তর্ধামী।

(৭) اٰمِنُوۤا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوۡا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ كَالَّذِيْنَ

اٰمِنُوۡا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوۡا لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ۝

(৮) وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُوْلِۙ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوۡا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ

اٰخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

(৯) هُوَ الَّذِيۥ يُنَزِّلُ عَلٰٓى عَبْدِهٖ اٰیٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ

الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

(১০) وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوۡا فِيۥ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَرِثٰتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۙ

لَا يَسْتَوِيۦ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٍ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً

مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوۡا مِنْۢ بَعْدِ وَقَتْلِهِۦٓ ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحَسَنٰى ؕ

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

(১১) مَنْ ذَا الَّذِيۥ يُقرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِوْفُهُ لَهٗ وَاَلَهٗ اَجْرٌ

كَبِيْرٌ ۝

৭. আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ তোমাদিগকে
যাহা কিছুর উত্তরাধিকারী করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় কর। তোমাদিগের মধ্যে
যাহারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে তাহাদিগের জন্য আছে মহাপুরস্কার।

৮. তোমাদিগের কি হইল যে, তোমরা আল্লাহতে ঈমান আন না? অথচ রাসূল
তোমাদিগকে তোমাদিগের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিতে আহ্বান করিতেছে
এবং আল্লাহ তোমাদিগের নিকট হইতে অংগীকার গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য যদি
তোমরা তাহাতে বিশ্বাসী হও।

৯. তিনিই তাঁহার বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন, তোমাদিগকে
অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার জন্য। আল্লাহ তো তোমাদিগের প্রতি
করণাময়, পরম দয়ালু।

১০. তোমরা আল্লাহর পথে কেন ব্যয় কর না? আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর
মালিকানা তো আল্লাহরই। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয়
করিয়াছে ও সংগ্রাম করিয়াছে, তাহারা এবং পরবর্তীরা সমান নহে; তাহারা
মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ উহাদিগের অপেক্ষা যাহারা পরবর্তীকালে ব্যয় করিয়াছে ও সংগ্রাম
করিয়াছে। তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তোমরা যাহা কর,
আল্লাহ তাহা সর্বিশেষ অবহিত।

১১. কে আছে যে আল্লাহকে দিবে উত্তম ঋণ? তাহা হইলে তিনি বহুগুণে
ইহাকে বৃদ্ধি করিবেন তাহার জন্য এবং তাহার জন্য রহিয়াছে মহাপুরস্কার।

তাফসীর : এইখানে আল্লাহ তা'আলা এই নির্দেশ দিতেছেন যে, তোমরা আমার প্রতি এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি পূর্ণাঙ্গরূপে ঈমান আনয়ন কর এবং উহার উপর দৃঢ় অটল ও অবিচল থাক। অতঃপর লোকদিগকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে সম্পদ দান করিয়াছেন উহা হইতে সৎপথে ব্যয় করার উৎসাহ প্রদান করিয়া বলিতেছেন, তোমাদিগের হাতের এই সম্পদ একদিন তোমাদিগের হাতে ছিল না। ছিল তোমাদিগের পূর্ববর্তী আরেক শ্রেণীর লোকের হাতে। আমিই তোমাদিগকে ইহার উত্তরাধিকারী বানাইয়াছি। অতএব তোমরা এই সম্পদ আমার আনুগত্যের কাজে ব্যয় কর। যদি কর তো ভালো। অন্যথায় ওয়াজিব তরকের অপরাধে তোমরা একদিন শাস্তি ভোগ করিবে।

“تَوَمَّادِغِكُمْ يَاهَا رِ الْوْتَرَا دِغَارِى بَا نَا هِ يَّا حُنَّ عِنْدَ هِ هِ تَ عِ يَّ كُ ر ” এই আয়াতে ইংগিত করা হইয়াছে যে, এখন তোমরা যেই সম্পদের অধিকারী, একদিন উহা তোমাদিগের হাতছাড়া হইয়া যাইবে। তখন তোমাদিগের উত্তরাধিকারীরা যদি এই সম্পদ আল্লাহর আনুগত্যের কাজে ব্যয় করে তো তাহারা হইবে তোমাদিগের চেয়েও ভাগ্যবান। আর যদি তোমাদিগের এই সম্পদ তাহারা আল্লাহর নাফরমানীর কাজে ব্যয় করে, তাহা হইলে তোমরা অন্যায়ে সহযোগী হিসাবে অপরাধের অংশীদার হইবে।

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন শিখখীর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন শিখখীর (রা) বলেন : আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হই। তখন আমি শুনিতে পাইলাম যে, তিনি সূরা الْهٰكِمُ الْتٰكَا رُ এই সূরাটি পাঠ করিয়া বলিতেছেন : মানুষ বলে, আমার মাল, আমার সম্পদ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ যাহা খাইয়া শেষ করে যাহা পরিধান করিয়া পুরাতন করিয়া ফেলে এবং যাহা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে উহাই তাহার সম্পদ। (ইহা ছাড়া যাহা আছে তাহা ত্যাজ্য ওয়ারিসের সম্পত্তি, তোমার নহে।)

“فَا لَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ” তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাপুরস্কার।” এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমান আনয়ন এবং সৎপথে সম্পদ ব্যয় করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

অর্থাৎ কিসে তোমাদিগকে ঈমান আনয়ন হইতে বাধা প্রদান করে? অথচ রাসূলুল্লাহ তোমাদিগের মাঝে বর্তমান। তিনি তোমাদিগকে ঈমানের পথে আহ্বান করেন এবং তিনি তোমাদিগের নিকট যাহা আনয়ন করিয়াছেন উহার সত্যতা ও বিশ্বস্ততার সপক্ষে বহু প্রমাণ বিদ্যমান।

হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন তাঁহার সাহাবাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বল তো তোমাদিগের কাছে ঈমানের দিক থেকে কারা সর্বাপেক্ষা উত্তম? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, ফেরেশতাগণ সর্বাপেক্ষা উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : তাহারা কেন ঈমান আনয়ন করিবে না অথচ তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট তাহাদিগের অবস্থান। অতঃপর সাহাবাগণ বলিলেন, তাহা হইলে নবীগণ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, নবীগণ কেন ঈমান আনয়ন করিবে না, অথচ তাহাদিগের উপর ওহী অবতীর্ণ হয়? তারপর সাহাবাগণ বলিলেন, তাহা হইলে আমরা। রাসূলুল্লাহ বলিলেন, (না, তোমরাও নহ) কারণ তোমরা কেন ঈমান আনিবে না, অথচ আমি তোমাদিগের মাঝে বর্তমান? ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই বলিলেন, ঈমানের দিক হইতে সর্বাপেক্ষা উত্তম তাহারা যাহারা তোমাদিগের পর আগমন করিবে এবং কুরআন-হাদীস পাঠ করিয়াই ঈমান আনয়ন করিবে। এই হাদীসের সূত্র সমূহ সূরা বাকারার প্রথমাত্মশের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি।

“وَقَدْ اَخَذَ مِيثَاقَكُمْ” এবং আল্লাহ তোমাদিগের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন।” যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِيْ وَاتَّقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا .

অর্থাৎ “তোমরা তোমাদিগের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর এবং (স্মরণ কর) তাঁহার সেই অঙ্গীকার যাহা তিনি তোমাদিগ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। যখন তোমরা বলিয়াছিলে যে, আমরা শুনিলাম ও আনুগত্য করিলাম।

আলোচ্য আয়াতে যেই অঙ্গীকারের কথা বলা হইয়াছে উহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করা। তবে ইব্ন জারীরের ধারণা মতে, এই অঙ্গীকার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আযল দিবসের অর্থাৎ আদম (আ)-এর পৃষ্ঠ দেশ হইতে আত্মসমূহ বাহির করিয়া যে অঙ্গীকার নিয়াছিলেন সেই অঙ্গীকার। মুজাহিদের মতও ইহাই।

هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهِ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَنَّكُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ اর্থاً আল্লাহ তা'আলা মানুষদিগকে অজ্ঞতা ও কুফরের অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া হিদায়াত ও ঈমানের আলোর পথে আনিবার জন্য তাঁহার বান্দা মুহাম্মদ (সা)-এর উপর সুস্পষ্ট ও অকাটা প্রমাণাদি নাযিল করেন।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগের প্রতি করুণাময় ও পরম দয়ালু। কারণ তিনি তোমাদিগের হিদায়াতের জন্য কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, হিদায়াত গ্রহণের যাবতীয় বাধা-বিপত্তি ও সংশয় দূর করিয়া দিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন ও সৎপথে সম্পদ ব্যয় করার নির্দেশ দিয়াছেন। অতঃপর ঈমান গ্রহণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, ঈমান আনয়নের পথে যত বাধা-বিপত্তি আসিতে পারে আমি উহা দূর করিয়া দিয়াছি। এইবার আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করিবার প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়া বলিতেছেন : وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ "তোমাদিগের কি হইল যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর না। অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই।"

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং সম্পদ হ্রাস পাওয়া কিংবা গরীব হইয়া যাওয়ার ভয় করিও না। কারণ তুমি যাঁহার পথে ব্যয় করিবে তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক। জগতের সমুদয় সৃষ্টি ও উহার চাবিকাঠি তাঁহারই হাতে। আরশের অধিপতিও তিনিই। আল্লাহ অন্য এক আয়াতে বলেন :

অর্থাৎ "তোমরা (আল্লাহর পথে) যাহা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ উহার উত্তম বিনিময় দান করিবেন। বস্তুত তিনিই উত্তম রিয়িকদাতা।"

অন্য আয়াতে তিনি বলেন :

অর্থাৎ "তোমাদিগের নিকট যাহা আছে উহা শেষ হইয়া যাইবে আর আল্লাহর কাছে যাহা আছে উহা চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে।" সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা রাখে সেই আল্লাহর পথে অকাতরে ব্যয় করে। সে সম্পদ কমিয়া যাওয়ার ভয় করে না এবং এই বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তা'আলা ইহার উত্তম বিনিময় দান করিবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

অর্থাৎ "যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে দীনের কাজে নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করিয়াছে এবং দীনের পথে লড়াই করিয়াছে পরবর্তীরা তাহাদিগের সমান হইতে পারে না।" ইহার কারণ হইল এই যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমানদের অবস্থা ছিল খুবই সংকটময়। মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি ছিল নিতান্তই কম। এমতাবস্থায় দীনের পথে লড়াই করা এবং অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। পক্ষান্তরে মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন ছিল ইসলামের সুদিন। সুতরাং ইসলামের সংকটময় ও দুর্দিনে জানবাজী রেখে যাঁরা ইসলামের সাহায্য-সহযোগিতা করিয়াছেন, তাঁহাদের মর্যাদা পরবর্তীদের তুলনায় বেশী হওয়াই স্বাভাবিক।

এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَوْلَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ
অর্থাৎ যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করিয়াছে ও জিহাদ করিয়াছে মর্যাদায় তাহারা উহাদিগের অপেক্ষা উত্তম, যাহারা মক্কা বিজয়ের পরে ব্যয় করিয়াছে ও জিহাদ করিয়াছে। তবে আল্লাহ তা'আলা উভয়েরই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

জমহুর আলিমগণের মতে, এখানে বিজয় দ্বারা মক্কা বিজয় উদ্দেশ্য। ইমাম শা'বী ও অন্যরা বলেন, বিজয় দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হইল হৃদয়বিয়ার সন্ধি। নিম্নবর্ণিত হাদীসে এই দাবীর সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র)..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন : হযরত খালিদ ইবন ওলীদ এবং হযরত আব্দুর রহমান ইবন আওফের মধ্যে এক সময় কোন একটি বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়াছিল। কথা প্রসঙ্গে খালিদ ইবন ওলীদ (রা) আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রা)-কে বললেন, আমাদিগের কয়দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বুঝি আপনারা আমাদের উপর গৌরববোধ করিতেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) খালিদ ইবন ওলীদের এই মন্তব্য শুনিয়া বলিলেন "তোমরা আমার সাহাবীদিগকে আমার জন্য ছাড়িয়া দাও। যাঁহার হাতে আমার জীবন আমি তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যদি তোমরা উহুদ পরিমাণ কিংবা (বলিয়াছেন) কোন পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ মুদ্রাও আল্লাহর পথে ব্যয় কর, তবুও তোমরা উহাদের মর্যাদায় পৌছিতে পারিবে না।"

বলাবাহুল্য যে, হযরত খালিদ ইবন ওলীদ (রা) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন হৃদয়বিয়ার সন্ধির পর, মক্কা বিজয়ের পূর্বে। ইহাতে বুঝা যায় যে, উপরোক্ত বিজয় দ্বারা হৃদয়বিয়ার সন্ধি উদ্দেশ্য। অন্যথায় মক্কা বিজয় হইলে খালিদ ইবন ওলীদও সেই ফযীলত লাভ করিতেন।

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : "তোমরা আমার সাহাবাদিগকে গালি দিও না। আমি সেই সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি যাঁহার হাতে আমার জীবন। যদি তোমাদের কেহ উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর পথে ব্যয় করে আমার সাহাবাদের তিন পোয়া বা দেড় পোয়া খাদ্য দান করার পরিমাণ সওয়াব পাইবে না।"

ইবন জারীর ও ইবন আবু হাতিম (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত হৃদয়বিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া উসফান নামক স্থানে পৌঁছিবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : খুব সম্ভব এমন একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটিবে, যাহারা তাহাদিগের আমলের তুলনায় তোমাদিগের আমলকে তুচ্ছ মনে করিবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কাহারো? তাহারা কি কুরাইশ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, না কুরাইশ নহে, বরং

তাহারা হইল ইয়ামানবাসী। তাহারা কোমল হৃদয় মনের অধিকারী। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, উহারা কি আমাদের অপেক্ষা উত্তম হইবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তাহাদিগের কাহারো যদি স্বর্ণের একটি পাহাড় থাকে আর সে উহা আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেয়, তবুও সে তোমাদের তিন পোয়া বা দেড় পোয়া খাদ্য দান করার পরিমাণ সওয়াবও পাইবে না। আমাদের এবং অন্যান্য লোকদের মাঝে পার্থক্য হইবে।” অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন।

ইবন জারীর (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “এমন একটি দলের আবির্ভাব হইবে যাহারা নিজেদের আমলের তুলনায় তোমাদিগের আমলকে তুচ্ছ মনে করিবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কাহারো? তাহারা কি কুরাইশ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : কুরাইশ নহে, তাহারা কোমল হৃদয় মনের অধিকারী একটি সম্প্রদায়।” এই বলিয়া তিনি ইয়ামানের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন : “তাহারা হইল ইয়ামানের অধিবাসী। ইয়ামান অধিবাসীদের ঈমানই তো ঈমান আর তাদের হিকমতই তো হিকমত।” অতঃপর আমার জিজ্ঞাসা করিলাম হে আল্লাহর রাসূল! উহারা কি আমাদের অপেক্ষা উত্তম? উত্তরে রাসূল (সা) বলিলেন, “যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যদি তাহাদের কারো একটি স্বর্ণের পাহাড় থাকে আর সে উহা আল্লাহর পথে ব্যয় করে তবুও উহা তোমাদিগের এক মুদ (তিন পোয়া) বা আধা মুদের (দেড় পোয়া) সমতুল্য হইবে না।” অতঃপর তিনি হাতের অঙ্গুলিগুলি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কনিষ্ঠা আঙ্গুলটি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, “আমাদিগ ও উহাদিগের মাঝে এই হইল পার্থক্য।”

وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ অর্থাৎ বিজয়ের পূর্বে আল্লাহর পথে ব্যয়কারী এবং বিজয়ের পরে ব্যয়কারীদের মাঝে মর্যাদার ব্যবধান থাকিলেও আল্লাহ তা'আলা উভয় শ্রেণীতে নিজ নিজ আমল অনুযায়ী উপযুক্ত পুরস্কার দান করিবেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ - فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا -

অর্থাৎ “যাহারা কোন ওয়র ছাড়াই জিহাদ পরিত্যাগ করে আর যাহারা জান-মাল ব্যয় করিয়া আল্লাহর পথে জিহাদ করে তাহারা সমান নহে। জিহাদ পরিত্যাগকারীদের উপর আল্লাহ তা'আলা জান-মাল ব্যয় করে জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব

দান করিয়াছেন। তবে সকলকেই আল্লাহ তা'আলা উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তবে যাহারা মুজাহিদ নহে তাহাদিগের উপর মুজাহিদদিগকে মহা পুরস্কার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন।” অন্য এক সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “শক্তিশালী ঈমানদার আল্লাহর নিকট দুর্বল ঈমানদার অপেক্ষা উত্তম ও প্রিয়। তবে সকলের মধ্যেই কল্যাণ রহিয়াছে।” অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানিয়া বুঝিয়াই এই দুই শ্রেণীর লোকের মর্যাদার ব্যবধান রাখিয়াছেন। কারণ কাহার ইখলাস ও নিষ্ঠা কতটুকু তাহা আল্লাহ তা'আলার ভালো করিয়াই জানা আছে। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “এক দিরহাম অনেক সময় এক লাখের উপর প্রাধান্য লাভ করে।

বলাবাহুল্য যে, আলোচ্য আয়াতের সুসংবাদের সর্বাঙ্গীণ বড় অংশীদার হইলেন আবু বকর সিদ্দীক (রা)। কারণ এই আয়াত অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে তিনি সমস্ত নবীদের উম্মতের সরদার। কেননা তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ইসলামের সংকটময় দুর্দিনে নিজের সমুদয় সম্পদ দীনের কাজে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। ইমাম বাগবী (র) ইবন উমর (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন। ইবন উমর (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)ও তখন সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার গায়ে ছিল একটি আবা যাহার বকের উনুজ অংশ কাঁটা দ্বারা আটকানো ছিল। ইত্যবসরে হযরত জিবরাঈল (আ) আগমন করিয়া বলিলেন, কি ব্যাপার আবু বকের এই অবস্থা কেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : কারণ আবু বকর তাঁহার সমুদয় সম্পদ বিজয়ের পূর্বে আমার জন্য ব্যয় করিয়াছে। জিবরাঈল (আ) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নিকট সালাম পাঠাইয়াছেন এবং জানিতে চাহিয়াছেন যে, তিনি এহেন দারিদ্রের অবস্থায় তাঁহার উপর সন্তুষ্ট আছেন নাকি অসন্তুষ্ট। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “আবু বকর! আল্লাহ তা'আলা আপনার কাছে সালাম পাঠাইয়াছেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এই অবস্থায় আপনি আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট আছেন কিনা? উত্তরে আবু বকর (রা) বলিলেন : আমি কি আমার মহান প্রতিপালকের উপর অসন্তুষ্ট থাকিব? না, আমি আমার প্রতিপালকের উপর সন্তুষ্ট আছি।

“مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا” কে আছে, যে আল্লাহকে দিবে উত্তম ঋণ? হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা) বলেন, এই উত্তম ঋণ প্রদান অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় করা। কেহ কেহ বলেন, আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করার অর্থ হইল পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করা। বস্তুর আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার কথা বলিয়া বিশেষ কোন ক্ষেত্রে ব্যয় করাকে বুঝানো হয় নাই বরং খাঁটি নিয়তে ব্যাপকভাবে যে কোন সং ও উপযুক্ত খাতে ব্যয় করাই আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার নামান্তর।

فِيضَاعْفُهُ لَهُ অর্থাৎ কেহ আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করিলে আল্লাহ তা'আলা বিনিময়ে তাহাকে বহুগুণে বাড়াইয়া দেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :
أَضْعَافًا كَثِيرًا وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম ঋণ দান করিলে আল্লাহ তা'আলা উহা বহু গুণে বাড়াইয়া দেন এবং ঋণ প্রদানকারীকে দান করেন উত্তম পুরস্কার তথা জান্নাত।

ইব্ন আবু হাতিম (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন مَنْ ذَا الَّذِي এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর আব্দুদাহদাহ আনসারী (রা) আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ কি আমাদের নিকট ঋণ চাহিতেছেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “হাঁ, হে আব্দুদাহদাহ! এই কথা শুনিয়া আব্দুদাহদাহ বলিলেন : হযর! দেখি আপনার হাতটা। এই বলিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাত ধরিয়া বলিলেন, আমি আমার গোটা বাগান আল্লাহকে ঋণ দিয়া দিলাম। উল্লেখ্য যে, আব্দুদাহদাহ (রা)-এর একটি বাগান ছিল। বাগানে ছিল ছয়শত খেজুর বৃক্ষ এবং তাহার পরিবারবর্গও সেই বাগানেই বসবাস করিত। অতঃপর তিনি ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে ডাক দিয়া বলিলেন, বাচ্চাদের লইয়া বাগান হইতে বাহির হইয়া আস। আমি এই বাগান আল্লাহ তা'আলাকে ঋণ দিয়াছি। এতদশ্রবণে তাহার স্ত্রী বলিল, তুমি লাভজনক ব্যবসাই করিয়াছ, হে আব্দুদাহদাহ! এই বলিয়া স্ত্রী আসবাবপত্র এবং সন্তানদের লইয়া বাহির হইয়া আসিল। এই প্রসংগে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : “আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে আব্দুদাহদাহকে ফলের ভারে ন্যূনত্ব বহুসংখ্যক বাগিচা দান করিবেন।”

(۱۲) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

وَبِأَيْمَانِهِمْ يُشْرِكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

فِيهَا، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

(۱۳) يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا

نَقْتِسِبُ مِنْ نُورِكُمْ، قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ

بَيْنَهُمْ سُوْرًا لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ

الْعَذَابُ ۝

(۱۴) يُبَادُونَهُمْ لَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَ لَكُمْ لِكْتُمٌ فَنَتَنَّمْ أَنْفُسَكُم

وَتَرَبَّصْنَا وَارْتَبْنَا وَغَرَّكُمُ الْإِمَانِي حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمُ

بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝

(۱৫) قَالِیَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

مَاؤُكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ دَوِیْتُمْ الْمَصِیْرُ ۝

১২. সেদিন তুমি দেখিবে মু'মিন নর-নারীগণকে তাহাদিগের সম্মুখ ভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাহাদিগের জ্যোতি প্রধাবিত হইবে। বলা হইবে, 'আজ তোমাদিগের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তোমরা স্থায়ী হইবে, ইহাই মহাসাফল্য।'

১৩. সেই দিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী মু'মিনদিগকে বলিবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু খাম, যাহাতে আমরা তোমাদিগের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করিতে পারি।' বলা হইবে, তোমরা তোমাদিগের পিছনে ফিরিয়া যাও ও আলোর সন্ধান কর।' অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হইবে একটি প্রাচীর। যাহাতে একটি দরজা থাকিবে, উহার অভ্যন্তরে থাকিবে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকিবে শাস্তি।

১৪. মুনাফিকরা মু'মিনদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, 'আমরা কি তোমাদিগের সংগে ছিলাম না?' তাহারা বলিবে, হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজদিগকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছ। তোমরা প্রতীক্ষা করিয়াছিলে, সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলে এবং অলীক আকাঙ্ক্ষা তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, আল্লাহর হুকুম না আসা পর্যন্ত আর মহা প্রতারক তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল আল্লাহ সম্পর্কে।'

১৫. 'আজ তোমাদিগের নিকট হইতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হইবে না এবং যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহাদিগের নিকট হইতেও নহে। জাহান্নামই তোমাদিগের যোগ্য স্থান। কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম!'

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের সম্পর্কে বলিতেছেন যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের সম্মুখে নিজ নিজ আমল অনুযায়ী নূর প্রধাবিত হইতে থাকিবে। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের

সম্মুখে তাহাদিগের আমলের পরিমাণ অনুযায়ী নূর প্রধাবিত হইবে। সেই নূরের আলোকে তাহারা পুলসিরাত অতিক্রম করিবে। তাহাদিগের কাহারো নূর হইবে পাহাড় সমান, কাহারো খর্জুর বৃক্ষ সমান আবার কাহারো নূর হইবে দণ্ডায়মান একটি ব্যক্তির সমান। আর যাহাকে সবচেয়ে কম নূর দেওয়া হইবে তাহার নূর থাকিবে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলে। উহা একবার প্রজ্জ্বলিত হইবে, একবার নিভিয়া যাইবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “কিয়ামতের দিন কতিপয় মু'মিনের নূর এত পরিমাণ হইবে, মদীনা হইতে আদন আবইয়ান ও সান'আ যতটুকু দূরত্ব সেই পরিমাণ উজ্জ্বল করিবে। এমনকি কোন কোন ঈমানদারের নূর দুই পায়ের পাতা পরিমাণ উজ্জ্বল করিবে।

সুফিয়ান সওরী জুনাদা ইবন আবু উমাইয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, লোক সকল! আল্লাহর নিকট তোমাদিগের নামধাম, আকার-আকৃতি, কথা-বার্তা, উঠা-বসা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিয়ামতের দিন ঘোষণা দেওয়া হইবে যে, হে অমুক! ইহা তোমার নূর। হে অমুক! তোমার কোন নূর নাই। এই বলিয়া জুনাদা ইবন আবু উমাইয়া ... وَيَسْعَى نُورُهُمْ এটি আয়াতটি পাঠ করেন।

যাহ্নাক (র) বলেন : কিয়ামতের দিন প্রত্যেককেই নূর দান করা হইবে। কিন্তু পুলসিরাত পর্যন্ত পৌঁছার পর মুনাফিকদের নূর নিভিয়া যাইবে। ইহা দেখিয়া ঈমানদারগণ তাহাদিগের নূর নিভিয়া যাইবে বলিয়া শংকিত হইয়া পড়িবে এবং বলিবে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগের নূর পরিপূর্ণ করিয়া দাও।'

হাসান (র) বলেন, পুলসিরাতের উপর ঈমানদারদের নূর তাহাদিগের সম্মুখভাগে ও পার্শ্বদেশে প্রধাবিত হইবে। ইবন আবু হাতিম আব্দুদারদা ও আবুযর (রা) হইতে বর্ণনা করেন আব্দুদারদা ও আবুযর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, “কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমাকে সিজদা করিবার এবং সর্বপ্রথম সিজদা হইতে মাথা উঠাইবার অনুমতি দেওয়া হইবে। সিজদা হইতে মাথা উঠাইয়া আমি আমার সম্মুখে-পশ্চাতে, ডানে ও বামে তাকাইয়া দেখিব। তখন সমস্ত উম্মতের মধ্য হইতে আমি আমার উম্মতদিগকে চিনিতে পারিব।” এই কথা শুনিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল! হযরত নূহ (আ) হইতে আপনার উম্মত পর্যন্ত এত উম্মতের মধ্যে হইতে আপনি আপনার উম্মতদিগকে কিভাবে চিনিতে পারিবেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের ওয়ুর অঙ্গুলি উজ্জ্বল থাকিবে। অন্য কোন উম্মতের এমন হইবে না। এবং আমার উম্মতদিগকে ডান হাতে আমলনামা প্রদান করা হইবে ও তাহাদিগের সম্মুখে নূর প্রধাবিত হইবে। এইসব লক্ষণ দেখিয়া আমি তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলিব।”

بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِيَيْنَ فِيهَا - ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ -

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ঈমানদারদিগকে বলা হইবে, সুসংবাদ তোমাদিগের এমন জান্নাতের যাহার তলদেশে নদী-নালা প্রবাহিত। তাহারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করিবে। ইহাই হইল মহাসফল্য।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদ দিতেছেন যে, কিয়ামতের মহাসঙ্কট ও ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যখন খাঁটি ঈমানদারগণ ব্যতীত কেহই মুক্তি পাইবে না। তখন নিরুপায় হইয়া মুনাফিক নর-নারীরা ঈমানদার দিগকে ডাকিয়া বলিবে, তোমরা একটু থাম। আমরা তোমাদিগের নূর হইতে কিছু নূর গ্রহণ করি।

ইবন আবু হাতিম (র) সুলায়ম ইবন আমির (র) হইতে বর্ণনা করেন। সুলায়ম ইবন আমির (র) বলেন : আমরা দামেস্কে এক ব্যক্তির জানাযায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। আবু উমামা বাহেলীও আমাদিগের সংগে ছিলেন। জানাযার নামাযের পর লাশ দাফনের প্রস্তুতি নিলে আবু উমামা (রা) বলিলেন, হে লোক সকল! দুনিয়াতে বসিয়া তোমরা সং অসং উভয় কার্যই করিতে পার। কিন্তু এই স্থান ত্যাগ করিয়া একদিন তোমাদিগকে এই যে আরেকটি ঘরে যাইতে হইবে, যেখানে কোন সাথী নাই, সংগী নাই। সেই ঘরটি অন্ধকারের ঘর, পোকামাকড়ের ঘর ও সংকীর্ণতার ঘর। অতঃপর তথা হইতে তোমরা কিয়ামতের মাঠে উপস্থিত হইবে। সেইদিন আল্লাহর গযব নাযিল হইবে ইহাতে কতিপয় মুখমণ্ডল হইবে উজ্জ্বল আর কতিপয় হইবে কালো। তারপর তোমরা আরেকটি ভয়ানক অন্ধকার স্থানে স্থানান্তরিত হইবে। তথায় নূর বণ্টন করা হইবে। ঈমানদারদেরকে নূর দেওয়া হইবে আর কাফির মুনাফিকদিগকে কিছুই দেওয়া হইবে না। অন্ধ ব্যক্তি যেমন দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হইতে আলো লাভ করিতে পারে না। তেমনি সেইদিনও কাফির মুনাফিকরা ঈমানদারদের নূর দ্বারা উপকৃত হইবে না। মুনাফিকরা সেইদিন বলিবে اَرْجِعُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ الخ উত্তরে বলা হইবে اَرْجِعُوا الخ অর্থাৎ তোমরা তোমাদিগের পিছনে ফিরিয়া গিয়া নূর খোঁজ কর। তখন তাহারা পিছন দিকে ফিরিয়া যাইবে ঠিক, কিন্তু কিছুই খুঁজিয়া পাইবে না। ফলে আবার ঈমানদারদের কাছে ফিরিয়া আসিবে। এইবার উভয় দলের মাঝে একটি প্রাচীর স্থাপিত হইয়া যাইবে যাহার অভ্যন্তরে রহমত আর বহির্ভাগে শাস্তি। এইভাবে কাফির মুনাফিকরা একের এক প্রতারিত হইতে থাকিবে।

ইবন আবু হাতিম (র) আবু উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু উমামা (রা) বলেন : কিয়ামতের দিবসটি এতই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে যে, ঈমানদার না কাফির কেহই নিজেদের হাত পর্যন্ত দেখিতে পাইবে না। অতঃপর এক সময় আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের তাহাদিগের আমল পরিমাণ নূর দান করিবেন। দেখিয়া মুনাফিকরা ঈমানদারদের পশ্চাদ গমন করিতে থাকিবে এবং বলিবে, তোমরা একটু থাম, আমরা তোমাদিগের নূর হইতে একটু নূর গ্রহণ করি।

ইবন আব্বাস (রা) হইতে আওফী, যাহ্বাক ও অন্যরা বলেন : সকল লোকই অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিবে। ইত্যবসরে আল্লাহ তা'আলা নূর প্রেরণ করিবেন। ঈমানদারগণ এই নূরের সাহায্যে জান্নাতে চলিয়া যাইবে। দেখিয়া মুনাফিকরাও তাহাদিগের পিছনে ছুটিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু হঠাৎ করিয়া মুনাফিকরা অন্ধকারে পড়িয়া যাইবে, আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। তখন তাহারা বলিবে, তোমরা একটু থাম! আমার তোমাদিগের নূর হইতে কিছু নূর গ্রহণ করি। আমরা তো দুনিয়াতে তোমাদেরই সংগে ছিলাম। ঈমানদারগণ উত্তরে বলিবে, **ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ** অর্থাৎ তোমরা পিছনে যেখান হইতে আসিয়াছ, সেখানে গিয়াই নূর তালাশ কর।

আবুল কাসিম তাবারানী (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা লোকদিগকে তাহাদিগের নাম ধরিয়া ডাকিবেন। আর পুলসিরাত অতিক্রম করিবার প্রাক্কালে আল্লাহ মু'মিন মুনাফিক সকলকেই নূর দান করিবেন। কিন্তু মাঝ পথে আসিবার পর মুনাফিকদের নূর ছিনাইয়া নিবেন। তখন মুনাফিকরা মু'মিনদিগকে ডাকিয়া বলিবে, তোমরা একটু থাম! আমার তোমাদিগের নূর হইতে কিছু নূর গ্রহণ করিব আর ঈমানদারগণ বলিবে, হে আল্লাহ! আমাদের নূর পরিপূর্ণ করিয়া দাও। তখন কেহ কাহাকেও স্মরণ করিবে না।

فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِهِ بَابٌ - بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ অর্থাৎ তখন তাহাদিগের মাঝে এক দরজা বিশিষ্ট একটি প্রাচীর স্থাপিত হইয়া যাইবে, যাহার অভ্যন্তরে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকিবে শাস্তি।

হাসান ও কাতাদা (র) বলেন : জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে একটি প্রাচীর স্থাপিত হইয়া যাইবে।

আব্দুর রহমান ইবন যায়েদ ইবন আসলাম (র) বলেন : আল্লাহ তা'আলা **بَيْنَهُمَا حِجَابٌ** (জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে থাকিবে একটি পর্দা) এই আয়াতে যেই আড়াল বা প্রাচীরের কথা বলিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতে উহার কথাই বলা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) সহ আরো অনেকে এই মত পোষণ করিয়াছেন। বস্তুত ইহাই সঠিক।

بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ অর্থাৎ সেই প্রাচীরের অভ্যন্তরে আছে রহমত তথা জান্নাত আর বহির্ভাগে আছে শাস্তি তথা জাহান্নাম।

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى অর্থাৎ মুনাফিকরা সাহায্যের জন্য মু'মিনদিগকে ডাকিয়া বলিবে, আমরা কি তোমাদিগের সংগে ছিলাম না? আমরা কি তোমাদিগের সহিত জুমার নামাযে উপস্থিত হইতাম না? আমরা কি তোমাদিগের সহিত একত্রে নামায পড়িতাম না? আমরা কি তোমাদিগের সংগে হজ্জ করিতাম না? আমরা কি তোমাদিগের সংগে যুদ্ধে যোগ দিতাম না? আজ কিভাবে তোমরা আমাদেরকে ভুলিয়া গেলে?

قَالُوا بَلَى অর্থাৎ **وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّبْتُمْ الْأَمَانِي** উত্তরে ঈমানদারগণ বলিবে, হ্যাঁ, তোমরা তো আমাদের সহিত ঠিকই ছিলে। কিন্তু দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, আল্লাহর নাফরমানী এবং প্রবৃত্তি পূজা দ্বারা তোমরা নিজেদেরই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছ। এবং সময় মত তাওবা না করিয়া অযথা কালক্ষেপণ করিয়াছ, মৃত্যুর পরবর্তী পুনরুত্থান অস্বীকার করিয়াছ এবং অলীক আশা আকাঙ্ক্ষা তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। তোমরা মনে করিতে যে, আল্লাহ এমনিতেই তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ অর্থাৎ এমনি অবস্থাতে একদিন তোমাদিগের নিকট আল্লাহর নির্দেশ তথা মৃত্যু আসিয়া পড়িয়াছে এবং মহা প্রতারক শয়তান তোমাদিগকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকা দিয়াছে।

মুনাফিকদের আবেদনের জবাবে ঈমানদারদের এই জবাবের অর্থ হইল এই যে, বাহ্যিকভাবে তোমরা আমাদের সহিত চলাফেরা করিতে ঠিকই কিন্তু মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণায় তোমরা ছিলে আমাদের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইবাদত করিতে ঠিক কিন্তু তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয় বরং মানুষকে দেখাইবার জন্য। আল্লাহকে তোমরা স্মরণ করিতে না বলিলেই চলে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا অর্থাৎ সেইদিন কাফির ও মুনাফিকদের হইতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হইবে না। এমনকি পৃথিবী ভরা সোনা-চাঁদী দিলেও তার বিনিময়ে তাহাদিগকে মুক্তি দেয়া হইবে না।

مَا أَوْكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَيَنْسُ الْمَصِيرُ অর্থাৎ জাহান্নামই হইবে তোমাদিগের ঠাই। কুফরীর পরিণামে উহাই তোমাদিগের যোগ্য আবাসস্থল। কত নিকৃষ্ট এই অবস্থান!

(১৬) **الْمُرْيَانِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَحْشَمَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ۝**

(১৭) **إِخْلَعُوا أَتَى اللَّهُ يُمْنِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝**

১৬. যাহারা ঈমান আনে তাহাদিগের হৃদয় ভক্তি বিগলিত হইবার সময় কি আসে নাই, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে? এবং পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগের মত যেন উহারা না হয়, বহুকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেলে যাহাদিগের অন্তঃকরণ কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। উহাদিগের অধিকাংশই সত্য ত্যাগী।

১৭. জানিয়া রাখ, আল্লাহই ধরিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলি তোমাদিগের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছি যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

তাফসীর : মহান আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, মু'মিনদের জন্য সেই সময়টি কি এখনো আসে নাই যে, আল্লাহকে স্মরণ করিয়া, ওয়াজ-নসীহত, কুরআনের আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর বাণী শ্রবণ করিয়া উহাদিগের অন্তর ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মোমের ন্যায় গলিয়া যাইবে এবং কুরআন-হাদীস বুঝিয়া আল্লাহর অনুগত হইয়া যাইবে।

আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, কুরআন অবতীর্ণ হইবার পর তের বৎসরের মাথায় আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের হৃদয় কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়ার ব্যাপারে বিলম্ব হওয়ার অভিযোগ তুলিলেন এবং বলিলেন : **الْمُيَّانِ الْخ ۝**

ইমাম মুসলিম (র) ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন মাসউদ (রা) বলেন, আমাদিগের ইসলাম গ্রহণের চার বছর পর আল্লাহ তা'আলা **الْمُيَّانِ الْخ** এই আয়াত নাযিল করিয়া আমাদিগকে তিরস্কার করিলেন। ইমাম নাসায়ী এবং ইবন মাজাহুও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ান সওরী (র) মাসউদী -এর মাধ্যমে কাসিম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাসিম (র) বলেন, সাহাবাগণ এক দিন আবেদন

করিল যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদিগকে কিছু বলুন! তখন আল্লাহ তা'আলা **نَحْنُ نَحْنُ** এই আয়াতটি নাযিল করেন। ইহার কয়েকদিন পর সাহাবাগণ আবারো বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদিগকে কিছু বলুন! তখন আল্লাহ তা'আলা **نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ اللَّهُ** এই আয়াতটি নাযিল করেন। কিছুদিন পর সাহাবাগণ অনুরূপ আবেদন করিলে তখন আল্লাহ তা'আলা **الْمُيَّانِ الْخ** এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় শাদ্দাদ ইবন আউস (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “মানুষের হৃদয় হইতে সর্বপ্রথম খুশু তথা বিনয়-নম্রতা উঠাইয়া নেওয়া হইবে।”

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ - وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

“পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগের মত যেন উহারা না হয়। বহুকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল যাহাদিগের অন্তঃকরণ পাষণ হইয়া যায়।”

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী আহলে কিতাব ইয়াহুদ ও নাসারাদের ন্যায় হইতে নিষেধ করিয়াছেন, যাহারা আল্লাহর কিতাবকে (তাওরাত ও ইঞ্জীল) বিকৃত করিয়া স্বল্প মূল্যে উহা বিক্রয় করিয়া সর্বোপরি উহাকে উপেক্ষা করিয়া নানা ধরনের মনগড়া মতবাদের অনুসরণ করিতে শুরু করিয়াছে। এবং আল্লাহকে বাদ দিয়া তাহাদিগের আহবার রুহবানদের অনুসরণ করিতে শুরু করিয়াছে। ফলে তাহাদিগের অন্তর পাষণ হইয়া সত্য গ্রহণ করিবার অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। এখন উহাদিগের অধিকাংশই দুর্কর্ম পরায়ণ ফাসিক।

ইবন আবু হাতিম (র) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : বনী ইসরাঈলের নিকট আসমানী কিতাব নাযিল হইবার পর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেল। তাহাদিগের অন্তর পাষণ হইয়া যায় এবং তাহারা আসমানী কিতাবের পরিবর্তে নিজেদের চাহিদা, রুচি ও স্বার্থ অনুযায়ী কিতাব আবিষ্কার করিয়া লয়। এবং তাহারা পরস্পর এই পরিকল্পনা করে যে, চল আমরা বনী ইসরাঈলদেরকে আমাদিগের এই কিতাব অনুসরণ করিবার আহ্বান জানাই। ফলে যে ইহা অনুসরণ করিবে তাহাকে আমরা ছাড়িয়া দিব আর যাহারা ইহা প্রত্যাখ্যান করিবে তাহাকে হত্যা করিব। কার্যত তাহারা উহাই করিল।

তাহাদিগের মধ্যে একজন বিজ্ঞ আলিম ছিল। তিনি এই অধঃপতন দেখিয়া সঠিক আসমানী কিতাবের মাসায়েল এই একটি সূক্ষ্ম বস্তুতে লিপিবদ্ধ করিয়া একটি শিংয়ের মধ্যে পুরিয়া গলায় ঝুলাইয়া রাখেন। কিতাব বিকৃতকারীরা বিপুল সংখ্যক হত্যাযজ্ঞ চলাইবার পর একে অপরকে পরামর্শ দিল যে, হত্যাকাণ্ড তো বহু করিলাম। এইবার চল, অমুক ব্যক্তির নিকট গিয়া আমাদিগের মতবাদ গ্রহণ করিবার আহ্বান জানাই। যদি সে মানিয়া লয়, তাহা হইলে তাহার দেখাদেখি অনারাও মানিয়া লইবে আর যদি অস্বীকার করে তো তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিব। অতঃপর তাহারা সেই বিচিত্র লোকটির নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি আমাদিগের এই কিতাবে যাহা আছে আপনি কি উহা বিশ্বাস করেন? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে কি আছে? তখন তাহারা কিতাবটি পাঠ করিয়া শুনায়। তখন তিনি গলায় ঝুলন্ত সঠিক কিতাবটির প্রতি ইংগিত করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, আমি ইহা বিশ্বাস করি। উত্তর শুনিয়া তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া দেয়।

কিছুদিন পর লোকটি মৃত্যুবরণ করে। তখন মৃত্যুর পর দুষ্টিকারীরা তল্লাশী চলাইয়া শিংয়ের মধ্যে সংরক্ষিত আসমানী কিতাবের অবিকৃত কপিটি খুঁজিয়া পাইল। ইহার পর বনী ইসরাঈলরা বাহাণ্ডর দলে বিভক্ত হইয়া যায়। তন্মধ্যে শিংয়ের মধ্যে সংরক্ষিত সঠিক কিতাবের অনুসারীরাই সর্বোত্তম দল। এই হলো আহলে কিতাবদের আসমানী কিতাব বিকৃতির সংক্ষিপ্ত কাহিনী। আবু জাফর তাবারী (র) ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (র) বলেন, ইরতীস ইবন উরকুব (র) ইবন মাসউদ (রা)-এর নিকট গিয়া বলিলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! ধ্বংস সেই ব্যক্তি, যে সৎ কাজের আদেশ দিল না এবং অন্যায় কাজে বাঁধা প্রদান করিল না। উত্তরে ইবন মাসউদ (রা) বলিলেন : ধ্বংস সেই ব্যক্তির যাহার অন্তর সৎকর্মকে সৎ বলিয়া এবং অন্যায়কে অন্যায় বলিয়া বিশ্বাস করে না। এই বলিয়া তিনি উপরোক্ত কাহিনীটি বর্ণনা করেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا - قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

অর্থাৎ “তোমরা জানিয়া রাখ যে, আল্লাহই ধারিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলি তোমাদিগের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছি যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।” এই আয়াতে বুঝানো হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা অনুর্বর, শুষ্ক ও নির্জীব যমীনকে যেমন বৃষ্টি দ্বারা উর্বরতা সজীবতা দান করেন, তেমনি কুরআনের যুক্তি প্রমাণ দ্বারা বিভ্রান্ত ও পাষণ্ড হৃদয়ে হিদায়াত দান করিতে সক্ষম। সকল প্রশংসা ও মহিমা তাঁহারই যিনি বিভ্রান্ত জাতিকে স্বীয় অনুগ্রহে হিদায়াত দান করেন।

(১৮) إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝

(১৯) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ

عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

১৮. দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যাহারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে তাহাদিগকে দেওয়া হইবে বহুগুণ বেশী এবং তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাপুরস্কার।

১৯. যাহারা আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলে ঈমান আনে, তাহারাই তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দীক ও শহীদ। তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে তাহাদিগের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে ও আমার নিদর্শন অস্বীকার করিয়াছে, উহারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

তাফসীর : যাহারা নেক নিয়তে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য গরীব-মিসকীন ও অসহায়দেরকে দান করে তাহাদিগের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ -

অর্থাৎ “দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যাহারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে তাহাদিগকে দেওয়া হইবে বহুগুণ বেশী এবং তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাপুরস্কার।”

আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করার অর্থ হইল খাঁটি নিয়তে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাউকে দান করা এবং যাহাকে দান করা হইল তাহার থেকে কোন বিনিময় বা কৃতজ্ঞতার আশা না করা।

অর্থাৎ এই দানশীল নর-নারীদিগকে দশগুণ হইতে সাতশত গুণ বরং উহার চেয়েও বেশী দান করা হইবে।

يُضَاعَفُ لَهُمْ অর্থাৎ তাহাদিগকে আরো দেওয়া হইবে বিপুল ও মহাপুরস্কার।
উহাদিগের পরিণাম হইবে যার পর নাই সুখময় ও সন্তোষজনক।

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ
যাহারা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের উপর ঈমান রাখে, আল্লাহ্র নিকট তাহাদিগের
উপাধি হইল সিদ্দীক ও শহীদ। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ আয়াতটি এই পর্যন্ত সমাপ্ত। وَالشُّهَدَاءُ হইতে পরবর্তী
আয়াতটি ইহা হইতে পৃথক। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান
আনে উহারা সিদ্দীক আর শহীদগণের জন্য রহিয়াছে তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট
মহাপুরস্কার। মাসরূক, যাহ্‌হাক, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান এবং আরো অনেকে এইরূপ
মত পোষণ করিয়াছেন।

আ'মাশ (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা)
আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী
তাহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

(১) مُصَدِّقُونَ (দানশীলের দল) (২) صِدِّيقُونَ (সত্যনিষ্ঠ দল) এবং (৩)

شُهَدَاءُ (শহীদদের দল) যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔

অর্থাৎ “কেহ আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করিলে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও
সৎকর্ম পরায়ণ যাহাদিগের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গী হইবে।”
এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, শহীদ ও সিদ্দীক পৃথক দুইটি দল। আর সিদ্দীকদের
মর্যাদা শহীদদের উর্ধ্বে। যেমন,

ইমাম মালিক (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু সাঈদ
খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “জান্নাতীরা নীচ হইতে উপরতলা
ওয়ালাদেরকে এমনভাবে দেখিতে পাইবে, যেমন তোমরা আকাশের নক্ষত্র দেখিতে
পাও। ইহা হইবে তোমাদিগের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের কারণে।” এই কথা শুনিয়া
সাহাবাগণ বলিলেন, ইহা তো নবীগণের স্তর। অন্যরা তো সেই পর্যন্ত পৌঁছাইতে
পারিবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “হাঁ, যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ
করিয়া বলিতেছি। যাহারা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে আর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস
স্থাপন করে তাহারাও এই স্তর লাভ করিতে পারিবে।”

ইব্ন জারীর (র) বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। বারা ইব্ন
আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “আমার উম্মতের ঈমানদারগণ
শহীদ।” এই কথাটি বলিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আমার ইব্ন মায়মূন (র) বলেন, শহীদ ও সিদ্দীকগণ
কিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় একত্রিতভাবে উপস্থিত হইবে। وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ
(শহীদগণ তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট অবস্থান করিবে) অর্থ হইল শহীদগণ
আল্লাহ্ প্রদত্ত জান্নাতে অবস্থান করিবে। যেমন বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে যে,
শহীদদের আত্মা সবুজ পাখীর অবয়বে আরোহণ করিয়া জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা অবাধে
বিচরণ করে। ভ্রমণ শেষে ফানূসের নিকট আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন আল্লাহ্
তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদিগের বাসনা কি? উত্তরে তাহারা বলে যে,
আমাদিগের বাসনা হইল আপনি আমাদিগকে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরাইয়া দিন। আমরা
পূর্বের ন্যায় আপনার জন্য যুদ্ধ করিয়া আপনার শত্রুদেরকে নিপাত করি। উত্তরে আল্লাহ্
তা'আলা বলেন, মৃত্যুর পর পুনরায় দুনিয়াতে যাওয়ার কোন বিধান নাই।

لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ অর্থাৎ ইহারা আল্লাহ্র নিকট অপরিমেয় প্রতিদান পাইবে
এবং নূর লাভ করিবে, যাহা তাহাদিগের সম্মুখভাগে প্রধাবিত হইবে। আমলের
তারতম্যের কারণে তাহাদিগের নূরেও তারতম্য হইবে।

ইমাম আহমদ (র) উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উমর (রা)
বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, চার শ্রেণীর লোক আল্লাহ্র
নিকট শহীদ বলিয়া গণ্য। (১) পাকা ঈমানদার ব্যক্তি যে আল্লাহ্র দূশমনের
মোকাবিলায় যুদ্ধ করিয়া নিহত হয়। হাশর ময়দানে লোকগণ এই শ্রেণীর শহীদদের
দিকেই এইভাবে মাথা তুলিয়া তাকাইবে। এইকথা বলার সময় রাসূলুল্লাহ (সা)
এমনভাবে মাথা উঠাইলেন যে, তাঁহার মাথার টুপি পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়।
হাদীসটি বর্ণনাকালে হযরত উমর (রা)-ও উহা দেখাইবার সময় তাঁহার মাথার টুপিও
পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়। (২) কম সাহসী ঈমানদার যে বাতিলের মোকাবিলায়
যুদ্ধ করিবার জন্য ময়দানে অবতরণ করে আর অকস্মাৎ একটি তীর আসিয়া তাহার
গায়ে বিদ্ধ হয়, ফলে সে মারা যায়। এই শ্রেণীর লোক হইল দ্বিতীয় স্তরের। (৩)
সৎ-অসৎ দু'ধরনের কাজেই লিপ্ত এমন ঈমানদার জিহাদ করিতে গিয়া মৃত্যুবরণ করে।
এই শ্রেণীর লোক হইল তৃতীয় স্তরের শহীদ। (৪) নিজের জীবনের উপর বহু অত্যাচার
করিয়াছে এমন ঈমানদার, যে আল্লাহ্র পথে লড়াই করিতে গিয়া প্রাণ দান করে। এই
শ্রেণীর লোক চতুর্থ পর্যায়ের শহীদ। সর্বশেষে আল্লাহ্ তা'আলা হতভাগ্যদের পরিণাম
নম্পর্কে বলিতেছেন : وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ
“যাহারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করে তাহারা হইল
জাহান্নামী।”

অর্থাৎ পার্থিব জীবনের ফলাফল ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক আত্মজ্ঞানতা আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآءِ

অর্থাৎ “নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট মনোরম করা হইয়াছে। এই সব ইহজীবনে ভোগ্য বস্তু আর আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম আশ্রয়স্থল।”

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব ও অনিশ্চয়তার উপমা প্রদান করিয়া বলেন : كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَآهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حَطًّا ا অর্থাৎ “উহার উপমা বৃষ্টি, যদ্বারা উৎপন্ন শস্য সম্ভার কৃষকদিগকে চমৎকৃত করে। অতঃপর উহা শুকাইয়া যায়। ফলে তুমি উহা পীত বর্ণ দেখিতে পাও। অতঃপর উহা খড়-কুটায় পরিণত হয়।”

সেই বৃষ্টিকে বলা হয় যাহা মানুষ আশাহত হইবার পর বর্ষিত হয়। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا “তিনিই সেই সত্তা যিনি বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন মানুষ আশাহত হইবার পর।” অর্থাৎ আশাহত হইবার বর্ষিত বৃষ্টি দ্বারা উৎপন্ন শস্য সম্ভার কৃষককুলকে চমৎকৃত করিল। তো এই শস্য সম্ভার যেমন কৃষককুলকে চমৎকৃত করে তেমনি পার্থিব জীবনও কাফিরদিগকে চমৎকৃত করে। কারণ তাহারা দুনিয়ার প্রতি বেশী লোভী ও আকৃষ্ট। দুনিয়াই তাহাদের একমাত্র সম্বল।

অর্থাৎ উৎপন্ন শস্য সম্ভারে কৃষককুল চমৎকৃত হইবার পর সেই শস্যাদি আবার শুকাইয়া পীত বর্ণ হইয়া গেল, ধীরে ধীরে খড়-কুটায় পরিণত হইয়া গেল। তেমনিভাবে পার্থিব জীবনে মানুষ একসময় নাদুস-নুদুস, সুডৌল ও সুদর্শন-সুস্বাস্ত্যের অধিকারী যুবক থাকে। অতঃপর শুরু হয় বার্ধক্য। তখন তাহার যৌবনের স্বাস্থ্য, রূপ-সৌন্দর্য, শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি সবই ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে থাকে। এইভাবে অবোধ অচল ও দুর্বল হইয়া একদিন অত্যন্ত নির্মমভাবে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয়।

(২০) اِعْلَمُوْا اَنَّهَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهٗوٌ وَ زِيْنَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ

وَ تَكَآثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ

نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَآهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حَطًّا مَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٌ ۗ وَ مَا الْحَيٰوةُ

الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُوْرُ ۝

(২১) سَابِقُوْا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ

السَّمَاۗءِ وَ الْاَرْضِ ۗ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِ اللّٰهِ وَرُسُلِهِۦ ۗ ذٰلِكَ فَضْلُ

اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

২০. তোমরা জানিয়া রাখ যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। উহার উপমা বৃষ্টি দ্বারা উৎপন্ন শস্য সম্ভার কৃষকদিগকে চমৎকৃত করে। অতঃপর উহা শুকাইয়া যায় ফলে তুমি উহা পীত বর্ণ দেখিতে পাও। অবশেষে উহা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রহিয়াছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।

২১. তোমরা অগ্রণী হও তোমাদিগের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যাহা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত, যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে আল্লাহ ও তা'আলার রাসূলগণে বিশ্বাসীদের জন্য। ইহা আল্লাহর অনুগ্রহ যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

তাফসীর : পার্থিব জীবনের তুচ্ছতা ও হীনতার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهٗوٌ وَ زِيْنَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَآثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ -

যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ -

অর্থাৎ “আল্লাহ্ তিনি যিনি তোমাদিগকে দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তি দান করিয়াছেন। তারপর আবার শক্তির পর দুর্বলতা ও বার্ধক্য দান করিয়াছেন। বস্তুত তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন আর তিনি প্রজ্ঞাময়, শক্তিশালী।”

এই উপমা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার স্বরূপ উন্মোচন করিয়া এইবার চিরস্থায়ী আখিরাতের পর পাশাপাশি দুটি দৃশ্য দেখাইয়া একটির ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করিয়া অপরটির ব্যাপারে আশ্রয় প্রদান করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

অর্থাৎ আখিরাতে মানুষ হয়তো জাহান্নামের কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে নতুবা আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভ করিয়া জান্নাতে অপার সুখ ভোগ করিবে। ইহা ছাড়া তৃতীয় কোন পথ থাকিবে না। অতঃপর তোমরা হে মানুষ! আখিরাতের আযাবকে ভয় কর এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট হও। আর পার্থিব জীবন হলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালের তুলনায় ইহা নিতান্তই তুচ্ছ ও মূল্যহীন। ইবন জারীর (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যাহা আছে তাহা হইতেও উত্তম।” তোমরা الدُّنْيَا এই আয়াতটি পাঠ কর।

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “মানুষের পায়ের জুতার ফিতা তার যতটুকু নিকটে জান্নাত তদপেক্ষা বেশি নিকটে। জাহান্নামও ঠিক তদ্রূপ।”

ইহাতে বুঝা গেল যে, কল্যাণ ও অকল্যাণ মানুষের খুবই নিকটে বিধায় পাপকার্য পরিত্যাগ করিয়া সদা নেক কাজে ব্রতী হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন : سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ অর্থাৎ “তোমরা অগ্রণী হও তোমাদিগের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যাহা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত।” যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন :

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ

لِلْمُتَّقِينَ-

অর্থাৎ “তোমরা অগ্রণী হও তোমাদিগের ক্ষমা এবং সেই জান্নাত লাভের আশায় যাহার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমান। যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে মুত্তাকীদের জন্য।”

আর এইখানে বলেন :

أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ

অর্থাৎ এই জান্নাত প্রস্তুত করা হইয়াছে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাসীদের জন্য। ইহা আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে ঈমানদারকে জান্নাতের অধিকারী বানাইয়াছেন। কেহ বাহ বলে তাহা লাভ করিতে পারিবে না। যেমন এক হাদীসে আছে যে, গরীব মুহাজিরগণ বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! বিত্তবানরাই তো যত সব সওয়াব এবং জান্নাতের উঁচু মাকাম লইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “তা কিভাবে?” তাহারা বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বিত্তবানরা আমাদিগের ন্যায় নামায পড়ে, রোযা রাখে কিন্তু তাহারা সদকা করে। দারিদ্রের কারণে আমরা তাহা করিতে পারি না। তাহারা গোলাম আযাদ করে, আমরা করিতে পারি না। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “তোমাদিগকে আমি একটি আমল শিখাইয়া দিতেছি উহা পালন করিলে কেহই তোমাদিগের ন্যায় শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে না। তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশ বার আলহামদু-লিল্লাহ ও তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবার পড়িতে আরম্ভ কর।” তাহারা খুশী মনে ফিরিয়া গিয়া এইভাবে আমল করিতে শুরু করে। কিছুদিন পর আবার আসিয়া তাহারা বলেন, হুযূর! টাকা ওয়ালারা তো টের পাইয়া আমাদের ন্যায় আমল করিতে শুরু করিয়া দিয়াছে। রাসূল (সা) বলিলেন, “ইহা আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই উহা দান করেন।”

(২২) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا

فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ؕ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

(২৩) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ؕ

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝

(২৪) الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبُخْلِ ؕ وَمَنْ يَتَوَلَّ

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الغَنِيُّ الغَنِيُّ ۝

২২. পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদিগের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি উহা সংঘটিত করিবার পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে। আল্লাহর পক্ষে ইহা খুবই সহজ।

২৩. ইহা এই জন্য যে, তোমরা যাহা হারাইয়াছ তাহাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ পছন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীদিগকে—

২৪. যাহারা কার্পণ্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়, যে মুখ ফিরাইয়া লয় সে জানিয়া রাখুক আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

তাফসীর : জগত সৃষ্টির পূর্বে নির্ধারিত তাকদীর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا

অর্থাৎ পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে যেই বিপদাপদ বা বিপর্যয় আসে জগত সৃষ্টির পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে।

অর্থ কেহ এই করিয়াছেন যে, মানুষ সৃষ্টি করিবার পূর্বেই সেই বিপর্যয় লিপিবদ্ধ আছে। কেহ বলেন : ইহার অর্থ হইল বিপর্যয় সৃষ্টির পূর্বে হইতে উহা সংঘটিত হওয়ার কথা লিপিবদ্ধ আছে। তবে প্রথম অর্থটি সর্বাধিক যুক্তিনির্ভর। হাদীসেও ইহার সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ইব্ন জারীর (র) মানসূর ইব্ন আব্দুর রহমান (র) হইতে বর্ণনা করেন। মানসূর ইব্ন আব্দুর রহমান (র) বলেন, ইমাম হাসান (র)-কে **مَا أَصَابَ مِنْ الْخ** এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, সুবাহানাল্লাহ! ইহাতে কি কাহারো সন্দেহ থাকিতে পারে? আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে যত বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে মানুষ সৃষ্টির পূর্ব হইতেই উহা আল্লাহর কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

কাতাদা (র) বলেন : আলোচ্য আয়াতের **مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ** (অর্থাৎ পৃথিবীতে সংঘটিত বিপর্যয়) অর্থ দুর্ভিক্ষ এবং **الْأَنْفُسِ فِي** (ব্যক্তিগত বিপর্যয়) অর্থ রোগ-ব্যাদি, ব্যথা-বেদনা।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতটি তাকদীর অস্বীকারকারী কাদরিয়াদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ।

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাকদীর নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। ইব্ন ওহাব (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আরো আছে যে, তখন আল্লাহর আরশ পানির উপর ভাসমান ছিল।

انْ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ অর্থাৎ কোন কিছু সংঘটিত হওয়ার পূর্বে অবগত হওয়া এবং কখন কি ঘটবে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। কারণ কখন কোথায় কি ঘটবে সবই তাহার জানা। তিনি সর্বজ্ঞ সর্ববিষয়ে অবগত।

لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ অর্থাৎ আমি যে পূর্ব হইতেই সব কিছু জানি এবং পূর্বেই সব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে এইজন্য জানাইয়া দিলাম, যাহাতে তোমরা যাহা হারাইয়া ফেলার জন্য দুঃখিত না হও আর যাহা লাভ কর তাহার জন্য হর্ষোৎফুল্ল হইয়া অন্যের উপর গর্ববোধ না কর। কারণ তোমরা যাহা তোমাদিগের হাতছাড়া হইয়া যায় আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উহা হাতছাড়া হইবারই ছিল। আর তোমাদিগকে আল্লাহ যাহা দান করিয়াছেন উহা তোমরা বাহু বলে লাভ কর নাই। বরং আল্লাহ তা'আলা পূর্বনির্ধারিত অনুযায়ী তুমি তাহা পাইবারই ছিলে।

এই প্রসঙ্গে পরক্ষণে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ অর্থাৎ “আল্লাহ তা'আলা উদ্ধত ও অহংকারীদিগকে পছন্দ করেন না।” **مُخْتَالٍ** শব্দের অর্থ নিজেকে নিয়ে যে গৌরবান্বিত আর **فخور** অর্থ অন্যের উপর যে অহংকার প্রদর্শন করে।

ইকরিমা (র) বলেন সুখ-দুঃখ সকলেই আছে। সুতরাং তোমরা সুখ লাভ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং বিপদে পড়লে ধৈর্যধারণ কর।

অন্তঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

“যাহারা কার্পণ্য করে এবং লোকদিগকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয় অর্থাৎ যাহারা অন্যায় করে এবং অন্যদেরকে অন্যায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে আর যাহারা আল্লাহর বিধান হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহারো জানিয়া রাখুক যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ।” যেমন হযরত মুসা (আ) বলেন :

انْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ অর্থাৎ যদি তোমরা এবং পৃথিবীর অন্য সকলে কাফির হইয়া যাও, তাহারো জানিয়া রাখুক যে, আল্লাহ তা'আলা অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ। অর্থাৎ দুনিয়ার সব মানুষ যদি খোদাদ্রোহী ও কাফির হইয়া যায় তাহাতে আল্লাহর কোন ক্ষতি নাই। বরং যাহারা খোদাদ্রোহিতা করিবে, তাহারাই নিপাত হইয়া যাইবে।

(২০) لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ
شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ
يَا الْغَيْبُ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

২৫. নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাহাদিগের সঙ্গে দিয়াছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি বা যাহাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লৌহও দিয়াছি যাহাতে রহিয়াছে প্রচণ্ড শক্তি ও রহিয়াছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করিয়া দিবেন কে প্রত্যক্ষ না করিয়াও তাঁহাকে ও তাঁহার রাসূলকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ অর্থাৎ “নিশ্চয় আমি বহু মু'জিয়া এবং অকাটা ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহ আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি। আর তাহাদিগের সঙ্গে দিয়াছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি।”

মুজাহিদ ও কাতাদা (র) সহ অনেকে বলেন : আলোচ্য আয়াতে ميزان অর্থ عدل তথা ন্যায়-নীতি। আদল বলা হয় সেই সত্যকে, সুস্থ বিবেক যাহার সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ
প্রতিপালক প্রেরিত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাহার অনুসরণ করে তাহার প্রেরিত সাক্ষী।” অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَفَمَنْ فُطِرَ اللَّهُ الْتَمَىٰ فُطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
“ইহা আল্লাহর ফিতরত যাহার উপর তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন।”

আরেক আয়াতে বলেন : وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ : “তিনি আকাশকে সমুন্নত করিয়াছেন এবং ন্যায়-নীতি স্থাপন করিয়াছেন।”

أَفَمَنْ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ “আমি রাসূলগণের সহিত ন্যায়-নীতি এই জন্য দিয়াছি যাহাতে তাহারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।” সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হইল

রাসূল (সা)-এর আদর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। কারণ মহানবী (সা)-এর আনীত আদর্শই একমাত্র সঠিক ও ন্যায়-নীতি সম্পন্ন আদর্শ, যাহার বাহিরে সত্য বলিতে আর কিছুই নাই। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا
অর্থাৎ “তথ্যের সত্যতা এবং আদেশ-নিষেধ ন্যায়-পরায়ণতার ক্ষেত্রে আপনার প্রতিপালকের বাণী পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।”

এই কারণেই ঈমানদারগণ জান্নাতে প্রবেশের পর বলিবে :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَ رَسُولٌ
رَّبِّنَا بِالْحَقِّ-

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে ইহার পথ দেখাইয়াছেন। আল্লাহ যদি আমাদেরকে হিদায়াত না দিতেন, তাহা হইলে আমরা হিদায়াত পাইতাম না। বাস্তবিক আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ আমাদের নিকট সত্য লইয়া আসিয়াছিলেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
প্রচণ্ড শক্তি।” অর্থাৎ মানুষের হিদায়াত ও সঠিক পথ প্রাপ্তির জন্য আমি প্রথমে সুস্পষ্ট ও অকাটা প্রমাণাদি দিয়াছি। কিন্তু ইহার পরও যাহারা সত্য প্রত্য্যখ্যান করিবে, দীন প্রতিষ্ঠার পথে বাধা প্রদান করিবে এবং ইসলামের সহিত বিদ্রোহ করিবে তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য আমি লৌহ দিয়াছি, যাহা দ্বারা তোমরা অস্ত্র তৈয়ার করিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করিবে। এইজন্যই তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মক্কার তের বছরের জিন্দেগীতে আল্লাহ তা'আলা যে সব আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে যুক্তি প্রমাণ দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠা এবং কাফির-মুশরিকদের সহিত বিতর্কের নির্দেশনা রহিয়াছে। অতঃপর বিরোধী শক্তির উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা হিজরতের বিধান দিয়া মুসলমানদিগকে ইসলাম বিরোধী শক্তির সহিত সশস্ত্র যুদ্ধ ও শত্রু নিধনের নির্দেশ প্রদান করেন।

ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ (র) ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “কিয়ামতের পূর্ব-মুহূর্তে আমাকে তরবারীসহ প্রেরণ করা হইয়াছে, যেন সকল মানুষই এক আল্লাহর দাসত্ব করে যাহার কোন শরীক নাই। আর আমার জীবিকা আল্লাহ তা'আলা আমার নেয়ার অর্থাৎ অস্ত্রের ছায়াতলে নিহিত রাখিয়াছেন। বস্তৃত যাহারা আমার আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহাদিগের জন্য লাঞ্ছনা অবধারিত। যাহারা উহাদের সহিত সম্পর্ক রাখিবে তাহারা উহাদেরই দলভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।”

অর্থঃ “আমি যেই লৌহ দান করিয়াছি উহাতে আছে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য নানাবিধ কল্যাণ।” লোহার প্রচণ্ড শক্তি যেমন লোহা দ্বারা বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র যেমন, তরবারী, বর্শা, তীর ইত্যাদি তৈয়ার করা হয়। আবার প্রতিপক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বর্শাও এই লোহা দ্বারা তৈয়ার করা হয়। আবার মানুষের জীবন ধারণের উপকারে আসে এমন বহু সরঞ্জামাদি এই লোহা দ্বারা তৈয়ার করা হয়। যেমন ছুরি, চাকু, দা, কুড়াল, পাওরা, করাত ইত্যাদি। এবং এমন কিছু বস্তু যাহা চাষ যন্ত্র, বুনন যন্ত্র, পাক যন্ত্র ইত্যাদিও তৈরি করা যায়। বস্তুত লৌহ নির্মিত বহু সরঞ্জামাদি এমন আছে যাহা ছাড়া মানুষের জীবন যাত্রাই অচল হইয়া পড়ে।

অর্থঃ “অস্ত্র তৈরির জন্য লোহা দান করিয়া আল্লাহ তা‘আলা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহেন যে, আল্লাহকে না দেখিয়াও কে এই অস্ত্র দ্বারা আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসে।”

অর্থঃ “আল্লাহ তা‘আলা শক্তিধর, পরাক্রমশালী, যে তাঁহার দীন প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করিবে তিনি তাহাকে সাহায্য করিবেন।”

(২৬) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ

وَالكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ○

(২৭) ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَّبَعَتْهُ

الْإِنجِيلَ ۖ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً ۖ وَرَهَابًا لِلَّذِينَ

ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ

رِعَابِهَا، فَاتَّبَعْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ○

২৬. আমি নূহ এবং ইবরাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাদিগের বংশধরগণের জন্য স্থির করিয়াছিলাম নবুওত ও কিতাব কিন্তু উহাদিগের অল্পই সংপথ অবলম্বন করিয়াছিল এবং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী।

২৭. অতঃপর আমি তাহাদিগের অনুগামী করিয়াছিলাম আমার রাসূলগণকে এবং অনুগামী করিয়াছিলাম মারয়াম-তনয় ঈসাকে আর তাহাকে দিয়াছিলাম ইঞ্জীল

এবং তাহার অনুসারীদিগের অন্তরে দিয়াছিলাম করুণা ও দয়া, কিন্তু সন্ন্যাসবাদ ইহা তো উহারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করিয়াছিল। আমি উহাদিগকে উহার বিধান দেই নাই অথচ ইহাও উহারা যথাযথভাবে পালন করে নাই। উহাদিগের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, উহাদিগকে আমি দিয়াছিলাম পুরস্কার এবং উহাদিগের অধিকাংশই সত্য-ত্যাগী।

তাফসীর : আল্লাহ তা‘আলা বলিতেছেন যে, হযরত নূহ (আ) হযরত ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত দুনিয়াতে যত নবী-রাসূল আগমন করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ছিলেন হযরত নূহ (আ)-এর বংশধর। তদ্রূপ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পর যত নবী-রাসূল আগমন করিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরই ছিলেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ আর আমি তাহাদিগের বংশধরগণের জন্য স্থির করিয়াছি নবুওত ও কিতাব। এইভাবে বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ নবী মারয়াম-তনয় হযরত ঈসা (আ) আগমন করিয়া আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ দান করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَّبَعْنَا الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً۔

অর্থঃ “অতঃপর আমি তাহাদিগের অনুগামী করিয়াছি আমার রাসূলগণকে এবং অনুগামী করিয়াছি মারয়াম-তনয় ঈসাকে এবং তাহাকে দিয়াছি (আসমানী গ্রন্থ) ইঞ্জীল আর যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছে (অর্থঃ হাওয়ারীগণ) তাহাদিগের অন্তরে দিয়াছিলাম করুণা ও সৃষ্টির প্রতি দয়া।”

অর্থঃ وَرَهَابًا لِلَّذِينَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ “নাসারাগণ যে সন্ন্যাসবাদ আবিষ্কার করিয়াছে, আমি উহাদিগকে উহার বিধান দিই নাই। উহাতো তাহারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য গড়িয়া লইয়াছে।”

এই আয়াতাংশের দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, নাসারাগণ যেই সন্ন্যাসবাদ আবিষ্কার করিয়াছে আমি উহার বিধান দেই নাই। উহারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য উহা গড়িয়া লইয়াছে। আল্লাহর সন্তুষ্টির লাভের আশায় তাহারা এই সন্ন্যাসবাদ পালন করে। সাঈদ ইব্ন জুবায়র এবং কাতাদা (র) এই অর্থ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তা‘আলা তাহাদিগকে সন্ন্যাসবাদের বিধান দেন নাই বরং তিনি তাহাদিগকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বিধান দিয়াছেন।

অর্থঃ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَابِهَا তাহারা যাহা আবিষ্কার করিয়া নিয়াছে উহাও তাহারা যথাযথভাবে পালন করে নাই। এই কথা বলিয়া আল্লাহ তা‘আলা দুইভাবে

তাহাদিগের নিন্দা করিয়াছেন। প্রথমত, আল্লাহর দীনের মধ্যে মনগড়া আবিষ্কার এক অপরাধ; দ্বিতীয়ত, উহাও যথাযথভাবে পালন না করা দ্বিতীয় অপরাধ। কারণ তাহাদিগের ধারণা মতে ইহা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভেরই উপায়।

ইবন আবু হাতিম (র) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আমাকে “হে ইবন মাসউদ! বলিয়া ডাক দেন। আমি বলিলাম, লাক্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “জান, বনী ইসরাঈলগণ বাহাত্তর দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে মাত্র তিনটি দল মুক্তি লাভ করিবে। প্রথম দল যাহারা ঈসা (আ)-এর পর বনী ইসরাঈলদের পতন ও খোদাদ্রোহিতা দেখিয়া লোকদিগকে আল্লাহর দীন ও হযরত ঈসা (আ)-এর আদর্শের পথে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করে। কিন্তু স্বৈরাচারী শাসক শ্রেণী তাহাদিগকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ইহারা আল্লাহর দরবারে মুক্তি লাভ করিবে। অতঃপর আরেকটি দল যাহাদিগের কোন রণশক্তি ছিল না তাহারা রাজা-বাদশাদেরকে আল্লাহর দীনের পথে আহ্বান করে। কিন্তু স্বৈরাচারী বাদশাহরা ইহাদেরকেও করাত দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া আঙনে পোড়াইয়া অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে। ইহারা মুক্তিপ্রাপ্ত দ্বিতীয় দল। সবশেষে একদল লোক যাহাদিগের রণ শক্তিতে দূরের কথা বাতিলের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার শক্তি পর্যন্ত ছিল না। ইহারা লোকালয় ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া পাহাড়ে গিয়া আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হয়। وَرَهْبَانِيَّةٌ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইহাদিগের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।”

ইবন জারীর ও ইমাম নাসায়ী (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন : হযরত ঈসা (আ)-এর পর রাজা-বাদশাহগণ ইঞ্জীলকে তাহাদিগের সুবিধা মত পরিবর্তন করিয়া ফেলে। কিন্তু একদল লোক ঈমানের উপর অটল থাকে এবং আসল তাওরাতই পাঠ করিতে থাকে। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর বিকৃত কিতাবের অনুসারীরা রাজ দরবারে আসিয়া অভিযোগ করিল যে, এই লোকগুলি আল্লাহর কিতাব বলিয়া যাহা পাঠ করে তাহাতে তো আমাদিগকে গালি দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে আছে যে, যাহারা আল্লাহর নাখিলকৃত কিতাব অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে না তাহারা কাফির ইত্যাদি। তাহা ছাড়া ইহারা আমাদের সমালোচনাও করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদিগকে দরবারে ডাকিয়া আনিয়া আমরা যেমন পড়ি তেমন পড়িতে এবং আমরা যেমন আকীদা পোষণ করি তেমন আকীদা পোষণ করিতে বাধ্য করা হউক। আর যদি তাহারা আমাদিগের পথে আসিতে সম্মত না হয় তাহা হইলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হউক। প্রস্তাব অনুযায়ী সেই খাঁটি ঈমানদারদিগকে দরবারে উপস্থিত করা হইল এবং তাহাদিগকে বলা হইল যে, তোমরা হয়ত আমাদিগের সংশোধিত কিতাবের অনুসরণ কর অন্যথায় তোমাদিগের হাতে যেই কিতাব আছে উহা

আমাদিগের হাতে দিয়া দাও। অন্যথায় প্রাণের মায়া ছাড়িয়া দাও। বল, কোনটা করিবে? উত্তরে তাহাদের এক দল বলিল, ইহার কোনটিই না করিয়া বরং একটি উঁচু ইমারত তৈয়ার করিয়া তোমরা আমাদিগকে সেখানে থাকিতে দাও। আমাদিগের খানাপিনা সেখানে পাঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা কর। আমরা কখনো আর সেখান থেকে নীচে নামিয়া তোমাদিগকে বিরক্ত করিব না। আরেক দল বলিল, তাহা না করিয়া বরং আমরা তোমাদিগের রাজত্ব ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বলিয়া যাই এবং জীব-জানোয়ারের মত জীবন যাপন করি। তোমরা আমাদিগকে তোমাদিগের রাজত্বের কোথাও পাইলে হত্যা করিয়া ফেলিও।

তৃতীয় দল বলিল, তাহার চেয়ে বরং লোকালয়ের বাহিরে কোথাও আমাদিগকে কিছু জায়গা দিয়া দাও, আমরা সেখানে চাষাবাদ করিয়া কোন রকম জীবন কাটাইয়া দেই। তোমাদিগের রাজত্বে আর আমরা নাক গলাইতে আসিব না। অবশেষে এই প্রস্তাবটিই গ্রহণ করা হয়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা وَرَهْبَانِيَّةٌ এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

অপর আরো একটি দল বলিল, অন্যরা যে প্রকার ইবাদত করে, ভ্রমণ করে ও ইবাদতখানা বানায় আমরাও তাহাদেরই অনুসরণ করিব। বস্তুত ইহারা তাহাদের ন্যায় শিরকের উপর বিদ্যমান রহিল। অবশেষে যখন নবী করীম (সা) প্রেরিত হইলেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে অল্প সংখ্যক লোক বাঁচিয়া রইল। তাহাদের একজন ইবাদতখানা হইতে নীচে নামিয়া আসিল এবং একজন ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিল এবং নবী করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিল ও তাঁহাকে সত্য বলে বিশ্বাস করিল। ইহাদের সম্পর্কেই আল্লাহ অবতীর্ণ করেন يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ۖ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ অর্থ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ তোমাদেরকে অনুগ্রহ করিয়া দ্বিগুণ প্রতিদান দিবেন। ঈসা (আ) ও তাওরাত এবং ইঞ্জীলের প্রতি ঈমান আনা এবং মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসের ফলে দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়া হইবে।

আবু ইয়াল্লা মুছলী (র) সাহল ইবন আবু উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সাহল ইবন আবু উমামা (রা) বলেন, আমি এবং আমার আকা উমর ইবন আব্দুল আযীযের শাসনামলে মদীনা হযরত আনাস ইবন মালিক (রা)-এর কাছে গমন করি। তখন তিনি মদীনার গভর্নর। আমরা পাইলাম যে, তিনি নামায পড়িতেছেন। সেই নামায তিনি খুব সংক্ষেপে আদায় করিলেন। নামায শেষে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আপনি ফরয পড়িলেন, না নফল? উত্তরে তিনি বলিলেন, কেন ফরযই তো পড়িয়াছি, ইহাই তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায। নামায সংক্ষেপ করিয়া আমি কোন ভুল করি নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন, “তোমরা নিজের উপর কঠোরতা চাপাইয়া লইও না,

অন্যথায় আল্লাহও কঠোরতা চাপাইয়া দিবেন। একটি সম্প্রদায় অনর্থক নিজেদের উপর কঠোর আইন চাপাইয়া লইয়াছিল। ফলে আল্লাহও তাহাদিগের উপর কঠোরতা চাপাইয়া দিয়াছেন। উহাদিগের অবশিষ্টরাই সন্ন্যাসবাদ আবিষ্কার করিয়া আজ গির্জায় পড়িয়া রহিয়াছে।” আল্লাহ বলেন : وَهَبَانِيَةَ الْخ

পরদিন আনাস (রা)-কে সঙ্গে লইয়া আমরা ভ্রমণ করিতে যাই। পথিমধ্যে দেখিতে পাইলাম যে, একটি বস্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস্তুপে পরিণত হইয়া আছে। উহার ঘর-দরজা বলিতে কিছু অক্ষত নাই। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি জানেন যে, ইহা কোন বস্তু? উত্তরে আনাস (রা) বলিলেন, জানি, খুব ভালো করিয়াই জানি। সত্যদ্রোহিতা আর হিংসা ইহাদিগকে নিপাত করিয়াছে। জানো, হিংসা নেক আমলের নূর নিভাইয়া দেয়। আর বিদ্রোহ উহাকে সত্যে পরিণত করে বা মিথ্যা প্রমাণিত করে। চক্ষু ব্যভিচার করে আর হাত, পা, দেহ, যবান এবং যৌনাঙ্গ উহাকে সত্যে পরিণত করে বা মিথ্যা প্রমাণিত করে।

ইমাম আহমদ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “প্রত্যেক নবীর আমলেই সন্ন্যাসবাদ ছিল আর আমার উম্মতের সন্ন্যাসবাদ হইল আল্লাহর পথে জিহাদ করা।”

ইমাম আহমদ (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন যে, এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া বলিল, আমাকে কিছু নসীহত করুন। উত্তরে আমি বলিলাম যে, ঠিক এই আবেদনটিই একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট করিয়াছিলাম। ‘আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করিবার উপদেশ দিতেছি। কারণ এই খোদা-ভীতিই সবকিছুর মূল।’

আর জিহাদ তোমার জন্য অপরিহার্য। কারণ এই জিহাদই হইল ইসলামের সন্ন্যাসবাদ। আর যিকর ও কুরআন তিলাওয়াত করিবে। কারণ ইহা আসমানে ও যমীনে সম্মান বৃদ্ধি করিবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(২৮) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ

مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

(২৯) لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا يَتَّقُونُ عَلَاشَىٰ ۚ وَمَنْ فَضَّلَ اللَّهُ وَأَنَّ

الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

২৮. হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি তোমাদিগকে দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদিগকে দিবেন আলো। যাহার সাহায্যে তোমরা চলিবে এবং তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৯. ইহা এইজন্য যে, কিতাবীগণ যেন জানিতে পারে, আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও উহাদিগের কোন অধিকার নাই। অনুগ্রহ আল্লাহরই ইখতিয়ারে, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি তাহা দান করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

তাফসীর : আবু মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন : “তিন শ্রেণীর লোককে দ্বিগুণ পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রথমত যেই আহলে কিতাব স্বীয় নবীর উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছে; অতঃপর আমার উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছে। (২) যেই অধীনস্থ গোলাম আল্লাহর হক আদায় করে এবং স্বীয় মনীবের হক আদায় করে এবং (৩) যে ব্যক্তি তাহার দাসীকে উত্তম আদর্শ শিক্ষা দান করার পর তাহাকে আযাদ করিয়া নিজে বিবাহ করে। এই তিন শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তা'আলা পুরস্কার দান করিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবন আব্বাস (রা)-ও এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন যাহা পূর্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অনুরূপ যাহাক ও উতবা ইবন আবুল হিকমা (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাই ইবন জারীর (র) পছন্দ করিয়াছেন।

সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) বলেন, আহলে কিতাব মুসলমানদিগকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেওয়া হইবে দেখিয়া তাহারা গর্ববোধ করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদিয়া সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল করেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ-

অর্থাৎ “হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদিগকে দ্বিগুণ পুরস্কার দান করিবেন, আরো দান করিবেন আলো। তথা হিদায়াত দান করিবেন যাহার সাহায্যে তোমরা অজ্ঞতা ও আত্মার অন্ধত্ব দূর করিয়া সঠিকভাবে জীবন পরিচালিত করিতে পারিবে।”

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ-

অর্থাৎ “হে মু’মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে আল্লাহ তোমাদিগকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করিবার শক্তি দিবেন, তোমাদিগের পাপ মোচন করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন এবং আল্লাহ অতিশয় মংগলময়।”

সাদ্দ ইব্ন আব্দুল আযীয (র) বলেন : হযরত উমর (রা) এক ইয়াহুদী আলিমকে জিজ্ঞাসা করিলেন এক নেকীর বিনিময়ে তোমরা কত সওয়াব পাও? উত্তরে তিনি বলিলেন, সাড়ে তিনশত। ওনিয়া উমর (রা) বলিলেন, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমাদিগকে দ্বিগুণ দান করিয়াছেন। অতঃপর সাদ্দ (র) **يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ** এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন জুমু’আর জন্য আমাদিগকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হইবে।

ইমাম আহমদ (র) ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : “তোমাদিগের এবং ইয়াহুদ-নাসারাদের উপমা হইল, এক ব্যক্তি কতিপয় শ্রমিক নিয়োগ করিয়া বলিলেন, যে সকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত কাজ করিবে তাহাকে এক কীরাত মজুরী দেওয়া হইবে। এই কথার উপর ইয়াহুদরা কাজ করিল। অতঃপর মহাজন বলিলেন, এইবার যাহারা জোহর হইতে আসর পর্যন্ত কাজ করিবে তাহাদিগকে এক এক কীরাত করিয়া দেওয়া হইবে। এই কথার উপর নাসারাগণ কাজ করিল। তারপর মহাজন বলিলেন, এইবার যাহারা আসর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করিবে তাহাদিগের প্রত্যেককে দুই কীরাত করিয়া দেওয়া হইবে। এই ঘোষণার আমলকারী হইলে তোমরা। ইহা দেখিয়া ইয়াহুদ ও নাসারাগণ ক্ষেপিয়া গিয়া বলিল, আমরা কাজ করিলাম বেশি আর পারিশ্রমিক পাইলাম কম। মহাজন বলিলেন, আমি তোমাদের মজুরী কম দিয়াছি? তাহারা বলিল, না। তখন আল্লাহ বলেন, “ইহা আমার অনুগ্রহ। আমি যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করি।”

ইমাম বুখারী (র) আবু মূসা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : মুসলমান ইয়াহুদ ও নাসারার উপমা হইল, এক ব্যক্তি সারাদিনের জন্য কিছু শ্রমিক নিয়োগ করিল। শ্রমিকরা দুপুর পর্যন্ত কাজ করিয়া বলিল, আমরা আর কাজ করিতে পারিব না এবং আমরা ইহার পারিশ্রমিকও চাই না। মালিক বলিল তোমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করিয়া পারিশ্রমিক লইয়া তবে যাও। কিন্তু তাহারা তাহাতে রাযী হইল না, চলিয়া গেল। ফলে মালিক আরেক দল শ্রমিককে এই বলিয়া নিয়োগ করিল যে, তোমরা এখন হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করিবে আর গোটা দিনের পারিশ্রমিক পাইবে। কিন্তু এই দলটিও আসর পর্যন্ত কাজ করিয়া পারিশ্রমিক না লইয়া চলিয়া গেল। তারপর মালিক আরেক দল লোক নিয়োগ করিয়া বলিল, তোমরা এখন হইতে মাত্র সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করিবে আর পারিশ্রমিক পাইবে গোটা দিনের। এই

দলটি সন্ধ্যা পর্যন্ত স্বল্প সময় কাজ করিয়া গোটা দিনের পারিশ্রমিক গ্রহণ করিল (প্রথম দলটি ইয়াহুদ, দ্বিতীয়টি নাসারা আর তৃতীয়টি হইল মুসলমান) এই প্রসংগেই আল্লাহ তা’আলা বলেন : **لِيَأْتِيَ الْعِلْمَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا يَتَّقُونَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ** অর্থাৎ আমি ইহা এইজন্য করিলাম যাহাতে আহলে কিতাবগণ উপলব্ধি করিতে পারে যে, আল্লাহ তা’আলা কাউকে কিছু দান করিলে উহারা তাহা ঠেকাইতে পারিবে না আর আল্লাহ তা’আলা দিতে না চাইলে তাহারা বাহুবলে দিতে সক্ষম নহে।

অর্থাৎ “অনুগ্রহ **وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ** সব আল্লাহরই হাতে তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই অনুগ্রহ দান করেন আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।”

ইব্ন জারীর (র) বলেন : আলোচ্য আয়াতের প্রথমমাংশ **لِيَأْتِيَ الْعِلْمَ** অর্থ **يَعْلَمَ** অর্থাৎ যাহাতে উহারা উপলব্ধি করিতে পারে। ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কিরআতে **لِيَأْتِيَ** এর স্থলে **يَعْلَمَ** পড়া হয়। অনুরূপভাবে আতা ইব্ন আব্দুল্লাহ এবং সাদ্দ ইব্ন জুবায়র (র) হইতেও এই কিরআত বর্ণিত আছে। মোটকথা অনেক সময় বাক্যের মধ্যে অঙ্গীকার জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং কোন **فَعَلَ** ব্যবহার করা হয়। সেই ক্ষেত্রে নেতিবাচক উদ্দেশ্য হয় না। বরং ইহাকে অতিরিক্ত ধরে নিয়া ইতিবাচক অর্থ হয়। যেমন **إِذَا جَاءَتْ لَأَيُّمُنُونَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا** এবং **وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ** আয়াত সমূহে **لَا** ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক, কিন্তু অর্থ নেতিবাচক নয় বরং ইতিবাচক অর্থ উদ্দেশ্য।

২৮ পারা
সূরা মুজাদালা

২২ আয়াত, ৩ রুকু', মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِیْ تَجَادِلُكَ فِیْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِیْ اِلَی اللّٰهِ

وَاللّٰهُ یَسْمَعُ مَعًا وُرُكْمًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ بَصِیْرٌ ۝

১. “(হে রাসূল!) আল্লাহ্‌ শুনিয়েছেন সেই নারীর কথা, যে তাহার স্বামীর বিষয়ে তোমার সহিত বাদানুবাদ করিতেছে এবং আল্লাহর নিকটও ফরিয়াদ করিতেছে। আল্লাহ্‌ তোমাদের কথোপকথন শোনেন; আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।”

তাফসীর : ইমাম আহমদ (র) ...হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : “সেই মহান আল্লাহর প্রশংসা করি যাঁহার অনন্ত শ্রবণশক্তি সকল আওয়াজই ধারণ করিতেছে। সেই অভিযোগকারিণী মহিলা এত চুপি চুপি রাসূল (সা)-এর কাছে তাহার অভিযোগ পেশ করিতেছিল যাহা একই ঘরে থাকিয়া আমিও শুনিতো পাই নাই। আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই গোপন কথাবার্তাও শুনিলেন এবং এই আয়াত নাযিল করিলেন : قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِیْ تَجَادِلُكَ فِیْ زَوْجِهَا

ইমাম বুখারী (র) তাঁহার ‘কিতাবুত্ তাওহীদ’ এ বর্ণনাটি সংযোজন করেন এবং তিনি উল্লিখিত সনদে উহা বর্ণনা করেন। নাসায়ী, ইবন মাজাহ্‌, ইবন আবু হাতিম ও ইবন জারীর (র) আ'মাশ ভিন্ন অন্য সূত্রে উহা বর্ণনা করেন।

ইবন আবু হাতিম (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : “বরকতময় সেই মহান আল্লাহ্‌ উঁচু-নীচু সকল আওয়াজই শুনেন। অভিযোগ-

কারিণী খাওলা বিনতে ছা'লাবা (রা) হুযূর (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া এখাপ ফিসফিস করিয়া অভিযোগ পেশ করিতেছিল যে, হযত কখনো কোন শব্দ আমার কানে পৌঁছিত, কিন্তু অধিকাংশ কথাই আমার শোনার উপায় ছিল না। সে তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ পেশ করিতেছিল, হে আল্লাহর রাসূল! লোকটির সঙ্গে থাকিয়া আমি যৌবন কাটাইলাম। সন্তান-সন্ততিও হইল। এখন বৃদ্ধা হইয়াছি। সন্তান হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নাই। এখন সে আমার সহিত যিহার করিলেন। আয় আল্লাহ্‌! তোমার কাছেও আমি এই ফরিয়াদ জানাইতেছি। ইহা বলিয়া অভিযোগকারিণী ঘর হইতে বাহির হইতেও পারে নাই, এমন সময় জিবরাঈল (আ) এই আয়াত নিয়া হাযির হইলেন। মহিলার স্বামীর নাম আওস ইবন সামিত (রা)।

ইবন লাহিতা আওস ইবন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি (আওস) মাঝে মাঝে অপ্রকৃতিস্থ হইতেন। তখন কখনও নিজ স্ত্রীর সহিত যিহার করিয়া বসিতেন। তারপর যখন সুস্থ হইতেন তখন যেন কিছুই হয় নাই মনে করিতেন। তাহার স্ত্রী এই ব্যাপারে হুযূর (সা)-এর কাছে ফতোয়া জানার জন্য আসিয়াছিল ও আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট ফরিয়াদ জানাইতেছিল। তখনই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

উরওয়া হইতে তাঁহার পুত্র হিশামও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইবন আবু হাতিম (র) আবু ইয়াযীদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : “উমর (রা) তাঁহার খিলাফতকালে সফর সঙ্গীগণকে লইয়া কোথাও যাইতেছিলেন। এক বৃদ্ধা তাঁহাকে ডাকিয়া থামাইল এবং খলীফা বাহন ছাড়িয়া গিয়া বিনীতভাবে তাহার কথা শুনিতো লাগিলেন। বৃদ্ধা অনেক কথাবার্তার পর নিজ প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া চলিয়া গেলে খলীফা সফর সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাহারা প্রশ্ন করিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এক বৃদ্ধার জন্য এতগুলি লোককে দীর্ঘক্ষণ দণ্ডায়মান রাখিলেন? তিনি বলিলেন, হায়! তোমরা যদি জানিতো এই বৃদ্ধা কে? ইনি তো সেই মহিলা যাহার ফরিয়াদ আল্লাহ্‌ তা'আলা সগু আকাশের উপর হইতে শ্রবণ করিয়া ওহী নাযিল করিয়াছেন। ইনিই খাওলা বিনতে ছা'লাবা; আল্লাহর কসম, যদি আজ সকাল হইতে সন্ধ্যা গড়াইয়া রাত্রি পর্যন্ত তিনি আমাকে কিছু বলিতে থাকিতেন, তথাপি আমি তাঁহার নিকট হইতে সরিতাম না। ইহা শুধু নামাযের সময়ে নামায পড়িতে আসিয়া নামায শেষে আবার তাঁহার খেদমতে হাযির হইতাম।”

ইবন আবু হাতিম (র) আমির (র) হইতে বর্ণনা করেন : “উক্ত অভিযোগকারিণী হইলেন খাওলা বিনতে ছা'লাবা। তাঁহার মাতা হইলেন মুআযা। তাহার ব্যাপারে অবতীর্ণ আয়াতটি এই : وَلَا تُكْرِمُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ يَكُونَ لَكُمْ حِصْنًا তবে সঠিক কথা হইল এই যে, খাওলা (রা) ছিলেন আওস ইবন সামিত (রা)-এর স্ত্রী।

(২) الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ مَاهُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا
إِلَىٰ وَكَلَدَتْهُمُ ۖ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَرُؤُوسًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُؤٌ
عَفُورٌ ۝

(৩) وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نَسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْمِلُهُنَّ
رَبِّهِنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ تَنَاسُؤُهُنَّ ذَلِكَ يُتَوَعَّظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
(৪) فَمَنْ لَمْ يَحِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ تَنَاسُؤُهُنَّ فَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ ۗ وَاللَّكْفِيرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

২. তোমাদের মধ্যে যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত যিহার করে, তাহারা জানিয়া র'খুক, তাহাদের স্ত্রীগণ তাহাদের মাতা নহে; যাহারা তাহাদিগকে জন্ম দান করে তাহারাই তাহাদের জননী। উহারা (যিহারকারীরা) তো অসম্মত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ পাপ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল।

৩. যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত যিহার করে এবং পরে তাহাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, সেক্ষেত্রে একে অপরকে স্পর্শ করিবার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করিতে হইবে; এই নির্দেশ তোমাদিগকে দেওয়া হইল। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহার খবর রাখেন।

৪. তবে যাহার সেই সামর্থ্য থাকিবে না, একে অপরকে স্পর্শ করিবার আগে তাহাকে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা থাকিতে হইবে। তাহাতেও যে অসমর্থ, সে ষাটজন অভাব গ্রস্তকে খাওয়াইবে। ইহা এইজন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উপর আস্থাবান হও। এইগুলি আল্লাহর নির্ধারিত বিধান; কাফিরদের জন্য রহিয়াছে মর্মভুদ শাস্তি।

তাফসীর : ইমাম আহমদ (র) খুয়াইলা বিনতে ছা'লাবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : “আল্লাহর কসম! আমার ও আমার স্বামী আওস ইবন

সামিত (রা) সম্পর্কে সূরা মুজাদালায় শুরু চারি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি তাহার ঘর করিতেছিলাম। সে তখন বয়ঃবৃদ্ধ লোক ছিল। মেজাজও ছিল খিটখিটে। একদিন কথাবার্তা হইতেছিল। আমি তাহার একটি কথা মানিয়া নিতে পারিলাম না এবং উহার পাল্টা জবাব দিলাম। ইহাতে সে ক্ষেপিয়া গেল এবং প্রত্যন্তরে বলিল, ‘তুমি আমার নিকট আমার মাতার পৃষ্ঠতুল্য। এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।’

বাহিরে গিয়া সে গোত্রীয় লোকজনের সহিত দীর্ঘক্ষণ কাটাইল। অতঃপর ঘরে ফিরিয়া সে আমার সহিত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইল। আমি বলিলাম, সেই আল্লাহর শপথ, যাহার হাতে আমার প্রাণ, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহার পর সেই সম্পর্ক সম্ভব নহে। এই ব্যাপারে আগে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে। সে আমার কথার গুরুত্ব না দিয়া আমার উপর জোর খাটাইতে চাহিল। কিন্তু যেহেতু সে বৃদ্ধ ও দুর্বল, তাই আমাকে কাবু করিতে পারিল না। আমি তাহাকে সরাইয়া দিয়া প্রতিবেশীর ঘরে চলিয়া গেলাম। তাহার নিকট একখানা কাপড় নিয়া ওড়নায় ঢাকিয়া রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হইলাম। তাঁহার নিকট এই ঘটনা বলিলাম এবং অন্যান্য দুঃখ-কষ্টের কথা বলিলাম। তিনি বারংবার আমাকে ইহাই বলিতেছিলেন, খুয়াইলা, স্বামীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ সে বৃদ্ধ লোক। আমাদের ভিতর এইসব কথা চলিতেছিল, এমন সময় হুযূর (সা)-এর উপর ওহী নাযিলের অবস্থা পরিলক্ষিত হইল। যখন ওহী অবতরণ শেষ হইল, তখন তিনি বলিলেন, খুয়াইলা, তোমার ও তোমার স্বামীর ব্যাপারে আয়াত নাযিল হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি সূরা মুজাদালায় প্রথম চারি আয়াত তিলাওয়াত করিলেন। অতঃপর বলিলেন, যাও, তোমার স্বামীকে গিয়া একটি গোলাম আযাদ করিতে বল। আমি বলিলাম, হুযূর! তাহার নিকট গোলাম কোথায়? সে তো অত্যন্ত গরীব। তখন তিনি বলিলেন, তাহাকে একাধারে দুইমাস রোযা থাকিতে বল। আমি বলিলাম, হুযূর! সে তো বৃদ্ধ ও দুর্বল। তাহার রোযা রাখার শক্তি কোথায়? তখন তিনি বলিলেন, তাহাকে মিসকীনকে এক ওসাত (প্রায় চার মণ) খেজুর দিতে বল। আমি বলিলাম, হুযূর! সেই গরীবের তো উহাও নাই। অবশ্য তিনি বলিলেন, আচ্ছা, অর্ধেক আমি ব্যবস্থা করিব। তখন আমি বলিলাম, বাকী অর্ধেক আমিই জোগাড় করিব। হুযূর (সা) বলিলেন, তুমি তাহা হইলে খুবই ভাল কাজ করিবে। যাও, ইহা আদায় কর এবং নিজ স্বামী যে তোমার চাচাত ভাইও, তাহার সহিত প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক রক্ষা কর ও তাহার আনুগত্য কর। অতঃপর আমি তাহাই করিলাম।”

ইমাম আবু দাউদ তাঁহার সুনানের তালাক অধ্যায়ে দুইটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন। উভয় সূত্রেই মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন ইয়াসার (র) রহিয়াছেন। তিনি মহিলার নাম উল্লেখ করিয়াছেন খাওলা বিনতে ছা'লাবা। কেহ বলেন, খাওলা বিনতে মালিক ইবন ছা'লাবা। খাওলাকে কেহ কেহ তাসগীর করিয়া খুয়াইলা করিয়াছেন। সুতরাং ইহা পরস্পর বিরোধী হয় নাই। তা প্রায় একই। আল্লাহই ভাল জানেন।

সূরাটির সার্বিক শানে নুযূল ইহাই। সালমা ইব্ন সাখরের হাদীসটি ইহার শানে নুযূল নহে: বরং অন্যতম বিষয়বস্তু। তাহা হইলে যিহারের কাফ্ফারা হইবে গোলাম আযাদ করা অথবা রোযা রাখা কিংবা গরীব খাওয়ানো। যথা : ইমাম আহমদ সালমা ইব্ন সাখর আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমার সহবাস ক্রমত তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী ছিল। ফলে আমি রমযান মাসের দিনে কোনরূপ গোলাম সৃষ্টি হইতে বাঁচার উদ্দেশ্যে পূর্ণ রমযান মাস স্ত্রীর সাথে যিহার করিয়া নিলাম। এক রাতে সে যখন আমার খেদমত করিতেছিল তখন তাহার শরীরের একাংশ হইতে কাপড় খসিয়া পড়িল। তখন আর ধৈর্য রাখার উপায় কি? ফলে যাহা ঘটার তাহাই ঘটিল। সকালে উঠিয়া আমি আমার গোত্রের কাছে ইহা বলিলাম এবং তাহাদিগকে অনুরোধ করিলাম আমাকে লইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়া ইহার প্রতিকার জানার জন্য। তাহারা অস্বীকার করিল। বলিল, তোমার সাথে এই ব্যাপার নিয়া গেলে হয়ত কোন ওহী নাযিল হইবে কিংবা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন নির্দেশ দেবেন, যাহা আমাদের জন্য বোঝা হইয়া দাঁড়াইবে। তোমার ব্যাপার লইয়া তুমিই যাও এবং আমরা তোমার অপরাধের ভাগী হইব না। তখন আমি বলিলাম, ঠিক আছে, আমি একাই যাইব।

সেমতে আমি একাই গেলাম এবং রাসূল (সা)-এর কাছে সকল ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি সত্যি এইরূপ করিয়াছ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, আমি এইরূপ করিয়াছি। তিনি আবার একই প্রশ্ন করিলে আমি আগের মতই জবাব দিলাম। তিনি আবারো প্রশ্ন করায় আমি বলিলাম, হুযূর আমি ঠিকই সে অপরাধ করিয়াছি। এখন আল্লাহর বিধান মোতাবেক আমার যে শাস্তি হয় দিন। আমি তাহা ধৈর্য সহকারে বরণ করিব। তখন তিনি বলিলেন, যাও, একটি ক্রীতদাস মুক্ত কর। আমি তখন আমার ঘাড়ে হাত রাখিয়া বলিলাম, এই ঘাড় ছাড়া তো অন্য কোন ঘাড়ের আমি মালিক নহি। আল্লাহর কসম! আমার কোন ক্রীতদাস নাই-যে, আমি তাহাকে মুক্তি দিব। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখিও। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! রোযার সংযম নাই বলিয়াই তো এই দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছি। তখন তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তুমি নির্ধারিত সদকা দাও। আমি বলিলাম, আপনাকে যিনি নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার কসম, আমার কাছে সদকা দেবার মত কিছুই নাই, পরন্তু আজ রাত্রি বেলায় আমরা সবাই উপবাস কাটাইব। তখন তিনি বলিলেন, ঠিক আছে, তুমি বনু খুরাইকের সাদকা দাতাদের কাছ যাও। তাহাদিগকে বল, তাহাদের সাদকার মাল যেন তোমাকে দেয়। তাহা হইতে তুমি এক ওসাক খেজুর সাদকা দিয়া বাকীগুলো তোমার পরিবারের জন্য রাখ। আমি মহাখুশী হইয়া আমার গোত্রের কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম, দেখ, তোমাদের নিকট তো আমি অসহযোগিতা ও ভৎসনা পাইলাম। অথচ হুযূর (সা)-এর নিকট আমি উদারতা

ও সহায়তা পাইয়াছি। হুযূর (সা)-এর নির্দেশ, তোমাদের সাদকার মাল আমাকে দিবে। সেমতে তাহারা আমাকে সাদকার মাল প্রদান করিল।

আবু দাউদ ও ইব্ন মাজাহ (র)-ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র)-র বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেন।

হাদীসটির বাহ্যিক বর্ণনাই বলিয়া দেয় যে, ইহা আওস ইব্ন সামিত ও তাহার স্ত্রী খুয়াইলা বিনতে ছা'লাবার ঘটনার পরের ব্যাপার।

খুসাইফ (র) মুজাহিদ (র) সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেনঃ উবাদা ইব্ন সামিতের ভাই আওস ইব্ন সামিত (রা) তাহার স্ত্রী খাওলা বিনতে ছা'লাবা ইব্ন মালিকের সহিত সর্বপ্রথম যিহার করেন। যিহার করার পর খাওলা এই আশংকায় পড়িয়া গেলেন যে, পাছে ইহাতে তালাক হইয়া গিয়াছে কি-না। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আওস আমার সহিত যিহার করিয়াছে। ইহাতে যদি তালাক পড়িয়া যায় তাহা হইলে আমরা দু'জনই ধ্বংস হইয়া যাইব। দীর্ঘদিন যাবত তাহার সাথে ঘর সংসার করিয়া আসিতেছি। মহিলাটি অভিযোগ করিতে করিতে কান্নায় ভঙ্গিয়া পড়ে। আর ইতিপূর্বে যিহার সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল হয় নাই। তখন আল্লাহ তা'আলা **فَدُ** ইতিপূর্বে যিহার সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল হয় নাই। তখন আল্লাহ তা'আলা **فَدُ** নাযিল করেন।

অতঃপর মহিলার স্বামীকে ডাকিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ “তুমি কি একটি গোলাম আযাদ করিতে পার?” উত্তরে সে বলিল, না, হে আল্লাহর রাসূল! আমার গোলাম আযাদ করিবার সামর্থ্য নাই। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অর্থ সংগ্ৰহ করিয়া তাহার নামে একটি গোলাম আযাদ করিয়া দেন। তারপর সে স্ত্রীর সহিত রজাত করে। ইব্ন জারীর (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করেন।

আরবী **ظَهَرَ** (অর্থ পীঠ) হইতে নির্গত। জাহেলী যুগের মানুষ এই বলিয়া স্ত্রীর সহিত যিহার করিত যে, **كظهر امي** অর্থাৎ- ‘তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পীঠের ন্যায়।’ ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় স্ত্রীকে মায়ের দেহের যে কোন অংগের সহিত তুলনা করাকেই যিহার বলা হয়। জাহেলী যুগে যিহার করিলেই তালাক হইয়া যায় মনে করা হইত। কিন্তু এই উম্মতের সুবিধার জন্য আল্লাহ তা'আলা কাফ্ফারার বিধান দিয়াছেন। এখন আর যিহার করিলেই তালাক হইয়া যায় না। পূর্বসূরীদের অনেকেই এইমত পোষণ করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, জাহেলী যুগে কেহ তাহার স্ত্রীকে ‘তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পীঠের ন্যায়’ এই কথা বলিলে স্ত্রী তাহার জন্য হারাম হইয়া যাইত। ইসলামে সর্বপ্রথম যিহার করেন হযরত আওস ইব্ন সামিত (রা)। তাঁহার স্ত্রী ছিল তাঁহার চাচাতো বোন খাওলা

বিনতে ছা'লাবা (রা)। যিহার করিয়া তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অস্থির হইয়া পড়েন এবং উভয়ই তালাক হইয়া গিয়াছে বলিয়া আশংকা করিতে লাগিলেন। তখন স্বামী আওসের পরামর্শে স্ত্রী খাওলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আগমন করেন। আসিয়া দেখিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাথা আঁচড়াইতেছেন। ঘটনা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “খাওলা! তোমার এই ব্যাপারে আল্লাহ্ এখনো কোন বিধান নাযিল করেন নাই।” ইত্যবসরে আল্লাহ্ তা'আলা ওহী নাযিল করিলেন। ওহী পাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “খাওলা! সুসংবাদ গ্রহণ কর।” এই বলিয়া তিনি সূরা মুজাদালায় শুরু হইতে

لَا يَمَسُّكُمْ مِنْ أَسْمَاءٍ مِمَّنْ يَبْغُونَ كَمَا بَغَى الَّذِينَ فِي قُرْآنِ الْكُرْآنِ إِذْ جَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ فَسَأَلُوهُ لِمَ يَكْفُرُ الْمَدْيَنِيُّ فَقَالَ إِنَّهُمْ كَانَ اللَّهُ يُبْغِيهِمْ فَكَفَرُوا فَبَدَّلَ اللَّهُ الْحَبَشَةَ لِمَّةٍ ۚ وَلَسَوْفَ يَأْتِيكُم مِّنْهُمْ جُحُودٌ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَنْحَادِ ۚ أَنذَرْتُكُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَسَوْفَ يَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَكَيْفَ يُؤْمِنُونَ إِذْ جَاءُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ مُّكذِّبُونَ

পর্যন্ত পাঠ করিয়া শুনাইলেন। শুনিয়া খাওলা বলিল, হুয়ূর! আমরা গোলাম পাইব কোথায়? আল্লাহ্‌র শপথ! আমি ছাড়া আর কোন গোলামই তো আমার স্বামীর নেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) فَمَنْ لَمْ يُجِدْ فَمِصْيَامَ شَهْرَيْنِ অয়াতটি পাঠ করিয়া অবিরাম ষাট দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন। শুনিয়া খাওলা বলিল, অবিরাম ষাট দিন রোযা রাখা তো দূরের কথা, দৈনিক তিনবার না খাইলে তো আমার স্বামীর বাঁচাই মুশকিল! তাহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا পাঠ করিয়া ষাট জন মিসকীনকে আহার দিবার কথা বলেন। খাওলা বলিল, হুয়ূর! নিজেবাই ঠিকমত খাইতে পাই না আবার মিসকীনকে খাওয়ানো কোথা হইতে? অগত্যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ত্রিশ সা' খাদ্য সংগ্রহ করিয়া মহিলার হাতে দিয়া বলিলেন, “যাও, তোমার স্বামীকে বল, এইগুলি ষাট জন মিসকীনকে খাওয়াইয়া যিহার প্রত্যাহার করিয়া যেন তোমার সহিত মিলিত হয়।” আবুল আলিয়া (র) হইতেও এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইব্বন আবু হাতিম (র) আবুল আলিয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবুল আলিয়া (র) বলেন, খাওলা বিনতে দুলায়জ নামক এক মহিলা জনৈক আনসারীর স্ত্রী ছিল। লোকটি ছিল নিতান্ত দরিদ্র, খিটখিটে মেজাজ ও ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। কোন একটি ব্যাপারে একদিন দুইজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। ফলে স্বামী বলিল যে, ‘তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পীঠের ন্যায়।’ উল্লেখ্য যে, জাহেলী যুগে এইভাবে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নিয়ম ছিল। স্বামীর এই কথা শুনিয়াই খাওলা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ছুটিয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন হযরত আয়িশা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন আর আয়িশা (রা) তাঁহার মাথা ধুইয়া দিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হইয়া খাওলা বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার স্বামী একজন নিঃস্ব, ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন বদমেজাজের লোক। কোন একটি ব্যাপারে আমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। ফলে রাগ করিয়া সে বলে যে, “তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পীঠের ন্যায়।” অবশ্য ইহাতে তাহার তালাক দেওয়ার খেয়াল ছিল না। এখন কি করি? শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “আমার জানা মতে তো ইহাতে তুমি

তাহার জন্য হারাম হইয়া গিয়াছে।” এই অপ্রত্যাশিত জবাব শুনিয়া মহিলাটি বলিল যে, আমার এবং আমার স্বামীর এই বিপদের জন্য আমি আল্লাহ্‌র নিকটই অভিযোগ করিতেছি। আয়িশা (রা) এতক্ষণ যাবত রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাথার এক পার্শ্ব ধুইতেছিলেন। এইবার তিনি ঘুরিয়া অপর পার্শ্ব ধুইতে লাগিলেন। খাওলা বলেন, আমিও ঘুরিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে বসিয়া পুনরায় আমার ঘটনাটি খুলিয়া বলিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার দিকে মাথা তুলিয়া বলিলেন : “কি বলিব, আমি যতটুকু জানি, তুমি তাহার জন্য হারাম হইয়া গিয়াছে।” শুনিয়া এইবারও মহিলাটি বলিল, আমাদের এই বিপদের জন্য আমি আল্লাহ্‌রই নিকট অভিযোগ করি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন হযরত আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারার বর্ণ পরিবর্তন হইতে দেখিয়া খাওলাকে বলিলেন, সরিয়া বস, সরিয়া বস। মহিলাটি সরিয়া বসিলে খানিকক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ওহী নাযিল হইতে শুরু করে। ওহী অবতরণ শেষ হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : আয়িশা! মহিলাটি কোথায়? আয়িশা (রা)-এর ডাকে মহিলাটি কাছে আসিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “যাও, তোমার স্বামীকে লইয়া আসিবে।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ বলিয়া পাঠ করিয়া শুনাইয়া বলিলেন : “স্ত্রীর সহিত মিলনের পূর্বে একটি গোলাম আর্যাদ করিতে পার?” উত্তরে সে বলিল, ‘না’। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “অনবরত দুই মাস রোযা রাখিতে পার?” লোকটি বলিল, হুয়ূর! আপনাকে যে আল্লাহ্ রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার শপথ! দৈনিক দুই তিনবার না খাইলে আমার চোখ থাকিবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “আচ্ছা তুমি ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়াইতে পার?” লোকটি বলিল, হুয়ূর! পারি যদি আপনি সহযোগিতা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে সহযোগিতা করিয়া বলিলেন, “যাও, ষাট জন মিসকীনকে খাওয়াও গে।” এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ জাহেলী যুগের এ ধরনের তালাককে যিহারে পরিণত করেন।

সাদ্দ ইব্বন জুবায়র (র) বলেন, জাহিলী যুগে ঈলা ও যিহার দ্বারা তালাক হইয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ঈলার জন্য চার মাসের মেয়াদ দান করেন আর যিহারের জন্য কাফ্ফারার বিধান দেন।

আলোচ্য আয়াতের আলোকে ইমাম মালিক (র) বলেন, আয়াতে مِنْكُمْ বলিয়া ঈমানদারদেরকে সন্ধোধন করা হইয়াছে। ফলে কাফিররা এই আয়াতের বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু জমহূর ইহার উত্তরে বলেন, না, কাফিররাও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে কেবল ঈমানদারদেরকেই সন্ধোধন করা হইয়াছে।

এই আয়াতের مِنْ نِّسَائِهِمْ দ্বারা জমহূর প্রমাণ করিয়াছেন যে, দাসীর সহিত যিহার হয় না। তাহারা এই আয়াতের বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

أَرْثَاهُ سَأَمِي تَاهَارِ سْتْرِيكِي تُوْمِي اَرْثَاهُ سَأَمِي تَاهَارِ سْتْرِيكِي تُوْمِي
আমার জন্য আমার মায়ের পীঠের ন্যায় এই কথা বলিলেই স্ত্রী মা হইয়া যায় না। যিনি
জন্মান দান করে সেই প্রকৃত মা। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا اَرْثَاهُ سَأَمِي تَاهَارِ سْتْرِيكِي تُوْمِي
ও ভিত্তিহীন।”

وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ اَرْثَاهُ سَأَمِي تَاهَارِ سْتْرِيكِي تُوْمِي
অসাবধানতাবশত যাহা বলিয়া ফেল, আল্লাহ তা'আলা তাহা ক্ষমা করিয়া দিবেন।
যেমন আবু দাউদ (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন শুনিতে পাইলেন যে,
এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে “হে আমার বোন” বলিয়া ডাকিতেছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)
বলিলেন : “একি তোমার বোন?” এই কথা বলিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) এইভাবে ডাকা
অপছন্দ করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে স্ত্রী হারাম হইয়া গিয়াছে বলেন নাই। কারণ স্ত্রীকে
হারাম করার উদ্দেশ্যে বোন বলিয়া সম্বোধন করে নাই। কিন্তু যদি হারাম হওয়ার
উদ্দেশ্যে বলিত তা হারাম হইয়া যাইত। কারণ বিশুদ্ধ মতে মাহরাম হিসাবে মা,
বোন, ফুফী, খালা ইত্যাদি সবই সমান।

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا اَرْثَاهُ سَأَمِي تَاهَارِ سْتْرِيكِي تُوْمِي
যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত যিহার করে এবং পরে তাহাদের উক্তি প্রত্যাহার করে।”

এই আয়াতের ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا (পরে তাহাদের উক্তি প্রত্যাহার করে) এর
উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইমামগণের মত পার্থক্য রহিয়াছে। কতিপয়ের মত হইল, يَعُودُونَ অর্থ
একবার যিহার করিয়া যিহারের বাক্য পুনরায় আবৃত্তি করে। ইব্ন হাযম (র) এমন
মতটি গ্রহণ করিয়াছেন। দাউদ (র)-এর মতও ইহাই। আবু উমর ইব্ন আব্দুর রব
(র), বুকাযর ইব্ন আশাজ্জ (র) হইতে এবং ফাররা ও মুতাকাল্লিমীনের একদল
লোক এই মতটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই মতটি ভ্রান্ত।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন : ইহার অর্থ হইল, যিহার করার পরও এতটুকু সময়
পরিমাণ স্ত্রী নিজের কাছে রাখিয়া দেওয়া যেই সময়ে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার সুযোগ
পাওয়া সত্ত্বেও তালাক না দেওয়া।

আহমদ ইব্ন হাযল (র) বলেনঃ يَعُودُونَ অর্থ যিহার করার পর স্ত্রীর সহিত
সহবাসে লিপ্ত হওয়া বা সহবাস করার দৃঢ় সংকল্প করা। কিন্তু কাফফারা না দিয়া
সহবাস করা হালাল হইবে না।

ইমাম মালিক (র) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, يَعُودُونَ অর্থ সহবাস করার বা
স্ত্রীকে পুনরায় রাখিয়া দেওয়ার সংকল্প করা। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, ইহার অর্থ
সহবাস করা।

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন : ইহার অর্থ হইল যিহার করা হারাম হইবার এবং
জাহেলীয়াতের প্রথা বিলুপ্ত হইবার পর পুনরায় যিহার করা। সুতরাং কেহ তাহার স্ত্রীর
সহিত যিহার করিলে স্ত্রী তাহার জন্য হারাম হইয়া যাইবে। কাফফারা দেওয়া ব্যতীত
আর সে হালাল হইবে না। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অনেক শাগরিদ এবং লায়ছ
ইব্ন সাদ-এরও এই মত।

সাদ্দ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত قَالَوَا لِمَا قَالَوَا এর অর্থ হইল,
যিহার দ্বারা স্ত্রীর সহিত যে সহবাস করাকে নিজেদের উপর হারাম করা হইয়াছে পুনরায়
সেই সহবাস করার ইচ্ছা করা।

হাসান বসরী (র) বলেন : স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ব্যবহার করা। তাঁহার মতে কাফফারা
দেওয়ার পূর্বে সঙ্গম ছাড়া অন্যভাবে স্পর্শ করায় কোন দোষ নাই।

আলী ইব্ন আবু তালহা (র) সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা)
হইতে বর্ণনা করেন যে, এখানে الْمَسُّ অর্থ সহবাস করা। আতা, যুহরী, কাতাদা এবং
মুকাতিল ইব্ন হায়যান (র)-এর মতও ইহাই।

যুহরী (র) বলেন : যিহার করার পর কাফফারা না দেওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে চুমু খাওয়া
বা স্পর্শ করা জায়েয হইবে না।

ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসায়ী, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম ইব্ন মাজাহ (র)
ইকরিমার হাদীস থেকে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি
আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার স্ত্রীর সহিত যিহার করিয়া কাফফারা
না দিয়াই তাহার সহিত সহবাস করিয়া ফেলিয়াছি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন,
“আল্লাহ তোমাকে রহম করুক, তুমি এমন করিলে কেন?” উত্তরে সে বলিল, চাঁদের
আলোতে তাহার পায়ের অলংকার দেখিয়া সংযম হারাইয়া ফেলি। রাসূলুল্লাহ (সা)
বলিলেন : “আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন না করিয়া (কাফফারা না দিয়া) আর তাহার
কাছেও যাইবে না।”

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ অর্থ যিহার করিয়া ফেলিলে স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবার পূর্বেই
পূর্ণ একটি গোলাম আযাদ করিতে হইবে।

এইখানে গোলাম ঈমানদার হওয়ার শর্ত করা হয় নাই। কিন্তু হত্যার কাফফারার
ক্ষেত্রে গোলাম ঈমানদার হওয়া শর্ত। ইমাম শাফেয়ী (র) হত্যার কাফফারার উপর
অনুমান করিয়া বলেন যে, এই যিহারের কাফফারায়ও গোলাম ঈমানদার হইতে
হইবে। যদিও তাহা এইখানে উল্লেখ করা হয় নাই।

নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা তিনি ইহার সমর্থনে প্রমাণ পেশ করেছেন যে, এক কৃষ্ণকায়
দাসী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন, “তাহাকে আযাদ করিতে পার কারণ সে
ঈমানদার।”

আবু বকর বায্যার (রা) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার স্ত্রীর সহিত যিহার করিয়া কাফ্ফারা না দিয়াই সহবাস করিয়া ফেলিয়াছি। ওনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “কেন আল্লাহ কি সহবাসের পূর্বেই কাফ্ফারা দিতে বলেন নাই?” লোকটি বলিল, হুয়র! হঠাৎ তাহার রূপ দেখিয়া আমি সংযম হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “কাফ্ফারা না দিয়া আর অমন করিও না।”

অর্থাৎ “এইভাবে তোমাদিগকে নসীহতের সূরে ধমক দেওয়া হইল।”

অর্থাৎ “আল্লাহ তোমাদিগের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কেই খবর রাখেন।”

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا - فَمَنْ لَّمْ

يَسْتَطِيعَ فَاطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا

অর্থাৎ “যে ব্যক্তি দাস মুক্ত করিতে পারিবে না সে সহবাস করার পূর্বে অনবরত দুই মাস রোযা রাখিবে আর যদি তাহার সম্ভব না হয় তবে যাট জন মিসকীনকে আহার দিবে।”

উল্লেখ্য যে, যিহারের কাফ্ফারা প্রদানের ধারাবাহিকতা এইরূপই হইবে যে, প্রথমে দাসমুক্ত করার চেষ্টা করিবে। সম্ভব না হইলে তারপর অনবরত যাটটি রোযা রাখিবে। আর যদি তাহাও সম্ভব না হয় তবে অগত্যা যাটজন মিসকীনকে আহার দিবে। বিভিন্ন হাদীসেও এই নিয়ম পালন করারই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

অর্থাৎ “আমি এই বিধান দিয়াছি এই জন্য যে, যেন তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন।”

অর্থাৎ “এই যাহা বলিলাম তাহা আল্লাহর বিধান, তোমরা তাহা অমান্য করিও না এবং তাহার অবমাননা করিও না।”

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না এবং আল্লাহর বিধান মতে জীবন পরিচালনা করে না, তাহারা আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তি পাওয়ার কোন আশা নাই বরং দুনিয়া ও আখিরাতে তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করিবে।

(৫) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَمَا كَبِتَ الَّذِينَ مِنَ

قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

(৬) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَبِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۗ أَحْصَاهُ اللَّهُ

وَكُتُوبَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

(৭) الْمُرْتَأَنَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى

ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَآهُمْ ۖ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ۖ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا

أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ ۗ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

৫. যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহাদিগকে অপদস্ত করা হইবে যেমন অপদস্ত করা হইয়াছে তাহাদিগের পূর্ববর্তীদিগকে। আমি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছি, কাফিরদিগের জন্য রহিয়াছে মর্মভুদ শাস্তি।

৬. সেইদিন যেদিন তাহাদিগের সকলকে একত্রে পুনরুত্থিত করা হইবে এবং তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা তাহারা করিত আল্লাহ তাহাদের হিসাব রাখিয়াছেন আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

৭. তুমি কি অনুধাবন কর না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আল্লাহ তাহা জানেন। তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না, এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে ষষ্ঠজন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। তাহারা এতদপেক্ষা কম হউক আর বেশী হউক, তাহারা যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ তাহাদিগের সংগে আছেন। তাহারা যাহা করে, তিনি কিয়ামতের দিন তাহা জানাইয়া দিবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, যাহারা আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং আল্লাহর বিধানের সহিত বিদ্রোহ করে তাহাদিগকে অপদস্ত ও লাঞ্চিত করা হইবে, যেমন তাহাদিগের সমমনা ও স্বগোষ্ঠীদেরকে করা হইয়াছিল।

“আমি এমন সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছি, কাফির ব্যতীত কেউ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে না।”

“আল্লাহর দীন ও শরীয়াতের বিরুদ্ধাচরণের পরিণামে আমি কাফিরদিগকে মর্মভুদ ও লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রদান করিব।”

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

“যেই দিন আল্লাহ সকলকে একত্রিতভাবে উপস্থিত করিবেন সেইদিন তাহাদিগকে তিনি তাহাদিগের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করিবেন। সেইদিনটি হইল কিয়ামতের দিন। সেইদিন পূর্বাপর সকল মানুষকে আল্লাহ তা'আলা একটি চতুরে সমবেত করিবেন।”

আল্লাহ মানুষের কৃতকর্মের হিসাব রাখিয়াছেন যদিও মানুষ তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক দৃষ্টা। কোন কিছুই তাহার অগোচর বা অজানা থাকে না এবং তিনি কোন কিছুই ভুলিয়া যান না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

“আমি জানি যে আল্লাহ যিনি সর্বকর্তা, তিনি জানেন যে আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক দৃষ্টা। কোন কিছুই তাহার অগোচর বা অজানা থাকে না এবং তিনি কোন কিছুই ভুলিয়া যান না।”

অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আল্লাহ তা'আলা সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি সকলের সব কথা শুনে এবং কে কখন কোথায় থাকে সবই দেখেন। তিনজন লোক একত্রে বসিয়া গোপনে কথা বলিলে পাঁচজন লোক একত্রে গোপন আলাপ করিলে তিনি চতুর্থ বা ষষ্ঠজন হিসাবে তথায় উপস্থিত থাকেন ও সব কথা শুনে। মোটকথা সর্বাবস্থায়ই তিনি সকলের সহিত উপস্থিত আছেন। তদুপরি নির্ধারিত ফেরেশতারাও সবকিছু লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার নিকট রিপোর্ট করেন। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

“আমি জানি যে আল্লাহ সর্বকর্তা, তিনি জানেন যে আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক দৃষ্টা। কোন কিছুই তাহার অগোচর বা অজানা থাকে না এবং তিনি কোন কিছুই ভুলিয়া যান না।”

অন্য আয়াতে বলেন :

“আমি জানি যে আল্লাহ সর্বকর্তা, তিনি জানেন যে আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক দৃষ্টা। কোন কিছুই তাহার অগোচর বা অজানা থাকে না এবং তিনি কোন কিছুই ভুলিয়া যান না।”

অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে যে, আমি তাহাদিগের গোপন কথা ও গোপন পরামর্শ শুনি না? হ্যাঁ, সবই শুনি। তদুপরি আমার ফেরেশতারা সব লিপিবদ্ধ করে। উল্লেখ্য যে, সকল উলামা এ ব্যাপারে একমত যে, এই আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহ মানুষের সহিত থাকার অর্থ আল্লাহর সত্তা বা যাত মানুষের সংগে থাকা নয় বরং তাহার মানুষের সংগে থাকার কথাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সবকিছুই তাহার ইলমের আওতাভুক্ত। তিনি সব কিছুই জানেন ও শুনে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

“আমি জানি যে আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক দৃষ্টা। কোন কিছুই তাহার অগোচর বা অজানা থাকে না এবং তিনি কোন কিছুই ভুলিয়া যান না।”

ইমাম আহমদ (র) বলেন : আলোচ্য আয়াতটি শুরু করা হইয়াছে ইলম দ্বারা আবার শেষও করা হইয়াছে ইলম দ্বারা। ইহাতেও এই কথা বুঝা যায় যে, মাঝখানে আল্লাহর মানুষের সংগে থাকার যে কথা বলা হইয়াছে তাহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল ইলমীভাবে সংগে থাকা, সত্তাগতভাবে নয়।

(১) الْمُرْتَرِكِ الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَبَّهُونَ بِالْآيَاتِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَتَّىٰ كَسَمَّكَ يُحِثِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسِبَنَّا جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا فَنِسَّ الْمَصِيرُ ۝

(৯) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجَوْا بِالْآيَاتِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

(১০) إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَرِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

৮. তুমি কি তাহাদিগকে লক্ষ্য কর না, যাহাদিগকে গোপন পরামর্শ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। অতঃপর উহারা যাহা নিষিদ্ধ তাহারই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচার, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য কানাকানি করে। উহারা যখন তোমার নিকট আসে তখন উহারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্বারা আল্লাহ্ তোমাকে অভিবাদন করেন নাই। উহারা মনে মনে বলে, ‘আমরা যাহা বলি তাহার জন্য আল্লাহ্ আমাদিগকে শাস্তি দেন না কেন?’ জাহান্নামই উহাদিগের উপযুক্ত শাস্তি, যেথায় উহারা প্রবেশ করিবে, কত নিকৃষ্ট সেই আবাস!

৯. হে মু’মিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, সে পরামর্শ যেন পাপাচার, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অলম্বনের পরামর্শ করিও, এবং ভয় কর আল্লাহকে যাঁহার নিকট সমবেত হইবে তোমরা।

১০. শয়তানের প্ররোচণায় হয় এই গোপন পরামর্শ, মু’মিনদিগকে দুঃখ দেওয়ার জন্য; তবে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান তাহাদিগের সামান্যতম ক্ষতিসাধনেও সক্ষম নহে। মুমিনদিগের কর্তব্য আল্লাহর উপর নির্ভর করা।

তাফসীর : ইবন আবু নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা’আলা একবার ইয়াহুদদেরকে গোপন পরামর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। **أَلَمْ تَرَ** এই আয়াতে সেই কথাই বলা হইয়াছে।

মুকাতিল ইবন হায়য়ান (র) বলেন : এক সময় রাসূলুল্লাহ (সা) ও ইয়াহুদদের মাঝে শান্তি চুক্তি ছিল। কিন্তু মুসলমানদেরকে দেখিলে ইয়াহুদরা বসিয়া এমনভাবে কানাকানি করিয়া আলাপ করিত যাহাতে মুসলমানদের মনে আসে যে, তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য কিংবা অন্য কোন ক্ষতি করিবার জন্য তাহারা পরামর্শ করিতেছে। এই আশংকায় মুসলমানরা ইয়াহুদদের এলাকা দিয়ে চলাফেরা বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে আল্লাহ তা’আলা ইয়াহুদদিগকে এইভাবে গোপন পরামর্শ করিতে নিষেধ করিয়া দেন। কিন্তু তাহারা আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগের অপতৎপরতা চালাইয়া যাইতে থাকে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা’আলা **أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ لَخِ** আয়াতটি নাখিল করেন।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : আমরা পালক্রমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে রাত যাপন করিতাম এবং প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করিয়া দিতাম। এক রাতে আগন্তুকদের সংখ্যা অনেক বেশী হইয়া যায়। ফলে আমরা খণ্ড খণ্ড দলে বসিয়া কথাবার্তা বলিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সা) আসিয়া বলিলেন : “তোমরা किसের আলাপ করিতেছ? আল্লাহ কি তোমাদিগকে এইভাবে আলাপ করিতে নিষেধ করেন নাই?”

আমরা বলিলাম, আল্লাহর নিকট আমরা তওবা করি হে আল্লাহর রাসূল! আমরা দাজ্জাল সম্পর্কে আলাপ করিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “শুন, তোমাদিগকে আমি এমন একটি কথা বলিয়া দিব, যাহা দাজ্জাল অপেক্ষাও ভয়ংকর?” আমরা বলিলাম, বলুন হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “তাহা হইল, গোপন শিরক। তথা কাউকে দেখানোর জন্য কোন কাজ করা (অর্থাৎ রিয়া)।”

অর্থাৎ “তাহারা পরস্পর পাপাচার, অন্যের ব্যাপারে সীমালংঘন ও রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণের জন্য গোপনে শলা-পরামর্শ করে।”

অর্থাৎ “উহারা যখন তোমার নিকট আসে তখন উহারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্বারা আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন করেন নাই।”

ইবন আবু হাতিম (র) আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, কতিপয় ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া **يَا أَبَا** **السَّامِ** **عَلَيْكَ** **يَا** **أَبَا** **السَّامِ** **عَلَيْكَ** বলিয়া অভিবাদন করে। (সাম অর্থ মৃত্যু) আমি বলিলাম **السَّامِ** **عَلَيْكُمْ** **السَّامِ** **عَلَيْكُمْ** বলিয়া অভিবাদন করে। (সাম অর্থ মৃত্যু) আমি বলিলাম, কেন তাহারা তো আপনাকে **السَّامِ** **عَلَيْكُمْ** বলিয়া অভিবাদন করিল? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেনঃ তুমি কি শোননি যে, আমি (শালীনতা বজায় রাখিয়া) শুধু **عَلَيْكُمْ** বলিয়া জবাব দিয়াছি? এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা’আলা **وَإِذَا جَاءُوكَ** আয়াতটি নাখিল করেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ইয়াহুদীদের সালামের উত্তরে আয়িশা (রা) বলিলেন **السَّامِ** **عَلَيْكُمْ** **السَّامِ** **عَلَيْكُمْ** আর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, (অমন বলিও না!) কারণ উহাদিগের ক্ষেত্রে আমাদিগের বদ দোয়া কবুল করা হয়, কিন্তু আমাদিগের ব্যাপারে উহাদিগের বদ দোয়া গ্রহণযোগ্য নয়।”

ইবন জারীর (র) আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন সাহাবীদের মজলিসে বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে এক ইয়াহুদী আসিয়া সালাম করে আর সাহাবাগণ তাহার সালামের উত্তর প্রদান করে। দেখিয়া রাসূল (সা) বলিলেনঃ তোমরা কি জান যে, লোকটি কি বলিল? “তাহারা বলিল, কেন সে সালাম করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, না, সে বলিয়াছে **سَامَ** **عَلَيْكُمْ** অর্থাৎ “তোমাদিগের দীন বিলুপ্ত হইয়া যাক।” অতঃপর রাসূল (সা) লোকটিকে ডাকিয়া আনেন। আনা হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “সত্য কথা বল তুমি কি **سَامَ** **عَلَيْكُمْ** বল নাই?” অগত্যা লোকটি স্বীকার কাছীর-৯৩

করিয়া বলিল যে, হ্যাঁ, আমি তাই বলিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবাদিগকে বলিলেন : “যখন কোন কিতাবী তোমাদিগকে সালাম করিবে তো তোমরা عليك বলিয়া উত্তর দিবে। অর্থাৎ “তোমার জন্যও তাহাই হউক যাহা তুমি বলিয়াছ।”

وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ এহেন কর্মকাণ্ডে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া মনে মনে বলে যে, ইনি যদি সত্যিই নবী হন তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এইসব কথার কারণে কেন আমাদের শাস্তি দেন না? আল্লাহ্ তা'আলা গোপন প্রকাশ্য সবই জানেন।

ইহার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَأَمَّا الْفِتْيَانُ الَّتِي أَسْرَفُوا عَلَىٰهَا فَبِإِذْنِنَا فَتَنَّا قَوْمَهُمْ لِيَتُوبُوا وَاللَّهُ يُتَابِعُهُمْ إِن يَدْرِؤْهُمْ سُوءَ مَقَالٍ وَإِن يَدْرِؤهُمْ سُوءَ مَقَالٍ وَإِن يَدْرِؤهُمْ سُوءَ مَقَالٍ

ইমাম আহমদ (র) উমর (রা) হইত বর্ণনা করেন যে, ইয়াহুদরা রাসূল (সা)-কে سام عليكم বলিয়া অভিবাদন করিয়া মনে মনে বলিত, আমাদের এই সব কথার কারণে আল্লাহ্ আমাদের শাস্তি দেন না কেন? তখন وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ فَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَنَاجَوْا بِالْبَيْرِ وَالْتَفَوُي

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আওফী (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে سام عليكم বলিয়া অভিবাদন করিত। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার ঈমানদার বান্দাদেরকে সাবধান করিয়া বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَنَاجَوْا بِالْبَيْرِ وَالْتَفَوُي

তোমরা যখন গোপনে পরামর্শ কর সে পরামর্শ যেন ইয়াহুদ, নাসারা এবং মুনাফিকদের ন্যায় পাপাচার, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। বরং কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অলম্বনের পরামর্শ করিও।”

وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

আর তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় কর, তোমরা যাহার নিকট যাইবে। ফলে তিনি তোমাদিগের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করিবেন ও উহার যথাযথ প্রতিদান দিবেন।”

ইমাম আহমদ (র) সাফওয়ান ইবন মুহরিয (রা) হইতে বর্ণনা করেন।

সাফওয়ান (রা) বলেনঃ আমি একদিন হযরত উমর (রা)-এর হাত ধরিয়া

আনিয়া নিজের হাত তাহার উপর রাখিবেন এবং অন্যান্য লোকদের হইতে তাহাকে আড়াল করিয়া তাহার এক একটি করিয়া গুনাহের স্বীকৃতি নিবেন। এবং জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তোমার কি অমুক গুনাহের কথা মনে আছে? অমুক গুনাহের কথা কি তোমার স্মরণ হয়? বান্দা তাহার প্রতিটি গুনাহের কথা স্বীকার করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া পড়িবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন : যাও, দুনিয়াতে তোমার এই গুনাহ আমি জনসমাজ হইতে গোপন রাখিয়াছিলাম আর আজ আমি উহা ক্ষমা করিয়া দিলাম। তাহার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার হাতে তাহার নেক কর্মের আমলনামা প্রদান করিবেন। পক্ষান্তরে সাক্ষীরা কাফির ও মুনাফিকদের অন্যান্য অপকর্মের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া দিবেন যে, ইহারাই আল্লাহ্র উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়াছিল। সাবধান! জলিমদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ! ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণন করিয়াছেন :

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ وَعَلَى اللَّهِ فليتوكَّل المؤمنون

অর্থাৎ খোদাদ্রোহীদের যে সব গোপন পরামর্শে ঈমানদারদের মনে কষ্ট হয় ও সন্দেহ সৃষ্টি হয় তাহারা উহা শয়তানের প্ররোচনায়ই করিয়া থাকে। তবে আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান তাহাদিগের সামান্যতম ক্ষতিসাধন করিতেও সক্ষম নহে। কেহ এমন কোন প্ররোচনা সম্পর্কে তের পাইলে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং তাহারই উপর নির্ভর করা উচিত।

হাদীসেও ঈমানদারদের মনে কষ্ট আসিতে পারে এমন গোপন পরামর্শ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। যেমন ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, “তোমরা তিনজন লোক একত্রে থাকিলে একজনকে বাদ দিয়া দুইজনে গোপনে কথা বলিও না। কারণ ইহাতে তৃতীয় ব্যক্তির মনে কষ্ট হইবে।”

আব্দুর-বাক্ব (র) ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “তোমরা তিনজন লোক একত্রে থাকিলে একজনকে বাদ দিয়া তাহার অনুমতি ব্যতীত দুইজনে গোপনে কথা বলিও না। কারণ ইহাতে তাহার মনে কষ্ট হয়।”

(١١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ

اللَّهُ لَكُمْ، وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ

أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

১১. হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদিগকে বলা হয়, 'মজলিসে স্থান প্রশস্ত করিয়া দাও', তখন তোমরা স্থান করিয়া দিও, আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য স্থান প্রশস্ত করিয়া দিবেন এবং যখন বলা হয়, 'উঠিয়া যাও' তোমরা উঠিয়া যাইও। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে আল্লাহ্ তাহাদিগকে মর্যাদায় উন্নত করিবেন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ঈমানদার বান্দাদিগকে ভদ্রতা শিক্ষা দিবার জন্য মজলিসে পরস্পর মানবতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়া বলিতেছেন :

أَرْثَاهُ "هَـٰٓؤُلَاءِ الَّذِينَ آمَنُوا يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ" "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদিগকে বলা হয় যে, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করিয়া দাও, তখন তোমরা স্থান করিয়া দিও। আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য স্থান প্রশস্ত করিয়া দিবেন।"

ইহা যেমন কর্ম তেমন ফলেরই পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ ঈমানদার ভাইয়ের জন্য স্থান প্রশস্ত করিয়া দেওয়ার প্রতিদানে আল্লাহ্ তাহার জন্য স্থান করিয়া দিবেন। যেমন এক হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করিবে আল্লাহ্ তাহার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করিয়া দিবেন।" আরেক হাদীসে আছে যে, "যেই ব্যক্তি কাহারো সমস্যা দূর করিয়া দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে এবং আখিরাতে তাহার সমস্যা দূর করিয়া দেন। আর বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় ভাইয়ের সাহায্য করিতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ও তাহার সাহায্য করিতে থাকেন।" এই ধরনের আরো বহু হাদীস রহিয়াছে। কাতাদা (র) বলেন : এই আয়াতটি যিকর তথা দীনি আলোচনার মজলিসের ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে।

মুকাতিল ইবন হায়য়ান (র) বলেন, এই আয়াতটি (কোন এক) জুমুআর দিন নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেদিন সুফফায় অবস্থান করিতেছিলেন। জায়গা ছিল সংকীর্ণ। আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যাহারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে খুব শঙ্কা করিতেন। ঘটনাক্রমে সেইদিন তাহাদিগের কতিপয় মজলিসে আসিতে বিলম্ব করিয়া ফেলিলে তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আশেপাশে দাঁড়াইয়া বসিবার জায়গার অপেক্ষা করিতে থাকে। কিন্তু মজলিসে উপবিষ্ট শোতাবর্ণ জায়গার ব্যবস্থা না করায় অগত্যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদরীদের ব্যতীত অন্যান্য মুহাজিরদের কতিপয়ের নাম উল্লেখ করিয়া উঠিয়া জায়গা খালি করিবার নির্দেশ দেন। ইহাতে তাহারা কিছুটা বিব্রতবোধ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহা বুঝিতে পারিলেন। অপরদিকে এই সুযোগে মুনাফিকরা বলিতে লাগিল যে, তোমরা বুঝি মনে কর যে, এই লোক মানুষের মাঝে ইনসাফ করে? ইহাদের উপর ইনসাফ করিতে তাহাকে ইতিপূর্বে আমরা কখনো দেখিনি। দেখ এরা আগে আসিয়া নিজেদের পছন্দমত জায়গা লইয়া আগ্রহের সহিত রাসূলের কাছে উপবেশন করে আর ইনি তাহাদিগকে উঠাইয়া

দিয়া পরে আগত লোকদেরকে বসায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আল্লাহ্ তাহার প্রতি রহম করুন, যে তাহার ভাইয়ের জন্য জায়গা প্রশস্ত করিয়া দেয়।" এই কথা শুনিয়া তাহারা সকলেই উঠিয়া জায়গা করিয়া দিতে শুরু করে। তখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। ইবন আবু হাতিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করেন।

ইমাম আহমদ (র) আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : একজনকে বসা হইতে উঠাইয়া অন্য কেউ সেখানে বসিতে পারে না। তবে নবাগত ব্যক্তির জন্য তোমরা জায়গা প্রশস্ত করিয়া বসার সুযোগ করিয়া দাও।"

ইমাম শাফেয়ী (র) আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "কেহ যেন জুমু'আর দিন অপর ভাইকে উঠাইয়া তথায় বসিবার চেষ্টা না করে। তবে এতটুকু বলিতে পারে যে, ভাই একটু জায়গা দিন।"

ইমাম আহমদ (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে তাহার বসার জায়গা হইতে উঠাইয়া সে তথায় বসিতে পারে না। তবে তোমরা অন্য ভাইয়ের জন্য জায়গা প্রশস্ত করিয়া দাও, আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য জায়গা প্রশস্ত করিয়া দিবেন।" ইমাম আহমদ (র) একাই এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন আগন্তুক ব্যক্তির জন্য দণ্ডায়মান হওয়া জায়েয আছে কিনা এই ব্যাপারে ফকীহদের নানা মত পাওয়া যায়। কাহারো মতে জায়েয আছে। তোমরা তোমাদের নেতার জন্য দাঁড়াও। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই হাদীস দ্বারা তাহারা দলীল পেশ করেন। কাহারো মতে, সফর হইতে কেহ আগমন করিলে বা হাকিমের জন্য তাহার হুকুমতের স্থলে দণ্ডায়মান হওয়া জায়েয। সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর ঘটনাই ইহার দলীল। কারণ-রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বনু কুরায়যার বিচারক নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। কাজ সমাধা করিয়া ফিরিয়া আসার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'তোমরা তোমাদের নেতার জন্য দণ্ডায়মান হও।' একজন বিচারক হিসাবেই তাহাকে এই মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল। তবে যে কোন ব্যক্তিত্বের জন্য দণ্ডায়মান হওয়াকে নিয়ম বানাইয়া লওয়া আজমীদের রীতি। (ইসলাম ইহা পছন্দ করে না।)

সুনান গ্রন্থে আছে যে, সাহাবাগণের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা) অপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তিত্ব আর কেহ ছিলেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনে তাঁহারা দণ্ডায়মান হইতেন না। কারণ তাহাদের জানা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহা পছন্দ করেন না।

অন্য হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মজলিসে আসিয়া যেখানে জায়গা পাইতেন সেখানেই বসিয়া পড়িতেন। কিন্তু বসার পর সেই জায়গায়ই মজলিসের প্রাণকেন্দ্রে

পরিণত হইয়া যাইত। সাহাবাগণ ঘুরিয়া আসিয়া যার যার স্তর অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চতুর্দিকে বসিয়া পড়িতেন। যেমন হযরত আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ডানে, হযরত উমর (রা) বামে আর সম্মুখে সাধারণত হযরত উসমান ও আলী (রা) বসিতেন। কারণ শেষের দুই জন রাসূল (সা)-এর নির্দেশে ওহী লিপিবদ্ধ করিতেন। যেমন —

ইমাম মুসলিম (র) আবু মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেন : “তোমাদিগের মধ্যে যাহারা সবচেয়ে বেশী বিচক্ষণ ও জ্ঞানী তাহারা আমার সবচেয়ে কাছে বসিবে। তাহার পর এইভাবে পর্যায়ক্রমে বসিবে।” এই নিয়ম পালন করার উদ্দেশ্য হলো যখন বেশী জ্ঞানীরা কাছে বসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। এই হিসাবে পূর্বের ঘটনায় একদল লোককে সরাইয়া অন্যদেরকে বসানোর কারণ হয়তো বদরী সাহাবীদের তুলনায় তাহাদের মর্যাদা কম হওয়া বা এইজন্য যে, তাহারা কাছে বসিয়া ভালোভাবে জ্ঞান অর্জন করিতে পারে। যেমন, পূর্বের দলটি অর্জন করিয়াছিল। অথবা অন্যদেরকে এই নিয়ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, মর্যাদাশীল লোকদেরকেই সামনে জায়গা দিতে হয়।

ইমাম আহমদ (র) আবু মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযের শুরু হইবার পূর্বে আমাদের কাঁধে হাত দিয়া বলিতেন, সোজা হইয়া দাঁড়াও। এলোমেলো হইয়া দাঁড়াইও না, অন্যথায় তোমাদের অন্তরও এলোমেলো হইয়া যাইবে। বিচক্ষণ ও জ্ঞানীরা যেন আমার সবচেয়ে কাছে দাঁড়ায়। অতঃপর অন্যরা পর্যায়ক্রমে দাঁড়ায়।” এই হাদীস বর্ণনা করিয়া আবু মাসউদ (রা) বলেন, এতদসত্ত্বেও আজ তোমাদের মধ্যেই বেশী এখতেলাফ দেখা যায়। নামাযের সময়েই যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জ্ঞানীদেরকে নিজের কাছে দাঁড়াইবার নির্দেশ দিয়াছেন, তাহলে নামাযের বাহিরের কথা তো বলাই বাহুল্য।

ইমাম আবু দাউদ (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “তোমরা নামাযের কাতার সোজা করিয়া কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দাঁড়াও। খালি জায়গা বন্ধ করিয়া দাঁড়াও। কাতারে অপর ভাইয়ের পাশে নরম হইয়া দাঁড়াও এবং শয়তানের জন্য কোন ফাঁক রাখিও না এবং যে ব্যক্তি কাতারের সহিত মিলিয়া দাঁড়াইবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে মিলাইয়া দিবেন আর যে কাতার হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবেন।”

সহীহ হাদীসে আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক স্থানে বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে তিন ব্যক্তির আগমন ঘটে। তাহাদের একজন মজলিসের মাঝে জায়গা পাইয়া বসিয়া পড়ে, দ্বিতীয়জন সকলের পিছনে বসিয়া পড়ে আর অপরজন ফিরিয়া

যায়। দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে আমি তোমাদিগকে সংবাদ দিব কি? শোন, প্রথম ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় নিয়াছে ফলে আল্লাহ্ তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি সামনে অগ্রসর হইতে লজ্জা করে, ফলে আল্লাহ্ তাহার ব্যাপারে লজ্জা করেন আর তৃতীয় ব্যক্তি বিমুখ হইয়া চলিয়া যায়। ফলে আল্লাহ্ তাহার হইতে মুখ ফিরাইয়া নেন।

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : “দুই ব্যক্তির মাঝে তাহাদের অনুমতি ব্যতীত বসিয়া দুইজনের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা কাহারো জন্য বৈধ নহে।” ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী (র) উসামা ইব্ন যায়েদ (রা)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও হাসান বসরী (র)সহ আরো অনেক হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহারা আলোচ্য আয়াতকে জিহাদের সহিত সম্পৃক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ জিহাদের মজলিসে জায়গা প্রশস্ত করিয়া দিতে বলা হইলে তোমরা জায়গা করিয়া দাও আর যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইলে তোমরা তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া যাও।

কাতাদা (র) বলেন وَأَإِذَا قِيلَ لَكُمْ ائْتَرُوا فَأَنْشُرُوا এর অর্থ হইল তোমাদিগকে কোন ভ্রুলো কাজের প্রতি আহ্বান করা হইলে সংগে সংগে সেই ডাকে সাড়া দাও।

মুকাতিল (র) বলেন, যখন তোমাদিগকে নামাযের জন্য ডাকা হয় তো সংগে সংগে নামাযের জন্য উঠিয়া যাও।

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন : সাহাবাই কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরে আসিলে ফিরিয়া যাইবার সময় সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে সকলের পরে উঠিতে চাইতেন। কিন্তু ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অসুবিধা হইত। ফলে তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়ার সংগে সংগে চলিয়া যাইবার নির্দেশ দেওয়া হয়। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে :

وَأَنْ قِيلَ لَكُمْ ارجِعُوا فَارجِعُوا অর্থাৎ “যখন তোমাদিগকে চলিয়া যাইতে বলা হয়, তাহা হইলে তোমরা ফিরিয়া যাও।” অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ অর্থাৎ নিজের নবাগত ভাইয়ের জায়গা করিয়া দিতে বলিলে জায়গা করিয়া দেওয়া কিংবা উঠিয়া যাইবার নির্দেশ দিলে উঠিয়া যাওয়া অপমানজনক মনে করিও না। বরং এইরূপ করিলে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে ঈমানদারদের মর্যাদা বাড়াইয়া দেন। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নির্দেশের সামনে নত হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি করিয়া দেন। আর কে মর্যাদার অধিকারী এবং কে অধিকারী নয়, আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

ইমাম আহমদ (র) আবু তুফায়ল আমির ইবন ওয়াছিলা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবু তুফায়ল (রা) বলেন, নাফি' ইবন আব্দুল হারিছের সহিত উসফান নামক স্থানে উমর (রা)-এর সাক্ষাত হয়। তিনি তখন উমর (রা) কর্তৃক নিয়োজিত মক্কার গভর্ণর ছিলেন। দেখিয়া হযরত উমর (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি মক্কায় তোমার পরিবর্তে কাহাকে রাখিয়া আসিয়াছ? উত্তরে তিনি বলিলেন, ইবন আব্বাকে। শুনিয়া উমর (রা) বলিলেন, ইবন আব্বাকে খলীফা বানাইয়া রাখিয়া আসিয়াছ, সে তো আমাদের আযদকৃত গোলাম! নাফি' বলিলেন, হ্যাঁ, তাহাকেই রাখিয়া আসিয়াছি। কারণ সে কুরআনে অভিজ্ঞ, আল্লাহর আইন সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং ওয়াজ করায় পারদর্শী। উমর (রা) বলিলেন : আসলে রাসূলুল্লাহ (সা) ঠিকই বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা এই কিতাব দ্বারা কোন জাতিকে উন্নত করেন আবার কাউকে করেন অপদস্ত।

(১২) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْهِ

نَجْوَكُمْ صِدْقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَظْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

(১৩) ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْهِ نَجْوَكُمْ صِدْقَتٍ قَدْ لَمْ تَفْعَلُوا

وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطْبِقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

১২. হে মু'মিনগণ! তোমরা রাসূলের সহিত চুপিচুপি কথা বলিতে চাহিলে তাহার পূর্বে সাদকা প্রদান করিবে। ইহাই তোমাদিগের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক; যদি তাহাতে অক্ষম হও, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৩. তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলিবার পূর্বে সাদকা প্রদানকে কষ্টকর মনে কর, যখন তোমরা সাদকা দিতে পারিলে না, আর আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। অতএব তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা সম্যক অবগত।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ঈমানদার বান্দাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন যে, তোমরা আমার রাসূলের সহিত গোপনে কোন পরামর্শ করিলে আলাপের পূর্বে সাদকা

প্রদান করিয়া নিজেরা পরিশুদ্ধ হইয়া আমার রাসূলের সহিত পরামর্শ করিবার উপযুক্ত হইয়া তবে আলাপ করিও। অতঃপর আল্লাহ বলেন :

“تَبِعُوا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ” অর্থাৎ “তবে যদি দারিদ্রের কারণে সাদকা দিতে না পার, তাহলে আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” অর্থাৎ রাসূলের সহিত গোপন আলাপের পূর্বে সাদকা প্রদানের এই নির্দেশ তাহাদেরই জন্য যাহারা সাদকা দিতে সক্ষম।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : اَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَكُمْ” অর্থাৎ “রাসূলের সহিত চুপে চুপে কথা বলিবার পূর্বে তোমাদিগের উপর সাদকা প্রদানের এই নিয়ম চিরকাল অব্যাহত থাকিবে বলিয়া কি তোমরা আশংকা করিয়াছ?”

“فَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ” অর্থাৎ “আচ্ছা, যখন তোমরা সাদকা দিতে পারিলে না আর আল্লাহ ও তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন তো তোমরা পূর্বের ন্যায় নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর। মনে রাখিও, আল্লাহ তোমাদিগের যাবতীয় কৃত কর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত।

এই আয়াত দ্বারা রাসূলের সহিত গোপন আলাপের পূর্বে সাদকা প্রদানের নির্দেশকে রহিত করা হইয়াছে। কথিত আছে যে, সাদকা প্রদানের এই আয়াতের উপর একমাত্র হযরত আলী (রা)-ই আমল করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই এই নির্দেশ রহিত হইয়া যায়।

ইবন আবু নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাদকা প্রদান না করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত গোপনে আলাপ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। এই নিষেধাজ্ঞার পর শুধুমাত্র হযরত আলী (রা) এক দীনার সাদকা প্রদান করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই এই নির্দেশ রহিত হইয়া যায়।

লায়ছ ইবন আবু সুলায়ম (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন, আল্লাহর কিতাবে একটি আয়াত এমন আছে যে, আমার পূর্বে উহার উপর কেহ আমল করিতে পারে নাই আর পরেও কেহ আমল করিতে পারিবে না। আমার কাছে একটি দীনার ছিল। উহা ভাঙ্গাইয়া দশ দিরহাম করিয়া এবং এক দিরহাম সাদকা করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত আলাপ করি। তাহার পর আয়াতটি রহিত হইয়া যায়। ফলে আমার পূর্বেও কেহ তদানুযায়ী আমল করিতে পারে নাই, পরেও আর পারিবে না। এই বলিয়া তিনি يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

ইবন জারীর (র) আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : সাদকার পরিমাণ কত হওয়া উচিত, এক দীনার? আমি বলিলাম, এত দেওয়া সকলের জন্য সম্ভব হইবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “তাহা হইলে আধা দীনার?” আমি বলিলাম, না, আধা দীনার দেওয়া অনেকের জন্য কষ্টকর হইবে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “তাহা হইলে তুমিই বল, কত হওয়া উচিত?” আমি বলিলাম, একটি যব পরিমাণ (সোনা)। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : “তুমি তো বড় বিরাগী।” অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা **أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا** তা‘আলা আয়াতটি নাযিল করেন। আলী (রা) বলেন, বস্তুত আমার কারণেই আল্লাহ্ তা‘আলা উম্মতের উপর এই ব্যাপারটি হালকা করিয়া দেন। ইমাম তিরমিযী (র)ও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আওফী (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস (রা) বলেন, মুসলমানরা এক সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত চুপি চুপি আলাপ করিবার পূর্বে সাদকা প্রদান করিত, কিন্তু যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পর এই নিয়ম রহিত হইয়া যায়।

আলী ইবন আবু তালহা (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) **فَقَدِّمُوا** এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নানা বিষয়ে এত বেশী প্রশ্ন করিতে শুরু করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাতে কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এহেন কষ্ট লাঘব করিবার জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা সাদকার বিধান নাযিল করেন। কিন্তু ইহাতে মুসলমানদের অনেকেই প্রশ্ন করা ছাড়িয়া দেয়। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা **أَشْفَقْتُمْ** এই আয়াত নাযিল করিয়া পুনরায় অসংকোচে প্রশ্ন করিবার সুযোগ করিয়া দেন।

ইকরিমা ও হাসান বসরী (র) বলেনঃ **فَقَدِّمُوا** আয়াতটি পরবর্তী **أَشْفَقْتُمْ** আয়াত দ্বারা রহিত হইয়া যায়।

সাদ্দ ইবন আবু আরুবা (র) কাতাদা ও মুকাতিল (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহারা বলেন : মানুষ অতিরিক্ত প্রশ্ন করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিরক্ত করিয়া ফেলে। ফলে আল্লাহ্ তা‘আলা এই আয়াত দ্বারা লোকদিগকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তখন আর সাদকা না দিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত আলাপ করার কোন সুযোগ রহিল না। কিন্তু ইহাতে অনেকের অসুবিধা হইয়া পড়ায় পরবর্তীতে এই বিধান তুলিয়া নেওয়া হয়।

মা‘মার (র) কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন। কাতাদা (র) বলেন : **إِذَا نَاجَيْتُمْ** **الرَّسُولَ** এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরই রহিত হইয়া যায়।

আব্দুর রাযযাক (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন, আমি ছাড়া আর কেহ এই আয়াত অনুযায়ী আমল করিতে পারে নাই। ইতিমধ্যে আয়াতটি রহিত হইয়া যায়। আমার ধারণা যে, আয়াতটি মাত্র কিছু সময়ের জন্য বহাল থাকে।

(১৪) **الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝**

(১৫) **أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝**

(১৬) **إِتَّخَذُوا آيَاتِنَاهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝**

(১৭) **لَنْ تَغْنَى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۝ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝**

(১৮) **يَوْمَ يَبْعَهُمُ اللَّهُ جَبِينًا فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ۝ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝**

(১৯) **إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۝ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝**

১৪. তুমি কি তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহারা আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট, তাহাদিগের সহিত বন্ধুত্ব করে? উহারা তোমাদিগের দলভুক্ত নহে, তাহাদিগের দলভুক্তও নহে এবং উহারা জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা শপথ করে।

১৫. আল্লাহ্ উহাদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন কঠিন শাস্তি। উহারা যাহা করে তাহা কত মন্দ!

১৬. উহারা উহাদিগের শপথগুলিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, এইভাবে উহারা আল্লাহর পথ হইতে নিবৃত্ত করে, উহাদিগের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

১৭. আল্লাহর শাস্তির মুকালিয়ায় উহাদিগের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি উহাদিগের কোন কাজে আসিবে না। উহারাই জাহান্নামের অধিবাসী সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে।

১৮. যেদিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করিবেন উহাদিগের সকলকে, তখন উহারা আল্লাহর নিকট সেইরূপ শপথ করিবে যেইরূপ শপথ তোমাদিগের নিকট করে এবং উহারা মনে করে যে, উহারা উহাতে উপকৃত হইবে। সাবধান! উহারাই তো মিথ্যাবাদী।

১৯. শয়তান উহাদিগের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। ফলে, উহাদিগকে ভুলাইয়া দিয়াছে আল্লাহর স্মরণ। উহারা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, মুনাফিকরা তলে তলে কাফিরদের সহিত বন্ধুত্ব দেখাইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহার মু'মিন বা কাফির কাহারোই আপন নহে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন : وَمَنْ إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا - অর্থাৎ “উহারা এই দুইয়ের মাঝে দোদুল্যমান, এদিকেও নাই ওদিকেও নাই। আসলে আল্লাহ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন, তুমি কিছুতেই তাহার জন্য কোন পথ পাইবে না।”

আর এইখানে বলিয়াছেন : أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ অর্থাৎ “আপনি কি তাহাদিগকে দেখেন নাই যাহারা আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তাহাদিগের সহিত তথা ইয়াহুদদিগের সহিত বন্ধুত্ব করে?” উল্লেখ্য যে, সেকালে মুনাফিকরা ভিতরে ভিতরে বন্ধুত্ব করিত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۖ অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! জানিয়া রাখ, এই মুনাফিকরা মূলত তোমাদেরও বন্ধু নহে আর ঐ ইয়াহুদদেরও বন্ধু নহে।”

তাহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۖ অর্থাৎ “মুনাফিকরা মিথ্যা শপথ করে, অথচ তাহারা জানে যে, যেই বিষয়ে তাহারা শপথ করিল উহা মিথ্যা। জানিয়া বুঝিয়া এইভাবে মিথ্যা শপথ করাকে শরীয়াতের পরিভাষায় ইয়ামীনে গামুস বলা হয়। মুনাফিকদের চরিত্র এই ছিল যে, তাহারা ঈমানদারদের কাছে গিয়া বলিত, আমরা ঈমান আনিয়াছি আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গিয়া শপথ

করিয়া বলিত যে, তাহারা ঈমানদার অথচ তাহাদিগের এই কথা জানা ছিল যে, তাহাদের এই দাবী নির্জলা মিথ্যা। কারণ তাহাদিগের দাবীর সত্যতা তাহারাও স্বীকার করিত না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ অর্থাৎ মুনাফিকদের এহেন অপকর্ম তথা কাফিরদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন, কাফিরদের সাহায্য-সহযোগিতা এবং মুসলমানদের সহিত বিরোধীতা ও ধোঁকাবাজীর পরিণামে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগের জন্য বড় কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। বন্ধুত্ব ইহাদের কৃতকর্ম বড়ই মন্দ!

অতঃপর মুনাফিকদের প্রতারণার স্বরূপ উন্মোচন করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ অর্থাৎ ইহারা মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করে কিন্তু মনে মনে কুফরী পোষণ করে আর মুসলমানদের কোপানল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নানা ভঙ্গিতে মিথ্যা শপথ করে। ফলে অনেক সরলমনা মানুষ উহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হয় : এইভাবে তাহারা অনেক লোককে নিজেদের দলে ভিড়াইয়া আল্লাহর পথ হইতে ফিরাইয়া রাখে।

فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّبِينٌ অর্থাৎ এহেন জঘন্যতম মিথ্যা শপথের পরিণামে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا - أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

অর্থাৎ দুনিয়াতে ইহাদের ধনবল আর জনবল যতই থাকুক আল্লাহর আযাব আদিস্যা পড়িলে আর উহা কোন আযাব হইতেই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। উহারাই জাহান্নামী, সেথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَافِرُونَ -

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন তাহাদিগের প্রত্যেককে আল্লাহ তা'আলা পুনরুত্থিত করিবেন তখন তাহারা ঠিক এখনকার ন্যায় আল্লাহর নিকট শপথ করিয়া বলিবে যে, আমরা হিদায়াতের উপরই গোটা জীবন পরিচালিত করিয়া আসিয়াছি, আমরা ছিলাম পাকা ঈমানদার। সেইদিনও তাহারা এই মিথ্যা শপথ করিয়া বাঁচিয়া যাইবে বলিয়া আশা করিবে, যেমন এখন দুনিয়াতে কোন রকম বাঁচিয়া যায়। কিন্তু সাবধান! উহারাই আসল মিথ্যাবাদী।

ইবন আবু হাতিম (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন তাঁহার কোন এক কামরার ছায়ায় বসিয়াছিলেন। কতিপয় সাহাবাও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তখন কথা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : “কিছুক্ষণের মধ্যে তোমাদের কাছে এমন একজন লোক আসিবে, যে শয়তানের দুই চক্ষু দিয়া তাকায়। আসিলে পরে তোমরা তাহার সহিত কথা বলিও না।” সত্যিই কিছুক্ষণ পর নীল চক্ষু বিশিষ্ট এক ব্যক্তির আগমন ঘটে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে কাছে ডাকিয়া আরো কয়েক ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা বলতো তুমি আর অমুক অমুক আমাকে কেন গালি দাও? এহেন প্রশ্ন শুনিয়া লোকটি ফিরিয়া গিয়া উহাদিগকে সংগে করিয়া লইয়া আসে এবং সকলে মিলিয়া বলে যে, না তো আমরা তো আপনার ব্যাপারে অসৌজন্যমূলক কোন কথা বলি নাই। তখন আল্লাহ তা'আলা الخ فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا الخ এই আয়াতটি নাখিল করেন।

অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ (র) দুইটি সূত্রে সিমাক (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন জারীর (র)-ও একই সূত্রে সিমাক (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

বস্তৃত মুনাফিকদের অবস্থা ঠিক মুশরিকদেরই ন্যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলেন :

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ
أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ-

অর্থাৎ “অতঃপর উহাদিগের ইহা ভিন্ন বলিবার অন্য কোন অজুহাত থাকিবে না, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না। দেখ, নিজেরাই নিজেদেরকে কিরূপ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং যে মিথ্যা তাহারা রচনা করিত উহা তাহাদিগের জন্য কিভাবে নিষ্ফল হইল।”

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ “শয়তান তাহাদের অন্তরে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, তাহাদিগের অন্তর হইতে আল্লাহর স্মরণই ভুলাইয়া দিয়াছে।”

ইমাম আবু দাউদ (র) আবুদ্বারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবুদ্বারদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন : “কোন লোকালয় বা অরণ্যে যদি তিনজন লোকও থাকে আর তাহাদিগের মধ্যে নামায কায়েম না হয়, তাহা হইলে শয়তান তাহাদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলে। সুতরাং তোমরা জামাতকে আঁকড়াইয়া ধর। অর্থাৎ জামাতের সহিত নামায কায়েম কর। কারণ পাল হইতে বিচ্ছিন্ন বকরীকে বাঘে খাইয়া ফেলে।”

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ إِلَّا أَنْ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ “শয়তান যাহাদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আল্লাহর স্মরণ ভুলাইয়া দেয়, তাহারা শয়তানেরই দল। শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।”

(২০) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذْلَى

(২১) كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

(২২) لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ

فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَتَيْدَهُمْ بَرُوحٌ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ

اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

২০. যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা হইবে চরম লাঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হইব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

২১. তুমি পাইবে না আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়, যাহারা ভালোবাসে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীগণকে— হউক না এই বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাহাদিগের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা ইহাদিগের জ্ঞাতি-গোত্র। ইহাদিগের অন্তরে আল্লাহ সূঢ় করিয়াছেন ঈমান এবং তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছেন তাঁহার পক্ষ হইতে রূহ দ্বারা।

২২. তিনি ইহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেথায় ইহারা স্থায়ী হইবে, আল্লাহ ইহাদিগের প্রতি প্রসন্ন এবং ইহারাও তাঁহাতে সন্তুষ্ট, ইহারা ইহাদিগের দল। জানিয়া রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হইবে।

তাফসীর : আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের বিরোধী পক্ষ কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : **الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذْيَانِ** অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের বিরোধীতা করে তথা ইসলাম ও হিদায়াতের অপর প্রান্তে থাকিয়া যাহারা ইসলামের বিরোধিতা করে, তাহারা সত্য ও সঠিক পথ হইতে বিতাড়িত, কুফরীর আস্তাকুঁড়ে নিষ্কিণ হতভাগ্যের দল এবং দুনিয়ায় ও আখিরাতে তাহারা চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

كُتِبَ اللَّهُ لِلَّهِ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي অর্থাৎ আল্লাহ্র অমোঘ, অপ্রতিরোধ্য ও অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত যে, দুনিয়া ও আখিরাতে বিজয় তাঁহার কিতাব, (তথা জীবন বিধান) তাঁহার রাসূল এবং তাঁহার ঈমানদার বান্দাদের জন্যই অবধারিত। আর শুভ পরিণাম কেবল মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : **وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ** অর্থাৎ "আমি অবশ্যই আমার রাসূলদেরকে আর ঈমানদারদের সাহায্য করিব, দুনিয়াতে এবং আখিরাতে যেই দিন সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, যেই দিন কোন অজুহাত জালিমদের উপকারে আসিবে না তাদের জন্য আর থাকিবে অভিশাপ ও মন্দ আবাস।"

إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ নিশ্চয় শক্তিমান, পরাক্রমশালী আল্লাহ্ই এই সিদ্ধান্ত নিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার শত্রুদের উপর বিজয়ী, তাঁহাকে হারাবার শক্তি কাহারো নাই। বস্তৃত ইহা অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত যে, দুনিয়া ও আখিরাতে অশুভ পরিমাণ আর চূড়ান্ত বিজয় ঈমানদারদের জন্য অবধারিত।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : **أَوْ لَاتَجِدُوا قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ** অর্থাৎ আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কেহ ইসলাম বিরোধী কাহারো সহিত সুসম্পর্ক রাখিতে পারে না যদিও তাহারা কোন আপনজন বাপ, ভাই, পুত্র বা অন্য কোন নিকটতম আত্মীয় হয়।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন : **لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ** অর্থাৎ মু'মিনরা মু'মিনদের ছাড়া কাফিরদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে পারে না। যে এমন করিবে তাহার সহিত আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক নাই। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاكُمْ وَأَبْنَاكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ - وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

অর্থাৎ বলুন, তোমাদিগের নিকট যদি আল্লাহ্ তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদিগের পিতা, তোমাদিগের সন্তান, তোমাদিগের

ভ্রাতা, তোমাদিগের পত্নী, তোমাদিগের স্বগোষ্ঠী, তোমাদিগের অর্জিত সম্পদ, তোমাদিগের ব্যবসা-বাণিজ্য যাহার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদিগের বাসস্থান যাহা তোমরা ভালোবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ্ সত্যতাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

সাইদ ইব্বন আব্দুল আযীয সহ অনেকে বলেন, আবু উবায়দা আমির ইব্বন আব্দুল্লাহ্ ইবনুল জাররাহ (রা) বদরের যুদ্ধে তাহার কাফির পিতাকে হত্যা করিয়াছিলেন। ফলে তাহার সম্পর্কে **قَوْمًا لَا تَجِدُ قَوْمًا** এই আয়াতটি নাযিল হয়। আর এই কারণেই হযরত উমর (রা) মৃত্যুর পূর্বে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য ছয়জন সাহাবীর নাম প্রস্তাব করিবার সময় বলিয়াছিলেন আবু উবায়দা আজ বাঁচিয়া থাকিলে আমি তাহাকেই খলীফা নিয়োগ করিয়া যাইতাম।

কেহ বলেন : **أَوْ أَبْنَاَعُهُمْ** আবু উবায়দা (রা) সম্পর্কে **أَبَاَعُهُمْ** আবু বকর সিদ্দীক (রা) সম্পর্কে **أَوْ إِخْوَانَهُمْ** মুসআব ইব্বন উমায়র (রা) সম্পর্কে এবং **أَوْ عَشِيرَتَهُمْ** হযরত উমর, হামযা, আলী ও উবায়দা ইব্বন হারিছ (রা) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। কেননা, বদরের যুদ্ধে আবু উবায়দা (রা) তাঁহার পিতাকে হত্যা করিয়াছিলেন, আবু বকর (রা) তাঁহার ছেলে আব্দুর রহমানকে হত্যা করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, মুসআব ইব্বন উমায়র (রা) তাঁহার ভাই উবায়দ ইব্বন উমায়রকে, উমর (রা) তাঁহার এক নিকটাত্মীয়কে এবং হামযা, আলী ও উবায়দা ইব্বন হারিছ (রা) তাহাদিগের নিকটাত্মীয় উতবা, শায়বা ও অলীদ ইব্বন উতবাকে হত্যা করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

ইব্বন কাসীর (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদরের বন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে হযরত আবু বকর (রা) বলিলেনঃ মুক্তিপণ লইয়া ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়াই আমি ভালো মনে করি। কারণ ইহাতে একদিকে মুক্তিপণ বাবদ যে অর্থ পাওয়া যাইবে উহা দ্বারা মুসলমানদের উপকার হইবে এবং কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করা যাইবে। অপরদিকে আশা করা যায় যে, মুক্তি পাইয়া এই কাফিররা একদিন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিবে। তদুপরি ইহারা তো আমাদেরই লোক।

অপরদিকে হযরত উমর (রা) দৃষ্ট কণ্ঠে বলিলেনঃ না ইয়া রাসূলুল্লাহ্ তাহা হইবে না। বরং বন্দীদের প্রত্যেককে আপন আপন মুসলমান আত্মীয়ের হাতে সোপর্দ করিয়া নিজ হাতে তাহাদিগকে হত্যা করিবার নির্দেশ দেওয়া উইক। আমরা আল্লাহকে দেখাইয়া দিতে চাই যে, মুশরিকদের প্রতি আমাদের প্রতি এতটুকু আন্তরিকতাও নাই। উমরের অমুক আত্মীয়কে তাহার হাতে, আকীলকে আলীর হাতে, আর অমুক অমুককে অমুকের অমুকের হাতে তুলিয়া দিয়া নিজ হাতে হত্যা করিবার নির্দেশ দেওয়া উইক।

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল তথা ইসলামের বিরোধীতা করে, তাহাদিগের সহিত যাহারা কোন প্রকার সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব রাখে না, তাহারাই উহারা আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদিগের অন্তরে ঈমান সুদৃঢ় করিয়াছেন এবং তাহার পক্ষ হইতে রুহ দ্বারা তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছেন।

وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ -

অর্থাৎ আর তিনি তাহাদিগকে প্রবেশ করাইবেন উদ্যানসমূহে, যাহার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে, আল্লাহ তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট তাহারাও আল্লাহতে তুষ্ট। উল্লেখ্য যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব পুনরাবৃত্তি নিষ্পয়োজন।

أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ অর্থাৎ যাহারা এই সকল গুণের অধিকারী তাহারাই আল্লাহর দল তথা আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহর নিকট মর্যাদার অধিকারী। এই আল্লাহর দলই ইহকাল ও পরকালে সফলকাম।

ইব্ন আবু হাতিম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যাইয়াল ইব্নে আব্বাদ বলেন, আবু হাযিম আরায (র) যুহরীর নিকট এই মর্মে পত্র লিখেন যে, জানিয়া রাখুন, মর্যাদা দুই প্রকার। এক প্রকার মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা তাঁহার অলীদের হাতে চালু করেন। ইহারা হয় সমাজের ব্যক্তিত্বহীন লোক। কেহ তাহাদিগকে জানে না। রাসূলুল্লাহ (সা) এই ধরনের আল্লাহওয়ালাদের সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ আল্লাহ তা'আলা অবিখ্যাত মুত্তাকী ও সৎ লোকদেরকে ভালোবাসেন। সমাজ হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া গেলে তাহাদিগকে খোঁজ করা হয় না আর সমাজে উপস্থিত থাকিলে কেহ হিসাবে গুণে না। তাহাদিগের হৃদয় হিদায়াতের প্রদীপ তুল্য।

..... أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই ধরনের অলীদের কথাই বলিয়াছেন।

নু'আয়ম ইব্ন হাম্মাদ হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেনঃ হে আল্লাহ! আমার কাছে ফাসিক-ফাজিরের কোন ইহসান এবং অনুদান রাখিও না। (অর্থাৎ-আমি যেন কোন ফাসিক-ফাজির দ্বারা উপকৃত হইয়া তাহদের কাছে ঋণী না থাকি) কারণ আপনি আমার প্রতি বাহা প্রত্যাশ করিয়াছেন উহাতে একথা পাইয়াছি যে, لَا تَجِدُ قَوْمًا الْخ অর্থাৎ- আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কেহ আল্লাহ ও তাঁহার দুশমনদের সহিত বন্ধুত্ব তথা সুসম্পর্ক রাখিতে পারে না।

সুফিয়ান (র) বলেন, অনেকের ধারণা এই আয়াতটি তাহাদিগের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, যাহারা রাজা-বাদশাহদের সহিত উঠা-বসা করে। (আবু আহমদ আসকারী)

দশম খণ্ড সমাপ্ত